শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৩৮শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৯৩ { ৩য়-সংখ্যা

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি , কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) **শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য** (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস** হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

অষ্টত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৯ গোবিন্দ হইতে ৫০০ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৯২ চৈত্র হইতে ১৩৯৩ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৮৬ মার্চ হইতে ১৯৮৭ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

অষ্টত্রিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার
প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যের দয়া	১।৭৮
অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্ব—শ্রীগৌরহরি	১।১৩৬
আত্ম-পরিচয়	৯।৫১০
ওঁ-পরব্রহ্ম-স্তব-দশকম্	৪।২৮৯
কলির বিক্রম [কবিতা]	১।৫০
কুঞ্জদ্বারে [কবিতা]	৭।৪৪৫
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দয়া—শ্রী	১।১৯৪
কৃষ্ণ-স্তব—শ্রী [কবিতা]	৩।২৮২
গুণ্ডিচা-হৃদয়-মার্জ্জনী [কবিতা]	২।২৪৬
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ ও বক্তৃতা]	১১।৬০২, ১২।৬৩৭
গুরু-চরণে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা]	১।১০৩
গুরু-মহারাজের কলিকাতা, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় প্রচার—শ্রীশ্রীল [বিবরণ]	২।২৪২
গুরু-বিরহে কৃপা-প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	৯।৫২১
গৌর কি বস্তু ?—শ্রী	১।৮
গৌরপ্রেম-রসার্ণব—শ্রী	১।২৭
গৌর-কীর্ত্তন—শ্রী [কবিতা]	১।১৭৬
গৌর-নিতাই—শ্রী [কবিতা	১।১৮৪
গৌরসুন্দরের শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার—শ্রী	১।১৮৭
গৌড়ধামে শ্রীরথযাত্রা ও শ্রীরূপানুগত্য—শ্রী	১।৫২
গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ-বর্ষ	১।১৯৮
চৈতন্যাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১।১
চৈতন্যদেব ও গীতোপনিষদের বুদ্ধিযোগ—শ্রী	১।৩১
চৈতন্যদেব ও অপ্রাকৃত চিদ্‌বিজ্ঞান রহস্য—শ্রী	১।১৪৭
চৈতন্যদেবের প্রকটকাল ও বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা—শ্রী	১।৮৪
চৈতন্যমহাপ্রভু ও মায়াবাদ-নিরাস—শ্রী	১।১৩
চৈতন্যমহাপ্রভু ও পরাবিদ্যা—শ্রী	১।১২৮
চৈতন্যমহাপ্রভু ও অষ্টাঙ্গ-যোগ—শ্রী	১।১৫৬

চৈতন্যমহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি—শ্রী ১।১৬০
চৈতন্যমহাপ্রভু ও বৈরাগ্য-বিদ্যা—শ্রী ১।১৭৭
চৈতন্যমহাপ্রভু ও ভক্তিযোগীর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস—শ্রী ২।২৩১
চৈতন্য-শিক্ষামৃত—শ্রীশ্রী ২।২১২, ৩।২৫২, ৪।২৯১, ৫।৩৩২, ৬।৩৭১, ৭।৪১১, ৮।৪৫১, ৯।৪৯২, ১০।৫৩৩, ১১।৫৭২, ১২।৬১১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৪।৩২৭
জীব-তত্ত্ব ১০।৫৫৯
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৬।৪০৮ (ক)
তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকা-সহ) [বিজ্ঞাপন] ১০।৫৪২
দুর্দ্দিনে পরমাশ্রয় ৭।৪২৭
ধরণীদেবী-গীতম্ উপদেশ-সারম্—শ্রী ৭।৪০৯
নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ২।২৪৭
নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১২।৬৪১
নবীনের অভিসার [কবিতা] ১।২৫
নিমানন্দ ব্রজবাসীর নির্যাণ—শ্রী ১০।৫৬৮
পতিতের আশা [কবিতা] ১।৮২
প্রগতি ও পরিবর্ত্তনশীলতা ৩।২৭১
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ৫।৩৪৬
প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল ২।২১৭, ৩।২৫৬, ৪।২৯৮, ৫।৩৩৫, ৬।৩৭৭, ৭।৪১৬, ৮।৪৬০, ৯।৪৯৮, ১০।৫৩৮, ১১।৫৭৯, ১২।৬১৫
প্রভুপাদ-বিরহে—শ্রীল [কবিতা] ১২।৬২২
প্রহ্লাদকৃতম্ শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্রম্—শ্রী ৮।৪৪৯
প্রহ্লাদকৃতম্ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্ - শ্রী ৯।৪৮৯, ১০।৫২৯, ১১।৫৬৯, ১২।৬০৯
প্রার্থনা [কবিতা] ১।১২৫
প্রাচীন আচার্য্যের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ও উপদেশ ৮।৪৭৫
বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা ৭।৪৪১
বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা (?) ২।২৩৫, ৪।৩১২, ১২।৬২৩
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র—শ্রী [পুস্তিকার প্রতিবাদ] ১০।৫৫২, ১১।৫৮৮
বামনদেবের উপাখ্যান—শ্রী ৩।২৮৪, ৪।৩২২

বাসুদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী ৫।৩২৯, ৬।৩৬৯
বিদ্যা ও বেদনা ৩।২৬৩
বিরোধ ও মিলন ৪।৩০৮
বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজায় ৯।৫০৭
বেদান্ত-দর্শনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট "শিক্ষাষ্টকের" তাৎপর্য্য ২।২২৭
বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণ [কবিতা] ৫।৩৫৬
ব্যাসপূজায় আচার্য্য-চরণার্চ্চন—শ্রীশ্রী ১০।৫৪৬
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৬০৮
ভক্তি ৬।৪০৬
ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে ২।২৩৮
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায় ১১।৫৯৮
ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজের নির্য্যাণ—শ্রীমদ্ ৫।৩৬৫
ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীমদ্
[মেদিনীপুর বলাইপণ্ডায় প্রদত্ত] ১০।৫৬৭, ১১।৫৯৪
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-
মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র) ৭।৪৪৭
মনুষ্য-জন্মের সফলতা [কবিতা] ১।৬৫
মনের মানস-পটে ১১।৫৯২
'মহাভারতের ভারত'-পুস্তিকার প্রতিবাদ-পত্র ৫।৩৫৮,
[সমালোচনা] ৬।৩৯১, ১০।৫৫৪, ১১।৫৯০
মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম—শ্রীমন্ ১।৪
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের একোনপঞ্চশততম-বর্ষের
অবদান সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তিরূপ ক্ষুদ্রসেবাচেষ্টা—শ্রীমন্ ১।৩৭
মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য—শ্রীমন্ ১।৭০
মহাপ্রভু ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়—শ্রীমন্ ১।১৬৫
মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য—শ্রীমন্ ৫।৩৪৯, ৬।৩৮৬, ৭।৪৩১
মায়াবাদের জীবনী ২।২২২, ৩।২৫৮, ৪।৩০৩, ৫।৩৫০, ৬।৩৮২,
৭।৪২২, ৮।৪৬৫, ৯।৫০৩, ১০।৫৪৩, ১১।৫৮৪, ১২।৬১৮

মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গন-দর্শনে—শ্রী [কবিতা] ৬।৩৯৪

মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-
মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৮।৪৮৩

মেদিনীপুর জেলায় শ্রীহরিকথা প্রচার [বিবরণ] ১১।৬০০

'যত মত তত পথ' ঠিক কি ? ৬।৩৯৮, ৭।৪৩৬, ৮।৪৭৯

যজ্ঞ-বরাহদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী ২।২০৯, ৩।২৪৯

যদি গৌরাঙ্গ নহিত ১।১০৫

রামদাস বিপ্রের দুঃখ-মোচন [কবিতা] ৪।৩১৯

শতনাম-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র—শ্রী [কবিতা] ১।৩৫

শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসরে ১০।৫৬৩

শ্রীধাম-মায়াপুর [কবিতা] ১।১৭৪

শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [কবিতা] ৩।২৭৪

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপাখ্যান ১।৯০, ১২।৬২৬

সনাতন-ধর্ম্ম ৯।৫১৩

সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি ৮।৪৭১

সাম্য ও মৈত্রীর মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ১।৬৬

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাধাম দর্শন [বিজ্ঞাপন] ৫।৩৬৭

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন [বিজ্ঞাপন] ৮।৪৮৮

সুন্দরবনাঞ্চলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [বিবরণ] ৩।২৮১

সুন্দরানন্দ প্রভু স্মরণে—শ্রীপাদ [কবিতা] ১০।৫৫০

সোয়াবিন নিরামিষ, না আমিষ ? ৯।৫১৬

স্বধামে শ্রীপাদ ধনঞ্জয় দাসাধিকারী প্রভু ৫।৩৬৪

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ ৯।৫২৫

স্বাধীনতা ১০।৫৬৪

স্মৃতি-আরতি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিতে ১০।৫৬৫

হরিভক্তি ৩।২৭৬

Cordial invitation on the occasion of Lord Shri
Krishna's Birth Anniversary and Jhulan Jatra ৫।৩৬৬ (ক)

Statement about Shri Goudiya-Patrika ১।২০৮

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৮শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৩০ গোবিন্দ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ, বুধবার, ১২ চৈত্র, ১৩৯২ ; ২৬।৩।১৯৮৬ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্-ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১ ॥

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে

স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ১ ॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদসমূহের লক্ষ্যস্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক-পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা ।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥

যিনি ইহ-জগতে অনুপম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃত-ধারায় প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ-নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপদগ্ধ দীনহীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ? ৩ ॥

রসোদ্দামা-কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংস স্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥

যিনি পরম-মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার বসন প্রভাতকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণরাশির

অত্যুজ্জ্বল মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন ? ৪ ॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥

যাঁহার রসনায় "হরেকৃষ্ণ" নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ৫ ॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

সমুদ্র-তীরে উপবনসমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহু শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন ? ৬ ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভি পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলকমালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ৮ ॥

অধীতে গ�ৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভঃ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্ ।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্বর্ণস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত; যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ পালন-বর্জ্জনদ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কর্ম্মী ও জ্ঞানী সমাজে শ্রেষ্ঠ

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোনপ্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ

স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্য-তীর্থ-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান, প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত-অভাবসকলের প্রাপ্তি-লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

বর্ণাশ্রমী যোগীর সমাজ-কল্যাণ

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করতঃ সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখপ্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

শ্রীবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা; 'গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক-লাভ করুন বা স্বর্গ-লাভ করুন'—একই কথা। **ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই।** শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না; তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে।

ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়া-কারীগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম-বিচার নিষিদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটির মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বসংশয় ও কর্ম্মক্ষয়

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র দর্শনে বৈষ্ণবের শুদ্ধ পরিচয়

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরাবর, যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে—শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন ; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন ; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। **“আমি ব্রহ্ম বা অণু’ ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না।** ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির, স্বরূপ-প্রাপ্তির পর, কোন প্রয়োজন থাকে না।

বৈষ্ণব—জাতি বা সমাজের অন্তর্গত নহেন

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি ‘শ্রীবৈষ্ণব’ শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন,

তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

(ত্রয়োদশ) অপসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণবের কলঙ্ককারী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরে স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় 'সহায়তা করিবার ছলে' তদপেক্ষা অধিক কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীহরিদাস ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বর্ণবিচার আদরণীয় নহে

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এইসকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র—স্বাধীন নহেন

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয়দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক-সকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম কপটতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে ; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌর কি বস্তু ?

ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল-পুরুষ শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, —ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মবস্তু এবং অন্তর্যামী যিনি কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী— এই ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব-প্রকাশ তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীগৌর—রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত-তনু

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আরও বলিয়াছেন,—শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ ও রাধিকা একাত্মা হইলেও দুইটি দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে পূর্ব্বকালে নিত্য লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। অধুনা গৌরলীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার চিত্তগত আভ্যন্তরীণ ভাব এবং রাধিকার বাহ্যাঙ্গ কান্তি সুমণ্ডিত হইয়া সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত স্বয়ংরূপ আশ্রয়জাতীয়-চেষ্টা লইয়া স্বীয় নিত্য গৌরলীলা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তগণের সিদ্ধান্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌর-রূপ, মহাবদান্য-গুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শন করিতে, কৃষ্ণচৈতন্য-নাম গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিয়াছেন— শ্রীগৌরহরি ব্রজজনের জীবন-ধন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্বন্ধে অপসম্প্রদায়গণের বিচার

নাভাদাসাদি কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্র ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে নারায়ণের অভেদ অংশ-অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্ম-প্রচারক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভক্তি-বিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেও ত্রুটী করেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মায়াবাদী ও মিছাভক্তগণের মতবাদ

যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি ও পারদর্শিতা, তিনি তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে সেরূপ দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন ও সেরূপভাবে শ্রীগৌরের সেবা করিয়া

থাকেন। বর্ত্তমানকালে মায়াবাদিগণ বলেন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পরতত্ত্ব তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে, যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করা যাইবে বা শুনা যাইবে ; তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার আবশ্যক নাই, কোনপ্রকার বাধা দিবার আবশ্যক নাই। মদ্য বা গঞ্জিকাসেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার মাদক দ্রব্য বলুন, লম্পট শ্রীগৌরকে লাম্পট্যের আদর্শ বলুন, গৃহব্রতগণ গৌরকে গৃহসুখ-প্রিয় গৃহস্থ বলুন, পয়সা-ভিক্ষু গৌরকে পয়সা আনিবার যন্ত্র বলুন, রাজনৈতিক-সমাজনৈতিকগণ গৌরকে নিজ নিজ ব্যবসার জিনিস জানিয়া 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া' যে-কোনপ্রকারে ফল লাভ করিয়া লউক, তাহাতে মায়াবাদী ও মিছাভক্তের আপত্তি নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মায়াবাদীর ভ্রমাত্মক বিভিন্ন বিচার

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু এরূপ মায়াবাদ নিরাস করিবারই উদ্দেশে নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি-নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মায়াবাদী ও গৌরভক্ত দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বস্তু ;—মায়াবাদী অহঙ্কারী, আত্মম্ভরি ও আনুগত্য-ধর্ম্মরহিত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠাভিক্ষু। ভক্ত তাহা নহেন। মায়াবাদীর উপাধিতে অহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া ভক্তেরও উহা থাকিতে পারে—মায়াবাদী মনে করেন। মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষবাদী অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবৎসত্তার নিত্য-'বিশেষ' স্বীকার করেন না। গৌর বা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সত্তা মায়া-নির্ম্মিত ; সুতরাং মায়া নষ্ট হইলে তিনি মায়িক 'বিশেষ'-রহিত হইয়া ব্রহ্মই নিত্যকাল থাকেন। 'ব্রহ্মই মায়াদ্বারা ভগবান্, জীব' প্রভৃতি বদ্ধভাব বা সবিশেষ-ভাব জড়েই লাভ করেন ; চিন্ময় বৈকুণ্ঠ নাই। মোটের উপর, মায়াবাদী নিজের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যনাম-রূপ-গুণ ও লীলায় বিশ্বাস করেন না। শুদ্ধভক্তি ও ভগবত্তা ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য নহে মনে করেন।

শ্রীগৌরলীলা গৃহব্রত-লীলা নহে

নিত্যভক্ত ও ভগবানকে মায়িক নশ্বর বস্তুর তুল্য যাহারা মনে করে, তাহারাই মায়াবাদী। সেই মায়াবাদ-বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া বাউল, নেড়া, সাঁই, দরবেশ, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী, থিয়সফি-বিশ্বাসী গৌরভক্ত, গৃহি-গৌরাঙ্গসেবী নিজবুদ্ধিদ্বারা সুবিধাপূর্ণ কালোচিত গৃহমেধ-যজ্ঞ-সুখই—গৌরভজন কেন হইবে না, বলিয়া ভক্তের সহ কলহ করেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছুমাত্র শুদ্ধা ভক্তি সৌভাগ্যক্রমে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল মায়াবাদীর প্রাকৃত-মত অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। শ্রীগৌর-বস্তু নিত্য

এবং তাঁহার লীলা তাঁহার নিজজনেরই গোচর হইবার যোগ্য। সেই লীলাকে বিকৃত করিয়া কালোচিত গৃহব্রত করাইবার চেষ্টাই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

গৌর-ভজনকামীর মায়াবাদ-আশ্রয়ের ফল

যে জীব মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া আপনাকে 'গৌরভক্ত' বলে, সে বাউল, সাঁইগণের ন্যায় হরিনাম-ভজন ছাড়িয়া অণ্ড-মৎস্য-মাংস প্রভৃতি ভোজন করিতে করিতে নিজ মায়াগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে 'চৈতন্য-তত্ত্ব' বিচার করিতে বসে এবং অবশেষে ঘৃণিত হইয়া 'বৈধগৃহী' বাউলাদি নামে পরিচিত হয়। যদি তাদৃশ নেড়া, বাউল, সাঁইগণ নিজ নিজ প্রজল্প ও 'সূক্ষ্মতত্ত্ব' ছাড়িয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধশূন্য হইয়া গৌরতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, নতুবা গৌরাঙ্গ গড়িতে গিয়া আর কিছুকে গৌর মনে করেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম ছাড়িয়া আত্মম্ভরিতা করাই বিপথ-গমন।

ভক্তের 'গৌরাঙ্গ' ও অভক্তের 'গৌরাঙ্গ' এক নহে

কৃষ্ণ যে-কালে কংস-সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ গোপীজন-বল্লভাশ্রিত নিত্যভক্তেরই দৃশ্য ও সেব্যবস্তু। 'নিজের উন্নতিবাদী' অভক্ত মায়া-বাদিগণ অনিত্য-চেষ্টায় বিচার করেন, কিন্তু ভক্তের নিত্যচেষ্টায় কেবলমাত্র সেবা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই, সেখানেই মায়ার অবস্থান। যেখানে মায়ার অবস্থান, সেখানেই অহঙ্কার। আমি খুব বুঝি, আমি খুব বিচার-নিপুণ প্রভৃতি মনে করিয়া কৃত্রিম সাত্ত্বিকভাবের ঘোরে বিভোর মায়াবাদি-সম্প্রদায় নিজের চক্ষের জল, 'ফোপানি', সখীভেকীর নবীন 'ছড়াদ্বারা' ও গলাবাজির দ্বারা কু-ভজন করেন। তাহাদের গঠিত গৌর-বিগ্রহের উপাসনা কাল্পনিক, ভক্তগণের উপাস্য গৌর কিন্তু নিশ্চয় সে বস্তু নহেন।

মায়াবাদি-দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য এবং সৎসঙ্গেই শ্রীগৌরতত্ত্ব জানিয়া ভজন করা শ্রেয়ঃ

মায়াবাদী প্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া গৌরাঙ্গ স্থাপন করেন এবং "আমার গৌরাঙ্গ" প্রভৃতি বলিয়া গৌরাঙ্গের নামে নিজকল্পিত মতবাদ প্রচার করে। এইসকল মায়াবাদীর দলকে ভক্তগণ কোনপ্রকারে ইষ্টগোষ্ঠীতে গ্রহণ করেন না বা তাহাদিগকে সঙ্গ প্রদান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা

করেন না। হতভাগ্য মায়াবাদী ভক্ত-সঙ্গচ্যুত হইয়া ভক্তের কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তকেও তাহার মত প্রজল্পী মনে করেন, কিন্তু ইহাতে ঠকিলেন কে ? ভক্ত—মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিসেবাপূর্ব্বক পরমোচ্চতম হইলেন ; মায়াবাদী গোটাকতক বেশী অর্ব্বাচীন বিষয়ী লইয়া মায়াবাদমিশ্র গৌরভক্তি প্রচার হইল, মনে করিল। বাস্তবিক কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া একটী অন্তঃসারহীন বিষয়-লোলুপ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল মাত্র। তাহাপেক্ষা শ্রীরূপানুগগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কুতার্কিক অভক্ত মায়াবাদীদিগকে মনে মনে ছাড়িয়া দিলে হরিভজনের সুবিধা হয়।

গৌরতত্ত্ব মনঃকল্পনাতীত—গৃহি-গৌর বা ন্যাসি-গৌর নহে

কৃষ্ণ যে বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গ যে বস্তু, তাঁহাকে নিজ কল্পনাবলে অন্য বস্তুত্বে স্থাপন করা, আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মিছাভক্ত হওয়া একই বিষয়। গৌরবস্তু যাহা গোস্বামিগণ স্থির করিয়া তদনুগ ভক্তগণের জন্য লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া যে-সকল মায়াবাদী কালক্ষেপ করিয়া নিজে নিজে মতবাদ সৃষ্টি করেন এবং তাহাই কল্পনা-প্রভাবে গোস্বামী-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলেন এবং গৃহি-গৌরাঙ্গ, ন্যাসি-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নিজ মায়িক কদর্য্য ভাবসমূহের আরোপ করেন, ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা মৎসরতা ব্যতীত কোন সুফলই হয় না।

মায়াবাদীর কল্পিত গৌর—রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায়

মায়াবাদিগণের ইহাই জানা উচিত যে গৌরবস্তু—নিত্য, কেবল মায়াগঠিত দৃশ্য-জগতের বস্তুবিশেষ নহেন। অনন্তকোটি মায়াবাদী নিজ নিজ অনিত্য কল্পনারূপ অস্ত্রদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গে আঘাত করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়সুখ-লাভেচ্ছায় গৌরের নিত্য গঠনে রূপান্তর করিতে পারেন না। যে বস্তু রূপান্তরিত হয় তাহা কখনই রূপানুগ-সেব্য হয় না এবং তাহা কখনই গৌরবস্তু নহে। জীবের মায়াবাদ-কলুষ-নিমগ্ন চিত্ত গৌরকে বিকৃতরূপ, বিকৃতগুণ ও বিকৃত ক্রিয়াবিশিষ্ট করাইতে পারে না ; তবে যে মায়াবাদী গৌরবাদীর অভিমানে গৌরাঙ্গ-নাগরীর দল বাঁধে, উহা মায়া-সীতাকে রাবণের করতলগত করার ন্যায়। অপ্রাকৃতবস্তু গৌর কোনদিন মায়াবাদীর গ্রহণীয় বস্তু নহেন। তবে ইহাও ধ্রুবসত্য, মায়াবাদী কোনদিনই গৌরকে বা শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না। আজ চারিশতবর্ষ ধরিয়া মায়াবাদিগণ গৌরকে নিজ নিজ মায়ায় প্রবেশ করাইবার কত চেষ্টা করিতেছেন ; শ্রীগৌর-ভগবানও শুদ্ধভক্ত নিজজনগণকে প্রপঞ্চে

পাঠাইয়া মায়াবাদীর চেষ্টা নিষ্ফল করাইতেছেন। **অনিত্য মায়াবাদীর সহ গৌরের নিত্য লড়াই।** এই যুদ্ধের ফল—জীবের শুদ্ধক্ষেত্রে নির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমোদয় অথবা অশুদ্ধ ভূমিতে হলাহল—মায়াবাদ। আমরা বলি 'ঘুণ' অভিমান ছাড়িয়া সরল প্রাণে 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু,' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পড় এবং সেইরূপভাবে নিত্য জীবন উপলব্ধি কর; তাহা হইলে নিজজন-সহ শ্রীগৌর কি বস্তু বুঝিতে পারিবে; আর তাহা ছাড়িয়া যদি সময়োচিত গৃহব্রত-ধর্ম্মকে পারমার্থিক গৌরভক্তি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আত্মবঞ্চক বলিয়া নিত্য শুদ্ধভক্তগণ তোমার ন্যায় মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন মাত্র।

সংসার-নির্ব্বাহকে গৌরভক্তি বলে না

মায়াবাদিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, তাহারা শুদ্ধভক্তের কথা বুঝিতে পারেন না। অসাম্প্রদায়িক হইয়া মুড়ি-মিশ্রি, অসৎ-সৎ, আলস্য-উৎসাহ, প্রহার-মিষ্টান্ন, একজ্ঞানে পাপময় 'সংসার-নির্ব্বাহ'কে গৌরভক্তি বলিয়া স্থাপন করিলেই গৌরভক্তি হইল, একথা মায়াবাদীর মুখে শোভা পায়।

গৌরতত্ত্ব জড়বুদ্ধির অতীত ও সেবাহীনের অগম্য

মায়াবাদিগণ সকল জিনিস নিজ ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইতে চান। গৌর ও গৌরভক্তি ভোগময়ী জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইবেন ও জড়ধর্ম্ম-প্রচারক হইবেন, মনে করেন। সেবাময় আচরণ না করিলে প্রচার হয় না। আচরণে মায়ার ভোগ প্রকাশ্যে ও হৃদয়ে প্রবল রহিল, মুখে ভক্তির জাহাজ আসিয়া পৌছিয়াছে প্রচারিত হইল! আদৌ ভজন করিব না, পরীক্ষিৎ মহারাজ যে পাঁচটি স্থানে কলিকে প্রবল হইতে বলিয়াছেন তাহার কোনটাই ছাড়িব না, আর জগতে আমাকে সকলে 'বৈধ-গৃহি-বাউল' ভক্ত বলুক, তাত্ত্বিক বলুক, আর আমি প্রতিষ্ঠাশা-মায়াবাদ-অহঙ্কারে স্ফীত হই, গৃহমেধ-যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া গৌরভক্ত হই—এরূপ আশা নিতান্ত অনুপাদেয়।

বস্তু-নিরূপণের উপায়

বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে নিরূপণকারীর অস্মিতায় মায়াবাদ থাকিবে না—সেবাময়ী প্রবৃত্তি নিশ্চয় থাকা উচিত। হিন্দুর পরবের কোন দিন-নির্ণয় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান-অভাবে বিধর্ম্মী কাজী নিরূপণে অসমর্থ, বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র প্রসবে অসমর্থ, চক্ষুদ্বারা যেরূপ সন্দেশ খাওয়া যায় না, প্রাকৃত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞাতসারে মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া গৌরবস্তুর পরতত্ত্ব-বিষয়ে ধারণা করিতে

যাওয়াও সেরূপ নিষ্ফল। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ গৌরভক্তের পাল্যরূপে নিজের অস্মিতাকে উপলব্ধি কর, দেখিবে সকল মোহান্ধকার কুজ্ঝটিকার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে এবং প্রেমচক্ষু ফুটিয়াছে। এই পরামর্শ ছাড়িয়া যে-কোন দ্যুলোকেই যাও বা নরকেই যাও, তথায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ শিখিবে—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে দূরে পড়িবে। গৌর-বস্তু স্থির হইলে তাহার অপ্রাকৃত শ্রীধাম কোথায় এবং সেই অপ্রাকৃত ধাম কে নিরূপণ করিতে পারেন এবং কাহার কথায় শুদ্ধ-ভক্তগণ বিশ্বাস করেন এবং মায়াবাদী অভক্তগণ গৌরকে কি বলেন, কোথায় তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি বলেন, সে-সকল কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে। জড়-জগতে বৈধগৃহী, বাউল, সহজিয়াগিরি করিয়া 'হাট্‌কা পাট্‌কা' করিয়া বেড়াইলে প্রাকৃত দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতা আসিয়া মায়াবাদীর নিমীলিত চক্ষুই দ্বিতীয়বার আবরণ করিবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও মায়াবাদ-নিরাস

আধুনিক মতে কালের বিভাগ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারে অথবা তন্মতবাদে অনুপ্রাণিত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের ও অক্ষজবাদী জ্যোতিষিগণের বিচারে যুগত্রয়ের স্থিতিকাল ও বর্ত্তমান কলিযুগের যে কাল অতিবাহিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কাহারও কাহারও মতে আনুমানিক ৭৫০ বৎসর মাত্র। উক্ত মতবাদের ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও ভারতীয় জ্যোতিষিগণের মতের কিয়ৎ-পরিমাণে সামঞ্জস্য করত বিচার করিয়া দেখিলে কালগত বিচারে অসুরগণের বিনাশ ও মোহনার্থে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে সেই ধারার একটী মোটামুটী বিচার প্রদর্শিত হইতেছে।

সত্যযুগের আবির্ভাবের আনুমানিক ৫০০ বৎসর গত হইলে ভগবানের **শেষাবতার** এবং **হংসাবতারসমূহের** আবির্ভাব হয়। হংসাবতারের (১০০০) এক সহস্র বৎসর পরে ত্রেতাযুগে **শ্রীরামচন্দ্রের** অধিষ্ঠান কাল। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের (১০০০) এক সহস্র বৎসরের মধ্যে দ্বাপরের শেষে **শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের** আবির্ভাব। সুতরাং দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ২৫০০ বৎসর গত হইলে

পর, কলিযুগ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণের তিরোভাবের (১০০০) এক সহস্র বৎসর পর অর্থাৎ "কলৌ সংপ্রাপ্তে"—কলি সম্যগ্‌রূপ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ বা বিষ্ণুবুদ্ধ অর্থাৎ আদিবুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাহার এক হাজার (১০০০) বৎসর পরে শাক্য-সিংহ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক সহস্র (১০০০) বৎসর পরে ন্যূনাধিক ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে আচার্য্য শ্রীশঙ্করের আবির্ভাব হয়। তাঁহার এক সহস্র (১০০০) বৎসর পরে ন্যূনাধিক ১৫০০ শত খ্রীষ্টাব্দে (১৪৮৬) সমস্ত অবতার-গণের মূলপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকটকাল। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সম্বরণের পর ন্যূনাধিক ৪৬৮ বৎসর (প্রবন্ধ-লিখন-কাল) অতীত হইতে চলিল।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, হংসাবতার হইতে কৃষ্ণ-বলরাম পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। কৃষ্ণ হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধ পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। দ্বাপর যুগের কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসরের মায়াবাদের জীবনী পাঠকবর্গ সবিশেষ অবগত আছেন। বর্ত্তমান যুগের প্রথম ২০০০ সহস্র বৎসর অর্থাৎ শাক্যসিংহ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মায়াবাদের প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণ-বলরামই কল্যারম্ভের পূর্ব্বে উহার বিনাশ-সাধন করার ফলে এবং তৎপরে আদিবুদ্ধের অসুরমোহন-লীলার প্রকটনফলে মায়াবাদিগণ এই ২০০০ সহস্র বৎসর বৈষ্ণবগণের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হন নাই।

দর্শন-সপ্তকে মায়াবাদের বিভিন্নমূর্ত্তির প্রকাশ

মায়াবাদের বিভিন্ন মূর্ত্তির সামান্য পরিচয় এতৎস্থলে না দিলে মায়াবাদ-জীবনের অঙ্গহানি হইবে মনে করিয়া নিম্নে তাহার আভাস প্রদত্ত হইতেছে,— চার্ব্বাকের নাস্তিক্য, কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর মীমাংসা, জিনের জৈন বা অর্হৎ—এই দর্শনসমূহ সাত প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে গলাধঃকরণের জন্য আস্ফালন করিতেছিল। দর্শন-সপ্তকের উক্ত মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটীই মায়াবাদী। উহা প্রকৃতই মায়া। প্রাকৃত মায়িক বস্তু লইয়াই যাহাদের বাদ-বিতণ্ডা ও দর্শন-শাস্ত্রের পরিপুষ্টি, তাহারাই মায়াবাদী। উক্ত দর্শনসমূহ বুদ্ধ ও শঙ্করের মধ্যবর্ত্তিকালে প্রবল হইয়া উঠার দরুণ কেহ কাহারও শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ শক্তিক্ষয় করিয়াছে। তৎফলে সৌভাগ্যক্রমে

চার্ব্বাকের নাস্তিক্যদর্শন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্হৎ বা জৈনগণও প্রায় তদ্রূপ অস্তিত্বহীন হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের ঐ প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া প্রমাদ গণিলেন এবং পরস্পর গৃহবিবাদের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় সৃজন করিলেন। শঙ্কর উক্ত মতসমূহের কতকগুলি যুক্তি গ্রহণ করিয়া এবং কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সামঞ্জস্য করিবার অভিনয় দেখাইয়া স্বমতের পুষ্টি করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত সাতটী দর্শন এবং বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্কর-কথিত ব্রহ্মবাদ সর্ব্বসমেত নয়টি দর্শন সমুদয়ই মায়াবাদ-শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব্বকথিত সাতটী দর্শনকে 'মায়াবাদী' বলিবার বিস্তৃত কারণ প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আবশ্যক হইলে প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে।

যুগত্রয়ে অদ্বৈতবাদের পরিণাম

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগেই ভগবদিচ্ছাক্রমে মায়াবাদের অভ্যুত্থান ও বিনাশ সাধিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় হইয়াছিল। উক্ত যুগত্রয়ের অনেক ঋষি ও রাক্ষস বা অসুর অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী ঋষিগণকে পরমকৃপা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং মায়াবাদী অসুর ও রাক্ষসগণকে কৃপাবশতঃ বিনাশ করিয়া মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ 'মুক্তিপদ' নামে পূজিত হন। স্মরণ রাখিতে হইবে, **প্রাগৈতিহাসিক যুগের মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ বর্ত্তমান যুগের শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ এক নহে।** বর্ত্তমান মায়াবাদ অত্যন্ত আধুনিক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং ব্যাস-বিরুদ্ধ। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী অসুরগণকে মুক্তি দিয়া যে সাযুজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত আসুরিক ও ক্লেশকর গতি হইলেও, আত্যন্তিক নির্বিশেষের তুল্য মিথ্যা অবস্থা নহে। কারণ সেই মুক্তপুরুষের স্বতন্ত্র-অবস্থা নষ্ট হয় না; পুনরায় তাঁহাদের আবির্ভাব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। **আচার্য্য শঙ্করের 'মুক্তি' কাল্পনিক ও মিথ্যা অর্থাৎ ইহার পারমার্থিক সত্যতা নাই।**

শ্রীশঙ্করের জন্ম ও তাঁহার প্রভাব

মায়াবাদৈকসংরক্ষক, শূন্যবাদ-পৃষ্ঠপোষক, অধুনাতন অদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক ও মায়াবাদি-কুলতিলক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ত্তমান শিক্ষিত-

সমাজের সকলেই স্বল্পবিস্তর অবগত আছেন। শঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে তত্তৎসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ শঙ্কর-বিজয়, শঙ্কর-দিগ্বিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে শঙ্করের সম্বন্ধে বহুকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্ব-বিজয় মণি-মঞ্জরী প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে শঙ্করের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বহুকথার আলোচনা রহিয়াছে। শাঙ্করগণ মাধ্বগণের বিরোধী এবং মাধ্বগণও শাঙ্করগণের বিরোধী। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ আলোচনা দ্বারাই আচার্য্যের জীবন-বিবরণ সুষ্ঠুভাবে জানা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহই প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক বাঙ্গালায় লিখিত শঙ্কর-গ্রন্থাদি হইতেও আচার্য্য শঙ্করের জীবনী জানা যায়। সুতরাং শঙ্কর সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিতে চাহি না। শঙ্করের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বহুমত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমার অনুমান হয়, তিনি ন্যূনাধিক ৭০০ শত খৃষ্টাব্দে কেরল-দেশের অন্তর্গত 'চিদম্বরম্' নামক গ্রামে 'বিশিষ্টা' নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'বিশ্বজিৎ' বিশিষ্টার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি অপুত্রক হওয়ায় মনের দুঃখে বিশিষ্টাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর উপনয়নের পূর্ব্বেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলেই বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি গুরুমুখে যাহা শুনিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। শঙ্কর সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া ষড়্দর্শন ও উপনিষদ্ পাঠ করেন। কথিত আছে, তাঁহার সংসারে আস্থা ছিল না। তিনি অধ্যয়ন ও শিবোপাসনায় সময়াতিপাত করিতেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার স্বমতপোষক কতিপয় উপনিষদেরও ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য নানাদেশে দিগ্বিজয়কল্পে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বহু স্মার্ত্ত, শৈব, শাক্ত ও কাপালিকদের বিচার হইয়াছিল। "শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ জগদ্গুরু তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ (?) খৃষ্টাব্দে জগতের উজ্জ্বল জ্যোতি শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে।"

ভক্তাবতার শঙ্কর হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত আনুমানিক ১০০০ (সহস্র) বৎসরকাল মায়াবাদের অবস্থা বর্ণনের প্রয়াস পাইতেছি। বুদ্ধের তিক্ত অবৈদিক শূন্যবাদ শঙ্করাবির্ভাবে তাহার বৈদিক শর্করাবরণে আচ্ছ

মধু, বলিয়া মনে হওয়ায় লোক-সমাজে উহার বেশ আদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রত্যক্ষভাবে সমূলে উৎপাদন হইলে জনসমাজ নিজদিগকে বৌদ্ধ না বলিয়া 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। আজও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিতে শঙ্করের প্রচারিত মতকেই হিন্দুমত মনে করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন। যাহা হইক, শঙ্করাবির্ভাবের ইহাই সুফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। **কিন্তু 'বাস্তব হিন্দুধর্ম্ম' বলিতে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর ভগবানের নিত্য সেবাকেই প্রকৃত-বাস্তব হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।**

শ্রীরামানুজাচার্য্যাদি-কর্ত্তৃক মায়াবাদ-খণ্ডন

শঙ্কর হইতে শ্রীচৈতন্যদেব—এই সহস্র বৎসর মায়াবাদ বহুপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগ্নশিরে, নগ্নদেহে বাস করিতেছিল। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি মায়াবাদিগণের পরে, কাঞ্চিনগরের যাদবপ্রকাশই মায়াবাদিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীযামুনমুনির শিষ্য আচার্য্য শ্রীরামানুজ যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া শঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করেন এবং **'কপ্যাস'**-শ্রুতির যাদবীয় ব্যাখ্যার খণ্ডন করেন। মায়াবাদ তৎকালে বৈষ্ণব রামানুজ-হস্তে বিনষ্ট হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে থাকে। পরমানন্দ তীর্থ নামক জনৈক নৃসিংহ-উপাসক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের প্রচারক ছিলেন। পরমানন্দতীর্থের কৃপায় শ্রীধরস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আশ্রয় করেন এবং ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মোক্ষের উপায় ও উপেয় তাহা বুঝিতে পারেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেও তাঁহারা শ্রীধরস্বামীর 'সুবোধিনী' টীকা গোঁড়ামিবশতঃ মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তখন শ্রীবিশ্বনাথ জীউ "শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ" বলিয়া স্বপ্নাদেশ করিলে শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী অদ্বৈত-বাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে পরমানন্দ তীর্থ-কর্ত্তৃক শ্রীধরস্বামীর এবং শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক অন্যান্য মায়াবাদিগণের পরাভব হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীবিল্বমঙ্গল, ত্রিবিক্রমাচার্য্য, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি মায়াবাদ-বিচারও নিরস্ত ও পরিত্যক্ত হয়।

গৌড়পূর্ণানন্দ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "তত্ত্ব-মুক্তাবলী" বা মায়াবাদ-শতদূষণীতে মায়াবাদের একশত প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাস-তীর্থ "ন্যায়ামৃতম্", "ভেদোজ্জীবনম্" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মধ্বাচার্য্যের প্রায় তিনশত বৎসর পরে আবির্ভূত **বাদিরাজতীর্থ (দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য) "যুক্তিমল্লিকা", "পাষণ্ডমতখণ্ডনম্", "সুধাটিপ্পনী"** প্রভৃতি **গ্রন্থে মায়াবাদকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন** এবং বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠাশালী মায়াবাদী মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। **কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণবই অদ্বৈতবাদীর নিকট মস্তক অবনত করেন নাই।**

মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে অদ্যাবধি প্রায় ৪৮১ বৎসর (প্রবন্ধ-লিখন-সময়ে)। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাস আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। চেতনালোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বহু অদ্বৈতবাদী-পতঙ্গ আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই সময়ে তিনি বারাণসীক্ষেত্রে মায়াবাদ-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-গৌরবে "বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী" দ্বারা অদ্বৈতবাদীর নূতন জীবনীশক্তি লাভ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বহুদূর হইতেই অর্থাৎ (শ্রীধাম মায়াপুর হইতেই) তাঁহার নাম ও বিচার শ্রবণ করিয়া স্নেহবশে বলিয়াছিলেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩৷৩৭)

শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ অবতারী ভগবান্। প্রকাশানন্দ অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত অনুসারে—ভগবান্ নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, প্রভৃতি বিচার তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলে ভগবানের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা হয় বলিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন। প্রতিযুগেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অদ্বৈতবাদিগণের কাহাকে কাহাকে বিনাশ ও কাহাকে কাহাকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব এযুগে পরম কৃপা করিয়া, কাহারও বিনাশ না করিয়া নিজ বিশুদ্ধমতে আনয়ন বা নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।—এবার "প্রাণে না মারিল কারে।" তাই শ্রীচৈতন্যদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে উদ্ধারকল্পে সদলবলে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের বহু দোষ

উদ্ঘাটন করিয়া অনেক বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিচারকালে সরস্বতীপাদের বহু শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতি অসংখ্য অদ্বৈতবাদী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় উভয়ের বিচার মনোযোগসহকারে অনুধাবন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বিচারের সারবত্তা ও যথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া সরস্বতীপাদ তাঁহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হন এবং তাঁহার নিকট মস্তক বিক্রয় করেন।—

"সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪৯)
"প্রকাশানন্দ তাঁর আসি' ধরিলা চরণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৬৯)

চৈতন্যদেবের কৃপায় ও প্রচারের ফলে শুধু **প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন এমন নহে, সমস্ত বারাণসী-বাসী মায়াবাদী সকলেই নিস্তারলাভ করিয়াছিলেন।** বারাণসী-ক্ষেত্র শঙ্করক্ষেত্র না হইয়া নিমাই-ক্ষেত্র নদীয়া-নগরে পরিণত হইয়াছিল। তাই কবিরাজ গোস্বামী অনুমান ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

"সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার॥
নিজলোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫৯-১৬০)

এইরূপে চৈতন্যদেব মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে স্থাপন করিয়া কাশীতে মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতির বিনাশসাধন করিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত বিচার

কাশীতে যে-প্রকার সন্ন্যাসি-সমাজে উক্ত সরস্বতীপাদ সমাজপতি ছিলেন, তেমনি শ্রীক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের একাধিপত্য ছিল। তিনি ষড়্দর্শনের এবং সর্ব্বশাস্ত্রের বিশেষতঃ মায়াবাদের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তিনি "সার্ব্বভৌম" নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে থাকাকালীন তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণের ছল করিয়া তাঁহার উদ্ধার-মানসে তথায় গিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম বেদান্তের অদ্বৈত বা শাঙ্কর-ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; মহাপ্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করেন। তদ্দর্শনে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রসঙ্গে

পাঠকবর্গকে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের বিচারের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। সার্ব্বভৌম নিজমতের অসারতা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন।—

"আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ। কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'। পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি'॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২০১, ২০৪-২০৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের বৈশিষ্ট্যে মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং শঙ্করের গোবর্দ্ধন মঠ ভূগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া সমাধি লাভ করে।

অপরাপর বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও বিচারক্ষেত্রে শিক্ষালাভ

এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেবার্থে মায়াবাদ-বিনাশের সহায়ক হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্ ভগবান্ জানিয়া তাঁহার প্রদর্শিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহার লীলার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'কেশব-কাশ্মিরী', বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বা শ্রীধরস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'বল্লভের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা দুইজনই চৈতন্য-দেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীর কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া চৈতন্যদেবের নিকট পরাস্ত হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষালাভ করেন। পরিশেষে তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের "বেদান্তকৌস্তভাদি" গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎসম্প্রদায়ের প্রভূত পুষ্টিসাধন করেন। বর্ত্তমান সময়ে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারের ফলস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। কাশীনিবাসী উপেন্দ্র সরস্বতী অদ্বৈতবাদের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য্য বল্লভ ইহাকে বিচারে পরাস্ত করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিজয়নগরেও এক মহাঅদ্বৈতবাদীকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে বল্লভাচার্য্য মায়াবাদের বিনাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যসেবায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও ব্যাসরায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সহিত মধ্ব-সম্প্রদায়ের তদানীন্তনকার প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার ও আলাপ হইয়াছিল। উড়ুপী-মঠাধ্যক্ষ রঘুবর্য্যের পর ব্যাসরায়ের ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া পণ্ডিত সমাজ আজও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব আনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে উড়ুপীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে আচার্য্য ব্যাসরায় তথাকার মাধ্ব মঠের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হইলেও আধ্যক্ষিক পণ্ডিত-সমাজ তাঁহাকে ন্যায়-শাস্ত্রের অধিদেবতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহার ন্যায়-শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা শ্রবণ করিয়া রঘুবর্য্যতীর্থ, ব্যাসরায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের ন্যায়-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেও মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের রচিত 'ন্যায়ামৃত'-গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের ফলস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রচণ্ড প্রচার-প্রতাপে যে মায়াবাদের সার্ব্বভৌম বিচার দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃতের প্রবল সুতীক্ষ্ণ ধারায় বিধৌত হইয়া অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছিল। এমন সময়ে অদ্বৈতবাদিকুল অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য 'বিপদে মধুসূদন' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মধুসূদন সরস্বতী

মায়াবাদের আর্ত্তনাদ নিবারণের জন্য ভস্মীভূত মায়াবাদের ভস্ম লইয়া পণ্ডিতকুল চূড়ামণি মধুসূদন 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রূপ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে শ্রীরাজতীর্থের নিকট বেদান্তের মায়াবাদপর ভাষ্যসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং আচার্য্য ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃত-গ্রন্থের খণ্ডন চেষ্টায় "অদ্বৈতসিদ্ধি"-নামক এক সমৃদ্ধিশালী বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার পর মধুসূদন মনে মনে ইহার খণ্ডন সম্ভাবনা জানিয়া অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের নিকট ইহা কখনও অধ্যয়নের জন্য দিতেন না; সর্ব্বদাই অতি গোপনে রাখিতেন। ব্যাসরায়ের শিষ্য ব্যাসরাম তাঁহার দুরভিসন্ধি জানিয়া ছদ্মবেশে অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়নের ছল করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করেন এবং ন্যায়ামৃতের "তরঙ্গিণী"-নাম্নী টীকা রচনা করিয়া মধুসূদন-নির্ম্মিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রূপ মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন।

তৎকালে অচিন্ত্যভেদাভেদাচার্য্য পণ্ডিতকুল-মুকুটমণি শ্রীল জীব গোস্বামী-প্রভু প্রকট ছিলেন। মধুসূদনের সহিত শ্রীকাশীধামে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য মধুসূদনের নিকট বৃন্দাবন হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মধুসূদনের সহিত শ্রীল জীবপাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ লক্ষ্য করা যায় না। কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার হয়। সেই বিচারের ফলে **মধুসূদনের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে**। শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপায় তিনি অদ্বৈতজ্ঞান অপেক্ষা ভাগবত-ধর্ম্মের অর্থাৎ ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তিস্বরূপ **"ভক্তি রসায়ন"**—নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি ভক্তিকেই একমাত্র পরম-পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

জয়পুরে মায়াবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অদ্বৈতবাদের নির্ব্বাণের পরে মধুসূদনের নির্ম্মিত সমাধিমন্দির শ্রীজীবপাদ ও ব্যাসরাম-কর্ত্তৃক ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে প্রেতাত্মার ন্যায় কতিপয় প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী জমায়েৎ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবাবিরোধী সম্প্রদায় জয়পুরের রাজগৃহে উৎপাত করিতেছিল। সেই উৎপাত নিবারণার্থ বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের প্রতিনিধি-স্বরূপ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু** আহূত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ তখন তথাকার অধিপতি ছিলেন। 'গোবিন্দ'-নাম ব্যতীত প্রেতাত্মার ও রাধা-বিরহিত ঐশ্বর্য্যপর তত্ত্বের সেবকগণের কল্যাণ নাই জানিয়া শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তে **গোবিন্দ-ভাষ্য রচনা** করিয়া মায়াবাদের ও ঐশ্বর্য্যবাদের কুদৃষ্টি হইতে রাজপুরীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বলদেবের কৃপায় জয়পুর মায়াবাদ ও ঐশ্বর্য্য-সেবাবাদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ-প্রাসাদে মাধুর্য্যময় ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হইল।

মায়াবাদের প্রেতাত্মা

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদ্‌ভৃত্যগণের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রকৃত মায়াবাদী স্থূলতঃ পরিদৃষ্ট হইত না। মাঝে মাঝে যাহাদিগকে মায়াবাদাশ্রিত বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে অশরীরী বায়ুভূত নিরাশ্রয়-স্বরূপ মায়াবাদের প্রেতাত্মা বা তাহার তর্পণকারী

বলিয়াই মনে হইত। উক্ত প্রেতাত্মাগণের উদ্ধারের জন্যও বৈষ্ণব-ওঝাগণ সময় সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের রামশাস্ত্রী শৃঙ্গেরী মঠের স্বামী সচ্চিদানন্দকে বিচারে পরাস্ত করেন। প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য উক্ত সম্প্রদায়েরই আর একজন পণ্ডিত। তিনি দিগ্বিজয়ের জন্য বহির্গত হইয়া বারাণসীক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীদ্বয়কে বিচারে পরাস্ত করেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের সত্যধ্যান তীর্থও কাশীতে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া 'অদ্বৈতমতবাদ-বিমর্ষ' ও 'ত্রিপুণ্ড্রধিক্কার'-নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

আধুনিক যুগের অবস্থা

আধুনিক যুগে মায়াবাদ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে জগতে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। যান্ত্রিক যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় ভারতীয় মায়াবাদ বিভিন্ন দেশের মায়ার রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন প্রকারের অভিনয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া মায়াবাদের বিচিত্র রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিলেও এবং কাহারও কাহারও মতে মায়াবাদের আপাতবিরুদ্ধযুক্তি থাকিলেও, উঁহারা বিভিন্নভাবে মায়াবাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতমত ভারত হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হয়। আলেকজাণ্ডারের সহিত কয়েকজন পণ্ডিত ভারতে আসিয়া এই কেবলাদ্বৈতবাদ শিক্ষালাভ করিয়া যান এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

'পঞ্চোপাসনা' ও 'সমন্বয়বাদ' মায়াবাদের দুইটী আধুনিক অবৈধ সন্তান। রাজনীতি-কুশল আকবর তাঁহার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সমন্বয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই তাঁহার 'দীন-ই-লাহি" ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক যুগে সামাজিক ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিকগণ সুবিধাবাদ সংগ্রহের জন্য মায়াবাদ-কুলগৌরব সমন্বয়বাদের আদর করিতেছেন। আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়াও মায়াবাদের নানারূপ তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি মতবাদিগণ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী। উড়িষ্যার অতিবাড়ী জগন্নাথদাস, আসামের শঙ্করদেব সকলেই ন্যূনাধিক বিগ্রহ-বিরোধী ও প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর উদিত রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সমন্বয়-পন্থিগণ সকলেই ন্যূনাধিক মায়াবাদী। এই মায়াবাদ যে আধুনিক

জগতে কত বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে **ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ** ও তৎপরে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য জগদ্গুরু **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** নির্ভীককণ্ঠে ও সিংহ-হুঙ্কারে বিশ্লেষণ ও প্রচার করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ প্রচার করিয়া এই মায়াবাদাদি কুমত ও কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ নহে; পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বেদান্ত-গ্রন্থাদি প্রকাশ, প্রচার ও আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়া বহুরূপী মতান্ধকারকে শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তবাণী ও ভাগবতার্ক-মরীচিমালার প্রখরতম তেজে ভস্মীভূত করিয়াছেন। এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য-জগতে যেখানে ভোগ-বাসনা, কামনার উচ্ছৃঙ্খল-নৃত্য অবিরতভাবে চলিতেছে সেই দেশেও অর্থাৎ লণ্ডন ও আমেরিকা প্রভৃতিতেও তাঁহার নিজজনগণকে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই বাণীর সার্থকতা শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

উপসংহার

সত্যযুগের চতুঃসন হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত পঞ্চ সহস্র (৫০০০) বৎসরের অদ্বৈতবাদ বা সোঽহং-বাদের বা মায়াবাদের ইতিহাস হইতে মায়াবাদিগণের জন্ম-বৃত্তান্ত বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মায়াবাদের যুক্তিসমূহ কিভাবে বৈষ্ণবগণের যুক্তিদ্বারা নিরস্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশ করার সুবিধা না থাকায়, তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এতৎসম্পর্কে আমরা শ্রীল জীবপাদের 'ষট্সন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'সর্ব্বসম্বাদিনী' ও শ্রীল বলদেব প্রভুর "গোবিন্দ-ভাষ্য", "সিদ্ধান্তরত্ন", "প্রমেয়-রত্নাবলী", "বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য", "উপনিষদ্ভাষ্য"-সমূহ এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকুলের একমাত্র নিয়ামক, যতিরাজ-কুল-সম্রাট-মুকুটমণি পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি-সম্বলিত "গৌড়ীয় ভাষ্য" প্রভৃতি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

নবীনের অভিসার

এক দুই করি', দিন মাস পূরী,
বরষ হইল শেষ।
ভকত হৃদয়ে, পীরিতি উদয়ে,
পরমানন্দাবেশ ॥

নবীনের সেবা, করি' নিশি দিবা,
ক্ষণ, মাস, পল, লব।
যাপি' অবিরাম, পরাণাভিরাম,
'স্বাদিলা অমিয়াসব ॥

এবে নব বর্ষে, পুনঃ নব হর্ষে,
নবীনে বরিতে চায়।
নব প্রীত্যঙ্কুরে, চির নবীনেরে,
আরতি করিতে ধায় ॥

কৃষ্ণ-নাম-যশ, লীলাকথা-রস,
প্রবাহ সরস যথা।
অবিরত বয়, কলুষ নিচয়,
বহিতে নারয়ে তথা ॥

ক্ষালি' চিত্তমল, করে সুবিমল,
বালিশ-হৃদয় সব।
সাধু প্রসঙ্গেতে, নবীন রূপেতে,
মঙ্গল অভিনব ॥

এই কথা রসে, ভক্ত সদা ভাসে,
নাশে ত্রিজগত-মল।
ভকত মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
লভয়ে অমৃতফল ॥

হরিকথা রসে, ভকত আকর্ষে,
শ্রীহরিকে নিজপাশ।
রহিতে নারয়ে, ঘনিয়া আসয়ে,
পূরাতে ভকত আশ॥

নব বরষেতে, নবীন বঙ্গেতে,
বিশ্ব সাজিল আজ।
নবীন কিশোরে, আনন্দ দিবারে,
নবীন ধরার সাজ॥

ভকত চকোর, চন্দ্র কিশোর,
চারু-চন্দ্রিমা চায়।
তা' বিনে পরাণ, না যায় ধারণ,
যেন মাতোয়াল ভায়॥

সব ভক্ত মেলি, সাজাইয়ে ডালি,
হৃদ্‌বৃন্দাবন-ফুলে।
প্রণয় চন্দনে, প্রফুল্ল বদনে,
যমুনা-কদম্বমূলে॥

সাজি' অপরূপ, বরিতে স্বরূপ,
ধায় মাতোয়াল প্রায়।
শ্রীনন্দকিশোর, প্রেমমহাডোর,
ফাঁসি লেগেছে গলায়॥

—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌরপ্রেম-রসার্ণব

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপীযুষ-রসপরিপূরিততনু, প্রেমামরতরু, প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অনর্পিতচর প্রেম-লীলার অনুশীলক ও আস্বাদক-সম্প্রদায় সতত জয়যুক্ত হউন। সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহের চির্দ্বিলাসানন্দের পরিকররূপে তদনুভূতি বিস্তৃতির পরম চমৎকারিতার মধ্যেই গৌরপ্রেম-বিলাস-বৈচিত্র্য সম্প্রকাশিত। শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকাশিত, প্রচারিত ও প্রদত্ত প্রেম সতত সুপ্রসারিত সুধার্ণব। যে সুধার্ণবের এক কণের মহিমা প্রকাশে চতুরানন বা পঞ্চাননের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং সহস্রাননও সহস্র-মুখে কীর্ত্তন করিয়াও তাহার সীমাস্পর্শে অসমর্থতাই প্রকাশ করিয়াছেন। গৌর-প্রেমাস্বাদক-সম্প্রদায় গৌরপ্রেমমাধ্বিক পানে বিভোর হইয়া উৎপুলকিতাঙ্গে নিয়ত বিহ্বলচিত্তে নিয়ত প্রবর্দ্ধনশীল রসবারিধির তরঙ্গ-হিল্লোলে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা সুদুর্ব্বোধ্য ও সুদুষ্পার। তাঁহাদের অন্তর্দশায় অবস্থিতি-কালের ক্রিয়ামুদ্রা কেবলমাত্র একান্ত অন্তরঙ্গ জনেরই উপলব্ধি সাপেক্ষ; বাহ্যানুভূতি-কালে জগৎকল্যাণকর শুভদৃষ্টিপাতের ও সুকীর্ত্তনের মধ্যে শুভানুধ্যানানুসারে প্রণতশীল উন্মুখ-চেতনের জাগরণ সম্পাদন করে,—পঙ্গু, অন্ধ, মূক, বধিরকেও স্পন্দিত করিয়া স্থাবর-জঙ্গমেরও অন্তর-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উৎপাদন করে। তাঁহাদের সহজ সুস্নিগ্ধ কারুণ্য-কটাক্ষের সুমোহিনী-শক্তি সতত জয়যুক্ত হউন।

শ্রীগৌরপ্রীতি-পরায়ণগণে বিশ্বপ্লাবক জড়-সম্ভোগবাদের লেশ-স্পর্শানুরাগিতার চিহ্নমাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। দোষবহুল কলিযুগে বিশ্বগ্রাসী সম্ভোগবাদ বিশ্ববাসীর আনখকেশাগ্র গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। সম্ভোগবাদের করাল কবল হইতে উদ্ধারলাভ জীবের পক্ষে সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-সম্ভার-সমৃদ্ধির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান মানবচিত্ত জড়-ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যে আত্মসমাধিলাভে পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছে। গৌর-প্রেমকণ-স্পর্শানুরাগ-প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সম্ভোগবাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, জড়েন্দ্রিয়-তর্পণানুরাগে থূৎকার প্রদান করত নব-নবরস-চমৎকারিতায় পরিপূরিত রসিককুলোপাস্য নিখিল রসনায়ক রাস-রসিকবরের সরস-সেবারসার্ণবে সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করেন।

গৌরপ্রেম-মাধ্বিক-পানোন্মত্ত জনগণের চিত্ত সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত। সম্ভোগের লেশস্পর্শ তথায় নাই। বিপ্রলম্ভ-রসভাবিত-তনু গৌর-প্রণয়িজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা বিপ্রলম্ভ-রসময় সম্বোধনাত্মক শ্রেষ্ঠনাম (শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল নাম), সম্ভোগবাদরূপ সংসারের মোচকমন্ত্র, বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার বিপ্রলম্ভের পরিপোষক দ্বিতীয়-স্বরূপ

শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীগৌরহরির দয়িত-স্বরূপ শ্রীরূপ, শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভযুগ-ভক্তিরসভাণ্ডারের মালিক শ্রীসনাতন, বিপ্রলম্ভ-রসপীঠ মধুরা মথুরা, মাথুর বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সঙ্ঘারাম গোষ্ঠবাটী, শ্রীগান্ধর্ব্বার কেলিকলাবান্ধব শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ, বিপ্রলম্ভরস-হিল্লোলময়ী শ্রীরাধা-সরসী এবং শ্রীরাধা-মাধবের আশাবন্ধরূপ স্বভজন-সম্পদ্ লাভ করিতে পারি। গৌর-কৃষ্ণজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌর-কৃষ্ণভজনের, শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রাপ্তির শত শত শাস্ত্রীয় সাধন-ভজনের শিরোভূষণরূপে একমাত্র শব্দব্রহ্মের সংকীর্ত্তনকেই স্থান প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদও বলেন—

যোগশ্রুত্যুপপত্তি-নির্জ্জনবনধ্যানাধ্ব-সম্ভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপাদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধাম-নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥ (পদ্যাবলী ১৮)

দ্বিজাতিগণ অষ্টাঙ্গযোগ, বেদানুশীলন, নির্জ্জনবন অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ধ্যান ও তীর্থপর্য্যটনদ্বারা নির্ভয়ে স্বাধিকারোচিত স্বরূপানুভব প্রাপ্ত হইয়া যদি মুক্ত হন হউন, কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জকুহরে উদয়শীল ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দরের শ্রীনামের সেবক, অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

যাঁহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনকে সাধ্য ও সাধনরূপে বরণ না করিয়া অন্য যে-কোন সাধনোপায় মনোনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের উপলব্ধি অপেক্ষা স্ব-স্ব সুখানুসন্ধানের বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষানুসন্ধানের স্পৃহা ন্যূনাধিক প্রবল। যাঁহারা কৃষ্ণবিরহে বিরহী, তাঁহাদের একমাত্র জীবন-রক্ষৌষধি কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণনাম,—"তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্।"

কাহারও কাহারও বিচার—কৃত্রিম লীলা-স্মরণই গৌর-প্রণয়িজনের বা রূপানুগজনের ভজনোপায়। কিন্তু সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই ভজনের সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—লীলাস্মরণ নাম-সংকীর্ত্তনেরই অধীন। নবধা ভক্তির অন্যান্য অঙ্গগুলি নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ অঙ্গীরই অঙ্গ। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং গৌর-প্রণয়িজনাগ্রণী হইয়াও তিনি শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌরকিশোরানুগ পন্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের পূর্ণ অনুকূল অনুশীলনের ব্রতোদ্যাপনকারিরূপে স্বভজন বিতরণদ্বারা গৌর-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিপ্রলম্ভভাব-বিভাবিত গৌর-প্রণয়িজনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে,—তিনি যে-বস্তুর সেবা করিতে চাহেন ও যে-বস্তুর সেবায় তিনি সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট, তাঁহাকেই নিজ কণ্ঠপীঠে সংস্থাপন করিয়া হৃদয়মথিত আর্ত্তনাদের দ্বারা সেই ইষ্টদেবের শ্রীচরণপ্রান্তের আরতি করেন। এই আর্ত্তনাদ বা আহ্বানের মধ্যে তাঁহার যে সহজ ধ্যান, সহজ সমাধি, সহজ স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন ও সহজ সাক্ষাৎকার আছে, তাহার সহিত আরোহপন্থার ধ্যান-ধারণা-সমাধির তুলনা হইতে পারে না। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—জ্ঞান ও সিদ্ধি দুইটি পৃথক্ বস্তু, ইহা পৃথক্ পৃথক্ দুই তুলাদণ্ডে তুলিত আছে; কিন্তু কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেম—একটাই বস্তু, ইহা দুই তুলাতে তুলিত হয় নাই,—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং, প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং, কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥

(পদ্যাবলী ১৫)

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা শ্রীগৌরনাম-সংকীর্ত্তন ও গৌরপ্রেম দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোদয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকের শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনই একমাত্র জীবাতু।

বিশ্বব্যাপী সম্ভোগমদ-প্রমত্ত জনগণের দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া যাইতেছে, সূর্য্য আয়ু হরণ করিয়া লইতেছে, মৃত্যু ক্রমশঃই নিকটস্থ হইতেছে, তথাপি সম্ভোগ-পিপাসা কমিতেছে না, কৃত কর্ম্মের শেষ ফলের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না—আত্ম-কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয় হইতেছে না, কৃষ্ণস্মৃতি-শূন্য দিবসগুলি অলক্ষে অনায়াসে অতীত হইয়া যাইতেছে; অপর পক্ষে বিপ্রলম্ভ-বিভাবিতচিত্ত শ্রীগৌর-প্রণয়িজনের জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত গৌর-কৃষ্ণ-স্মৃতি পরিপূরিত-ইষ্ট-বিচ্ছেদ-কাতরতায় ভরপুর। তাঁহারা বলেন,—

গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখম্॥ (পদ্যাবলী ৩২৪)

হায়, এই এক প্রহর অতীত হইল, এই দুই প্রহর অতীত হইল, এই তিন প্রহর অতীত হইল, দিনও অতীত হইয়া গেল! হায়, আমি কি করিব! তথাপি এখনও শ্রীহরির মুখারবিন্দের দর্শন পাইতেছি না!

মাথুর-বিরহকাতর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ গাহিয়াছেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব। তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত, আমি এখন কি করিব!

সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসীম স্নেহ-কৃপায় সম্বর্দ্ধিত, শ্রীল দামোদর-স্বরূপের শিক্ষা ও স্নেহে প্রতিপালিত, শ্রীরূপ-সনাতনের একান্ত অনুগ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী সর্ব্বদা যুগল-কিশোরের সেবায় নিমজ্জিত থাকিয়াও বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত-চিত্তে বিলাপ করিতেছেন,—

আশৈকতন্তু অবলম্ব্য বিলম্বমানা, রক্ষামি জীবমবধির্নিয়তো যদি স্যাৎ।
নোচেদ্বিধিঃ সকললোকহিতৈককারী, যৎকালকূমসৃজত্তদিদং কিমর্থম্॥
(পদ্যাবলী ৩৩৫)

একটীমাত্র আশাতন্তু অবলম্বনপূর্ব্বক কালবিলম্ব করত অদ্যাপি জীবন রক্ষা করিতেছি; কিন্তু যদি কালের অবধি থাকে, তবেই ভাল। আর যদি তাঁহার আগমনে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সকল লোকের একমাত্র হিতকারী বিধাতা যে কালকূট সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি নিমিত্ত? অর্থাৎ তাহা পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিপ্রলম্ভ ভাবোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিতে গাহিয়াছেন,— কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

প্রেমিকশ্রেষ্ঠগণের এই মৃত্যু-কামনার মধ্যে অমরত্বের পরাকাষ্ঠার আবির্ভাব। ইহাই কৃষ্ণসেবার সর্ব্বোত্তমাবস্থা। কৃষ্ণসেবার জন্য সেবক এত অধিক আর্ত্ত যে, দশম দশা মৃত্যু তাঁহাকে বিভাবিত করিয়াছে। এই মৃত্যু যমদ্বারের দণ্ড নহে, ইহা গোকুলের মহামহোৎসব। গোকুলচন্দ্র তাঁহার শ্রেষ্ঠতম আশ্রিত-কুলকে স্বীয় পাদপদ্ম-সেবামৃত-রসার্ণবে সতত নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও নিয়ত নব-নবরূপে প্রবর্দ্ধনশীল রস-মাধুর্য্যের অবধি না পাইয়া অতৃপ্তি-আকাঙ্ক্ষায় অসীম অনন্তাদ্ভুত রস-চমৎকারিতায় প্রলুব্ধ হইয়া তাহার একবিন্দু পানেরও সৌভাগ্য হয় নাই—এবম্প্রকার ভাব-বিভাবিত চিত্তে সেই রসামৃত-সমুদ্রের শেষবিন্দু পর্য্যন্ত শোষণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের যাবতীয় বিপ্রলম্ভ-ভাবোচ্ছ্বাস। এবম্প্রকার গৌরপ্রেম-রসার্ণব গৌরপ্রেমিক-জনের হৃদয়ে সম্বর্দ্ধিত ও প্রবাহিত হইয়া কলিহত দুর্গত বিশ্বকে অচিরে সংপ্লাবিত করুন্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীচৈতন্যদেব ও গীতোপনিষদের বুদ্ধিযোগ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

অন্বয়ার্থ—"হে পদ্মপলাশলোচন ভগবান! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মের অনুসন্ধান না পাইয়া নিজেকে মুক্ত অভিমান করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধি কদাচিৎ শুদ্ধ নহে। তাঁহারা বহু আয়াসসাধ্য তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত উঠিয়াও আপনার পাদপদ্মের অনাদর করিয়া পুনরায় স্খলিত হইয়া অধোগতি লাভ করেন। আধুনিক জগতে যাঁহারা বুদ্ধিযোগাবস্থিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা পাতঞ্জলী ঋষির অষ্টসিদ্ধি-ভুক্ত যোগ নহে বা প্রাথমিক ইন্দ্রিয় সংযমকারী আসন ধ্যান প্রণায়াম পদ্ধতি নহে। পরন্তু তাহা গীতোপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ—ভগবদুপলব্ধি। তাঁহাদের যোগক্রিয়া নিজের কোন ইষ্টলাভের জন্য নহে পরন্তু ভগবানেরই ইচ্ছাপূর্ত্তির অন্যতম উপায়, যাহাতে সমস্ত জগতের পরম মঙ্গল নিহিত আছে। ভগবদ্গীতায়—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী ইত্যাদি সকলের অপেক্ষা যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল যোগিগণের মধ্যে যে যোগী অন্তরাত্মা দ্বারা সর্ব্বদাই দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত ভগবদিচ্ছা পূর্ত্তির জন্য ভজনশীল, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। উপরোক্ত ভগবদ্বাক্যানুসারে যাঁহারা ভগবৎ-শক্তি অবতারণার জন্য যোগারূঢ় তাঁহারাই কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী এবং অন্যান্য যোগীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কারণ তাঁহাদের যোগপদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানেরই ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হউক। ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইলেই জগতে 'অধোক্ষজ' ভাবের অবতারণা হইবে এবং তাহা সম্পাদিত হইলেই ইহ-জগতে সকল ব্যাপারেই ভগবদ্ভাব দেখা যাইবে। সেই প্রকার বুদ্ধিযোগের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র মুক্তি বা ভুক্তি কামনা নহে, পরন্তু ভক্তি। তাঁহারা জানেন যে, 'ব্রহ্মভূত' মুক্ত অবস্থা না হইলে পরাভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং পরাভক্তি লাভ হইলে আনুসঙ্গিক ভাবেই মুক্তি লাভ হইয়া যায়। সেই প্রকার ভগবদ্ভাবের অবস্থা

লাভ হইলে বিশ্ব পরিপূর্ণ সুখময় হইয়া যাইবে, অতএব ক্ষুদ্রনিজসুখ বা আনন্দের কথা আর কি আছে! এইপ্রকার ভগবদ্ভাবের উদয় হইলেই যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত স্বর্গরাজ্য আপনা-আপনি অবতরণ করিবে এবং সত্যযুগের সুখ ও শান্তি অনায়াসলব্ধ হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে,—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ-দাস।" সুতরাং জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ মুক্ত। তাঁর বদ্ধ-দশা ভগবদ্ বিস্মৃতি-জনিত কল্পিত মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে জীবমাত্রেই তাঁর বিভিন্নাংশ। বদ্ধজীবগণ মায়া-প্রদত্ত মন ও ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনাদি কর্ম্মফলে জীবের বদ্ধদশা উপস্থিত হইলেও সেইপ্রকার বদ্ধদশায় জীব চিরদিন কেন থাকিবে? ভগবৎ-কৃপা হইলে জীবের বদ্ধদশা এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট হইয়া যাইবে। আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে জীব নিজ ইচ্ছায় কোনদিনই বদ্ধদশা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মুক্তাভিমানী ভগবৎ কৃপাকে বাদ দিয়া যে মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যা করেন তাহা কোনদিনই জীবকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং ভগবৎ-কৃপা লাভ করাই সকল প্রকার মুক্তির কারণ। যদিও ভগবান কাহারও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মফল সংযোগ করিয়া দেন না, যথা, ভগবদ্গীতায়—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভু।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥

তথাপিও ব্যতিরেকভাবে তাঁরই আজ্ঞায় জীবের বদ্ধদশা-যুক্ত মায়িক ভোগ, সুখ, দুঃখ, শীতোষ্ণ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে। এইভাবে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া জীবের কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া যাইতেছে। ব্যতিরেকভাবে যখন সে সমস্তই ভগবদ্ ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে তখন দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তাঁর কৃপা প্রার্থনা করিলে সে সমস্তই মুক্ত হইয়া যায়। অতএব ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোনদিনই সেইসকল সুখ দুঃখ গ্রহণ করেন না বা তদ্দ্বারা বিচলিত হন না। যাঁহারা ভগবদ্বিশ্বাসী বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করেন, যথা—হে ভগবন্! আমি পূর্ব্বপূর্ব্ব কর্ম্মবিপাক-জনিত যে সামান্য দুঃখ পাইতেছি তাহাও আপনার কৃপা। কারণ, আপনার আজ্ঞা হইলে সহজেই এই সকল দুঃখবিলাসের অবসান হইয়া কার্য্যকলাপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যথা,—

তত্তেঽনুকম্পাংসুসমীক্ষমান ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৮)

বুদ্ধি যোগিগণ প্রণিহিত অমলচিত্তে ভক্তিযোগদ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, সেই প্রকার যুগপরিবর্ত্তনের জন্য ভগবানের আজ্ঞা আসন্ন হইয়াছে। স্বতন্ত্র লীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ তাঁর ভৌম লীলার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ পৃথিবীতে স্থির রাখেন তাহা আমাদের এই ভারতবর্ষ। সুতরাং ভারতবাসিগণ সেই ভগবদাজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন— "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

বাস্তবিকই মনুষ্যজাতির পরোপকার করিবার জন্য ভারতবাসীই একমাত্র যোগ্য। ভারতবাসিগণ যদি সেই যোগ্যতার পরিচয় না দিয়া মায়ামরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্য জড়ভোগময় চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহারা কৃপণ আখ্যা লাভ করিয়াই ইহ-জগত হইতে চলিয়া যাইবেন। সূর্য্য যেমন রাত্রিকালে ভগবদিচ্ছাতেই অন্ধকারাবৃত হইয়া যায় বা সূর্য্য সর্ব্বদাই উদিত থাকিলেও রাশিচক্রের গতাগতি অনুসারে রাত্রিকালে আমাদের চক্ষুরান্তরালে চলিয়া যান সেই প্রকার ভারতবর্ষের যে অমূল্য জ্ঞানালোক বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, পুরাণাদি, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন তাহা রজস্তমঃ গুণাধিক্যে চক্ষুরান্তরালে তাৎকালিক অপসারিত হইলেও আবার সেই সকল জ্ঞানালোক মহাপুরুষগণের কৃপায় ও ভগবদিচ্ছায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছেন,— "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।

সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম॥"

কে বলিতে পারে যে বুদ্ধিযোগিগণ সেই মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের বন্যা আনিয়া জগৎকে প্লাবিত করিবেন না? ভগবদিচ্ছায় সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। ভগবদিচ্ছা হইতে সমস্ত নরনারীরই নারায়ণী ভাব জাগরিত হইয়া আবার নারায়ণপরা হইয়া যাইবে। কারণ,—

"নারায়ণপরা সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপিতুল্যর্থদর্শিনঃ॥"

স্বর্গ নরক এবং অপবর্গে তুল্যার্থদর্শি নারায়ণপরা ব্যক্তিগণ কিছুতেই ভীত হন না। সেইপ্রকার নারায়ণপরা হইলেই জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি, দুঃখাদি, অভাব, শোক প্রভৃতির হাত হইতে অনায়াসেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। জগৎ হইতে যখনই সত্ত্বগুণ লব্ধ জ্ঞানালোক অন্তর্হিত হইয়া কেবলমাত্র রজস্তম-গুণের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয় তখনই যোগিগণ নির্জ্জন ভজনে মনোনিবেশ

করেন। তাঁদের আত্মোন্নতি কার্য্যই তখন প্রধান হয়। আনুসঙ্গিকভাবে আরও কতকগুলি শিষ্যসেবকগণের উন্নতি করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছা হইলে জগতের মঙ্গল প্রচারকল্পে আবার সেই যোগিগণ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য আবার সেই রাজর্ষি জনকাদি এবং অজাতশত্রু ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি রাজাদিগের শাসন পদ্ধতির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভৌম জগতেও তাঁর লীলা পরিকর নিত্যকালীন। "অদ্যাপি ও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

সূর্য্য যেমন আমাদের চক্ষের অন্তরালে যাইলেও পৃথিবীর কোন স্থানে না হয় কোন স্থানে প্রকাশিত থাকেন সেইপ্রকার শ্রীভগবানের ভৌমলীলাও অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও না হয় কোথাও প্রকট থাকে। যথা, ব্রহ্মসংহিতায়—

রামাদি মূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্। কৃষ্ণস্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো।
নানাবতার মকোরৎ ভূবনেষু কিন্তু॥ গোবিন্দমাদি পুরুষম্ তমহং ভজামি॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের সমষ্টি ব্রহ্মার একদিনেই বহুবার (১০০০) চক্রপরিবর্ত্তন করে। যথা, গীতায়—

"সহস্রযুগ পর্য্যন্ত মর্হদ্ যদ্ ব্রহ্মণোঃ বিদুঃ।"

ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর হয় এবং একাত্তর চতুর্যুগে একবার মনুর পরিবর্ত্তন হয়। উপস্থিত আমরা বৈবস্বতঃ মনুর অধীনে অষ্টবিংশতি চতুযুগের অন্তর্গত যে কলিযুগ তাহাতে বাস করিতেছি। এই বিশেষ কলিযুগেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার সম্ভব হয়। এবং সেই কলিযুগেই ভগবদ্‌প্রেম ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে। শাস্ত্র দৃষ্টে আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি। ভরসা হয় মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সেই বিশ্বব্যাপি ভগবদ্‌প্রেম ধর্ম্মের প্রচার শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। সাত্ত্বিকভাবের প্রাচুর্য্য যখন থাকে তাহাই সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত। আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে জীবগণের ও সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধি হইয়া স্বরূপ উপলব্ধিতে মনুষ্য জন্ম সাফল্য লাভ করে তখনই সত্যযুগের সুখশান্তি লাভ হয়। গুণময়ী প্রকৃতিতে সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। যখন যে গুণের প্রাবল্য হয় তখনই সেইভাবে জগৎ পরিদৃষ্ট হয় এবং সেইভাবেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রভৃতির পর-পর আবির্ভাব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীশতনাম-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র

জয় শচীর নন্দন, কলি-জীবের তারণ,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরহরি।
তৈর্থিক ব্রাহ্মণ-ত্রাতা, চৌরদ্বয়-পরিত্রাতা,
কন্যাগণ নৈবেদ্যাপহারী॥

লক্ষ্মীপ্রিয়া বরদাতা, দিগ্বিজয়ী-পরিত্রাতা,
পূর্ব্ববঙ্গে নাম-প্রচারক।
তপন মিশ্রের ত্রাতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভরতা,
প্রেত-ক্ষেত্রে পিণ্ড-প্রদায়ক॥

রাগ ভাব প্রচারক, ষড়্ভুজ-মূর্ত্তিধারক,
মুরারির রামস্তব শ্রোতা।
শ্রীবরাহ-রূপধারী, মুকুন্দের দণ্ডকারী,
সব ভক্তগণ স্তব শ্রোতা॥

জগাই-মাধাই-ত্রাতা, যবনের পরিত্রাতা,
নারায়ণী-প্রেম-প্রদায়ক।
মৃতমুখে তত্ত্ব-শ্রোতা, গোপীভাবে অধিষ্ঠাতা,
ভাবদুষ্টে-দণ্ড-প্রদায়ক॥

পাপীজন পরিত্রাতা, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-গৃহীতা,
বৃন্দাবন-গমন-লালস।
শান্তিপুরে নৃত্যকারী, মাতা-হাতে ভিক্ষাহারী,
মাতৃ-আজ্ঞা সুপ্রতিপালক॥

ক্ষীরচোরাখ্যান শ্রোতা, গোপালের তত্ত্বজ্ঞাতা,
শিবলিঙ্গ দর্শন-লালস।
দণ্ডভঙ্গে ক্রোধাবিষ্ট, চিত্ত জগন্নাথাবিষ্ট,
স্পর্শী মহাপ্রেমের প্রকাশ॥

সার্ব্বভৌম-পরিত্রাতা, বাসুদেব-ব্যাধিহর্ত্তা,
রামানন্দ-মুখে তত্ত্বশ্রোতা।
বেঙ্কটে ভক্তির দাতা, গোপালের চিত্তহর্ত্তা,
গীতাপাঠী বিপ্রপাঠ-শ্রোতা॥

বৌদ্ধ-জৈন-ত্রাণকর্ত্তা, দাক্ষিণাত্যে ভক্তিদাতা,
দরশে পরশে পাপ-হন্তা॥

ব্রহ্মসংহিতা-গৃহীতা, কর্ণামৃত-লাভকর্ত্তা,
যোগী সন্ন্যাসীরে প্রেমদাতা।
কাশীমিশ্র গৃহবাসী, রথাগ্রে নৃত্য-প্রয়াসী
শ্রীপ্রতাপরুদ্র ত্রাণকর্ত্তা॥

শ্রীব্রজ গমনোৎসুক, ম্লেচ্ছে ভক্তি-প্রদায়ক,
জনগণোৎকণ্ঠা নিবারক।
দেবানন্দ দোষহন্তা, রূপ-সনাতন-ত্রাতা,
গৌরীদাসাভিলাষ-পূরক॥

বৃন্দাবন যাত্রাকারী পশুপক্ষী-চিত্তহারী,
বৃন্দাবনে প্রেমোন্মত্ত চেতা।
বলভদ্র-বাক্য-শ্রোতা, রূপানুজে ভক্তিদাতা,
সনাতনে প্রেমভক্তি-দাতা॥

মায়াবাদ খণ্ডনক, গোপে ভক্তি-প্রদায়ক,
প্রকাশানন্দের শিক্ষাদাতা।
স্ত্রী-সম্ভাষী দণ্ডদাতা, নীচদ্বারা শিক্ষাদাতা,
নিন্দুক অমোঘে প্রেমদাতা॥

বহির্ম্মুখ গোষ্ঠীত্যাগী, অন্তরঙ্গ সঙ্গাস্বাদী,
অপরাধী-জনে ভক্তিদাতা।
সনাতন কণ্ডুহর্ত্তা, গোপীনাথ ত্রাণ-কর্ত্তা,
জগদানন্দের ক্রোধ-হন্তা॥

শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাবিষ্ট, বৃদ্ধা প্রতি ক্ষমানিষ্ঠ,
গোবিন্দের ভৎ র্সন-বারক।
ভক্তের সম্মানদাতা, ইতরে উপেক্ষা-কর্ত্তা,
স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-নিবারক॥
প্রেমে শ্লথ সন্ধিধারী, মুখ ঘসি' রক্তকারী,
কূর্ম্মমত হস্তপদ-যুত।
চটকাদ্র্যে গোবর্দ্ধন, ভ্রমে কৃষ্ণ দরশন,
হ্রদে করি সদ্য মোহপ্রাপ্ত॥
গৌড়বাসী সব বন্ধু, করুণ উৎকল-বন্ধু,
তত্ত্ববুদ্ধি পাশ্চাত্যের গতি।
বর্ণাশ্রম-উপদেষ্টা, সন্ন্যাসাশ্রমের ত্রাতা,
গম্ভীরায় বিপ্রলম্ভ মতি॥
চব্বিশ বৎসর ঘরে, গৃহ ত্যজি' কৃষ্ণ স্মরে,
ততকাল লোকশিক্ষা দিলা।
শেষে গোপীনাথ-দেহে, অথবা গুণ্ডিচা-গেহে,
নিজেচ্ছায় বিগ্রহে পশিলা॥

—শ্রীললিত লাল ভক্তিবিলাস

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের একোনপঞ্চশততম-বর্ষের অবদান সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তিরূপ ক্ষুদ্রসেবাচেষ্টা

পি. এম. বাকৃচীর নূতন ১৩৯২ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার ৩০১ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দাঃ ৫০০ আরম্ভ" বলিয়া লিখিত দেখা যায়। ঐ তারিখ ১৩৯২ সালের ১২ই চৈত্র এবং ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ হইতেছে। সুতরাং পি. এম. বাকৃচী পঞ্জিকা এই তারিখে শ্রীচৈতন্যাব্দের পঞ্চশত-বর্ষপূর্ত্তি বলিয়া ধার্য্য না করিয়া ১৩৯৩ সালকেই পঞ্চশততম-বর্ষ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন দেখা যায়।

গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পি. এম. বাক্‌চী পঞ্জিকার চৈতন্যাব্দ গণনাকে সঠিক বলিয়া অনুমোদন করায় তাঁহার অনুগত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ১৩৯২ সালকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশততম বর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ভারতব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী পঞ্চশততম-বর্ষ-পালন-ভক্তিতে অন্যের সহিত যোগদান করিতে আগ্রহী দেখা যাইতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" বিচারে পূর্ব্বতন ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক এইরূপ Centenary বা শততম বার্ষিক-অনুষ্ঠানের আচরণ প্রদর্শিত হয় নাই। 'ধাই তব পাছে পাছে'—বিচারই ভক্তিরাজ্যের প্রধান আচরণ। "নূতন কিছু কররে ভাই নূতন কিছু কর"-বাক্যের সমাদর করিতে গিয়া অনেক সময়ে বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইতে হয়। Centenary, Civil Jubilee, রজত-সুবর্ণ-হীরক-জয়ন্তী প্রভৃতি ভারতীয় মুনি-ঋষিগণের আচরণে পরিদৃষ্ট হয় না। এইরূপ আগ্রহ বা উৎসাহ কোথা হইতে আমদানি হইল, তাহা বিচার করিলে বিলাতী বা পাশ্চাত্য-মোহকেই কারণস্বরূপ দেখা যায়।

আমরা বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক ভারতকে পাশ্চাত্য-কবল হইতে মুক্ত করিয়াছি বলিয়া অভিমান করিতেছি। ইংরাজী ভাষাকে উৎসাদিত করিয়া মাতৃভাষাকে আদর করিতেছি মনে করি। কিন্তু প্রকৃতবিচারে আমরা স্বাধীনতা বা ভারতীয়তার সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া পাশ্চাত্যমোহে গভীরভাবে আবিষ্ট নহি কি? আমরা বেশভূষা, আচার, বিচার, চালচলন, কথাবার্ত্তা, আহার-বিহার, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্যানুকরণকারী নহি কি? ভারতীয় ধুতি-চাদরাদি পোষাক পরিত্যাগ করিয়া কোট-প্যাণ্ট আমাদের আভিজাত্য বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় মহিলাকেও তাদৃশ সাজে সজ্জিত হইতে দেখা যায়। এমন কি, বৈষ্ণবধর্ম্ম পালনকারী ব্যক্তিগণকেও কোট-প্যাণ্ট পরিধান করিয়া গৌরবান্বিত ভাবিতে দেখা যায়। বড়ই পরিতাপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশততম-বার্ষিক আবির্ভাব-অনুষ্ঠানে আমাদিগকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করিতে কয়েকস্থান হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কোট-প্যাণ্ট পোষাক পরিধান করিতে কোনপ্রকার কুণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই।

সন্তানের জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই তাহার অঙ্গে পাশ্চাত্য পোষাক পরিধান করাইয়া পিতামাতা ধন্য জ্ঞান করেন। জ্ঞানোন্মেষের প্রাক্কাল হইতেই পুত্রকে আত্মীয়গণ শিক্ষা প্রদান করেন—"একবার Tata করে দাও তো বাবা!"

ইংরাজী ভাষাকে স্কুল-কলেজ হইতে উৎসাদিত করিতে যত্ন দেখা যায়, কিন্তু নিজ নিজ পুত্র কন্যাগণকে Christian Missionary School-এ ভর্ত্তি করিতে এত আগ্রহ কেন? তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে ছেলেপুলে মানুষ হয় না, এই বিচার এত প্রবল কেন? ভোজনগৃহে কাষ্ঠাসনকে বিতাড়িত করিয়া 'সানমাইকার' চেয়ার-টেবিল এবং কাটা-চামচ কেন আমদানী করা হইয়াছে? সুপাচ্য সাত্ত্বিক আহারের পরিবর্ত্তে চা-বিস্কুট, চপ-কাটলেট, মামলেট-আমলেট প্রভৃতি তামসিক নিষিদ্ধ আহারে এত রুচি কেন? যে সংস্কৃত ভাষাকে বিদেশী মনীষিগণ সমাদর করতঃ নিজ দেশে প্রবর্ত্তন করিতেছেন, আমরা ভারতবাসী তাহাকে **'Dead Language'** বলিয়া উৎখাত করিতেছি কেন? সামাজিক অনুষ্ঠান-বিবাহকার্য্যে Court Marriage-এর এত সংখ্যাধিক্য কেন? পারলৌকিক কার্য্যে 'হরিবোল' না বলিয়া মৌন অবলম্বন করতঃ শবানুগমনের আচরণ বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তনের অনাদর কেন? শ্রীনাম গ্রহণের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য-অনুকরণে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনকেই উন্নত বিচার কেন বৃদ্ধি পাইতেছে? কলি-প্রভাবান্বিত পাশ্চাত্য-মোহই কি ইহার কারণ নয়? শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মেও এই প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়া Centenary প্রভৃতিতে লক্ষিত হইতেছে না কি?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় কোন বিষয়-বর্ণন কোনপ্রকার কষ্ট-কল্পনাত্মক হইতে পারে না। জড়াভিনিবেশ হইতে তদ্বস্তুকে স্পর্শ করা সম্ভবপর নহে। জড়বুদ্ধিতে তাঁহার লীলাদির মাহাত্ম্য কখনই চিন্ময় ও নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞান হয় না। তজ্জন্য তাঁহার পরমপবিত্র, পরমমঙ্গল, পরম চমৎকার ও পরমচিন্ময় গুণাবলীকেও জড়সাম্যে গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার দোষ-গুণ আরোপিত হইয়া থাকে। তাঁহার মঙ্গলময় চরিত্রে দোষদর্শন ও প্রাকৃত ধারণা-বদ্ধজীবের অনিবার্য্য। তাঁহার চরিত্রের সমালোচক যদি মায়িক বিক্রমাধীন হয়, তবে তাঁহার বর্ণনে এবম্প্রকার মায়িক দোষগুণের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-ন্যায়াদি-বিদ্যা-পারঙ্গত ব্যক্তিও তদ্বর্ণনে গুরুতর ভ্রম ও অপরাধগ্রস্ত হইতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত বঙ্গদেশীয় কবিকৃত মহাপ্রভুর নাটক এ বিষয়ে আমাদিগকে জ্বলন্ত শিক্ষা প্রদান করে।

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

উক্ত কবি এই শ্লোকটী রচনা করিয়া দেহ-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথদেব অপেক্ষা আত্মস্বরূপ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অধিকতর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া স্বরূপ দামোদর প্রভুর কৃপা-ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছিলেন। যথা—

আরে, মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
তুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য-চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান॥
তুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি॥
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" (কূর্ম্মপুরাণ)

বর্ত্তমানকালে স্কুল-কলেজ ও বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, শ্রীরামচরিত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতাবলী লইয়া এবম্প্রকার সমালোচনায় অপরাধের তাণ্ডবতা বিস্তার করিয়া অজ্ঞ ও জনসাধারণকে বিপথগামী ও ভগবদ্‌বিমুখ করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীবলে বলীয়ান্ হইয়া মায়াগ্রস্ততা ও তত্ত্বান্ধতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহারা ভগবৎতত্ত্বকে মায়াগ্রস্ত মনুষ্য বলিয়া অযথা স্থাপন এবং তাঁহার লীলাকে মায়িক কর্ম্ম বলিয়া মিথ্যা প্রকাশ করিয়া নিজের ও জনসাধারণের পরম অমঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাহারা রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থকে কাল্পনিক ও উপন্যাস এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মনুষ্যরূপ নায়ক বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। ত্রিকালজ্ঞ সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষিদের রামলীলাদি সত্যবর্ণনাকে কাল্পনিক রচনা এবং ২৫০০ বৎসরের অনূর্দ্ধকালের রচিত বলিতেছেন। রামচন্দ্রের পত্নীত্যাগ, বালিকে অন্তরাল হইতে বধ, শূদ্রতপস্বী শম্বুক-হত্যা, লক্ষ্মণের শূর্পনখার নাসা-কর্ণছেদন প্রভৃতি অন্যায় কর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত বিহারাদি অশ্লীল কামুকতা এবং শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ব্যতীত কিছুই নহেন ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে ত আর

কথাই নাই। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, তিনি জাত-পাতের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া মহা উদারতা প্রকাশ, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন, নৃত্য-গীতাদি ইন্দ্রিয় তর্পণের আচরণ, পরস্ত্রী-পুরুষের কামুকতার আস্বাদন, ধর্ম্মের মাধ্যমে ক্লীবতার প্রসারণ, কাজীদলন লীলা শ্রেষ্ঠ রাজনীতি প্রভৃতি নানাপ্রকার কদর্য্য দোষকে তাঁহার অবদানরূপে বর্ণনা করিতেছেন।

কেহবা শ্রীচৈতন্যদেবকে অদ্বৈতবাদী ও তাঁহার প্রেমসিদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদীর নির্বিকল্প সমাধির সহিত অভিন্ন ও এক করিয়া 'অবদান' বলিয়া স্থাপনের মিথ্যা প্রয়াস পাইতেছেন। ইঁহারা উভয়ক্ষেত্রেই ভিতরে জ্ঞান ও বাহিরে প্রেম-ভাবের কাল্পনিক একতা দর্শন করিতেছেন। এরূপ জগা-খিচুড়ি সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীর সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদীর পক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবকে বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, অনুকূল ঠাকুর, ওঁকারনাথ, জগদ্বন্ধু, বালক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত এক বলিতে বা একাসনে বসাইতে বাধা কোথায়? যাঁহারা দরিদ্রকে লক্ষ্মীপতি, অণুকে সর্ব্ববৃহৎ, ভৃত্যকে প্রভু, অস্তিকে নাস্তি, সত্যকে মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত নন, তাঁহারাই মূর্খকে পণ্ডিত বা জীবকে শিব বলিতে পারেন; কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইহাকে জ্ঞানহারা বিচার বলিয়াই "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" বিচারে আদর করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকেই গীতাশাস্ত্রে "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্" শ্লোকে জগন্-মিথ্যাবাদী অসুর বলিয়া আখ্যা দিয়া "মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্" বাক্যে অধমা গতি প্রদান করতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির অসম্ভবতা প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের সিদ্ধান্তে ঢেঁকি-ব্রহ্ম ভজনের দ্বারা ভবনদী পার হইয়া সুখে আনন্দং-ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইতে পারে, "তাঁহারা এক দেখা জ্ঞান, ও দুই দেখা অজ্ঞান" বলিলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ইহাঁরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দপ্রভুকে, অদ্বৈত আচার্য্যকে অদ্বৈতবাদী সাজাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদ খণ্ডনই যে মহাপ্রভুর লীলা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি শাঙ্কর বৈদান্তিক-চূড়ামণিগণকে পরাভূত করতঃ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' স্থাপন করিয়াছেন, 'এক দেখা' জ্ঞানের ঘোর ভঙ্গ করতঃ শ্রীপাদপদ্ম-মধু-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোক ব্যাখ্যাদ্বারা একদেখা বিচারের ভঙ্গুরতা ও হেয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন—অদ্বৈতবাদী বা সমন্বয়বাদী তাহা দর্শন করিয়াও জগৎকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিবার জন্য মিথ্যাবাদের প্রচারে বদ্ধপরিকর কেন? ইহা কি অধর্ম্মপ্রভব কলিকালের মাহাত্ম্য নহে? এজন্যই এবম্প্রকার অসার,

অসত্য ও হেয় মতবাদ বেতারাস্থ হইবার সুযোগলাভ করে; পরমমঙ্গলময় শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারের সুযোগ পায় না।

অধর্ম্মপ্রভব কলিগ্রস্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ এবম্প্রকার জগাখিচুড়ি বিচারে আকৃষ্ট হইয়া নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। কলির প্রভাব এমত অধিকরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, কোনও ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া কোন বিচারপতি মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের তরুণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করাকে দোষনীয় এবং আইনতঃ অসঙ্গত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে চতুর্দ্দিকে কর্ম্মাধীন বদ্ধজীবকে ভগবান্ রাম, কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া মিথ্যা প্রচার ও প্রতিপন্ন করিতে প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে। যদি রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীচৈতন্যদেব মনুষ্যই হন, তবে নিজেদের রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেব বলিয়া প্রতিপন্ন করার এত চেষ্টা কেন? ইহা কি কলির মাহাত্ম্য নহে?

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপ ও বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন—মহাপ্রভুর অবদান বলিলে কি তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, না—তাঁহার প্রতি অন্যায় ও অপরাধ-মূলক অবিচারদ্বারা তাঁহার নিন্দা প্রকাশ পায়, তাহা বিচার্য্য বিষয়। মহাপ্রভু যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন ("চাতুর্ব্বর্ণ্যং **ময়া** **সৃষ্টং** গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" গীতা ৪।১৩), তাহার বিলোপ-সাধন নিজেই করিতে পারেন না। "Father cannot deny his own child" ন্যায়টি বিচার করিলে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপকারী কখনই হইতে পারেন না। পরন্তু আসুর-বর্ণাশ্রমের অসারতা প্রদর্শন করতঃ দৈববর্ণাশ্রমের মর্য্যাদাই তৎকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্" (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকটীর তাৎপর্য্য যাহারা সম্যক্ অনুধাবন করিতে অক্ষম, তাঁহারাই বর্ণাশ্রমের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। বেদ হইতে মহাভারত ও ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই এই প্রকার বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার মর্য্যাদা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শৌনকাদি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ঋষিগণও সূতগোস্বামীকে বৃত্ত-ব্রাহ্মণবিচারে গুর্ব্বাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণতা মায়িক গুণের পরিচিতি মাত্র, কিন্তু বৈষ্ণবতা মায়াতীত আত্মিক জ্ঞানের পরিচিতি। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি" শ্লোকটী আত্মধর্ম্মের স্বরূপাভিব্যক্তি। মায়িক ধর্ম্ম হইতে আত্মিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূজ্যত্বই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শৌক্র-ব্রাহ্মণতার সার্থকতাই—আত্মধর্ম্ম। নচেৎ শৌক্র-ব্রাহ্মণতা নিরর্থক ও ধিকৃত হয়। তজ্জন্য যাজ্ঞিক

বিপ্রগণ "ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্" (ভাঃ ১০।২৩।৪০) শ্লোকে নিজেদের ধিক্কার প্রদান করত সংস্কারহীনা বেদাধিকাররহিতা পত্নীগণের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তদ্রূপ শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর কুলে আগত রামানন্দ রায় ও হরিদাস ঠাকুরের ব্রাহ্মণপূজ্যত্ব জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাদের আলিঙ্গন ও পদধূলি গ্রহণের কর্ত্তব্যতা আচরণমুখে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ বা বিলোপসাধন হয় নাই; পরন্তু তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইয়াছে। যজ্ঞাদি বৈদিককর্ম্মে পারঙ্গত যাজ্ঞিক বিপ্রগণের দীক্ষারূপ দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই, পরন্তু সংস্কারবিহীন তৎপত্নীগণ ব্রজের গোয়ালিনীগণের নিকট দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানরূপ প্রকৃত দীক্ষা গ্রহণ করতঃ "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" —বচনের সত্যতারক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ-পতিগণেরও পূজ্যা হইয়াছেন। এইরূপে ব্রাহ্মণতা—বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়াছেন। বৈষ্ণবতাহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণজন্মকে আদর করেন নাই।

পক্ষান্তরে একই পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং মহাযোগী ও পরমহংস-পুত্রের জন্ম শাস্ত্র-মধ্যে দৃষ্ট হইলে শৌক্র-জন্মের আদর কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? গুণ-কর্ম্মের আদরই সর্ব্বোপরি স্বীকৃত হইয়াছে। এই-জন্যই গীতা "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং **গুণকর্ম্মবিভাগশঃ**" শ্লোকে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। হরিবংশে ২৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত গৃৎসমদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে বর্ণিত ঋষভদেবের বংশ আলোচনা করিলে শৌক্রধারার পরিবর্ত্তে গুণ-কর্ম্মের ধারাই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু পবিত্রতার আকরবস্তু। তাঁহার সংস্পর্শে বা কৃপায় ব্রাহ্মণেতর বা বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত ম্লেচ্ছ-যবনাদির পবিত্রতার কা কথা, হিংস্র ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদিও তাঁহার ঝারিখণ্ডের লীলায় ক্ষণিক সঙ্গ বা কৃপাদৃষ্টিতে হিংস্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্ষ্যপ্রাণী মৃগাদির সহিত আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রেমে প্রমত্ত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল। সেই কৃপাপ্রাপ্ত পশুকুলকে বৈষ্ণবতা-হীন শৌক্র-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধম বলা কি সঙ্গত হইবে?

কতকগুলি ভণ্ডব্যক্তি বিধবার সহিত অবৈধ সঙ্গ করতঃ পরস্পর বাবাজী-মাতাজী বলিয়া পরিচয় দিলেই তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান বা মত বা প্রচারিত ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করা মূঢ়তা মাত্র। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত

ধর্ম্মে এই প্রকার মতবাদ কখনই স্বীকৃত বা অনুমোদিত হয় নাই। ইহা কখনই তাঁহার অবদান নহে—ইহা সামান্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বুঝিতে সক্ষম।

"প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭) ছোট হরিদাস বর্জ্জনকালে প্রভুর এই বাক্য তাহার প্রমাণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার সম্প্রদায় যে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করেন, তাহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর নৃত্য-গীত (নাচ-গান)-রূপ তৌর্য্যত্রিক ব্যাপার নহে। তৌর্য্যত্রিকাদি ভক্তি-সাধনপথে পরিত্যাজ্য বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে। পরন্তু বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত নৃত্যকীর্ত্তন ভক্তির সাধন ও সিদ্ধের স্বভাব বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি ভক্তগণ ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। ইহা পরম মুক্তচেতনের অভিব্যক্তি। ইহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণরূপ তৌর্য্যত্রিক নহে। চেতনের সর্ব্বোত্তম বিকাশস্থলে এই অবস্থার উদয় হয় বলিয়া শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪০ শ্লোকে পরিদৃষ্ট হয়—

এবংব্রত স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

সুতরাং ইহাকে সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ও সিদ্ধগণের পরম মঙ্গলজনক স্বভাব বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। ইহা তৌর্য্যত্রিকরূপ জড়েন্দ্রিয় তর্পণ নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২।৭৭ পয়ারে বর্ণিত—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দে॥"

পয়ারটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও রামানন্দাদির কাব্য-বর্ণিত উন্নতোজ্জ্বল মধুর রসাস্বাদনকে মূঢ়তাপূর্ব্বক জড় কামুকতা বলিয়া জ্ঞান করা যে নারকীয় বিচার, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবম্প্রকার একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। লেখকের নামোল্লেখ করিয়া আমাদের পবিত্র পত্রিকা কলুষিত করিতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু সেই অপরাধময় লিখনকে সুধী ভক্তবৃন্দের গোচরীভূত করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগ কি-প্রকার কলির প্রভাবগ্রস্ত হইয়া এবম্প্রকার বিচারের সমর্থন করিতেছেন ও তাহাদিগকে ডক্টরেট্ উপাধিতে বিভূষিত

করিতেছেন, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এই জঘন্য অপাঠ্য ও অশ্রাব্য প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম,—

It is said "Mahaprabhu (Chaitanya) accompanied by Swarupa Damodara, used to enjoy the musics of Chandidasa and Vidyapati with sweet hearing musics in Gitgovinda (Joydeva) and dramas of Ramananda in great delight during day and night".

"Gitgobinda" composed by Joydeva does not contain any religious ideal at all ; musics and dance in high standard only are the subject matter of this book. Joydeva secured a beautiful girl named Padmavati, who was expart in dance and music and so offered in the temple of Puri for this purpose, as his lover. During the function of music in Gitgovinda in the court of the king Laksmana Sen, Padmavati danced and Joydeva controlled the dancing movements of Padmavati by beating of time in music.

Vidyapati was devoted to Siva and so he was not a Vaishnava. His musics also are devoid of any religious ideal ; according to the direction of the king Sivasingh of Mithila, Vidyapati imagined two characters Madhava (male) and Radha (Female) as well as the female companions of Radha and composed so charming musics, as described how young Madhava enjoyed sexual affairs with a girl Radha, who was then undeveloped for sexual pleasure, and how step by step the girl's sexual desire reached to the maxium maturity. These musics got much popularity through dance.

Chandidasa also was not a Vaishnava, he was the worshipper of the goddess Vasuli. However, he composed musics accepting the characters of Krishna and Radha and had a professional music party. He was so expert in music and dance that the queen of the Nawaba was captivated at this and left the palace

in search of Chandidasa. At this the Nawaba was so much angry that he ordered to bind him on the back of the elephant and to murder him by beating with canes.

But in Krisnakirtana of Chandidasa there lies some spiritual substance and he was supposed to be successful in sexual meditation, which is called as Sahajia Sadhana and found among the Bouls, with his female Companion Rami. The book also contains the different stages through which the sexual pleasure of a girl named Radha reached the maturity.

It seems that 'Gitgovinda' (Joydeva) is the Vedas of sexual science, Shri Krishnakirtan (Chandidas) is the Ramayana of sexual science, and the Padavali (Vidyapati) is the Mahabharata of sexual science ; none of these contains any religious ideal at all. The one footed religion of devotion with idolatry of Kali Yuga found the successful advertisement through these dances of charming manners and musics of sexual thoughts. Thus occurred the downfall of the national character and thus a man of great power with perfect learning of uncommon beauty with white complexion and charming attitude and wonderful inlellect, was influenced by Kali in his dark atmosphere to fulfill the purpose of preaching the religion of Kali. This was Viswambhara Misra, the son of Jagannath Misra of Navadwip, and afterwards he was called Shri Chaitanya, who got championship in learning. Due to Kali's influence he was captivated by musics and dances of the Vaishnavas under the leadership of Advaitacharyya.

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান, মাহাত্ম্য, তত্ত্ব বা এককথায় শ্রীনাম-রূপ-গুণ-ধাম-পরিকরাদি বর্ণন তৎপার্ষদ ষড়্গোস্বামী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দই সম্যক্‌রূপে করিয়াছেন। কষ্টকল্পনা করিয়া নূতন কিছু প্রকাশ করা মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অসম্ভব। উক্ত ভক্তবৃন্দের আনুগত্য ও অনুসরণই একমাত্র কর্ত্তব্য। যে মহাপ্রভুর ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি-স্থিতি-

লয় সাধিত হয়, তাঁহার কাজীদলনকে একটী রাজনীতি বা সঙ্ঘশক্তি বলিলে তাঁহার লীলার অমর্য্যাদা হয় না কি? যদ্যপি তাহাতে সর্ব্বসদ্‌গুণ বিরাজিত তথাপি কাজীদলন-লীলাকে রাজনীতি বলিলে আশ্লিষ্টদোষ প্রকাশ পায় না কি? কাজী কি লোকসংঘট্টের ভয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদানত হইয়াছিলেন? পূর্ব্বরাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃসিংহমূর্ত্তির দর্শন কি তাহার প্রকৃত কারণ নহে? শ্রীচরিতামৃত আমাদের জানাইয়াছেন,—

আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা' ॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্য-গীত-কোলাহল, সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥
তুমি কাজী,—হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
তবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥
কাজী বলে,—সবে তোমায় বলে 'গৌরহরি'।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥
শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥
প্রভু বলে,—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি না করিহ ভয় ॥
কাজী কহে,—যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি' ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥

সেইদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি' না করিনু প্রাণঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৭২—১৮৭)

শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা যেরূপ মায়াবদ্ধ জীবের গ্রাহ্য হয় না, সেইরূপ ভগবদাবির্ভাব-ক্ষেত্রও বদ্ধ বা মুক্তাভিমানী জীব-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না। কালক্রমে রাধাকুণ্ড লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী ধান্যক্ষেত্রকে যেমন রাধাকুণ্ড বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তদ্রূপ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহা-মুক্তগণ দিব্যদর্শনে শ্রীমায়াপুরে বল্লালদীঘির সন্নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী বা শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবন প্রকাশ করিয়াছেন। অক্ষজজ্ঞানে মৃত্তিকা খনন করতঃ ভূগর্ভ হইতে প্রমাণসংগ্রহ-চেষ্টাদ্বারা এবং "প্রাচীন" পদ সংযুক্ত করিয়া কোন স্থানকে ভগল্লীলাক্ষেত্ররূপে পরিণত করা যায় না। মায়াধীন জীবের সংখ্যাধিক্যে বা সঙ্ঘশক্তিতে জড়বস্তু চিন্ময়ত্ব লাভ করে না। মুক্তপুরুষগণ যাহাকে অবদান বলিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত অবদান; মায়াবদ্ধের কষ্টকল্পনাকে অবদান বলিয়া আদর করিলে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক।

হুসেন সাহ বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী পরমবুদ্ধিমান্ ও চতুর শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ত্তমান ও ভবিষ্য ভারতে, তথা সমগ্রবিশ্বে যাবতীয় সমস্যার সমাধান-চিন্তা করিয়াই কি মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেন নাই? তাঁহার এই প্রশ্নের অতিরিক্ত কোন সমস্যা কস্মিন্‌কালে কস্মিন্‌দেশে উদ্ভূত হইতে পারে কি? সুতরাং বিশ্বব্যাপী অশান্তি, কলিপ্রভাবরূপ বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ, গ্রাসাচ্ছাদনাদি ও রোগ-শোকাদি যাবতীয় সমস্যা ও তাহার সমাধান বিশ্বকে জানাইবার জন্য তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে 'হিত' হয়॥

এই প্রশ্নের উত্তর কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান নহে? যাবতীয় ক্লেশ বা তাপের

মূল কারণ—কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণসেবা-বিচ্যুতি এবং কৃষ্ণ-স্মরণে বা কৃষ্ণসেবায় অবিষ্ঠানই সকল জীবের পরম কল্যাণ ও পরাশান্তি, ইহাই তাঁহার প্রদত্ত উত্তর-রূপ অবদান।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

*　　*　　*

সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই লেখনীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস ও আদর জন্মিলে আমরা ধন্য হইব।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ইহাতে যে অবদানের উক্তি করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিকতররূপে বর্ণন করিবার ধৃষ্টতা কাহার হইতে পারে? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কেন তদুচ্ছিষ্টভোজন করিলেন, তাহা কি আমাদের বিচার্য্য নহে?

ভক্তরাজ নরহরির "(যদি) গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে, রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে?"

প্রেমানন্দের "এমন শচীর নন্দন বিনে। প্রেম বলি' নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কানে?" ইত্যাদি গীতিগুলি অপেক্ষা অধিকতর অবদান-বর্ণনা কোন্ বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে?

বিশেষতঃ "শিক্ষাষ্টক"রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজস্ব অবদান দেদীপ্যমান থাকায় বদ্ধজীবের কষ্টকল্পনায় বাহাদুরির কি প্রয়োজন? "শিক্ষাষ্টক" আমাদের জীবাতু হউন্। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে সমাগত শুভক্ষণে আমার ইহাই একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করতঃ "ধাই তব পাছে পাছে" বাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কলির বিক্রম

ধন্য কলি! তোমা দেখি প্রভাব বিস্তর!
তোমার কবল হতে জীব উদ্ধারিতে
প্রভু মোর অবতীর্ণ নদীয়ার নাথ,
নিরন্তর পরিষদ ভক্তেরে প্রেরয়!
তথাপি তোমার দন্ত অটুট অক্ষয়
তোমার প্রতাপ ক্রমে বাড়িছে প্রচুর।
ঘরে ঘরে সাজিয়াছে প্রভু অবতার;
কেহ নাকি হইয়াছে মহা মহা প্রভু,—
হিরণ্যকশিপু বুঝি এত ধৃষ্ট নহে,—
বলিতেছে মহাপ্রভু নহেত' সম্পুর,
এবেত' উদয় পূর্ণ মহা মহা প্রভু।
হা ধিক্, হা ধিক্, জীবে এত দাম্ভিকতা!
ভগবদ্বিদ্বেষ তার এতই প্রবল!
প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষী এই প্রভুর প্রচারে,
ভক্তিপথ বলে' রটে অহং ব্রহ্মভাব—
এ হ'তে ভক্তির পথে কণ্টক না হয়,
বুদ্ধিমান্ সযতনে ত্যজে সঙ্গ তা'র।
কৃষ্ণের প্রকাশ গুরু এই শাস্ত্র বাণী;
তিঁহো সে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, ভেদ নাহি বাসি।
তা' বলি' যতেক গুরু সবে কৃষ্ণ হয়,
বিষয়-বিগ্রহ সবে—অদ্ভুত মীমাংসা;
চৈতন্যের দাস গুরু, ইহা আবরিল,
শ্রীচৈতন্য অসম্পূর্ণ করিয়াছে প্রচার!
এ হ'তে রাবণ কুম্ভকর্ণ ঢের ভাল,
জরাসন্ধ শিশুপাল কংস মহাবলী,
প্রকাশ্য বৈরিতা করে, জীবে সাবধান।

এ হ'তে ভীষণ এবে প্রচ্ছন্ন অরাতি,
চুপে চুপে টানিতেছে প্রভুর আসন,
অসতর্ক জীবকুল বুঝিয়া না বুঝে,
পড়ে সে কবলে তার অতর্কিত রূপে।
কলি অবতার এই, প্রচুর বিক্রম,
ধীবরের প্রায় জাল ফেলে' বসে' আছে,
পড়িছে অসংখ্য মীন তাহার ভিতর।
শুনা যায় বঙ্গদেশে হয়েছে উদয়
ছচারিটী অবতার কলির ভীষণ
গ্রাসিবারে জীবকুল ধর্ম্মধ্বজী বেশে।
ধন্য কলি চতুরালি, বলিহারি যাই,
জীবেরে তোমার দাস করে'ছ সে ভাল,
ভক্ত নামে যত সব পাষণ্ডের দল।
সাবধান সাবধান সাধুজন যত,
কদাপি না পড় যেন এদের ছলনে,
দৃঢ় করি ধর ভাই সাধু গুরু তাই
শ্রীচৈতন্য দাস বলি অভিমান যার,
নিষ্কিঞ্চন মহাজন ভক্তি ধর্ম্মে স্থিত,
অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র করেনা লঙ্ঘন,
বেদানুগশাস্ত্রে শ্রদ্ধা প্রচুর যাঁহার,
নিজমন গড়া মত জাহির না করে,
প্রভু আনুগত্য বিনা মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্রমতে গুরু সেই, আর সব ভুয়ো।
তাঁহার চরণে পড়, কি করিবে কলি,
তাই সাধু সাবধান সাবধান বলি॥

—পণ্ডিত **শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী**, (কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ)

শ্রীগৌড়ধামে শ্রীরথযাত্রা ও শ্রীরূপানুগত্য

(:) "শ্রীবৃন্দাবনে এই লীলার প্রচলন দেখা যায় না, অতএব তদভিন্ন-ধাম নবদ্বীপেও শ্রীরথযাত্রা-লীলার প্রচলন অনুচিত" লেখকের এই উক্তি সর্ব্বথৈব নিরাধার ও স্বকপোল-কল্পিত। ইহাতে মনে হয়, লেখক কোনদিন স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে বা ব্রজমণ্ডলে আগমন করেন নাই অথবা কোন অভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবারও কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয়গণের প্রসিদ্ধ তিন ঠাকুর শ্রীমদনমোহনজী, শ্রীগোবিন্দজী ও শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে আজ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর পুরীর শ্রীরথযাত্রার সময়েই মহাসমারোহে রথযাত্রা-লীলা সম্পন্ন হয়। তদতিরিক্ত অন্যান্য গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাদামোদর মন্দির, শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধাগোকুলানন্দ মন্দির এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধানাথজীর মন্দিরাদিতেও এবং ব্রজবাসিগণের গৃহে এই শ্রীরথযাত্রার অনুষ্ঠান প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন মথুরায় ও ব্রজমণ্ডলের নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা, গোবর্দ্ধন, এমন কি ব্রজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান শ্রীরাধাকুণ্ডেও এই লীলার প্রচলন পরি-দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজগন্নাথদেবের একটী প্রাচীন মন্দিরও পরিক্রমা-মার্গের উপরেই দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীব্রজমণ্ডলে রথযাত্রা প্রচলন নাই, ইহা সত্য নহে।

বিশ্বে যেখানে শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ আছেন সেখানেই তাঁহারা নিজের ভজন সমৃদ্ধির জন্য শ্রীরথযাত্রা-লীলা প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরলীলার পরিকর শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই—যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার দ্বাদশ গোপালের মধ্যে 'মহাবল সখা'—তিনি মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজা ও শ্রীরথযাত্রা-লীলার প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা অদ্যাপিও প্রতি বৎসর প্রচুর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। নিকটে শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বল্লভপুরে ও চাত্রায় উভয় স্থানেই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজা ও শ্রীরথযাত্রা-লীলা দেখা যায়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামের রথযাত্রা প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দ্বারা তদীয় শ্রীপাট মামগাছিতে (শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের মধ্যে শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত) প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অদ্যাপিও সেবিত হইতেছেন। মেদিনী-পুরের অন্তর্গত মহিষাদলের রথ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে আমেরিকার সানফ্রান্‌সিস্‌কো প্রভৃতি মহানগরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থারই শ্রীরথযাত্রা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছেন।

শ্রীরথযাত্রা শ্রীরূপানুগত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-স্বরূপ। যেখানে শ্রীরথযাত্রা-

লীলার অভাব, সেখানে রূপানুগত্যের অল্প-বিস্তর অভাবই মনে করিতে হইবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধনসম্পন্ন রূপানুগ আচার্য্যগণ ভৌমজগতে এই লীলাকে প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথযাত্রায় প্রদর্শিত বিচার সপরিকর অর্থাৎ সুদীর্ঘ বিরহের পরে বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহকাতরা শ্রীমতী রাধিকার বৃন্দাবনে মিলন নিজ-হৃদয়ে উদ্দীপন করাইয়া ভজন-সমৃদ্ধি করান এবং কতিপয় নিষ্কিঞ্চন রূপানুগ বৈষ্ণবগণ সাধন-সুযোগের অভাবে ঐ লীলা মানস-সেবাদ্বারা অথবা পুরী আদিতে শ্রীরথযাত্রা দর্শনে ঐ ভাবনাকে নিজের হৃদয়ে উদ্দীপিত করাইয়া নিজের ভজন সমৃদ্ধি করান। উভয়েই মূলতঃ একই তাৎপর্য্যপর।

(২) শ্রীরথদর্শনে গোপীগণের হৃদয়ে নিদারুণ ক্ষোভ ও অনিষ্টের আশঙ্কা হয়, একথাও যথাযথ সত্য নহে। সাক্ষাৎ রাধাভাব ও কান্তি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগদাধর গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা), শ্রীস্বরূপ-দামোদর (শ্রীললিতা), শ্রীরায়রামানন্দ (শ্রীবিশাখা), শ্রীরূপ গোস্বামী (শ্রীরূপমঞ্জরী), শ্রীসনাতন গোস্বামী (শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী), শ্রীদাস গোস্বামী (শ্রীরতিমঞ্জরী) প্রভৃতি মহাপ্রভুর সকল পার্ষদগণই যাঁহারা ব্রজলীলার সখা ও সখী ছিলেন, তাঁহারা রথযাত্রায় সম্মিলিত হইতেন। তাঁহারা সকলেই "কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই" এই ভাবে বিভোর হইয়া রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের হৃদয়ে রথ দেখিয়া কোনরূপ ব্যথা বা অনিষ্টের আশঙ্কা উদিত হইত কি ? যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুগত রূপানুগ বৈষ্ণবগণেরই বা কেন রথ দেখিয়া ক্ষোভ বা আশঙ্কা হইবে ?

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত রথযাত্রার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে,—সুদীর্ঘ বিরহের পশ্চাতে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের মিলন হইয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণের রাজবেশ এবং তাঁহার সহিত হাতি-ঘোড়া এবং দ্বারকার পার্ষদাদি বিরাট্ ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকায় শ্রীমতী রাধিকার সন্তোষ হয় নাই। তিনি কৃষ্ণকে গোপবেশে মাধুর্য্য-লীলাস্থলী ব্রজে পাইতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে ব্রজে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের রথযোগে বৃন্দাবন গমনের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের এই ব্রজ গমনের লীলাই পুরী বা অন্যান্য স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদ্বারা গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন-লীলায় পরিস্ফুট রহিয়াছে। অতএব ব্রজে বা শ্রীধাম নবদ্বীপে এই লীলা প্রকাশে কি বাধা হইতে পারে ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নিগূঢ় ভাবনার উদ্দীপনের জন্যই তাঁহার অনুগত জনগণ সর্ব্বত্রই রথযাত্রা প্রচলন করিয়াছেন ও

করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ ভাবই—"কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই এ-ভাব অন্তর" এবং "যঃ কৌমারহরঃ" কাব্যে পরিস্ফুট আছে। অতএব গোপীগণের বা গোপীভাবাশ্রিত বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের রথখানি দর্শন করিয়া উল্লাসই হয়, ক্ষোভ হয় না। যে রথ কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে দূরে লইয়া যায় সেই রথকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

শ্রীউদ্ধব যখন গোপ-গোপীগণের আজ্ঞা লইয়া কৃষ্ণের নিকট মথুরা যাত্রার জন্য রথে আরোহণ করিলেন তখন গোপ-গোপীগণ প্রেমে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের জন্য রথে নানাপ্রকার উপহার রাখিয়া উদ্ধবকে অতিশয় সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছিলেন—

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্॥
তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রবোচন্নশ্রুলোচনাঃ॥
এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬৪, ৬৫, ৬৮)

আবার কিছু সময়ের পশ্চাৎ শ্রীবলদেব রথারূঢ় হইয়া ব্রজে—নন্দগোকুলে উপস্থিত হইলে গোপ-গোপীগণ সকলেই প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার অভিনন্দন করিয়াছিলেন,—

বলভদ্র কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥
পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ।
রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীভিরভিনন্দিতঃ॥

(ভাঃ ১০।৬৫।১-২)

পুনঃ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী পদ্মপুরাণের শ্লোকের আধারে দন্তবক্রকে বধ করিবার পরে স্বয়ং কৃষ্ণ রথারূঢ় হইয়া ব্রজে উপস্থিতির বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি এবং রথের ঘর্-ঘর্ শব্দ শ্রবণ করিয়া গোপ-গোপীগণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কৃষ্ণের আগমনের অনুমান করিয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া যে যেখানে ছিলেন সেখান হইতেই রথের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। কিছু নিকটে উপস্থিত হইলে রথের ধ্বজার উপরে গরুড়কে দেখিয়া তাঁহাদের এত আনন্দ হইল যে, তাঁহারা জড়প্রায় হইয়া

কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতেও অসমর্থ হইয়া কেবল সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন,—

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ-বনিতা ব্রজবাসিনস্তে
কৃষ্ণগতিং যদুপুরাদনুমায় শঙ্খাৎ।
এবং দ্রবন্তি চপলং স্ম যথা বিঘূর্ন-
স্বাত্মানমপ্যহহ! কিং পুনরগ্রপশ্চাৎ॥

"অথ পুনঃ পর্য্যগিঞ্চচ্ছঞ্জ-ধ্বনিনিরর্গল-রথঘর্ঘরস্বনস্বর্গজনকৃত-সর্গজয়কার-বর্গমং শৃণ্বন্তঃ সর্ব্ব এবাত্মানং প্রমদেনাবৃণ্বন্তঃ শুশুরন্ধমলভন্ত। তথাপি চলন্ত এব যদা গদাধর-রথধ্বজারূঢ় গরুড়মুদ্রাক্ষুন্দা তু পদমপি দাতুমসম্পত্মমানাঃ সন্ত এব স্থগিতগতয়স্তরব ইবাবতস্থিরে।" —শ্রীগোপালচম্পূ উঃ ত্রিঃ পূঃ ৩৪-৩৫

অতএব ব্রজগোপীগণের রথদর্শনে সবক্ষেত্রেই ক্ষোভ বা দুঃখ হয় তাহা নহে, উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সর্ব্বত্র গোপীগণের রথদর্শনে আনন্দই হইয়াছে।

রথযাত্রা বা লীলায় বা রূপানুগ ভজনমার্গে ভাবনাই প্রধান, স্থূল দৃষ্টবস্তু-সমূহের বা স্থানের প্রাধান্য নাই। রথযাত্রা-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যাইতেছেন—এই ভাবটাই উদ্দীপিত হয়। রথযাত্রায় দ্বারকাদি ধামের স্ফূর্ত্তি হয় না; স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণ ব্রজে ফিরিতেছেন। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন অর্থাৎ দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। তাহাতে রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরচন্দ্র এবং গোপীভাব-বিভাবিত শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গজনের উল্লাস হয়। এমনকি উল্টোরথ যাত্রায়ও শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ জনসহ একভাবেই জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে অর্থাৎ গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে পুরীর মূলমন্দিরে জগন্নাথদেবের রথে আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তাঁহারা কৃষ্ণকে কি বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া যান? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্টারথে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোগদানের কথার উল্লেখ আছে,—

আরদিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৪।২৪৪-২৪৫)

ব্রজগোপীগণ এবং শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণদর্শনের জন্য বৃন্দাবন ছাড়িয়া যখন অল্পদূরে অবস্থিত মথুরাগমন করেন নাই, তখন পুরীর মন্দিরে বা গম্ভীরায় যাহা দ্বারকাস্বরূপ সেখানে রাধাভাব-সুবলিত সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর কিভাবে উপস্থিত থাকিতেন? অথবা যখন শ্রীগৌরসুন্দর পুরীর উপবনকে বৃন্দাবন, সমুদ্রকে

যমুনা এবং চটকপর্ব্বতকে শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করেন, তখন ব্রজে সেরূপ রথযাত্রার লীলা রাগানুগা বা রূপানুগত্যের বিরুদ্ধ ব্যাপার হইবে কি?

বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগত শ্রীরূপানুগাচার্য্যগণ পুরীতে শ্রীরথযাত্রা দর্শনে কেন গিয়াছিলেন? যদি রথযাত্রা-দর্শনে এই আচার্য্যবর্গের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা ও অনিষ্ট আশঙ্কারই উদ্দীপনা হইত? ইহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে—রথযাত্রা দর্শনে ব্রজগোপী-প্রেমেরই উদ্দীপনা হয়, তাহাই শ্রীরূপানুগ ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু।

(৩) অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপধামে কোন ভজনপ্রবীন মহাত্মা শ্রীরথ-যাত্রা-লীলা প্রকাশ করেন নাই, এইজন্য সেখানে রথযাত্রা প্রচলন উচিত নয়—এই উক্তি নিরর্থক। কেননা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত নবদ্বীপের প্রায় সকল বৈষ্ণবগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে রথযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে নবদ্বীপধামে রথযাত্রা-লীলা প্রকাশ করিবার কোন প্রেরণা লাভ হয় নাই। যখন যখন তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেরণা হইয়াছে, তখন তাঁহারা শ্রীগৌড়মণ্ডলের মাহেশ আদি বিভিন্ন স্থানে এই লীলা প্রচলন করিয়াছেন এবং প্রেরণাবলে নবদ্বীপধামেও এই লীলা প্রকাশিত হইলে তাহা শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধ ব্যাপার হইবে না উদাহরণস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়; পরন্তু আবশ্যক ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পৃথগ্‌রূপে "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য" প্রকট করিলেন। তাঁহার এইকার্য্য কাহারও দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইবে, না সিদ্ধান্তসম্মত শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ হইবে?

(৪) জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুরে ব্রজপত্তনে শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন; দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৈরিকবসন ও ত্রিদণ্ড-বেশ প্রচলন করিয়াছেন, দেশে-বিদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। ঐ আচার্য্যকুল-চূড়ামণির পূর্ব্বে তত্তৎকার্য্যসমূহ কোন আচার্য্য প্রচলন করেন নাই বলিয়াই শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এইসকল ভক্তির অনুকূল ব্যবস্থাগুলিকে কি শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধ বলা হইবে?—কখনও না। পরন্তু যাঁহারা বলিবেন তাঁহারা নিজেই ভক্তিসিদ্ধান্ততত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন।

(৫) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রথযাত্রার "কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই" এই ভাব প্রবল থাকে, তাহাতে দ্বারকা দর্শনের গন্ধ থাকে না। অতএব শ্রীরথযাত্রা-লীলা প্রচলনে শ্রীধাম নবদ্বীপে যেখানে-সেখানে দ্বারকা দর্শনের প্রশ্ন অযৌক্তিক। অন্যদিকে অভিন্ন বৃন্দাবন—শ্রীনবদ্বীপ যাবতীয় ধামের অংশী-স্বরূপ; ইহাতে মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যা ও পরব্যোম সমস্ত ধামই বিদ্যমান—যেরূপ অংশী শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণ ও বিষ্ণু আদি সকল অংশতত্ত্ব বিদ্যমান থাকেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে (ব্রজ-পত্তনে) স্বয়ং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রুক্মিণীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীরুক্মিণীদেবীর ধাম দ্বারকা, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। অতএব যদি ব্রজপত্তনে এই লীলা সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রীধাম নবদ্বীপে যদি কখন দ্বারকা দর্শন হয় তাহাই বা অসম্ভব অথবা দোষনীয় কি-প্রকারে বলা যাইবে? তথায় রথযাত্রা-লীলা কেন সম্ভবপর হইবে না?

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, শ্রীরথযাত্রা এবং শ্রীরূপানুগত্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ শ্রীধাম নবদ্বীপে সর্ব্বত্রই এই লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রদর্শিত পন্থায় শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ…… কালিন্দীপুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি" শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবের উদ্দীপনা করাইয়া থাকেন এবং ইহাই শ্রীরূপানুগগণের ভজন-সমৃদ্ধির দিগ্‌দর্শন।

"শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।" জগতে ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ সম্পদের কল্পনাও হইতে পারে না। শ্রীরূপানুগ হওয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু 'আমরা রূপানুগ মহাভাগবত'—এত বড় দাম্ভিকতা কোনদিন পোষণ করি না। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাই শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল প্রভুপাদের 'স্নেহবিগ্রহ'-শ্রীরূপানুগবর মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিকণার অহৈতুকী কৃপা স্মরণ করিয়া উপরিউক্ত বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতেছি। ইহাতে অজ্ঞাতসারে কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইলে অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্তের ও ভজনের সর্ব্বথা অনুকূল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং শ্রীরূপানুগা-চার্য্যবর্গের রচিত শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সেইসকল অকাট্য প্রমাণাবলী এবং অভেদ্য যুক্তিসমূহের কোনপ্রকার উত্তর না দিয়া কতকগুলি অসংবদ্ধ প্রলাপ,

অযথা গালাগালি, ঈর্ষামূলে কটাক্ষ এবং অবশেষে অযথা বৈষ্ণব-অপরাধের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের শ্রীপত্রিকায় বেনামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহাতে লেখক মহাশয়ের স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অস্থিরমতি লোকের কোনদিনই স্থির-সিদ্ধান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে বেনামদার শ্রীল প্রভুপাদের 'স্নেহবিগ্রহ' মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালে তাঁহারই আনুগত্যে চুচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত শ্রীরথযাত্রায় প্রচুর ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক কয়েকবৎসর ধরিয়া শ্রীরথের দড়ি টানিয়াছেন, চাকা ঠেলিয়াছেন, তদুপরি পরিশ্রান্ত হইয়া রথোৎসবে বা হেরা-পঞ্চমীদিনে উদরপূর্ত্তি করিয়া চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি শ্রীআচার্য্য-সিংহের অপ্রকটের পরে সেই রথযাত্রাকে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসবিরোধ ও রসাভাস বলিবার অপরাধমূলক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। এমতাবস্থায় তিনি একবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীরূপানুগ ছিলেন, না পূর্ব্বে ছিলেন না, না অধুনা ক'এক বৎসর হইতেই শ্রীরূপানুগ হইয়াছেন? অথবা পূর্ব্বেও তিনি রূপানুগ ছিলেন না, এখনও হন নাই? কোন্‌টী ঠিক? একটিকে ঠিক মানিলে অপর পক্ষে তিনি নিজেই মামুলী সিদ্ধান্তবিৎ অথবা অস্থির-সিদ্ধান্ত বা শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তবাদী হইয়া পড়িয়াছেন নাকি?

যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই নিষ্কপটে নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রকারে মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন, যাঁহার গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠা শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত, যাঁহার রূপানুগত্য অবিসংবাদিত, যাঁহার নিকটে এই বেনামদার লেখক পালিত, পোষিত ও শিক্ষিত সেই আচার্য্যবর্য্যের বৃথা ছিদ্রান্বেষণ, সিদ্ধান্ত-বিরোধ এবং রসাভাস-দোষ দেখাইতে গিয়া তাঁহার কি বৈষ্ণবাপরাধ বা মহতের অবজ্ঞা হয় নাই? যদি কোন গুরুসেবানিষ্ঠ সৎশিষ্য বৈষ্ণব-গুরুবর্গের সৎসিদ্ধান্তের প্রতি কটাক্ষকারীর কুবিচারের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবাবজ্ঞা হয় এবং ঈর্ষামূলে কোন বৈষ্ণবগুরুর ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি তাহার রূপানুগত্য খারিজ করিয়া তাঁহাকে অপসিদ্ধান্তবাদী বলে, তাহা হইলে তাহার বৈষ্ণবাপরাধ হয় না—এরূপ সিদ্ধান্তকে বলিহারী যাই! এস্থলে তাহার তৃণাবর্ত্ত দানব ও অশ্বত্থামার কদর্য্য দৃষ্টান্তসমূহ সেই এঁচড়েপাকা মামুলী সিদ্ধান্তবিদের ঘাড়েই জোর করিয়া চাপিয়া গিয়াছে। এইপ্রকার স্বয়ং বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারী নিজের দোষ নিজে উপলব্ধি না করিয়া

ভ্রমবশতঃ একান্ত গুরুনিষ্ঠ-সেবকগণের ঘাড়ে চাপাইবার কুচেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বলীয়সী বিষ্ণু-মায়ারই প্রভাব।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—বৈষ্ণবগুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশ'—সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে **তাঁহাদের বিশ্রম্ভ গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়।**** বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে—**আত্মার অধঃপাত-কারক অপরাধ,**—ইহা আমরা জানি। **ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।**

—(পত্রাবলী, ২য় খণ্ড)

স্বয়ম্ভু মহাভাগবতগণ (?) শ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশসমূহ কি অবলোকন করেন নাই ? কোন ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবগুরুকে কটাক্ষ করিলে গুরুনিষ্ঠ সৎশিষ্য তাঁহার যথার্থ কর্ত্তব্য জানেন। সেই কটাক্ষকারীর অপসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় "যদি আমাদিগকে দাম্ভিক হইতে হয়, পশু হইতে হয়, অনন্তকাল নরকে যাইতে হয়—আমরা অনন্তকালের জন্য contract করিয়া সেরূপ নরকে যাইতে প্রস্তুত। জগতের অন্যান্য যে-কোন লোকের গুরুবিরোধী চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত করিব—আমরা এতদূর দাম্ভিক।" প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে নিজেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল না কি ? বর্ত্তমানে সদুত্তর প্রদান করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইল বলিয়া এত চিৎকার কেন ? "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—কি-প্রকার ? উচ্চাধিকারীর চিন্তাস্রোত কনিষ্ঠ-অধিকারীর দুর্ব্বোধ্য।

যাঁহারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রচিত শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ অনুশীলনরূপ শুদ্ধভক্তির অঙ্গসমূহকে Library-র গ্রন্থ আওড়ান বলেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে ধিক্। এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—**"সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা-শ্রবণ-ফললাভ হইবে।"** শ্রীল প্রভুপাদের বাণী না পড়িয়াই সমালোচক মহাশয় ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। এইপ্রকার শুদ্ধভক্তির ক্রিয়াসমূহে দোষদর্শন কোন্ ভক্তির অঙ্গ, তাহা বুঝিলাম না।

"এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারে ও বিচারে একই সময়ে জাতরতি ও অজাতরতি বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধ ও সাধকের জন্য রাগের পথ ও বিধির পথ অনুস্যূত রহিয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের

ক্রিয়া-কলাপও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অন্তরঙ্গভাব জানেন ও বুঝেন অন্তরঙ্গ-জন, বহিরঙ্গ-স্থূলধী জনের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। স্থূলধীগণ অযথা পরের দোষই অন্বেষণ করেন। "গুণিজন-গুম্ফিত কাব্যে খলখলু পশ্যতি দোষম্। মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্॥" শ্রীধাম-নবদ্বীপে রথযাত্রায় রাগপথ ও বিধিপথ উভয় অধিকারীর অধিকার অনুস্যূত আছে, জানিলে এত বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন হইত না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, রথযাত্রাকালে দ্বারকার স্ফূর্ত্তি কোনপ্রকারে সম্ভব নহে; কিন্তু "সেইত পরাণনাথ পাইনু" এবং "কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই এ-ভাব অন্তর"—এই ভাবসমূহই সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুন্দরাচল হইতে নীলাচলের পথে রথ আকর্ষণের সময়ও শ্রীরাধাভাব-কান্তিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ পূর্ব্বের মতই পরম আনন্দে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥"

এখানে 'পূর্ব্ববৎ', 'পরম আনন্দে', 'লঞা ভক্তগণ' এবং 'নর্ত্তন-কীর্ত্তন'-শব্দে কি "সামান্য লোক-সংগ্রহ" বোধ হয়? এখানে স্পষ্টই "পরম আনন্দে"—"ব্রজে লঞা যাই কৃষ্ণ" এবং "সেইত পরাণনাথ পাইনু"—এই সুদীপ্ত ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপানুগ-আচার্য্যবর্গের উল্টারথযাত্রায়ও উল্লাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা "পরম আনন্দে", "পূর্ব্ববৎ"-শব্দে কেবল "লোক-সংগ্রহ" বুঝেন, তাঁহাদের ভারবাহী মনোবৃত্তিকে লক্ষকোটী ধিক্!!

গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলে—"সেইত পরাণনাথ পাইনু" ভাবিয়া পরমানন্দিতমনা হইয়াও তৃপ্ত হইয়া প্রিয়তমের কাছে—

"বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥"

—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রিয়তমকে রথে আরোহণ করাইয়া ব্রজে লইয়া গিয়াছিলেন। পথে "ব্রজে লঞা যাই কৃষ্ণ" এই পরমানন্দ অনুভব করেন। অবশেষে সুন্দরাচলে পৌঁছিলে মহাপ্রভুর ভাব—

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হইল অবসান॥

রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা—এই হইল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৭৩-৭৪)

আবার উল্টোরথেও—

আরদিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।২৪৪-২৪৫)

এইসকল পয়ারের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করিতে পারিলে শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রার বিরোধিতা থাকিত না। **শ্রীরথযাত্রার পরিসমাপ্তি শ্রীবৃন্দাবনে। রথদ্বারা কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন হইলে ব্রজ-গোপী-গণের উল্লাসই হয়। তখন তাঁহাদের লেশমাত্রও দ্বারকার স্ফূর্ত্তি হয় না।**

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১।৫৩-৫৬ পয়ারের অনুভাষ্যে এইরূপ জানাইয়াছেন,—"গোপ-ললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা-মন্দিরাভিমুখে রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন। "এখানে দ্বারকার কোন স্ফূর্ত্তির কথাই জানান নাই। সমালোচক মহোদয় নিজেই শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত পত্রাবলীর ১ম খণ্ডের উল্লেখ করিয়া রথের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এবিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন মনে করি না।

যদি শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে (ব্রজপত্তনে বা শ্রীরাধাকুণ্ডে) স্বয়ং মহাপ্রভুর দ্বারকাস্থ রুক্মিণীভাবে নৃত্য সম্ভব হয়, তবে সেই ব্রজপত্তনে বা শ্রীধাম-নবদ্বীপে কিম্বা অন্যত্র কোথাও দ্বারকা দর্শনের অসম্ভবনা কোথায়?

"সবে কৃষ্ণ ভজে শুধু এইমাত্র জানে।
'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

—ইহাই মহাভাগবতগণের দর্শন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে Proof Reader-এর মত নিম্নাধিকারীর খুঁটিনাটি দর্শন কিরূপে সম্ভব? ব্রজমণ্ডলে বা রাধাকুণ্ডে

রথযাত্রা হইলেও তাহা যদি রূপানুগ-মহাভাগবতগণের (?) দৃষ্টিপথে না আসে, তাহা হইলে ব্রজাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপের রথযাত্রা কিরূপে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে ?

যাঁহারা গৌরধামে শ্রীরথযাত্রাকে পৃথক্ কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে বলিহারি! তাঁহারা আর যাহাই হউন না কেন, শ্রীরূপানুগ-পথ বা শ্রীভক্তিবিনোদাশ্রয় হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। **কৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণেশ্বর জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। 'শ্রীগৌর ভজিব, আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না', একথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।** শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে।"

—[শ্রীল ঠাকুরের 'গৌর-কৃষ্ণ' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত]

অতএব যাঁহারা শ্রীধাম-নবদ্বীপে রথযাত্রাকে পৃথক্ কৃষ্ণানুশীলন বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীমন্দিরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে পৃথক্ করিয়া কেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন? তাঁহারা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ পালন করেন কেন? তাহা হইলে কি তাঁহাদের রূপানুগত্য বা গৌরনিষ্ঠা ব্যাহত হয় না? মনে হয়, তাঁহারা পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন নাই। তাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস আলোচনা করিবেন, পরে 'রূপানুগত' হইবার ধৃষ্টতা করিবেন। রথযাত্রা সম্বন্ধে যদি রূপানুগগণের আনুগত্য অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত বিষয় ছাড়া অন্যপ্রকারে রথযাত্রা প্রচলন অশাস্ত্রীয় বা অপরাধজনক হইত, তাহা হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এসম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে বহুপ্রকার প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া সর্ব্বজনের জন্য কৃষ্ণসেবার একটী বিধি প্রবর্ত্তন করিতেন না। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবমাত্রেরই পক্ষে সর্ব্বত্রই রথযাত্রা উৎসব পালন করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং-কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্ ॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদী-মহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ ॥

সিদ্ধান্তবিরোধ, রসবিরোধ, রসাভাস ও রসতত্ত্বের জ্ঞান—রূপানুগ গুরুর নিষ্কপটে সেবা ও সঙ্গ ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে না। দীর্ঘ বিপ্রলম্ভটী কোন্ রস, জানাইলে ভাল হয়। প্রাকৃত-সহজিয়ার বৃত্তি অবলম্বনে কতকগুলি আজে-বাজে বুলি কপচাইলেই রূপানুগ-সিদ্ধান্তবিৎ হওয়া যায় না। মনঃস্থির করিয়া "কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতিঃ"—শ্লোকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলেই প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা। নচেৎ সিদ্ধান্তবিরোধ, রসবিরোধ ও রসাভাস-পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

নিজ গুরুদেবের অথবা শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য অন্তরঙ্গ সেবকগণের সঙ্গ করিলে বৈষ্ণবসঙ্গ হয় না, 'আমিই একমাত্র ভূঁইফোড় মহাভাগবত, আমার সঙ্গ না করিলে বৈষ্ণব-সঙ্গ হইবে না'—একথা কখনও রূপানুগজন বলেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকই বৈষ্ণবগণের ভূষণ। এই ভূষণে ভূষিত বৈষ্ণবগণই পৃথিবীকে পালন করিতে সমর্থ। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। এস্থলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৮।১২৪ পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"কতিপয় সংখ্যক শিষ্যের গুরু বা এক ব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন এবং আমাদের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পতিতদিগকে বাদ দেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্যজ্ঞান করেন, তিনি জগদ্গুরু হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করিতে হইবে,—এই বাহ্যাভ্যন্তরে নিষ্কপট ভজন-শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্ব্বোপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ও প্রকৃত জগদ্গুরু। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সেবক, তাঁহারাও জগদ্গুরু; কেননা, আমার ন্যায় সর্ব্বাধম পতিত পাষণ্ডীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় 'সেবক' অধিকার দান করিতে পারেন, কারণ আমি জগতের বাহিরে নহি। **বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্য না থাকিলে কখনও কেহ গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না।"**

ব্রজে বা রাধাকুণ্ডে রথযাত্রার নজীর আমাদের প্রয়োজন নহে। কেহ বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে ব্রজে কোথাও রথযাত্রার প্রচলন নাই। কিন্তু প্রচলন প্রমাণিত হইলে, সুর পাল্টাইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, রূপানুগজন (?) সেই রথযাত্রা-প্রচলন দর্শন করেন না। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন, "এই প্রচলন-কর্ত্তাগণ সহজিয়া এবং 'শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহ' তাঁহাদের কোন বিচারই সমর্থন করেন নাই।" ইহাতে মনে হয়, সমালোচক মহোদয় মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীল প্রভূপাদের 'স্নেহবিগ্রহ' ও 'সিদ্ধান্তবিৎ' জ্ঞান করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ঐ স্নেহবিগ্রহের শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকটিত রথযাত্রাকে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আদি উল্লেখ করায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই বা বৈষ্ণবাপরাধের ভয়ে হাত হইতে লেখনী খসিয়া পড়ে নাই।

পরস্পরের প্রতি অযথা কটাক্ষাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার বিরোধকারী পাষণ্ডী এবং শ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধ করিয়া কোলদ্বীপস্থ রামচন্দ্রপুরের মাঠে 'প্রাচীন মায়াপুর'-স্থাপনে প্রয়াসী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে নিজের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হইত এবং সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইত। তাহা না করিয়া মিশন, সঙ্ঘ, সমিতি, সোসাইটী ও গৌড়ীয় মঠগুলিতে ভেদসৃষ্টি করিলে শ্রীরূপানুগ-সারস্বত-গৌড়ীয়ধারার সর্ব্বনাশ করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম অভিলাষানুসারে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করাই আমাদের শ্রেয়স্কর পন্থা। তদ্বিপরীত হইলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

মনুষ্য-জন্মের সফলতা

আর কি ভাবিছ মন, দেখরে চাহিয়া,
পলে পলে চ'লে যায় পরমায়ু তব।
ভেবে কি দেখনা তুমি, নাহি তব ভয়—
অমূল্য মানব-জন্ম ফুরালে এবার,
দুর্ল্লভ মানুষী তনু না মিলিতে পারে ?
এই বেলা ; এই বেলা দেখরে ভাবিয়া,
চরম কল্যাণ তব শ্রীহরি ভজন।
তারে অবহেলি তুমি নিশ্চিন্ত রহিলে,
এদিকে শমনদূত আসে আগুসরি,
কেশে ধরি লবে তোমা শমন-সদন।
গর্ভবাস-কালে যেবা তব প্রতিশ্রুতি
সকলি ভুলিলে ? মায়াদত্ত ক্রীড়নক
জাগতিক সুখ, তাহাতে মজিলে পুনঃ
ভুলি পূর্ব্বকথা ! ধিক্ ধিক্ তোরে মন !
এমন দুর্ম্মতি তুই, এমন নির্ব্বোধ,
না বুঝিলি ভাল-মন্দ আপনি মজিয়ে,
আমারে মজালি তুই বিষয়-সাগরে !
ভুলে গেলি নরদেহ ভজনের মূল,
অলসে খোয়ালি তুই মঙ্গল-সাধন
এ নর-জীবন। বার্দ্ধক্যে ভজন হ'বে—
এ দুর্ব্বুদ্ধি কেবা তোরে দিল, দুরাশয় ?
কেবা জানে—কবে দেহ পতন হইবে,
সব আশা ফুরাইবে, না পাবে সময়
চরম মঙ্গল লাভে করিতে যতন।
অনাদি অনন্তকাল আছি বদ্ধ হ'য়ে,
কত যে সুযোগ তুই হারালি কৌতুকে,

এখনও যদিরে কাল কাটে এইভাবে,
তোর মত বুদ্ধিহীন আর কেবা আছে ?
আর কি উচিত তোর বিন্দুমাত্র কাল
যাপিতে বিষয়-সুখে পুনঃ মত্ত হ'য়ে,—
যে বিষয়-সুখে মত্ত ছিলি চিরকাল
চুরাশী লক্ষ জন্মে হইয়া বিভোর ?
এইক্ষণ হ'তে তুমি সাধুসঙ্গ কর ;
নিষ্কিঞ্চন সাধুপদ-রেণু গায়ে মাখি
অন্য বাঞ্ছা তেয়াগিয়া শুদ্ধভক্তি সাধ,
সেই সে পরম লাভ, স্বরূপ-লক্ষণ,
নিরুপাধি জীবাত্মার সেই ত' স্বভাব।
যে ক'দিন ভবে থাক, অন্য কার্য্যে রত
হ'য়ে কাল নাহি কাট ; বৃথা আর কাজ,
কেবল মায়ার ফের বিষয় প্রপঞ্চ।
শ্রীগৌর-নিতাই-পদে সদা রতি কর,
সাধুগুরু-সেবা-ব্রত থাক অহর্নিশ,
অভীষ্ট মিলিবে—পাবে চরম কল্যাণ।

—শ্রীমানবেন্দ্র দাসাধিকারী

সাম্য ও মৈত্রীর মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

কাহারও উদ্দেশ্যে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। নিম্নে সে বিষয়ে বর্ণন করিতেছি—

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্‌দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং।
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি কড়চা)

অর্থাৎ রাধাভাব-কান্তিযুক্ত, রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু কৃষ্ণস্বরূপ যে চৈতন্যদেব অধুনা প্রকটিত হইয়াছেন, আমি তাঁহারই স্তব করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই পরমতত্ত্ব

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩)

অর্থাৎ উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গ-কান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ, তিনিই আমার প্রভু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর ২।১২)

অর্থাৎ সেই পুরুষ মহাপ্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত শান্তি লাভ করা যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্ত পদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয় নাই।

অদ্য হইতে সার্দ্ধ পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দাস-সখা-মাতাপিতা-কান্তাগণ সঙ্গে যথেচ্ছ ব্রজে বিহার করতঃ অন্তর্দ্ধান লীলা করেন। অন্তর্দ্ধানের পর মনে মনে বিচার করেন,—'এ-যাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগতে দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতে লোক বিধিভক্তিতে আমাকে ভজনা করে, কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব তাহা বিধিভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয়, অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্যমুক্তি বিধিভক্তগণ প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইলে উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা মত্ত থাকেন। সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি

জগতে প্রচার করা আমার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। কলিযুগের ধর্ম্ম যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসের সহিত জগৎকে দান করিয়া সকল প্রাণীকে নৃত্য করাইব। নিজেও ভক্তভাব গ্রহণ করতঃ স্বীয় আচার দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিব।

নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটী প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। এইরূপ ইচ্ছাক্রমে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপত্নী শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গৌররূপ ধারণ করিয়া উদিত হন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শ্রীরূপগোস্বামি বাক্য)

অর্থাৎ মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভুকে নমস্কার। এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব এবং নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বতঃ তিনি কৃষ্ণ, তাঁহার নাম—কৃষ্ণ-চৈতন্য, তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান।

আমরা শাস্ত্রে দেখি—"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—উদারচিত্তগণের নিকট পৃথিবীর সকলেই কুটুম্ব বা আত্মীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ঔদার্য্য-অবতার বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বসুন্ধরার সঙ্গে তাঁহার কোন আত্মীয়তা আছে কি-না। আত্মার সহিত যাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহাকে আত্মীয় বলা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রভুই জগজ্জীবাত্মার অন্তর্য্যামী সূত্রে পরমাত্মা-রূপে জীবহৃদয়ে বিরাজমান্। তাই জীবমাত্রই তাঁহার বিভিন্নাংশ। তিনি জীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা জানিতে পারি—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ' (গীঃ ৯।২৯) অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নাই এবং প্রিয়ও নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুরও সমদৃষ্টি বা সাম্যভাব জগতে সুপরিচিত। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।'—এই আদর্শ প্রচারের জন্যই বুঝি গার্হস্থ্যলীলায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ছাত্র-অধ্যাপনা-লীলা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। নবদ্বীপে মায়াপুরে একারণে তাঁর নামে 'পণ্ডিত' আখ্যা বা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। 'পণ্ডা' শব্দের উত্তরে ইত প্রত্যয় করিলে 'পণ্ডিত' শব্দ

নিষ্পন্ন হয়। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। ঈদৃশী বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি সমস্ত প্রাণীকেই আত্মবৎ জ্ঞান করিতেন। শ্রীএকাদশ স্কন্ধ ভাগবতও আমাদিগকে জানিয়েছেন—'পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ' অর্থাৎ কিসে জীবের এ-সংসারে বন্ধন হয় এবং কিরূপেই বা তাহা হইতে তাহার মুক্তি হয়, —এ বিষয়ে সম্যগ্‌ভাবে যিনি অভিজ্ঞ, তিনি 'পণ্ডিত'। ব্যবহারিক জগতে জড়া সরস্বতীর আরাধনা কখনও তিনি করেন নাই। তিনি পরবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ। তিনি শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরা-বিদ্যা দান করিতে আসিয়াছিলেন। এই অমন্দোদয়া দয়া তাঁহার ঔদার্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

কোন উপপুরাণে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩।৮২ শ্লোক ধৃত উপপুরাণবচন)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে (বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয় কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়) আমি (ভগবান্) সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক পাপহত নরগণকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

এতদুদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমায়াপুরে আবির্ভাবের গৌণ কারণ। তাঁহার এই ঔদার্য্যাবতারের ফলে জগতের তৎকালীন অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি পয়ার উদ্ধৃত করিতেছি,—

"উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫-২৬)

একদা রাধাভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দর 'কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। নন্দনন্দন বিনা বাহিরায় জীবন॥' এই বলিতে বলিতে ঝারিখণ্ডের পথে বনমধ্যে একটি তমাল বৃক্ষকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন,—'স্বামিন্, তুমি এইখানে? তোমার সন্ধানে ঘুরিতেছি কতদিন।' কৃষ্ণবিরহে তাঁহার এই উন্মাদ-বাক্য। বস্তুতঃ বৃক্ষ কখনও কৃষ্ণ নহেন। তমাল কাল—কৃষ্ণও কাল; সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে ভাগবতোত্তমের লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথে একটি শায়িত ব্যাঘ্রের গাত্রে পাদস্পর্শ

হইতেই 'প্রভু কহে কৃষ্ণ কহ, ব্যাঘ্র উঠিল। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥'

এইরূপে বন্য পশুগণকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া তুলিলেন। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনি অকাতরে স্বীয় উন্নতোজ্জল প্রেমভক্তিরস বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাৎকালিক বাংলার শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজীকে নামের প্রভাবে পদানত করিয়াছিলেন। বিজলী খাঁ নামক পাঠানকে বৈষ্ণব করিয়া 'পাঠান-বৈষ্ণব' আখ্যা দিয়াছিলেন। জড়, অন্ধ, আতুরকে হরিনামের নৌকায় আরোহণ করাইয়া প্রেমের বাতাসে গৌর-মাঝি বিরজার পরপারে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বধাম-গমনকালে যেমন অযোধ্যাবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, ঠিক তদ্রূপ পরম উদার শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়াবাসীগণকে এমন-কি অন্যান্য জগৎবাসীকেও পরমাগতি দান করিয়াছিলেন।

চণ্ডাল-ব্রাহ্মণের মধ্যে কোলাকুলির রঙ্গ এ-পর্য্যন্ত কোন যুগে দেখা যায় নাই। তাই ধন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহামানবতার প্রেম—ভূমার প্রেম! জগাই-মাধাইয়ের মত পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম-অস্ত্রে দলন করতঃ তাহাদের ভববন্ধন মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বকে জয় করিয়াছিলেন তরবারিদ্বারা নহে, ভালবাসা—প্রেম বা মৈত্রীদ্বারা। অতএব তিনি ছিলেন একাধারে সাম্য ও মৈত্রীর মিলন-বিগ্রহ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গভূমির অন্তর্গত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর ধন্য করিয়া যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই সময় শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম নানাপ্রকার ছল ধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, অপধর্ম্ম ও পঞ্চ 'ম'-কারের তাণ্ডব নৃত্যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ছিল মুসলমানদের রাজত্বকাল। মুসলিম রাজন্যবর্গ তাহাদের ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার-মানসে হিন্দু সমাজে ছল-চাতুরী করিয়া তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের উপর কিছু ক্ষমতা ও সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যবর্ণের কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কিছুমাত্র অসম্মান করিলে ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতেন। মুসলিম রাজাও তাহাই অনুমোদন করিতেন। উক্ত জাতিচ্যুত ব্যক্তির মুখে করোয়াঁর জল দিয়া

ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিতেন। ফলে বর্ণান্তরের হিন্দুগণ অনেকে বাধ্য হইয়া এবং আরও বহু লোক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে, তথা জমি ও চাকুরীর লোভে ইসলাম ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত হইতেছিলেন। ফলে সনাতন ধর্ম্ম ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হইতে বসিয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মের এই অন্ধকারের সময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই বঙ্গভূমি আলোকিত করিয়া অবতীর্ণ হন। তৎপূর্ব্বে শুদ্ধ ভগবদুপাসনা ছিল না বলিলেই চলে। শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা পরমারাধ্যতম শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদানীন্তন সময়ের বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকসবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতে ব্যর্থ কাল যায়॥
যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্রসব।
তাহারাহ না জানে সবগ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি' মরে॥
না বাখানে 'যুগধর্ম্ম' কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
যে বা সব বিরক্তি তপস্বী অভিমানী।
তাঁ সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয়॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যা নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এই জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ না লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥ (চৈ ভাঃ আঃ ২।৬৪-৭৫)

আবার পূজ্যপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুবর তৎকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে ১১৩ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয়কালের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন যে,—"স্ত্রী পুত্রাদির কথায় বিষয়ীসকল প্রবৃত্ত ছিলেন; সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি হেতুবাদমূলক দর্শনাকৃষ্ট পণ্ডিতগণ শাস্ত্রপ্রবাদ অর্থাৎ বিতণ্ডা-প্রজল্পে ব্যস্ত ছিলেন, পাতঞ্জল দর্শনাকৃষ্ট যোগিগণ বায়ুনিরোধমূলক রেচক পূরক ও কুম্ভকাদিতে প্রমত্ত ছিলেন; তপস্বীসকল নানা কৃচ্ছ্র ও বৈরাগ্য সাধনে ব্যস্ত এবং জীবন্মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ বেদান্তমতের বিচারে উন্মত্ত ছিলেন॥"

ইহ সংসারে কেহ কর্ম্মকে, কেহ বা কেবলাদ্বৈত জ্ঞানকে, আবার কেহ বা যোগকে, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ'ম'-কারের সাধনা, ইতর দেব-দেবীর উপাসনা, কর্ম্মী, জ্ঞানীও যোগীর চেষ্টা, তথা কৃষ্ণ-ভক্তিহীন শাস্ত্রালোচনা ইত্যাদি কোনটির দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মলাভ করা যায় না,—তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগচেষ্টা এবং ইতর দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা কতদুর কি ফল লাভ করা যায়, সে-বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা প্রয়োজন, পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সামর্থ্যমত কিছু লিখিবার ইচ্ছা।

বেদবিহিত নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য যে-সব যাগ-যজ্ঞাদিক্রিয়া করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম"। বহুজন্মের উক্ত সকাম কর্ম্মফলের দ্বারা জীবের স্বর্গসুখ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—কর্ম্মিগণের উক্ত স্বর্গীয় সুখও অনিত্য এবং চরমে দুঃখপ্রদ। যথা নবম অধ্যায়ে—২১ শ্লোকে "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ কর্ম্মিগণ বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে করিতে পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে পর পুনরায় এই দুঃখজনক মর্ত্তে ফিরিয়া আসেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১১।১৪।১১),—

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্ম বিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্র মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥

পূর্ব্বোক্ত পুরুষগণের কর্ম্মজনিত লোকসমূহ অনিত্য, পরিণামে দুঃখ ও মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন এবং শোকযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও উক্ত আছে,—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥

হে রাজন্! জগতে মানবগণ দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সুখ-প্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফল-বিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীত ভাব ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।

এবংলোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্। (ভাঃ ১১।৩।২০)

কর্ম্মার্জ্জিত ইহজগতের ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া উহাকে বিনশ্বর জানিবে।

সুতরাং উক্ত কর্ম্মমার্গের দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ই না, বরং চরমে স্বর্গচ্যুত হইয়া এই দুঃখময় মর্ত্ত্য ভূমিতেই ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। অতএব কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মমার্গে অগ্রসর হওয়া সমীচীন নহে।

কেবলাদ্বৈতী জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত এক হইতে চাহেন। এইসকল জ্ঞানীদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) বলিয়াছেন,— যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

শ্রীব্রহ্মাদি-দেবগণ ভগবান্ শ্রীহরিরস্তুতিমুখে বলিয়াছেন,—হে পদ্মপলাশ-লোচন হরি! যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে-ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও ভগদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃ-পতিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই জ্ঞানিগণ বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া মায়াতীত ব্রহ্মলোকে গমন করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মপদে দাস্য অর্থাৎ সেবা ভাবনা না করিয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গীতাশাস্ত্রে কিন্তু জীবকে নিত্য সনাতন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জীবাত্মা নিত্যকাল জীবাত্মা থাকিবে। সে কখনও ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতে পারে না, বা লয় হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ 'জীব' আমার অংশ এবং নিত্যবস্তু।' সুতরাং অংশ জীব কিরূপে পূর্ণবস্তু ব্রহ্মের সহিত সমান হইতে পারে? শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতিও লয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু জীব কখনও কি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মকে সৃজন, পরিপালন ও ধ্বংস করিতে পারিবে? সুতরাং এই অভেদবাদী জ্ঞানিগণের এবম্প্রকার জ্ঞান-চিন্তা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক। তাহারা অনন্ত কোটিকাল ব্রহ্ম হইবার জন্য চেষ্টা করিলেও সে-

চেষ্টা কখনও সার্থক হইবে না। তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৪) বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো! তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি কেবলবোধলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইটি স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূলতুষকে যাহারা পেষণ করে, তাহারা যেরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ তাহাদের ক্লেশ মাত্রই অবশেষ হয়।

কর্ম্মীদের 'কর্ম্ম' এবং জ্ঞানীদের কুজ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তির যেরূপ বাধক, যোগীদের কৈবল্য-অবস্থাও সেইরূপ বাধক-স্বরূপ। যোগিগণ যম্, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামাদির দ্বারা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া বা লয় হইয়া যাইতে চান। ইহাকে উহারা কৈবল্যপ্রাপ্তি বা চরমপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন। ইহাদের পরিশ্রম পূর্বোক্ত জ্ঞানীদের ন্যায় কষ্টমাত্র সার বুঝিতে হইবে।—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের সেবার দ্বারা যেরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপু-সকলকে অতি সহজে বশীভূত করা যায়, যোগপথে যম, নিয়ম ও আসনাদির দ্বারা সেরূপ বশীভূত হয় না।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ৫।৩ ধারায় বলিয়াছেন,—"যোগের ফল বিভূতি যেমন অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য হয়, তদ্রূপ চরমফল যে কৈবল্য তাহা ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যোগপন্থা যখন সামান্য কাম-ক্রোধ ও লোভকে দমন করিতে পারিতেছে না, তখন সে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় কিরূপে করিয়া দিতে পারে? কেবলাদ্বৈতী জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগীর কৈবল্য এক-ই তাৎপর্য্যযুক্ত, নামমাত্র ভেদ; শাস্ত্রমতে উভয় পন্থাই অসার।

এখন সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে উপলব্ধির বিষয় হয় এই যে,—কর্ম্ম অনিত্য ও তুচ্ছ স্বর্গীয় সুখ দিয়া থাকে এবং জ্ঞান ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইবার জন্য বৃথাকষ্ট এবং যোগপন্থা জাগতিক অনিমা-লঘিমাদি কিছু বিভূতি; এমন কি উহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় দিতে পারিলেও পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রেমভক্তি কখনও দান করিতে পারে না। সেই ভগবৎপ্রেম আপামর জনে, এমন কি হিংস্র পশুপক্ষীকেও বিতরণ করিবার জন্য স্বয়ং

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নিত্যবৃন্দাবন হইতে বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ-ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম-প্রেম আস্বাদন করতঃ বিশ্ববাসীকে সেই প্রেমদান করিয়াছিলেন। এই প্রেমের সন্ধান তৎপূর্ব্বে ভক্তপ্রবর মহাকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী, শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতি প্রমুখ কতিপয় ভক্তই জানিতেন। আর কেহ এই প্রেমের সংবাদ বিশেষ জানিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত এই দুর্লভ প্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে মহাবদান্য অর্থাৎ দাতা-শিরোমণি বলিয়া প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

আমি মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, গৌর-বরণধারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুকে প্রণাম করি। কোন কালে কোন ধর্ম্মাচার্য্য বা দার্শনিক পণ্ডিত অথবা কোন ভগবতাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় এইরূপ প্রেমের অবদান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ভগবৎপ্রেমের উৎকর্ষ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণ বিষয় প্রেমা—পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যাঁর নহে এক বিন্দু॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৪-৮৫)

পূর্ব্বে পূর্ব্বে অবতীর্ণ শ্রীভগবদবতার ও আচার্য্যগণ কৃষ্ণপ্রেম আচণ্ডালে প্রদান করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই প্রেম আব্রহ্ম-স্তম্ব সকলজীবে অকাতরে দান করিয়াছিলেন। এইরূপ অবদান-বৈশিষ্ট্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময় লীলাতেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সেই প্রেমের সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে জানাইয়াছেন যে,—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যখন ভাবভক্তি চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়-স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন, যথা—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

বিষ্ণুতে অনন্যমমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নাই এইরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ (প্রেম) ভক্তি বলিয়া উক্তি করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়ীভাব' নাম ॥

এককথায় বলিতে গেলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিজস্বার্থ-গন্ধশূন্য যে গাঢ় অনুরাগ বা প্রীতি, তাহাকেই প্রেম বলে। সে-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে যে,—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

নিজ-ইন্দ্রিয়সুখ-লালসায় যাহা আমরা করিয়া থাকি তাহাকে 'কাম' বলে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে সেবা তাহা 'প্রেম' নামে কথিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জড়ীয় কাম ও প্রেম কখনো এক তাৎপর্য্যপর নহে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আমাদের সাবধান করিয়াছেন যে,— কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥

নিজসুখ-সম্ভোগ-তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম—'কাম'। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দদ্বারা যে কামনাকে উক্তি করিয়াছেন, তাহাই লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজ-পরিজনপ্রীতি, স্বজনতাড়ন, ভর্ৎসন ও ভয়—এ-সমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বাঞ্ছা; এ-সমস্ত কার্য্য স্বীয় ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা প্রবর্ত্তক। আর 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বা প্রেম হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা' এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে-সমস্ত কামবাঞ্ছা।

এখন সেই শুদ্ধ ভগবৎপ্রেম কিরূপে লাভ করা যায়, সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সাধকদিগের এইরূপ ক্রমানুসারে প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুসঙ্গ, অনন্তর সাধনারম্ভ, তাহার পর অসৎক্রিয়া—কপটাদি নিবৃত্তি; তাহার পর নিষ্ঠা; অনন্তর গুণ-লীলাদি শ্রবণে রুচি; তৎপর আসক্তি; অনন্তর শুদ্ধভাব জন্মিয়া থাকে। ভাবোৎপত্তি হইলে তবে প্রেমোদয় হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত আছে যে,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হইতে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপচয়॥
রুচি হইতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেইভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন'—সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

এই প্রেমরস প্রধানতঃ পঞ্চবিধ, যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। শান্তরসে শ্রীসনকাদি মুনিগণ ও শ্রীশুকদেব গোস্বামী; দাস্যরসে রক্তক, পত্রক ও চিত্রকাদি সেবকগণ, সখ্যরসে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, শ্রীসুবলাদি সখাগণ, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দ-যশোদাদি এবং মধুররসে শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য গোপীগণ শ্রীভগবানের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরম-করুণাময় শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের অনুগ্রহে উক্ত যে-কোন একটি প্রেমরস আশ্রয়পূর্ব্বক ভজন করিতে পারিলে এই সংসার মরু-প্রাঙ্গণে আর ভ্রমণ করিতে হয় না। মৃত্যুর পরেও শ্রীভগবদ্ধামে আশ্রয় পাইয়া নিত্য ভগবৎসেবানন্দ-সুখ লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জীবকে এইরূপ বিমল আনন্দ প্রদান করিবার জন্যেই কৃপাপূর্ব্বক গোলোক হইতে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্যের অনন্ত মহিমার কণামাত্র স্পর্শ করিবার অভিমান থাকা উচিত নয়। শ্রীঅনন্তদেব অনন্তবদনে অনন্তকাল বর্ণন করিলেও সে মহিমার অন্ত পান না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যের দয়া

"আনন্দলীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম-রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

সেই আনন্দ-লীলা-রসময়মূর্ত্তি কণকনিভ কমনীয় দিব্যকান্তি, মহাপ্রেমরস-প্রদানকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অসমোর্দ্ধ উজ্জল-উন্নতরস-প্রদাতা শ্রীগৌরহরির দিব্যজীবনের কণামাত্র স্পর্শ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। আমার ন্যায় মূঢ় অধম ব্যক্তি তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত-গাথা বর্ণনে অযোগ্য হইলেও বালকের অস্ফুট ভাষা যেমন তাহার জনক-জননী অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতঃ আনন্দ অনুভবন্তে তাহাকে উদ্দীপনা প্রদান করিতে বিরত হন না—সেইরূপই গৌরগত-প্রাণ সজ্জন-সুধীবৃন্দ আমার ভাষাগত দোষ উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের অভিব্যক্তি গ্রহণপূর্ব্বক মাদৃশ দীনাতিদীনের প্রতি অহৈতুকী কৃপাকণা বর্ষণে অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যের আলোড়ন-তরঙ্গে স্থান প্রদান করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে কিরূপ অমূল্য সম্পদ অকাতরে প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা করা কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ যে-বস্তু অতুলনীয়—যাঁহার সাদৃশ্য কখনই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাঁহার সহিত কিছুর তুলনা করা ধৃষ্টতা,—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র। রসিকশেখর-চূড়ামণি প্রেমের কাঙ্গাল সাজিয়া জগতে প্রেমের পসরা বিলাইয়া গিয়াছেন। এই প্রেম কোন জড়ীয়-ধারায় সঞ্জীবিত নহে—ইহা কোন দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষের আবর্ত্তে নিপতিত নহে, ইহা চির-শাশ্বত—চির-ভাস্বত, চিরন্তন—চির নবীন, নবনবায়মান, অথচ অপরিবর্ত্তনীয়।

আমরা যখনই শ্রীভগবানের কোন অবতার বা তাঁহার কোন নিজজনের আবির্ভাব অথবা জন্ম-লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে যাই, তখনই স্বাভাবিক গতিতে আমাদের নিকট বিচার্য্য হয়,—তিনি জগৎকে কি দিয়াছেন বা কি কি অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে এই যে, দেওয়া-পাওয়ার ব্যাপার ইহার স্থায়ীত্ব ও পরিণতির কথা পর্য্যালোচনা করিলে তবেই ঐ দেওয়া-পাওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুভব হয়। সুদূরদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে ও নিরপেক্ষ চিন্তাধারার বিচার করিতে পারিলে বা জানিলে তবেই সারবত্তা ও উপাদেয়তা অনুভব করা সম্ভব।

কোন অবতার ও কোন মহাপুরুষ বা মহামানবের দান-বৈশিষ্ট্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কেহবা ইহ জগতের কিছু দিতে আসিয়াছেন, কেহবা পরজগতের কিছু দিতে আসিয়াছেন; আবার কাহাকেও বা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহ ও পর উভয় জগতের কিছু দিয়া গিয়াছেন। এই দেওয়ার মধ্যে উন্নত বা শ্রেষ্ঠবস্তু তথা চিরন্তন বস্তু যিনি দিতে আসিয়াছেন বা দিয়াছেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য।

জড়গতের কালের বিচার-ধারায় ভাবিত হইয়া আমরা জানিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এ মরজগতে আসিয়া যে পথের নিশানা দিয়া গিয়াছেন তাহা শরণাতীত কালের মধ্যে তো নয়ই, উপরন্তু সূক্ষ্ম বিচার-ধারায় কোনকালেও কেহই এইরূপ উদার দান করিয়া যান নাই। তাই তাঁহার সম্পর্কে পরমপূজ্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"...যাহা পূর্ব্বে কখনই জগতে অর্পিত হয় নাই। তাই অনর্থের আকরপুরিত এই কলিযুগে অমূল্য নিধি অর্পিত হইয়াছে, তজ্জন্যই তিনি "মহাবদান্য"।

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে আসিয়া যোগ্য-অযোগ্যের বিচার পর্য্যন্ত করিতে চান নাই। তাই ঘরে ঘরে গিয়া অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন—প্রেমের বারতা; যে প্রেমে জীবজগতেও অহিংসার প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। মানুষ তো দূরের কথা, ইতর প্রাণীগণও সেই প্রেমের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া জগতের হিংসা-দ্বেষ, কপট-কুটিলতা, বৈরীতা প্রভৃতি অকাতরে ভুলিয়া গিয়া ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়াছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোন অবতারে কোথাও দেখা গিয়াছিল কি? আমরা যদি জগতের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত খুঁজিতে যাই তাহাতেও কোনমতেই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই জগতে তথাকথিত অহিংসার বাণী আওড়াইলেও অন্যের প্রতি মাৎসর্য্যের ভাবধারা আসিয়া পড়ে—ইহা কর্ম্ম জড়-বিচারের চিরন্তনী প্রথা। দেশ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম, জীব-প্রেম প্রভৃতি কর্ণরসায়ন গালভরা বক্তব্য উচ্চারিত হইলেও উহার মর্য্যাদার রূপায়ণ কোথায়? যাহা কখনও কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত দেখা যায়, তাহার কাহার না কাহারও উদ্বেগ সৃষ্টি না করিয়া পারে না। এমতাবস্থায় কে যথার্থ—প্রকৃত প্রেমিক এবং এই প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু কোথায়, তাহার সুষ্ঠু বিচার করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণীয়। কেহবা নিজের প্রতিই দরদী, কেহবা তথাকথিত আত্মীয়-পরিজনের প্রতি দরদী, কেহবা কোন একটী বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি দরদী; কেহবা

গণ্ডীবদ্ধ দেশবাসীর প্রতি দরদী, কেহবা মানব-জাতির প্রতি দরদী; কিন্তু সমস্ত জীবজগতের প্রতি দরদী ক'জন? জীবজগতের প্রতি দরদী হইতে হইলে উহার উৎসধারা কোথা হইতে নিঃসৃত এবং তাহার ব্যবহারিক পন্থাই বা কি? এইগুলির বিশ্লেষণ করিতে গেলে যাঁহার সৌম্য স্নেহশীল প্রতিমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, তিনিই সেই প্রেমিক পুরুষ "গোরারায়"। প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বের মিলনের বেলাভূমিরূপে যিনি অবদান রাখিয়া গিয়াছেন—তিনিই "শ্রীচৈতন্য"। বেলাভূমিতে দাঁড়াইলে আমরা যেমন জল-স্থল উভয় প্রান্তকে দৃষ্টিগোচরে আনিবার সুযোগ পাই, তদ্রূপ করুণাঘনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত-ভাবে আশ্রয় লইলে চিৎ ও জড়ের ব্যবধানরূপ রেখাঙ্ক অনুভূত হয় অর্থাৎ ইহার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

আমরা মায়াগ্রস্ত জীব, স্থূলকে পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম বা চিৎতত্ত্বের ধারণা করিতে পারি না। তজ্জন্য আমাদের সঙ্ঘাতের পর সঙ্ঘাতের পদযাত্রা। জড় দর্শনের দ্বারা চিৎবস্তু দর্শন কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, কিন্তু চিৎবস্তুর প্রতীতি অনুমিত হয়। তজ্জন্য জড়-সত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু মায়ার মধ্যেই এ-জীবজগৎ। দৃশ্যবস্তুগুলি চিরন্তন না হইলেও বাস্তবতা আছে, উহা তাৎকালিক সত্য। শ্রীচৈতন্যের দর্শন ইহা স্পষ্টরূপে শিক্ষা প্রদান করে।

যতদিন পর্য্যন্ত মানবগণ চিৎসত্তার অনুভূতিলাভ করিতে পারে না, ততদিন পর্য্যন্ত বাস্তবজ্ঞান বা সত্যানুভূতি লাভ অসম্ভব। আবার চিদানুভূতি হইলেও ভগবজ্প্রেম না হয় তবে পূর্ণ আনন্দলাভ করাও সম্ভব হইবে না। চিৎ ও জড় কখনই একবস্তু নহে, তবুও ইহ জগতে এই দুইয়ের অবস্থান পাশাপাশি। উভয়ের সহিত নিকট-সম্পর্ক থাকিলেও চিৎ ও জড় একই বস্তু অথবা জড় কখনও চিৎ বা চিৎ কখনও জড় হইয়া পড়ে—ইহা কোনক্রমেই স্বীকার্য্য নহে। যাহারা এইরূপ একাকার-বাদী, তাহারা নিজে বঞ্চিত, অন্যকেও বঞ্চনা করিবে প্রয়াসী। 'সূক্ষ্মানুভূতি'—সচ্চিদানন্দানুভূতিরই প্রথম সোপান বা পদক্ষেপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; অথচ ইহা মন-বুদ্ধিরও অগোচর।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সমাজের অবক্ষয় লক্ষ্য করিয়া 'মরণের যুগে অমৃতের বাণী' শুনাইলেন, তাহা যেমন তাৎপর্য্যপূর্ণ আশ্চর্য্যের বিষয়ও—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি একাধারে সমাজ-সংস্কারক, সমাজ-সংগঠক, দৈব-সমাজ-উদ্গাতা, নবদিগন্তের রূপরেখা প্রদর্শক, শিক্ষার মূল্যায়ণ-নির্দ্ধারক, কলুষমুক্ত

জীবন-চরিত-রচয়িতা, অমন্দোদয়দয়াকারী, নীচতা ও হীনতার মুক্তিপ্রদাতা প্রেমের ঠাকুর—যে-প্রেমের কণামাত্র স্পর্শ করিলে জীব কৃতকৃত্য হয়। তাই,— "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

আধুনিক বিশ্বে নির্যাতীত মানবগোষ্ঠীর প্রতি অনেকের মৌখিক দরদের কথা শুনিতে পাই, তাহা যদিও কিয়ৎপরিমাণে অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু তৎসহ উহার সহযাত্রীরূপে যদি আত্মকল্যাণের প্রসঙ্গ সংযোজিত হইত, তবেই উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে দ্বিধা ছিল না। মিলনতীর্থ এই কর্ম্মময় জগৎ। এখানে একমাত্র জড়শরীরের চিন্তায় বিভোর থাকার অর্থ—আমাদের প্রকৃত চৈতন্য লাভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যখন জগৎসম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা ও তত্ত্ববস্তুর বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হই, তখন শুধু শরীর ও মনের চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই সম্পূর্ণতা নহে। তথাকথিত সমাজসেবিগণের সেবায় পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নহে। শরীর বলিলে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা আসিয়া পড়ে, তদ্রূপ বিশ্বকল্যাণ-কামনার অর্থ—শুধু খোলসের আদর নয়। জীবনটী এমনবিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন,—যাহার গতি সুদূরপ্রসারী।

শ্রীগৌরসুন্দর একাধারে সমাজতান্ত্রিক। তিনি এমন এক শ্রেণীহীন সমাজ-সংগঠক যে, একমাত্র ঈশ্বরই ভোক্তা, আর সবাই তাঁহার সেবায় ব্রতী। তথায় সেবকাভিমানই একমাত্র অভিলাষ; সুতরাং তথায় সংঘাতের কোন অবকাশ নাই। এই সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক হইতেও আধুনিকতম, অথচ চিরন্তন। সেই সমাজে ঈর্ষা-বিদ্বেষ-মাৎসর্য্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি নাই, নির্লজ্জ স্বার্থপরতার নগ্নরূপ বিভীষিকাযুক্ত রক্তক্ষয়ী উন্মাদনাও নাই। সমবণ্ঠনের নামে সেখানে হানাহানি, জিঘাংসার তাণ্ডব নর্ত্তন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত; মানব-সৌহার্দ্দ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বঞ্চনার ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিড় সহৃদয়তার পথ পরিষ্কৃত করাই তাহার বৈশিষ্ট্য। "Back to God and back to Home"—নিত্য শাশ্বত আনন্দ-চঞ্চল মুখরিত উদাত্ত আহ্বান।

শ্রীচৈতন্যের যেই মত—তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ পথ। ইহা কল্পনা বা অলীক নহে, বাস্তব অনুভূতি-সাপেক্ষ। প্রেমের ঠাকুর গোরা বলিয়াছেন,—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" আজ সেই বাণীর সার্থক রূপায়ণ হইতে চলিয়াছে। তাঁহার সপ্তজিহ্ব নামযজ্ঞ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহার অবদান অত্যদ্ভুত, প্রেমকল্পতরু

যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রতি যেদিন সমগ্র বিশ্ব আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, সেইদিনই এই সমাজ শান্তির নীড়ে রূপায়িত হইবে। তাই আমার বিনীতভাবে প্রার্থনা,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধব ঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

পতিতের আশা

হায় হায় মুই পড়িয়া সংসারে
বিষম কূপের মাঝে।
নিজ সত্তা ভুলি স্বপন নেহারি
প্রাকৃত মায়ার সাজে॥
জড়মায়াতীত পরব্যোমোপরি
বৃন্দাবনে মোর বাস।
নিত্যকাল তথা থাকিব সর্ব্বথা
কৃষ্ণ সেবা করি আশ॥
সেই ধাম কেহ না পারে বুঝিতে।
নাহি পারে কেহ বর্ণনা করিতে॥
স্বতঃ প্রকাশিত চিৎ বিকশিত
অক্ষয় অখণ্ড মম।
তাঁর অধিষ্ঠাতা নহে জড়মায়া
সম্বিৎ তাহার আশ্রয়॥
সন্ধিনী-নামেতে যে শক্তি-প্রকাশ
নিত্য ভগবৎ-ধাম।
তথা মোর স্থান হায় রে এখন
পেয়েছি এ জড়ে স্থান॥

কৃষ্ণ দাস্য ভুলি　　ত্রিতাপ জ্বালায়
　　সুতপ্ত জীব হৃদয়।
তথায় আবাস　　হয়েছে আমার
　　বাসনা হয়ে উদয়॥

এ-দুখ জানাতে কার কাছে যাই।
কাহারে জানালে কৃষ্ণসেবা পাই॥

কখন বা চাহি　　সুখ দেহ মোরে
　　ওরে জগত-জীবন।
কখন বা মুক্তি　　চাহিয়া বেড়াই
　　ভুলিয়ে আপন ধন॥

নিজ সুখ আশে　　তব শ্রীচরণে
　　কখন মানত করি।
বহু লাভ আশে　　আন দেব ভজি
　　তব পদ পরিহরি॥

সে-ধনে বঞ্চিত　　হইয়াছি আমি
　　ভুলিয়া নিজাভিমান।
সে-ধন চাহিনা　　চাহি শুধু আমি
　　জড় ইন্দ্রিয়-তোষণ॥

পিত্ত প্রকুপিলে　　খণ্ড সারে আর
　　রসনা তৃপ্ত না হয়।
মায়া আচ্ছাদনে　　ভুলিয়া স্ব-ধনে
　　(জীব) প্রাকৃত সুবিধা চায়॥

এই সাংসারিক　　উন্নতি লভিতে
　　সতত তৃষিত চিত।
সেরূপ উদ্যমে　　কেহ কি কখনে
　　লভিয়াছে নিজ হিত॥

লভি জড়েন্দ্রিয় জড়ীয় স্বভাব
জড় আমোদেতে মজি।
জড়বুদ্ধি লয়ে বিচার করিয়ে
শুধু জয়-কথা বুঝি॥

কৃষ্ণভক্ত জন কৃষ্ণৈকশরণ
লুটিয়ে তাঁহার পায়।
তাঁর পদরজে অভিষিক্ত হলে
এ-জড় বাসনা যায়॥
যদি হয় মম স্বরূপ উদয়।
জড়বুদ্ধি তবে হইবে বিলয়॥
অনুগত হও কৃষ্ণভক্ত পদে
ছাড়িয়া অন্যাভিলাষ।
গৌরধামাশ্রিত ভকত-জনের
শ্রীচরণে মোর আশ॥

—শ্রীপরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকাল ও বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল ও বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক প্রভৃতি আলোচনা আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রকটকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত বঙ্গদেশে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। এসময়ে দিল্লীর সিংহাসনে বহ্‌লোল লোদী নামে পাঠানরাজ রাজত্ব করিতেন ও বাংলার সুলতান ছিলেন ফতেশাহ। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত যখন শ্রীসনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় তখন বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট থাকাকালীন আটজন সুলতান বাঙ্গলায় শাসন করেন এবং তাঁহার অপ্রকটের কিছু পূর্ব্বে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরও দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

বর্ত্তমানে দিল্লীর সিংহাসনে কংগ্রেস সরকার, আর তাঁহার অধীনে প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট সরকারদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ শাসিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশ অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল। মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিমাই প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, যাহার জন্য হরি-কীর্ত্তনকারিগণকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বহু দেবমন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বাংলায়, বিশেষ করিয়া নবদ্বীপে রাজনৈতিক তাণ্ডবলীলা চলিতেছে ; মঠ-মন্দিরাদিও তাহা হইতে রেহাই পাইতেছে না। যাহাতে সাধু-সন্ন্যাসিগণ সুষ্ঠুভাবে হরিভজন না করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের উপর বিবিধ রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে—নাস্তিক্যবাদের ধ্বজা উড়িতেছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রাজনৈতিক অস্থিরতা-অশান্তির মধ্যে বঙ্গদেশে, নীলাচলে, দাক্ষিণাত্যে, বৃন্দাবনাদিতে শান্তির বাণী—কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার আশ্রিত দাসগণ রাজনৈতিকাদি নানাবিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিকথা-বন্যায় প্লাবিত করিতেছেন। এমন কি, নিরীশ্বর নিরাকারবাদী নাস্তিক সরকার বা মুসলিম রাষ্ট্রেও শ্রীগৌর-কৃষ্ণের কথা প্রচার হইতেছে, যাহার জন্য গৌরদাসগণ আজও বিবিধ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতেছেন। নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ উহার গতিবেগ বর্দ্ধিত হইয়া দুকূলপ্লাবী বন্যার সৃষ্টি করে, তদ্রূপ শ্রীগৌর-কৃপাশীষে গৌরদাসগণের শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচার বিপুলভাবে চলিতেছে এবং তাঁহারা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত জগদ্বাসীর কর্ণকুহরে কৃষ্ণকথা পৌঁছাইয়া দিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সমসাময়িক সামাজিক চিত্র বৈষ্ণবগ্রন্থে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তখন সমাজে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। চারিটী বর্ণ নামেমাত্র চলিতেছিল ; ব্রাহ্মণগণ গুণগত অধিকারের প্রাধান্য না দিয়া জন্মগত অভিমানের প্রাধান্য লইয়া চলিতেছিলেন ; ক্ষত্রিয়গণও তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রজারক্ষা অপেক্ষা প্রজাশোষণেই অধিকভাবে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বৈশ্য ও শূদ্রগণ নাস্তিকাভাবে অন্য বর্ণীগণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ

প্রকাশ করিতেছিল। চারিবর্ণের ন্যায় চারি আশ্রমের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; আশ্রমিগণ নামেমাত্র বেশধারণ করিতেন; শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধাদি পালনে কোনরূপ আগ্রহ ছিল না; এমন কি, কিছু লোক সন্ন্যাসের বেশধারণ-পূর্ব্বক জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে কীর্ত্তনের রোল পাষণ্ডী হিন্দুসমাজের অসহনীয় হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া নবদ্বীপের নব্যন্যায়নিষ্ঠ ও কুতার্কিক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে উপহাস করিতেন ও কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। বৈষ্ণবগণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা দেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে আশঙ্কা করিতেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত,—

"এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ॥
শুনিলেই কীর্ত্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে—"সব পেট পুষিবার আশ॥
জগৎ প্রমত্ত—ধন-পুত্র-বিদ্যারসে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে॥

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে তাঁহার প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ফলে দেশে কিছু পরিবর্ত্তন আসিলেও, কালপ্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অপ্রকটের কিছুকাল পর নবদ্বীপ যখন বৈষ্ণবের স্থান বলিয়া প্রাধান্য লাভ করে, তখন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগরের শাক্তভাবাপন্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থান হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিলোপসাধনের জন্য রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পারতম্য অস্বীকারপূর্ব্বক বহু দেব-দেবীর পূজাদ্বারা রাসযাত্রা প্রবর্ত্তন করেন। সেই প্রথা আজও চলিয়া আসিতেছে; ফলতঃ 'নবদ্বীপের রাসের মেলা' বলিলে তত্ত্বদর্শিগণ "ন্যাংটা মায়ের রাস"কেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান কাল হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দোর্দণ্ড-প্রতাপে শুদ্ধ দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপুলভাবে প্রচার করিলেও কালপ্রভাবে তাহা ক্রমশঃ বিলোপপ্রাপ্ত হইতেছে। যাহাতে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তজ্জন্য মাননীয় কেন্দ্রীয় সরকারও উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুর সহিত নিম্নবর্ণের হিন্দুর বিবাহ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা উৎসাহ দিতেছেন। অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলনে সরকার বাহাদুর এতদূর আগ্রহান্বিত যে,

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুকে বিবাহ করিলে তাহাকে ৫।১০ হাজার টাকা পুরস্কার বা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি যেন সমাজের গৌরবের পাত্র! সমাজের তথাকথিত উদারনৈতিকগণ মনে করেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা বৃথা গোঁড়ামি মাত্র; ইহা দেশকে অধঃপতনে লইয়া যায়; মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে; অশান্তি আনয়ন করে; অতএব দেশে মানুষের মধ্যে বিভেদভাব দূর করিতে হইলে প্রাথমিক অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। সেইজন্য যোগ্যতাহীন নিম্নবর্ণের হিন্দুগণকে 'হরিজন' নাম দিয়া সমাজে তাহাদের উচ্চাসনে বসাইবার অপচেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বা সাম্যবাদের (?) দ্বারা কি সত্যসত্যই দেশ হইতে পরস্পরের বিদ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্যাদি বিদূরিত হইবে বা বাস্তবশান্তি ফিরিয়া আসিবে? যাহার যেরূপ যোগ্যতা, তদনুরূপ গুণের আদর বা স্বীকৃতিতেই প্রকৃত সাম্যবাদ বা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। "সব সমান"—ইহা কোনপ্রকারে যুক্তিসম্মত সমন্বয় নহে বা হইতে পারে না। অনু-ই-অল্‌ভাবে অন্বয়; সম-অন্বয়=সমন্বয়; পরস্পরের সম্যক্‌ সম্বন্ধ, আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতাই 'সমন্বয়'। বৈচিত্র্য রক্ষাই সমন্বয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব সমান এবং সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী—সব সমান—এইরূপ উদারনৈতিক (?) মনোভাব বর্ত্তমান সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছল ছিল। তখন এক টাকায় ১০ মণ ধান্য, ৩০ সের ঘৃত, ৩০ সের চিনি পাওয়া যাইত। তাঁহার আবির্ভাবের পরেও কথিত আছে, শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। ইংরেজ শাসকগণের আমলেও আহার্য্যবস্তু প্রয়োজনানুসারে পাওয়া যাইত। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়ে ধনী ব্যক্তিগণ কুকুর-বিড়ালের বিবাহ, পুতুলের বিবাহ, বিষহরি প্রভৃতি অত্যন্ত রাজসিক-তামসিকভাবে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন।—

"দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়॥

বর্ত্তমানে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট চলিতেছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য মাননীয়

সরকার বাহাদুর বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। মানবের ধারণা—অর্থই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ-শান্তি সকলের মূল। অর্থের সাহায্যে মানুষ বিবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিতেছে; চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, উৎকোচ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা দ্বারা জীবনযাত্রার মান বর্দ্ধিত করিবার যত্ন চলিতেছে। ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিবার চরম লক্ষ্য সকলকে দিশেহারা করিয়াছে; এককথায় বলিতে গেলে, সমাজে মানুষের নিকট অর্থই ধর্ম্ম, অর্থই কর্ম্ম, অর্থই সুখশান্তি মনে করিয়া সামাজিকগণ স্বপ্নসুখ অনুভব করিতেছেন।

ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চারি সম্প্রদায়ের চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিলেও বাংলায় বিশেষভাবে তাঁহাদের প্রচার হয় নাই। এইসকল ধর্ম্ম হইতে শাখা-উপশাখা প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া মূলতত্ত্ব হইতে তাহাদের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালেও কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, শাক্তাদি বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা অধিকাংশ লোকে জানিতেন না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে তদানীন্তনকার ধর্ম্মের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। তখন লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম নামেমাত্র জানিত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির গীত গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করা হইত। ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র নামধারী থাকিলেও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহারা জানিতেন না। গীতা-ভাগবত আলোচনা থাকিলেও তাহার ভক্তিপর ব্যাখ্যা কেহ করিতেন না। কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি বাদ দিয়া সাংসারিক ব্যবহার-রসে সকলেই মত্ত থাকিত। নানা উপহারদ্বারা বাসুলিপূজা ও মদ্য মাংসাদিদ্বারা কেহ কেহ যক্ষপূজা করিত, কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে রুচি হইত না। পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিদ্ধবিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুধ্যানকে অজ্ঞ জনসাধারণ ভক্তি বলিয়া মনে করিত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জানাইয়াছেন, তদানীন্তন নবদ্বীপবাসী ভক্তিবহির্ম্মুখ ছিলেন।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব ভারতব্যাপী তাঁহার প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া অপ্রকট লীলাবিস্তার করিলেন। এই অনর্পিতচর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য কয়েকজন পার্ষদ ভিন্ন আর কেহ রহিলেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, বীরভদ্র প্রভু প্রভৃতি এবং শ্রীনরোত্তমাদি আচার্য্যত্রয় এই প্রেমবন্যার ধারা প্রকৃষ্টভাবে প্রবাহিত করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহাঁদের অপ্রকটের পর

দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রেমপ্রবাহ স্তব্ধীভূত ছিল। পরবর্ত্তিকালে শুদ্ধভক্তিধারার ভগীরথ জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং পৃথিবীব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুনঃ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান এই কলিকালে কালের প্রভাবে জীবগণ নিম্নমুখী, তজ্জন্য ছলধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। ধর্ম্ম এখন নামেমাত্র রহিয়াছে। ভারত এখন ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষীণ স্রোত যতটুকু প্রবাহিত আছে, বর্ত্তমান বাংলার কমিউনিষ্ট সরকার তাহাও বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাংলায় বর্ত্তমানে সার্ব্বজনীন পূজার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। একশত বর্ষ পূর্ব্বে 'সার্ব্বজনীন পূজা' বলিতে প্রায় কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে সাধারণতঃ রাজা বা জমিদার-গৃহে দেব-দেবীর পূজা হইত। কিছুকাল যাবৎ 'সার্ব্বজনীন পূজার' এত হিড়ীক পড়িয়াছে যে, প্রতি সহরের অলিগলিতে, গ্রাম-গঞ্জের ক্লাবে ক্লাবে পুতুল পূজার হুড়াহুড়ি। পূজা নামেমাত্র, আলোকসজ্জা ও ডেকরেশনের বাহাদুরী। অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায়, সার্ব্বজনীন পূজায় যাঁহারা কর্ত্তা ব্যক্তি, তাঁহারা নাস্তিক ও মূর্ত্তিবিরোধী। তজ্জন্য দেখা যায়, মাছের আঁশ, শোলা, মোম প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা দেবদেবীর প্রতিমা তৈরী হইতেছে। অষ্টপ্রকার প্রতিমার বিষয় যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, সে-সকল তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের তাঁহারা কোন ধার ধারেন না। নিজ নিজ রুচির অনুকূলে মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তামসিক আনন্দ উপভোগ করেন মাত্র।

পূর্ব্বে দেখা যায়, গুরু নানক শিখ-ধর্ম্মের প্রচার করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের ধর্ম্মের অঙ্গগুলি গভীর রাজনীতি সৃষ্টি করিয়া রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের আবাহন করিতেছে। বাংলায়ও এইরূপ কয়েকটী গোষ্ঠী ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, 'প্রকৃতিবাদী বেদের' আশ্রয় করিয়া রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহারা মুখে ধর্ম্মের বুলি আওড়ান এবং কার্য্যক্ষেত্রে শয়তানের সুবিধাবাদের আশ্রয়ে রাজনৈতিক লাভ উঠাইতে ব্যস্ত। অজ্ঞ মানুষ ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। অনেককে বলিতে শুনা যায়,—স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন; ধর্ম্ম—একটা পেশা; মানুষ যেমন গাঁজা, মদ খাইয়া বুঁদ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মও একটা নেশা। এইরূপ অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার ফলে সমাজের মূল কাঠামো ভগ্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহারা আরও বলেন,—যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও উচ্ছেদ না করা যাইবে, ততদিন দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; যাঁহারা

অদৃষ্টবাদী তাঁহারাই ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া থাকেন। দেশের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রকে সমান করিতে হইবে; পার্থিব সকল বস্তুতে আমাদের সমান অধিকার। ইহারা বাস্তবধর্ম্মের কদর্থ করিয়া দেশ হইতে চিরতরে ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটী ও সুবিধাবাদ প্রবেশ করিয়া ছলধর্ম্মরূপ অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে। সিদ্ধমহাত্মা তোতারাম বাবাজী মহারাজ জানাইয়াছেন,—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে,—এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥

এইগুলি বিকৃত ধর্ম্ম; এইগুলি হইতে আরও অসংখ্য ছলধর্ম্মাদি উৎপত্তিলাভ করিয়া ধর্ম্মজগৎকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পাঁচশত বর্ষকাল আরম্ভ হইতে চলিল, কিন্তু ভারত তথা বাংলার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার কোনরূপ বৈশিষ্টপূর্ণ উল্লেখ-যোগ্য অন্বয়মুখী পরিবর্ত্তন দেশকে ধর্ম্ম ও ন্যায়-নীতি-আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারিল না, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

---পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্ত-সুহৃদ্

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপাখ্যান

(১) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস

(১) অবতারী ও অবতার-তত্ত্ব

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব্ববিষ্ণু ও বৈষ্ণব-তত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। ইনিই সকল অবতারের অবতারী বা অংশী। অবতারসকল কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণব-

শায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্য-নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূলপুরুষ, আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি ;

অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস॥
কৃষ্ণ—এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৭০, ৯৪, ১০৬)

ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তি মাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশ—বৈভবমাত্র। সেই শ্রীহরিই নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দ দিব্যস্তবে যাঁহাকে বন্দনা করেন, অঙ্গ-পদক্রম-উপনিষদের সহিত বেদবচনদ্বারা সামগণ যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, তিনিই পরদেবতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহারও অংশাংশের অংশদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যাদি হইয়া থাকে, তিনিই অনন্ত-বিশ্বাত্মা ও সর্ব্বাদি-পুরুষ। সেই সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব।

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৫-২৪৬)

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি "অবতার"-নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান॥
বিশ্বে অবতরি' ধরে "অবতার"-নাম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৬৩-২৬৪)

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ-এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম।
সেই যাঁর অংশ বিষ্ণুতেই বিশ্বধাম ॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥
সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশেরে কহি "অবতার"-নাম ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পরিচ্ছেদ)

অনন্ত-বিশ্বাত্মা লীলাময় শ্রীহরি বিবিধ ব্যূহ বিস্তারপূর্ব্বক প্রাণী, সূক্ষ্ম বিষয় ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ভাবসমূহদ্বারা নিজসৃষ্ট দেব-নর-তির্য্যগাদি প্রাণিসমূহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। পুরুষাবতারগণ সঙ্কর্ষণ হইতে নিত্যকাল প্রকটিত। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি জীবতত্ত্বের মূলকারণ সেব্য মহাবিষ্ণু। চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর-সমুদ্রত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্ব্যূহগণের পুরুষাবতার সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব। সেই অখিললোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু দেবাদি-লীলায় যে যে অবতার প্রকট করিয়াছেন, তাহাদ্বারা নিখিল প্রাণীজগৎকে পালন করেন। তিনি স্বীয় অবতারাবলীদ্বারা দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণের মধ্যে তাঁহার নিত্যলীলা অবতারণ করাইয়া তাহাদিগকে বিশুদ্ধসত্ত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করান।

বিভিন্ন অবতারের তালিকা

পুরুষাবতার—তিনপ্রকার; সঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণব, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকশায়ী। **গুণাবতার**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিবিধ। **লীলাবতার**—মৎস্যাদি। **মন্বন্তরাবতার**—চতুর্দ্দশ-সংখ্যক;—১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ, ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিষ্বক্‌সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু। **যুগাবতার**—চতুর্ব্বিধ; শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত। **শক্ত্যাবেশাবতার**—পৃথু, ব্যাস, পরশুরাম, বুদ্ধ।

(১) শ্রীবিষ্ণু প্রথমে সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার—এই কুমার-

চতুষ্টয়রূপে প্রাদুর্ভূত হন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া অপতিত ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন। (২) এই বিশ্বের সৃষ্টি ও মঙ্গলের জন্য রসাতলপ্রাপ্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (৩) সেই বিষ্ণু তৃতীয়াবতারে মুনিগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত দেবর্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদরূপে পঞ্চরাত্রাগম ব্যাখ্যা করেন। (৪) চতুর্থ অবতারে ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে প্রকট হইয়া আত্মপ্রসন্নতা-বিষয়ক দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। (৫) পঞ্চম অবতারে কপিল-নামক ঋষিশ্রেষ্ঠ হইয়া কালবশে বিনষ্টপ্রায় তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যারূপ সেশ্বর-সাংখ্যদর্শন আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে উপদেশ করেন। (৬) ষষ্ঠ-অবতারে অত্রিঋষির দত্তাত্রেয়-নামক পুত্ররূপে প্রকট হইয়া অলর্ক-নামক ব্রাহ্মণ ও প্রহ্লাদ-হৈহয়াদি রাজন্যগণকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। (৭) সপ্তম অবতারে রুচি-নামক ব্রাহ্মণ হইতে আকূতি-নামক পত্নীর গর্ভে ভগবান্ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হন। সেই যজ্ঞরূপী হরি সপুত্র যাম-নামক দেবতাগণের সহিত স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর পালন করেন। (৮) অষ্টম অবতারে ঋষভ-নামক বিষ্ণু সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য-পন্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক আগ্নীধ্রপুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (৯) মুনিগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নবম অবতারে পৃথুরূপ রাজদেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীর ওষধিসঙ্কুল সমুদয় বস্তুকে দোহন করেন।

(১০) দশম অবতারে সেই ভগবান্ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সাগর-প্লাবনে মৎস্যাবতার স্বীকারপূর্ব্বক নৌরূপী পৃথিবীতে সূর্য্যপুত্র মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (১১) একাদশ অবতারে ভগবান্ শ্রীহরি কূর্ম্মরূপে সমুদ্রমন্থনশীল দেব-দানবদিগের নিমিত্ত মন্দর-নামক পর্ব্বত স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ করেন। (১২-১৩) দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরি-রূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্র হইতে অমৃতহস্তে উত্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশাবতারে মোহিনীরূপে অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেবতাগণকে সুধা পান করাইয়াছিলেন। (১৪) চতুর্দ্দশাবতারে নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া উৎকট মদমত্ত অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে ঊরুতে স্থাপন করিয়া এরকা বিদীর্ণ করার ন্যায় নখরদ্বারা বিদীর্ণ করেন। (১৫) ভগবান্ শ্রীহরি বলিকে ছলনা-পূর্ব্বক দেবতাগণকে স্বর্গ প্রতিদানে ইচ্ছুক হইয়া পঞ্চদশাবতারে বামনরূপ ধারণের পর ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞার জন্য দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। (১৬) তিনি ষোড়শ অবতারে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়রাজগণকে দেবদ্বিজবিদ্বেষী দেখিয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করেন।

(১৭) শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সপ্তদশাবতারে মানবকুলকে অল্পপ্রাজ্ঞ দেখিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস**রূপে অবতীর্ণ হইয়া মানব-কল্যাণের নিমিত্ত বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন। (১৮) অষ্টাদশাবতারে তিনি দেবকার্য্য-সাধনেচ্ছায় **দাশরথি রাম**রূপ গ্রহণ করিয়া সমুদ্রবন্ধন, রাবণ সংহার এবং মায়া-সীতা উদ্ধার করেন। (১৯) উনবিংশ অবতারে ভগবান্ শ্রীহরি **যদুকুলে বলরাম**-নাম গ্রহণপূর্ব্বক জগতের ভারহরণ করিয়াছিলেন। (২০) বিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেবদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের নিমিত্ত **বুদ্ধ**নামে অঞ্জন (অজিন ?) পুত্ররূপে গয়া-প্রদেশে অবতীর্ণ হন। (২১) একবিংশাবতারে যুগসন্ধিকালে অর্থাৎ কলির অন্তে নৃপতিগণ দস্যুপ্রায় হইলে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ **কল্কি** নামে খ্যাত হইয়া বিষ্ণু-যশা-নামক ব্রাহ্মণ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। দশাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

> "মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
> রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কি চ তে দশ॥"

অবতারাবলীর পরিচয়

শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে যুগবতার-প্রকরণে ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে,—যাঁহারা শ্রীহরির স্বরূপ-রূপবিশিষ্ট এবং পরাবস্থা হইতে ন্যূন, তাঁহারা শক্তির তারতম্যবশতঃ প্রাভব ও বৈভব সংজ্ঞা লাভ করেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার। একপ্রকার প্রাভব চিরস্থায়ী ও অতিবিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য ; প্রথম প্রাভব-মোহিনী, হংস এবং যুগানুগ শুক্ল প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রাভব—শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিগণ, ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। বৈভবাবস্থ অবতারসকল, যথা—১। মৎস্য, ২। কূর্ম্ম, ৩। নারায়ণ, ৪। বরাহ, ৫। হয়গ্রীব, ৬। পৃশ্নিগর্ভ, ৭। প্রলম্বঘ্ন বলদেব, ৮। যজ্ঞ, ৯। বিভু, ১০। সত্যসেন, ১১। হরি, ১২। বৈকুণ্ঠ, ১৩। অজিত, ১৪। বামন, ১৫। সার্ব্বভৌম, ১৬। ঋষভ, ১৭। বিষ্বকসেন, ১৮। ধর্ম্মসেতু, ১৯। সুধামা, ২০। যোগেশ্বর, ২১। বৃহদ্ভানু—এই একুশটী।

প্রাচীন কারিকায় অবতারগণ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

১। নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি ও পুরুষ—ইহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার।

২। নারদ, ব্যাস, বরাহ, ও বুদ্ধ—ইহারা ধর্ম্মসমূহের প্রকাশক অবতার।

৩। রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী এবং বামন—ইহারা শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-প্রধান।

৪। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞান-প্রদর্শক অবতার।

৫। নারায়ণ, নর, কূর্ম্ম ও ঋষভ—ইঁহারা বৈরাগ্য-প্রদর্শক অবতার।

তাত্ত্বিক ও অতাত্ত্বিকগণের গতি

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহানিধি এবং তাহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভূত আছে।—

সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহ কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ হরি।

প্রজাপতিগণ, মহাবীর্য্যশালী মুনিগণ, মনুগণ, দেবতাবৃন্দ সকলেই শ্রীহরির অংশ, বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন। মূঢ় বিবর্ত্তবাদিগণ সর্ব্বদর্শী সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের দৃশ্যধর্ম্মাত্মক অচিৎ শরীর আরোপ করেন। কুবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই জড় মন ও বাক্যাদির সংযোগে বুদ্ধি-কুতর্কাদি কৌশলদ্বারা জগদ্বিধাতার শ্রীনাম-রূপাদি লীলা অবগত হয় না। আত্মবস্তু কখনই অনাত্ম-প্রতীতির সহিত এক নহে, মূঢ়তাবশতঃই চিজ্জড় সমন্বয়বাদ কল্পিত হয়। তাঁহার আবির্ভাব-লীলাদি মায়াতীত, প্রাকৃতজন্মাদিরহিত; তাঁহার অপ্রাকৃত বেদগুহ্য চেষ্টাসমূহ রসিকগণ তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ না করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। যাঁহারা নিরন্তর নিষ্কপটে আনুকূল্যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ভজন করেন, তাঁহারাই লীলাময়ের অলৌকিক তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাদের স্বীয় অধিকারানুসারে সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অপ্রাকৃত জীবনী

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শান্তিপ্রদ কল্যাণসাধক ভগবল্লীলাকথাময় সর্ব্ববেদতুল্য শ্রীমদ্ভাগবত-নামক মহাপুরাণ জগতের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত রচনা করেন। তৎপরে সকলবেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক ধীরশ্রেষ্ঠ স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব পুনরায় মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত গঙ্গাতীরে পরমবৈরাগ্যহেতু আমরণ অনশনোপবিষ্ট মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

দ্বাপরযুগে পরাশর-ঋষির ঔরসে উপরিচর-বসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে শ্রীহরির অংশে মহাজ্ঞানী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেব কোন-সময়ে সূর্য্যোদয়ের পর সরস্বতীনদীর জলে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া বিজন বদরিকাশ্রমে একমনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভূত-ভবিষ্যদ্দর্শী সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীব্যাসদেব দিব্যচক্ষুদ্বারা পৃথিবীতে যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় উপস্থিত দেখিয়া, কাল-প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক দেহাদির সামর্থ্যক্ষয় লক্ষ্য করিয়া এবং মানবগণকে শ্রদ্ধাহীন, অধৈর্য্য, মন্দমতি, অল্পায়ু ও ভাগ্যহীন দেখিয়া সকল বর্ণ ও আশ্রমের মঙ্গল-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা-নামক ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের ঋত্বিক্‌দ্বারা অনুষ্ঠেয় বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিলেন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব-নামক চারিবেদ পৃথক্ করিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম-বেদ বলিয়া কথিত হইল। চারিবেদের মধ্যে পৈল-ঋষিই ঋগ্বেদবেত্তা, স্তবগানকারী জৈমিনি-কবি সামবেদবিৎ, আর বৈশম্পায়ন-ঋষি যজুর্ব্বেদে পারঙ্গত এবং সুমন্তু-মুনি অথর্ব্ব-বেদে এবং লোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণসমূহে পারঙ্গত ছিলেন। পৈলাদি-ঋষিগণ নিজ নিজ অধীত বেদ অনেক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই বিভক্ত বেদসমূহ শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। স্বল্পবুদ্ধি লোকেও যাহাতে মেধাবিগণের বোদ্ধব্য সেইসকল বিভক্ত বেদসমূহ বুঝিতে পারে, দীনবৎসল, কৃপালু ভগবান্ বেদব্যাস সেইরূপে বেদ বিভাগ করিলেন। এই সংসারে বেদোক্ত শুভকর্ম্মসমূহে অজ্ঞলোকদিগের কি-প্রকারে কল্যাণ হইবে, ইহা ভাবিয়া মহর্ষি বেদব্যাস কৃপাপূর্ব্বক মহাভারত ইতিহাস রচনা করিলেন। এই প্রকারে প্রাণিগণের হিতসাধনে সর্ব্বদা রত থাকিয়া ব্যাসদেবের মন যখন বহু কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারাও সন্তোষলাভ করিল না, তখন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাস অতিশয় অপ্রসন্ন চিত্তে সরস্বতী নদীর তীরে একাকী পবিত্র হইয়া মনের অপ্রসন্নতার কারণ চিন্তা করিতে করিতে নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—

শ্রীব্যাসের মানসিক অপ্রসন্নতা ও শ্রীনারদঋষি

"আমি নিষ্কপটে ব্রতধারণ করিয়া নিশ্চয়ই বেদ, গুরুবর্গ ও অগ্নিকে পূজা করিয়াছি এবং তাঁহাদের আজ্ঞাও পালন করিয়াছি। মহাভারত-রচনাচ্ছলে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছি; সেই মহাভারতে অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রী-শূদ্রাদিও ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গসাধক ধর্ম্ম দেখিতে পায়। কিন্তু হায়! বেদবিভাগ ও মহাভারত রচনা করিয়াও আমার

আত্মা বস্তুতঃ অপরিপূর্ণ ও অভাবগ্রস্ত মনে হইতেছে। আমি কি ত্যক্তবর্ণাশ্রম পরমহংসগণের, চারিবর্ণাশ্রমীর গুরু মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রিয় যে ভাগবতধর্ম্ম —হরিভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহ আমি পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করি নাই ? যেহেতু সেই নিত্যভাগবতধর্ম্মই নিত্য ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রিয়।"

এইরূপভাবে নিজকে অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া খেদ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ঋষির আশ্রমে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন। দেববন্দিত দেবর্ষি শ্রীনারদকে সমাগত জানিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় গুরুর ন্যায় যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ সুখে উপবেশন করিয়া নিকটে উপবিষ্ট বিপর্ষি বেদব্যাসকে ঈষৎহাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—

"হে মহাত্মাপরাশরনন্দন! আপনার দেহাভিমানী বা মনোভিমানী আত্মা যথাক্রমে দেহ-মনের সহিত সন্তুষ্ট আছে ত ? ধর্ম্মাদি যাহা কিছু জানিবার ছিল তাহা আপনি সম্যগ্ জ্ঞাত হইয়াছেন এবং অনুষ্ঠানও করিয়াছেন ; আপনি পরমাশ্চর্য্য ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ কথা পরিপূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন। হে তত্ত্ববিৎ! নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপও আপনি বিচার করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তথাপি আপনি নিজকে বিফলমনোরথ জ্ঞানে কিজন্য শোক করিতেছেন ?"

ব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশ

শ্রীব্যাসের মানসিক অপ্রসন্নতার গূঢ় কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনারদ কহিলেন,—"হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরির পূতলীলা-মহিমা স্পষ্টভাবে যথেষ্টরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। ভগবৎকথা-কীর্ত্তন ব্যতীত ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষ হয় না ; ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানানুশীলন অপূর্ণ ও হেয়। হে ঋষিবর, আপনি পূর্ব্বে গ্রন্থাদিতে চতুর্ব্বর্গ-প্রধান পুরুষার্থ যদ্রূপ বর্ণন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের যশোগাথা সেইরূপ মুখ্যভাবে নিশ্চয়ই কীর্ত্তন করেন নাই। যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও ভুবন-পাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, জ্ঞানিগণ সেই বাক্যকে কাকতীর্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভক্তগণ হরিকথা-রস-বিহীন বাক্য বা গ্রন্থকে, বিচার-আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও, তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করেন। যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতিশ্লোক নিখিল ব্যক্তির পাপ বিনাশ করে ; কারণ সাধুগণ বক্তা থাকিলে সেই নামসমূহ শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন। কামনাময় কর্ম্ম ও হীন ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিবিরহিত

হইলে অধিক শোভা পায় না ; কর্ম্মাদি যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহাও বহির্ম্মুখী ও সত্ত্বশোধক ভাবহীন। হে মহাত্মন্ বেদব্যাস! আপনি সকলের মায়াবন্ধন বিমোচনের জন্য ভগবান্ উরুক্রমের বিবিধ লীলাচেষ্টা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া বর্ণনা করুন্।

স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্য-কর্ম্মাদিতে আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে বিধি দিয়াছেন তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে ; আপনার ব্যবস্থাপিত বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম, ইহাই স্থির করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তি অন্যকোন তত্ত্বজ্ঞ-কর্ত্তৃক নিবৃত্তির উপদেশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা গ্রাহ্য করে না। অতিনিপুণ কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরির সেবাসুখাত্মক নিত্যানন্দস্বরূপ জানিতে সমর্থ হন, কিন্তু অবিবেকী প্রবৃত্তিমার্গীয় ব্যক্তির উহা অজ্ঞাত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি কাহারও মৃত্যু হয়, সেই ভক্তিরসিকের সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যে নিত্যসুখ পাওয়া যায় না তাহারই নিমিত্ত বিবেকী ব্যক্তি প্রযত্ন করিবেন ; জড়বিষয়সুখ চেষ্টা ব্যতীত প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃই সকল অবস্থায়, এমন কি নরকাদিতে পাওয়া যায়। অহো! ভক্তিশূন্য কর্ম্মী যেরূপ সংসার-দশা লাভ করে, হরিপাদপদ্ম-সেবাপর ব্যক্তি কখনও কারণে সংসারে প্রবেশ করেন না ; কারণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ রসিক ব্যক্তি বারংবার ভগবৎপাদপদ্মালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। হে সর্ব্বদর্শিন্, আপনি পরমপুরুষ শ্রীহরি-প্রণীত বৈদিক সনাতনধর্ম্ম-প্রকাশক বিশেষ অংশ হওয়ায়, জন্মরহিত হইয়াও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা স্বয়ং অবগত হউন্ এবং সকল অবতার অপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রীহরির লীলা-পরাক্রম বিশেষভাবে নিরূপণ করুন। ভগবান্ শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই মানবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, বেদমন্ত্র, পরব্রহ্মজ্ঞান ও দানের বাস্তব ফল।

"হে ব্রহ্মজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয় তাহাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ত্রিতাপ-নিবর্ত্তক বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে ভগবন্নিষ্ঠ শ্রীব্যাসদেব! রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও রোগের উপশম হয় না, কিন্তু ঘৃতাদি রোগজনক দ্রব্য রসায়নযোগে অন্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই রোগ নিবৃত্ত হয়। এইরূপে মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম্মসমূহ সংসার-বন্ধনের কারণ, কিন্তু সেইসকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ অহংবুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত যে

কর্ম্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয়, শ্রবনকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত সেই ভাগবত-জ্ঞান নিশ্চয়ই ভগবৎসন্তোষজনক-কর্ম্মের অব্যভিচারী ফল। নিষ্কাম-কর্ম্মোদ্যত মানবগণ ভগবৎশিক্ষানুসারে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্ত্তন ও চিন্তা করেন। হে সর্ব্ববেদশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষে, আপনিও সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের যশঃ প্রকৃষ্টরূপে প্রচুর-ভাবে কীর্ত্তন করুন—যাহা জানিলে বিদ্বদ্গণের জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হয়। মুনিগণ বলেন, পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপগ্রস্ত মানবগণের শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত সংসারক্লেশ-শান্তির অন্য উপায় নাই।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ-আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্ত

উল্লিখিত বিষয়ের নীতি-আদর্শ-শিক্ষা আলোচনা করিতে গিয়া জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"জীবাত্মা হরিসেবনোন্মুখ হইলে শোক, মোহ, ও ভয়ের হস্ত হইতে ক্লেশলাভ করে না। শ্রীগুরু নারদ স্বীয় শিষ্য শ্রীব্যাসকে উদ্দেশ্য করিয়াই অক্ষজ-ধারণাবিশিষ্ট বদ্ধজীবোচিত দৈহিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবৎসেবাময়ী আত্ম-প্রতীতিতে কোন অনুপাদেয়তা অবস্থান করে না। বদ্ধজীবের শ্রেয়োলাভের জন্যই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শিষ্য-সঙ্গ। শিষ্যের গুরু-সেবা-প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হইলে কোনপ্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অভাব থাকে না।

"শ্রীগুরুদেব নারদ শিষ্য শ্রীব্যাসকে 'প্রভু' সম্বোধনে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে শিষ্যের দিব্যজ্ঞানলাভের কথা পাওয়া যায়। যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ দেহ ও মনকে কৃষ্ণোন্মুখতার জন্য অনুগ্রহ ও হরিবিমুখতার জন্য নিগ্রহ করিতে সমর্থ। যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ তিনি সমগ্র অন্তর্ব্বাহ্য জগতের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন, সেরূপ অবস্থায় তাঁহার স্থূল সূক্ষ্মদেহের বৃত্তি প্রবল হইতে পারে না। স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎদর্শনকারী ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকায় তাহার ক্লেশ বা অশান্তি। গোস্বামীতে এবম্প্রকার অশান্তি সম্ভবপর নহে। নির্ব্বিষয় বৈষ্ণবকে 'গোস্বামী', 'প্রভু' প্রভৃতি সম্বোধন দোষাবহ নহে। জগতের উচ্চাবচভাবে যে বৈষম্য বা অবরতা উৎপন্ন করে, ভক্তিরাজ্যে সেইরূপ অনুপাদেয় ও অপ্রিয় নশ্বর ভাব নাই, দিব্যজ্ঞানের উদয়ে ব্যাসের জগদ্গুরুত্ব ও হরির আবেশাবতারত্ব বিচার করিলে এবং শ্রীনারদের মহাভাগবত্বে ঐ প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য আছে।

"শ্রীহরির অবতার শ্রীব্যাস নারদ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, স্বয়ং অপরিমিত জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও দুষ্ট জনগণের মোহনের নিমিত্তই অজ্ঞের ন্যায় স্বীয় অসন্তোষের

কারণ শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; বস্তুতঃ তিনি অজ্ঞানবশতঃ কখনই ঐরূপ প্রশ্ন করেন নাই, ইহাই বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। যে-সকল বদ্ধজীব দেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি করেন, তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শিষ্যরূপ বেদব্যাস শ্রীগুরুদেবের নিকট বিশৃঙ্খল অক্ষজজ্ঞানপূর্ণ ক্লেশের কথা নিবেদন করিতেছেন। জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবও একদিন কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীগুরুতত্ত্বের পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় অধিষ্ঠিত হইলেও, তিনিও উপাস্য-তত্ত্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়' প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্যাসানুগত জনগণের শ্রীগুরুদেবের নিকট স্ব-স্ব দৈন্য ও মঙ্গল প্রার্থনা—শ্রৌতমতের বিশেষত্ব ও রহস্য। গুর্ব্ববজ্ঞাকারী তর্কপথাশ্রিত অধিরোহবাদী গুরুদেবকে যে-প্রকার বিপথগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বৈয়াসিক গুরুদাসগণের সেরূপ বিচার নহে।

"শ্রীব্যাস স্বীয় গুরুদেবকে অধোক্ষজসেবা-নিরত বলিয়াই জানেন। অধোক্ষজ বিষ্ণুই নিত্য অধোক্ষজগণের নিত্যসেব্য। প্রপঞ্চাগত স্বর্গস্থ দেবগণ বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব। তাঁহারা সকলেই জগতে জীবসমূহকে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে অবস্থিত হইবারই পরামর্শ দিয়া থাকেন ; তবে যে-সকল বদ্ধ ভোগিজীব বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুসদৃশ উপলব্ধি করিয়াও স্ব-স্ব কামনার বশবর্ত্তী হন, তাঁহারা বিষ্ণুসেবাচ্যুত হইয়া অবৈধভাবে স্বীয় কামনার তৃপ্তিস্থলে 'পূজা' প্রভৃতি শব্দ অন্যায়পূর্ব্বক প্রয়োগ করেন। শ্রীগুরুদেব কামদেব বিষ্ণুরই কামনাপূরণকারিণী সেবা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় ব্যস্ত থাকেন না। মায়ামোহিত জীব ভোগ বা ত্যাগকেই পরমার্থজ্ঞানে অনর্থের হস্তে নিষ্পেষিত হন। ঐকান্তিকী বিষ্ণু-ভক্তিতেই জীবের চরমকল্যাণ লাভ হয়। গুরুস্বরূপ-বর্ণনে ইহাই শ্রীব্যাসের উক্তি।

"শ্রীব্যাসের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সাধক শিষ্য ও গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধনকালে অনর্থের নিবৃত্তি এবং নিত্যভাবের আংশিক উন্মেষ। সাধনদশার অতীতকালে মহাভাগবতের পরমার্থে অবস্থানহেতু অনর্থ হইতে পতিতকে উত্তোলন করিবার অধিকার বর্ত্তমান। শিষ্যের পাতিত্যের অভিনয় ও অসমর্থতা শ্রীব্যাসের নিজ উক্তিতে পরিস্ফুট। জীবের জ্ঞান ও ভগবানের সম্বিদ্বৃত্তির যেখানে বৈষম্য, সেইখানে নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ ও মুক্ত-অপ্রতিহত ভগবজ্জ্ঞানের অভাব আছে। জীব অনুকূল সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে ভগবানের সন্তোষবিধান করিতে পারেন। গুরুকৃপা হইতেই সেই বৃত্তি জীব-হৃদয়ে উন্মেষিত হয়। শ্রীগুরুদেবই বদ্ধজীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবজ্‌জ্ঞানালোক

প্রদানপূর্ব্বক জীবকে সেবোন্মুখ করান। ভগবৎসেবা ব্যতীত জৈবজ্ঞানে ভোগময়ী প্রবৃত্তি প্রবলা, তাহাতে ভগবানের প্রীতি নাই।

"প্রাকৃত ভোগময়রাজ্যে বদ্ধজীবগণ কাব্যামোদী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর গ্রন্থাদির পঠন-পাঠনাদি করিয়া থাকেন। ভগবদ্রসনিপুণ কবিগণ ঐসকল জড় কাব্যকে নশ্বর হরিসেবাবিমুখ চেষ্টামাত্র জানিয়া নিত্যকাল বিরক্তি প্রদর্শন করেন। প্রমত্ত পশুস্বভাববিশিষ্ট মানবগণ নিত্য-হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবিনাশী অসৎ তাণ্ডবনৃত্যে ধাবমান হন। উহা সদসৎ বিচারজ্ঞগণ কখনই আদর করেন না। হরিনাম সকলমঙ্গল বিধান করেন। স্বর, মান, লয়, তান প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ অলঙ্কারবর্জ্জিত ভাষায়ও ভগবানের নাম জড়ভোগ বিনাশ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দবিধান করিতে সমর্থ। সাধুর মুখে বিগীত হরিনামই সর্ব্বশুভোদয়ের কারণ, আর হরিবিমুখ-ব্যক্তির জড়বিষয়িণী ভাষা বা আলঙ্কারিক কৃতিত্বের মূল্য কিছুই নাই, তাহাতে ভগবদ্রসরসিকের হৃদয়ে বৈরস্য উৎপন্ন করে। অক্ষজজ্ঞানে নিপুণ হইয়া বদ্ধজীবগণ নানাপ্রকার কর্ম্মফল ও কাল্পনিক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনগণ তাদৃশ চতুর্ব্বর্গা-ভিলাষকে প্রয়োজন বলিয়া না জানিয়া যে অনন্তকল্যাণ লাভ করেন, তাহা বৈষ্ণবগুরুর কীর্ত্তিত বৈষ্ণবচিত্তে শ্রুত ভক্ত্যুন্মুখী চেষ্টাবিশেষ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন, শ্রীগৌরহরির কৃপাকটাক্ষ বৈভববিশিষ্ট জনগণের অতুলনীয় পদবীসকল অধিষ্ঠানে অবস্থিত জীবগণের সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যোগমার্গরত জনগণের ধর্ম্মমেঘের সঞ্চারে নিত্যসমাধিতে যে কৈবল্য, এবং অশেষ যন্ত্রণাযুক্ত নরকবাস—এই উভয়ই ভক্তের বিচারে সমদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণকথা ব্যতীত ইতরকথা অনিত্য, জড়ভোগাবৃত ও অনেক সময় নিরানন্দময়। ভগবদিতর কথা বলিতে গেলে তৎফলে বুভুক্ষু জীব স্বীয় ভোগ এবং মুমুক্ষু জীব নিজাস্তিত্ব বিনাশ করেন।

"শ্রীব্যাসের লিখিত মহাভারতাদিতে যে-সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলকামনার প্রস্তাবনা আছে, তদ্দ্বারা ইতর লোকসমূহ কর্ম্মকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবে। এক্ষেত্রে শ্রীব্যাসের প্রকৃষ্ট জীব-দয়ার অভাব। শ্রীব্যাসের তাদৃশ লেখনী হইতে বদ্ধজীবকুল স্বীয় স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিচালিত হইয়া হরিবিমুখতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া বিপথগামী হইবে। আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তিযোগ-বঞ্চিত হইলে জীবগণের নিত্য মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শ্রীব্যাসদেব কিছু কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগুরু নহেন, তিনি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মূঢ়লোক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে। পরিশেষে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজের

সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা বৃত্তিদ্বয় বদ্ধজীবের পথভ্রষ্ট হইবার দুইটী নিদর্শন।

"অক্ষরজ্ঞানদ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। শ্রীগুরুর মুখ হইতে অধোক্ষজ লীলা শ্রবণ করিলে ইন্দ্রিয়সকল আত্মধর্ম্মের অনুগত হয়। শ্রীগুরু-কৃপাবলেই জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণাশা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কৃপালব্ধ জীব বৈকুণ্ঠজ্ঞানে বিভাসিত হইয়া অধোক্ষজ সেবানিপুণ হন। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ সর্ব্বদাই ভোগতৎপর। ভগবান্ কামদেবের নিত্যকামনা পূরণ করিবার জন্য সেবক ও উপকরণ-সম্প্রদায় সর্ব্বদা নিজ নিজ বৃত্তিতে ও সেবাধিকারে ব্যস্ত।

"শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনে জীবের চরমকল্যাণলাভ ঘটে। ভগবৎলীলা-বিমুখ জীব নিজ স্বরূপবিস্মৃতিবশে ভোগময়ী ভূমিকায় ধর্ম্মার্থকাম সংগ্রহে তৎপর হন। চতুর্ব্বর্গ জীবাত্মার নিত্যস্বরূপ-লাভের অন্তরায় মাত্র। শ্রীব্যাসের ভুক্তি-মুক্তি বর্ণন জীবের প্রতি করুণার লক্ষণ নহে। সেজন্য জীবে দয়ার অভাবে যাবতীয় ভুক্তি-মুক্তিকামীর চিত্ত হরিসেবার পরিবর্ত্তে অশান্তিতে পর্য্যবসিত হয়। ব্যাসের চতুর্ব্বর্গপ্রশংসিনী চেষ্টা অশান্তির হেতু এবং তাহার পরিবর্ত্তে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাই বদ্ধজীবের একমাত্র মঙ্গলোপায়, ইহার প্রদর্শনই শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ। শ্রীগুরুদেব শ্রৌতপথে ভগবানের কথা শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত করেন, সেই শ্রুতবাক্য কীর্ত্তন করিলেই জীবের পরম শুভোদয় হয়।

"গৃহব্রতগণেরই সংসার প্রার্থনা। গৃহব্রত, সংসার ও সুখ-দুঃখ-ফলাদি অনিত্য। তজ্জন্য সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভক্তের অপ্রয়োজনীয়। হরিজনগণের হরিভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন বাসনা নাই। হরিজনগণ সংসারে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় সুখ-দুঃখভোগের জন্য ব্যস্ত নহেন। সাংসারিক সুখ-দুঃখভোগে সর্ব্বদা উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত। জড়রসভোগে অভাব, শোক ও মোহ বর্ত্তমান। চিন্ময় রস পরম উপাদেয়, অভাববর্জ্জিত ও নিত্যকাল অধিষ্ঠিত। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত নিত্য।

"অনর্থের দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে অনর্থ ঘটে, তদ্দ্বারা তাহাকে অনর্থের উপশমকারক বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মফল-ভোগপিপাসা কর্ম্মফল-ভোগদ্বারা কখনই প্রশমিত হয় না। নাম ভজন-বিচারে যে অপরাধ ঘটে, তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধবর্জ্জিত অবস্থায় অবিশ্রান্ত নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নামসাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণকালে নিরপরাধ—এই

অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধকালে নামগ্রহণ-সেবার বিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কখনই নাম-সাধন বলা যাইতে পারে না। অপরাধ-বলে অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু নাম নহে। অপরাধবিমুক্ত অবস্থায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থ-নাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ থাকাকালে অনর্থের অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। অভক্তি-ফলভোগমূলক কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারণ নহে বা হরিবিমুখতাদ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের কথিত 'বিষের ভাণ্ড'দ্বারা মনুষ্যের কর্ম্ম বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে বিমুক্ত হইবার কৃত্রিম চেষ্টা কখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে সুফল উৎপাদন করাইতে পারে না। কর্ম্ম বা হঠযোগ-পথ সংসারে পুনরাবৃত্ত করায়।

"মুক্তপুরুষগণেরই শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন। বদ্ধজীবগণ কখনই ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞগণের হরিসেবাই একমাত্র কৃত্য। তাঁহারা অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া ব্যবহারিক জগতে স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে যত্ন করেন না। অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণব্রুবগণের ন্যায় অচ্যুতাত্ম-ব্রহ্মজ্ঞ ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করেন না। ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তন হইলেই জীবের যাবতীয় জিজ্ঞাসার সদুত্তর-প্রাপ্তি ঘটে।"

—**শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী,** সজ্জনকিঙ্কর

শ্রীগুরু-চরণে বিজ্ঞপ্তি

(কবে) রুদ্ধ হৃদয়-কবাট খুলিয়া
　　(তাহে) তোমার আসন পাতিব।
(কবে) সংসারসুখ-বাসনা ভুলিয়া
　　(গুরো) তোমা'-সেবাসুখে মাতিব॥
(কবে) জড় আকাঙ্ক্ষাসমূহ ফেলিয়া
　　(নাথ ?) অপ্রাকৃত আশা পোষিব।
(কবে) ঐ শ্রীচরণে আমারে ফেলিয়া
　　(প্রভো) তব যশ বিশ্বে ঘোষিব॥

(কবে) নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যজিয়া
(তব) দাস বলি' নিজে জানিব।
(কবে) তব চরণযুগল ভজিয়া
(মম) জীবন সার্থক মানিব॥
(কবে) ভোক্তার সজ্জা সমূলে ছাড়িয়া
(নাথ!) তব যশোনাম জপিব।
(কবে) বিষয় হ'তে মনটি কাড়িয়া
(প্রভো) তোমার চরণে সঁপিব॥
(কবে) হেমকামিনী-লোভ তেয়াগিয়া
(নিজ) প্রতিষ্ঠা আর না মাগিব।
(কবে) মায়া-পিশাচী-কবলে না গিয়া
(আমি) মোহঘুম হ'তে জাগিব॥
(কবে) প্রাকৃতবুদ্ধ্যে তোমা' না দেখিয়া
(প্রভো) তোমাতে অসূয়া ছাড়িব।
(কবে) তব করম-কলাপ দেখিয়া
(তোমা') মর্ত্ত্যবুদ্ধি নাহি করিব॥
(কবে) শরণাপত্তি চরণে লভিয়া
(সব) সংসার-যাতনা নাশিব।
(কবে) তোমার নফর-বেশেতে শোভিয়া
(পরা) নির্ব্বৃত্তি-সাগরে ভাসিব॥
(কবে) দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ ত্যজিয়া
(দেহ) আবরণমাত্র বুঝিব।
(কবে) দেহ-স্বজন-মোহে না মজিয়া
(নিত্য) নিজজন ভক্তে খুঁজিব॥
(কবে) অসাধু-সঙ্গ দূরে উৎসজ্জিয়া
(ভক্ত) সাধুসঙ্গরত হইব।
(কবে) লোকব্যবহার সকল বর্জ্জিয়া
(তব) সেবক-শরণ লইব॥

(কবে)　তোমার নির্দ্দেশে প্রবুদ্ধ হইয়া
　　(পূত) মাধুকরী-বৃত্তি সাধিব।
(কবে)　তোমার ঘরে কুক্কুর রহিয়া
　　(সদা) নির্ম্মল আনন্দে কাঁদিব॥

(কবে)　সেবাধিকার যাইবে বাড়িয়া
　　(জড়) আলস্য দূরেতে ত্যজিব।
(কবে)　ভোগবাসনা একান্ত ছাড়িয়া
　　(সদা) হরেকৃষ্ণ রাম ভজিব॥

(কবে)　সাধূপদেশ শ্রবণ করিয়া
　　(হেয়) গ্রাম্যবার্ত্তা-চর্চ্চা ছাড়িব।
(কবে)　শ্রুতবিষয় কীর্ত্তন করিয়া
　　(ক্রমে) শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমে বাড়িব॥

(কবে)　গৌর-নিতাই-চরণ ভজিয়া
　　(মম) জনম সার্থক করিব।
(কবে)　শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ে মজিয়া
　　(নিত্য) বৃন্দাবন-ধামে চলিব॥

—শ্রীমতী উষালতা দেবী

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত"

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে আকাশে-বাতাসে আনন্দকল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও আগামী ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী উৎসবে পঞ্চশততম আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ অধিবাসানুষ্ঠান ও কীর্ত্তন মহোৎসবের আয়োজন

করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিচারে আগামী পূর্ণিমাতে পঞ্চশত গৌরাব্দ আরম্ভ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের তিথি-বিচারে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া সভা-সমিতির মাধ্যমে শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলাকথা কীর্ত্তন প্রচার করতঃ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কেহবা পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে বিরাট কীর্ত্তন-মহোৎসবে ব্রতী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিথি-বিচার এইরূপ—চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।

পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজও শ্রীগৌর-বিনোদ-সরস্বতী-কেশব-ধারায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পঞ্চশততম শুভাবির্ভাব উপলক্ষে একটী "বিশেষ-সংখ্যা" প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীল মহারাজজী মাদৃশ অধমকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ উক্ত "বিশেষ-সংখ্যায়" লিখিয়া পাঠাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম শিরোধারণ করিয়া শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকথা কিঞ্চিৎ কীর্ত্তনে ব্রতী হইলাম। শ্রোতৃবৃন্দ নিজগুণে এই অধমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীগৌরহরি প্রণাম-মন্ত্রে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবের অভিনয় করিতেছেন। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি শিক্ষা দান করিবার জন্য নিজের পরিচয় দিলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোত্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। কখনও স্বয়ং অবতারী, কখনও বা অবতাররূপ ধারণ করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন।

প্রতিযুগেই ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া আবির্ভূত হন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও তাঁহার পরিকরগণকে সঙ্গে করিয়া আজ হইতে ৪৯৯ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটলীলাহেতু আজ আমাদের তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার মহাবদান্যতা, ভক্ত-মাহাত্ম্য-কথা, ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার ও সর্ব্বোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মহিমা ইত্যাদি বহু লীলাচরিত শুনিবার ও জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

শ্রীগৌরলীলায় গৌর-পার্ষদগণের আলোচনা না করিলে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। অতএব, গৌরপরিবারগণের কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিয়া আত্মশোধন করিতে যত্নবান্ হইলাম।

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন জন হও শিশু অল্পমতি॥"

চৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌরপ্রণামে জানাইলেন,—

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥

আজানুলম্বিতভুজ, কনকাভ তনু, কমলায়ত চক্ষু, শ্রীগৌরসুন্দরের ভুবন-মোহন রূপ স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেই তাঁহার ভক্ত ও পরিকরগণের লীলাকথা মানসে উদয় হয়। গৌরভক্তগণের নিত্যসঙ্গ করিলেই শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত জানা যাইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের আলোচনার পূর্ব্বে "শ্রীগৌড়ীয় মঠ" সম্বন্ধে দু' একটি কথা আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, আজ বিশ্বব্যাপী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে এই গৌড়ীয় মঠের মাধ্যমেই।

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছু কাল পরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে অনেক অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে জগৎ হইতে শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের কথা লোপ পাইতে থাকে। তৎকালে শিক্ষিত-সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে "নেড়া-নেড়ীর"-ধর্ম্ম বলিয়া নাসিক কুঞ্চিত করিতেন। শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল অসৎসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়া উঠিল।

ক্রমে ক্রমে গৌড়ীয়-গগনে কালমেঘের ঘনঘটা আরম্ভ হইল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইল। বৈষ্ণব জগতে শুদ্ধভক্তিধারার ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশনের মাধ্যমে অপ্রাকৃত তত্ত্বের আচ্ছাদন দূরীভূত করিলেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনীর ভাষা ছিল—"হরিভজন কর, করাও"। তাঁর অপ্রকটের পরে ধর্ম্মের এবম্বিধ দুরবস্থায় ভাগবত-ধর্ম্মের শুদ্ধ প্রচারকেন্দ্রের একান্ত প্রয়োজনহেতু জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বাংলা ১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ২৭শে মার্চ বুধবার ফাল্গুনী পুর্ণিমায় সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রকট করেন। উক্ত দিবসেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-বিগ্রহ স্থাপিত ও শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তিনি আশ্রিত বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমলপ্রেমবাণী ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাকথা প্রচার করিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ ও মন্দিরাদি প্রকটিত হইলেন,—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রেরণায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল উদ্দেশ্য—"Back to God and back to Home is the message of Shri Goudiya Math."

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের দু'একটি অমূল্য বাণী উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—"নির্ভীক হয়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝিতে পারিবে। লোককে সত্য কথা বোঝানো যায় না।"

"শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের ন্যায় জড়-জগতের চিন্তাস্রোতে এমন মহাবিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হইয়াছে, পারমার্থিকগণ বিচার করিবেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী,—

পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সার্থকতা আজ আমরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অনুধাবণ করিতেছি। বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার ফলেই শ্রীভগবানের শাশ্বত বাণী শ্রীহরিনামের মধ্য দিয়াই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।

আসুন, এক্ষণে আমরা শ্রীগৌর-পরিকরগণের লীলা অনুশীলন করি। শ্রীবৈষ্ণব-বন্দণায় জানিতে পারি,—

"যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই পতিত-পাবন। অতএব তাঁহাদের গুণগাথা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হইবে। পরদুঃখ দুঃখী শ্রীগৌর-কিঙ্কর শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর সমস্ত পাপ নিজের মাথায় লইয়া দীন-দুঃখী জীবের জন্য শ্রীগৌরচরণে আবেদন করিতেছেন,—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করি' নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২, ১৬৩)

এইখানেই গৌর-পরিকরের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে বহু ধর্ম্ম-প্রচারক আসিয়াছেন, কিন্তু অপরের পাপের বোঝা মাথায় করিয়া নরক ভোগ করিবার বাসনা জগতে দেখা যায় না। অতএব হে শ্রোতৃবৃন্দ! অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা অনুধাবন করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণরূপ দর্শন ও তাঁহার প্রেমভক্তিতত্ত্ব গ্রহণ সকলের ভাগ্যে সম্ভবপর নয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন,—

জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১০৫, ১০৬)

এই অবতারে পাত্র সাড়ে তিন জনই গৌররসাস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন,

এবং অন্যান্য পরিকর বা পার্ষদগণ তাঁহার লীলাবস্তু পুষ্টি করিবার জন্য উপকরণ-স্বরূপ ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পার্ষদগণকে সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর লীলাও তদ্রূপ। পরিকরগণকে বাদ দিয়া তাঁহাকে জানিবার ও দেখিবার চেষ্টা করিলে বিফলমনোরথ হইতে হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভুর যে-সমস্ত পার্ষদবর্গ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহাদের সকলের প্রধান ছিলেন—শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে "বড় গোসাঞি" নামে খ্যাত ছিলেন।

এখানে একথা বলিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবেন না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ষড়্গোস্বামীর উপর যে সেবা কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তিতে মহীয়ান্ ছয়জন মহাপুরুষ একসঙ্গে পৃথিবীর কোন দেশে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন চরিত কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে অখিল-চেষ্টাপর লীলায় মহিমান্বিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণলীলার পরিকর ছিলেন। "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" আলোচনা করিলে তাঁহাদের লীলাকথা জানা যাইবে। সেইহেতু, ভক্তগণ সকাল-সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করেন—

"শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট—রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥"

এই লীলার একটী পরমাশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যাঁহারা জীবনের অধিকাংশ সময় নবাব হোসেন শাহ সরকারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজনীতি ও সমরনীতি চর্চা করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, গোপালচম্পূ, বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ হরিভক্তি-বিলাস" রচনা করা? শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের জনক শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বিরচিত 'ষট্সন্দর্ভ', আজও পৃথিবীর যে-কোন দার্শনিকের শ্লাঘার বস্তু। তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের প্রেরণা, তাঁহাদের আদর্শ বহুঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আজও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

সচল-অচল জগন্নাথের মিলনক্ষেত্র নীলাচল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সময়কালে মধুময় হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই ছিলেন তখন নীলাচলের অন্যতম আকর্ষণ। তিনি প্রকটলীলার শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়া প্রথম ছয়

বৎসর বিভিন্ন ভক্তগণের সঙ্গে পুরীর বিভিন্নস্থানে সঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথায় নিমগ্ন ছিলেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর বিপ্রলম্ভভাবে স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায়-রামানন্দ সহ গম্ভীরায় নিভৃত প্রকোষ্ঠে নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম লীলারসাস্বাদন করিতেন। কখনও শ্রীরাধাভাবে বিরহ-বেদনায় ক্রন্দন করিতেন—

'হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও, কাঁহা পাও, মুরলীবদন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৫)

বৃন্দাবনের ভক্তগণ প্রায় সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী, কিন্তু নীলাচলের ভক্তদের মধ্যে দেখিতে পাই, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, রাজা, ভিক্ষুক, পণ্ডিত ও মূর্খ। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মহিমাকীর্ত্তন তাঁহারাই করিতে সমর্থ, যাঁহারা তাঁহার নিজজন। প্রথমে যাঁর নাম করিতে হয়, তিনি হলেন শ্রীরায়-রামানন্দ। তিনি ষড় রিপুজয়ী ভক্ত। তাঁহাকে বিভিন্নরূপে দেখা যায়,—সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্য শিক্ষক, দার্শনিক; এককথায় সমস্তরকম ললিতকলার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার মধ্যে দেখা যায়। তারপর আছেন—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, মহারাজ প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত। নীলাচলে আর একজন ভক্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি নাম-সাধনার মূর্ত্তবিগ্রহ, আমাদের নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর—ব্রহ্ম হরিদাস। তিনি নাম-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর পরিবারগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয় তাঁহারা হইলেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। ইঁহারা স্বতন্ত্র-ঈশ্বর ও সমস্ত সীমারেখার ঊর্দ্ধে। তাঁহাদের লীলাকথা আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। এই প্রসঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের কথা আসে। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী তাঁহার কড়চায় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকম্॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু-নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ," —বাংলার ঘরে ঘরে এই পঞ্চতত্ত্বের নাম সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কীর্ত্তিত হন।

শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল বা গৌরমণ্ডলের অন্তর্গত রাঢ় দেশের ও অন্যান্য গৌর-ভক্তগণের কতিপয় নামোল্লেখ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের কথা শেষ করিতেছি, যদিও এই লীলার শেষ নাই। পরিকরের মধ্যে শুক্লাম্বর

ব্রহ্মচারী, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারিগুপ্ত, নরহরি সরকার ঠাকুর, গৌরীদাস পণ্ডিত, অদ্বৈততনয় অচ্যুতানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শিবানন্দ সেন, কুলীন গ্রামের গুণরাজ খাঁ, সত্যরাজ খাঁ, মালাধর বসু, সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ইত্যাদি। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন। দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥" কৃষ্ণপ্রেমধনই ছিল ইঁহাদের মূল-প্রয়োজন।

অগণিত গৌরপরিকর ও অনন্ত তাঁদের লীলা। এ লীলার অবধি নাই—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥"

যুগ যুগ ধরিয়া শ্রীব্যাসদেব বলিলে ও গণেশ লিখিলেও তবু হয়ত ইহার শেষ হইবে না। অসীমের সীমা টানিতে হয়, তাই শ্রীলোচনদাস, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি অলৌকিক মণীষিগণ টানিয়াছেন।

এবার আমরা কৃষ্ণলীলামৃতসার যে লীলা, সেই শ্রীচৈতন্যলীলা রসাস্বাদন করি,— চৈতন্যলীলা—অমৃতপুর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।২৭৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু কলিকালে ছন্ন-অবতারীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব ও ভগবত্তা-বিষয়ে বহুশাস্ত্র-প্রমাণ পাওয়া যায়,—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ (উপপুরাণ-বচন)

হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব। ভাগবতে—কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং', আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ', 'ছন্ন কলৌ' ইত্যাদি বাক্যে, মহাভারতে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এবং বেদশাস্ত্রে, উপপুরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতারীত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি প্রমাণ-শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৩)

মায়াবদ্ধ জীবের ভগবৎস্মৃতি-জ্ঞান না থাকার দরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান্। তবে ভগবান্ করুণা করিয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার কথাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

ভারতের উর্ব্বর ভূমিতে তথাকথিত ভগবান্দের আবির্ভাব অহরহঃ হইতেছে, কয়েক দশক পূর্ব্বেও হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে। এই সমস্ত তথাকথিত ভগবান্দের আগমন সমাজের উৎপাতের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিতে তৎপর। কে যে সত্যিকারের ভগবান্ বা অবতার এবং কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম, তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা ধর্ম্মজ্ঞানহীন জনগণের নাই। কারণ তাঁহারা মায়ার দ্বারা নিষ্পেসিত হইয়া বস্তু নির্ণয়ে অসমর্থ। অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান এবং বস্তুকে অবস্তুজ্ঞান করিয়া বিবর্ত্তবাদের গর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। এই বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদের হাত হইতে এবং তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্দের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—সাধুসঙ্গ।

মায়ারে করিয়া জয়, ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরুকৃপা বিনা নাহিক উপায় ॥

নারদ পঞ্চরাত্র (১।১০।২৯) বলেন,—

এবং বৈষ্ণব সংসর্গাৎ বিষ্ণোরুচ্ছিষ্ট ভোজনাৎ।
বিষ্ণুমন্ত্র-প্রসাদেন বিষ্ণুমায়া-বিমোচিতঃ ॥

ভক্তসঙ্গ-প্রভাবেই ভক্তির উদয় হয়। "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে" —এই ভক্তিবলেই শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎ লাভ হয়। শ্রুতি বলেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

সুতরাং, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেমভক্তিকে জানাইবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিরূপে গৌণ ভাবে অবতীর্ণ হন এবং মুখ্যভাবে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা আস্বাদন করিবার জন্য রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু ঔদার্য্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে প্রকটিত হন। প্রকৃত-পক্ষে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই "মাধুর্য্যলীলা" এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে "ঔদার্য্যলীলা" প্রকট করেন।

ভগবান্ কাহাকে বলা হইবে ? বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ যাহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রকটিত হন, তিনিই ভগবান্। অন্যত্র পাই,—কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ।

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১) জানাইয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শাস্ত্র ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন, এস্থলে কিঞ্চিৎমাত্র দিগ্‌দর্শন করা হইল। অতএব পাঠকবৃন্দ অনুধাবন করুন, কাঁহাকে ভগবান্ বলা হইবে ? আজকাল বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বহু ভগবানের আবির্ভাবের কথা শোনা যায়। যাহাকে তাহাকে ভগবানের আসনে বসাইয়া পূজা-হোম-যজ্ঞ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ অনধিকারীকে অধিকারীর সম্মান দিয়া তথাকথিত সাম্যবাদের প্রচার করা হইয়াছে। এইরূপ লোকঠকানো ধর্ম্ম-প্রচারকদের বহু কীর্ত্তিকলাপও সংবাদপত্রের শিরোনামায় দেখা যায়।

অধুনা শিষ্যের সংখ্যাগত বিচারদ্বারা গুরুর গুরুত্ব নিরূপণ করা হয়। সেইসব গুরুব্রুবগণ নিজদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। অথচ তাঁহাদের জিহ্বায় ভক্তি, ভক্ত, ভগবানের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই স্থান পায় না। বর্ত্তমান জগতের গুরুগণ ভগবানের আসন দখল করিয়া বসিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবান্‌কে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই নাই। গুরুদেব কখনও ভোক্তা ভগবান্ হন না, তিনি শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। অনভিজ্ঞ গুরুব্রুবগণ ও তথাকথিত ভগবান্‌দের সম্বন্ধে আদালতে মামলা-মোকদ্দমার অভাব নাই। অতএব তথাকথিত পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামধারী ভগবান্‌দের আচার ও প্রচারের গুণাগুণ বিচার করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে, কে কোন্ জাতের ভগবান্।

প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়,—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। তবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, ভক্ত ইত্যাদি স্ব স্ব অধিকার অনুসারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু 'সব সমান' একথা শাস্ত্রে কোথাও বলা হয় নাই।

"কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৮৩)

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৩)

কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় এবং প্রেম—প্রয়োজন। এই তিন মহাজন প্রচার করিবার জন্যই স্বয়ংকৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু আশ্রয় করিয়া গৌর-সুন্দররূপে সপরিকর কথনও বাহ্য ও গুহ্যভাবে অবতীর্ণ হন। ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাবের বাহ্য কারণ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ (বিদগ্ধমাধব ১।২)

শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের গুহ্য কারণ,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
(শ্রীস্বরূপগোস্বামীকড়চা)

শ্রীগৌর-ভগবান্ ভক্তগণকে রাগমার্গীয় ভক্তির আচরণ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য এই কলিযুগে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে প্রকটিত হন।

মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমন্দোদয়া দয়াই চিত্তে প্রেমভক্তির উন্মাদনা বিস্তার করে। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর প্রাণধন শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্-গ্রন্থে শ্রীগৌরলীলার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় ও কৃপা ব্যতীত এই ভব-সংসার পার হইয়া সঙ্কীর্ত্তন রসাস্বাদন ও কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভ সম্ভবপর নহে।—

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তিশ্চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণং প্রযাতু॥

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ গৌর-আনুগত্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা অসম্ভব তাহাও তাঁহার 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্' গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১১।১০৭)

শ্রীল গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব-মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু যে অভিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব, তাহা নিজ নিজ ভাষায় ও ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

জয় নন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুর-মনিগণ-মনোমোহন ধাম ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কীর্ত্তনে লিখিয়াছেন,—

বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
'মহাপ্রভু' নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন,—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হৈল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তাঁর সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরির ভগবত্তা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়,—

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব, তাঁহার কিঙ্কর ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তার দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮২-৮৩)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"। তিনি গৌণভাবে

নাম-মাহাত্ম্যও প্রচার করিয়াছেন। কাশীধামে মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি মহাপ্রভুর নৃত্য-গীতকে হীনাচার বলিয়া বর্ণন করিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর নাম-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিলেন,—

প্রভু কহে,—শুন, শ্রীপাদ ইহার কারণ।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

(বৃহন্নারদীয় ৩৮।১২৬)

ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোঁসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণের নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥

শ্রীহরিনামের এরূপ শক্তি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব কি করিয়া বুঝিবে? দ্বিজ চণ্ডীদাস কীর্ত্তন করিলেন,—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥

আশি বৎসরের বৃদ্ধ মহাভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধ-জ্ঞানের অধিদেবতা শ্রীমদনমোহনের আদেশে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা চরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যভজনে দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহার লেখনীতে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।—

চৈতন্য-চরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয়, রস আস্বাদন ॥
চৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ॥
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতসিন্ধু।
জগৎ জানাইতে পারে যারে একবিন্দু ॥

অতএব শ্রীচৈতন্যলীলার রসাস্বাদন ও শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করিতে হইলে চৈতন্য-ভক্তসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন,—

চৈতন্য-ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥

চিজ্জড়সমন্বয়বাদ বা তর্কদ্বারা গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার রসাস্বাদন অসম্ভব,—

তর্ক না করিহ তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥
"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।"

অতএব, তর্কের আশ্রয় না করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীচৈতন্যলীলা রসাস্বাদনে অগ্রসর হওয়া উচিত। বিশ্বে প্রেম একবারই আসিয়াছিল—আজি হইতে ৪৯৯ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলার মাটিতে। যাহা পরিবর্ত্তিকালে বিশ্বের গ্রামে গঞ্জে প্রবাহমান। যিনি এই প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি

নদীয়া-পুরন্দর প্রেমঘন-বিগ্রহ শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, যাঁর গুণগানে "পশুপাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে।" কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বনপথে গমন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি' প্রভু যবে বলিল।
কৃষ্ণ কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি'॥

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনবদ্য রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যে সেই যুগের প্রতিটি মানুষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং এখনও হইতেছেন সেই নিত্যরূপ মধুরিমায়। তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ—সমদর্শী। সমাজের সকল আত্মিক দৈন্য, সকল নীচতার বেদনা, সকলপ্রকার সমস্যার কঠিনতা দূরীভূত করিয়াছিলেন এক মহাসাম্য নীতির ভূমিকায়। তাঁহার আহ্বানে শান্তির সন্ধান পাইয়া অনন্ত জীবনিচয় ধন্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগ বলিতে বিজ্ঞানের যুগ বুঝায়। এই যুগের সভ্যতাকে যন্ত্রের সভ্যতা বলা হয়। এই যুগে মানুষে মানুষে হানাহানি, একে অপরে অবিশ্বাস প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবেশী হইয়াছে অপরিচিত। ফলে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলিয়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি করিয়াছে নরমেধ যজ্ঞের বিভীষিকাময় পটভূমিকা। হিরোসিমা ও নাগাসিকার কথা আমরা এখনও ভুলি নাই।

বর্ত্তমান বিশ্বে বহু শীর্ষসম্মেলন হইয়াছে। কত মহা মহা রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্বে শান্তি আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কালের অমোঘ নিয়মে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া গিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ সভা হইতেছে আর ভাঙ্গিতেছে। মুল সমস্যার সমাধান তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। ধন-জন-মদে মত্ত রাষ্ট্রনায়কগণ অবিশ্বাসে ভরপূর। স্নেহ, মমতা, প্রীতি-ভালবাসার একটু কণিকাও তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর 'অমানী মানদ ধর্ম্ম'কে আশ্রয় না করিলে বিশ্বশান্তি সুদূরপরাহত। গীতায় (১৮।৬২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

আজিকার এই অশান্তির দাবানলে জর্জ্জরিত বিশ্বের শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে ঔদার্য্য-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পাদপদ্মই একান্ত ভরসা। নাস্তিকতা ও অপধর্ম্মে ভরপুর এই বিশ্বে প্রেমের ঠাকুর গোরার আগমনবার্ত্তা লইয়া আসিলেন মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। তাঁহারই হুঙ্কারে সেই প্রেমঘন-বিগ্রহ ব্রজনাগর অবতীর্ণ হইলেন শ্রীজগন্নাথের আঙ্গিনায় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে।—

"পুরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজরূপ ধরি' কাঁচাসোনা।
আঁখিযুগ ঝর ঝর, যেন নব-জলধর,
দশন বিজলী জিনি' ছটা॥"

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জগৎ প্রেমবন্যায় ডবুডুবু। সর্ব্বত্রই যেন আনন্দকল্লোলে ভরপূর। এরূপ ভাব পূর্ব্বে কখনও হয় নাই এবং পরে হইবে কিনা, তাহা বিধির অগোচর।

বৈষ্ণব মহাজনগণের দৃষ্টিতে—

হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ-রঙ্গ॥
এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই-চৈতন্য, পরম করুণা করি'।
বিধি অগোচর, যে-প্রেম-বিকার, প্রকাশে জগৎ ভরি'॥
উত্তম-অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক্ কোল।

শ্রীগৌর-প্রেমের স্বভাবই এরূপ। কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহবা নাচে। আজকাল ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এবং তথাকথিত সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা ও ধর্ম্ম-প্রচারকদের দৃষ্টিতে—মহাপ্রভুর ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের বিচার ছিল না। ইহা একটি প্রবাদবাক্য মাত্র, ইহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব নিরূপণে অক্ষম বলিয়াই এবম্বিধ ভ্রান্ত প্রচারে সচেষ্ট হন। ইহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে গীতার শ্রীভগবদ্‌বাণী অসত্য প্রমাণিত হইবে।—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ (গীতা ৪।১৩)
আপনি করিমু ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০-২১)

ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌর-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সনাতনী বাণীই প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কি-প্রকারে ভগবদ্বাণী উল্লঙ্ঘন করিলেন ? শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে পাই,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

অতএব শ্রীগীতা-ভাগবতের বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিরপেক্ষ ও সমদর্শন ভাব জীবের বোধগম্য না হওয়ায় এরূপ বিভ্রান্তিকর প্রচার সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের গভীর লীলারহস্য কে বুঝিতে পারে,—

"চৈতন্যের লীলা গম্ভীর, কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভ রসের অবতার নিত্য-শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার উন্নত উজ্জ্বলরসের বিচার ও আস্বাদনের অধিকারী কে ? যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত "শ্রীশিক্ষাষ্টক" অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার ও তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ। এই অমূল্য গ্রন্থে "সাধন ভক্তি" "ভাবভক্তি" ও সাধ্য "প্রেমভক্তি" প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত," তাহা হইলে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা জানিবার সুযোগ আমাদের আর কি হইত ? শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধন-ভজন সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়াছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত একটি শ্লোক উদ্ধার করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥
"গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পাই ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥

রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলয় তব গোকুল-কান॥"
"রাধিকা উজ্জ্বল-রসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য॥

এক্ষণে শ্রীরাধামাধবের শুদ্ধপ্রেম ও উজ্জ্বলরসের আস্বাদন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু যেভাবে করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

আজকাল 'প্রেম' শব্দটি পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষের মিলনের পূর্ব্বরাগকে প্রেম বা ভালবাসার লক্ষণ বলিয়া সমাজে প্রচলিত আছে। ইহাকে আত্মেন্দ্রিয় ভোগ-হেতু ভালবাসার পরিবর্ত্তে কাম বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। 'প্রেম'-শব্দটী ভগবৎ-সম্বন্ধপর। ইহাকে বিষয়-ভোগপর জীবের সম্বন্ধে ব্যবহার করা শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অধুনা 'জীবে প্রেম'-শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক ধর্ম্মের প্রবক্তাগণ বলেন,—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বরে। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বরে॥' যাঁহারা জীবকে শিবজ্ঞান করেন, ইহা তাঁহাদেরই কথা। মায়াবাদের কথা—'জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে।' জীব সেবা করিলে ব্রহ্মের সেবা হয় ইত্যাদি। ইঁহাদের কাছে আরাধ্য, আরাধক ও আরাধনা বলিয়া কিছুই নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ প্রেমের ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

সম্যঙ্‌ মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ৪।১)

যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যগ্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতা-যুক্ত এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব, তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম কহিয়া থাকে। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একমাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেমযুক্তা মমতা, তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি 'ভক্তি' বলিয়াছেন।

শাণ্ডিল্য সূত্রে পাই,—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" শ্রীনারদ ঋষি ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—'সা কস্মৈ পরম প্রেমারূপা"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাম ও প্রেমের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন,—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৪-১৬৬)

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৭১০)

কৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবাই গোপীদের সেবাসুখ-তাৎপর্য্য। প্রেমের দ্বারা অন্য কোন ফলের আশা করেন না :—

দারিদ্র্য-নাশ ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪২)

নামসাধনের ফলেই প্রেমলাভ হইবে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জীবকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন, কারণ "জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস"; অতএব সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান-যোগেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত করিয়া বৈষ্ণবগণ "জীব-শিব" এই জ্ঞান না করিয়া জীবে সম্মান দিবে জানি' "কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"—এই মহাব্রত পালন করে।—

"এই মত হইয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৬)

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত", তবে মধুর বৃন্দা-বিপিনে বরজ-যুবতীর-ভাবের কথা জানিবার শক্তি কি আমাদের লাভ হইত?

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও রায়রামানন্দ সেই মধুর বৃন্দা-বিপিনের যুবদ্বন্দ্বের প্রেমের কথাই জগৎকে জানাইয়াছেন। শ্রীরামানন্দ শূদ্র-কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহার অন্তর যে প্রেম-ভক্তিতে প্লাবিত ছিল, তাহা মহাপ্রভুর সহিত গোদাবরীতটে কথোপকথনে প্রকাশ পাইল। সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্র-দর্শন-স্পর্শন বেদ-নিষিদ্ধ হইলেও মহাভাগবত কখনও বর্ণ বা আশ্রমে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বদা প্রকৃতই সঙ্গযোগ্য, এই শিক্ষা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায়কে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যে যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥ (নারদীয় পুরাণ)

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৭)

কোন যুগে কোন ধর্ম্ম-প্রচারক বা মহাপুরুষ বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিভজন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; তিনি আর কেহ নহেন—তিনিই কলিযুগপাবনাবতারী রাধাভাবে বিভাবিত ঔদার্য্যময়বিগ্রহ-স্বরূপে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু। গীতার সর্ব্বজনগ্রাহ্য শ্লোক—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীঃ ১৮।৬৭)

হে শ্রোতৃবৃন্দ, হে রসিক ভক্তবৃন্দ! আপনারা বিচার করুন—শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ রসের রসিক ছিলেন এবং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতকে কি দান করিতে দয়া করিয়া গোলোক হইতে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গোপীর "কৃষ্ণপ্রেমই" সাধ্যাবধি বলিলে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পুনরায় প্রশ্নে রায় রামানন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন—

রায় কহে,—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি, আছয়ে ভুবনে॥
ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম-'সাধ্যশিরোমণি'।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৯৭-৯৮)

ইহার পরে রায়-রামানন্দ কৃষ্ণস্বরূপ, রাধা-স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ, প্রেমতত্ত্ব ও সর্ব্বশেষে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ় মহাভাবময় স্বকৃত একটী গীত এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ পরম সাধ্যবস্তু করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'রাধালিঙ্গিত' রসরাজ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। এইভাবে রসিকভক্তসহ মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীরায়ের দর্শন—মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য, শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতিগূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদিভাবে না হয় গোচর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৯৯-২০০)

পদকর্ত্তা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর গুণগান কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। যাঁহার আবির্ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূহ্য লীলারস

জগদ্বাসী আস্বাদন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি যে একজন॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের শ্রীচরণে প্রণতঃ হইলাম,—

অলৌকিক লীলা প্রভুর আলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্য লীলা 'অলৌকিক' জান।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, সত্য করি' মান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২২৫-২২৬)

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য-চরিতামৃতম্॥

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী**, ভক্তিভূষণ

প্রার্থনা

কবে শ্রীগৌরাঙ্গ, বলিতে এ অঙ্গ,
পুলকে পূরিত হবে।
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কবে বা নয়নে,
অশ্রুধারা প্রবাহিবে॥

অক্রোধ পরমা- নন্দ নিত্যানন্দ,
স্বরূপ শ্রীগুরু কবে।
অনাথ ভাবিয়া আমার গৌরাঙ্গ,
শ্রীচরণে সমর্পিবে॥

কবে কৃষ্ণেতর বিষয়াভিমান,
পুড়িয়া অঙ্গার হ'বে।
কবে বা আমার চিৎ অনুরাগ,
শ্রীগৌরাঙ্গে উপজিবে॥
অন্য অভিলাষী কর্ম্মী জ্ঞানী সঙ্গ,
কবে বা যাইবে মোর।
কবে বা শ্রীগুরু চরণ কৃপায়,
নাম রসে হব ভোর॥
কবে সে বুঝিব নাম চিন্তামণি,
জড়াক্ষর কভু নয়।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-স্বরূপ,
শ্রীরস বিগ্রহ হয়॥
কবে সে বুঝিব নাম নিত্য শুদ্ধ,
নিত্য পূর্ণ মুক্ত এই সে সার।
নাম নামী ভিন্ন নহেন কখন,
প্রপঞ্চে উদিত অক্ষরাকার॥
এহেন শ্রীনাম একান্ত আশ্রয়ে,
নামাভিন্ন নামী শ্রীকৃষ্ণ পাই।
কবে সে বুঝিব নামাশ্রয় রীতি,
যাহে অপ্রাকৃত শ্রীনাম গাই॥
প্রথমাপরাধ, সাধুনিন্দা কবে,
হইয়া বিরত লইব নাম।
দ্বিতীয়াপরাধ, অন্য দেবতায়,
শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান॥
তৃতীয়ে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব-বেত্তা গুরু,
অবজ্ঞা কখন না হয় যেন।
চতুর্থাপরাধ, অতি সে বিষম,
শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা ছাড়িয়ে প্রাণ॥

পঞ্চমাপরাধ　　　নামে অর্থবাদ,
　　সুভীষণ কাল ভুজঙ্গপ্রায়।
নামের অপার　　　ফলশ্রুতি শুনি,
　　তাহে অবিশ্বাস কভু না হয়॥
ষষ্ঠ অপরাধ　　　নাম বলে পাপ,
　　প্রবৃত্তি কখন না হয় লেশ।
(যেন) সপ্তমাপরাধে　　　বীতরাগ রহি,
　　শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ॥
শ্রীনামের সহ　　　অন্য শুভকর্ম্ম,
　　তুল্যজ্ঞান যেন কভু না হয়।
অষ্টমাপরাধ　　　যাহার খেয়াতি,
　　ভজন সুবিজ্ঞ জনেতে কয়॥
নবমাপরাধ　　　নাম সে প্রমাদ,
　　নামে প্রেমভক্তি প্রাপ্তির বাধ।
ভজনান্তরায়　　　সুভীষণ এই,
　　মত্ত হস্তী প্রায় যে অপরাধ॥
দশমাপরাধ　　　অতীব দুর্ব্বার,
　　নামে প্রেমোদ্গম হতে না দেয়।
ব্রহ্ম হরিদাস　　　নামাচার্য্য তারে,
　　অহংমম ভাবাপরাধ কয়॥
শ্রীনাম ভজনে　　　এ দশাপরাধ,
　　শূন্য হয়ে নাম আভাস করে।
করি পাপ ক্ষয়ে　　　শুদ্ধনামোদয়ে,
　　এ অধমে কবে সে (কৃষ্ণ) প্রেম দিবে॥
হেন অপ্রাকৃত　　　এক কৃষ্ণনাম,
　　লইতে নয়নে প্রেমাশ্রু ব'বে।
শ্রীগুরু কৃপায়　　　আমার অদৃষ্টে,
　　হেন দিন কবে উদিত হবে॥

কবে বা সাধন দশার বিয়োগে,
ভাবদশা মোর হবে উদয়।
তদন্তে সে যাহা অতীব মধুর,
মোর ভাগ্যে যদি সম্ভব হয়॥
তবে সে মাহেন্দ্র সুক্ষণ সংযোগ,
কবে বা ঘটিবে আমার ভালে।
সখিরূপা গুরু কৃষ্ণ প্রিয়তমা,
তৎপথ দর্শক সুকৃপা বলে॥

—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও পরাবিদ্যা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥
তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥
বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

যাঁহার করুণালাভ হইলে শ্রীভগবানের করুণা লাভ হয়, পঙ্গু ব্যক্তি গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন, মূক ব্যক্তিও বাচালতা প্রাপ্ত হয়, আমি সর্ব্বাগ্রে সেই

করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিতেছি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া যতটুকু স্মৃতিপটে রাখিতে পারিয়াছি, চর্ব্বিত-চর্ব্বণস্বরূপ তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। বেদান্ত বলিয়াছেন,—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

হে বিশ্ববাসী—শোন, তোমরা সকলেই অমৃতময় ভগবানের সন্তান! আনন্দময়, সচ্চিদানন্দময়, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ভগবানের পুত্র বা অংশ; সুতরাং নিরানন্দ তোমাদের প্রাপ্তব্য বিষয় নহে। কিন্তু আমরা সকলেই কম-বেশী পরিমাণে নিরানন্দগ্রস্ত, সংসার-ত্রিতাপে জর্জ্জরিত। জাগতিক ক্ষেত্রে পিতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধির উত্তরাধিকারী পুত্র, কিন্তু আমরা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত। পিতার অবাধ্য সন্তান যেমন ত্যাজ্য, পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন, তদ্রূপ আমরাও সেই ভগবানের সেবাবিমুখ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি।—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮, ১২০)

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক হিন্দু-সংস্কৃতি নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ বিধ্বস্ত হইবার পরে নবদ্বীপ হইয়াছিল পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। ভারত তথা অন্যান্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ হইতে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই নবদ্বীপে আসিতেন শিক্ষালাভ করিবার জন্য। নবদ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কাহারও শিক্ষা পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মিরী ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র জয়পত্র লইয়া সগর্ব্বে নবদ্বীপের তার্কিক পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী ভয়ে-বিস্ময়ে আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন —কি-প্রকারে নবদ্বীপের গৌরব ও পূর্ব্বপ্রচলিত মান-মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে! অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীনিমাই পণ্ডিত কাহারও অহমিকা ও দম্ভ সহ্য করেন না। তরুণ নিমাই পণ্ডিতের সহিত গঙ্গার তীরে শাস্ত্র আলোচনায় দিগ্বিজয়ীকে নির্ব্বাক্-নিষ্পন্দ করিয়াছিল। অমানী-মানদ ভগবান্ শ্রীনিমাই বলিয়াছিলেন,—

বিদ্যার উদ্দেশ্য নহে এ বিশ্ব বিজয়।
সেবিলে বিশ্বপতিরে বিদ্যা সত্য হয়॥

অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া বাস্তবজ্ঞানহারা হইয়া নিজকে ধীর, বিচক্ষণ, পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ মনে করাই বদ্ধজীবের স্বভাব। যে-বিদ্যায় সত্য সত্য ভগবজ্জ্ঞান লাভ হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ লাভ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বিদ্যা' বলিয়াছেন। 'পণ্ডা'-শব্দের অর্থ হইল—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি; যাঁহার ইহা আছে, তিনিই পণ্ডিত। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (গীতা)। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় স্বয়ং ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ, মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ কিসে জীবের বন্ধন এবং কিসে মুক্তি হয়, ইহা যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত। দেহাদি অনিত্য অনাত্মবস্তুতে অহং-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই মূর্খ। সুতরাং জড়বিদ্যা লাভ করিয়া, বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের বিচারানুসারে প্রকৃত বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত পণ্ডিত হওয়া যায় না। যাঁহাকে জানিলে সব জানা সার্থক হয়, সেই ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভকেই জ্ঞানের চরম ফল বলিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলেই চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম্ম তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা তাহাতে অনুরক্ত হইয়া পরম চৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে। তখন তাঁহারা ইহাই মনে করেন যে, এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নহে, চৈতন্য বস্তুর একটি হেয় প্রতিফলন মাত্র। ইহাতেও বাসুদেব সম্বন্ধ আছে; অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎ-প্রতীতি, তাঁহারা মহাত্মা; সুতরাং জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল সকল অবস্থার মধ্যে ভগবজ্জ্ঞানই একমাত্র তাঁহাদের চরম ও পরম আশ্রয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসিত আচার-বিচারে অনেকেই সদাচারভ্রষ্ট হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের বাহ্যপ্রাণহীন কঠোর শাস্ত্রানু-শাসনেও মানুষ অতিষ্ঠ হইয়াছিল। এই সংকীর্ণতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ও চাঁদকাজীর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরে ১৪০৭ শকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দ্রগ্রহণের সময় চারিদিকে সুমধুর হরিধ্বনির মধ্যে ভক্তবৎসল হরি ভক্তগণের রক্ষার জন্য নামিয়া আসিলেন এই

ধরাধামে। শ্রীচৈতন্যদেব যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম-ভক্তিধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ নিজ নিজ সাধনকে কষ্টকর ও তদ্দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শ্রীনামের আশ্রয় করেন। তাঁহারা সকলেই সাধনকালে এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নামপ্রভাবে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রীহরিনাম প্রেমরূপ ভক্তিরসের নিকট অন্য কোন রসই প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না, সকলেই ভক্তির শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তিধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ঋষি-মুনি অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষের পরমার্থ অনুশীলন প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। জগতের যাবতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি তাহারই মধ্যে অনুস্যূত। ভগবৎ কথাকে কেন্দ্র করিয়া সকল কার্য্যে সকল শক্তি নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেবল খাওয়া-থাকা সকল জীবেরই আছে, মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশই প্রকৃত মানুষের পরিচয়,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়তর্পণাদি সকল প্রাণীরই মধ্যে সমভাবে অবস্থিতি করে; ইহা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম পশু হইতে মনুষ্যকে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। মানুষের গুণ ও ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমেই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের বিচার। একমাত্র মনুষ্য জন্মেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে ভগবান্ শ্রীহরির সেবা করিবার সুযোগ লাভ হইয়া থাকে, যাহা অন্যান্য জন্মে পাওয়া যায় না। সেই কারণে এই মনুষ্যজন্মকে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলা হইয়া থাকে। এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে ঈশ্বরোপাসনা না হইলে ইহার কোন সার্থকতা থাকে না বা তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র শ্রীহরিসেবা-প্রবৃত্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বিদ্যাশিক্ষা এবং সেই পরিমাণে সংসারে সুখ-শান্তিতে বাস করা—ইহাই যদি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষা ও কর্ম্মজীবনে তাহা হইবে কিনা বিশেষ করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক। আমাদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্য যদি পরিণামে সুখ হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য দেশে যাহারা খুব সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া 'স্বাধীন' বলে অভিমান করেন, তাঁহারা আজ নিজেরাই মারামারি করিয়া মরিতেছে কেন? আজ সমস্ত জগৎকে কে স্বল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস করিতে পারিবে, তাহাকে সেইরূপ

উন্নতধরণের সভ্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে! ভারত কখনও ঐরূপ শিক্ষাকে শিক্ষা, সভ্যতাকে সভ্যতা বলেন না। যে শিক্ষায় নিজকে স্বার্থান্ধ করিয়া তোলে, অপরকে মারিয়া নিজকে সুখী করিতে শিখায়, সে শিক্ষার আদর ভারত কখনই করেন নাই, করিবেনও না। প্রাচীন যুগের ঋষি-পরম্পরাগত পারমার্থিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছি, সেই ঋষিগণ আমাদের জন্য তাঁহাদের সাধনালব্ধ সম্পদ বিভিন্ন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের জন্য তাঁহারা বিশ্বের সেবা ও জনগণের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত সেই উত্তরাধিকাররক্ষণ ও পোষণের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অনুশীলন ও সযত্নে বৈষ্ণবধর্ম্মের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ব্যতীত অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে না। তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র ভজনানুশীলন এবং প্রকৃত ধর্ম্মজীবনযাপনে অপরকে সাহায্যদান প্রকৃত মানবসত্তা ফিরাইয়া দিতে সমর্থ।

বর্ত্তমান অশান্তিময় বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে নিরীশ্বর শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নিরীশ্বর শিক্ষাই অশান্তির প্রধানতম কারণ। শিক্ষাধারা কি-প্রকারের হওয়া আবশ্যক তদ্বিষয়েও আমাদের আর্য্যঋষিগণ চিন্তা করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাই সমাজের ও জাতির প্রাণ। আর্য্যঋষিগণের শিক্ষানীতি ছিল—বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেককে সংযম ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের কমবেশী পরিমাণে প্রায় সকলকেই জন্ম হইতেই ব্রত-নিয়মাদি পালনের সৎশিক্ষা লাভ করা। ব্রত-উপবাসাদি নিরর্থক নহে, এর দ্বারা সংযম শিক্ষা লাভ হয়। প্রবৃত্তিমার্গই বা ভোগমার্গই মানুষের চরম অশান্তির মূল কারণ। শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধাদি পালন করিতে মানুষ ক্রমশই নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইতে পারে। ভারতবাসী যেরূপ বাল্যকাল হইতেই নীতি-আদর্শ-সংযম শিক্ষা লাভ করেন, ভারতের বাহিরের লোকেরা সেরূপ সংযম শিক্ষা করিতে সুযোগ পান না। তাঁহার শুধু 'খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর' এই শিক্ষাই লাভ করে—"Eet Drink and be Merry." ইহার পরিণামে তাহারা পাচ্ছে চরম অশান্তি। এইরকম শিক্ষা পারমার্থিক ভারতে কখনও স্থান পায় নাই। ভারতভূমি—ত্যাগের দেশ, বৈরাগ্যের দেশ, ধর্ম্মের দেশ, আদর্শের দেশ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন,—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর উপকার॥

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

নিজে শ্রীহরিভজন করিয়া অন্যকে ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার, ইহাতেই সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। এইরূপ দয়ার কথা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার নিজজন ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকদেবাদি মহাজনগণ যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অনুসরণ-চেষ্টাই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। বেদ-বেদান্ত-ভাগবত-গীতা-রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন তাহা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক অনুশীলন করিতে হইবে; তাহা হইলে প্রকৃত সৎশিক্ষা লাভ হইবে। তদ্দারা দেশের অশান্তি, অভাব-অভিযোগ সমস্তই দূরীভূত হইবে।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থে যে ভক্তিযোগের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে; এমন কি আচণ্ডালকে তিনি প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এইরূপ চিৎ-সমন্বয়ের কথা আর কেহ কখনও ইতঃপূর্ব্বে প্রচার করেন নাই। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইলে প্রকৃত মানুষ হইতে পারা যাইবে; বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে। পাশবিক বল অবলম্বনে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করা বীরত্বের পরিচয় নহে। শক্তিশালী হইতে হইবে, সেইশক্তি মানুষের সমাজের কল্যাণার্থে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা নিজের ও পরের প্রকৃত মঙ্গল হয়—এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার প্রেম ও তেমন সর্ব্বব্যাপকতা ধর্ম্মবিশিষ্ট। ইহাতে কোন সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না; যতই বুঝিবার চেষ্টা করা হইবে, ততই দ্বেষ-হিংসা-বৃত্তি অন্তর হইতে চলিয়া যাইবে—"বসুধৈব কুটুম্বকম্"-বাক্যের উপলব্ধি হইবে। ইহাতেই বিশ্বপ্রেম—সার্ব্বজনীন সৌহার্দ্দ জাগিয়া উঠিবে। ভগবদ্ অনুশীলন-দ্বারাই নিজের ও জগতের কঠিন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে। "শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং বিদ্যাবধূ জীবনম্।" "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া;" "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা, পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

উক্ত বাক্যে প্রকৃত পরাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের মাধ্যমে শিক্ষা পাইলে মানব-জীবন সার্থক হইবে। ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কৃষ্টি, শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্বজগতের চিত্ত আকর্ষণ করুক, এইভাবেই আমাদের ভারতের নিজস্ব গৌরব সংরক্ষণ করিতে হইবে। কেবল রাজনীতি কখনও শান্তি সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে ভগবানের কথার

আনুষঙ্গিক আলোচনার ফলে, তাহাতে হৃদয় নির্ম্মল হইবে—পবিত্র হইবে। প্রকৃত সৎপ্রবৃত্তির উদয় হইবে তখন, যখন আমরা বুঝিব—'ব্লাক মার্কেটিং' করিলে আমারই আর সব ভাইরা খাইতে পাইবেনা। জগতের সকল সমস্যারই আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। যাহাতে আমরা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারি, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিচালিত হইলে জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে ভগবজ্জ্ঞানানন্দে বিচরণ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা-সুখ আস্বাদন করিতে পারিবেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীহরির অশোক-অভয়ামৃত-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সর্ব্বশান্তির নিকেতন। তাহা ব্যতীত আমাদের অভয়াশ্রম আর কোথাও নাই। প্রাচীন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি রাজা পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হইয়া তাহার অবশিষ্ট পরমায়ু মাত্র সপ্ত দিবস। তিনি সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য পুত্রকে সমর্পণপূর্ব্বক মুমূর্ষু ব্যক্তির চরম শান্তি বা কল্যাণ কিসে হইবে, প্রশ্ন রাখিয়াছিলেন সমবেত ষষ্টীসহস্র মুনি-ঋষির নিকট। বিভিন্ন মুনি-ঋষি বিভিন্ন মতবাদ উপদেশ করিলেন ; কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজের মনঃপুত হইল না। এমত সময়ে জন্মযোগী পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া জীবের চরম কল্যাণকর শ্রীমদ্ভাগবত সপ্ত দিবসব্যাপী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ বলিলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হইবে অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিযোগ বিধানের দ্বারা, তাহাই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম ; —ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ভগবৎসেবাকে শীর্ষদেশে রাখিয়া তদানুগত্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষি-বাণিজ্যাদি চালিত হইলে অশান্ত দেশ শান্ত ও সর্ব্বদিক্ দিয়া সমৃদ্ধ হইবে। ভারতের পরমার্থ-শিক্ষা জাতিবিশেষে বা দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে ; ইহা জীবমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু সকল জাতির সকলকেই প্রীতিভরে আহ্বান করিয়া, এমনকি দ্বারে দ্বারে গিয়া সেই প্রেম প্রদান করিয়াছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের নিবেদন,—তাঁহারা নিরীশ্বর-শিক্ষা ও ভ্রান্তিযুক্ত সাম্যবাদ ত্যাগ করিয়া ভারতের সেবাপরায়ণ ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক ভগবৎসেবামূলে যাবতীয় নীতি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করুন্। তাহা হইলে দেশ

সত্য সত্যই রামরাজ্যে পরিণত হইবে ও দেশে শান্তি বিরাজ করিবে। ইহা ব্যতীত সুখ ও শান্তির আশা সুদূরপরাহত। আর্য্যঋষি-পদাঙ্কপূত ভারত পরমার্থ-গৌরবে চিরকালই সমগ্র বিশ্বের গুরু। মানুষ কতকগুলি জড় অহঙ্কার লইয়া এত উন্মত্ত ও শোণিত-পিপাসু হইয়া উঠিয়াছে যে, শান্তির কথা—ধর্ম্মের কথা তাহাদের নিকট যেন হাস্যাস্পদ ব্যাপার। বীরত্ব ও কাপুরুষত্বের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। শান্তি সমাধানকে কাপুরুষতা বলে না। জড়-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা উদ্দাম প্রবৃত্তি দমন করিয়া তাহাদিগকে নিজের সঙ্গে সর্ব্বজীব হিতার্থে নিয়োগ করিতে না পারাই বরং কাপুরুষতা। যিনি তাহার ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিয়া আত্মার অধীন করিয়া পরমার্থানুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই মহাবলী মহাবীর। ভগবদ্‌বিশ্বাস হারাইয়া মানুষ আজ নানা অনর্থ বরণ করিতেছে, ভগবান্‌কে কেন্দ্র না করিয়া যাহা কিছু বলা ও করা হইবে; তাহা কখনই আত্ম বা পর-মঙ্গল সাধন করিতে পরিবে না। কারণ ঈশ্বরই একমাত্র সকল কল্যাণের নিলয় বা আকর।

আজ হইতে পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে বাংলার শাসন কর্ত্তা হুসেন শাহের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীসনাতন গোস্বামী কাশীধামে গিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০২)

আমি কে? কেন আমি ইহজগতে আসিয়াছি? কি হেতু সারা জীবনব্যাপী এত যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতেছি—মানবাত্মার নিকট এইসকল প্রশ্ন হইতেই পরমাত্ম-সন্ধানের প্রবৃত্তি হয়। তাই উপনিষদ বলিতেছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ॥"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এমন এক ধর্ম্মপ্রচার করিলেন যাহার ভিত্তি শুধু ভক্তি ও প্রেমের উপর স্থাপিত, যে ধর্ম্মে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সমভাবে আকৃষ্ট। তাহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে—মানব-জীবনের মূলমন্ত্ররূপে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং তাঁহাকে সেবা করার অকপট আগ্রহ সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত যোগ্য বা ঐক্য আনয়ন করিতে পারে। ভগবানের সহিত আমাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ অপসারিত হইয়া প্রকৃত মৈত্রী স্থাপিত হইবে। এই সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত অশান্তি দূরীকরণের অন্য পন্থা নাই। বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন—সমগ্র চিন্তাধারাকে পরিবর্ত্তন করিয়া এক সত্যধর্ম্মের পরিবেষ্টনে

কেন্দ্রীভূত করা ; যে ধর্ম্ম পার্থিব অভাবজনিত মানবীয় বাসনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে ; সকলপ্রকার শিক্ষার মধ্য দিয়া মানবের পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগ-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা না করিয়া পরমার্থের প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, ভগবৎপ্রেমেই মানব-জীবনের চরম ফল নিহিত আছে ; আর তাহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামই জগতে পরাশান্তি ও পরমানন্দের নিলয়।

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণং প্রযাতু ॥

সত্যই যদি কাহারও সংসার-বাসনারূপ সিন্ধু-তরণের অভিলাষ থাকে, সঙ্কীর্ত্তনামৃত রস আস্বাদনে বাসনা হয় এবং প্রেম-সমুদ্রে অবগাহনের আশা থাকে, তাহা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণগ্রহণ করা উচিত।

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' ভজে যদি হরি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ ॥
"বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

—**শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী**

অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্ব—শ্রীগৌরহরি

বৃহদ্বিশ্বে আত্মকেন্দ্রিকতা নিবিড় অন্ধকার জমাইয়া বসিয়া আছে। সেই অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া এখানকার সূর্য্যরশ্মি বাস্তববস্তুর অবস্থান নির্ণয় করিয়া দিতে অসমর্থ—ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ জানাইয়া রাখিয়াছেন,—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ (গীতা ১৫।৬)

বহির্বিশ্বের মুক্ত-প্রাঙ্গণে অবাস্তব-বস্তুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর উপস্থিতি পরম রহস্যাবৃত ; নৈয়ায়িকের শ্যেন-দৃষ্টিরও দুরধিগম্য। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেই পরম

জ্যোতির্ম্ময় আশ্রয়স্থল অমৃতত্ব দান করেন ; তাই তথা হইতে জীবাত্মার ভোগময় দেহলাভ আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন, ইহা বড় আশা-সঞ্চারক বাক্য। সেই মণ্ডলের সন্ধান দান করিবার ক্ষমতা স্বয়ং বিবস্বানও রাখেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১২।২৪) উপদেশ করিয়াছেন—

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥

সদ্‌গুরু উপাসনারূপ ঐকান্তিকীভক্তিদ্বারা ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠারে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া পরমাত্ম-সম্পত্তি লাভ করিবেন এবং পরে সেই সম্পত্তি-লাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানকুঠারকে পরিত্যাগ করিয়া পরাভক্তি লাভ করিবেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহারই প্রতিধ্বনি,—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ-বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৫১-১৫৩)

আত্মকেন্দ্রিকতার এ-ঘন অন্ধকার হৃদয়-গুহা হইতে অপসারিত করিয়া যিনি জীবকে বাস্তবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিই "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"-বাক্যের উদ্দিষ্ট বিষয়। প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—তিনি "Predominated absolute"। অতএব, চৈতন্যের রাজ্যে যিনি কর্ণধাররূপে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আপন প্রভুর নামের তরীতে ত্রিতাপদগ্ধ বিভিন্নাংশ জীবকে "কোটীচন্দ্র-সুশীতল" পদ-ছায়া দান করিয়া স্বধামে পুনর্বাসন দান করেন, তাঁহার চরণরেণু পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিয়া করযোড়ে কৃপা প্রার্থনা করি।

গুরুরূপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রদান করিবার জন্য যে অধিদেব সপার্ষদ স্বীয়ধামসহ অবতারী, তাঁহাকে চৈতন্য বা গৌর কহে। তিনি বিশ্বকে ধারণ এবং পালন করেন, তাই বিশ্বম্ভর এবং শ্রীহরির অপার মহিমাময় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনদ্বারা চৈতন্য জাগ্রত করিয়া গোপীজনবল্লভ রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের ভজন উপদেশ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি অভিন্ন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জীবকে চৈতন্য দান করিয়া যে প্রভুদ্বয়—'প্রভু-প্রাণ' ও 'প্রভু-স্বরূপ' হইয়াছেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রভু বলিয়া তিনি জগতে 'মহাপ্রভু' নামে পরিচিত। জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, শোক-মোহ ও মায়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে অক্ষম বলিয়া তিনি 'নিমাই'। শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি লইয়া ত্রিযুগ হইয়াও

ধন্যকলিতে সেই হরি অবতীর্ণ, তাই তিনি গৌরহরি নামে সম্পূজিত। তাঁহাকেই ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া অনুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তিনি আদিদেব সর্ব্বকারণকারণ এবং জীবের একমাত্র বন্ধু। শাস্ত্র তাহাই নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ একমাত্র সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ; পরন্তু জনমত সর্ব্বসংশয় ছেদনে অসমর্থ। কথিত আছে,—"Vox populi is not vox Dei, but vox Dei, should be vox populi."

"গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনমত হওয়া উচিৎ, ইহাই মহাজনোপদেশ। কিন্তু চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন,—"যত মত তত পথ"। গণমত হইবে না—ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বা পরমেশ্বরের মত।"

এইস্থলে উল্লেখ করিয়া রাখা প্রয়োজন বোধ করি, অনেকেরই ধারণা আছে—অন্যান্য দু'দশজন মহামানবের মত "ভক্ত-গৌর' প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত বেদবর্ণিত ধর্ম্মের সেরূপ কোন স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় না।" তাই তাহারা নূতন করিয়া তথাকথিত বেদভিত্তিক আধুনিক সমাজ-ধর্ম্মের কল্পনা করিতে অগ্রণী; বা গৌরচন্দ্রের অসম্পূর্ণ কর্ম্মের সূত্র খুঁজিতে সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা—এই ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল হইতে উৎপত্তি। তাই তাহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের **গুরুত্বের মূল্যায়ন অপেক্ষা, উহার বিকল্পের চিন্তায় অধীর।** এইজন্যই অখিললোকান্তর্যামী সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারক সম্প্রদায়-অগ্রণী শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদকে বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ সংকলন করিবার জন্য সূত্রাদি-নির্দ্দেশকালে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।" (চৈঃ চঃ মঃ)

তাহা হইলে 'শচী-মাসীর ছেলে নিমাইয়ের অসম্পূর্ণ কর্ম্ম' আর কি রহিল? তাহাদের পরবর্ত্তী প্রশ্ন,—'বেদেই যদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অর্থাৎ গৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা থাকিবে, তাহা হইলে বেদের কথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু **পুরাণ-প্রমাণ সংগ্রহের উপদেশ করিবেন কেন?'**

—ইহার উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ বলিয়াছেন,—শ্রীগৌররূপী শ্রীহরির নিত্য-পার্ষদ-পরিকর শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামীপাদগণ সকলেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের মধ্যে বেদের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বর্ণনকালে যথাযথভাবে বেদসমূহের প্রমাণবচনও উদ্ধার করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-মহাভারত,

কাব্য-দর্শন-ব্যাকরণ ইত্যাদি সকল সাত্বত শাস্ত্রেরই প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অনুসন্ধানের শৈথিল্যবশতঃ ভ্রম ধারণা মাত্র হয়।

যাহারা সনাতন ধর্ম্মকে 'বেদের পরিপক্ক ফল' নয় বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন না, তাহারা কোন্ ন্যায়ানুসারে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকল্পের চিন্তাযুক্ত জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে প্রযত্নশীল? সনাতন-ধর্ম্ম বেদ এবং শ্রীভগবান্ ছাড়া নহেন। প্রমাণ যথা,—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতম্।" (ভাঃ ৬.৩।১৯)

বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম॥ (ভাঃ ৬।১।৪০)
ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে। (ভাঃ ৫।২০।১১)
ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। (ভাঃ ৭।১১।৭)

ইত্যাদি বহুপ্রমাণ অমলমহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ছলধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে রাতারাতি বেদের ভক্ত হইয়া যাইতেছেন তাহারাই শুধু নহেন, বেদ অনেক পণ্ডিতাভিমানিগণের পক্ষেও সহজবোধ্য নহে। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—'পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রাদুর্ভূত বেদ প্রথমে সমুদ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর ও অস্পষ্টরূপ ছিলেন। পরে পরমেশ্বরেরই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া দেবতা ও ঋষিগণ উহাকে দেব-মানবাদি ভাষায় উপযোগী করেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণে উহাকে 'ব্যাকৃতা' অর্থাৎ ভাষায় বা বাক্যরূপে পরিণত করিলেন, যথা—"বাগ্ বৈপবাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তাম ইন্দ্রঃ মধ্যতঃ অবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃত বাক্ অভুদ্যতে" (তৈত্তিরীয় সংহিতা)।

তথাপি উহার মুখ্য অভিপ্রায় বা যথার্থ অর্থ মানুষের পক্ষে গ্রহণকরা সহজ-সাধ্য হয় নাই। তাহার কারণ, সেই পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা ও প্রেরণাদ্বারা পরিচালিত হইয়া বৈদিক ঋষিগণ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য আচ্ছাদনপূর্ব্বক পরোক্ষভাবে অস্পষ্ট-রূপে উহা প্রচার করিয়াছেন, একথা সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্‌বাক্য হইতেই জানা যায়,—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্॥ (ভাঃ ১১।২১।৩৫)

কর্ম্ম, দেবতা ও জ্ঞান—এই কাণ্ডত্রয়াত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্ম পরতত্ত্ব-পরমেশ্বর-বিষয়ক হইলেও, ঋষিগণ তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মুখ্যার্থ আচ্ছাদনপূর্ব্বক অস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। কারণ এ-সকল বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয়।

ঋগ্বেদে পরম অক্ষয়-তত্ত্বের ক্রমপর্য্যায় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।

অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪১)

প্রলয়মুহূর্ত্তে পরমব্রহ্মস্থিত গৌরী অর্থাৎ গৌরবর্ণা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্দেবী পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, পদ ও বাক্যসকল সৃজনপূর্ব্বক শব্দ করিয়াছিলেন। এক শব্দ ব্রহ্মাত্মিকা বাগ্দেবী তিনি প্রথমে প্রণবাত্মাতে—ওঁকাররূপে একপদী, ব্রহ্মার বদন হইতে নির্গত হয়েন; অনন্তর ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপে দ্বিপদী, তৎপরে চতুর্ব্বেদরূপে চতুষ্পদী, তদনন্তর ষট্‌বেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা অষ্টপদী, তৎপরে মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদ দ্বারা নবপদী এবং পরিশেষে অনন্ত বাক্‌সন্দর্ভ বা শ্রীমদ্ভাগবত রূপে প্রস্ফুটিত শতদলের আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"পুরাণাৎ ইতি পুরাণম্"—অর্থাৎ বেদের অর্থ পুরণ করণার্থ যে শাস্ত্র তাহাই পুরাণ। এই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরাণ-বচন-প্রদর্শন করাইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারেন। অতএব "যাহারা **'বেদ মানি, ভাগবত মানি না'**-দলের, তাহারা অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" গোস্বামীবর্গ কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু রাজা রামমোহনাদি সমাজ-সংস্কারক গোষ্ঠীভুক্ত নহেন বা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে একবার এই পৃথিবীতে কাজী দলনের মাধ্যমে রাজ-নৈতিক আন্দোলন শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, তাহাও নহে। তিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরি। বেদোক্ত আদিপুরুষ, পুরাণোক্ত ঔদার্য্য-পুরুষোত্তম। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধকর্ম্মের সাধন-নিমিত্ত তাঁহার আগমন, ইহাই শাস্ত্রাভিমত। তাঁহার ভগবত্তার প্রমাণ যথাসম্ভব এইপ্রসঙ্গে দেওয়া হইল।

সৃষ্টির ইতিহাসে নাম-প্রেমদানের কথা শ্রীভগবানের কোন অবতার সম্বন্ধেই পাওয়া যায় না, শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরহরিরূপে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া নির্ব্বি-চারেই তাহা সকল জীবকে দান করিয়াছেন—যাহার কোন তুলনা হইতে পারে না; উহা বেদগুহ্য ধন। "বিশ্বাসে মিলয় বস্তু তর্কে বহু দূর" শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, "বিদূর কাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্"—অর্থাৎ হে ভগবন্! কুতর্কে তোমাকে পাওয়া যায় না। ভক্তমহলে প্রচলিত আছে—"Oh God inscru-table are Thy ways." শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন,—"চাই আকুল ক্রন্দন। তিনি না জানাইলে কিছুই জানা যায় না।" শ্রীমদ্ভাগবতে—"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।" "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।" (চৈঃ চঃ)

আমরা ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত জীব যাহা ভাবিব, তাহা কি-প্রকারে পরতম বস্তু হইতে পারে? পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকে আজ ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন। Shelly বলেন—"Thinking means setting arranging the images of the external world." মনে মনে বাহ্য জড় জাগতিক কতকগুলি জিনিষের সন্নিবেশ এবং সংস্থাপনের ফলশ্রুতিও প্রতিবিম্বকে চিন্তা কহে। উহা দ্বারা পরতত্ত্ব লাভ হয় না।

চিজ্জড় সমন্বয়বাদের অপপ্রচারে আজ বিরাট্ এক গোষ্ঠীকে শাস্ত্রবিমুখ হইয়া পড়িতে বাধ্য করিয়াছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, পরমেশ্বরের বাণীই—'শাস্ত্র'। জীবকে নিত্যসত্যের সন্ধান দান করিতে অপৌরুষেয় শাস্ত্র। অপৌরুষেয় উহা নিঃশ্বাসে অবলীলাক্রমে পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যথা—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্"। (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ, সেই ব্যাপক ও পূজ্য পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হইয়াছে। "সূর্য্যাচন্দ্র-মসৌধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। (ঋগ্বেদ ১০ম। ১৯০ সুঃ)

সাক্ষাৎ পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে বেদ পুরাণাদি নিখিলশাস্ত্র এই জগতে জগৎসৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির কল্যাণে অনাদিকাল হইতে প্রলয়ের পর প্রতিবারই সৃষ্টির সহিত, সূর্য্য-চন্দ্রাদির পুনঃ সৃষ্টির ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ইহাতে যাহাদের বুৎপত্তি নাই; ভগবান্ এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য তাহাদের অনুধাবনের বিষয় হয় না। তাই অসত্যতে সত্য প্রতীতি এবং সত্যের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়। ফলে দেখা যাইতেছে, জীব ভগবান্ (?) হইয়া গিয়াছে এবং কলিযুগের মহামন্ত্র ষোলনাম বত্রিশাক্ষরের স্থলে বিবিধ প্রকারে ছড়াগানের আমদানি হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়া রাখিয়াছেন,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি। কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥ বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্। ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥ তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্। সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥ হরে কৃষ্ণাদি ১৬ নাম ৩২ অক্ষরাত্মক শব্দসমষ্টি লইয়াই কলিযুগের মহামন্ত্র। ইহার অপেক্ষা না করিয়া সুন্দর ছন্দবদ্ধ শব্দসঞ্চয়ন প্রক্রিয়াসম্ভূত কিছু কলিযুগের মহামন্ত্র বলিয়া প্রচলন করিতে চাহিলে উহা দুর্জ্জন পরিকল্পিত বলিয়া পরিত্যজ্য। তত্ত্ববিরোধযুক্ত এবংবিধ মতবাদ দুষ্ট সঙ্গ, আত্ম-

মঙ্গলকামী সযত্নে পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। শাস্ত্র বলিতে বেদ এবং তদনুগত পুরাণ ইতিহাস ও তদনুগত গ্রন্থাদিকেও বুঝিতে হইবে, যথা—

"ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"

পুনঃ—"ঋগ্‌ যজুঃ সামাথর্ব্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূল রামায়নঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্য গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥ (স্কান্দে)

বেদাদিসহ উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উহাদের অনুকূল যে-সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইবে, এতদ্ব্যতীত গ্রন্থসকল শাস্ত্র নহে, উহা কুবর্ত্ম। অতএব, শাস্ত্র এবং ভক্ত-বাক্যই প্রমাণ শিরোমণি।

শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় সর্ব্বকারণকারণ-শ্রীগৌরহরির স্তবে তাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন,—

য আদিদেব ভগবান্ সর্ব্বকারণ-কারণম্।
এক এবাদ্বিতীয়া যস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ১ ॥
যো লীলয়াসৃজৎ পূর্ব্বং গোলোকং রাসমণ্ডলম্।
যো লীলয়া দ্বিধাভূতস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥
যো লীলয়া পরব্যোমহ্যনন্তমসৃজদাবিভুঃ।
মূলসংকর্ষণো দেবস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥
যদংশঃ স্যাদ্ মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতির্বিভুঃ।
যদংঙ্গভা পরং ব্রহ্ম তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥
যং বেদবাদিনঃ সর্ব্বে পরং ব্রহ্ম বদান্তি বৈ।
প্রধানং পুরুষং চান্যে তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥
যমাহুঃ পরমাত্মানমন্তর্যামিনমীশ্বরম্।
যমাহুঃ পুরুষং শ্রেষ্ঠং তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥
সত্যে নারায়ণং দেবং ত্রেতায়াং যজ্ঞরূপিনম্।
যং কৃষ্ণ দ্বাপরে প্রাহুস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥
কলৌ যো নিজরূপেণ প্রাদুর্ভূয় ধরাতলে।
প্রদাস্যতি নিজাং ভক্তিং তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতা)

অর্থাৎ আদিদেব ভগবান্ শ্রীগৌরহরিই সর্ব্বকারণকারণ। তিনি অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব এবং রাসবিহারী রাসেশ্বর, যিনি লীলা প্রসঙ্গে রাধা-কৃষ্ণরূপে দ্বিধা বিভক্ত

হইয়া পূর্ব্বে শ্রীগোলোকে রাসমণ্ডল রচনা করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গকে নমস্কার করি। যিনি লীলা-পরবশ পরব্যোম রচনা করেন এবং শ্রীঅনন্তদেব ও মূলসঙ্কর্ষণ আদি সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী সেই আদিনাথ গৌরাঙ্গকে নমস্কার করি। মহাবিষ্ণু ও পুরুষাবতারত্রয় যাঁহার অংশ এবং ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি ; বেদবাদিগণ যে পুরুষকে পরমব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ; পুনঃ যিনি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকল জীবে বর্ত্তমান, সেই আদিদেব গৌরাঙ্গকে প্রণাম করি। যিনি সত্যে নারায়ণ, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা প্রকাশ করেন, সেই পরমতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি। কৃষ্ণাবির্ভাবে ধন্য দ্বাপরশেষে ধন্য-কলি'তে যিনি হেমাঙ্গকান্তিতে অবতীর্ণ হইয়া অকাতরে আপন প্রেমসম্পত্তি বিলাইয়া থাকেন, সেই মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গকে বার বার প্রণাম করি।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্পর্কে শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন,—"হে দেবি! শ্রীঅনন্তদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে যে-সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল তাহাই "শ্রীঅনন্ত সংহিতা" নামে খ্যাত। পরমেশ্বর নিজেই এই অনন্ত-লীলা কথা-সমন্বিত গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন।

মুণ্ডক-উপনিষদে যে হিরন্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে, মায়াপুরস্থিত সুনির্ম্মল যোগপীঠ-ই ঐ ব্রহ্মধাম। তোমার নিকটে খুব গোপনীয় তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গাতীরে গোলোক-সংজ্ঞক নবদ্বীপে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্, গোবিন্দ দ্বিভুজ, গৌরকান্তি মহাত্মা মহাযোগী, মায়িক গুণত্রয়রহিত, শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত, মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তির প্রচার করিবেন। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে ? তাঁহারই পুণ্যচরিতই বা কিরূপ ? আপনার মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অনেক নাম শুনিয়াছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এই নামদ্বয় কোনদিনই প্রকাশ করেন নাই।.......

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—"হে মহেশ্বরি! যিনি শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই জগৎস্বামী সৃষ্টির আদিতে গৌর ছিলেন। তৎকালে তিনি কেবল শুদ্ধচৈতন্যরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, সেইহেতু মনীষিগণ তাঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে বিস্তৃতভাবে যে জগদীশ্বর কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করিয়াছ, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে গৌরকান্তিরূপে ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া জানেন। 'কৃষি' শব্দের অর্থ 'আধার' এবং 'ন' শব্দের অর্থ 'বিশ্ব' ; অতএব পণ্ডিতগণ বিশ্বের আধার-স্বরূপ ব্রহ্মকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া জানেন। তৎকালে সমস্ত বিশ্বের জননী সত্ত্বরজস্তমো-গুণবিশিষ্টা প্রকৃতি দেবীও বর্ত্তমান ছিলেন না,—মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আর কি কথা ? সেই সর্ব্বকারণ-

কারণ, আদিদেবতা, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম।

শ্রীভগবান্ বলিলেন হে নাগরাজ! যদ্যপি পুরাকালে স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদের পাদপদ্মরজোলাভের আশায় পুষ্করক্ষেত্রে শতবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মহালীলা দর্শনে তুমি অযোগ্য, কারণ—তুমি স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট; তথাপি আমি তোমাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, যেহেতু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় তোমার এরূপ রুচির উদয় হইয়াছে। হে মহামতে! কোটিকল্পের অর্জ্জিত সুকৃতিবলে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার পর তাহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনের জন্য উত্তম রুচি হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনের জন্য যাহার উত্তম বুদ্ধি হয়, তিনি জীবন্মুক্ত এবং দেবতাগণেরও পূজনীয়। অথচ গোপিকাগণের সঙ্গ ভিন্ন শতকোটি-কল্পব্যাপী বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। আবার **শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলেও গোপীগণের সঙ্গলাভ হয় না।** অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনা কর। গৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম-মধুপানরত ভক্তমধুকরগণ অন্য সাধন ব্যতিরেকেই রাধাকৃষ্ণকে নিশ্চিত লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

উক্ত শাস্ত্রবাক্যে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভুর কথাটির সত্যতা নির্ণয়াত্মক। সরল সাধন-ভজনের পথ প্রদর্শন করিতে গিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন,—শ্রীবৃন্দাবনকে লাভ করিতে অভিলাষী হইলে অভিন্ন বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপধামের আরাধনা প্রয়োজন, নতুবা শ্রীবৃন্দাবন লাভের আশা একটি দুরাশা মাত্র। পুনঃ পরমবান্ধব শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে লাভ করিতে চাহিলে শ্রীশচীসুত জগন্নাথ মিশ্রের নন্দনকে আরাধনা করিতে হইবে; তাহা না হইলে কৃষ্ণলাভ হইবে না।

যাহারা শাস্ত্রবাক্যের অর্থ উল্টাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে একজন বিশেষ ভক্ত তালিকাভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের প্রচেষ্টা বৃহৎ লম্বমান দাঁত বিশিষ্ট বরাহ-জাতির বক্র রেল-লাইনকে দাঁত দিয়া ঠেলিয়া উহা সরল করিয়া পৃথিবীর কল্যাণমূলক কর্ম্ম-প্রচেষ্টা প্রদর্শনের অনুরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টা মাত্র। ইহাপেক্ষা আর তুলনা কোথায়! "চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ।" অর্থাৎ **চৈতন্যদেব পূর্ণ, তিনি অংশাবতার বা ঈশ্বরের ভক্ত নহেন।** এই প্রকার অর্থ না করিয়া "চৈতন্যদেব কেবলমাত্র ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তিনি পূর্ণ বা অংশাবতার কিছুই নহেন"—এই প্রকার উল্টার্থ প্রচার করিয়া, 'হাবারামের' ২ আর ২=৪ এর স্থলে ২ আর ২=৫ বলার ন্যায় এক-

সঙ্গে দুইটি ভুল করিয়া পুনঃ তাহাই সত্য বলিয়া প্রচার করিতে যাইয়া তৃতীয় ভুলের মুখে সমুপস্থিত। সমাজে এই তৃতীয় শ্রেণীদের ধাক্কায় আমরা যাহারা বাবার নাম ভুলিতে বসিয়াছি তাহাদের এখন নিষ্কপটে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপা প্রার্থনা ছাড়া আর গতি কি?

শ্রীভগবান্ গীতায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া" অর্থাৎ আমার মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া মূঢ়গণ আমাকে বুঝিতে পারে না, কিন্তু ভক্ত তাহার প্রেমময় ভগবানকে ঠিকই বুঝিয়া লইতে পারেন। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ ইত্যাদি। কিন্তু "কোন কোন ভাগ্যবান্ চিনিবারে পারে।" শাস্ত্র-দৃষ্টিতে এবং শ্রৌত পন্থায়-'কর্ণেন' শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার বাসনাই ভাগ্যবান্ জীবের একমাত্র প্রিয়তমলালসা।

সর্ব্ববিদ্যাময়ী শাস্ত্র ভগবানের অনন্ত রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতে পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসরূপ সম্পর্কে জৈমিনিভারতে বলিতেছেন—

অন্যাবতারা বহবঃ সর্বসাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারো নিগূঢ় সন্ন্যাসিরূপ-ধৃক্॥

নৃসিংহ পুরাণে চারিযুগের অবতার মহিমা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

সত্যে দৈত্য-কুলাধিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নখঃ কেশরী।
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ॥
গোপালন্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥

ব্রহ্মপুরাণ (গারুড়ে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীরূপে পুরীধামে বাস লীলার উল্লেখ আছে। যথা—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ।

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে—(কায়স্থকৌস্তভ ৯৮ পৃষ্ঠা)

মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ॥
অবতারমিদং কৃত্বা জীব-নিস্তার-হেতুনা।
কলৌ মায়াপুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

তিনি মায়াপুর ধামে শ্রীশচীসুত রূপে জীব নিস্তারের জন্যে আর একবার

লীলা প্রকাশ করিবেন তাহা স্পষ্ট। তিনিই যে গোপীজন বস্ত্রহারী তাহা শাস্ত্রে নিম্নরূপে বলা হইয়াছে। যথা—

অন্যচ্চ—যদ্গোপী-কুচ-কুম্ভ-সম্ভ্রম-ভরারম্ভেন সংবর্দ্ধিতঃ।
যদ্বা গোপকুমারসারকলয়া রঙ্গিস্থভঙ্গী কৃতঃ॥
যদ্বৃন্দাবন-কাননে প্রবিলসৎ শ্রীদামদামাদিভি-
স্তৎপ্রেম-প্রকটঞ্চকার ভগবান্ চৈতন্যরূপঃ প্রভু॥

কলিযুগে ভগবানের প্রচ্ছন্ন লীলা প্রকাশ সম্পর্কে অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্ন কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥
(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে নাম-কীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্নাবতার সহজে কোন শাস্ত্র প্রকাশ করেন না।

শাস্ত্রোক্ত সেই আদিদেব শাস্ত্রবাক্য সত্যকারিরূপে যখন শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীমাতার গৃহে প্রথম ১৪০৭ শকে, ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত লগ্নে জন্মলীলা প্রকট করেন তখন সকল দেব-ঋষি মনুষ্য-মূর্ত্তিতে তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে আসেন। ব্রহ্মা-শিব-নারদ এবং ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দের স্ত্রীগণ শিশুরূপী পরম-স্বামীকে সেবা-পূজা ও পালনের দায়িত্ব লইয়া ধন্যাতিধন্য হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর অবতরণ সম্পর্কে শ্লোক যথা,—জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।

সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।২৪-২৫)

শাস্ত্রবাক্য সত্যপ্রমাণকারী "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ভগবান্ শ্রীগৌরহরির শুভাবির্ভাবেই "কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ" সর্ব্বজগতে হরিনাম প্রচারিত হইল। অতঃপর তিনি যবনকে হরিভক্ত করেন; বৃক্ষ-লতাদিকে প্রেম দান করেন;

বনের পশুকে হরি বলিয়ে নিস্তার করেন। এইরূপে আপন নাম-প্রেমের বন্যায় জগৎকে পরিপ্লাবিত করতঃ অবিদ্যা ও মায়াবাদ মুক্ত প্রেম-ভক্তি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনন্তগুণ কে কীর্ত্তন করিতে পারেন? তাঁহারই কৃপায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীগৌরহরির আদি, মধ্য ও অন্তলীলায় ভক্তসঙ্গে ভগবানের যে সুমধুর লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া যাহার মন দ্রবীভূত হয় না, তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য।

সর্ব্বভারতের শ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার সম্মুখে কৃপা প্রার্থনা করিয়া শিশুর মত শরণাগত হইয়া প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকং পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-আচার্য্যপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাধিদেবতারূপে পূজা করেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যদেব ও অপ্রাকৃত চিদ্‌বিজ্ঞান-রহস্য

আজকাল ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মের নামে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষদুষ্ট স্বকপোলকল্পিত অযৌক্তিক মতবাদসমূহ প্রচারিত হইতেছে এবং নানা-প্রকার সঙ্কীর্ণ ও স্বেচ্ছাচারপূর্ণ চিন্তা ও বিচারসমূহের অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উন্নতির নামে কত রকমের অপবাদ, আস্ফালন ও প্রবঞ্চনা চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমানে ভৌতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুমাননকারী ব্যক্তিগণ আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অপৌরুষেয়তা, মৌলিকতা, বৈজ্ঞানিক ও সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তি-বিচার এবং সার্ব্বকালিক উপ-যোগিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহারা শাস্ত্র সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবারও কোন আবশ্যকতা বোধ করেন না। আজকাল কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রানভিজ্ঞ স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান (Research) করিবার নামে

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও ঘটনা সম্বন্ধে নানারকমের বাগ্‌বিতণ্ডা, আলোচনা-সমালোচনা ও কষ্টকল্পনা করিতেছেন।

ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব কি, এবং প্রকৃতরূপে বিজ্ঞান কাহাকে বলা যাইবে ও মানব জীবনে এ-সব বিষয়ের সামঞ্জস্য কি-প্রকারে হইতে পারে—এই সমস্ত জানিবার প্রয়াস ও কষ্টস্বীকার করিতে বর্ত্তমান সভ্য ও শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ নিতান্ত পরাঙ্মুখ। তাঁহারা ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি পারমার্থিক শব্দ-গুলির কতদূর অপব্যবহার করিতেছেন ও এ-সম্বন্ধে কত প্রকার ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণের 'Common Errors in English' নামে একটা প্রকরণ আছে। তদ্রূপ পারমার্থিক জগতেও "Common Errors in Transcendental or Devotional Science"-নামে একটি বিষয় আছে। যথার্থ ও বিশুদ্ধ পারমার্থিক তত্ত্ববেত্তাগণের আশ্রয়ের অভাবে এ সমস্ত ভুল-ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

তুমি জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অকৃত্রিম সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

কলিযুগপাবনাবতারী পরমকরুণাময় ঔদার্য্য-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেব কৃপা করিয়া জগতে প্রকট হইয়া পারমার্থিক বিষয়ে যে-প্রকারে সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা দিয়াছেন, সে-প্রকার আর কোথায় ও কোন সময়েও দেখা যায় নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার ও শিক্ষা-প্রণালীতে যাঁহারা শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন কিংবা হইতে পারিবেন, তাঁহারাই পরমার্থের যথার্থ অনুসন্ধান পাইবেন ও তাহার যথার্থ মর্ম্ম জানিতে ও অনুভব করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহা হইলেও এখানে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস পাইব।

"ধর্ম্ম"-শব্দের যথার্থ পরিভাষা কি, সর্ব্বপ্রথমে তাহা জানা প্রয়োজন। "ধর্ম্ম"-শব্দ সংস্কৃত ভাষায় 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ধৃ' অর্থে ধারণ করা। অতএব ধর্ম্ম বলিতে ধারণ করার স্বভাব বা প্রকৃতিকেই বুঝায়। প্রত্যেক বস্তুর নিজের নিত্য স্বভাব ও গুণ আছে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যথা—

অগ্নি একটি বস্তু, দহন করাই তাহার স্বভাব। তাহার মধ্যে এ স্বভাব না থাকিলে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না। তদ্রূপ চেতন বস্তু জীবাত্মার নিজস্ব একটা নিত্যধর্ম্ম আছে। সে-সম্বন্ধে বিচার করা হউক।

পারমার্থিক শাস্ত্রে দুই প্রকারের বস্তুর উল্লেখ আছে,—বাস্তব (চেতন) ও অবাস্তব (অচেতন বা জড়)। বাস্তববস্তু নিত্যও শাশ্বত; অবাস্তব-বস্তু অনিত্য ও বিনশ্বর। ভগবানই একমাত্র বাস্তব-বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক্ অংশ জীব ও শক্তি মায়া। ভগবানের অংশ জীব একটী বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ, তাহাই তাহার স্বভাব। অতএব ভগবান্ ও জীব—এই উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য-শাশ্বত। মায়া নিত্য হইলেও তাহার দ্বারা সৃষ্ট বস্তুগুলি অনিত্য ও বিনশ্বর। অতএব তাহাদের ধর্ম্মও অনিত্য ও বিনশ্বর। সম-জাতীয়তা-হেতু ভগবান্ ও জীবের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতি আছে। তাহাকেই শাস্ত্রে "প্রেম" বলা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে জীবাত্মার নিজস্ব একটী নিত্য-স্বরূপ আছে। যে-প্রকারে স্থূল শরীরের হস্ত, পদ, নাক, কাণ, চোখ, মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, সেই প্রকার জীবাত্মারও নিজের নিত্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্দোষ। বর্ত্তমান মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। সাধন-প্রভাবে তাহাকে অনুভব করা যায়। তাহাই আমাদের নিত্য-স্বরূপ। "প্রেম" কোন জাগতিক স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধীয় অনিত্য ব্যাপারবিশেষ নহে। তাহা মায়ামুক্ত বিশুদ্ধ জীবাত্মার সার্ব্বকালিক ও স্বাভাবিক ধন।

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার বশীভূত হইবার জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় জীবাত্মার সেই প্রেম বিকৃত হইয়া অন্য আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মায়ার জগতে বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থান নাই। এখানে প্রেমের ছায়া, আভাস বা বিকৃতি মাত্র আছে। শ্রীচৈতন্যদেব জীবাত্মার সম্পর্কিত বিশুদ্ধ ও দুর্ল্লভ প্রেম দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই প্রেম লাভ করিতে গেলে বিশেষ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন। জীবের শুদ্ধাবস্থায় তাহার ধর্ম্ম নিত্য ও অবিকৃত। মায়াবদ্ধ অবস্থায় সেই ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য দেশ-বিদেশে কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ভগবানের প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রীতিই একমাত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম। আদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে। অতএব ইহাকেই ভাগবত-ধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম বলা যায়। ইহাকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলা

হয়। এই ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ, দেশবিশেষ ও সময়বিশেষে পরিবর্ত্তনশীল নয়। "জীব বলিতে গেলে শুধু মানুষকেই বুঝায় না; বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ আদি সমস্ত প্রাণীকেই বুঝায়। অতএব মনুষ্যধর্ম্ম (humanity) যাহাকে বলা হয়, তাহা নিত্যধর্ম্ম হইতে পারে না: তাহার পরিধি সীমিত ও সঙ্কীর্ণ। সনাতনধর্ম্ম ব্যতীত জগতে ধর্ম্ম-নামে যে-সমস্ত মতবাদসমূহ প্রচলিত আছে, সে-সমস্তই ধর্ম্মের সোপান, আংশিক ছায়াবিশেষ বা বিকৃতিমাত্র। জগতের যাবতীয় সম্বন্ধই অভাব, বিয়োগ, দুঃখাদিদ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব জগতে পূর্ণতা, বিশুদ্ধ সুখ ও চিরশান্তি কোনদিনই সম্ভবপর নয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাবতীয় লৌকিক চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আত্মমঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ (গীতা ১৪।২৭)

আমিই অমৃত ও অব্যয়-স্বরূপ ব্রহ্মের একমাত্র প্রতিষ্ঠা বা মূল। আমিই শাশ্বত (সনাতন) ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখের একমাত্র আশ্রয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণভজন দ্বারাই আমরা নিত্যসুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-প্রভাবে আমরা ভগবানের সেই নিত্যধাম লাভ করিতে পারিব। সেখানে অনিত্য, অশাশ্বত, অভাবগ্রস্ত ও দুঃখপূর্ণ জগতের জরা, রোগ, পীড়া, অশান্তি, কলহ, ঈর্ষা, জন্ম-মরণাদি ব্যাপার নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (গীতা ১৫।৬)

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়-ধর্ম্মকে প্রকাশ করিতে পারেন না। আমার সেই ধাম লাভ করিতে পারিলে জীবের প্রকৃত আনন্দলাভ হয় ও সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না।

শাস্ত্রে দুই প্রকারের বিজ্ঞান বা বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে—এক অপরাবিদ্যা বা জড়বিজ্ঞান, আর দ্বিতীয় পরবিদ্যা বা চিদ্‌বিজ্ঞান। তাই বলা হইয়াছেন,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা।" বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি বস্তু লইয়া জড় বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রয়োগ, অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়াদি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান পরমাণু-বিজ্ঞানে যে পরমাণু কিংবা তাহার সূক্ষ্ম অংশের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও স্থূল জড়বস্তুর একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশবিশেষ মাত্র। কিন্তু চিৎস্বরূপ

আত্মা ও ভগবান্ যাবতীয় জড়ীয় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইতেও কত সূক্ষ্ম, তাহা শ্রীগীতায় বলা হইয়াছে,—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। (গীতা ৩।৪২-৪৩)

তুমি যে জীব, তোমার নিজতত্ত্ব এই,—তুমি বর্ত্তমানে জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। জড় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। যিনি জীবাত্মা তিনি বুদ্ধি হইতেও সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। এইরূপ আপনার তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিবে শ্রীনিম্বার্ক-কৃত দশশ্লোকীতেও দেখা যায়,—

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীর-যোগ-বিয়োগ-যোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ॥

নিম্বার্ক মতে জীব—জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপ, সংখ্যায় অনন্ত, অণু ও হরির অধীন। অণুত্বপ্রযুক্ত তাঁহার মায়িক শরীরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। জীব এক নহে, প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করে। শ্রুতিতেও দেখা যায়,—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতভাগেরও শতভাগ-সদৃশ জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্মবস্তু অপেক্ষাও জীবাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতএব জীবাত্মাকে 'অণু' বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও ভগবান্ আরও সূক্ষ্ম, আবার তিনি যাবতীয় মহান্‌বস্তু হইতেও মহান্।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
(কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তববস্তুসমূহের পরমনিত্য বা পরমসত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে

সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাহারাই নিত্য-শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারেন না।

বিজ্ঞান কাহাকে বলে,—এ সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। "বিজ্ঞান" শব্দের দুই প্রকারে অর্থ করা যায়,—(১) বিকারযোগ্য জ্ঞান ও (২) বিশেষ জ্ঞান। প্রথম অর্থানুসারে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ জড়তত্ত্ব কিংবা তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও বিকার লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে; কিন্তু এ সমস্ত জড় পঞ্চতত্ত্বাদিই পরিবর্ত্তনশীল, বিকারযোগ্য ও নশ্বর। অতএব এই ভৌতিক বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ-জ্ঞান কিংবা বিশেষ জ্ঞান বলা যায় না। ইহা বিজ্ঞানের ছায়া; আভাস বা বিকৃতি মাত্র। সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাকে 'বিজ্ঞান' বলা হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর, জীব, মায়া এই তিনটি তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের যথার্থ স্বরূপের সম্যক্ বিচার করা হইয়াছে। অতএব ইহাকেই বিশেষ-জ্ঞান, কিংবা যথার্থ ও পূর্ণতম বিজ্ঞান বলা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত। চিৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ (ভাঃ ২।৯।৩০)

ভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরমগূঢ়। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটি ভেদযুক্ত—জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীববুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। 'জ্ঞান' বলিতে ভগবানের স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান। 'বিজ্ঞান' বলিলে বিশেষ-জ্ঞান বা ভগবৎতত্ত্বের অনুভূতিকে বুঝায়, যাহা দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের যথার্থ অনুভব লাভ করা যায়। 'রহস্য' বলিলে ভগবানের প্রতি জীবের প্রেমভক্তিকে বুঝায়; যাহাদ্বারা ভগবান্ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া থাকেন। 'তদঙ্গ' বলিতে সাধনভক্তি যোগ বুঝায়, যাহাদ্বারা প্রেমভক্তি সাধিত হয়।

ভগবান্ ব্রহ্মাকে আরও কহিলেন,—আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্তা-বিশিষ্ট এবং যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্-রূপে ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব। স্বরূপতত্ত্বই যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব

বলিয়া জানিবে। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্বরূপ ভগবান্ ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ। ভগবান্‌কে যদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তু বলা যায়, তাহা হইলে জীবই আভাসস্থানীয়; গুণমায়াই তমঃস্থানীয়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-প্রতীতিতে জীব ও মায়াপ্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতেও ভগবৎ প্রতীতি নাই। যে-প্রকার ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু-আকাশাদি মহাভূত সকল দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদি উচ্চ নীচ প্রাণীসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমিও ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্তাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান এবং ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য-প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সদ্‌গুরু চরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব জগৎবাসী জীবগণকে এই জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গের কথাই বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা ও বিচারমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে অপ্রাকৃত চিদ্‌বিজ্ঞানের মর্ম্ম সহজে আমাদের অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"যজ্জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারিলে জীবের সবকিছুই জানা হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণভজনই যথার্থ চিদ্‌বিজ্ঞান-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণভজনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিচার সম্পূর্ণভাবে আছে। যে-প্রকারে ভৌতিক বিজ্ঞানে কতকগুলি Process (প্রক্রিয়া) ও Rules and Regulations (নিয়ম ও কানুন) আছে, ঠিক সেই প্রকারেই পারমার্থিক বিজ্ঞানেও বহুপ্রকার প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন আছে। সেগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিলে বা না মানিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই কোন সুফল লাভ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণভজনে অপরাধ, অনর্থ ও অধিকারের বিচার আছে। সেগুলি ভালভাবে না জানিলে পারমার্থিক রাজ্যের সর্ব্বোন্নত ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।

আজকাল ভৌতিক বিজ্ঞানের চাকচিক্য ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের মোহে মুগ্ধ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুমোদনকারী সমাজের তথাকথিত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ দেব-দেবী-পূজা, ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও ভগবদ্-ভজন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্রিয়াকলাপগুলিকে

Blind belief and Superstition (অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার), **Idolatry** (পৌত্তলিকতা), **Conservatism** (পরিবর্ত্তনের অনিচ্ছা ও সংকীর্ণতা), **Communalism** (সাম্প্রদায়িকতা) ও **Fabrication** (মিথ্যা উদ্ভাবনা) বলিয়া থাকেন। পারমার্থিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া মনের কল্পনাদ্বারা কতরকমের ভিত্তিহীন মত ও বাদ-প্রতিবাদ জল্পনা করিয়াছেন, তাহার কোন সীমা নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন বিচারদ্বারা এই সমস্ত কুবিচার, কুমত ও কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধ এবং সনাতনধর্ম্মের পন্থা দেখাইয়াছেন। তিনি বদ্ধজীবের যাবতীয় গলদ ও ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে দূর করিয়া যথার্থ ও সর্ব্বকালিক বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

পারমার্থিক রাজ্যে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষস্বরূপ দুই প্রকারের সিদ্ধান্ত দেখা যায়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রচারিত কেবলাদ্বৈতমত ও শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী আদি প্রচারিত শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব। (১) শ্রীরামানুজ মতে,—চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু, (২) শ্রীমধ্বমতে,—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব, (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যমতে,—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, (৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী-মতে,—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্যপৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। এ সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া বিজ্ঞানসম্মত শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে,—জীব ও জগৎ ভগবান্ হইতে প্রকট হইয়াছে। অতএব ভগবান্ হইতে অভিন্ন বা অভেদ, কিন্তু তাহাদের ভগবান্ হইতে নিত্য পৃথক্ অবস্থান আছে, অতএব ভেদ আছে। ভেদ ও অভেদমধ্যে ভেদেরই প্রাবল্য। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু, জীব অনুসচ্চিদানন্দ বস্তু। চিদ্ধর্ম্মের সাদৃশ্যহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও জীবমধ্যে অভেদ আছে; কিন্তু স্বভাবগত, পরিমাণগত ও কার্য্যগত পার্থক্যহেতু তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে। শ্রীমধ্বাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব, শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত ও তদীয় সর্ব্বস্বত্ব', এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নিজের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামক বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জগৎকে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার মহাজনগণ এই প্রকারে সংকলন করিয়াছেন,—

১। আম্নায় (গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত) বাক্যই প্রধান প্রমাণ।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।

৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি অখিল-রসামৃত-সমুদ্র।

৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব।

৬। তটস্থ-গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক কবলিত।

৭। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

১০। শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনই সমস্ত বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি সনাতনধর্ম্মগ্রন্থের একমাত্র তাৎপর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণভজনদ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, শ্রীচৈতন্যদেব ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলের স্মৃতি মানবগণের যাবতীয় অশুভ নাশ, চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি, বৈরাগ্যযুক্তজ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

পরিশেষে পরমকরুণাময় ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সুশীতল পাদপদ্মে অহৈতুকী কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেছি—

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও অষ্টাঙ্গ-যোগ

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধ দ্বাদশ-অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—"যোগঃ আসন-প্রাণায়ামাদিঃ। ভক্ত্যা-হমেকয়া গ্রাহ্য···অজাগলস্তনন্যায়েনৈবেতি কেচিদাহুঃ।" শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বলেন,—"তৎসাধনার্থং প্রযুক্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি···কেবলয়া ভক্ত্যা ত্বহমেব গ্রাহ্যঃ।" দুর্গম-সঙ্গমনী-টীকায় বলেন,—"সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরি-ভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা···সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি।"

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেও আসনাদি যোগপন্থার উল্লেখ নাই। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর নিকট যে আসনাদি কর্ম্মপন্থা অপরিচিত ছিল, তাহা আবার রূপানুগ ভক্তগণের নিকট আদর পাইবে কি-প্রকারে? আসনাদি যোগযুক্ত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যে-কালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অনুকূল অনুশীলনের বস্তু ছিল, উহা কর্ম্মবাদের প্রকারভেদ জানিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের সময় হইতে বিদায় লাভ করিয়াছে, শ্রী-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পাঠ করিলে উহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইবে। চিঞ্চামূলে যে-কালে পরাঙ্কুশদাস আসন-যোগবিশেষ পন্থা স্বীকার করিয়া ভক্তির অনুকূল জানিয়াছিলেন, মধুরকবি সেই পন্থা কিরূপে তাদৃশ অনুকূল নহে প্রচার করিয়াছিলেন ও যামুনের সময়ে সেই পথের আদর কিরূপে শ্লথ হইয়াছিল এবং শ্রীরামানুজের প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মে তাদৃশ কর্ম্মফল-প্রয়াসে অকর্ম্মণ্যতা কিরূপভাবে সুদৃঢ় প্রতিপন্ন হইয়াছে—এইসকল সম্প্রদায়-বৈভব অবগত হইলে নবীন আসনাদি-পন্থাকে লোক সংগ্রহের জন্য ভক্তির অঙ্গ বলিয়া প্রবেশ করাইতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—"বাসুদেবপরো যোগঃ।" ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"যোগা যোগশাস্ত্রাণি···যোগাদীনাং কথঞ্চিৎ ভক্তিসচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্।" যজ্ঞ, যোগ প্রভৃতি পন্থা নানাপ্রকার প্রাকৃত নিজ-ভোগপর ফল প্রসব করে বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গসমূহ অপ্রাকৃত বাসুদেবপর হইতে পারে না। এস্থলে 'যোগ'-শব্দে কথঞ্চিৎ ভক্তি-সচিবত্ববিধায় বাসুদেবপরত্ব প্রধানতঃ জানিতে হইবে। কেবলা ভক্তি অনুশীলন করিতে হইলে তাহাতে মনের সঙ্কল্প-বিকল্প আসিয়া ভক্তিধর্ম্মে ব্যভিচার না ঘটায়, এজন্য ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে আপনা

হইতেই মন নিরুদ্ধ হয়। "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি" শ্লোকদ্বারা ভাগবত-তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৫১ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ মুকুন্দকে বলিয়াছেন,—হে রাজন্! প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গদ্বারা অভক্ত মানবগণের বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় কোন কোন স্থলে পুনরায় তাহাদের বিষয়াভিমুখী প্রবৃত্তি দেখা যায়। শ্রীব্যাসের প্রতি নারদোক্তিতে "যমাদিভিঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যেরূপ কেবলা ভক্তিদ্বারা আত্মা সাক্ষাৎ সমতাপ্রাপ্ত হন, সেই-প্রকার জ্ঞান-যোগাদিদ্বারা হয় না। ভগবদ্ভক্তিদ্বারা সাক্ষাৎ যে-প্রকার প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ উৎপন্ন হয়, আসনাদি-যোগাঙ্গ ভক্তিমিশ্র হইলেও তাদৃশ শান্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। সেই আসনাদি যোগাঙ্গদ্বারা যোগমিশ্র ভক্তি অনুশীলনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যেটুকু শান্তি লভ্য হয়, আসনাদি যোগাঙ্গের সাহায্য সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করিয়াও কেবলা ভক্তিদ্বারা তাদৃশ শান্তি সাক্ষাৎ লাভ হয়।

ভক্তিতে কেবলতা, প্রাধান্য ও গুণভাব—এব তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মম্", "অহং পুরাতীত" শ্লোকদ্বয়ে কেবলা; "কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি" শ্লোকে প্রাধান্য এবং "যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম" শ্লোকে গুণভাব উদাহরণ-স্বরূপ কথিত হয়। কেবলা ভক্তি নিষ্কাম অধিকারীর সেব্য। তাহা অনন্যা, শুদ্ধা, নির্গুণা, উত্তমা ও অকিঞ্চনা—এই ভক্তি প্রেমফল উৎপন্ন করে। প্রাধান্যে কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা নামধারিণী ভক্তি, শান্ত-রসাধিকারীর রতিফল প্রসব করে। কাহারও বা তাদৃশ ভক্তিদ্বারা মোক্ষফল লাভ ঘটে। দাস্যাদি ভাবের ন্যায় সাধুসঙ্গপ্রভাবে কোন দাস্যাদি অভিলাষীর ঐশ্বর্য্যপ্রধান দাস্যাদি-ভাবপ্রদ-প্রেমফল লাভ পর্য্যন্ত ঘটে। গুণভাব-ভক্তিতে ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-যোগাদিদ্বারা ফল-সাধনে সম্যক্ অসমর্থ হইয়া সেইস্থলে সাহায্য মাত্র করিয়া ভক্তিদেবী স্বয়ং তটস্থা হইয়া অবস্থান করেন। ভক্তিমিশ্র যোগ মোক্ষসাধন করে, এজন্য ভাগবতশাস্ত্রে ভক্তি কেবলা ও প্রধানীভূতা দ্বিবিধা বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীনাম-ভজনে দশাপরাধের মধ্যে আসনাদি অন্যশুভক্রিয়া-সাম্য অপরাধের অন্তর্গত। শ্রীমন্মহাপ্রভু খাইতে শুইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। আসনার্থী কালের দাস; কিন্তু মহাপ্রভু হরিনাম গ্রহণে কোন কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। "স্মরণে ন কালঃ"-এই শ্রীমুখবাক্য হইতে আসনাদির যোগে যোগ-মিশ্রা ভক্তি অনুশীলন করিতে হইবে, এই উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ নহে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত "শোকামর্ষাদিদ্বারা অভিভূতচিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই" এই অভিপ্রায় হইতে মিশ্রভক্তি যাজন করিবার উপদেশ পাওয়া যায় না।

কেবলা উত্তমা ভক্তি শ্রীগৌরপদাশ্রিত ভক্তের সেব্য। শরণাগত অকিঞ্চন গৌরভক্ত কখনই প্রাকৃত কৃত্রিম উপায়সমূহকে ভক্তির অনুকূল উপায় মনে করেন না। ঐ সকল উপায় কখনই উপেয় নহে। কেবলা ভক্তি নিজেই উপায় এবং নিজেই উপেয়। কোন নামাশ্রিত ভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই আসনাদি ব্যবধানরূপ যোগপন্থা-বিশেষকে শুদ্ধভক্তির অঙ্গমধ্যে গণনা করা উচিত নয়। স্থিরভাবে উপবেশন করিবার প্রণালী অভ্যস্ত থাকিলে অচঞ্চলভাবে ভজন হইতে পারে, কিন্তু কেবল অচঞ্চলতা ও হরিভক্তি একবস্তু নহে।

সাক্ষাৎ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটকালে নিজ আচরণদ্বারা এবং তদনুগ শ্রীগোস্বামিগণ নিজ নিজ জীবনব্যাপী আচার-প্রচারদ্বারা জগতে শুদ্ধ-ভক্তির ও তৎসাধনাদির যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পূত পদাঙ্ক অনুসরণই শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসাভিমানী শুদ্ধভক্তি-প্রয়াসী শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের পরম উপাদেয় ও একমাত্র সাধন। শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ ও অনুগ বৈষ্ণব-আচার্য্যবৃন্দ ও অন্যান্য যুগের শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্য মনীষিকুল কলিযুগে শ্রীনামকেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাগ্যবান্ জীব শ্রদ্ধাবলে সাধু-গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে সম্বন্ধাদি বৈদিক অপ্রাকৃত জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করিলে শ্রীনাম-নামী অভিন্নবোধে একান্তমনে পরমক্ষরাকৃতি শ্রীনামাশ্রয় করেন। শ্রীনামাশ্রয়ে ভজন পরিপাক, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ক্রমানুসারে আসনাদি আপনা আপনি স্থির হয়। শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে। "নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" ইহা প্রাণগৌরের শ্রীমুখবাণী। এই ভগবদ্বাক্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, এই ভগবদ্বাক্যের গূঢ় উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া যিনি অনাবশ্যক অকর্ম্মণ্য বৃথা যোগপন্থাবিশেষকে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল উপায়বিশেষ বলিয়া স্থাপন-মননাদি বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করেন, তিনি অজাগলস্তনে বৃথা দুগ্ধপ্রাপ্তির আশা করিতেছেন কিনা, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী তাহা বিচার করিবেন।

অন্ধকার তিরোহিত হইলেই সূর্য্যোদয় হইবে, সিদ্ধান্ত এরূপ নহে। পরন্তু সূর্য্যের উদয় হইলেই অন্ধকার স্বয়ং তিরোহিত হইবে, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। ভানুমণ্ডল রাত্রে দর্শনের জন্য দীপ প্রজ্জ্বালন ইতর, মূঢ় ও বাতুলের চেষ্টাবিশেষ মাত্র; সুতরাং বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন। দিনমণি তাঁহার রশ্মিসাহায্যেই পরিদৃশ্যমান, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। উপেয়-স্বরূপ শ্রীনাম-ভাস্কর, উপায়-স্বরূপ শ্রীনামাশ্রয়েই গোচরীভূত হন; উপায় ও উপেয় একই বস্তু, ইহা অচিন্ত্যভাব। ইহাতে তর্ক

যোজনা করা অবৈধ। সাধু-গুরুকৃপায় যাঁহার যে-পরিমাণ ভজন পরিপাক হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন; তর্কে তাহা প্রাপ্য নহে। অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি লাভের পূর্ব্বে, প্রাকৃত অনধিকার অবস্থায়, কেবল তর্কসাহায্যে অচিন্ত্য ভাবসমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন আমাদের পক্ষে বাতুলের চেষ্টা মাত্র।

"আনুকূল্য সংকল্পঃ"—ষড়ঙ্গ-শরণাগতির প্রকারবিশেষ। শ্রীজীবপাদ নির্ণীত প্রথানুসারে কায়িক, বাচিক, ও মানসিকভেদে আনুকূল্য ত্রিবিধ। শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইবে, কিন্তু তাহা আসনাদি সাধনরূপ শারীরিক সাধন ব্যায়াম নহে। হস্ত-পদাদি শরীরকে ভক্ত্যানুকূল করিতে হইলে শরণাগত হইয়া তত্তৎঅঙ্গদ্বারা অম্বরীষের ন্যায় এইরূপ সাধন করিতে হইবে। যথা, শ্রীভাগবত নবমে,—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শনেঽঙ্গ-সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥"

মুখ্য ও গৌণভাবে বেদশাস্ত্র বলেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

এইরূপে সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র একান্তভাবে শ্রীনামাশ্রয়েই ধৈর্য্যাদি লভ্য হয় উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীনাম ও সেবা বৈষ্ণবাপরাধ-বর্জ্জিত হইলে নিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীগুরু-কৃপায় নিশ্চয়ই আমরা এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভব করিব। শ্রীনামেরই জয় হউক্। শ্রীনাম যে কলিজীবের একমাত্র অবলম্বন, যিনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা একান্তভাবে জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ দীনদয়াল শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাগ্রে জয় হউক্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি

অক্ষজজ্ঞান-বিমূঢ় মানবগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে কেন্দ্র করিয়া জীবে দয়ার যথার্থ মূল্যায়ণ করিবার চেষ্টা করেন। তাহাদের মতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থই জীবের চরম প্রয়োজনীয় বস্তু এবং এইগুলির অভাব পূরণ করিলে জীবের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ার নিদর্শন স্থাপন করা হয়। এমন কি, তাহারা ঐ কুহকাচ্ছন্ন দয়াকে মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার সমপর্য্যায়ে ফেলাইতে চাহেন অথবা শ্রেষ্ঠতার আসনে বসাইয়া নিজেদের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। কৃষ্ণকৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবগত না হইয়া তাহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী, অভক্ত, অন্যাভিলাষী, মিছাভক্ত প্রভৃতিকে দানবীরের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর অপেক্ষা বহুমানন করিয়া থাকেন। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—ভ্রমাত্মক এই চারি দোষে অক্ষজবাদীরা সর্ব্বদা দোষযুক্ত; ফলে তাহাদের সিদ্ধান্তসকল যথার্থ সত্যের মূল্যায়ণ করিতে সক্ষম হয় না। দিবান্ধ পেচক যেরূপ দিবাভাগে রবির কিরণ থাকা সত্ত্বেও দর্শন করিতে সক্ষম না হইয়া 'সূর্য্য নাই' বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অক্ষজবাদীরা অজ্ঞানান্ধ হওয়ার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া নিজেদের খেয়াল চরিতার্থের জন্য বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। কেবলমাত্র নির্ম্মল হৃদয় বিশিষ্ট গৌরভক্তগণই কৃষ্ণকৃপা-করুণা-বারিতে নিজেদের সিঞ্চিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের যথার্থ দয়ার বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারেন। গৌরভক্তগণ কোকিলসদৃশ; কৃষ্ণকৃপা-নির্ম্মলা, রসদা ও স-মদা এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্ত—আম্রপল্লবোপম। কোকিল যেরূপ আম্রপল্লবের সমাদর করে, ভক্ত ও তদ্রূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে পরমানন্দ লাভ করেন। উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকাদি দ্বারা জিহ্বাকে ক্ষতবিক্ষত করিবার পরিবর্ত্তে আম্রপল্লবাদি খাইতে বাসনা করে না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ ও অনুমানবাদীরা তর্কপন্থাকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবার পরিবর্ত্তে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তর্কপন্থা যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ জীব জানিতে পারেন যে, তাঁহার লৌকিক জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ প্রকৃত বিষয়ের অনুধাবন করিতে কত দুর্ব্বল, কতদূর অক্ষম ও অভাবযুক্ত। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই ব্রহ্মসূত্র-বাক্যানুসারে তর্কের দ্বারা কখনও স্বরূপনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত সত্যোদ্ঘাটন সম্ভবপর নহে, তথাপি জীব অনেকসময় অসত্যকেই সত্য বলিয়া মনে করে।

ইহজগতে যাহারা দানবীরের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহারা জীবকে যে দয়া করিয়াছেন বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাহা জীবের জড় ভোগপ্রবৃত্তি পুষ্টিরই পরিপোষক। অগ্নি নিবারণের জন্য অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেরূপ অগ্নির তেজকেই বৃদ্ধি করা হয়, সেইরূপ বদ্ধজীবকে দয়া প্রদর্শন করিয়া তাহার ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিলে মন্দোদয়ারই পরিচয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য সমস্তই প্রাকৃত বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি। 'আমি ফলভোক্তা' এই বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহা জড় কামেরই নামান্তর। নিজসম্ভোগ-তাৎপর্য্য বাঞ্ছার নাম—'কাম'। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দদ্বারা যে কামনা উক্ত হইয়াছে, তাহা লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, নিজ-পরিজনপ্রীতি স্বজনতাড়ন, আর্য্যপথ প্রভৃতি কামরূপ ইন্দ্রিয়প্রীতিরই বাঞ্ছা। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার উদয় হইলে জীব শ্রেয়ঃপথ হারাইয়া মহামায়ার কারাগারে ত্রিগুণাত্মক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। "জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গ হইতে একটি জীবকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিয়া তুলিতে পারিলেই যথার্থ বদান্যতার পরিচয় দেওয়া হয়।" কারণ স্বরূপত জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং কৃষ্ণপ্রেম তাহার প্রয়োজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ জীবের প্রয়োজনের সহিত পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমের তুলনা করিলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর লভ্যবস্তুকে নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে পারা যায়। নশ্বর উপাধিগত অস্মিতায় বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ধর্ম্ম অবস্থিত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতির জীবে দয়ার যে নিদর্শন, তাহা বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ঐ জাতীয় দয়া হইতে ত্রিতাপদগ্ধীভূত জীবের কথনও প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। জীবের স্বরূপ-আচ্ছাদনকারী দয়াবিৎকে ঘাতকের আখ্যায় আখ্যায়িত করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই 'প্রেম' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জীবের চরম প্রয়োজনের বস্তু। ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ও মাধুর্য্যমণ্ডিত—এই দুইভাবে জীব প্রেমকে আস্বাদন করিতে পারেন। ব্রজপ্রেমই মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা। স্বয়ং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দররূপে এই বিশেষ কলিযুগে ব্রজপ্রেমরস (যাহা অন্য তিনযুগে দান করা হয় নাই) জগতে নির্ব্বিচারে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, তখন হরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মকালও উপস্থিত হইয়াছিল। যুগধর্ম্ম প্রচারকার্য্য যদিও অংশাবতারদ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রজপ্রেম অন্য কেহ দান করিতে পারেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৩।২৬)

চন্দ্রের উদয়ে রাত্রির ও সূর্য্যের উদয়ে দিবসের অন্ধকার দূরীভূত হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় যুগপৎ সংকীর্ত্তন ও ব্রজপ্রেম উদিত হওয়ায় একই সঙ্গে জীবের যুগধর্ম্মপালন ও ব্রজপ্রেমরূপ মহাসম্পত্তি লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগ-ধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যাবতারের এই এক আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইবে তাঁহাকে প্রেমভাণ্ডার দিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। অপরাধী হউক বা নিরপরাধী হউক, 'হে গৌরাঙ্গ! হে কৃষ্ণ!' বলিয়া শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করামাত্রই কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে আহ্বানকারী বিহ্বল হইয়া পড়েন। প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে প্রেমরসের বন্যা প্রবলবেগে সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া দেয়, তাহাতে বদ্ধজীবগণের কৃষ্ণদাস বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া যায়।

পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতে আবির্ভূত হইলে যাহাদের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার কিছুই ছিল না; এমন কি যাঁহারা পাপকর্ম্মে নিবৃত্তি লাভ করেন নাই, তাহারাও পরমহর্ষে পুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কর্ম্মিকুলের মন কর্ম্মপ্রবাহে নিপতিত থাকিলেও প্রেমলাভ করিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল, মহাপাষাণ হইতে অতিশয় কঠিন মনও ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; যোগাদি সাধনে চিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও যোগাদি সাধন হইতে বিরত হইয়া চিদ্বিলাস-রাজ্যে প্রেমাস্বাদন করিয়াছিলেন এবং প্রাকৃতবিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরাভক্তি-যোগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। পরাভক্তিযোগকে আশ্রয় করিয়া যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার রস জগতে পরিদৃষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্মবিষয়িণী অতুলনীয় নিষ্ঠা ও প্রেমভক্তি সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকঠিন হৃদয়ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে, কিন্তু

গৌরহরির কৃপায় গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া অশ্রুপ্রবাহদ্বারা জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল। বিশেষ সদাচারী ও পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ প্রাচীন মহাজনগণের পথানুসরণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্র সমগ্র বিশ্বকে যেরূপ প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। হরিভক্তিই যে বেদপ্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে সকলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত হইয়াছিল, কারণ তাহারা সর্ব্বপুরুষার্থ প্রেমকে লক্ষ্য করেন নাই; সেই পণ্ডিতাভিমানিগণও উন্নতোজ্জ্বল মধুররসময় প্রেমভক্তিতে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর রসের নিত্যসিদ্ধসেবিকা প্রেয়সীবর্গ, সকলেই গৌরপাদপদ্ম সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণলীলার প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম তথা সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচ্চনীচ-ভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবার মাত্র শ্রীহরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণ ছিল, কিন্তু গৌরচন্দ্র জগতে আবির্ভূত হইলে প্রেমও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণ (কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি বালক, কি জড়মতি, কি শোচ্য নীচব্যক্তি) প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের লীলাতে ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরদিগকে নিহত করিয়া মুক্তিমাত্র দান করিয়াছিলেন বা কাহাকেও কাহাকেও বৈকুণ্ঠগতি দিয়াছিলেন, কিন্তু এই কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দর অস্ত্রের দ্বারা কাহাকে বধ না করিয়া হরিনাম দিয়া চিত্তশোধনপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। গোপাল চাপালের ন্যায় অপরাধী অমোঘের ন্যায় প্রভুনিন্দক, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় শাঙ্কর-মতাবলম্বী মায়াবাদী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় হাবুডুবু খাইয়াছিলেন। অন্যের কা কথা, মহাপাতকী জগাই-মাধাইও পরশমণি গোরার পরশে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রেমবন্যার জল যাহাতে কর্ম্মনিষ্ঠ (ভক্তিহীন কর্ম্মিগণ), কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ (যাহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে), কুতার্কিক (নিরীশ্বর তার্কিকগণ), নিন্দক (প্রভু ও প্রভুভক্তের নিন্দক), পাষণ্ডী (ভগবানের সহিত অন্য দেবতার সমব্যাখ্যাকারিগণ), ও অধম পড়ুয়াগণ (যে সকল পড়ুয়া

বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া মনে করে এবং বিদ্যা যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় তাহা জানে না) প্রভৃতিকে কোনমতে স্পর্শ করিতে না পারে, এইরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পলায়ন করিলে প্রভু তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া চতুর্থাশ্রমের ভূষণ গ্রহণ করিবামাত্রই তাহারা ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যের পদাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং অনেক ম্লেচ্ছগণও তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়া অবশ্যই অধিক বিস্ময় ও চমৎকারিতা আনয়ন করে, যাহা কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারাবলীতে, এমন কি স্বয়ং অবতারীর (কৃষ্ণের) মধ্যে নাই। যাহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই ভিত্তি বা সম্বল করিয়া বিষয়ের যথার্থ্য নির্দ্ধারণে প্রস্তুত, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহাদিগকেও জাগতিক সর্ব্ববিধ দয়ার সহিত শ্রীগৌরহরির দয়ার তুলনা করিয়া পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছেন,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫)

সাধারণভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ঔদার্য্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তিনপ্রকারে স্বীয় কারুণ্য সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বিতরণ করেন। জীব—প্রথমতঃ ঈশবিমুখ বিষয়-খিন্ন, দ্বিতীয়তঃ ঈশানুসন্ধান পর ও অবশেষে ভগবৎসেবারত। প্রথমতঃ ভগবানের কৃপায় জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং তখন সেই হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাজনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ ভগবানের দয়ায় জীবের ভক্তিসিদ্ধান্তলাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা প্রাপ্তি ঘটে। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণকৃপাক্রমে ক্ষমতা লাভ করিয়া জীবের মাধুর্য্য-গৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে আনন্দ লাভ ঘটে। কৃষ্ণকৃপা-ফলে জীব মুমুক্ষু হইলেও ভবরোগৌষধি লাভহেতু মুমুক্ষাত্যাগ ও পরেশানুভূতি লাভ করেন এবং জীব বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরি-গুণানুবাদফলে বিষয়ভোগ-ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় কি না সম্পদ লাভ হইয়াছে, তিনি জগতে না আসিলে 'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইত? কে বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? বৃন্দাবনের গহন-মহামাধুরীতে কাহার বা প্রবেশের অধিকার ছিল? অধিরূঢ়ভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকাকে উপাস্য বস্তুরূপে কে বা জানিত? পরমপুরুষার্থ 'প্রেম' বর্ত্তমানে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় জগতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে প্রবাহিত, যে-কোন সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সদ্গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেই সেই প্রেমবারিধারায় স্নান করিবার

অধিকার লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীচৈতন্যদেবই যে বদান্যের শিরোমণি, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কলিকালে নির্ম্মৎসর বদ্ধজীবের শ্রীগৌরপাদাশ্রিত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তনই একমাত্র সনাতনধর্ম্ম। বৈষ্ণব—শুদ্ধভক্ত বিদ্বদনুভবী, মহাজন, বৈষ্ণবশাস্ত্র—শ্রুতি বা শব্দপ্রমাণ, উভয়ের অনুসরণই শ্রৌতপন্থায় অবস্থান। চরম কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

—**শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়

"সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়"-কথাটি যুক্তিহীন, অর্থহীন, অর্ব্বাচীনের উক্তি বলিয়াই পরিগণিত হয়; কারণ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কিরূপে সম্ভব? যাহারা সমাজে এই মুখ-রোচক কর্ণরসায়ণ কথাগুলি ছড়াইয়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাহারা কি প্রমাণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন?

পরমেশ্বর কর্ত্তা, জগৎ তাঁহার কর্ম্ম, সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া। জগৎকে পরমেশ্বর বলিলে অন্বয় হইল না। যাহারা শাস্ত্রের সেই সুসূক্ষ্ম বিচারসমূহ ধরিতে পারেন না, তাহারই কর্ত্তা ও কর্ম্মকে একাকার করিয়া ফেলেন এবং 'গোলে হরিবোল' বা গোঁজামিল দেওয়াকে 'সমন্বয়' বলিয়া মনে করেন, কারণ—'সমন্বয়'-শব্দের ব্যবহারে ব্যভিচার বা গলদ এখান হইতেই শুরু হইয়াছে।

চোর চুরি করে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন, শিক্ষক শিক্ষাদান করেন, ডাকাত ডাকাতি করে, বারবণিতা পরপুরুষ তোষণ করে, সাধু-সন্ন্যাসীগণ ভগবৎপ্রীতি উৎপাদনের জন্যে তদীয় প্রীতিমূলক সেবাকাজ করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি চোর, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাকাত, বণিতা এবং সাধু-সন্ন্যাসী সবই একই ধর্ম্মাবলম্বী কিংবা একই তাৎপর্য্যপূর্ণ, অথবা সবাই সমান একথা বলা চলিবে কি? এই কথা যদি কেহ বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাদের ভাষায়—মা-বাবা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, গরু, ছাগল, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু-পাখী সবই একাকার হইয়া যায় না কি? কিন্তু কই হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো সমান নহে, স্ত্রীকে তো মা বলে কিংবা ভগ্নীকে স্ত্রী বলে তো গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলেও চোরের ধর্ম্ম চুরি করা, তার ধর্ম্মের সঙ্গে আর একটি চোরের ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে, সাধুর ধর্ম্মের সঙ্গে নয়।

'যত মত তত পথের' ভক্তগণের মূলকথা, অদ্বৈতবাদ আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। পরিণামে যখন কিছুই থাকিবেনা, তখন সুবিধালাভের জন্য যাহা ইচ্ছা তাহা গ্রহণ করিবে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

— কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম-যাজীগণের বিচার ঠিক বিপরীত, তাঁহারা বলেন,—"একমাত্র অধোক্ষজ বাস্তববস্তু স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সঙ্গেই আমাদের দরকার; আমাদের যাবতীয় সুখ-সুবিধা, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, অনিত্যধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম সবকিছু ছাড়িয়া আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে (শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে) অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণেরই সুখানুসন্ধানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য; অন্য কিছুর আমাদের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধুতটে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ শ্রীকৃষ্ণকে 'কান', কেহ গোপীজনবল্লভ, কেহ রাধানাথ, কেহ প্রাণবল্লভ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছেন, কিন্তু যেখানে কেহ মরীচিকা দেখিয়া জল বলিতেছে, কেহ বা স্বচ্ছকাচে বিবর্ত্তবুদ্ধি করিয়া aqua বলিতেছে, কেহ বা পানি পানি করিতেছে, কেহ বা water বলিতেছে, আবার কেহ বা গঙ্গা হইতে বাস্তব জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন,—ইহারা সকলেই যে একই গঙ্গাজল আস্বাদন করিতেছেন, ইহা বলা যাইবে কি ? মরীচিকা ও জলের বিবর্ত্ত কি বাস্তব জল ? স্বপ্নে জলপান, প্রেতের জলপান, প্রলাপী রোগীর জলপানের প্রলাপ কি প্রকৃত জলপান ? গঙ্গার জলও জল, আবার খানাডোবার জলও জল, বিষ্ঠাগর্ত্তের জলও জল, ইহারা সকলেই কি একই শ্রেণীর ?

হিরণ্যকশিপুর উদ্দেশ্য ও প্রহ্লাদের উদ্দেশ্য এক নহে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামনা ও অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেম-বাঞ্ছা এক নহে। পূতনা ও যশোদার উদ্দেশ্য এক নহে, সীতা ও সূর্পনখার উদ্দেশ্য এক নহে। ঠাকুর হরিদাস ও ঢঙ্গবিপ্রের উদ্দেশ্য এক নহে; রাবণের উদ্দেশ্য এবং ভক্তবীর বজ্রাঙ্গজীর উদ্দেশ্য এক নহে। মূল উদ্দেশ্যেই আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে।

'যত মত তত পথের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলিয়াছেন,—"Bread ! Bread ! I do not believe in a God, Who can not give me a bread here, giving eternal bliss in Heaven !" এই উক্তি-অনুসারে—"Bread" বা রুটিই পরমেশ্বর। অতএব পরব্রহ্মের উপাসনা ও রুটির উপাসনায় একই ফল লাভ হয়, কারণ 'যত মত তত পথ'।

তন্ত্রে প্রচারিত আছে,—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

অর্থাৎ মদ্যপান করিতে করিতে পড়িয়া যাও, উঠিয়া পুনরায় পান কর, এইরূপ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যে যে-ফল লাভ হয় বা যে-মুক্তির সাধনবার্ত্তা আছে অর্থাৎ মদ্যপানরূপ সাধনে যে মুক্তিফল লাভ হয়, তৎসহ 'যত মত তত পথ' মতবাদীর মতে পরব্রহ্মের উপাসনার ফল এক।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়ের সমস্যা এবং তাহার সমাধান মানব-মেধাকে যেন একটি সর্ব্বগ্রাসী ভ্রমে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'সম্প্রদায়' ও 'সমন্বয়'-শব্দের অপব্যবহার, বিশেষতঃ এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণে বিবর্ত্ত যেন মহামারীর বীজাণুর ন্যায় অধিকাংশ ব্যক্তির হৃদয়কে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। উপনিষদ-পাঠে জানা যায়,—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

পরাৎপর সত্য বা পরম সত্য অসমোর্দ্ধঅর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উর্দ্ধ কিছুই নাই। "সকলই সমান"—এই কথাটি অসমোর্দ্ধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মতবাদ। "সকলই সমান"—এই কথাটিতে নির্ব্বিশেষ-মতের অভিব্যক্তি থাকিলেও ইহা বিচিত্রতা বা বিলাসের বিরোধী। বিচিত্রতায় 'অধম' ও 'পরম' অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিচার অবশ্যই থাকিবেই।

'সমন্বয়-শব্দের' অর্থ—অনু-ই+অল্ ভাবে=অন্বয়। এই অন্বয় শব্দের অর্থ কোষকারকগণ এইরূপ করিয়াছেন,—পরস্পর সম্বন্ধ, পদানাং পরস্পরাকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা চ। 'সম্' উপসর্গের সহিত 'অন্বয়, শব্দযোগে "সমন্বয়"-পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পরস্পরের সম্যক্ সম্বন্ধ, পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা বা যাহার যেরূপ আসন, তাহাকে সম্যগ্‌রূপে সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেই 'সমন্বয়'-শব্দের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

কর্ত্তাকে কর্ত্তার স্থানে, কর্ম্মকে কর্ম্মের স্থানে এবং ক্রিয়াকে ক্রিয়ার স্থানে স্থাপন করার নামই সমন্বয়। 'সমন্বয়'-শব্দটি বেদান্তসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। পরস্পর অবিরোধ, সঙ্গতি ও এক তাৎপর্য্যপরতা অর্থে বেদান্তে 'সমন্বয়'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। নাকের গহণা পায়ে আর পায়ের গহনা নাকে পারিলেই সমন্বয় হয় না। সমন্বয়ই সৌন্দর্য্য, সমন্বয়ই পরমচমৎকারিতাপূর্ণ রসস্বরূপ। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমে সমস্ত রসের সমন্বয় হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন কলিযুগপাবনাবতারী প্রেমময় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যাহাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতই বা কি বলিয়াছেন,—

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতিনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।২৫-২৭)

এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে—কেবল সত্ত্বময়-মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এ সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেইভজনপর মুণিগণকে অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরম-কল্যাণের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

অতএব ভয়ঙ্করাকৃতি পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তিচ্ছুক, অনিন্দক, অসত্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন।

রজস্তমঃ-স্বভাবযুক্ত সুতরাং পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবতা-গণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ-লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐ সকল ফলদাতা পিতৃ প্রভৃতি ইতর দেবতাগণকে ভজন করেন।

বিষ্ণুর উপাসনায় কোন কামনা নাই। বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার কামনাপূরণরূপ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যাজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩৬)

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধা ভক্তি' ইহা হইতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

নির্ব্বিশেষবাদ ও জীবব্রহ্মৈক্যবাদ হইতে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি শ্রুতির বিকৃত কদর্থ করিয়া জীবই 'ব্রহ্ম' অথবা ব্রহ্মই "জীবোপাধি" গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বহুরূপী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সাধারণ যুক্তির দ্বারাও জীবব্রহ্মৈকবাদীর ভ্রম প্রদর্শন

করিয়াছেন। মায়াবাদিগণ যে 'জীব'কে 'ভ্রান্তব্রহ্ম' বা উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তাহাই 'মায়াবাদ'। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু, মায়ার অতীত বস্তু, মায়াধীশ তত্ত্ব মায়ায় কবলিত হন—ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন বলিয়াই নির্ব্বিশেষবাদীগণকে 'মায়াবাদী' বলা হয়। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে" এই সকল অদ্ভুত কথা (ব্রহ্মবাদী) মায়াবাদের বিচার হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাই তাহারা বলিয়া থাকেন 'দরিদ্র নারায়ণ,' 'হস্তী নারায়ণ,' 'কুকুর নারায়ণ,' 'ঘর নারায়ণ', 'জুতা নারায়ণ', 'লাঠি নারায়ণ' প্রভৃতি কথার কল্পনা করা হইয়াছে। জীব ও নারায়ণকে সমপর্য্যায়ে গণনা, ভোগ্যবস্তু ও ভগবানকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করার অভিসন্ধিই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, লোকপিতামহ ব্রহ্মা একটি বাণীতে বলিয়াছিলেন,—"য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি।" অর্থাৎ যিনি পাপ-পুণ্যের অতীত, জরা বা শোক যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার জাগতিক ক্ষুধা বা পিপাসা নাই, যাঁহার কামনা বা সঙ্কল্প অব্যর্থ সেই আত্মাকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

"য এষোঽক্ষিনি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।" অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিলেন,—'এই নয়নমধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, সেই পুরুষই আমার কথিত পাপপুণ্যাতীত সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মা, এই পুরুষ অমর ও নিখিল ভয়ের অতীত, ইনিই ব্রহ্ম।

"মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদযথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যন্তে।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ, ক্রীড়ন্, রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১২।১-৩)

"হে ইন্দ্র! এই দেহ জড় ও মরণশীল, মৃত্যু ইহাকে অনুক্ষণ গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। এই শরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান-ভূমি। এই নশ্বর শরীরকে যাহারা "আত্মা" বলিয়া মনে করে, তাহারাই সুখ-দুঃখের কবলে পতিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা এই শরীরকে সেইরূপ বিচারে দর্শন করেন না, সুখ-দুঃখ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। লোকে বায়ু, আকাশ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির আকার স্থূল চোখে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু যখন আকাশে সুপ্ত বায়ু তাহার ঝটিকাময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করে, নীরদমালা যখন আকাশতলে কৃষ্ণবর্ণ-চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দেয়, বিদ্যুৎ যখন জ্যোতির্ম্ময়ী লতারন্যায় চঞ্চল হইয়া লুকোচুরি খেলা খেলিতে থাকে এবং ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া তোলে, তখন তাহার স্থূলমূর্ত্তি দেখিতে পাই। শরীরগুহায় অবস্থিত সূক্ষ্ম-আত্মাকে আমরা অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার গুহা হইতে উত্থিত হন, তখন আমরা তাঁহাকে স্থূল চোখেতে দেখিতে না পাইয়াও প্রত্যক্ষ দেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করি না, তখনই পরমাত্মা—আত্মার নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন যখন আত্মা দাস্যভাবে পরমাত্মার সেবাসুখ উৎপাদন করেন।

এইরূপে সুপ্রসন্ন জীবাত্মা দেহাত্মবোধ হইতে উত্থিত হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ও নিজস্বরূপে প্রকাশিত হন। ইনি উত্তম পুরুষ বা প্রকৃত 'অহং' পদবাচ্য। তিনি তখন পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া পরমাত্মার সেবাবিলাসে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত হাস্য করেন, ক্রীড়া করেন, এবং সেই ধামের পরিকরগণের সহিত রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তথাপি তাহাকে নারায়ণ বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে কিংবা স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা বলিলে তিনি লোক-শিক্ষার্থে বলিতেন,—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণজীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১ -১১৩)

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণের কিঞ্চিৎ পরে কতকগুলি লোক নিজেদেরকে 'নারায়ণ' 'রঘুনাথ' এমনকি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না, কিন্তু ঐ ব্যক্তিগুলি কেহই সনাতন শাস্ত্রের বিচার ধারাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। স্ব-স্ব কল্পিত মতকেই শাস্ত্র সমন্বিত ধর্ম্ম বলিয়া জগতে প্রচার করিতেছে। বলাবাহুল্য, ইঁহারা সকলেই অসুররাজ বিরোচনের অপকৃষ্ট বংশধর। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে দিনে অবস্থা তাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮৩-৮৪)

'উদর ভরণ লাগি' এবে পাপীসব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব॥
গর্দ্দভ শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ' ভাব গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্যদেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর', বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ হইয়া॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৮০-৪৮২)

এই সকল পাষণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তিকে যদি শুদ্ধভক্তের সহিত একাকার করা যায়, তবে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু জগজ্জীব আত্মমঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আত্মমঙ্গলকামী কখনই দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গকে, জীব ও ভগবানকে, মায়া ও মায়াধীশকে একাকার করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ধূয়া এদেশে আমদানী হইয়াছে, সেইরূপ বিলাতী অনুকরণে কোন কোন অর্ব্বাচীন সনাতন ধর্ম্মকে পাঁচমিশালী মতের মহোৎসবে মনোধর্ম্মপ্রসূত নবীন মতবাদ সমূহকে বিভিন্ন মতের অন্যতম-

রূপে আসন প্রদান করিবার গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সভাদির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিকতা, লোকপ্রিয়তা, জড়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ-পরিতৃপ্তির অভিসন্ধি হইতেই এই সকল বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি জগতে উদিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র মানব মনীষা তো' দূরের কথা—মানবের আদি জনক ব্রহ্মা ও পরমেশ্বরের স্বরূপ মাপিতে পারেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৪।২৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করিলে ঈশ্বরাভিমানী ব্রহ্মা বিনীতভাবে বলিতেছিলেন,—হে দেব! তোমার চরণ যুগলের কৃপাকণায় অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার অপার মহিমাযুক্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত অন্য কেহই দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও তোমাকে জানিতে পারে না। মনুষ্যজীবগণ যদি তাহাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে মাপিয়াই লইলেন কিংবা শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্যাদি কল্পিত বলিয়াই কল্পনা করিয়া নিলেন তাহা হইলে তথাকথিত জীবসকল পিতামহ ব্রহ্মা হইতেও জ্ঞানী বলিয়া সমাজে সমাদৃত হইবেন কি? নিশ্চয়ই নয়, কারণ তাহাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলাদি মাপিয়া লইবার অধিকার আছে কি?

অতএব যাহারা তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের পৃষ্ঠপোষক, তাহারা যে মূলে নির্ব্বিশেষবাদী, ইহাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং বাস্তব সত্যকে তার্কিকগণের দ্বারা তুলাদণ্ডে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনগণ-মত হওয়াই উচিত,—ইহাই আচার্য্যগণের যুক্তি-সম্পুটিত বাণী।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কিংবা চিজ্জড় সমন্বয়বাদিগণের সাধারণ ভ্রমসমূহ অসংখ্য। তাহা হইতে কতিপয় ভ্রম উদ্ধার করিয়া তৎসহ উহার সংশোধিত সৎসিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হইল। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ সাধারণ ভ্রমসমূহের নিরপেক্ষ বিচার সৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন,— "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

১। ভ্রম—জীব—শিব। শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।

১। সৎসিদ্ধান্ত—জীব অনর্থযুক্ত থাকাকালে বদ্ধজীব। জীব মুক্তাবস্থা লাভ করিলেও আশ্রয় বা বিষয় জাতীয় উপাস্যে তিনি কখনই পরিণত হন না। শিব জগদ্‌গুরু, তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবান্। আর সঙ্কর্ষণ—বিষ্ণু, তিনি—শিব পার্ব্বতীর উপাস্য বিষয় জাতীয় ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় প্রচেতোগণ, আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ শিবের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই শিব বা সঙ্কর্ষণ হইবার কুবুদ্ধি পোষণ করেন নাই। যাহারা জীবকে জগদ্‌গুরু শিব বলে, তাহারা শিবের চরণে অপরাধী এবং পরম নাস্তিক। বদ্ধজীবকে জগদ্‌গুরু 'শিব' কল্পনা করিয়া জগদ্‌গুরুর ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার চেষ্টা জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টিকারী নাস্তিকতা। অথচ উহাই কলিযুগে পরার্থিতা ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হইয়াছে।

২। ভ্রম—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পতে"।

২। সৎ—ব্রহ্মের রূপ সাধক বা অসিদ্ধ-মনুষ্য দেবতা, ঋষি কেহই কল্পনা করিতে পারে না। পরমব্রহ্ম নিত্য, নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাবান্। মনুষ্য পরব্রহ্ম রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মকে পুতুলে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। অথচ এই জড়ীয় নাস্তিকতাই জগতে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আক্রমণ করিয়াছে।

৩। ভ্রম—"যত মত তত পথ"—এই বিচার সমস্তই ধর্ম্মবিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ্দর্শনকারীর কথা।

৩। সৎ—"যত মত তত পথ"—এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সন্ধানহীন নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর মনোধর্ম্মী সম্প্রদায়ের লোকবঞ্চন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা।

৪। ভ্রম—'মহাপুরুষ' বলিয়া নামজাদা সকলেই একই শ্রেণীর। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্কর, কবীর, এমনকি আধুনিক কালের কতিপয় ব্যক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেব পরমার্থ রাজ্যে একই পংক্তির লোক।

৪। সৎ—শ্রীমন্মহাপ্রভু—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি আচার্য্য লীলাভিনয়কারী হইলেও আচার্য্য-শ্রেণীর নহেন। বিশেষতঃ তাঁহার আচার্য্য লীলাভিনয়ের মধ্যে সাধারণ নৈতিকধর্ম্ম বা সাধারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ নাই। এমনকি ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ-ভজন, যাহাতে আংশিক বৈষ্ণবতা প্রকাশিত, ততটুকু মাত্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা নহে। নির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী সেবাবৃত্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থা যাহাতে সমস্ত অপ্রাকৃত রস ক্রোড়িভূত ও সমন্বিত

হইয়া মধুর রসে বিপ্রলম্ভ-রস-চমৎকারিতা উৎপাদনপূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহকে অত্যন্ত সুখী করে, সেই কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের আচারে ও বাণীতে দৃষ্ট হয়। অতএব, সমাজনীতি, সাধারণ ধর্ম্মনীতি, বর্ণাশ্রমনীতি, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিশ্রম ভক্তিনীতি কিংবা ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভক্তিনীতি প্রচারকগণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবকে এক পংক্তিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, কখনও বা অভিসন্ধিযুক্ত পাষণ্ডতা। —শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম-মায়াপুর

সেই নবদ্বীপ-ধাম, সিতদ্বীপ যার নাম,
দেবের দুর্ল্লভ এই স্থান।
দীপ্তিময় নবদ্বীপ, তার মধ্যে অন্তর্দ্বীপ,
যথা জন্মে গৌর-ভগবান্॥ ১॥
নববিধ ভক্তিতত্ত্ব, শাস্ত্রবাক্য সুমহত্ত্ব,
পূর্ব্ব বিজ্ঞে করিলা বর্ণন।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ, মায়াপুর অন্তর্দ্বীপ,
চিন্ময় অভিন্ন বৃন্দাবন॥ ২॥
এইস্থানে গৌরচন্দ্র, শ্রীবাসাদি নিত্যানন্দ,
সবা লঞা করিলা কীর্ত্তন।
নামামৃত বিতরণে ধন্য কৈল সর্ব্বজনে,
ভক্ত সঙ্গে নগর-ভ্রমণ॥ ৩॥
সর্ব্বদেব পূজে যাঁরে, যথায় আসিয়া হেরে,
এই সেই নবদ্বীপ-ধাম।
সেই নিরুপম গোরা, রাধাপ্রেমে হয়ে ভোরা,
সাধিলা মনের নিজ কাম॥ ৪॥
এইস্থানে শচীসুত, ব্রজরসে বিভাবিত,
অযাচকে ভক্তি দিল দান।
সবে হরিনাম দিয়া, প্রেমরসে নাচাইয়া,
জগাই-মাধাই পরিত্রাণ॥ ৫॥
নামানন্দে ভক্তগণ, গোবিন্দ শ্রীনারায়ণ,
এইস্থানে উচ্চ হরিধ্বনি।
কীর্ত্তন-আনন্দ-রসে, সাত্ত্বিকাদি ভাবাবেশে,
গায় সবে 'হরি হরি' বাণী॥ ৬॥

এই গঙ্গা পার হই,　　ওপার কাটোয়া যাই,
সন্ন্যাস করিলা ভগবান্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম,　　প্রভু মোর গৌরধাম,
তেয়াগিয়া নিজ-জন্মস্থান ॥ ৭ ॥

এই চিদানন্দ ধাম,　　শ্রীবাস অঙ্গন নাম।
উঠিত মঙ্গলধ্বনি—　　গোপাল গোবিন্দ রাম ॥ ৮ ॥
রত্নাচার্য্য-গৃহ হেতা　　মহালক্ষ্মী জগন্মাতা।
প্রকাশিয়া নিজৈশ্বর্য্য,　　নারায়ণী নাম দাতা ॥ ৯ ॥
নদীয়া বিহার-ছলে　　ম্লেচ্ছে কৃষ্ণনাম বলে।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন,　　শুনে কাজী পুণ্যফলে ॥ ১০ ॥
কাজীর নগর হয়　　অদ্যাপি সমাধি রয়।
মাতুল সম্বন্ধ ধরি',　　গৌররায় উদ্ধারয় ॥ ১১ ॥
শিশুকালে এইখানে　　তালি দিয়া নারীগণে।
'ভাল করি নাচ বাপ,'　　বলে হরিনাম শুনে ॥ ১২ ॥
ক্রন্দনের ছলে প্রভু　　জগত জনারে কভু।
হরিনাম বলাইলা,　　ভকত-হৃদয় বিভু ॥ ১৩ ॥
'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি'　　নাম প্রেমে বিশ্ব ভরি'।
আজ্ঞা দিলা সর্ব্বজনে,　　করিয়া নির্ব্বন্ধ করি' ॥ ১৪ ॥
গৌর-শিক্ষা সারাৎসার　　নাম বিনা নাহি আর।
অন্যথা যে মানে তা'র,　　নাহিক নিস্তার আর ॥ ১৫ ॥
মহাজন গ্রন্থমতে　　শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে।
প্রাচীন নদীয়া এই,　　দীপ্তিমান্ এ জগতে ॥ ১৬ ॥
ভক্তি-রত্নাকর পুঁথি　　পড়িলে জানিবে তিথি।
মায়াপুরে মিশ্রগৃহে,　　জন্মিলা বৈকণ্ঠপতি ॥ ১৭ ॥
বড়্গাছী খানাকুলে　　নিতাই ভ্রমিয়া বুলে।
ওপার কুলিয়া ধন্য,　　অবধূত-পদমূলে ॥ ১৮ ॥
গৌরাঙ্গের নিজজন　　ভকতিবিনোদ হন।
মায়াপুর প্রকাশিয়া,　　জানাইলা জগজনে ॥ ১৯ ॥
মহাজন-পথ ধরি'　　মন্দির নির্ম্মাণ করি'।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ,　　বসাইলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥
শুদ্ধভক্তি প্রচারিয়া　　দীনহীনে ভক্তি দিয়া।
গেলা প্রভু ব্রজে চলি,'　　রাধাকৃষ্ণ-নাম পিয়া ॥ ২১ ॥

—শ্রীভুপেন্দ্র নাথ ঘোষ

শ্রীগৌর-কীর্ত্তন

প্রেম রস ঘন
তুলসীর বন
মহা তীর্থস্থান।
আসেন তথায়
ভক্ত প্রার্থনায়
স্বয়ং ভগবান্॥
জগতে সবার
যিনি মূলাধার
তাঁর-ই কৃপায়।
মহামন্ত্র আসে
সারা বিশ্ব ভাসে
মহা করুণায়॥
অধর্ম্ম অশান্তি
সব ভুল ভ্রান্তি
নব জাগরণে।
অন্তর বাহির
করে মুক্ত স্থির
ভক্তি আসে প্রাণে॥
চেতনার রূপ
হয় অপরূপ
পরিদৃশ্যমান।
প্রেমের ঠাকুর
প্রেমে ভরপুর
প্রেম করে দান॥

আচ্ছন্ন মানুষ
পায় মহাহূষ
আস্বাদন করে।
বিগলিত ধারা
হ'য়ে আত্মহারা
ঝর্ ঝর্ ঝরে॥
প্রভুর চরণে
আত্ম সমর্পণে
চাহে মহাভিক্ষা।
বলে, সব নাও
শুধু ফিরে দাও
প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা॥
দুর্জ্জনের দল
যেথা যত খল
সব আসে ছুটে।
মাটিতে পড়িয়া
চরণ ধরিয়া
ধূলি লয় লুটে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
বিশ্বে অগ্রগণ্য
মহা অবতারী।
তার অবদান
পর্ব্বত-প্রমাণ
বুঝিতে কী পারি?

—**শ্রীবলাই চাঁদ ঘোষ**, সাংবাদিক পি. টি. আই.

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও বৈরাগ্য-বিদ্যা

যযাতি রাজা যেরূপ ভোগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এই পৃথিবীতে আর কাহারও সেরূপ কথা শুনা যায় না। বেদের প্রপক্ক ফল পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ১৮শ-১৯শ অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নহুষ-রাজা ইন্দ্রত্ব পাইবার পর দাম্ভিকতার জন্য অভিশপ্ত হইয়া অজগররূপে ভীমসেনকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। সেই নহুষ-রাজার দ্বিতীয় পুত্র রাজা যযাতি। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জড়ভোগময় রাজ্যের পরিণাম বুঝিয়া ও তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে জানিয়া রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হন বলিয়া যযাতি রাজ্য লাভ করেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করায় কন্যার আগ্রহাতিশয্যেই তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্ব-তনয়া শর্ম্মিষ্ঠা শুক্রশাপে দেবযানীর পরিচারিকারূপে যযাতি-পুরে গমন করেন।

দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু দুই পুত্র এবং গোপনে শর্ম্মিষ্ঠা-গর্ভেও দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি রাজার প্রীতি দেখিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন এবং পিতা-কর্ত্তৃক যযাতিকে শাপগ্রস্ত করেন। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে তিনি সেইক্ষণে জরাগ্রস্ত হন। যযাতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শুক্রাচার্য্য বর দিলেন, রাজার যে পুত্র তাঁহার জরা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে জরা অর্পণ করিয়া তিনি জরামুক্ত হইতে পারিবেন।

পুরু ভিন্ন রাজার অন্য কোন পুত্র জরা গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায়, পুরুকেই জরা অর্পণ করিয়া তাঁহার যৌবন লইয়া যযাতি সহস্র বর্ষ সপ্তদ্বীপ শাসনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহার বিবেকোদয় হয়, তখন বিগতস্পৃহ হইয়া তিনি পুরুকে তাঁহার বয়স প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় জরা পুনর্গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি দেবযানীকে অজা ও অজা-স্বামীর উপাখ্যান বর্ণনাদ্বারা স্বীয় কামনা-বাসনা অতৃপ্তির বিষয় জানাইলেন। তাঁহার কথিত শ্লোকগুলি বিশেষ উপদেশপূর্ণ,—

> যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি-যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
> ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥
> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামোদ্রুতং ত্যজেৎ ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

কামহত-চিত্ত ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য, বনিতাদি ভোগ্য বিষয়সমূহ তৃপ্তিদান করিতে পারে না। কামের উপভোগে কাম শান্ত হয় না, বরং ঘৃতদানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্বীয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি দুর্ম্মতিগণের দুস্ত্যজা ভোগতৃষ্ণা দ্রুত ত্যাগ করিবেন। যোষিৎ-সন্নিধান সর্ব্বথা দূরে পরিহার করিবেন, এমনকি মাতা, ভগিনী, কন্যার সহিতও সঙ্কীর্ণাসনে উপবেশন করিবেন না; যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ বিজ্ঞেরও চিত্ত-চাঞ্চল্য আনয়ন করে। পূর্ণ সহস্র বৎসর নিরন্তর বিষয়-ভোগ করিয়াও আমার বিষয়-তৃষ্ণা প্রবল। সুতরাং বিষয়-তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব-নিরহঙ্কার থাকিব। যিনি জড় সংসারকে আত্মবিনাশের হেতু বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি আত্মদর্শন-বিজ্ঞ। এই অবস্থা পাইতে হইলে সংসারে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়-সমূহকে অসৎ জ্ঞানে তদ্বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

জড়ভোগের সম্বন্ধে যযাতির ন্যায় আর কে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তাঁহার কি উপদেশ, ভুক্তভোগীর যে অভিজ্ঞতা, তাহাই এস্থলে বিবেচ্য। যযাতির ন্যায় তৃষ্ণা-পীড়িত হইয়া শ্রেয়োলাভের সময় নষ্ট করিয়া, শিক্ষালাভের পরিবর্ত্তে ও তৎপূর্ব্বে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষালাভ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। "ঠেকে শেখার" ব্যবস্থা সমীচীন নহে। যযাতির স্বীয় অভিজ্ঞতামুখে আত্মবিবেকের কথা জ্ঞাত হইয়া স্ব-স্ব আত্মবিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। রূপজ মোহে ভুলিয়া অগ্নিতে হস্তার্পণপূর্ব্বক দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা, যাঁহাদের দুরবস্থা হইয়াছে তাঁহাদের নিষেধ মানিয়া লওয়াই ভাল।

যযাতির উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি, ভোগে জীবের তৃপ্তি নাই, অতৃপ্তিই প্রাপ্য। যযাতির যথেষ্ট ভোগ-সামর্থ্য ছিল, ভোগের উপকরণ ছিল, তাঁহার আশা-আকাঙ্খার হ্রাস হয় নাই। বহুকাল ভোগের পরও তিনি বলিলেন, ভোগের শেষ নাই, ভোগে তৃপ্তি নাই। বুদ্ধিমান্ জন অবশ্যই বুঝিতে পারেন, জড়ভোগ জীবের নিত-স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। জীব আত্মস্বরূপ-বিভ্রমবশে ভোগে প্রধাবিত হয়, কিন্তু তাহার ভাগ্যে আনন্দ-প্রাপ্তি ঘটে না; বরং অধিকাংশস্থলে অতৃপ্তি ও দুঃখভোগই তাহার প্রাপ্য হয়। কারণ জীব ভোক্তৃতত্ত্ব নহে। তাহা হইলে ভোক্তৃতত্ত্ব কে, আর জীবেরই বা স্বরূপ কি? এই পর্য্যন্ত দেখা গেল,

ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া যযাতিরাজ জড়াসক্তি ত্যাগ করিলেন ও শ্রীভগবানে মনঃসংযোগই বিশেষ করণীয় বলিয়া ধারণা করিলেন। তিনি সমস্ত আসক্তিমুক্ত হইয়া আত্মানুভূতি-প্রভাবে ত্রিগুণ অতিক্রমপূর্ব্বক সুনির্ম্মল পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবে ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহার সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভৃগুবংশজা দেবযানীরও পরাগতি লাভ হইয়াছিল। তিনিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সম্যগ্‌ভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, ভোগ যদি জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম না হইল, তবে ত্যাগ তাহার স্বরূপ-ধর্ম্ম কিনা? এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

যে-কর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম লভ্য হয় না, যে-ধর্ম্মপ্রভাবে জড়বিষয়ে বিরাগ না জন্মে, সেই কর্ম্মী ও ধার্ম্মিকের জীবন বিফল; যে-বৈরাগ্যের ফলে ভগবৎ-চরণসেবায় রতি না জন্মে সেই বৈরাগ্যপর ব্যক্তি জীবিত-অবস্থায়ই মৃততুল্য। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীহরিসেবা-কল্পে ভগবদিতর বিষয়ে যে বিরাগ জাত হয় তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য; সেই ত্যাগই সার্থক ত্যাগ, নচেৎ ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত ত্যাগ ফল্গু-বৈরাগ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ ত্যাগও জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবিষয়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"

যাহারা ভোগ-প্রবৃত্তির দুঃখ-ফল দেখিয়া তজ্জনিত ত্রিতাপজ্বালার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভোগত্যাগে ব্যস্ত হন ও অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হন, তাহাদের শুষ্ক বৈরাগ্যকে শাস্ত্র গর্হন করিয়াছেন। এরূপ ত্যাগে আগ্রহ কেবল প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির ফল এবং ইহা ভোগেরই আর এক দিক্ মাত্র। জড়ভোগ যেরূপ মায়িক বুদ্ধির পরিচয়, শুষ্ক বৈরাগ্যও তদ্রূপ মায়িক বিচার-প্রসূত। অপ্রাকৃত মায়াতীত বিচারে স্বতন্ত্রভাবে ত্যাগের অভ্যাস করিতে হয় না; ভগবৎ-সাম্মুখ্য হইলেই আপনা হইতেই ভগবদিতর বস্তুতে বিরাগ স্বাভাবিক। উহার জন্য স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার আবশ্যকতা নাই। যাঁহার যে পরিমাণে ঈশসাম্মুখ্য হইয়াছে, তাঁহার সেই পরিমাণে ভগবদ্‌ভক্তি ও ইতরবিষয়ে বিরাগও সেই পরিমাণে। শ্রীভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে বৈরাগ্য ও জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়। যেমন ভোজনসময়ে প্রতিগ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি তৃপ্তি, শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়, ঈশ্বর-

বিশ্বাসের সহিত তৎসম্বন্ধে ও ইতরাসক্তি ত্যাগেরও এইরূপ সম্বন্ধ। যে-স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তন্মায় মূলে কপটতা আছে, বুঝিতে হইবে।

পরেশানুভব ব্যতীত যুক্ত-বৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। শুষ্ক-বৈরাগ্য কেবল নিষেধাত্মক তাহার সহিত জড়ভোগের পূতিগন্ধ না থাকিলেও সূক্ষ্ম-ভোগের পূতিগন্ধ সংশ্লিষ্ট। নিষেধাত্মক লক্ষণ কখনও জীবের স্বরূপধর্ম্ম হইতে পারে না। ফল্গু-বৈরাগ্য জীবের স্বরূপধর্ম্ম না হইলেও, যুক্ত-বৈরাগ্য স্বরূপধর্ম্মে অনুস্যূত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যুক্তবৈরাগ্য ভক্তি ও পরেশানুভবের সহযোগী। সুতরাং ভগবৎভাবপর ভক্তিই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। 'ভক্তি' অর্থে সেবা, সুতরাং ভোগের বিপরীত ধর্ম্ম সেবাই—জীবের স্বরূপ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রীভগবৎতত্ত্বই সেবাতত্ত্ব। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"— ইহাই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।২৬) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহারা মুক্তাভিমানবশতঃ ভগবচ্চরণ অনাদর করেন, তাঁহারা উচ্চরণ হইতে অবসর লইয়া অশুদ্ধবুদ্ধিপ্রযুক্ত বহুক্লেশে পরমপদ পাইতে গিয়াও অধঃপতিত হন। সুতরাং ফল্গুত্যাগ জীবের স্বরূপ নহে, যুক্তবৈরাগ্য ঐ স্বরূপে আছে। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

সকল বিষয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল। কৃষ্ণসেবাপর বুদ্ধি হইয়া বিষয়সমূহ যথাযোগ্য গ্রহণ করিলে তাহা ভোগ নহে, তাহাই যুক্ত-বৈরাগ্য। যুক্ত-বৈরাগ্যই কৃষ্ণদাসগণের আশ্রয়ণীয়। কেবল জড়বিষয়সমূহ ত্যাগ-ফল্গুবৈরাগ্য, আর কৃষ্ণসেবা ও তৎপ্রীতি-কামনায় ভোগেচ্ছা-ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। অসৎ-সঙ্গই একমাত্র ত্যাগের বস্তু। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"— ইহাই ত্যাগ ও গ্রহণের সুসিদ্ধান্তপর যুক্তি ও বিচার।

অখিল-লোকশিক্ষক জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস জগজ্জীবকে বিতরণ করিয়াছেন। তিনি বৈরাগ্য-বিদ্যাসহ ভক্তিযোগ নিখিল বিশ্বকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব ষড়্গোস্বামীগণ তৎকৃপা-প্রভাবে অবগত হইয়া সমগ্র জগৎকে পান করাইয়াছেন। সত্যই তাঁহার কৃপাম্বুধি, পরদুঃখদুঃখী ও মহাবদান্য।

মানুষ আজ সাধন-ভজনের সুসূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত অবগত না হইয়া, ধর্ম্মের বা আত্মকল্যাণের বাহ্যাবরণ—স্থূল-সূক্ষ্ম বিচারে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের তথাকথিত

কর্ত্তব্য সাধনে আত্মতুষ্ট হইতে চাহেন। বাস্তব সাধন বা কল্যাণবিষয়ে কোন সম্যক্ ধারণা নাই।

ইহ জগতে ভোগ ও ত্যাগের কথারই বহুল প্রচার হইয়াছে। জৈমিন্যাদি ঋষিগণ ইহকাল ও পরকালে ভোগলাভের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাদি গ্রন্থে কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ ভোগযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে আরও আহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশেও জড়বাদিগণ ভারতীয় ভোগবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি ঋক্, সাম, যজু—এই ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে জড়ীকৃত হইয়া সমাজের নিয়ন্ত্রণভার লইয়াছে—সমাজে স্ত্রী-আচার প্রবিষ্ট হইয়া গৃহাসক্ত ব্যক্তিদিগকে তদনুবর্ত্তনে বাধ্য করিয়াছে, অপরদিকে ভোগ-বিপরীত ফল্গুত্যাগের কথাও তথাকথিত ত্যাগিগণের ভিতর দিয়া বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে, গৃহে থাকিতে হইলে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের ভোগবাদপর বিধি-নিষেধ মানিয়া লইতে হইবে, আর সাধু-সন্ন্যাসী হইলেই তাহাকে ভোগ-বিপরীত ফল্গুত্যাগের আদর্শ লইয়া 'জগৎ মিথ্যা,' 'অর্থং অনর্থম্', 'কামিনী বাঘিনী' প্রভৃতি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে। কুম্ভকাদিদ্বারা কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বার ক্রিয়া রোধ এবং ধ্যানদ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হইবে; বায়ু ভক্ষণ করিয়া জনহীন পাহাড়-পর্ব্বতে বাস করিয়া মনে কিছুই চিন্তা না করিয়া প্রস্তরের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইবে।

সিদ্ধান্তসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ উভয়কে নিরাস করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডীয়গণ এইরূপে বেদত্রয়-বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক কামনা-পরবশ হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। শ্রীগীতা ত্যাগবাদিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; সে স্বভাববশতঃ মনে মনে ভোগবাসনামূলে অলক্ষিতভাবে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে থাকে। যাহার মনোধর্ম্ম অপগত হয় নাই, তাহার বাহিরে সংযম করিলে কি হইবে, সে-ব্যক্তি মূঢ় ও মিথ্যাচার। সুতরাং ভোগে যে-প্রকার মনোধর্ম্ম বর্ত্তমান, ত্যাগেও তদ্রূপ।

ফল্গু-ত্যাগী—প্রচ্ছন্ন ভোগী। জড়ভোগী নিত্যভগবৎ-সুখ-তৎপর না হইয়া স্বর্গাদি-ভোগরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করিয়া কামকামী। প্রচ্ছন্ন-ত্যাগীও তদ্রূপ ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যকে কপটতার সহিত বাদ দিয়া মুমুক্ষুরূপ আত্মেন্দ্রিয়-

প্রীতিবাঞ্ছায় বদ্ধ-পরিকর। এইরূপ ভোগ ও ত্যাগ সাত্বত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।

জড়েন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলেই যে বিষয়ভোগ-স্পৃহা-দূর হয়, তাহা নহে। কিন্তু সেরূপ পরম-রস লাভ হইলে স্বতঃই তাহা বিদূরিত হয়। যুক্ত-বৈরাগ্যই সাধকগণের পক্ষে সমীচীন। বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভের উপায়। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ,—

"মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল কর স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক, পত্র, ফল, মূলে উদর-ভরণ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥"

বৈরাগ্যের জন্য পৃথক্ প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই। যাঁহার যতদূর ভগবৎ-সাম্মুখ্যলাভ হইয়াছে, তাঁহার ততদূর বিষয়বিরাগ স্বাভাবিক। বিষয়-বিরাগ—গুরু-বৈষ্ণবের বিশেষ কৃপা-সাপেক্ষ। অনেকে বলিয়া থাকেন, বিরাগীর বিষয় নাই, ইহা নিতান্ত অতাত্ত্বিক কথা। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয় ত্যাগ হয়, তাহা নহে। সাধক যে-পর্যন্ত স্থূলদেহে অবস্থান করেন, সে-কাল পর্যান্ত শরীর-নির্ব্বাহোপযোগী বিষয়সকল থাকে। দেহধারী মনুষ্যমাত্রেরই কিছু কিছু বিষয় আছে। সকল বিষয়ই কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইতে পারে। সেবাপর বুদ্ধি লইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করিলে তাহা ভোগ নহে; তাহাই যুক্ত-বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত। যুক্তবৈরাগী বিষয়ী নহেন। কৃষ্ণসেবায় যাহা অনুকূল, সেই বিষয়-সমূহ ত্যাগই ফল্গু-বৈরাগ্য।

ভগবদ্ভক্তগণ জানেন, জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের, সুতরাং নিত্য-ভগবদ্বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ সেই বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগও করেন না; আবার নিজে ভোক্তা সাজিয়া ভগবানের ভোগ্যবস্তুকে ভোগও করেন না; কিন্তু যাঁহার বস্তু তাঁহার ভোগে লাগাইয়া তাঁহারই ত্যক্ত ও

উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন মাত্র। যাহা ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্যের অনুকূল, তাহাই ভগবৎ-সেবার জন্য গ্রহণ করেন, আর যাহা সেবার বিঘ্নকারী তাহাই ত্যাগ করেন। ভুক্তি বা মুক্তিকামীর ন্যায় তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার জন্য নহে। তাঁহারা জানেন,—"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।।" এই জন্যই তাঁহারা ভগবানের সেবোপকরণ অর্থকে অনর্থ ও কামিনীকে বাঘিনী ভাবেন না। তাঁহারা বলেন,—"তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।।"

যুক্ত-বৈরাগী জানেন, ভগবানই সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা, তিনিই নিখিল জীবের সম্বন্ধ। সুতরাং ভগবৎসম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়সমূহ নিযুক্ত হইলেই যুক্ত-বৈরাগ্য সাধিত হয়। যুক্ত-বৈরাগী কোনদিনই জড়বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন না। লৌকিকী বা বৈদিকী সমস্ত কার্য্যই তিনি হরি-সেবার অনুকূলে করিয়া থাকেন। শ্রীহরির সেবানুকূল কর্ম্মই ভক্তি ইহা যুক্ত-বৈরাগীর সুষ্ঠু ধারণা ও বিচার।

যুক্ত-বৈরাগ্যের সূক্ষ্মতা ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভোগিগণ হরিসেবা-পরায়ণ যুক্ত-বৈরাগীকে নিজেদের মত ভোগ-পরায়ণ মনে করেন এবং তাঁহাদের হরিসেবানুকূল কার্য্য বা বিষয়কে মৎসরতাবশতঃ নিজ নিজ ভোগপর ক্রিয়া ও বিষয়ের সহিত সমজ্ঞান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করেন। বিষয়ী-ধুরন্ধর প্রাকৃত-সহজিয়ার অনেকেই শ্রীরায় রামানন্দকে 'সংসারী' মনে করেন, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'ভোগী' বলিয়া ধারণা করেন, শ্রীরূপ-সনাতনের কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, গ্রন্থাদি-রচনা, শ্রীভগবানের নিমিত্ত অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যকে 'প্রতিষ্ঠাশা' বলিয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস-মহাপুরুষগণের শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন। জড়ভোগিগণ মনে করেন, জগতের যাবতীয় ভোগের বস্তু তাহাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসীগণের বিষয়-ত্যাগ তাহাদেরই ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য। কিন্তু সমস্ত ভোগের একচ্ছত্র সম্রাট্ একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদনুগ উচ্ছিষ্টভোগী ভক্তবৃন্দ, ইহাই শাস্ত্রীয় বচন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে পদ্মযোনে! আমি ভক্তের মুখেই রসাস্বাদন করিয়া থাকি।" সুতরাং ভগবদ্ভক্তকেই সমস্ত বস্তু অর্পণ করিলে প্রকৃত সেবা হইবে—"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্"। দুনিয়ার ভোগী জীবগণ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের ভোগ্যদ্রব্য অপহরণ করিয়া চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী। তাহারাই আবার আস্তাকুড়ে পতিত মাতালের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে,—"আমিই

দুনিয়ার সম্রাট্, আমি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, আমার ভোগে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।" এইজন্য গীতা বলিয়াছেন, "স্তেন এব সঃ।" "যাহারা ভগবানের দ্রব্য ভগবানকে দিতে কুণ্ঠিত, তাহারা চোর। "অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার"—ইহা সমদর্শী সাধুর অপ্রাকৃত দর্শন।

অপরপক্ষে ফল্গু-ত্যাগী মায়াবাদিগণ এই যুক্ত-বৈরাগ্যের রহস্য না বুঝিয়া জগৎকে মায়াময় ও মিথ্যা জ্ঞান করেন। "মায়াবাদিগণ কৃষ্ণেতর মন, মুক্ত-অভিমানে যে নিন্দে বৈষ্ণব। যে ফল্গু-বৈরাগী কহে নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভু হৈতে বৈষ্ণব।" তিনিই জীবমুক্ত যিনি কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনিই যুক্ত-বৈরাগী যিনি কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগ-ত্যাগী, তিনিই সাধু, ভক্ত ও প্রেমিক, যিনি কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাস্তব অপ্রাকৃত শিক্ষা অনুসরণ করিলে আমরা তাঁহার বিশুদ্ধ বৈরাগ্যাবস্থাযুক্ত ভক্তিযোগ হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক তাহা অনুশীলনে অগ্রসর হইব।

—শ্রীনন্দনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌর-নিতাই

হে নিত্যকিশোর দুটি ভাই, নদীয়া নগরে
কি স্নিগ্ধমধুর প্রেমলীলা প্রকটিলে ;
ত্রিতাপ-তাপিত মানবের ব্যথিত অন্তরে
ত্রিদিবের কি শান্তিনির্ঝর বহাইলে ?
দেখাইলে কি অপ্রতিহত প্রেমের প্রতাপ,
বিশ্বজয়ী বরাশক্তি যেথা নত ভয়ে ;
যাহার পরশে প্রাণারাম যায় পাপতাপ,
অন্ধকার যেমন পলায় সূর্য্যোদয়ে !
নবদ্বীপ-নগরে নীরস ন্যায়-জর্জ্জরিত
ঢেকেছিল কি গাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকার !
বিদ্যাছলে কি অবিদ্যা-স্রোত ছিল প্রবাহিত,
ইতিহাস-সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয় তার।

ধর্ম্মছলে সে পাপ-তমিস্রা হ'ল ব্যাপ্তক্রমে
ঘরে ঘরে বাঙালীর ধর্ম্ম করি' ম্লান ;
অধর্ম্মেতে ডুবিল সংসার মজিল বিভ্রমে ;
কোমলতা বিশ্ব ছাড়ি' করিল প্রয়াণ।
নীরস কঠোর চিত্ত হতে হল শান্তি দূর ;
জাগিল হৃদয়ে নীচ প্রবৃত্তি সকল,
হিংসা-নিন্দা-কলহেতে পূর্ণ নবদ্বীপপুর,
হইল পণ্ডিত মূর্খ সমান চঞ্চল।
বঙ্গের সে বিষম দুর্দ্দিনে তোমরা দুজনে
প্রেমের বন্যায় বিশ্ব দিলে ভাসাইয়া,
মরুভূমি করিলে শীতল অমৃতবর্ষণে,
চির-রুদ্ধ শান্তিদ্বার খুলিলে হাসিয়া।
বুঝাইলে ধর্ম্ম কি মধুর, সহজ, সরল,
কঠোরতা-মলিনতা-হীন, সুশোভন ;
গিরি-নির্ঝরিণী হেন স্বাদু, স্বচ্ছ, নিরমল ;
পবিত্র, সুরভি, হৃদ্য কুসুম যেমন।
বুঝালে ঈশ্বর মানবের কত নিজজন,
নহেন কঠোর শাস্তা, করুণা আধার,
প্রভু, সখা, পুত্র স্নেহশীল, বিদগ্ধ রমণ,
জীবসনে মধুময় সম্বন্ধ তাঁহার।
যোগ বলি হোম ব্রতে তাঁর নহে তৃপ্ত প্রাণ,
কর্ম্মাকর্ম্ম পাপপুণ্য হতে দূরে র'ন ;
জ্ঞানী মূর্খ অভেদ তাঁহার নিঃস্ব ধনবান্,
একমাত্র ভক্তি তাঁরে করে আকর্ষণ।
ভ্রষ্টাচার শুধু ভক্তিহীন পূজা আরাধনা,
বিনা ভক্তি তুষ্ট কভু ন'ন ভগবান্ ;
করিলেও কোটিকল্পকাল কঠোর সাধনা
ভক্তিহীন নাহি পায় তাঁহার সন্ধান।

সেই ভক্তি লভিলে মানব হয় পূর্ণকাম,
যায় সুখ দুঃখ পারে, করে মৃত্যুজয় ;
প্রাপ্ত হয় দেবতা দুর্ল্লভ নিত্যানন্দ-ধাম,
সর্ব্বানর্থ হয় নাশ, নির্ভয়-হৃদয়।
ঈশপদ বিমলকমল মকরন্দ পান
অন্য অভিলাষ ছাড়ি করিতে যে চায়,
দুর্ল্লভ ভকতি ধন লভে সেই ভাগ্যবান্,
ভুক্তি-মুক্তিকামী জন ভক্তি নাহি পায়।
শিখালে ধর্ম্মের এই গূঢ় তত্ত্ব সমুদয়,
দেখা'লে অদ্ভুত শক্তি সত্য নিরূপণে,
বিতরিলে নাম-মহামন্ত্র সর্ব্বশক্তিময়
দ্বারে দ্বারে ফিরি দোঁহে আপামর জনে।
প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদ করে বিতরণ,
সদ্য প্রস্ফুটিত করে ভকতিকমল,
নিখিল ইতর অনুরাগ করে বিস্মারণ,
সমাহিত করে চিত্ত প্রমত্ত চঞ্চল।
হৃদি কর্ণ-রসায়ন যার ধ্বনি সুমধুর,
শ্রবণে পশিয়া করে সর্ব্বাত্ম-স্নপন,
জগতের নাশে অমঙ্গল যায় যতদূর,
সৃজিলে মানব হিতে হেন সঙ্কীর্ত্তন।
অপরূপ অদ্ভুত সৃজন, বিশ্বে অতুলন,
দেয় নাহি কেহ কভু হেন ধন নরে ;
একাধারে আহার ঔষধ, সিদ্ধি ও সাধন ;
হয় নাই হবে না'ক হেন আর পরে।
কি গভীর সহিষ্ণুতা, কিবা করুণা অপার,
বুকে ভরা সংক্রামক কি প্রেম তুফান!
মানব মঙ্গলতরে কত সহস্র প্রকার
সহিলে হাসিয়া কি অবজ্ঞা অপমান!

হে অদ্ভুতকর্ম্মা রবি-শশি, নবদ্বীপাকাশে
যুগপৎ উদিয়া দু'জনে, স্নিগ্ধোজ্জ্বল
যে আলোক বিতরিলে তায় জাগিল উল্লাসে
বিশ্ব, ত্যজি মোহনিদ্রা হইল সবল।
সে আলোক থাকিবে জগতে নিত্য সমুজ্জ্বল,
দেখাইবে সত্যপথ অকপট জনে ;
সংসার-সাগর হ'তে পার হ'বে অচঞ্চল
ধ্রুবতারা ধ্রুব তার জীবনে মরণে।
হে আমার স্পর্শমণিদ্বয় কিশোর-যুগল,
হে পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌর-নিতাই !
অয়স্ পরাণ মম যাচে চরণকমল
পরশন তোমাদের এস দুই ভাই।

—শ্রীঅমরনাথ মিত্র

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার

সুখ ও শান্তির পথ দেখাইবার জন্য এই পৃথিবীতে বহু নেতা, মহাপুরুষ, ধর্ম্মপ্রচারক, ভগবানের অবতার, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথ ও শিক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্, সহজ-সরল ও সুখময়। প্রাণীমাত্রই সুখ ও শান্তির আশায় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। আশা-আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কোন প্রাণী মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে ইচ্ছুক হয় না। কোন ইংরেজ কবির কবিতায় দেখিতে পাই,—

Hopes spring eternal in the human breast,
Man never is, but always to be blessed.

সুতরাং আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত মনুষ্য কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। প্রত্যেকের শিক্ষা-দীক্ষার মূল—সুখ-শান্তি। সেই সুখ-শান্তির পথ শ্রীগৌরহরি

নিজ আচরণের দ্বারা জীব-জগৎকে বাস্তবরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা ধীরস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আমরা প্রত্যেকেই শান্তি-লাভের আশায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহজ্জনগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের ক্ষুদ্র চেষ্টা করিয়াছি, এমন কি নিজ নিজ উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা স্থায়ী সুখ শান্তির জন্য বহু কিছু আবিষ্কার করিয়াছি এবং আরও কিছু আবিষ্কারের আশায় অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য আছি যে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসশীল বস্তু আমাদিগকে চিরসুখ ও শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হয় নাই। যদি আমরা সামাজিক জীবনের মূল্যায়ণ করিয়া থাকি, তবে ভালভাবেই বুঝিতে পারিব, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কত জ্বালা-যন্ত্রণাময় এবং দুঃখদায়ক।

আমাদের এই জ্বালা-যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়া সচ্চিদানন্দতনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আজ হইতে পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিরূপে প্রকটিত হইয়া আনন্দের বারিধারায় ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণকে সুশীতলতা প্রদান করিয়া-ছিলেন। তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া-ছিলেন,—আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ইহা বিতরিত হয় নাই, হইবেও না। আমার প্রদত্ত ও প্রচারিত ঔষধি-সেবনে সমূলে ভবব্যাধি নিবারিত হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার এই শ্রীনাম-মহৌষধি প্রদানের পূর্ব্বেই প্রতিটি মানবের ভবব্যাধির কারণ ও উৎপত্তিস্থান-বিষয়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই মূলকারণরূপে নির্ণয় করিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইয়াছেন,—"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ।। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।"

ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় সম্বন্ধে "প্রেমবিবর্ত্ত" বলেন,—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ।। তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।।" সুতরাং সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে যত্নপূর্ব্বক ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার-সিন্ধু উত্তরণের আর কোন উপায় নাই, ইহাই নিখিল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। আচরণশীল প্রচারকই সদ্গুরু ও তত্ত্বদর্শী, তাঁহার শরণাগত না হইলে জীব কোনদিনই আত্মকল্যাণলাভে সক্ষম হইতে পারেন না। তজ্জন্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকটই আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়া সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিখিল বিশ্বের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণা ও পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষা আচরণমুখে প্রচারের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহা পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন,—"আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে", 'আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" "আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার। প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার। আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।" প্রভৃতি বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব শিক্ষাধারার দিক্‌দর্শন করা হইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—জড়ীয় পাপ-পুণ্যের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দ-প্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর শ্রীনামভজন করিতে হইবে। এই শ্রীনামভজনের দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি, যাহা জগতের কাহারও কোনদিন চিন্তার বিষয় হয় না। তজ্জন্য শাস্ত্র জানাইলেন,—

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অতএব প্রেমভক্তিদাতা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট আশ্রয় বা শরণাগত হইতে না পারিলে সাধন-ভজন সকলই পণ্ড বা বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। অভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ তৎসম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

সুতরাং গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপোপলব্ধি এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টাই আনুগত্য বা তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। শ্রীগৌরহরি তাঁহার শ্রীনামপ্রচাররূপ আজ্ঞাটহল শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দ্বারাই প্রদান করিয়াছেন। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া তাই তাঁহারা "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা"— এই বাণীই প্রচার-ভিক্ষা চাহিয়াছেন। ইহাই সর্ব্বজীবের মূলনীতি ও আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। শ্রীনামসংকীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবানে যে ভক্তিযোগ, তাহাই জগজ্জীবের "পরম ধর্ম্ম" বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব ভববন্ধন মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন, ইহাই নিখিল শাস্ত্রশিক্ষা।—"কৃষ্ণনাম

হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।" শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী নিজকে ও শ্রোতৃবর্গকেও পবিত্র করিতে সমর্থ, তাই উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা-মাহাত্ম্য শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সকল জীবের পক্ষে শ্রীহরিনাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমধনই এই শ্রীনামের মুখ্যফল। সপ্তশিখ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞই জয়যুক্ত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্বকৃত 'শিক্ষাষ্টকে' ইহাই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কৃষ্ণনাম-প্রচারদ্বারাই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়। সুতরাং শ্রীনাম-প্রচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। "যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ"—ইহাই তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার। ইহাতেই জন্মসার্থক ও পরোপকার-বৃত্তির যথার্থ প্রকাশ। জগজ্জীবের কল্যাণের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু মাধুর্য্যরসের আধার যে বিমল ও উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম ধরাতলে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার আছে। মায়াবশে জীব তাহার নিত্যকৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইয়া ভোগময় সংসারের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া ত্রিতাপে সতত দগ্ধীভূত হইতেছে। অন্যাভিলাষ বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম ও পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানিলে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার শ্রীনাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সফলতা লাভ হয়। মানবজীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও মুনিজনবাঞ্ছিত চরম পুরুষার্থ। "চল যাই নিজ-নিকেতনে"—ইহাই বুঝাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ গৌড়ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সুগম ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই পরমদয়াল শ্রীগৌরহরির প্রচারিত সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম ও নাম-প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের উপর অর্পণ করিয়াছেন,—"নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন।। অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।।" "এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা। সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা।" শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ উপদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীগোস্বামিপাদগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অশেষপ্রকার যত্ন করিয়াছেন। বহুবিধ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া শাস্ত্রও যুক্তির মাধ্যমে তাঁহারা তত্ত্বদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদেশ ও অনুকম্পায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু একাধারে তত্ত্বকথা ও ভক্তিরসের সমাবেশপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাদি প্রচারের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত সনাতনধর্ম্ম প্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর

হইবার জন্য শ্রীগৌরহরি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুত্রয়কে শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক গোস্বামিগণের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া বঙ্গদেশ ও উৎকলের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় হইতে অনেক মহাপুরুষ ভক্তিধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

আচার্য্য প্রভুত্রয়ের পর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তেমন আর কেহ করেন নাই। নানাকারণে সেই সময়ে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম অনেকস্থলে বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল। শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নিজ পরিকর শ্রীল ঠাকুরকে ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি দেশী ও বিদেশী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও পারদর্শী হইয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রণালীতে বৈষ্ণবধর্ম-তত্ত্ব সহজ-সরলভাষায় সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া উহা প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্নস্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার প্রচার-প্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া পরলোকগত মাননীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও তাঁহাকে 'সপ্তম গোস্বামী' আখ্যায় গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার আরব্ধ প্রচারকার্য্য যথাযথরূপে পরিচালনের জন্য শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার পাত্ররাজরূপে বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রতীচ্যে ও পাশ্চাত্য দেশে সেবকগণকে পাঠাইয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। পরবর্ত্তিকালে তৎস্থলাভিষিক্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুবর দোর্দণ্ডপ্রতাপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা ও গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গের তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিপুলভাবে প্রচার করেন। এই প্রচারকার্য্যে ধর্ম্মপিপাসু জনসাধারণের সহায়তা, সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।" তাই ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারে ভক্তি সদাচার প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহাই সর্ব্বোত্তম প্রচার-সেবা-গুরুবর্গের এই উপদেশ ও নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিপালনে ব্রতী হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি।

শ্রীষড়্গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ও শ্রীল কেশব গোস্বামীর অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ আজ অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত শিক্ষাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও

তাৎপর্য্য নিহিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থরাজি সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। এই ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ অর্থানুকূল্যের প্রয়োজন। আমরা যাহাতে শীঘ্র ঐ সকল ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রকাশ ও প্রচারে সফলকাম হই, তজ্জন্য বদান্য সজ্জনগণের মুক্তহস্তে দান ও সাহায্য প্রার্থনা করি। ঐ অমূল্য গ্রন্থরাজি অচিরেই প্রকাশিত হইলে সর্ব্বসাধারণের অনায়াসলভ্য হইবে এবং বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিবে।

ইউরোপ, আমেরিকা, তথা ভারতবর্ষের বঙ্গেতর প্রদেশের জন্য ভক্তিশাস্ত্রসকল ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সেই সেই দেশে তাহার সম্যক্‌প্রচার আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে বঙ্গভাষায় ও ইংরাজি-ভাষায় বৃহৎ সংস্করণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়োজন। প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিরলস নৈষ্ঠিক সেবকের আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রে ও অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিবিধ বিচারে পারদর্শী হইয়া দেশ-দেশান্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বাণী ঘোষণা করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ আশা পোষণ করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রচার ও প্রচারক সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—"নির্জ্জন-ভজনানন্দী ও হরিকীর্ত্তনকারী প্রচারকের মধ্যে যাঁহারা সদ্ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচারকার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আচারপরায়ণ প্রচারক জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। যাঁহারা নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই প্রচারের যোগ্যতা। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌরশিক্ষা-প্রচারক হইতে পারেন না। নামাপরাধ ভালরূপ জানা থাকিলে উপযুক্ত নাম-প্রচারক হওয়া যায়। নামাপরাধ হইতে সতর্ক না থাকিলে প্রচারকগণ নিজেরাই নামাপরাধী হইয়া পড়েন। শ্রীনাম-গ্রহণের শুদ্ধতা, প্রচারকের শুদ্ধতা ও গ্রাহকদিগের শুদ্ধতায় প্রয়োজন। প্রচারিত শ্রীনাম ভগবল্লীলাসূচক ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সম্বন্ধশূন্য হওয়া আবশ্যক। আচার ও প্রচারকার্য্যে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। কেহ কেহ ধর্ম্ম আচরণের পূর্ব্বেই প্রচার আরম্ভ করেন। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। শুদ্ধভক্তির আচরণ না করিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তাচারের আশ্রয় লইলে, তাঁহাদের উপদেশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আচরণ আবশ্যক। নাম-গান বহুস্থানেই হইয়া থাকে; কিন্তু আমরা তাহা শুনিতে গিয়া প্রচারকদিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখিত হই। হয়ত গ্রামের পীড়া-নিবৃত্তির জন্য নাম বাহির হইয়াছে, নয় কতকগুলি লোক শমনের ভয়ে নাম করিতেছেন; এরূপ ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-দূষিত হৃদয়ের নামকে

'প্রতিবিম্ব-নামাভাস' বলে। যদি কেহ অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নাম-প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কার্য্য করেন, তাহাতে নিত্যমঙ্গল-লাভ সম্ভব নয়। শুদ্ধ-প্রচারকের শ্রীনাম উপদেশ ভোগোন্মুখ জীবে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হইলে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন; এজন্য সুবিধাবাদী বঞ্চিত মনুষ্যই সর্ব্বতোভাবে দোষী ও দায়ী। সারগ্রাহী যথার্থ প্রচারক শান্তি-স্থাপনকল্পে জগতে বিরাজ করেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া কখনও উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য ভাষণ, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও সৎসমালোচকরূপে, কখনও স্বীয় নির্ম্মল চরিত্র প্রদর্শন করিয়া অজ্ঞায়কারীর চিত্তশোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন। তাঁহার মধ্যই যথার্থ পরোপকার-বৃত্তি ও পরদুঃখদুঃখী-ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।"

শ্রীল ঠাকুর আরও জানাইয়াছেন,—"বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্ব্বদা প্রচারপ্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়ভাবেই আনন্দলাভ করেন। ভগবৎ-স্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচারকার্য্য। অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম-উপদেশ কর্ত্তব্য। যে-স্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সে-স্থলে যাহাতে প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, এরূপ বাক্য বলা উচিত নয়। নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হস্তে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নাম ও শিক্ষা প্রচার করিতে হইবে। প্রচারকার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোকদিগকে বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করিতে হইবে। পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদগণ কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, নানা পদ-পদাবলী রচনা, কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার ও হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতাদ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কালপ্রভাবে নানা উপধর্ম্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার নিজশিক্ষা ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার জন্য অনেক ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়ও উষরক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছে। দেশে দুষ্টমত থাকিলে তাহা শোধনের যত্ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ধূর্ত্ত ও বঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবাদও হয়, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য-লীলা সকল ভাষায়-লিখিত হওয়া প্রয়োজন। ভক্তি সদ্দিগের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু

সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্য-তত্ত্ব হইতেছেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধচরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। আজকাল অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না।

সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়াই উচিত। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য। স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় রসগান শ্রবণ অনুচিত। বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ-পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন কর্ত্তব্য। অপ্রাকৃত চিল্লীনামিথুনের চিন্ময় দেহগত সচ্চিদানুভূতি যাহারা লাভ করেন নাই, তাহারা ঐসকল বর্ণনাকে মাংস-চর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন। খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্রসকল কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক যন্ত্র ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যেও তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সংসারী লোকের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান স্বীকার করা অতীব অন্যায়।"

উপরিউক্ত বৈষ্ণব-মহাজনের বাণীসমূহ হইতে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাসার, আচার ও প্রচারের সুষ্ঠু ধারণা লাভ করিতে পারি। শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা-শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা কেহ সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করেন, আবার কেহ মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া শ্রীগৌর ও তৎপার্ষদগণের শ্রীচরণে ঘোর অপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক অনন্ত নরক-যন্ত্রণা আবাহন করেন।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দয়া

বদ্ধজীব স্ব-স্ব ভোগপর বিচারবুদ্ধির দ্বারা 'দয়া'-শব্দের যে অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই কল্পিত দয়া হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া সম্পূর্ণ পৃথক্। বদ্ধজীবগণের জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যাহারা প্রদান করিয়া থাকেন তাহাদের সেইরূপ

দয়াকে তাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বহুমানপূর্ব্বক আদর করিয়া থাকেন। পরন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া তদ্রূপ নহে। ভগবান্ যেরূপ অধোক্ষজ বস্তু— জড়ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না বা উপলব্ধি করা যায় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের দয়াও অপ্রাকৃত, তাহা বদ্ধজীবের ভোগময় ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য নহে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জানাইয়াছেন— "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এইরূপ অপ্রাকৃত দয়ার উপলব্ধি কাহারা করিয়াছেন, তাহা বিচার্য্য। "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে ভিন্ন" যাঁহারা এইতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের নিকটই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার চমৎকারিতা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে এবং ভগবদ্‌বিমুখ জীবের মঙ্গলের জন্য তাহা জগতে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার যে চমৎকারিতা, তাহা অন্য অবতারাবলীতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেও নাই।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ আমাকে যে যেভাবে ভজন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে তদ্রূপ ভজন-ফল প্রদান করিয়া থাকি। কর্ম্মযোগে কর্ম্মিগণ ইহলোক বা পরলোক-সুখভোগ কামনা-বাসনায় শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের সেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন; জ্ঞানিগণ ইহজগৎ বা পরজগতের সুখাদি অকিঞ্চিৎকর উপলব্ধি করিয়া মুক্তির জন্য তাঁহার ভজন করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাদের মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকেন; পরন্তু ভগবদ্‌ভক্তগণ নিজের জন্য কিছুই কামনা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের যাহাতে প্রীতি হয়— সুখ হয়, সেইরূপ সেবার জন্য ভজন করিয়া থাকেন। অজিত ভগবান্‌ও সেইরূপ ভক্তের নিকট জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ ভজন-ফল প্রদান করেন।

ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির দয়া তাহা হইতে আরও উদার—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তাঁহার সম্মুখে পতিতমাত্রকে 'ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম' প্রদানে কুণ্ঠিত হন নাই। "উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলই ডুবায়॥" সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।" "মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ। নিন্দক, পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥ সেইসব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা'সবারে ছুইতে নারিল॥ তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন। জগৎ ডুবাইতে আমি করিনু যতন॥ কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ। তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥ এত বলি মনে করিয়া বিচার। সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥"

শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিজজন শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু প্রণামশ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত দয়া অতিসুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্যদেব, আপনার যে দয়ায় হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে; যে দয়াতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা বিদ্যমান, যে দয়ায় সর্ব্বপ্রকার ইতর বিষয়-আচ্ছাদন করিয়া পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিবাদ নিবৃত্তিলাভ করে, যে দয়া রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যে দয়ার ভক্তি-বিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদার দ্বারা তোমার অতিবিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

অনন্ত-সদ্গুণনিলয় শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার পরিসীমা করিতে বেদাদি নিখিল শাস্ত্র নিজ নিজ অসমর্থতাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরগুণ-মাধুর্য্যের এরূপ অদ্ভুত প্রভাব যে, তাঁহার অনন্ত গুণ-সমুদ্রের একাংশ প্রকাশে যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-দেবেন্দ্রগণের কথা দূরে থাকুক, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখের কা কথা, স্বয়ং অনন্তদেব অনন্তমুখে নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়াও সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। শ্রীগৌর-সুন্দরের কারুণ্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্যাদি গুণাবলীর মধ্যে ঔদার্য্যগুণ-প্রবাহই সর্ব্বাধিক-রূপে প্রবাহিত হইয়া কারুণ্য-গুণধারাকে তৎসহ ক্রোড়ীভূত করিয়া প্রবল বন্যা-প্রবাহে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা-শিরোমণিগণের দানকে তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বদানের পরাকাষ্ঠা "অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরস" প্রদান করিয়া মহাবদান্য-আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার দয়া অতুলনীয় এবং অপার আনন্দ ও চমৎকারিতার উপলব্ধি করায়। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া অনর্থনিবৃত্তিরূপা সুনির্ম্মলা, ভক্তিসিদ্ধান্তরস-প্রাপ্তিরূপা রসদা এবং মাধুর্য্যমর্য্যাদা প্রাপ্তিরূপা অপ্রাকৃত গুণপূর্ণা। শ্রীগৌরাঙ্গের দয়ালীলা এরূপ বিচিত্র যে, তাহা পাত্রাপাত্রের বিচার, আত্ম-পরদর্শন, দেয়াদেয়-বিচার অথবা কালাকাল প্রতীক্ষা করে না। তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ, তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী একবারমাত্র দর্শন, তাঁহার অশোকাভয়ামৃত-পাদপদ্মে একবার প্রণামমাত্রেই সুদুর্ল্লভ প্রেমামৃতরস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের নাম সুন্দর, তাঁহার রূপ সুন্দর, তাঁহার গুণ সুন্দর, তাঁহার

লীলা সুন্দর, তাঁহার পরিকরগণ সুন্দর, তাই নিখিল সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য-বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দর-চরিত অমৃতোপম। নিগূঢ় প্রেমসম্পৎসারই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমামৃতসার। পরতত্ত্বের শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য বা ভেদ রক্ষিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে অপরাধাদির বিচার রহিয়াছে। অপরাধীর শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে সাত্ত্বিক বিকারাদির প্রকাশ হইবে না, কিন্তু শ্রীগৌরনাম সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণনামের তুল্য হইয়াও তত্তোধিক বৈশিষ্ট্য এই যে, গৌরনাম অপরাধের বিচার করে না। নামগ্রহণকারীকে সত্বর অপরাধনির্ম্মুক্ত করিয়া প্রেমফল প্রদানে পরম সৌভাগ্যের উদয় করাইয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ শ্রীগৌররূপের মধুরিমা-মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—"যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ।" সুসাহিত্যিক ও সুকবিগণও গৌরগুণ-মাধুর্য্য-বর্ণনে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি নিখিল বিশ্ববাসী জীব-হৃদয়ের অনাদিসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকাররাশি সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ।

রুদ্ধদ্বার গম্ভীরায় একান্তগৃহে বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়া দয়িত বিরহ-কাতরতায় বিবশচিত্তে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রজল্প, প্রলাপাদি করিতে করিতে শ্রীগৌর-সুন্দর আবিষ্ট হইয়া যাইতেছেন। কখনও বলিতেছেন,—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা করোঁ কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

কখনও আবার বলিতেছেন,—

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সেবন না করিয়া আমার অখিল ইন্দ্রিয়-সকল ব্যর্থ হইতেছে এখন সেইসকল পাষাণ ও শুষ্কভারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হইব?

শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রেমাস্বাদের ভাবে বিভাবিত হইয়া রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের চরমাবস্থার ক্রিয়ামুদ্রা প্রকটনপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিয়াছেন।

জীব যখন ভোগোন্মুখ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাবিমুখতা প্রকাশ করে, তখনই মায়া তাহাকে দণ্ডদানের জন্য ভোগময় জগতে ত্রিতাপক্লেশ প্রদান করেন। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥" এইরূপে বিবিধ জন্মে ক্লেশাদি ভোগ করিতে করিতে যদি সাধুসঙ্গরূপী সৌভাগ্যের উদয় হয়,

তখন সে ঈশানুসন্ধানপর হইয়া ভগবৎসেবায় রত হন। তখন তিনি প্রার্থনা করেন,—

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন। নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা-ধন-জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি। না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি ॥
নিজগুণ-কর্ম্মদোষে যে যে-জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ায় জীবের চিত্তের খেদরূপ অনর্থরাশি অনায়াসে দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং কৃষ্ণসেবাজনিত পরমানন্দ তাহাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশিত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অহৈতুকী করুণায় শুদ্ধভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক ব্রজপ্রেমের কথা, বিশেষ করিয়া শ্রীমতী রাধা-রাণীর প্রণয়-মহিমা-মাধুরীর কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। "যদি গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে?" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধিকার প্রেমরসাস্বাদনে লুব্ধ হইয়া শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক জগতে গৌরাঙ্গ-স্বরূপে উদিত হইয়া বিপ্রলম্ভভাবে ভজনশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অমন্দোদয়দয়ার স্পষ্ট পরিচয়। পরম-মধুরিমাযুক্ত সর্ব্বোন্নতরসের আস্বাদক ও দাতৃশিরোমণি শ্রীগৌরহরির সর্ব্বজীব-সুকল্যাণ-বিধায়িনী অসমোর্দ্ধলীলা জয়যুক্তা হউন্।

—শ্রীমতী উমারাণী দেবী

গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ-বর্ষ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব বর্ষ-বিচার

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" সপ্তত্রিংশ-বর্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক অষ্ট-ত্রিংশৎ বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। কেহ কেহ বিগত বর্ষকে শ্রীচৈতন্যমহাভুর 'পঞ্চশততম', কেহবা 'পঞ্চশতবর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন এবং ঐ উপলক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম-সভাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"—এই ভবিষ্যদ্বাণী-অনুসারে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-রূপ-গুণ লীলাকথাদি প্রচারিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন; সঙ্গে সঙ্গে সাত্বত-স্মৃতির শুদ্ধ বিচারানুসারে তিথিবর্ষাদি নির্ণীত ও ব্রতোপবাসাদি পালিত হওয়াও একান্ত আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যদেবের 'পঞ্চশতবার্ষিক' বা 'পঞ্চশতবর্ষ-পূর্ত্তি' শুভাবির্ভাব-তিথি ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দে উল্লেখ করা সঙ্গত কিনা তাহা সুধী সজ্জনগণ বিচার করিবেন।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের 'শ্রীচৈতন্যাব্দ' সম্বন্ধে বিচার

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের লিখিত "শ্রীচৈতন্যাব্দ" প্রবন্ধ "সজ্জন-তোষনী"-পত্রিকার ১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তীকালে উহা সমিতির পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়"ও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা খ্রীষ্টীয় পন্থা অবলম্বনে বর্ষ পূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রমক্রমে একটা অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ ১০টা বাজিয়া ২ সেকেণ্ড অতীত হইলে ১১টা বাজিল মনে করা অসঙ্গত, তদ্রূপ **শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে মনে করা ভ্রমসঙ্কুল। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীচৈতন্যাব্দের** এক বর্ষ অতীত **হইয়াছে** বলা সুসঙ্গত। **তজ্জন্য প্রকট-গম্যাব্দ সংখ্যাকে প্রকট-গতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিতশাস্ত্র-সিদ্ধ নহে।** দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ প্রকট-গম্যাব্দকে "শ্রীচৈতন্যাব্দ" বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনব্যক্তি একমত হইতে পারেন না।* ভ্রান্ত পঞ্জিকাকারগণ এবং গৌরভক্তগণ সকলেই প্রকট-গতাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন্। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিতশাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। * পি. এম. বাক্‌চীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে "শ্রীচৈতন্যাব্দ" লিপিবদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।"

কর্ম্মজড়-স্মৃতির অনুসরণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কৃত্য নহে

উপরিউক্ত বিচার হইতে আমরা জানিতে পারি, বিভিন্ন কারণে তিথি-বর্ষাদি-গণনায় পার্থক্য ও মতদ্বৈধতা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সৌরবর্ষ ও চান্দ্রবর্ষের গণনায় ও বিধি-ব্যবস্থায় পার্থক্য অবশ্যই দেখা যাইবে। আমরা কর্ম্মজড়স্মৃতির বহুমানন না করিয়া সাত্বতস্মৃতির ব্যবস্থানুসারেই ব্রতোপবাসাদি পালন করিব, ইহাই বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের সৎসম্প্রদায়-নিষ্ঠা। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারা গৌড়ীয়-গোস্বামি-গুরুবর্গের সর্ব্বতোভাবে পদাঙ্কানুসরণ করিবেন এবং তাঁহাদের আচরিত-প্রচারিত অপ্রাকৃত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরমার্থ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় এবং ইহা বিশেষ দুর্ভাগ্যজনক। বিষ্ণুভক্তিরহিত সামাজিকগণ উদারতার নামে অবৈধ

'সমন্বয়বাদ' প্রবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সদাচারকে আক্রমণ করিতেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের উপকার সাধনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের সদাচারাদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" ও "সৎক্রিয়াসারদীপিকা"দি সংরক্ষণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আজকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথাকথিত ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণই করিতেছেন। তাঁহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদাবলেহী ও বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের গৌরববোধে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা "অন্তঃ শাক্তং, বহিঃ শৈবং, সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" প্রবাদ-বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী-নির্ণয় করা— নিত্যসিদ্ধগণের পক্ষেই সম্ভব

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, আত্মকল্যাণের নিমিত্ত—সমগ্র বিশ্বে শান্তিস্থাপনের জন্য ভগবন্নামাদি কীর্ত্তন, আলোচনা ও অনুশীলন প্রয়োজন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার আবির্ভাব নিত্য, শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। "আদৌ অন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"—তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র কীর্ত্তনের উপদেশ শাস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় প্রাকৃত কালাতীত গুণাতীত, অপ্রাকৃত তত্ত্বকে কোন খণ্ডিত কালের অন্তর্গত করিয়া তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা-একদেশিক বিচার বলিয়াই মনে হয়। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর ও নিজজনগণের 'মহাজনানুভব'কে অস্বীকারপূর্ব্বক স্বকপোল-কল্পিত স্থানবিশেষকে 'শ্রীগৌরের আবির্ভাবস্থান' বলিয়া অবৈধ প্রচারও 'প্রাকৃতবস্তুতে অপ্রাকৃতবুদ্ধি'রূপ মহাপরাধই আবাহন করিয়া থাকে। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুই এরূপ পাষণ্ডিগণের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধানে সমর্থ। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ কাহারও ভোগ্য-পণ্যমাত্র নহেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজদের অপস্বার্থ আদায় করিয়া লওয়া কোনদিনই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নহে। "মহাজনের যেই পথ, তাতে হ'ব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার"—নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করিলেই শ্রীভগবান্‌কে লইয়া ব্যবসা করিবার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতে স্ব-পর মঙ্গলের কোন ক্ষেত্র নাই, স্বার্থপরতা সুবিধাবাদই ইহার মূল লক্ষ্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি সুবিধাবাদীর শ্রদ্ধা-ভক্তি

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করি বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকি। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস,—শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বজগন্মান্য; তাঁহাকে না মানেন

এরূপ লোকই নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাকে স্বীকার করিবার যেটুকু ভাণ, তাহা আত্মসম্মান বজায় রাখিবারই প্রকারভেদ। ঈশ্বরকে বা বেদকে না মানিলে লোকে 'নাস্তিক' বলিয়া ঘৃণা করিবে, আমাদের সম্মান-প্রতিষ্ঠা থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়াই আমরা অনেক সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে মুখে মানিয়া থাকি। একশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিজ জনগণের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের বিচারধারাকে 'সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক' বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে যথেচ্ছাচার বা অসদাচারের প্রশ্রয় দিয়াও, তাঁহারা 'সবজান্তা' মনে করেন। অনেক সময়ে তাঁহারা লেখনীতে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ-রচনায়, গ্রন্থলিখনে, সংবাদপত্রের সম্পাদকতায় মহাপ্রভুকে অধিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করেন। এককথায় তাঁহারাই মহাপ্রভুর তত্ত্ব অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া জাহির করেন। যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাঁহারা উঁহাদের দুর্ব্বলতা, কপটতা ও আত্মবঞ্চনা ধরিতে পারেন ; তাঁহারা জানেন, উহা দাম্ভিকতা ও মনোধর্ম্ম মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অতাত্ত্বিক ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং যাহা আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারা যে-সকল সদাচার প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কতটুকু অকৃত্রিমভাবে আমরা নিজেদের জীবনে পালন করিতে পারি, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, আমরা সেইটুকুই তাঁহার মত বলিয়া স্বীকার করিব। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া সাজাইয়াছেন। আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এইরূপ অনেকেই শ্রীবড়্ গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভৃতির সিদ্ধান্ত ও বিচার নিজেদের সুবিধাবাদের প্রতিকূল ভাবিয়া উহা 'মতবাদদুষ্ট' বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বাদ দিয়া তাঁহার শিরোদেশের পূজা নিশ্চয়ই অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়। অথচ তাঁহারা "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে" —শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটা দাম্ভিকতাব্যঞ্জক কথা (?) বলিয়া কিরূপ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতেও পশ্চাদ্পদ হন না। ইহারা ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্য ভাব পোষণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই বরং তাঁহাকে নিজদের সীমিত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা মাপিয়া লইতে গিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন।

সজ্জনগণের অপ্রিয়-সত্যকথাই সামাজিকগণের আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু

আর একপ্রকার মহাপ্রভু-মানা (?) সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণকে মানেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। এইসকল ব্যক্তি মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী ও সুবিধাবাদী ও অনর্থযুক্ত হইয়া সংক্রামক-রোগাক্রান্ত-অবস্থায় শ্রীগৌরের গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর নিজজনগণ নিরপেক্ষভাবে অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথা তারঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। কর্ম্মজড় পঞ্চোপাসকী, বহ্বীশ্বরবাদীর কঠোর শাসন ইহারা হজম করিলেও, আচারবান্ প্রচারকের বাস্তবসত্য বাণী ইহাদের গাত্রে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া ভাবপ্রবণতা ও কামুকতার আদর্শরূপ প্রাকৃত সহজিয়াগিরি ত্যাগে কুণ্ঠিত হন। জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে বলিলে তাঁহারা হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করেন; কিন্তু সাধু-সজ্জনগণের অপ্রিয়-সত্য কথাই তাহাদের বাস্তব কল্যাণকর, ইহা বোধগম্য হয় না।

কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিপ্রচারই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচার ও প্রচারে তিনি একমাত্র কীর্ত্তনপ্রধানা শুদ্ধ-ভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পথকে হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল কুপথ ও বিপথ বলিয়া জানাইয়াছেন, উহাদের বিষভাণ্ড বা নরক হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, এখন সুবিধাবাদী আমরা উহাকে পরমত-দূষণ বা অতিস্তুতিমাত্র মনে করি। শ্রীগৌরসুন্দর অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-অনাবৃত অনুকূল অনুশীলনকে 'উত্তমা ভক্তি' বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু ভক্তিকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির ন্যায় একটা বিকল্প উপায়মাত্র বলিয়া মনে করি। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ নাস্তিকতা বা ব্যভিচারই গণগড্ডলিকাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিয়াছে। শ্রীগৌরহরির বিরুদ্ধাচরণকেই আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহি। অনেকে মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে মানিয়া তাঁহারা তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করিতেছেন। আমরা যাহাকে ধর্ম্ম, সেবা, পরোপকার বলিয়া মনে করি, শ্রীগৌর ও তৎপরিকরগণ তাহা স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগকে 'বয়কট' করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি।

শ্রীগৌরহরি মায়াবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী নহেন

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্", "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য", "গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।" তিনি স্পষ্টভাবে পঞ্চোপাসনা নিরাস করিলেও বলিয়া থাকি,—"তাঁহার ধর্ম্ম অবৈদিক।" প্রচলিত জনমতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা কাল্পনিক উদারনীতি প্রদর্শনে পশ্চাদ্‌পদ হই না। শ্রীগৌরসুন্দর যে শিব-দুর্গাদি দর্শনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অপরকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধি করিবার আদর্শ দেখান নাই। উঁহারা সকলেই পরমেশ্বরের কিঙ্কর বা বৈষ্ণব, এইরূপ বিচারই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবতাগণের সগুণ কল্পিত ব্যবহারিক রূপ স্বীকার করেন নাই বা চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে বিলীন হইবার আকাঙ্ক্ষাও রাখেন নাই। তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিত্য অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত আবাহন-বিসর্জ্জনের অপেক্ষা রাখে না।

জড় সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরসুন্দর

জড় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ প্রাকৃত অভিজ্ঞতা লইয়া তাঁহাদের কল্পনার তুলি বুলাইয়া শ্রীগৌর-চরিত্র অঙ্কিত করিতে চাহেন। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদগণের লেখনীকে অপ্রমাণিক ভাবিয়া সন্দেহের প্রহেলিকা সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত। এইরূপ নানা কারণে শ্রীগৌরসুন্দরের বাস্তব পরিচয় লোক-লোচনের নিকট রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় অজ্ঞাত। ভগবদ্ভিজ্ঞ-জনগণই শ্রীগৌরের সকল তত্ত্ববিষয়ে পারঙ্গত, তাঁহাদের বক্তব্য ও বর্ণনা কখনই অতিরঞ্জিত বা সাম্প্রদায়িকতা-দোষদুষ্ট নহে, তাঁহাদের অহিংস-নীতি ও নির্ম্মৎসর চিন্তা সকল অবস্থায় জগৎ-কল্যাণকর। সবজান্তা গ্রামাবার্ত্তাবহের সম্পাদক, জড় সাহিত্যিক, প্রাকৃত ঐতিহাসিক-প্রত্নতত্ত্ববিৎ-কবি-দার্শনিক শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে স্ব-স্ব কাল্পনিক মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া সকলের উপর টেক্কা দিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা,—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা দিগ্বিজয়ী হইয়া বিদেশ যাত্রা করিতেছেন এবং বিশ্বম্ভর ভগবানকে তাঁহাদের 'কাঠগড়ার আসামী' ভাবিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এবং চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ও জাতিভেদপ্রথা

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব সমন্বয়বাদ প্রচার করিতে না পারায় তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম অসম্পূর্ণ ছিল, তিনি সবিশেষ-নির্ব্বিশেষের সহিত মহাসমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তিষ্ক-বিকৃতি

রোগ হইয়াছিল ; ন্যায়চর্চ্চা ছাড়িয়া, ধর্ম্মপত্নীকে রাখিয়া কতকগুলি বিকৃতমস্তিষ্ক বৈরাগীর সহিত নাচ গান আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ একজন ঐতিহাসিক নায়কমাত্র, তাঁহার চেলারাই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া খাড়া করিয়াছেন। কেহ বলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষ কম পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অন্যান্য ধর্মপ্রচারকগণের অন্যতম বা তাহাকে ধর্ম্মসংস্কারক বলা যাইতে পারে। কেহ বলেন,—তিনি জাতিভেদ মানিতেন না ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। কেহ বা তাঁহাকে 'নাগর' সাজাইতে ব্যস্ত এবং গৌরাঙ্গই যখন কৃষ্ণ তখন তাঁহার ভজন করিলেই কৃষ্ণভজন হইবে ভাবিতেছেন। কেহ বলেন,—নির্জ্জনভজনই মহাপ্রভুর মত, কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণই তাঁহার ভজনাদর্শ। আবার কেহ বলেন,—ভাবুকতা-কামুকতাই মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম বা ভক্তি ; তাঁহার ধর্ম্মে দার্শনিক বিচার ও শিক্ষা নাই। কেহ বলিতেছেন,—মহাপ্রভু নামকেই বড় করিয়াছেন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যকোন শ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য নাই, ইহা অন্যায় গোঁড়ামি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে এইরূপ বহু কল্পনা, অনুমান ও উদ্ভাবনী শক্তি (?) সাধারণ মানবকে প্রকৃত তত্ত্ব হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

নামাপরাধীর শ্রীগৌর-স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা

শ্রীগৌরজন ব্যতীত গৌরসুন্দরের তত্ত্ব অন্য কেহ প্রকাশে সমর্থ নহেন। বদ্ধজীব ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়-বর্জ্জিত হইলেই বাস্তব তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অনুধাবন করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপই তাঁহার বাস্তব পরিচয়। গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের প্রাথমিক ও চরম পরিচয় সম্ভব। মনুষ্যে পরমেশ্বরত্ব আরোপবাদরূপ অপরাধ নিরসন করিবার জন্যই কৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতার। সমন্বয়-বাদীর কারখানায় যে অবতার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা সঙ্কীর্ত্তনারম্ভেই শ্রীগৌর-নাম ও শ্রীগৌর-অর্চ্চার ধ্বংসসাধনে ব্যস্ত। তাহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকে দুর্ব্বলের হাতিয়ার ভাবিয়া আসুরিক বল বৃদ্ধির জন্য 'যুগধর্ম্ম' প্রচারে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহারা মানুষকে 'অবতার' সাজাইয়া 'অসাম্প্রদায়িক' বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিতেছেন।

অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের নির্ব্বিশেষ মতবাদ খণ্ডন

অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরে সকল অবতারই অন্তর্ভুক্ত আছেন। সুতরাং তাঁহাকে যে-কোন বিষ্ণুর নামে অভিহিত করা দোষাবহ নহে। শ্রীগৌরসুন্দর মনুষ্য, ধর্ম্মসংস্কারক, পণ্ডিত বা কোন কল্পিত মূর্ত্তি নহেন। তিনি প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তাঁহার একমাত্র আস্পদ-স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই প্রেম। বহির্ম্মুখ জনসাধারণের দেহ-মনের চর্য্যাকে তিনি 'প্রেম' বলেন নাই। তথাকথিত সমন্বয়বাদের মূলবীজ নির্ব্বিশেষবাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। দক্ষিণদেশ হইতে তাঁহার আনীত 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' পঞ্চোপাসনাদি নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রের কোন একদেশিক বিচার উপদেশ করেন নাই। তিনি বাস্তবসত্যের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ মতবাদকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি পঞ্চদর্শনের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ-জৈনমত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপদেশ করেন। জনমত ও বাস্তবসত্য এক নহে, ইহা তারস্বরে ঘোষণা করেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু জগতের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়া-মত, তথাকথিত সমন্বয়বাদ, নির্ব্বিশেষ মতবাদ, বিভিন্ন পাষণ্ড মতসমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের নামসঙ্কীর্ত্তনের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়াও, প্রেমধর্ম্মের স্বাভাবিকতা নষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়াছে। শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম গৌরকামই আমাদের একমাত্র আশ্রয়নীয় বিষয় হউক। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কীর্ত্তি-ঘোষণায় আত্মাহুতিই শ্রীগৌরনাম-কীর্ত্তন; তদ্ধামসেবা ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ত্তি।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্ব-মিলন

উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে মনোনিবেশ না করিলে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কোনদিনই সম্ভব হইবে না। আমরা কেহ কর্ম্মে, দেশোদ্ধারে, সমাজ সংস্কারে, শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তনে, অর্থনৈতিক অসুবিধা-দূরীকরণে, শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে, আবার কেহবা জাতিভেদের গণ্ডী পরিত্যাগে বিশ্বমিলনের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদ গড়িতে গিয়া সম্প্রদায়বিরোধ বা প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার আবাহন করিতেছি। সৎসম্প্রদায় ও সাধুসঙ্গ একই বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। সমন্বয়-ধর্ম্মের গোঁজামিল—নির্ব্বিশেষবাদের পুঁজি লইয়া প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের বাস্তব পরিচয় লাভে অসমর্থ হইতেছি। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই—মহামিলনের মূল-মহামন্ত্র, ইহা অত্যন্ত ভাগ্যবান্ জীবেরই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই মহামিলনের একমাত্র যোগসূত্র, ইহাদ্বারাই জগজ্জীবকে একসূত্রে এক পতাকাতলে বাঁধিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন। বিশ্বের দরবারে, কুটীরে, গৃহে, বনে সর্ব্বত্র অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। সকল

ধর্ম্মের বাস্তব মিলন তখনই সম্ভব হইবে, যখন আমরা (১) পরমেশ্বর এক ও চিন্ময়স্বরূপ, (২) তিনি সর্ব্বগুণাকর, (৩) জীবসকল অণুচৈতন্য, (৪) ঈশ্বরানুশীলনই জীবের নিত্যধর্ম্ম ও (৫) পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন এবং তৎপ্রেমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনই বিশুদ্ধ-ধর্ম্মরূপে মানিয়া লইব। "ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমেশ্বরের শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন।"

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী-নির্ণয়ের নবীন অপপ্রয়াস

বর্ত্তমানে কুলিয়া বা কোলদ্বীপের অন্তর্গত সহর-নবদ্বীপের অংশবিশেষকে "শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী" বলিয়া নির্ণয়পূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীধাম দর্শনেচ্ছু জনসাধারণকে নূতনভাবে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপত্রিকায় অন্তর্দ্বীপ, গৌড়পুর, আসল ও নকল, প্রাচীন কুলিয়ায় সহর-নবদ্বীপ, শ্রীধাম-বিচার, শ্রীধাম-মায়াপুর কোথায়? শ্রীধাম-নবদ্বীপের পুরাতনগঞ্জ, অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কুলিয়া প্রভৃতি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিব এতদ্ব্যতীত বাহিরদ্বীপ-রামচন্দ্রপুর অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর নহে, শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-নির্ণয়, Shri Chaitanya's Birth-Place প্রভৃতিও প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং মাননীয় ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন রেকর্ড যাহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছিল এবং কোর্টের রায়ও প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, নবদ্বীপের দ্বীপ-সংস্থান, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণাদিও আলোচনার ইচ্ছা রহিল। শ্রীরামজন্মস্থান ও শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান লইয়া আজও ধর্ম্মবিদ্বেষী সুবিধাবাদী পাষণ্ডীগণের অত্যাচার অপ্রতিহত রহিয়াছে শ্রীগৌর-জন্মস্থলীও তাহা হইতে রেহাই পায় নাই। ঈর্ষা-মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অপস্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত চিরদিনই বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে। "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।।" শ্রীচৈতন্যদেব একজোড়া জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া 'পতিতপাবন', 'পাতকীতারণ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও নবদ্বীপ-নদীয়ায়, তথা সমগ্র বিশ্বে লক্ষ লক্ষ জগাই-মাধাই আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে এবং অসামাজিক ও রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত

আছে। সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী চিন্তাশীল মনীষী ও বিদ্বজ্জনগণ বাস্তব শান্তি ও শৃঙ্খলা আশা করিলেও তাহা সুদূর-পরাহত।

শ্রীচৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে অন্বয়-ব্যতিরেক সমালোচকবৃন্দ

এ বৎসর অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী সমালোচনার জন্য আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি :—(১) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, (২) শ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ, (৩) গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ (৪) মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর, (৫) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাধনা, (৬) তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং (১) শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ, (২) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, (৩) শ্রীচৈতন্যদেব (রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শিলং), (৪) গোরা-পরবন্ধ, (৫) কাঁহা গেলে তোমা পাই, (৬) শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান-রহস্য প্রভৃতি। কতকগুলি পুস্তকের তালিকা এস্থলে উল্লিখিত হইল না, তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থ ও পুস্তকগুলির অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শাস্ত্রযুক্তি-তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলে ধারাবাহিকভাবে সৎ-সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলীর প্রকাশ

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি,—এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (নবদ্বীপ) হইতে (১) শ্রীমনঃশিক্ষা (২) শ্রীউপদেশামৃতম্, (৩) তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), (৪) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, (৫) The Vedanta (Its Morphology & Ontology), (৬) Vaishnavism (Real & Apparent), (৭) Nam-Bhajan, (৮) The Bhagavat (Its philosophy, its Ethics and its Theology) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৩৮শ বর্ষের ১ম সংখ্যাটি "শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সাময়িক সংখ্যা"রূপে (২০৮ পৃষ্ঠা) আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"-গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রস্থ। উহা স্বল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইতেছেন। সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণ সত্বর নাম-ঠিকানাসহ গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। আমরা আনন্দের সহিত আরও জানাইতেছি যে, সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতেও হিন্দী ভাষায় জৈবধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসর তথা হইতে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের হিন্দী সংস্করণ সকলেরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহদেব, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া আমার নববর্ষের প্রারম্ভিক বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i.e. once in month.

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

Address—Shri Devananda Goudiya Math.

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia). W. B.

4. Publisher's Name— Do

Nationality— Do

Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated—28.2.86

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৮শ বর্ষ | ১৯ বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ চৈত্র, সোমবার, ১৩৯২ ; ইং ১৪।৪।১৯৮৬ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং শ্রীবসুন্ধরাকৃতম্

শ্রীশ্রীযজ্ঞ-বরাহদেব-স্তোত্রম্

[বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে চতুর্থোঽধ্যায়ে ১১শ-১৪শ শ্লোকে বর্ণিতম্]

পৃথিব্যুবাচ—

নমস্তে সর্ব্বভূতায় তুভ্যং শঙ্খ-গদাধর।
মামুদ্ধরাস্মাদদ্য ত্বং ত্বত্তোঽহং পূর্ব্বমুত্থিতা॥ ১॥

[শ্রীভগবান্ পূর্ব্বকল্পে যেরূপ মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদ-যজ্ঞময় বরাহ-দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক সনকাদি সিদ্ধপুরুষকর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলে, বসুন্ধরা দেবী তাঁহাকে পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রণতা ও ভক্তিনম্রা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—]

পৃথিবী কহিলেন,—হে সর্ব্বভূতাশ্রয়! তোমাকে নমস্কার; হে শঙ্খ-গদাধর! তোমাকে নমস্কার। আমি পূর্ব্বে তোমা হইতে উত্থিত, অদ্য এই পাতাল-তল হইতে আমাকে উদ্ধার কর ॥ ১ ॥

ত্বত্তোঽহমুদ্ধৃতা পূর্ব্বং ত্বন্ময়াহং জনার্দ্দন।
তথান্যানি চ ভূতানি গগনাদীন্যশেষতঃ ॥ ২ ॥

হে জনার্দ্দন! তুমি আমাকে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অন্যান্য সমস্ত বস্তুই ত্বন্ময় ॥ ২ ॥

নমস্তে পরমাত্মাত্মন্ পুরুষাত্মন্ নমোঽস্তু তে।
প্রধান-ব্যক্তভূতায় কালভূতায় তে নমঃ ॥ ৩ ॥

হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ এবং কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।
সর্গাদিষু প্রভো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মরূপধৃক্ ॥ ৪ ॥

প্রভো! সৃষ্টাদি-বিষয়ে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মক রূপধৃক্ তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, তুমিই পাতা এবং তুমিই বিনাশকারী ॥ ৪ ॥

সংভক্ষয়িত্বা সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
শেষে ত্বমেব গোবিন্দ চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ ॥ ৫ ॥

হে গোবিন্দ! জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে সকল সংভক্ষণপূর্ব্বক তুমিই মনীষিগণ-কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শয়ন করিয়া থাক ॥ ৫ ॥

ভবতো যৎ পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন।
অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৬ ॥

(হে সর্ব্বাবতারিন্!) তোমার যে পরম তত্ত্ব, তাহা কেহই জানে না; অবতারে যেরূপ প্রকাশিত হয়, দেবতাসকলও তাহারই অর্চ্চনা করেন ॥ ৬ ॥

ত্বামারাধ্য পরংব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ।
বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং সমবাপ্স্যতি ॥ ৭ ॥

(হে মুক্তিদাতৃন্!) পরব্রহ্ম তোমাকে আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন; বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়? ৭ ॥

যৎ কিঞ্চিন্মনসা গ্রাহ্যং যদগ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।
বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব ॥ ৮ ॥

(হে হৃষীকেশ !) যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরাদির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ যে-কিছু সম্বন্ধে বুদ্ধি খাটান যায়, তৎসমস্তই তোমার রূপ ॥ ৮ ॥

ত্বন্ময়াহং ত্বদাধারা ত্বৎস্রষ্টা ত্বামুপাশ্রিতা ।
মাধবীমিতি লোকোঽয়মভিধত্তে ততো হি মাম্ ॥ ৯ ॥

(হে নিখিলাশ্রয় !) আমি ত্বন্ময়, ত্বদাধার, ত্বৎসৃষ্ট ও ত্বদাশ্রিত ; এজন্য লোকে আমাকে 'মাধবী' কহিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জয়াখিল-জ্ঞানময় জয় স্থূলময়াব্যয় ।
জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো ॥ ১০ ॥

(হে প্রভো !) হে অখিল-জ্ঞানময় ! তোমার জয় হউক ; হে স্থূলময় অব্যয় ! তোমার জয় হউক । জয় অনন্ত ! জয় অব্যক্ত ! জয় ব্যক্তময় ॥ ১০ ॥

পরাপরাত্মন্ বিশ্বাত্মন্ জয় যজ্ঞপতেঽনঘ ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

হে পরমাত্মন্ ! বিশ্বাত্মন্ ! জয়যুক্ত হও । হে অনঘ যজ্ঞপতে ! তুমি বষট্কার ; তুমি ওঙ্কার, তুমি অগ্নিস্বরূপ ॥ ১১ ॥

ত্বং বেদাস্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে ।
সূর্য্যাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ ॥ ১২ ॥

হে হরে ! তুমি বেদ, তুমি তদঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ । সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ তুমি ॥ ১২ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম ।
যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর ।
তৎসর্ব্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

হে পুরুষোত্তম ! আমি এস্থলে মূর্ত্তামূর্ত্ত, অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম, কিংবা না বলিলাম, তৎসমস্তই তুমি ; তোমাকে নমস্কার । হে পরমেশ্বর ! ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ॥ ১৩ ॥

["পৃথিবীকর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তূয়মান প্রফুল্লপদ্মলোচন ধরণীধর মহাবরাহ নিজদন্তদ্বারা ধরাকে রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন ।]

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

দ্বিতীয়-বৃষ্টি—দ্বিতীয়-ধারা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর]

পুণ্যকর্ম্ম

দানের শ্রেণীবিভাগ

অর্থ ও দ্রব্য যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান। যাহা অপাত্রে দেওয়া যায়, তাহা নিরর্থক অপব্যয়িত হয়। তাহা পাপ মধ্যে পরিগণিত।

দান (১) দ্বাদশপ্রকার যথা :—

১। কূপতড়াগাদি দ্বারা জলদান।
২। উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণদ্বারা ছায়া ও বায়ুদান।
৩। উপযুক্ত স্থলে প্রদীপদান। ৪। ঔষধদান।
৫। বিদ্যাদান। ৬। অন্নদান। ৭। পন্থাদান।
৮। ঘাটদান। ৯। গৃহদান। ১০। দ্রব্যদান।
১১। সুখাদ্যের অগ্রভাগদান। ১২। কন্যাদান।

দ্বাদশপ্রকার দান

পিপাসুব্যক্তিকে জলদান করা উচিত। পিপাসুব্যক্তি গৃহাগত হইলে সুশীতল জল দান করিবে। সাধারণের জলপানের জন্য কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দেওয়া পুণ্যকার্য্য। উপযুক্ত স্থান দেখিয়া ঐ সকল ইষ্টপূর্ত্ত ক্রিয়া করিবে (২)। যে স্থানে জল বিশেষ আবশ্যক, সেই স্থলে কূপাদি খনন করাইবে। তীর্থাদিস্থলে অনেক লোকের জলের প্রয়োজন, সেখানে উপযুক্ত নদ্যাদি না থাকিলে, কূপাদি খনন করা কর্ত্তব্য। পন্থার উভয় ভাগে, নদীতীরে, বিশ্রামস্থলে অশ্বত্থাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিবে। স্বগৃহে ও পবিত্র স্থানে তুলস্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিবে। তাহাতে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকার আছে। ঘাটে, পথে ও সঙ্কটস্থলে পথিকগণের উপকারার্থে প্রদীপ দান করিবে। বায়ুদ্বারা নির্ব্বাপিত না হয়, এরূপ কাচাবরণমধ্যে উক্ত স্থানে

---

(১) দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥ ভাঃ ১১।২৩।৪৫

(২) ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ভাঃ ১১।১১।৪৭

প্রদীপ স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। যে সময় চন্দ্র না থাকে বা মেঘ হয়, সেই সময় রাত্রিতে আলোক দেওয়ার বিধি। যিনি যত আলোক দিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত পুণ্যসঞ্চয় করিবেন। আকাশ-প্রদীপ দেওয়া কেবল কার্ত্তিক মাসেই বিধি, এরূপ নহে। কার্ত্তিক মাস হইতে দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। আকাশ-প্রদীপ অধিক উচ্চ হইলে শোভা বই অন্য উপকার হয় না। ঔষধদান দুই প্রকার অর্থাৎ রোগীদিগকে তাহাদের বাটীতে গিয়া বা তাহাদিগকে বাটীতে আনিয়া ঔষধদান এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় ঔষধ দান। যাঁহার যাহা অকৃত্রিমরূপে সাধ্য, তিনি তাহাই করিবেন। কোন ছাত্রকে বাটীতে নিজের ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালকবালিকাদিগকে বিদ্যাদান করা একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্নদান দুইপ্রকার,—নিজ বাটীতে অন্নদান এবং সত্রে সাধারণকে অন্নদান। অগম্যস্থলে বা কষ্টগম্য স্থলে পন্থা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে পন্থাদান বলে। প্রস্তরময় বা ইষ্টকময় পন্থা যেরূপ স্থায়ী, তদ্রূপ অধিক পুণ্যজনক। নদীতে বা পুষ্করিণীতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে ঘাটদান বলে। ঘাটের উপর বিশ্রাম-স্থান, উদ্যান, চাঁদনি ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে অধিক পুণ্য হয়। যাহারা অর্থাভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গৃহদান করা পুণ্যজনক কর্ম্ম। আবশ্যকমত কোন দ্রব্য বা অর্থ যোগ্যপাত্রকে দিলে দ্রব্যদান হয়। সুখাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে দান করিয়া নিজে গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত সবর্ণ পাত্রকে সালঙ্কারা কন্যা দান করার নাম কন্যাদান।

আতিথ্য দুই প্রকার যথা ;—১। জন প্রতি, ২। সমাজ প্রতি।

দ্বিবিধ আতিথ্য

গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকিবেন। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবেন। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্ত্তমানকালে তত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি আহার করেন, তাহার পূর্ব্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্ত্তব্য-সাধন হয়। অভুক্ত লোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়াযোগে সামাজিক আতিথ্য কর্ত্তব্য।

পাবিত্র্য চারিপ্রকার যথা ;—১। শৌচ, ২। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপণি, স্বগৃহ ও দেবমন্দিরাদি মার্জ্জন, ৩। বন পরিষ্কার, ৪। তীর্থযাত্রা।

চতুর্ব্বিধ পাবিত্র্য

শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। চিত্তশুদ্ধির নাম অন্তঃশৌচ। নিষ্পাপ ক্রিয়া ও পুণ্যক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্পাপ, লঘুপাক ও পরিমিত আহার ও পান ইহারাও চিত্তশুদ্ধির হেতু। মাদকসেবী ও অন্যান্য পাপচারী ব্যক্তিদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পানে চিত্তের অশুদ্ধতা উৎপত্তি করে। চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে। পাপের মূল যে পাপবাসনা তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারা দূরীভূত হয় (১)। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের বিচার অনেক, তাহা গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে। তীর্থজলে স্নান ও গঙ্গাস্নানাদি পুণ্যস্নান ও দেবদর্শনদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিজের শরীর, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি পরিষ্কার ও মলশূন্য রাখার নাম বহিঃশৌচ। স্বচ্ছজলে স্নান, নির্ম্মল বসন পরিধান ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন ও পান ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা শৌচ সম্পাদিত হয়। মলমূত্র প্রভৃতি কদর্য্য দ্রব্য শরীরে স্পৃষ্ট হইলে জলদ্বারা তদঙ্গ ধৌত রাখা উচিত। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপণি, স্বগৃহ, দেবমন্দিরাদি মার্জ্জনদ্বারা পাবিত্র অর্জ্জন করা উচিত। নিজের বাটী, ঘাট, পন্থা, গোগৃহ, মন্দির ও চত্বর পরিষ্কার রাখা সর্ব্বব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদ্ব্যতীত যে-সকল সাধারণ পন্থা, ঘাট, বিপণি, দেবমন্দির ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে থাকে, তাহাও পরিষ্কার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গ্রাম বিপুল হইলে গ্রামস্থ লোকসমূহ মিলিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা সম্রাট্-সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করা সমস্ত গ্রামবাসীর পক্ষে পুণ্যজনক কার্য্য। নিজ নিজ বাটীতে যে-সকল বন থাকে, তাহা নিজে পরিষ্কার রাখা উচিত। সাধারণ ভূমিতে যে-সকল বন থাকে, তাহা পূর্ব্ব উপায়দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। তীর্থযাত্রাদ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য,

---

(১) গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্‌হৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি‌সেবয়া ॥ ভাঃ ৬।২।১৬-১৭

তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনার চিত্তে আপনাকে পবিত্র মনে করেন, যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।

মহোৎসব তিনপ্রকার, যথা ঃ—

১। দেবতা-পূজোপলক্ষে উৎসব।

২। সাংসারিক বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা উপলক্ষে যজ্ঞাদি।

৩। সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য উৎসব।

ত্রিবিধ মহোৎসব

দেবতা-পূজোপলক্ষে যে সমস্ত উৎসব আছে, তাহা সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। সেই সমস্ত মহোৎসব পুণ্যজনক তাহাতে সন্দেহ কি? অনেক ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পর মিলন, আহারাদি, গীতবাদ্যের চর্চ্চা, চিত্রপুত্তলিকা ইত্যাদির উন্নতি, দুঃখীদিগকে ভোজন করান, বিদ্বান্‌দিগকে অর্থদান এবং সমাজকে জীবিত করা যে জগন্মঙ্গলসাধক পুণ্যকর্ম্ম, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা ঐ সকল মহোৎসব করিতে সমর্থ, তাঁহারা তাহাতে অমনোযোগী হইলে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটিজন্য অপরাধী হন। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মহোৎসব যখন ঈশ্বরভাবমিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহারা কোনপ্রকারে ত্যাজ্য নহে। সাংসারিক নানাবিধ ঘটনা আছে। পুত্রকন্যার জন্ম, অন্নপ্রাশন, সংস্কার, বিবাহ, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার সাংসারিক যজ্ঞে মহোৎসব হইয়া থাকে। সাধ্যমত তত্তৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গ্রামস্থ লোক মিলিত হইয়া যে-সকল বারওয়ারি পূজা ও মেলা সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের আনন্দবর্দ্ধক কর্ম্ম করেন, তাহাও করা উচিত। সেই সকল কার্য্যে সমস্ত লোক কিছু কিছু সাহায্য দিয়া বৃহৎ কার্য্য করিতে শিক্ষা করেন।

জামাত্র্যর্চ্চনোৎসব, অরন্ধনোৎসব, ভগিনী-কর্ত্তৃক ভ্রাতৃপূজা, নবান্নোৎসব, পিষ্টকোৎসব, শীতলোৎসব এইপ্রকার অনেক সামাজিক উৎসব নির্দ্ধারিত আছে।

ব্রত তিনপ্রকার যথা ঃ—

১। শারীরিক ব্রত, ২। সামাজিক ব্রত, ৩। পারমার্থিক ব্রত। প্রাতঃস্নান, পরিক্রমা, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়ামসম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকোপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়। তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন এবং উপবাস ইত্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা

ত্রিবিধ ব্রত

করাই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট। আবশ্যকস্থলে সেই সেই অবস্থা অবলম্বন করাতে পুণ্য হয়। উপনয়ণ, চূড়াকরণ, বিবাহ ইত্যাদি ব্রতসমূহ সামাজিক বর্ণবিচারে অধিকারক্রমে কোন বর্ণের প্রতি কোন ব্রতের ব্যবস্থা ও সাধারণ মানবগণের পক্ষে কোন কোন ব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহ সর্ব্ববর্ণেই ব্যবস্থা। একজন পুরুষ একটী সবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করিবে। একপত্নী-ব্রতই কর্ত্তব্য। একপত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহ কেবল কাম্য। তাহা নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিরই কার্য্য। সন্তান না হইলে বিশেষ বিশেষ স্থলে একপত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে। মহাভারতে যে মাসব্রতের উল্লেখ আছে, তাহা এবং তদনুরূপ যে-সকল পরমার্থসাধক ব্রত, সেই সমুদয় ব্রতই পারমার্থিক ব্রত। চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী জয়ন্তীব্রতই মাসব্রত। কেবল পরমার্থচেষ্টাই ঐসকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। ভক্তিবিচারস্থলে তাহার বিচার হইবে। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" এই সকল ব্রতের বিবরণ আছে।

পশুপালন একটী পুণ্যকার্য্য। তাহা দ্বিবিধ যথা :—

১। পশুদিগের উন্নতিসাধন, ২। পশুপোষণ ও রক্ষা।

সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় পশুদিগের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য। পশুদিগের সাহায্য ব্যতীত সংসারে কার্য্য উত্তমরূপে চলে না, অতএব পশুদিগের আকৃতি, বল ও প্রকৃতির উন্নতি করিবার জন্য যত্ন পাওয়া উচিত। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিলে এবং এবং তাহাদের উপযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ সংযোগদ্বারা জাতি পুষ্ট করিলে তাহাদের উন্নতি হয়। সকল পশু অপেক্ষা গোজাতির উন্নতিসাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য ও দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণকার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে। বলবান্ ও সুন্দর বণ্ডদ্বারা গাভীদিগের সন্তান উৎপত্তি করান উচিত। এই অভিপ্রায়েই মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বালষণ্ডদিগকে কর্ম্ম হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তষণ্ডেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত বৃহদাকার ও বলবান্ হয় এবং বলবান্ গোজাতির জনক হইবার যোগ্য হইয়া উঠে। পশুরা যেরূপ সংসারের উপকার করে, তদ্রূপ তাহাদিগকেও আহার ও গৃহ দিয়া পোষণ ও রক্ষা করা উচিত। গো-পোষণ ও গো-রক্ষা-কার্য্যটী ভারতবর্ষে একটী বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে।

দ্বিবিধ পশুপালন

জগদ্বৃদ্ধিকার্য্য চারিপ্রকার, যথা ;—

১। বৈধ-বিবাহদ্বারা সন্তান-উৎপত্তিকরণ।

২। উৎপন্ন সন্তানদিগকে পালন ও রক্ষাকরণ।

৩। সন্তানদিগকে সংসারযোগ্যকরণ।

৪। সন্তানদিগকে পরমার্থ শিক্ষাদান।

উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া শরীর ও চিত্তের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুসারে পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত সংসার-নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে (১)। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন সন্তানদিগকে যত্ন-সহকারে পালন ও রক্ষা করিবে। ক্রমশঃ তাহাদিগকে বিদ্যা ও অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা দিবে। তাহাদের বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে অর্থার্জ্জনের উপায় শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত বয়স হইলে তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিবার যত্ন পাইবে। সন্তানদিগকে যথাবয়সে শারীরিক বিধি, ধর্ম্মনীতি ও পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিবে। এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে নিজের বৈরাগ্য শিক্ষা করিবে (২)। (ক্রমশঃ)

চতুর্ব্বিধ জগদ্বৃদ্ধিকার্য্য

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৪ পৃষ্ঠার পর)

[ষষ্ঠ অধিবেশন]

আমরা জড়জগতে মেপে নেওয়া ধর্ম্মে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়েছি। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্ত্তন হলে দর্শন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্ম্মাল্যঘ্রাণে কি সৌগন্ধ আছে, তা কৃষ্ণকীর্ত্তনে বুঝতে পারি। যেমন সনকাদি ভগবানের গুণে মুগ্ধ হয়ে ভগবৎসুরভির গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। কীর্ত্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। "প্রোন্মীলদামোদয়া"—'আমোদ'-শব্দে সুগন্ধ, সুরভি। কীর্ত্তনের দ্বারা সেই সুরভির লাভ হয়, ভোগের উপকরণ এসেন্স-

---

(১) গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীন্ত বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ॥ ভাঃ ১১।১৭।৩৯

(২) যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতুন্॥ ভাঃ ১১।১৭।৫১

আতরাদি শোঁকা দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট হয়। তৎপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ হয়ে সেই পরমপুরুষের নিকট যাওয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ হয়।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

সেবোন্মুখচিত্তে কীর্ত্তনপ্রভাবে স্বয়ংরূপ আপনা হতেই দেখা দেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়।

'সত্যং পরং ধীমহি'—পরমেশ্বর বস্তুকে আমরা যোগ্য হয়ে সকলে ধ্যান করি। সেই বস্তুটি কি? সত্য, বাস্তববস্তুবেদ্য পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের মুখ্য-প্রকাশ সত্য। 'সৎ' শব্দে নিত্য বর্ত্তমান থাকা। জড়জগতের পদার্থ ভোক্তার নিকট কিছুদিনের জন্য উপস্থিত হয়, পরে থাকে না। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠান তাৎকালিক, উহা সত্যাভাস। এই সত্য অপর সত্যের আগমনে বিজিত হবার যোগ্য—নিজাধিষ্ঠান রাখতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বর অবিচলিত অচল ধ্রুব সত্য, ইহা অন্য বস্তুদ্বারা আবৃত হবার যোগ্য নয়। সেটি সেই ধ্যেয়বস্তুর মুখ্যলক্ষণ। এই সত্য জগতের মলিনহৃদয় জীবের নিকট নানাপ্রকারে প্রতি-ভাত, অনেকপ্রকার অসত্যের আবরণে বদ্ধজীবহৃদয় আবৃত।

'ধাম্না স্বেন'—'ধাম' অর্থ কিরণ, আলোক, আশ্রয়। বাস্তবসত্যের যে ধাম, তার দ্বারা বদ্ধজীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা কপটতা নিরস্ত হয়েছে। 'কুহক' শব্দে আবরণ, ছলনা। আপাতদর্শনে যে ব্যাপার, সেই জিনিষটি তা নয়। নিরাস করবে কার দ্বারা?—স্বেন ধাম্না। সত্য হতে কুহক নিরস্ত না হবার যে অবস্থা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশে তাৎকালিক সত্যগ্রহণের যে পিপাসা, সেটুকুমাত্র নয়। 'সদা'—নিত্যকাল সত্য। খণ্ডকালে 'সদা' হতে পারে না, ঝাকিদর্শনের ন্যায় ব্যাপার নয়, সর্ব্বদা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচালিত হয়ে পরমেশ্বরের অনুশীলনের নামে সত্য বলে যে অবান্তর ব্যাপার আছে, তা নয়। পরমেশ্বর নিরস্তকুহকসত্য, সর্ব্বদা সত্যমণ্ডিত, নিত্য বর্ত্তমান। সচ্চিদানন্দ-বিচাররহিত হয়ে যে গুণান্তর্গত ভোগ্যবস্তুবিশেষের অনুসন্ধান, সেটি ভোগ্য-জ্ঞানেরই অন্যতম। প্রাকৃতসহজিয়াগণ নিজেকে কিশোরীজ্ঞানে যে ভোগ্য কিশোরের ভজন করেন, নিজ জড়ভোগ্যানন্দানুভূতিকে প্রবল রেখে কৃষ্ণা-নন্দানুভূতিতে বাধা দেন অর্থাৎ গোপীর নিত্য আনুগত্য ছাড়া যে-ভজন, তা কুহকাবৃত। ভাগবতে ভগবানই বেদ্য, চৈতন্যদেবের উদ্দিষ্ট ভগবানের বিচার হতে পৃথক করে মলিনহৃদয়ে যে কৃষ্ণাবির্ভাবের কথা বলি, সেটা দোষযুক্ত, তা 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহক' হয় না। কেউ যদি বলেন, তিনি নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্মশব্দবাচ্য বা পরমাত্মা-শব্দবাচ্য হউন, তা হলে 'ভগবান্' শব্দে চতুর্ব্বর্গচেষ্টা-জন্য বিরোধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য ভাগবতে সেই কপটতার আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মেপে নেওয়া ধর্ম্মের আচ্ছন্ন থেকে বস্তুসম্বন্ধে যে পৃথক কল্পনা, তা হতে অবসর পাওয়া দরকার। কুহকের একটু বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন— 'তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ।' ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিতে একের বদলে অপর দর্শন, উহা ভ্রান্তিপূর্ণ বা বিবর্ত্তদর্শন। যেমন মায়ামরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, নিকটে গিয়ে দেখি জল নেই। আপাতদর্শনে যে ভ্রান্তি, এককে অপর জ্ঞান, একের স্থানে অন্য ভ্রান্তি, আকাশ দেখে সমুদ্রভ্রান্তি, তেজে বারিভ্রান্তি ইত্যাদি, এটা বিবর্ত্ত। তেজ, বারির বদলে যে অন্য ধারণা, তাতে কুহক উপস্থিত।

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—যাতে সূরিসকল মূঢ়তা লাভ করেন ; সূরিতে আত্ম-স্তরিতা আছে। মূঢ় হওয়ার যন্ত্র—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" আমি বেশী বুঝদার—এটা যে বলে, সে ততটা ভুল বুঝেছে। মূঢ় হওয়ার সহজ রাস্তা এটা—foolishness made easy.

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥" (কেনোপনিষৎ)

যিনি বলেন, 'আমি জেনেছি', আমি 'পাকা বোষ্টম্' হয়েছি, তিনি হরি-ভক্তির রাস্তায়ই চলেন না। আমাদের ভ্রান্তি পদে পদে হয়, কুহকদ্বারা আবৃত হওয়ায় সত্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয় না, যেকাল পর্য্যন্ত না তাঁর আলোকে আলোকিত হই। যেমন চক্ষু থাকলেও আলোকের অভাবে অন্ধকারে হাতড়ান হয়ে যায়।

'যত্র ত্রিসর্গো মৃষা'—এই সকল ক্ষণভঙ্গুর সসীম বস্তুর স্থান ভগবদ্বস্তুতে নেই, মায়াতে আরাধ্যের স্থান নেই। যেমন,—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

ভগবানে মায়া দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু। ভগবত্তার দর্শন ব্যতীতও মায়িক দর্শনের সম্ভাবনা নেই। মায়াতে ভগবান্ নেই। পূজা ও ভোগ্য-বোধ পৃথক। মায়া-নির্ম্মিত ব্যাপার জগৎকে চাকরশ্রেণীর মনে করি, যেমন নাসাতে ঘ্রাণ গ্রহণ করছি, কানে শব্দ শুনছি—শুনবার মালিক আমরা, ইচ্ছা করলে নাও শুনতে পারি, অন্যমনস্ক থাকতে পারি। ভোগীদিগের

ভোগ্যপদার্থজ্ঞানে অনেক অসুবিধা আসে। যাঁতে—পরমসত্যে ত্রিসর্গ অর্থাৎ রজস্তমঃসত্ত্বগুণ—জন্মস্থিতিভঙ্গ প্রভৃতি স্থান পায় না। গুণান্তর্গত রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবানের অধিষ্ঠান নেই।

'অমৃষা' বিচার করলে স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গাশক্তি ও তটস্থাশক্তিত্রয় যাঁতে পরমশক্তিরূপে অবস্থিত। অচিৎশক্তি হতে জগৎ—যা বদ্ধজীবের ভোগ্য-ভূমিকা। আমাদের এখানকার বদ্ধাবস্থায় চেষ্টা—যাতে কষ্ট কমে, তাই সুখ। অর্থাৎ দুঃখই এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপার। ভগবানে অনিত্য বিরোধী সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠান নেই, শক্তিত্রয় নিত্য বর্ত্তমান আছে। শক্তি-শক্তিমানের অভেদহেতু বস্তুর একত্ব। বিভিন্ন আংশিক প্রকাশদর্শনের যোগ্যতা আমাদের আছে। শক্তিগত-পরিচয়ে একায়নে অবস্থিত না হয়ে সাংখ্যায়নধর্ম্মে অবস্থিত হতে পারি। এক যেখানে, সেখানে সংখ্যাগত বহুত্ব নেই। যেখানে একল, সেখানে সংখ্যাগত ভাগের সমাবেশ নেই। 'সাংখ্যায়ন বলতে নিরীশ্বর সাংখ্য, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা বলছি না। পরজগতে—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত জগতে সংখ্যাগত বিচিত্রতা আছে, কেবল নির্ব্বিশেষভাবই যে তথায় নিত্য বিরাজমান, এরূপ নহে। Analytic বিচার—unity হতে diversity বিচার বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বা একায়ন নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যায়নীয় বিচিত্রতাসমূহের সমষ্টির উদ্দেশে অভিযান শুদ্ধদ্বৈতবাদ বা চিন্ময়ভেদসিদ্ধান্ত একতাৎপর্য্যপর।

গুণাতীত জগৎ যা—ত্রিগুণাতীত জগৎ তা নয়, পরস্পর বৈষম্য—সমতার অভাব আছে।

ত্রিসর্গের আর একটি ব্যাখ্যা—গোকুল, মথুরা, দ্বারকা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের তিনটি স্থান। হরি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, গোকুলে পূর্ণতম। পূর্ণতমতা পূর্ণবিকসিত-হৃদয়ে দেখতে পাওয়া যায়। অখিলরসপূর্ণতমতা গোকুলে। মথুরামণ্ডল জ্ঞানভূমিকায় রসবিচারে 'তর' সংজ্ঞা।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃশিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

এখানে দুটি মূর্ত্তি—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ; দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ-বিচারে পূর্ণতা হয়েছে। চারটি quadrant (বৃত্তপাদ) মিলে পূর্ণতা হয়েছে। মথুরায় প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উপস্থিত নেই; গোকুলে স্বয়ংরূপ। বাসুদেবের প্রকাশ সঙ্কর্ষণ, বিস্তৃতি—বিভুত্ব-বর্ণনে প্রকাশ। তত্ত্বপ্রকাশ-লক্ষণে বলদেবপ্রভুর পাদ-

পদ্ম পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছিতে পারি। তা হতে চতুর্ব্ব্যূহ। মহাবৈকুণ্ঠ বা মূল-বৈকুণ্ঠে ইহা লক্ষ্য করি। যখন কারণ, গর্ভ, ক্ষীরবারিতেও নিজ নিজ প্রকাশ হন নি, তখন চতুর্ব্ব্যূহ অবস্থিত। মথুরা জ্ঞানময়ী ভূমিকা, দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহের লীলার স্থান, কিন্তু দ্বিভুজবিচারযুক্ত। চতুর্ভুজ-বিগ্রহধাম পরব্যোম অপেক্ষা দ্বিভুজবিগ্রহধাম দ্বারকার শ্রেষ্ঠত্ব। পরব্যোমে চার হাত, এখানে (দ্বারকায়) দু হাত। এটি (দ্বারকা) ভগবানের (কৃষ্ণের) নিজ স্থানের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠের অন্যতম। গোকুলে রসবিকাশের পূর্ণতমতা, অখিলরসামৃতমূর্ত্তির পূর্ণলীলার প্রাকট্য। এখানে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণাদি সাতটি গৌণরস পাঁচটি স্থায়িভাবকে সমৃদ্ধ করবার জন্য আছে। যদিও মথুরায় রৌদ্রাদি গৌণ-রস, বৃন্দাবনাদির মধুররসের কথা এখানে নেই, তথাপি মথুরা শুষ্কজ্ঞান-ভূমিকা নয়। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু এসেছেন, ভোগের শুভ ethical principle জবাই হোলো রজকবধে। তিনি এত অপূর্ণ বস্তু নন, যাঁতে নীতির চাপ (ethical restriction) চাপিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল—এই ত্রিসর্গে যিনি নিত্যকাল অবস্থিত, সেই বাস্তববস্তুভাবত্রয়ের পরমেশ্বর বেদ্য। মানব-কল্পিত জড়ের প্রভুজ্ঞানে উপনিষদ পড়তে গিয়ে যে ভুল করি—ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচারে যে ভুল করি কিম্বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার "সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" মন্ত্রে যে আংশিক সমষ্টিবিষ্ণুর পূজার জন্য দৌড়াই, তিনি তাহা মাত্র নন। অবিনষ্ট-ত্রিপুটিপ্রবলকালে যে দুর্গতি হয়, সেটুকুমাত্র নন ; পরমেশ্বরের কথা বলছি, তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতায়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অসম্যক আংশিক ধারণাবদ্ধ ব্রহ্ম-পরমাত্মার—সকল অবতারের সকল কারণেরও কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। চিৎসবিশেষ সচ্চিদানন্দ আকরের অবিনাশিনী আকৃতি যিনি সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন, দ্বাদশটি রস যাঁর সেবায় নিযুক্ত, তাঁর নিকট হতে সেই সকল রসের বিন্দু বিন্দু এজগতে ছুটে পড়েছে। তিনি পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—বিশেষরূপে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই শক্তিত্রয়কে গ্রহণ করেছেন। 'ত্রিসর্গ' শব্দে এই শক্তিত্রয়ের কথাও কেহ ব্যাখ্যা করে থাকেন। তিনি সত্যব্রত, ত্রিসত্য। সেই সত্যবস্তুকে এবং নশ্বর-জগৎ-সৃষ্টিকারিণী বহিরঙ্গা শক্তি যাঁর, তাঁকে আমরা ধ্যান করি। সেই বস্তুর **secondary emanation** এই ক্ষুদ্র জগৎ—**universe** রচিত হয়েছে। তিনের আয়তনিক বিচারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। চারের আয়তনের অবকাশ-

মধ্যে ঘন (cube) গুলো আছে—ঘনাভ্যন্তরে বর্গজাতী দীর্ঘত্ব ও প্রস্থত্ব আছে। একের আয়তনে রেখাতল (linear surface), সবই এতে আছে। এতে আবদ্ধ থাকলে বদ্ধভূমিকার অনুমোদন ও প্রতিষেধক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনের আয়তন দেখানোর জন্য ব্রহ্মাণ্ড—অণ্ড অভ্যন্তরের পদার্থ, বাইরের নয়- 'বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাৎ' যে ব্রহ্ম, তাঁর প্রকাশ-বিগ্রহ বিধাতারূপে যে ব্রহ্মা, তাঁর অণ্ড। প্রাগ্ বৈদিকযুগে যখন নারায়ণের একলত্ব, তখন এই সব তিনের dimension-এর রাজ্যের কথার বড়াই করবার ছিল না, এজন্য সেকথাকে বেশী বড় বলতে প্রস্তুত নই। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

(বৈষ্ণব-বিজয়)

জীবনী আলোচনার ধারা

"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩)

জন্ম ও মৃত্যু লইয়াই জীবন। জন্ম হইতে মৃত্যুকালাবধি স্থিতি-কালের ক্রিয়া-কলাপকেই 'জীবনী' বলে। কিন্তু বর্ত্তমান বিচার-জগতের চিন্তাস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিতে গেলে জীবনীর সঙ্গে আরও অনেক কিছু আলোচনা করা আবশ্যক ; তন্মধ্যে প্রধান—'জীবনারম্ভের পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত' ও 'জীবনান্তে সাধারণের প্রতি তাহার প্রতিক্রিয়া'। সুতরাং কাহারও বা কোনও তত্ত্বের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে উক্ত ভাব ও ধারার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। 'মায়াবাদের জীবনী' লিখিতে গিয়া উক্ত ভাব-ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে জীবনী-পাঠক সজ্জনগণ আশানুরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। মায়াবাদ একটী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের জীবনী লিখিতে হইলে এই তত্ত্ববাদিগণের আলোচনা করাই সুসঙ্গত। কারণ মায়াবাদ-তত্ত্ব একটি গুণ-জাতীয় পদার্থ ; ইহা কাহাকেও আশ্রয় করিয়াই নিজ সত্তা প্রকাশ করে। অতএব গুণের সহিত গুণীর আলোচনা করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে তাহাদের তুলনামূলক আলোচনা না করিলে, বিষয়টী কোনও প্রকারে পরিস্ফুট হইবে না। সুতরাং আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের উপরই অধিক নির্ভর করিব।

জীবনী ও ইতিহাস

যে উদ্দেশ্য লইয়া **'জীবনী'** আলোচিত হইয়া থাকে, সেই উদ্দেশ্য কতদূর পরিমাণে সফল হইবে, আমার পক্ষে তাহা বলা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক-তত্ত্বমূলক জীবনী ও সাধারণ জীবনী এক নহে। ঐতিহাসিকতায় সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়া থাকে; যাহা প্রকৃত সত্য, অর্থাৎ গুপ্ত ও ব্যক্ত সমস্ত কথাই আমাদের জানিবার সুযোগ হয়। সাধারণ জীবনীলেখক তাঁহার নিজ অনুমোদিত অংশটুকু প্রকাশ করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন; পক্ষান্তরে, ইতিহাস-লেখক যাবতীয় প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া পাঠকগণের চিত্তে যথাযথ তথ্যের সন্ধান জানাইয়া দেন। তাই আমি নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক সত্যতামূলক 'মায়াবাদের জীবনী' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। **মায়াবাদের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তদাশ্রিত মায়াবাদিগণের জীবনীই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি।** মায়াবাদিগণের জীবনীর সুষ্ঠু আলোচনা করিতে হইলে অন্য মতবাদিগণের এবং বৈষ্ণবগণেরও প্রসঙ্গতঃ আলোচনা আসিয়া পড়ে। কারণ তুলনামূলক বিচারই যথার্থ বিচার; নচেৎ তাহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হয় না। মায়াবাদাশ্রিত মনিষীবৃন্দের মধ্যে জগদ্বরেণ্য পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করই সর্ব্বপ্রধান ও আদর্শ। সুতরাং তাঁহার জীবনী ও ক্রিয়াকলাপের উপর মায়াবাদ-জীবন অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

অনুকূল অনুশীলন

বেদান্তের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্র হইতে জানা যায়, তত্ত্বস্তু সম্যক্‌রূপ অন্বয় অর্থাৎ অনুকূল-পথেই লাভ করা যায়। ব্যতিরেক পথ বক্র ও বন্ধুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর প্রথমেই বলিয়াছেন,—"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্", অর্থাৎ অনুকূলভাবেই একমাত্র কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হয়। সুতরাং কোনও জীবনী-তত্ত্বের অনুশীলনে অনুকূলভাব-গ্রহণই প্রশস্ত। অনুকূল গ্রহণ করিলে প্রতিকূল-বর্জ্জন একপক্ষে যেরূপ আনুসঙ্গিক, অন্যপক্ষে সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' বলেন,—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্" (১১।৪১৭)। ভক্তির প্রতিকূলবর্জ্জন অনুকূল-অনুশীলনেরই বিশেষ অঙ্গ। আমি মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের জীবনীর সহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা—ভক্তিপথের অনুকূল বলিয়াই মনে করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহা ধীরভাবে পাঠ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ়তর হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈদিকযুগ ও মায়াবাদ

ভারতীয় চিন্তাশীল শাস্ত্রাদিতেও সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে 'মায়াবাদ' —এই শব্দটীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে 'মায়াবাদ' শব্দের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, মায়াবাদ-চিন্তার তখনও কোন হেতু বা কারণ উদ্ভব হয় নাই। যুগ সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আর্য্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। বেদ অপৌরুষেয় বিধায় সৎ-সম্প্রদায়ের তাহা নিজস্ব বা স্বরূপের সম্পত্তি। কাল-সৃষ্টির পূর্ব্বে অথবা প্রাগ্-যুগে মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতের গন্ধমাত্রও ছিল না এবং বৈদিক যুগেও তাহার সত্তা বর্ত্তমান না থাকায় তাহাকে বৈদিক-যুগীয় ধর্ম্ম বলা যায় না। বৈদিক যুগে একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মই পালিত হইত। কোনও কোনও শাস্ত্রে মায়াবাদকে অবৈদিক বলিবার ইহাও অন্যতম হেতু বলিয়া মনে হয়।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই মায়াবাদিগণের অন্যতম মূলমন্ত্র। 'অদ্বয়বাদ বা অদ্বৈতবাদ'ই মায়াবাদের অপর নাম। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদের কতিপয় মন্ত্র সাধারণ বিচারে মায়াবাদের কথঞ্চিৎ পোষকতা করে বলিয়া কাহারও মত! যুগ-চতুষ্টয়ের পূর্ব্বে 'আমি সেই ভগবান্', 'আমিই সেই ব্রহ্ম', 'তুমিও সেই ব্রহ্ম'—এই প্রকার উক্তি জীব-স্বরূপ-পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারণ বেদ বলেন—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" এই বাক্যে বহুবচনান্ত 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ সূরিগণ তদ্বস্তু বিষ্ণুকেই একমাত্র পরতত্ত্ব জানিয়া তাঁহার পরমপদ নিত্যকাল দর্শন বা বিচার করিয়া থাকেন। এখানে দৃশ্য বস্তু এক ও অদ্বিতীয়, এবং দর্শকের বহুত্ব ও পৃথক্ অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সনাতন সূরিগণের পক্ষে বিষ্ণুর পরম-পদের প্রতি 'সোঽহং' প্রভৃতি বাক্যসমূহের মায়াবাদ-বিচারানুরূপ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় না; বস্তুতঃ 'সোঽহং' ইত্যাদি বাক্য জাতীয়তা-বোধক।

মায়াবাদের জন্মের কারণ

জীবের যাহা নিত্য-স্বভাব বা নিত্য-স্বরূপ তাহা হইতে চ্যুত হইলেই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে হয় এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার বিপত্তির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বেদের সঙ্কলন-কর্ত্তা বেদব্যাস বলেন—

"ভয়ংদ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।"

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

স্থরিগণের ন্যায় বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণের সদা দর্শন (অর্থাৎ তাঁহার নিত্যসেবা) হইতে বিচ্যুতিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং তাহা হইতেই মায়াগ্রস্ততারূপ ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তখনই "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ" (চৈঃ চঃ মঃ) হইয়া পড়ে। জীবের এই বহির্ম্মুখতা-ক্রমেই মায়াবশ্যতা ঘটে। মায়াবশ্যতাই ভোগ-বাঞ্ছা। পণ্ডিত জগদানন্দ গাহিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব মায়াগ্রস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং ভোক্তৃ-অভিমানে 'কৃষ্ণ-স্বরূপে'র প্রতি লোভ করিয়া বসে। ভগবান্ ভক্তের নিকট হইতে আনন্দ লাভ করিয়া অথবা আত্মারামহেতু পরমানন্দে মগ্ন আছেন; ভগবানের এইপ্রকার আনন্দ-ভোক্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারের প্রতি ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া জীব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবার বাসনা করে—ইহাই অহংগ্রহ-ভাব বা পূর্ণ-বদ্ধাবস্থা। এইপ্রকার বদ্ধাবস্থার বদ্ধধারণা হইতেই অর্থাৎ মায়া-কবলিত হইবার পর হইতেই জীব মায়াবাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছে। তখন হইতেই 'সোহহং'-বাদরূপ মায়াবাদের জন্মের কারণ উদ্ভূত হইয়াছে, লক্ষ্য করা যাইতেছে। সুতরাং ঈশ-বিমুখ জীবই মায়াশ্রয়ী অথবা মায়াবাদী হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,—**ঈশ-ভ্রান্তি ও ঈশ-বৈমুখ্যই মায়াবাদের জন্মের মূল কারণ।**

জীব ভোগবাসনার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়িক জগতে আসিয়া পড়ে এবং মায়িক যুগ ও মায়িক কালের ভিতরে 'অস্তি-নাস্তি', 'অহং-মম', 'সৎ-অসৎ' প্রভৃতি বিচারের ভিতরে প্রবেশ করে। সত্য বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া, মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া এবং জগৎ স্বপ্নতুল্য মিথ্যা, ভ্রান্তিময় অথবা ভ্রান্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং তত্ত্ব-বস্তু শক্তিহীন,—লীলা-বিলাসশূন্য, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি ধারণা করিতে থাকে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি আশ্চর্য্যের বিষয় না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আশ্চর্য্য এই যে, **ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনে আনুমানিক ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কোথাও 'নিঃশক্তিক', 'নির্ব্বিশেষ', 'নিরাকার' প্রভৃতি শব্দের আদৌ উল্লেখ নাই। তথাপি আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত বলপূর্ব্বক স্থাপন করিতে গিয়াছেন। ইহাই মায়াবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।**

'মায়াবাদ' কাহাকে বলে ?

মায়াবাদের অপর নাম বিবর্ত্তবাদ। বেদে যে বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের প্রচারিত বিবর্ত্তবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'দেহে আত্ম-বুদ্ধি'ই প্রকৃত বিবর্ত্ত। **ব্রহ্মে** জগৎ-ভ্রমকে প্রকৃত বৈদিকগণ বিবর্ত্ত বলেন না ; কিন্তু ইহাই বর্ত্তমানে আচার্য্য শঙ্করের **'বিবর্ত্তবাদ'** বা **'মায়াবাদ'** নামে পরিচিত। মায়াবাদের জীবনী বলিলে বিবর্ত্তবাদেরও জীবনী বুঝাইবে। প্রকৃত মায়াবাদ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—

'মায়া'-শব্দ সাধারণতঃ জড়া-শক্তি বা অবিদ্যা-শক্তিকে লক্ষ্য করে। ইহাই তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ-শক্তির ছায়া বা প্রতিবিম্ব। এই ছায়া-শক্তির শুদ্ধ-চিজ্জগতে কোনপ্রকার প্রবেশাধিকার নাই। ইনি জড়-জগতের অধিকর্ত্রী। জীব এই অবিদ্যা বা মায়াগ্রস্ত হইয়াই এই জড়-জগতে আসিয়া বদ্ধ হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিয়াছে। মায়াবাদ বলে যে, 'মায়া' বলিয়া কোনও শক্তিই নাই। 'মায়া'-শক্তি বাদ দিয়াই ব্রহ্মের স্থিতি, তিনি নিঃশক্তিক। মায়িক যুক্তিদ্বারা ইহা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায় এই তর্কপন্থিগণ 'মায়াবাদী' নামে খ্যাত। মায়িক তর্কের দ্বারা মায়াবাদী বলে যে,—'জীবই ব্রহ্ম' ; কেবল মায়ার ক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মকে বিভিন্ন জীবরূপে দেখা যায়। পরন্তু মায়া অপগত হইলে জীবের পৃথক্ সত্তা থাকে না। যতদিন মায়া থাকিবে, ততদিন তাহার আবরণে জীব থাকিবে। মায়ার সহিত যাহারা জীবের ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহারাই মায়াবাদী অর্থাৎ তাহারা বেদ-বেদান্ত না মানিয়া বলপূর্ব্বক মায়িক তর্কদ্বারা বলিয়া থাকেন,—মায়া নষ্ট হইলে আর জীব থাকিবে না। জীবের মায়ামুক্তি বলিয়া কোনও বিশুদ্ধ অবস্থা নাই—ইহাই মায়াবাদের অপসিদ্ধান্তমূলক বিচার। জীবের নিত্যশুদ্ধ সত্তা বলিয়া কোনও অবস্থাই মায়াবাদে স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি, ঈশ্বরও মায়াগ্রস্ত বলিয়া মায়াবাদ স্থির করিয়া থাকে। ঈশ্বরেরও তাহা হইলে মায়ামুক্তির প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে বস্তুতঃ কি পার্থক্য হইল ? কেবলমাত্র কর্ম্মফল অতীতাবস্থা ও কর্ম্মফল-বাধ্যতাই ঈশ্বরে-জীবে ভেদ মাত্র—হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অংশাংশী বিচার নাই। এইরূপ জানিয়া তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গেলেই মায়াবাদ হইয়া পড়ে। জীব ও ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুসন্ধান-ফল এইরূপ হইলে তাহা অপেক্ষা শোচনীয় সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে ? ইহাই তাহাদের মায়াগ্রস্ত হইবার প্রধান

লক্ষণ এবং ইহা হইতে তাহারা নির্ব্বিকল্পেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের নির্ব্বাণ একটী মিথ্যা কাল্পনিক বাক্য মাত্র। এইরূপ নির্ব্বাণ বা নির্ব্বিকল্প মুক্তির কোনও প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত না থাকায় তাহারা বেদ-বেদান্তানুগ বিশুদ্ধ পারমার্থিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না—ইহা ঐতিহ্য-দ্বারাই পরে প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

বেদান্ত-দর্শনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর-উপদিষ্ট "শিক্ষাষ্টকের" তাৎপর্য্য

বেদান্ত-দর্শন চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পদ আছে। সমগ্র বেদান্ত-দর্শনের সূত্রসমূহ এই চারিটী অধ্যায়ে (১) সম্বন্ধ, (২) অভিধেয় এবং (৩) প্রয়োজনমূলক বিচারে গুম্ফিত। প্রথম দুই অধ্যায় যথাক্রমে 'সমন্বয়' ও 'অবিরোধ' অধ্যায় নামে খ্যাত হইয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়, তাহাতে অভিধেয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অভিধেয়ও অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজনের কথা আছে। ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায় বলে।

ব্রহ্মসূত্র বিদ্যাকে অভিধেয়-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সেই বিদ্যা অন্বয়ভাবে পরাবিদ্যা এবং ব্যতিরেকভাবে অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যাদ্বারা অক্ষয় বা অচ্যুত বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায়। 'সেই পরাবিদ্যার অর্থ স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীগীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে **'ভক্তি'** বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। "আত্মানং দদাতীতি তস্মৈ স্বাত্মানং দদামীতি শ্রুতেঃ"—ভাষ্যকার শ্রুতির মন্ত্র হইতে জানাইতেছেন, ভগবান্ হরি বিদ্যার দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া স্বভক্তকে আত্মদান করেন। **কেবলা ভক্তিই—পরাবিদ্যা।**

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" (৩৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠরশ্রুতি-বচন)। ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র, নারদসূত্র প্রভৃতিতে ভক্তিই

পরাবিদ্যা বলিয়া কথিত। সেই পরাবিদ্যা লাভের ফলই বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ ফলাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ফলাধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্র **"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"** এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই,— "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত", "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"—প্রভৃতি শ্রুতিতে এই সন্দেহ হয় যে, আত্মবিষয়ক অনুশীলনাদি একবারই করিতে হইবে, না পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধান্যে মুষলাবঘাতই তণ্ডুল নিষ্পত্তি অর্থে অভিহিত অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত না ধান্য হইতে তণ্ডুল নির্গত হয়, সেই পর্য্যন্ত আঘাত করিতে হইবে; সেইরূপ যে-পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃই শ্রবণ করিতে হইবে। যদি কেহ প্রোষিত-ভর্তৃকাকে অনুক্ষণ উৎকণ্ঠার সহিত পতির চিন্তা করিতে দেখে, তাহা হইলেই বলিয়া থাকে—অমুকী পতি-চিন্তা করিতেছে। তদ্রূপ বেদও 'উপাশিত' প্রভৃতি শব্দে একবার মাত্র উপাসনার উপদেশ করেন নাই, অনুক্ষণ উপাসনার কথাই বলিয়াছেন।

কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—যে শাস্ত্র, যে যুক্তি কিম্বা যে উপদেশ একবার মাত্র প্রয়োগে বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, তাহা যে শতবার প্রয়োগে জ্ঞান জন্মাইবে, তাহার কি আভাস আছে? সূত্রকার পরবর্ত্তী (**লিঙ্গাচ্চ**) সূত্রে তাহা নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বারংবার উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্বেতকেতু ফল লাভ করিতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ হইলে লোকে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। কারণ বাক্যার্থবোধ পদার্থবোধপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থ-জ্ঞান লাভ হয় না; এই পদার্থ-বিজ্ঞানোৎপত্তির জন্যই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি আবশ্যক। 'সকৃৎ'-শব্দের অর্থ একবার। 'অসকৃৎ'-শব্দের অর্থ-'সদা', 'নিরন্তর', 'নিত্য'। 'আবৃত্তি' শব্দের দ্বারা—'শ্রবণ', 'কীর্ত্তন' ও 'মননাদি' অনুশীলন বুঝিতে হইবে। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন এবং স্বয়ং সূত্রের স্পষ্ট অর্থ হইতেও প্রতীত হয় যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলন অবিশ্রান্ত করিতে হইবে।

বেদান্তের প্রাথমিক সন্ধানমুখে যে জিজ্ঞাসার উদয় হয় সেই জিজ্ঞাসার (**'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'**) প্রতিপাদ্য বস্তুই বৈকুণ্ঠ-শব্দ। সেই বৈকুণ্ঠ-

শব্দের পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত আবৃত্তিই জগতের পুনরাবৃত্তি-রাহিত্যের একমাত্র কারণ। শব্দ দুই প্রকার—মায়িক ও বৈকুণ্ঠ। মায়িক শব্দের অভ্যুদয়েই জীবের ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-প্রবৃত্তি এবং বৈকুণ্ঠ-শব্দের নিরবকাশ আবাহনে ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যনাশিনী বৃত্তি। পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ চেষ্টাদ্বারা আমরা অধঃপতিত হই এবং পুনঃ পুনঃ বৈকুণ্ঠ-শব্দ উচ্চারণদ্বারা যে হরিসেবোন্মুখি-বৃত্তি উন্মেষিত হয় তদ্দ্বারা আমাদের বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ-শব্দ বাস্তব বৈকুণ্ঠ-শব্দী হইতে পৃথক্ নহেন। মায়িক শব্দ মায়িক শব্দী হইতে পৃথক্ এবং সাপেক্ষ-ধর্ম্মযুক্ত। যেখানে নিরপেক্ষতার অভাব সেখানেই ষড়্‌রিপু প্রভাব বিস্তার করে। যেখানে বৈকুণ্ঠ-শব্দ শব্দীর অদ্বয়জ্ঞান কীর্ত্তন-মুখে সংগীত হয়, সেখানে সেই শব্দে আর কোনও জড়ের কুণ্ঠতা প্রবেশ করিতে পারে না।

সেইজন্য গৌড়ীয়ানাথ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি প্রাকৃত অহঙ্কার-বিমূঢ়তা হইতে জীবকুলের উদ্ধারলাভের জন্য সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। অপরাধ-বর্জ্জিত হইয়া নিরন্তর বৈকুণ্ঠ-শব্দ করিতে করিতে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্‌কি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালীর যাবতীয় শব্দ ক্রমশঃ কৃষ্ণদ্যোতক হইয়া বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরিসেবায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে। মায়িক শব্দরাজ্য হইতে আত্ম-শব্দকে স্বতন্ত্রীকরণের পর যে আবরণটী মায়িক শব্দমাত্ররূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহা পুনঃ পুনঃ পেষণে কোনও ফল হয় না। তজ্জন্য দশাপরাধযুক্ত নাম গ্রহণের দ্বারা পারমার্থিক ফললাভের সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মনিপুণগণ অপরাধযুক্ত শব্দ গ্রহণমুখে ত্রিগুণ-চালিত হইয়া অহঙ্কারদ্বারা বিমূঢ় হইয়া যান।

নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকোক্ত "সততং কীর্ত্তয়ন্তো", "নিত্যযুক্তা" এবং "সততযুক্তানাং" শব্দগুলি "অসকৃৎ" শব্দেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। শ্রীগীতাও বলিয়াছেন,—

> **সততং কীর্ত্তয়ন্তো** মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
> নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা **নিত্যযুক্তা** উপাসতে॥ (গীঃ ৯।১৪)
> তেষাং **সততযুক্তানাং** ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।১০)

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"— এই সূত্রেরই দ্যোতক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক। ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম পাদ যে কথার সূত্র-পাত করিয়াছেন, ফলাধ্যায়ের শেষসূত্রেও (**"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ**

শব্দাৎ") তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যশিক্ষার সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতেছে। **"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যটি "আবৃত্তিরস-কৃদুপদেশাৎ" সূত্রের সুপক্ক ফল।** 'সদা' শব্দে অসকৃৎ। শ্রীহরি কীর্ত্তনের আবৃত্তি অসকৃৎ অর্থাৎ অবিশ্রান্ত হইবে। নৈরন্তর্য্যের নিষ্ঠা নিত্যকাল রক্ষা করিতে হইবে। ভক্তির অনুশীলন অবিরাম হইবে, বিরামলাভ করিলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

"হে পদ্মলোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা (ভক্তির অনুশীলন ছাড়িয়া) নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে, আপনার প্রতি ভক্তি অস্তমিত হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়-স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়।" অতএব বৈকুণ্ঠ-শব্দ নিত্য গ্রহণীয়। মুক্ত পুরুষগণও নিত্য শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন। স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভুও নিত্য রাম-নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি দর্শন করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় হয়। তদনুসারে আমরা ফলাধ্যায়েও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারি। **"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"** সূত্র লইয়া ফলাধ্যায়ের প্রবৃত্তি এবং **"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"** সূত্র লইয়া ফলাধ্যায়ের নিবৃত্তি অর্থাৎ যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার। প্রবৃত্তি বা উপক্রম-সূত্রে 'আবৃত্তি' শব্দ এবং নিবৃত্তি বা উপসংহার-সূত্রে 'অনাবৃত্তি' শব্দের প্রয়োগ আছে অর্থাৎ যিনি অভিধেয় পরাবিদ্যার অসকৃৎ আবৃত্তি করিবেন, তাঁহারই অনাবৃত্তি সম্ভব, অপরের নহে। আবৃত্তি সকৃৎ বা স্তব্ধ হইলে জগতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইবে, **অনাবৃত্তি** বা **অনর্থ-নিবৃত্তি** সম্ভব হইবে না। তাই নিবৃত্তি বা উপসংহার সূত্র অনাবৃত্তির কথা বলিয়াও আপনার উপদেশকে অসকৃৎ আবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এইরূপ একাধিকবার বলিয়াছেন। শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি, শব্দ কীর্ত্তনের আবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে অনাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। তখন অধঃপতন হয়।

—গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও ভক্তিযোগীর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

সাধু-শাস্ত্র ও মহাজন-মুখে সাধারণ ধর্ম্মজীবন-যাপন বিষয়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা শ্রুত হওয়া যায়। বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের উপযোগিতা সমাজ-শৃঙ্খলতার জন্য শাস্ত্রে প্রচুরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ণী এবং আশ্রমীগণ স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন সে-বিষয়ে শাস্ত্রে উপযুক্ত বিধি ও নিষেধাদিও প্রচুরভাবে উল্লিখিত আছে। স্বতন্ত্র বা উচ্ছৃঙ্খলমার্গে বিচরণশীল মানব জীবিতাবস্থায় বা জীবিতোত্তরকালে আদৌ সুখভাগী হইতে পারেন না। যে সুখ বা শান্তি মানবমাত্রেরই কামনার বিষয়, তাহা লাভ করিতে হইলে মানবমাত্রকেই বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভূত বিধিসমূহের সুষ্ঠু পালন-বিষয়ে অনবধানযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৎকর্ম্মের বা ধর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদনফলে ঐহিক বা পারত্রিক সুখলাভের সুযোগ ঘটে। সৎকর্ম্মী সদ্ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে শাস্ত্রের বহু কঠোর বিধির সম্মুখীন হইতে হয়। সেই বিধির কঠোরতার আবাহন ও অতিক্রমণের দ্বারা কর্ম্মী যে ফল লাভ করেন, পরিশেষে সেই ফলের অনিত্যতা, ক্ষণভঙ্গুরতা, সসীমতা এবং পরিণামে দুঃখময়তা লক্ষ্য করিয়া তাহাতে বিতস্পৃহ হইলে পরিশেষে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অনিত্য মোহবন্ধন ছিন্ন করিতে স্পৃহাবিশিষ্ট হন। এই অবস্থায় তাহার কর্ম্মস্পৃহা ত্যাগের বা কর্ম্মসন্ন্যাসের যোগ্যতা লাভ হয়।

'সন্ন্যাস'-শব্দের অর্থ—ত্যাগ বা বিরাগ। অনিত্য কর্ম্মফলের মোহ ছিন্ন হইলে মানব কর্ম্ম-সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বা কর্ম্মস্পৃহা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। পরতত্ত্বের সহিত যে-কোনপ্রকারে সংশ্লিষ্ট হইবার নামই শাস্ত্রে 'যোগ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। যতপ্রকার যোগী আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি-যোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবানের ভজনা করেন, তিনি যোগিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ-মানবদিগের মধ্যে কেবল সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না ; নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইহাঁরাই শাস্ত্রে 'যোগী' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। যোগ অর্থাৎ একটী সোপানময় মার্গ-বিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব পরতত্ত্ব-পথারূঢ় হন। নিষ্কাম 'কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম ; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর-চিন্তারূপ

ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গযোগ' রূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্তা হইলে 'ভক্তিযোগ' রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়— ভক্তি-যোগীর অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য এবং তদন্তর্ভুক্ত বৈরাগ্য।

আশ্রম-বিচারে সন্ন্যাসাশ্রমই আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বোন্নত-স্তরে অবস্থিত। এই আশ্রম শ্রীভগবানের শিরঃদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে,—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।১৪)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—মদীয় জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষোদেশ হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে।

ভোগ-ধর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত লোকসমূহে বীতরাগ উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানে শরণাপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশে অখিল প্রবৃত্তি নিযুক্ত করিয়া পার্থিব বাসনারহিত হইয়া ভগবৎসেবানুকূলে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস সম্ভব হয়।—

যদা কর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৮।১২)

যদি কর্ম্মফলজনিত পরিণাম-দুঃখকর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকে সম্যগ্ ভাবে কাহারও বিরাগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি অগ্নি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

জড়বিষয়-নির্ম্মুক্ত হইয়া যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচপ্রকার সেবন-ভাবযুক্ত, তিনিই প্রকৃত ভক্তিযোগী বা বৈষ্ণব এবং তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। তিনি একমাত্র নিঃশ্রেয়স বা মঙ্গলরূপ ভগবান্ ও ভক্ত-সেবাতেই তৎপর হইবেন। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদবাদী অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়-চেষ্টাগুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদ-চিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার প্রকৃত সংযম বা স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে প্রকৃত বিবিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেবন-বৃত্তিদ্বারাই সেব্যের প্রতি মনঃসংযোগফলে বিষয়-নির্ম্মুক্তি বা বিবিক্তভাব সম্ভব হয়, তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। পদ্মপুরাণে ত্রিবিধ সন্ন্যাসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে,—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ (পঃ পুঃ স্বর্গখণ্ড)

সন্ন্যাসী ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বেদ-সন্ন্যাসী এবং কেহ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধীর বা বিবিৎসা-সন্ন্যাস এবং নরোত্তম বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের বিষয় কথিত হইয়াছে,—

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥ (ভাঃ ১।১৩।২৬)
যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১।১৩।২৭)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তিরহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত।

যে আত্মজ্ঞ-ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশবশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই 'নরোত্তম' বলিয়া কথিত।

এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে পরবর্ত্তী প্রকার অর্থাৎ নরোত্তম সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ; তিনি ভক্তিযোগী বলিয়া কথিত। শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে আত্মসুখভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কায়-মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীভগবৎসুখবিধানে তৎপরতাকেই ভক্তিযোগীর কৃত্য বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে এবং ইহাকেই শাস্ত্রে প্রকৃত সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত অবন্তীনগরের ভিক্ষু-গীতিতেও আমরা এইপ্রকার উক্তিরই ঝঙ্কার শুনিতে পাই,—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥
(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

অবন্তিনগরের ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অতএব আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্ম-জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব; অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া অজ্ঞানতম বা মৃত্যুর হাত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তিতেও আমরা ত্রিদণ্ডীর প্রশংসা এবং নিজকেও ত্রিদণ্ডী অভিমানপূর্ব্বক তৎকর্ত্তব্যের উল্লেখ দেখিতে পাই,—

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিসেবন করি' নিভৃতে বসিয়া॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৩।৭-৯)

বেদান্ত-পঠন ও ধ্যানই অদ্বৈতপন্থী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের কৃত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর মায়াবাদি-সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের প্রতি দৈন্যোক্তির মধ্যে আমরা সন্ন্যাসীর প্রকৃত কৃত্য সম্বন্ধে অবগত হইতে পারি।—

প্রভু কহে, শুন শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা,—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব॥
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

* * *

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥ (চৈঃ চঃ ৭ম অঃ)

নামাশ্রয়া ভক্তিই কলিকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্যরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্বত-শাস্ত্রে বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তিত। এই নামাশ্রয়া ভক্তিদ্বারা বা শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণপ্রেমা অনায়াসলভ্য হইয়া থাকে।

ভক্তিযোগী পার্থিব বিলাস-বিচিত্রতার হেয়তা অবগত হইয়া সমস্তকে পারমার্থিক বিচারে নিযুক্ত করিয়া নিত্যানিত্যের ভোগপর অবরতা, ভোগ-ত্যাগপর অবরতা এবং সম্বন্ধযুক্ত ভগবৎপ্রীতিপর বা সেবাপর বরতার অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদৈহিক জড়ীয় অভিমান-নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর স্পৃহনীয় ইহামুত্র-ফলের প্রতি স্পৃহাশূন্য বা নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া বৈরাগ্যের সিদ্ধি করিয়া থাকেন। অনুরাগেই বৈরাগ্যের পর্য্যাবসান। তাই পরমমুক্তের লোভনীয় অভিমানের অনুসরণে তিনি গোপীভাবাশ্রয়ে ইষ্টসুখ-তাৎপর্য্যে অভিনিবিষ্ট হন। ব্রজনব-যুগলের প্রেমময়ী সার্ব্বকালিকী সেবামৃত-সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জনই ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য-সিদ্ধির অভিলষনীয় ফল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই ডক্টরেট্‌রূপ উচ্চ উপাধি লাভ করত কতিপয় ব্যক্তি যেভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব এবং চরিত-বর্ণনা করিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া সুধী ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত ও হতবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৩৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যার ৪৫ এবং ৪৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এবম্প্রকার প্রবন্ধ সাধারণ ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের ধর্ম্মানুরাগে কঠোর আঘাত হানিতেছে। তজ্জন্য এরূপ ডক্টরেট্ বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অধর্ম্মপ্রভব কলিকাল বলিয়াই এইপ্রকার চিন্তাস্রোত প্রকাশ পাইতেছে ও মনুষ্যজাতি ক্রমশঃ নাস্তিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

মহাবিদ্বান্ ডক্টরেটজী লিখিয়াছেন—"Gitgobinda" composed by Joydeva does not contain any religious ideal at all ; musics and dance in high standard only are the subject matter of this book. ......Young Madhava enjoyed sexual affairs with a girl Radha,

who was then undeveloped for sexual pleasure, and how step by step the girl's sexual desire reached to the maximum maturity. ডক্টরেটজীর পাণ্ডিত্যে শ্রীজয়দেব-রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিতে ধর্ম্মের কোন আদর্শ আদৌ নাই ; উচ্চাঙ্গের নাচগানই ইহার বিষয়বস্তু। নবীন মাধব কিভাবে অপরিপুষ্ট কামেন্দ্রিয়া কুমারী রাধাকে ধাপে ধাপে কামের সর্ব্বোচ্চ পরিপক্কতায় উন্নীত করত তাহাকে উপভোগ করিয়াছেন তাহাই বিদ্যাপতির গীততাৎপর্য্য। তাহাতেও ধর্ম্মের কোন আদর্শ আদৌ নাই।

ডক্টরেটজী তাঁহার লেখনীতে কামেন্দ্রিয় তর্পনাভিজ্ঞতার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা সত্যই তারিফ করিবার যোগ্য। তাঁহাকে প্রদত্ত ডক্টরেট্ উপাধি এজন্য সত্যই উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি কামবিদ্যায় ডক্টরেট্ পাইবার একান্ত অধিকারী। তাঁহাকে শত ধন্যবাদ। কিন্তু শাস্ত্রমতে তাঁহার এই বিচার আত্মবিনাশকারী মূঢ়তামাত্র। যথা—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ রাসাদিক আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তা প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

শ্রীমতী রাধাপ্রমুখ ব্রজবধূগণ ও শ্রীকৃষ্ণের যে রাসাদি-বিলাস তাহা অনুশীলন করিবার বিশেষ অধিকার কাহার তাহা বিচার করা আবশ্যক। সমুদ্রোত্থ যে হলাহল হরের কণ্ঠশোভা বিস্তার করিয়াছে তাহা যদি হর ব্যতীত কোন প্রাণী ভক্ষণ করে তবে সেই মূঢ় জীব অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তদ্রূপ চিল্লীলা-মিথুনের যে রতিবিলাস তাহা মায়িক কামক্রিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ মায়িক নহে। তাহা সচ্চিদানন্দ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত। সচ্চিদানন্দ শরীরের যাবতীয় ব্যাপার এবং প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক শরীরের যে ক্রিয়া তাহাকে একপ্রকার বলিয়া বিচার করা অত্যন্ত মূর্খতা ও আত্মনাশক। বদ্ধজীব তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা এই সচ্চিদানন্দ তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না বা তাহাকে মোটেই বুঝিতে পারে না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাকে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে গেলে সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুকে প্রাকৃত বা পাঞ্চভৌতিক বলিয়া তাহার বিচার অবশ্যম্ভাবী। ডক্টরেট্ বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহা কখনই গ্রাহ্য নহে। তাহা বুঝিতে হইলে প্রাকৃত বিদ্যার অভিমান

জলাঞ্জলি দিয়া তত্ত্বদর্শী বিশুদ্ধ আত্মবিদ্ ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুপদাশ্রয় একান্ত ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে বিলাস তাহাতে ব্রহ্মা ও শিবাদি প্রাকৃত কামজয়ী দেবতা-বৃন্দেরও অধিকার নাই। সর্ব্বেন্দ্রিয়জয়ী চতুঃসন ও নারদাদি পরমমুক্ত পুরুষগণ স্ত্রীসঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ও গর্হন করিয়াও শ্রীব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিবিলাসকে কেন পূজা করিয়া ধন্যাতিধন্যজ্ঞান করিতেছেন তাহা কি ডক্টরেট্বাবু বিচার করিবেন? ইহা যদি প্রাকৃত কামক্রিয়া হইত তবে তাহা কখনই তাহাদের লোভনীয় ও পূজ্য হইত না। নরকের কীট ব্যতীত অন্য কে আছে যাহারা পরমমুক্ত মহাভাগবতোত্তম অপ্রাকৃত কবি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস প্রভৃতি মহৎগণের চরিত্রহনন করিবার অপরাধ সঞ্চয় করিতে সাহসী হয়। এইপ্রকার প্রলাপ উক্তি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রহননের অধিকার ডক্টরেটকে কি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করিয়াছে? যে-স্থান হইতে এরূপ অপরাধময় বিদ্যা বিস্তৃত হইতে পারে ভক্তগণ তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সেই রূপার্হ স্মরণযোগ্য—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥" (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

লাক্সারী বাসযোগে

শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা

২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর, ১৯৮৬

সত্বর যোগাযোগ করুন

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৮৮তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিবাসর স্মরণোৎসবে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শরৎ-সুতরূপে।
আবির্ভূত হৈলা যিনি একদা এ-ভবে॥
তিনি মোর প্রভুবর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
তাঁহার চরণ আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

কৈশোর বয়সে যিনি ত্যজি' পিত্রালয়।
প্রভুপাদ-পদতলে লভিলা আশ্রয়॥
যাঁ'র গুরু-সেবাদর্শে প্রীত জগজন।
তাঁ'র পূত পাদপদ্ম বন্দি অনুক্ষণ॥

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর যাঁ'রে প্রথম সাক্ষাতে।
কহে,—'তুমি শ্রেষ্ঠ ন্যাসী হবে এ-জগতে॥'
হেন কৃপা লভিলেন যেই মহাজন।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

যাঁ'র সেবায় প্রভুপাদ হৈয়া হৃষ্টমন।
দুর্ল্লভ "নৃসিংহ মন্ত্র" করিলা প্রদান॥
যিনি প্রভুপাদের হেন কৃপাপ্রাপ্ত জন।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

প্রভুপাদের পোষাক করি' পরিধান।
একদা রক্ষিলা যিনি প্রভুপাদ-প্রাণ॥
ভক্ত কুরেশ সম যাঁহার আচরণ।
হেন গুরু-পাদপদ্ম বন্দি অনুক্ষণ॥

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ গড়িবারে।
যাঁহার কৃতিত্ব ছিল সবার উপরে॥
ভক্তগণে স্মরে যাঁ'র হেন মহাদান।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

একদা যাঁ'র বৈদান্তিক বিচার শ্রবণে।
শ্রীল প্রভুপাদ বড় তুষ্ট হৈয়া মনে॥
বেদান্ত গ্রন্থাদি যাঁ'রে করিলা অর্পণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম মোরা বন্দি অনুক্ষণ॥

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রে "কৃতিরত্ন" খ্যাতি।
প্রদানিলা যাঁ'রে, "শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী"॥
সেই পত্রে যাঁ'র গুণ হইল কীর্ত্তন।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

দিল্লী মঠের সেবকেরা লেখে গুরু-স্থানে।
বিনোদবাবু বৈষ্ণবতা-গুণ নাহি জানে॥
গুরু জানায়—বিনোদেই বৈষ্ণবের গুণ।
সেই বিনোদ-পাদপদ্ম বন্দি অনুক্ষণ।

গৌরকিশোর-সমাধির স্থান নির্ণিতে।
অবশেষে মামলা রুজু হ'ল আদালতে॥
যাঁহার যুক্তিতে জয় হইল তখন।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

আইন বিষয়ে যাঁ'র দক্ষতা দর্শনে।
প্রভুপাদ বড় খুশী হৈয়া মনে মনে॥
মিশনের দায়িত্ব যাঁ'রে করিলা অর্পণ।
সেই প্রভুর পাদপদ্ম বন্দি অনুক্ষণ॥

'উপদেশক'-উপনামে যিনি বিভূষিত।
বিশ্ববৈষ্ণব-সভায় যিনি প্রশংসিত॥

বেদান্তের ভক্তি-ব্যাখ্যায় যিনি সুনিপুণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

যোগপীঠ মন্দিরের নির্ম্মাণ সময়ে।
মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হয়ে॥
দলিলপত্রে যিনি তথ্য করিলা সন্ধান।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

"মায়াবাদের জীবনী"—প্রবন্ধ লিখিয়া।
তৃপ্ত করিলেন যিনি প্রভুপাদ-হিয়া॥
মায়াবাদ-মত যিনি করেন খণ্ডন।
হেন প্রভুর শ্রীচরণ বন্দি অনুক্ষণ॥

প্রভুপাদের অপ্রকটে তাঁ'র পূত দেহ।
শ্মশানেতে দাহ লাগি' কহে কেহ কেহ॥
যিনি তীব্র প্রতিবাদ করে সেইক্ষণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

যাঁহার উৎসাহে প্রভুপাদ-কলেবর।
সমাধিস্থ হয় 'চৈতন্য মঠের' ভিতর॥
হেন প্রভুপাদ-ভক্ত আছে কোন্ জন?
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

স্মার্ত্তমতে প্রভুপাদের শ্রাদ্ধ করিবারে।
কেহ কেহ মিলি' যবে আলোচনা করে॥
তাঁহাদেরে যিনি কহে নিষ্ঠুর বচন।
সেই প্রভুর পাদপদ্ম বন্দি অনুক্ষণ॥

প্রভুপাদ যাঁ'রে স্বপ্নে দিয়া দরশন।
কহে,—'ন্যাসী বেশে কর ধর্ম্ম প্রচারণ॥'
গুরু-আজ্ঞায় যিনি কৈলা সন্ন্যাস গ্রহণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

'বেদান্ত সমিতি' যিনি করিয়া স্থাপন।
স্বয়ং আচার্য্য পদে হইয়া সমাসীন॥
প্রভুপাদ মনোঽভীষ্ট করিলা পূরণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

'বেদান্তের প্রতিপাদ্য গৌরপ্রেম ধর্ম্ম।'
হেন তত্ত্ব ছিল যাঁ'র বক্তৃতার মর্ম্ম॥
যিনি 'ব্রহ্মসূত্রের' রাখে 'ভক্তিসূত্র' নাম।
সেই গুরুর শ্রীচরণ বন্দি অনুক্ষণ॥

বেদান্তের নামপর ভাষ্য নিরূপণে,—।
যাঁ'র পাণ্ডিত্যের যশ গাহে গুণীজনে॥
যাঁ'র গুণ-ভক্তগণে করেন কীর্ত্তন।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

হিন্দু সন্ন্যাসীদের করিতে নিয়ন্ত্রণ।
লোকসভায় একবিল উঠিল যখন॥
সেইকালে যিনি আপত্তি করেন প্রেরণ।
সেই প্রভুর শ্রীচরণ বন্দি অনুক্ষণ॥

দেশে দেশে যিনি মঠ করিয়া স্থাপন।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি কৈলা সংরক্ষণ॥
ভক্তি সদাচার যিনি কৈলা প্রচারণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

রাধা-চিন্তারত কৃষ্ণ রাধা-বর্ণ পেয়ে।
যাঁ'র মঠে, রাজে রাধা-আলিঙ্গিত হয়ে॥
রাধার সখী বলি' যাঁ'রে জানে ভক্তগণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

জাতিসূচক অভিমানে কেহ শ্রেষ্ঠ নয়।
বৈষ্ণবই চারিবর্ণের গুরু-যোগ্য হয়॥

যিনি হেন তত্ত্বকথা করেন ব্যাখ্যান।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

যিনি মোর হিতকারী পরম বান্ধব।
যিনি মোর গতিদাতা, যিনি মোর সব॥
যিনি বাগ্মী, দিব্যদর্শী, প্রচারে নিপুণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম আজি বন্দি অনুক্ষণ॥

যাঁহার মহিমাগুণ করিলে কীর্ত্তন।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের হয় যে স্মরণ॥
যাঁ'র কৃপায় হবে মোর অভীষ্ট পূরণ।
তাঁ'র পাদপদ্ম সদা বন্দি অনুক্ষণ॥

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
জয় বাঞ্ছাকল্পতরু, করুণানিদান॥
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি আজি দিয়া তব পায়।
প্রাণের প্রণতি মোর জানাই তোমায়॥

শ্রীগুরু কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীগুরু-পূজা বাসর
৩ গোবিন্দ, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ

সেবকাধম— **শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**
গ্রাম—বড় বহরকুলি
(বর্দ্ধমান্)

কলিকাতা, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায়

শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ

কলিযুগ পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পঞ্চশততম-বর্ষ (?) আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তথা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে ধর্ম্মজাগরণের এক বৈপ্লবিক আলোড়ন উদ্বেলিত হয়। তাঁহার এই শুভাবির্ভাবতিথির স্মরণে বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মসভার

অধিবেশন করেন। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বহু ধর্ম্মসভায় শুভবিজয় করত 'সনাতন হিন্দুধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদমুখে শাস্ত্রীয় যুক্তি-তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

বেলঘরিয়া দেশপ্রিয়নগর শ্রীহরিসভায়

বিগত ৭ই ফাল্গুন ১৩৯২ (ইং ১৯/২/৮৬) বুধবার কলিকাতা মহানগরীর বেলঘরিয়া দেশপ্রিয়নগর শ্রীহরিসভায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথি ও অন্যান্য বক্তাগণের বক্তৃতার পর তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম' ও 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বেলেঘাটা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিলন পরিষদে

৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিলন পরিষদ পরিচালিত নামযজ্ঞ মহোৎসবে সদলবলে উপস্থিত হইয়া পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের আবরণ উন্মোচন করেন। তদনন্তর প্রধান অতিথি ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ নারায়ণ মহারাজের (সভাপতি শ্রীচৈতন্য ইনষ্টিটিউট্) বক্তৃতান্তে 'সনাতন ধর্ম্ম ও মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য'— সনাতন ধর্ম্মেরই নামান্তর যে বৈষ্ণবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম, তাহা দার্শনিক ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সমন্বিত সুদীর্ঘ ভাষণদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের অশেষ পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

বড়িষা, শীলপাড়া ভজন আশ্রমে

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবতিথি উপলক্ষে কলিকাতা শীলপাড়াস্থ 'ভজন আশ্রমে' সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ, মঙ্গলবার প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরীর বক্তৃতার পর সভাপতির ভাষণে 'কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু'—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা, তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ ও তদীয় অবদান সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তানন্দদায়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে ডঃ রমা চৌধুরী ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

হুগলী, চুঁচুড়া শাখা শ্রীগুরু সংঘে

২১শে চৈত্র, ৪ঠা এপ্রিল, শুক্রবার শ্রীগুরু সংঘ-কর্তৃক আয়োজিত বিরাট ধর্ম্মসভায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের স্বামী তারকেশ্বরানন্দ মহারাজ, হুগলী জেলা-প্রধান বিচারক শ্রীসত্যনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগের উপ-অধিকর্ত্তা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতির বক্তৃতার বিচারমূলে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ তাঁহার গম্ভীর বৈষ্ণবীয় বিচার স্থাপন করত সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন।

মেদিনীপুর জেলার ময়না থানান্তর্গত বলাইপণ্ডায়

তত্রস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শুভ পঞ্চশততম আবির্ভাব উৎসব কমিটি পরিচালিত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসভার উদ্বোধন করেন খড়গপুর সুভাষপল্লীস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ। ২৩শে চৈত্র, ৬ই এপ্রিল, রবিবার হইতে ২৫শে চৈত্র মঙ্গলবার দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্য প্রদান করেন।

২৪শে চৈত্র সোমবার শ্রীল গুরু-মহারাজ সদলবলে বলাইপণ্ডায় শুভবিজয় করিলে স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় ভক্তগণ পুষ্পমাল্যদ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করেন এবং শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যসহযোগে বৈষ্ণবোচিত পূজামূলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

২৪শে চৈত্র ও ২৫শে চৈত্র যথাক্রমে 'সনাতন ধর্ম্ম ও বিশ্বমৈত্রী' এবং 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই ধর্ম্ম-সভায় প্রায় ১৫-১৮ হাজার শ্রোতার বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল।

২৪ পরগণার বাগান আটঘরায়

২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল বুধবার এবং ২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাগান আটঘরায় ভক্তপ্রবর শ্রীমনোরঞ্জন মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তাধীনতা ও ১১শ স্কন্ধের 'নিমি নবযোগেন্দ্র সংবাদ' পাঠ ও সারগ্রাহী দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্যানিং শ্রীহরিসভা মন্দির প্রাঙ্গণে

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একান্ত অনুগত ভক্ত শ্রীযুত তরুণকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে ক্যানিং শহরের নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীহরিসভা প্রাঙ্গণে দুই দিবস ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ২৮শে চৈত্র শুক্রবার ও ২৯শে চৈত্র শনিবার দিবসদ্বয় 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তদানীন্তন সমাজ' এবং 'মনুষ্যজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও অবতারবাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। —"শাস্ত্রীয় ভগবল্লক্ষণে যিনি চিহ্নিত ও প্রমাণিত তিনি বস্তুতঃ ভগবান্ বা ভগবদবতার। জীবকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করা শুধু মূর্খামী নয়—ভীষণ অপরাধও বটে। শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা তিনি প্রমাণিত করেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তদভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। ধর্ম্মীয় জীবনযাপন ব্যতীত কেহই যথার্থ মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না।"

তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীসমিতির অন্যতম চলচিত্র প্রদর্শক পূজ্যপাদ শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রসমূহ প্রদর্শন করান। পরিশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী তাহার সুললিত কণ্ঠে রামায়ণের 'মহারাজ হরিশ্চন্দ্র' পালা গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

ক্যানিং-এর অনতিদূরে টেংরাখালি গ্রামে

৩০শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, রবিবার সুন্দরবন পাঠানখালি কলেজের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র হালদার ও তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে টেংরাখালি গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরু-মহারাজ 'বর্তমান সমাজ ও অবতারবাদ' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণান্তে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে পর তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ অকাট্য উত্তর প্রদান করায় শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিশেষে পূজ্যপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারীকর্ত্তৃক চলচিত্রযোগে ভারতের তীর্থক্ষেত্রসমূহ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বলাবাহুল্য, প্রত্যহ সভার প্রারম্ভে ও অন্তে পূজ্যপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী সুললিতকণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

গুণ্ডিচা-হৃদয়-মার্জ্জনী

হৃদয় মন্দিরে হে হৃদয়নাথ তব তরে আসন পেতেছি।
বড় আশা বুকে তোমারে বসাব, তাই নাথ আবেশে মেতেছি॥
তোমার রাতুল চরণ-যুগল ধুয়ে মুছে সদাই পূজিব।
প্রাণের আবেগে মানসে সেবিয়া সেবা সুখে তোমায় মজিব॥
শ্রীচরণপদ্মে ভক্তি-পুষ্প দিব, কত শোভা তখন হইবে।
সাধ পূরাইয়া নীরাজিব তাহে, প্রীতি-সেবা আমার লইবে॥
মন্দির প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা নির্ম্মল, পূত ধৌত রাখিয়া চলিব।
অন্য অভিলাষ ক্লেদ দূরে ফেলি' শ্রদ্ধাবারি যোগে পাখলিব॥
মন্দির দুয়ারে প্রহরী রাখিব সাধুসঙ্গ, প্রতীপে তাড়িবে।
পঞ্চ উপাসনা যতনে ত্যজিব ভক্তিবৃত্তিটী বাড়িবে॥
মন্দির গম্ভীর মার্জ্জিত রাখিব, যত ময়লা দূরে চালাইব।
কর্ম্ম-জ্ঞান মল সদা পরিহরি সু-ভজন কর বুলাইব॥
আসন হইতে ঝাড়ি কুটী-নাটী, পরিপাটী তাহারে করিব।
ভুক্তি-মুক্তি ধূলা বাড়িতে না দিব, সদা নিষ্ঠা মার্জ্জনী ধরিব॥
রুচির প্রদীপ জ্বলিতে থাকিবে অবিদ্যা অন্ধকার ভাসিবে।
আসক্তি ধূপেতে সুগন্ধ ছড়াবে, আলস্য দূর্গন্ধি প্রণাশিবে॥
ভাবের নৈবেদ্য অর্পিবে তখন, আর কিছু ভাল না লাগিবে।
প্রেমানন্দে পূর্ণ মন্দির আমার তোমা পাদপূজায় থাকিবে॥
তোমারে সেবিলে রাধা-কৃষ্ণ সেবা অধিকার তবে ত' পাইব।
হে গুরো আমারে তোমা' করি লহ, তোমা' ধামে বা কবে যাইব॥

—শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

পূর্ব্ব-প্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুযায়ী বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে গত ৭ই চৈত্র, ১৩৯২ (ইং ২১।৩।৮৬) শুক্রবার হইতে ১৩ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।৮৬) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীগৌরমণ্ডলের অন্তর্গত নবধাভক্তির পীঠভূমি শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা এবং শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার শ্রীমঠের শুভপ্রবেশদ্বার তথা শ্রীমন্দির পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্পমাল্য, বিচিত্র বর্ণের পতাকা ও বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে মঠের অভ্যন্তরে শ্রীগৌরলীলাসমূহের প্রদর্শনী যাত্রিগণের বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ন্যূনাধিক ষোড়শ সহস্র ভক্তবৃন্দ এই শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সমবেত হন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন-মাধ্যমে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর সন্ধ্যারতি এবং মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্য-মন্দিরে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, মদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডি-পাদগণ শ্রীনবদ্বীপধামই যে অভিন্ন ব্রজধাম—তাহার শাস্ত্রীয় যুক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং শ্রীধাম পরিক্রমার স্বরূপ, তাহার আবশ্যকতা ও তন্মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী জীউ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের জয়ধ্বনি দিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করত সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৭ই চৈত্র শুক্রবার হইতে ১১ই চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী যথাক্রমে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য), শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য), শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য), শ্রীজহ্নু দ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাসাখ্য), শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য), শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) ও

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থানসমূহ ও তত্তৎ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক পরিক্রমা সমাপন করেন। উক্ত পরিক্রমাগুলি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং সমিতির অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায় সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরিক্রমান্তে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠের হরিকীর্ত্তন সদনে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়া থাকে। উক্ত সভায় শ্রীসমিতির সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, খড়গপুরস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ হরিকথা পরিবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দ তথা সুধীসজ্জনগণের পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করেন।

১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ, বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে সারাদিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেকান্তে ত্রিদণ্ডিপাদগণ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা ও তদীয় শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে চলচিত্রযোগে ভারতের তীর্থস্থানসমূহ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত শুদ্ধভক্তি যাজনকারী হরিভজনোৎসুক ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের মনুষ্যজীবন সার্থক করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন।

১৩ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।৮৬) বৃহস্পতিবার প্রাতঃ হইতে বৈকাল ৫টা এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ষোড়শ সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক আগন্তুককেও প্রতিদিন এবং সাধারণ মহোৎসবের দিন অগণিত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়। এই উৎসব আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বলাবাহুল্য কেন্দ্রীয় সূচনা ও প্রসারণ বিভাগ কর্ত্তৃক শ্রীসমিতির পরিক্রমার বিবরণ ও শোভাযাত্রার চিত্র এবং ধাম-মাহাত্ম্য বক্তৃতা বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৮শ বর্ষ } ২১ মধুসূদন, কারণোদশায়ী, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৩ ; ১৫।৫।১৯৮৬ } ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং শ্রীচতুঃসনকৃতম্

শ্রীশ্রীযজ্ঞ-বরাহদেব-স্তোত্রম্

[বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে চতুর্থোঽধ্যায়ে ৩১শ-৪৪শ শ্লোকে বর্ণিতম্]

জয়েশ্বরাণাং পরমেশ কেশব, প্রভো গদা-শঙ্খধরাসি-চক্রধৃক্ ।
প্রসূতি-নাশ-স্থিতিহেতুরীশ্বর-স্তমেব নান্যৎ পরমঞ্চ যৎ পরম্ ॥ ১ ॥

[পৃথ্বীকে ধারণপূর্ব্বক উত্তিষ্ঠমান জলার্দ্রকুক্ষি কম্পিতকায় মহাবরাহের রোমাচ্ছাদিত হইয়া তাঁহার বেদময় শরীর আশ্রয় করিয়া আনন্দপূর্ণান্তঃকরণ সনন্দাদি যোগিগণ নতিনম্র-কন্ধরে সেই উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন,—]

হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর ! গদা-শঙ্খ-অসি-চক্রধারিন্ ! প্রভো ! কেশব ! তোমার জয় হউক। তুমিই সৃষ্টি, নাশ এবং স্থিতির হেতু ঈশ্বর ; পরমপদও তোমা ভিন্ন অন্য নহে ॥ ১ ॥

পাদেষু বেদাস্তব যূপদংষ্ট্র, দন্তেষু যজ্ঞাশ্চিতয়শ্চ বক্ত্রে।
হুতাশজিহ্বোঽসি তনূরুহাণি, দর্ভাঃ প্রভো যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব ॥ ২ ॥

হে যূপদংষ্ট্র ! হে প্রভো ! তুমি যজ্ঞপুরুষ ; তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেদ, দন্তে যজ্ঞ ও বক্ত্রে চিতি (অগ্নিস্থান) ; তোমার জিহ্বা হুতাশন এবং লোমসকল দর্ভ (কুশ) ॥ ২ ॥

বিলোচনে রাত্র্যহনী মহাত্মন্, সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্মপদং শিরস্তে।
সূক্তান্যশেষানি শটাকলাপো, ঘ্রাণং সমস্তানি হবীংষি দেব ॥ ৩ ॥

হে মহাত্মন্ ! তোমার চক্ষুর্দ্বয়—রাত্রি-দিবা, মস্তক—সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, শটা-কলাপ অর্থাৎ স্কন্ধকেশররাজি—পুরুষসূক্ত প্রভৃতি এবং ঘ্রাণ—সমস্ত হবিঃ ॥ ৩ ॥

স্রুক্তুণ্ড সামস্বর-ধীরনাদ, প্রাগ্বংশকায়াখিল-সত্রসন্ধে।
পূর্ত্তেষ্টধর্ম্ম-শ্রবণোঽসি দেব, সনাতনাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ ॥ ৪ ॥

হে স্রুক্তুণ্ড অর্থাৎ হোমের কুশীর ন্যায় তোমার ওষ্ঠ ! সামস্বর অর্থাৎ তোমার স্বর সামবেদের তুল্য ! ধীরনাদ ! প্রাগ্বংকায় অর্থাৎ তোমার শরীরের মধ্যভাগ যজ্ঞাগ্নিস্থানের অগ্রভাগতুল্য ! অখিলসত্রসন্ধে অর্থাৎ তোমার শরীর-গ্রন্থি দ্বাদশাহাদি যজ্ঞসকলের ন্যায় ! তোমার শ্রবণযুগল—ইষ্টাপূর্ত্ত-ধর্ম্ম ; হে দেব ! সনাতনাত্মন্ ভগবন্ ! প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

পদক্রম-ক্রান্তভুবং ভবন্তম্, আদিস্থিতিঞ্চাক্ষর বিশ্বমূর্ত্তে।
বিশ্বস্য বিদ্মঃ পরমেশ্বরোঽসি, প্রসীদ নাথোঽসি চরাচরস্য ॥ ৫ ॥

হে অক্ষর বিশ্বমূর্ত্তে ! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে বিশ্বের আদি ও স্থিতি বলিয়া জানি ॥ ৫ ॥

দংষ্ট্রাগ্র-বিন্যস্তমশেষমেতদ্, ভূমণ্ডলং নাথ বিভাব্যতে তে।
বিগাহতং পদ্মবনং বিলগ্নং, সরোজিনী-পত্রমিবোঢ়পঙ্কম্ ॥ ৬ ॥

হে নাথ ! তোমার দন্তাগ্র-স্থিত এই অশেষ ভূমণ্ডল—পদ্মবন-বিলোড়নকারী গজেন্দ্রের দন্ত-সংলগ্ন পঙ্কলিপ্ত সরোজিনী-পত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ৬ ॥

দ্যাবা পৃথিব্যোরতুল-প্রভাব, যদন্তরং তদ্ বপুষা তবৈব।
ব্যাপ্তং জগদ্ব্যাপ্তি-সমর্থদীপ্তে, হিতায় বিশ্বস্য বিভো ভবত্ত্বম্ ॥ ৭ ॥

হে অতুল-প্রভাব! দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত; হে জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থ-দীপ্তি বিভো! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত হও ॥ ৭ ॥

পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে।
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৮ ॥

হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নহে। এই চরাচর যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই মহিমা ॥ ৮ ॥

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্! তুমি জ্ঞানাত্মা; এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ; কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে মিথ্যা বা ভ্রান্তিময় দেখিতেছে ॥ ৯ ॥

জ্ঞান-স্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থ-স্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রামন্তে মোহসংপ্লবে ॥ ১০ ॥

(হে ভববন্ধ-নিবারক!) অবুদ্ধিগণ জ্ঞান-স্বরূপ এই অখিল জগৎকে স্থূলরূপে অবলোকন করত মোহ-সংপ্লবে অর্থাৎ সংসার-সাগরে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১০ ॥

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ ১১ ॥

হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা, তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মক রূপ বলিয়া দেখেন ॥ ১১ ॥

প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ভবায় জগতামিমাম্।
উদ্ধরোর্ব্বীমমেয়াত্মন্ শং নো দেহ্যব্জলোচন ॥ ১২ ॥

হে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব! প্রসন্ন হও; হে অমেয়াত্মন্! অব্জলোচন! জগতের নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন ॥ ১২ ॥

সত্ত্বোদ্রিক্তোঽসি ভগবন্ গোবিন্দ পৃথিবীমিমাম্।
সমুদ্ধর ভবায়েশ শং নো দেহ্যব্জলোচন ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বোদ্রিক্ত হইয়াছ, উদ্ভবের নিমিত্ত এই

পৃথিবীকে উদ্ধার কর ; হে অব্জলোচন পরমেশ্বর ! আমাদিগকে মঙ্গল দান কর ॥ ১৩ ॥

সর্গপ্রবৃত্তির্ভবতো জগতামুপকারিনী ।
ভবত্বেষা নমস্তেঽস্তু শং নো দেহ্যব্জলোচন ॥ ১৪ ॥

হে পদ্মলোচন ! তোমার সৃষ্টি-প্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক । তোমাকে নমস্কার ; তুমি আমাদিগকে সুখী কর—শান্তি দান কর ॥ ১৪ ॥

[শ্রীবরাহদেব এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া বসুন্ধরাকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্ণবে সংস্থাপন করিলেন ।]

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২১৭ পৃষ্ঠার পর]

ন্যায়ের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায়াচরণ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি ;—

১। ক্ষমা, ২। কৃতজ্ঞতা, ৩। সত্যকথন, ৪। আর্জ্জব, ৫। অস্তেয়, ৬। অপরিগ্রহ, ৭। দয়া, ৮। বৈরাগ্য, ৯। সৎশাস্ত্র-সম্মাননা, ১০। তীর্থভ্রমণ, ১১। সদ্বিচার, ১২। শিষ্টাচার, ১৩। ইজ্যা, ১৪। অধিকার-নিষ্ঠা ।

১। ক্ষমা

কেহ অপরাধ করিলে তাহার প্রতি দণ্ড দিবার বাসনা ত্যাগের নাম ক্ষমা । অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় নহে, কিন্তু ক্ষমা করা তাহা অপেক্ষা উচ্চ ন্যায় । প্রহ্লাদ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের শত্রুগণকে ক্ষমা করিয়া জগতের আদর্শস্বরূপে পূজিত হইতেছেন ।

২। কৃতজ্ঞতা

কেহ উপকার করিলে, তাহা সর্ব্বদা স্বীকার করার নাম কৃতজ্ঞতা । আর্য্যগণ এতদূর কৃতজ্ঞ যে, মাতাপিতার জীবদ্দশায় যতদূর পারেন, তাঁহাদিগকে সেবা করেন । তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে অশৌচগ্রহণরূপ কষ্ট স্বীকার, শয়নভোজনের সুখত্যাগ এবং দানভোজন

সহকারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য করেন। পুনরায় বর্ষে অন্যান্য স্যায়াচরণ বর্ষে, কালে কালে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ-তর্পণ করেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা পুণ্য কর্ম্ম। যাহা

৩। সত্যকথন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহাই বলার নাম সত্যকথন। সত্যবাক্ পুরুষেরা পুণ্যবান্ ও জগতে পূজিত হন। সরলতার নাম

৪। আর্জ্জব আর্জ্জব। মানবজীবন যত সরল হয়, ততই পুণ্যবান্ হইবে। অপরের দ্রব্য অন্যায়রূপে গ্রহণ করার নাম অস্তেয়। যতক্ষণ

৫। অস্তেয় পরিশ্রম বা ন্যায়মত দানগ্রহণ-দ্বারা কোন দ্রব্য অর্জ্জিত না হয়, ততক্ষণ সে দ্রব্যে তাহার অধিকার নাই। অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম লোকেরাই ভিক্ষার অধিকারী। যাহাদের যোগ্যতা আছে

৬। অপরিগ্রহ তাহাদের ন্যায্য পরিশ্রমদ্বারা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সেইরূপ লোকের ভিক্ষা করা পরিগ্রহ। তাহা না করার নাম অপরিগ্রহ।

সর্ব্ব জীবে দয়া করা উচিত। ঔচিত্যবোধে যে দয়া, তাহাই বৈধ দয়া। রাগতত্ত্বে যে দয়াবৃত্তি, তাহা অন্যত্র বিচারিত হইবে। কেবল মনুষ্যগণকে

৭। দয়া দয়া করিব এবং পশুগণকে নির্দ্দয়তার সহিত ব্যবহার করিব, এরূপ সিদ্ধান্ত অন্যায়। যাহার ক্লেশ হয়, যাহাতে তাহার ক্লেশ না হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা উচিত। শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি দ্বারা বিষয়রাগ দূর হয়। অন্তরিন্দ্রিয় দমনের নাম শম। বাহ্য

৮। বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি ইন্দ্রিয়ের দমনের নাম দম। কুবাসনা-কষ্ট সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা। সামান্য বিষয়পিপাসা পরিত্যাগের নাম উপরতি। বৈরাগ্য একটি পুণ্য কার্য্য। বৈরাগ্য থাকিলে প্রায় পাপ উপস্থিত হয় না। বৈধমতে বৈরাগ্যধর্ম্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়। রাগমার্গে বৈরাগ্য সহজে অবলম্বিত হইয়া পড়ে। তাহা স্থানান্তরে বিবেচিত হইবে। বৈরাগ্য অভ্যাস করা পুণ্য কর্ম্ম। চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রতপালন করিতে করিতে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। আদৌ শয়নভোজনাদি-সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণ মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাসরূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে।

সচ্ছাস্ত্রের সম্মান করা সর্ব্বলোকের কর্ত্তব্য। সদসৎ বিচারিত হইয়া লিপি-

বদ্ধ হইলে তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়। যে-সকল ব্যক্তি সুযোগ্যতা লাভ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা যোগ্য হয় নাই, অথচ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা ও পরমার্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছে, তাহারা অসৎ পরামর্শ দিয়া অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছে। যে শাস্ত্রে অযুক্ত ও নাস্তিক মত দেখা যায়, সে শাস্ত্র অসত্তর্কজনিত। তাহার সম্মান করা উচিত নহে। যেমন, এক অন্ধ অপর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়ে কূপে পতিত হয়, তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোকসকল কুমার্গ-গত এবং শোচনীয়। সচ্ছাস্ত্র বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। সেইসকল শাস্ত্র স্বয়ং আলোচনা করা ও অপর শিক্ষা দেওয়া পুণ্যকর্ম্ম। তীর্থভ্রমণ করিলে অনেক বিষয় জানা যায় ও অনেক কুসংস্কার দূর হয়।

৯। সৎশাস্ত্রের সম্মাননা

বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র সৎ

১০। তীর্থ ভ্রমণ

সদ্বিচার বা বিবেক সর্ব্বদা আলোচনীয়। জগৎ কি, আমি কে, কে বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি ও তাহা করিয়া আমার কি হইবে, —এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত নহে। পশু ও মানবের মধ্যে ভেদ এই মাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য, মানবগণ ঐ বিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল।

১১। সদ্বিচার

শিষ্টাচার পুণ্যজনক। পূর্ব্ব-সাধুলোকেরা যে-সকল আচার পালন করিয়াছেন ও পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলই শিষ্টাচার (১)। কালে কালে শিষ্টাচার পরিবর্ত্তিত হয়, যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে গোবধাদি কার্য্য শিষ্টদিগের আচরিত যজ্ঞবিশেষে পরিলক্ষিত হইত, তাহা কলিকালে রহিত হইয়াছে। সদ্বিচারদ্বারা পূর্ব্বকৃত বিধি-সকল পরীক্ষিত হইয়া শিষ্টাচাররূপে গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

১২। শিষ্টাচার

পাত্রবিচারক্রমে লোকের সম্মান করা একটী প্রধান শিষ্টাচার। ইহাকে মর্য্যাদা বলা যায়। মর্য্যাদা ভঙ্গ হইলে মহদতিক্রম-দোষ জন্মে। নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মর্য্যাদা করা কর্ত্তব্য। যথা, সামান্যতঃ সকলেই নরমাত্রকে মর্য্যাদা করিবেন। তদপেক্ষা পদপ্রাপ্ত নরগণকে

পাত্রভেদে মর্য্যাদা

---

(১) তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ভাঃ ৪।১৮।৪-৫

অধিক মর্য্যাদা করিবেন। এইরূপ ক্রমশঃ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করত ভক্তগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা করিবেন। এই বিধিক্রমে ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বদা লক্ষিত হয়;—

১। নরমাত্রের মর্য্যাদা, ২। সভ্যতার মর্য্যাদা, ইহার অন্তর্গত রাজ-মর্য্যাদা, ৩। পদমর্য্যাদা, ৪। বিদ্যামর্য্যাদা, ৫। সদ্‌গুণমর্য্যাদা, ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণমর্য্যাদা, ইহার অন্তর্গত সন্ন্যাসি-মর্য্যাদা, ইহার অন্তর্গত বৈষ্ণবমর্য্যাদা। ৬। বর্ণমর্য্যাদা, ৭। আশ্রমমর্য্যাদা, ৮। ভক্তিমর্য্যাদা।

পদমর্য্যাদা হইতে রাজার সম্মান, বিদ্যামর্য্যাদা হইতে পণ্ডিতদিগের সম্মান, বর্ণমর্য্যাদা হইতে ব্রাহ্মণসম্মান, আশ্রমমর্য্যাদা হইতে সন্ন্যাসীর সম্মান, এবং ভক্তিমর্য্যাদা হইতে যথার্থ ভক্তব্যক্তির সম্মান, এইরূপ জানিতে হইবে।

১৩। ইজ্যা।

ঈশ্বরপূজার নাম ইজ্যা। ইহা সকলের পক্ষেই পুণ্যজনক কর্ম্ম। সমস্ত বিধির মধ্যে ইজ্যাই প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। অধিকারভেদে ইজ্যার আকারভেদ আছে। সৎকর্ম্ম পুণ্য ও অসৎকর্ম্ম পাপ।

১৪। অধিকার-নিষ্ঠা কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম,

শাস্ত্রে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—এইরূপ ভেদ করিয়াছেন। পুণ্যকর্ম্মমাত্রই কর্ম্ম। যাহা না করিলে দোষ হয়, তাহা অকরণের নাম অকর্ম্ম। পাপের নাম বিকর্ম্ম। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য কর্ম্ম ত্যাজ্য। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম গ্রাহ্য ও পালনীয়। ঈশ্বরোপাসনা নিত্যকর্ম্ম। পিতৃতর্পণাদি নৈমিত্তিক (১)। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥ ভাঃ ১১।১৯।২৩

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর)

"অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি যতঃ"—এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, যা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগ্রাহ্য, আমাদের ভোগ-ভূমিকা, এর জন্মাদি যাঁর প্রকৃতিশক্তি হতে। অহঙ্কার ছেড়ে ভক্তিমান হলে জানতে পারব, সেই নিত্য বস্তুর অচিৎশক্তি মায়াদ্বারা এ-জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এখানে প্রত্যেকস্থানে গুণের **nerves** (শিরাসকল) দেখতে পাই। গুণজাত জগতের কথা বর্ণন করতে গিয়ে বলেছেন—গৌণ—**secondary eclipsed manifestation.** এটুকু অস্তিত্ব মাত্র বিচার করলে ঈশ্বর-শক্তিকে ছোট করে দেওয়া হয়। জগৎটা কারাগার—**reformatory of imperfection.** ভক্তি ভ্রান্ত বদ্ধ জীবকে বিষম সন্দেহগর্ত্তে পরীক্ষাজন্য প্রভু সাজিয়ে তোমার ভোগ্যবলে এই কারাগারে ভোগের ব্যাপারে আবদ্ধ রেখেছে। অন্য বাজে জিনিষদ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে যে নিত্যসেবকের সেবা-ব্যাপারটি, তার কথা সম্বন্ধজ্ঞানের সময় বলা হচ্ছে। শক্তিবিকার হতে জগৎ উৎপন্ন। বিশ্বের **Cosmology**—উদ্ভব কিরূপে হয়েছে ? **Abraham begets** ইত্যাদি এরকম ধরণের কথা নয়। 'অন্বয়াদিতরতঃ'। **Manifestive phase**—লীলাবিচিত্রতাপূর্ণ নিত্যজগৎ এখানে আবৃত—(**eclipsed**) হয়েছে, তাতে প্রকৃতদর্শনে বাধা (**imperfection**) এসেছে। এটা ছায়া জগৎ ; যার ছায়া, সেখানে যাওয়া দরকার। ছায়াকে বস্তুজ্ঞান করলে অবস্তুতে 'বস্তু'-ভ্রম হয়। বাস্তবজগৎ—গোলোক-বৃন্দাবন, সেখানে বিষয়—এক, আশ্রয়—বহু। তিনি সেব্য, অসংখ্য জীব সেবক। একমাত্র সেব্যের সেবা ব্যতীত সেখানে অন্য ধর্ম্ম নেই। কুকুরের সেবা করে ভাঙ্গী, ঘোড়ার সেবা করে সহিস, ঘোড়া গরুর চিকিৎসা করে **Veterinary Surgeon** হওয়া বা **altruistic enterprise** বা পরার্থিতা করে, মানুষের সেবা করতে গিয়ে ভগবদ্‌বিস্মৃতি। আবার পীত বা কৃষ্ণ চামড়া হলে পরার্থিতার অন্য রকম ব্যবস্থা, সেটা বদ্ধ অবস্থার দাস্য, নিত্য সেবা নয়। বাড়ীর মধ্যে, গ্রামের জাতিবিশেষের মধ্যে, কাল-বিশেষের মধ্যে পরার্থিতায় (**altruistic idea**) আমাদের অনেক সময় কেটে যায়। ক্ষুদ্র বস্তুর উপাসনা করতে গিয়ে তাতেই মজ্‌গুল বা নেশাখোর হয়ে যাই, তামাক-মদ্য-সুপারী প্রভৃতির চাতরে পড়তে হয়। জগতের অভাবগ্রস্ত

সব জিনিষই আমাদের আক্রমণ করে। সিংহ-ব্যাঘ্র আমাদের মাংস খেতে ব্যস্ত হয়, কামক্রোধাদি রিপুষট্‌ক বিষয় হয়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে—রূপ চোখকে টেনে নেয়, সুগীত কানকে টানছে, কেউ প্রশংসা করলে তার সেবা করতে দৌড়াই, আত্মার নিত্যবৃত্তি সেবা সে-রকমের জিনিষ নয়। তা পূর্ণের সেবা, ভোগ্য ভগ্নাংশের নয়। পূর্ণরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবা করলে জানতে পারি—পূর্ণ-জগতের ছায়া এখানে পড়েছে। ছায়ার পেছনে ছুটলে সুবিধা নেই। উহা আলেয়ার (**Phantasmagoria**) ন্যায়।

গীতা বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

মেপে নেওয়া ধর্ম্ম থেকে ছুটি পাব কখন? না, ভগবানের আরাধনা করতে শিখলে। মায়ার প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে—মেপে নেওয়া ধর্ম্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে ভগবানকে ভজন করলে দুর্ভোগ বা সুখভোগ হতে অবসর-লাভ ঘটে। জড়ভোগময় ইন্দ্রিয়জধর্ম্মে মেপে নেওয়া বিচার—যেমন জাহাজে চড়বার সময় তিন বাম, তিন হাত প্রভৃতি মাপ করা। আমরা কার কত ইঞ্চি চিত্তের উদারতা, কতটা রজঃসত্ত্ব প্রভৃতি, সর্ব্বক্ষণ মাপছি; এতে যতদিন ব্যস্ত থাকবো, ততদিন জগদ্দর্শন। যখন ভাগবত পড়ি, তখন এটাকে কেন গৌণ বলেছে, তার অনুসন্ধান করি এবং পরমেশ্বর কেন সত্য প্রভৃতি বিচার বুঝতে পারি। সত্ত্বাদি ত্রিসর্গ অসত্য, বিশ্ব পরিবর্ত্তনশীল—বিকারযোগ্য, সচ্চিদানন্দই স্থায়ী। যখন মেপে নিতে যাই, তখন বিশ্বদর্শন, ইহা ভগবানের গৌণভাবে সৃষ্ট ব্যাপার; যখন মাপ দিতে যাই, তখন তিনি যদি আকর্ষণ করেন, তবেই আকর্ষককে কৃষ্ণ জানব, তিনি ভবানীভর্ত্তামাত্র নন অর্থাৎ তিনি ভবানীরচিত জগতের নিয়ামকমাত্র নন,—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

কর্ম্মদ্বারা রচিত জগৎসকল—পাতাল হতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সবই পরিণাম-যুক্ত। চতুর্দ্দশভুবন মুক্তজীবের কোন সুবিধা দিতে পারে না। যেখানে গুণত্রয়ের সাম্যবাদ—বিরজা, সেখানেও কোনও সেব্যবস্তুপ্রাপ্তিজনিত সুবিধা পাই না, সেখানে ভোগসমাপ্তি মাত্র। নির্ব্বিশেষধাম ব্রহ্মলোকে **tabula rasa**, সেখানেও উপাস্য অধোক্ষজ উরুক্রম নেই। পরব্যোমে সেব্যবস্তু পেয়ে থাকি, সেখানে নাভি থেকে মাথা পর্য্যন্ত উত্তমাঙ্গদ্বারা পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা, নিম্নাঙ্গগুলো

নিজ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে রেখে পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর এরূপ 'অর্দ্ধকুক্কুটী জরতী' ন্যায়ের মত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারকের সেব্য মাত্র নন। যেখানে বিশ্রম্ভবিচারে বাৎসল্যমধুরাদি ভাবে সেবা নেই, সেখানে প্রবিষ্ট হতে গেলে অতি নিম্নস্তরের আংশিক হরিভক্তি গ্রহণ করা হল মাত্র।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

এসব অতি নিম্নস্তরের বিচার। শ্রীনাথ, শ্রীজানকীনাথ, শ্রীগোপীনাথের বিচার যখন ক্রমে ক্রমে জানতে পারব, 'অন্বয়াদিতরতঃ' বিচার যে পরিমাণে বুঝতে পারব, সেই পরিমাণে **positivism**—বাস্তবতা আসবে, মনের মলিনতা দূর হবে। বাস্তব সত্যের বিচার গ্রহণ করবার যোগ্যতা হলে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—দ্বাদশরসের পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সেব্যবস্তু বলে জানতে পারব। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর]

মায়াবাদ সম্বন্ধে ব্যাসোক্তি

বাদরায়ণ ঋষি বেদ-বিভাগ করিতে গিয়া 'ভেদ'-সূচক বাক্যের সর্ব্বতোমুখী বিবিধ প্রমাণ লক্ষ্য করিলেও 'অভেদে'র ইঙ্গিতও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বেদের ঐপ্রকার অভেদ-ইঙ্গিত হইতে মায়াবাদের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্যবর্গের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। অদ্বৈতভাব বেদের অসম্পূর্ণ একদেশ মাত্র। বস্তুর পূর্ণত্বের বিচার না করিয়া আংশিক বিচার করিলে তাহাকে সৎ-বিচার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু আংশিক সত্য—সত্য নহে; তাহাকে পূর্ণ-সত্যরূপে দেখাইবার চেষ্টাকে অসতী চেষ্টা বা বঞ্চনা বলা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মায়াবাদকে তাঁহার স্বরচিত পুরাণে অসৎ' ও 'অবৈদিক' বলিয়া জানাইয়াছেন।—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।"

(পদ্মপুরাণ-উঃ খঃ, ২৫ অঃ, ৭ শ্লোক)

পদ্মপুরাণের বিভিন্নস্থানে, কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে ও অন্যান্য বহু পুরাণে এই মায়াবাদের ভাবী আবির্ভাবের উক্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ-মত যে অবৈদিক-মত, তাহাও তিনি পদ্মপুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈদিক যুগে অর্থাৎ বেদে যে মায়াবাদ নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এ-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে,—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং **মায়াবাদমবৈদিকম্**।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ-কারণাৎ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে মায়াবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করত দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরল-হৃদয় জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, তাহা চিন্তা করিয়া মহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে শম্ভো! তামস-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈব-জগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশিত হয়; আসুরিক চিন্তামগ্ন জীবসকল শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন।"

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু রুদ্রকে বলিতেছেন,—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(পদ্ম পুঃ উঃ খঃ ৪২।১১০)

এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
তঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥ (বরাহ-পুরাণ)

[হে শম্ভো! তুমি কলিযুগে মনুষ্যাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত-মতে অর্থাৎ মিথ্যা-নির্ম্মিত নিজ তন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও, তাহা দ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমি এইরূপ মোহসৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে ; হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর ; হে মহাভুজ! অন্যায় ও ভগবৎ-স্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর ; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।] —(ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'জৈবধর্ম্ম', ১৮শ অধ্যায়)

বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মত

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন, পদ্মপুরাণে ঐ প্রকার উক্তিসমূহ বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক ঈর্ষামূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য-যোগী বা সমন্বয়বাদী বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার 'সাংখ্য'-ভাষ্যের ভূমিকায় পদ্মপুরাণের ঐ প্রকার উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অস্তু বা পাপিনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধার্থমাস্তিকদর্শনেষ্বপ্যংশতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-ব্যবস্থাপনম্ তেষু তেষ্বংশেষ্বপ্রামাণ্যং চ। শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধেষু তু মুখ্যবিষয়েষু প্রামাণ্যমস্ত্যেব। অতএব পদ্মপুরাণে ব্রহ্মযোগদর্শনাতিরিক্তানাং দর্শনানাং নিন্দাপ্যুপপদ্যতে। যথা তত্র পার্ব্বতীং প্রতীশ্বরবাক্যম্—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতি-গর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ন-নীল-পটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁকগর্হিতম্॥
কর্ম্মস্বরূপ-ত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্ম-পরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥

পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥

ইতি—অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি।

(সাংখ্যদর্শনম্—বিজ্ঞানভিক্ষু-বিরচিত ভাষ্য)—শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত—২য় সংস্করণ, ভূমিকা—৫-৬ পৃঃ)

সকল দর্শনের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই বিজ্ঞান-ভিক্ষুর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শঙ্করের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, বরং নিরপেক্ষভাবে তাঁহার গুণ ও দোষ উভয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তবদর্শী মহাজনগণ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়াই জানেন; সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানেন না। কাহারও কল্পিত মতের দোষ প্রদর্শন করাকেই যদি ঈর্ষামূলক ব্যবহার বলিতে হয়, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্করও তদ্দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধকে 'পাগল' আখ্যায় আখ্যাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে—**"সুগত বুদ্ধ,** অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অর্থাৎ মতিচ্ছন্নের ন্যায় প্রলাপ বকিয়াছেন"—এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদ-ত্রয়মিতরেতর-বিরুদ্ধমুপদিশত **'সুগতেন'** স্পষ্টীকৃত-মাত্মনোঽ**সম্বন্ধপ্রলাপিত্বং**।" (ব্রহ্মসূত্র—শাঙ্করভাষ্য—২।২।৩২)

সুগতের প্রতি শঙ্করের ঐ প্রকার শ্লেষ-উক্তি দেখিয়া কেহ মনে না করেন, শঙ্কর বৌদ্ধমতের বিদ্বেষকারী। সুগত-বুদ্ধের বিজ্ঞানাত্মবাদ, বাহ্যাত্মবাদ-খণ্ডনকল্পে তাঁহার যে-প্রকার চেষ্টা ও যুক্তি প্রদর্শন দেখা যায়, শূন্যবাদ নিরাসের সময় সেরূপ যত্ন পরিদৃষ্ট হয় না। শঙ্করের অন্তরে অন্তরে বুদ্ধের প্রতি ও তাহার শূন্যবাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধাই ছিল; ইহার নিদর্শন পরে প্রদর্শিত হইবে। ব্যাসোক্তিতে জানা যায়,—**আচার্য্য শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ**। বুদ্ধের বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ তিনি বেদের ছাঁচে ঢালিয়া ইহজগতে প্রচুরভাবে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণু-বুদ্ধ ও শাক্যসিংহ-বুদ্ধ এক নহেন

পুরাণের বিভিন্ন স্থানে মায়াবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াও বর্ণন দেখা যাইতেছে। এক্ষণে বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধদেবের মতবাদই বৌদ্ধ-মতবাদ। সুতরাং বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কিরূপ বিচার আছে, তাহাও পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক। শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

তিনি অন্যত্র দশাবতার-স্তোত্রের ৯ম স্তোত্রে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

এই বুদ্ধদেব যদি বিষ্ণুই হন, তবে শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। শঙ্কর-মতবাদকে যদি বৌদ্ধ-মতবাদ বলিতে হয়, তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায় তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অতএব বুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধারণা, এই প্রবন্ধে তাহা কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাও বিশুদ্ধ বিচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিতে চাহেন,—বৈষ্ণবগণের উপাস্য বুদ্ধ ও শাক্যসিংহবুদ্ধ একই। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা নহে। পরমপূজ্য আচার্য্যকুল-শিরোমণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—**"শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অভিজ্ঞানী 'জীব মাত্র'।"** সুতরাং তাঁহাকে ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করায় শাক্যসিংহ বুদ্ধের প্রতিও আচার্য্য শঙ্করের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, ইহা তাহারই পরিচয়। তাঁহাকে তিনি **"অসম্বদ্ধ প্রলাপকারী"** বলিয়া শ্লেষোক্তি করিলেও উহা লোক-বঞ্চনার জন্য 'বাহে রোবা'ভাস-প্রদর্শন মাত্র।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শঙ্কর এরূপ কথা কোথায় বলিয়াছেন, যাহা হইতে গৌতম বুদ্ধ ও আদিবুদ্ধ ভগবানকে একই বলিয়া গণ্য করিয়াছেন?

উত্তরে আমি পাঠকবর্গকে শঙ্করের শারীরক-ভাষ্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এই সম্পর্কে আমার পূর্ব্ব-প্রদর্শিত ভাষ্যধৃত-অংশে 'সুগতেন' শব্দের দ্বারা তিনি আদি-বুদ্ধকে না বুঝিয়া 'শুদ্ধোদন' ও 'মায়া'-পুত্র গৌতম-বুদ্ধকেই বুঝিয়াছেন। বুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"সর্ব্বথা অপি অনাদরণীয় অয়ং সুগত-সময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।" এই বাক্যে তিনি মায়াপুত্র বুদ্ধকেই 'সুগত বুদ্ধ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। 'সময়' শব্দে সিদ্ধান্ত বুঝায়। 'সুগত- সময়' বলিলে 'সুগত-সিদ্ধান্ত' বা 'গৌতম-সিদ্ধান্ত' বুঝায়। **আদি-বুদ্ধ বা বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের অপর নাম 'সুগত'**। এই নাম বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে। 'অমরকোষ' তাহার প্রমাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধ অমরসিংহ এই কোষগ্রন্থের রচয়িতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অমরসিংহের আবির্ভাবকাল শঙ্করা-বির্ভাবের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনুমিত হয়। তিনি দ্বিজ শবরস্বামীর শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্র। এই সম্পর্কে পণ্ডিত-সমাজে বহু প্রাচীনকাল হইতেই নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রচলিত আছে,—

> "ব্রাহ্মণ্যামভবদ্ বরাহমিহিরো জ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ
> রাজা ভর্ত্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ।
> বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্রো বৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী
> **শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ॥** (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

বিদ্যা ও বেদনা

মেধাদ্বারা বিদ্যা (**Knowledge**) লাভ হয়। বেদনা (**Feeling**) হৃদয়ে অনুভূত হয়। বিদ্যা বা জ্ঞানের স্থান মস্তিকে, ভক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়াই হৃদয়ে বিকাশ লাভ করে। "The heart has reasons which cannot know." অবিদ্যা অপেক্ষা বিদ্যার স্থান উচ্চে। কিন্তু বিদ্যা বা অবিদ্যা যদি প্রাকৃত বিচার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভক্তির উদয় করাইতে না পারে তাহা হইলে উভয়েই অমঙ্গলের কারণ হয়। বিদ্যা যদি অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়া অধোক্ষজ বিষ্ণুসেবার জন্য হৃদয়কে স্পন্দিত

করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে অবিদ্যার সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক প্রাকৃত ক্রীড়াতেই নিযুক্ত থাকে এবং কখনও বা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মেধাবী মানব বিদ্বান্ বা জ্ঞানবান্ হইতে পারেন। বহির্জগতের চিন্তাস্রোত—যাহা আবহমানকাল হইতে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিচয় লাভ করিয়া বিদ্বান্ নব নব চিন্তার প্রণালী সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানমত্তার প্রভাবে জগতকে চমৎকৃত করিতে পারেন। ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যাতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, কলা, সঙ্গীত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিদ্যায় পারঙ্গত বহু মনীষী জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। উপরিউক্ত প্রত্যেক বিদ্যার শিক্ষানবিসগণ সেই সেই বিদ্যায় পারদর্শী নায়কের স্তাবক হইয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অন্য অন্য বিদ্যায় পারঙ্গত মনীষিগণের ঐশ্বর্য্যে তাৎকালিক বিস্মিত বা চমৎকৃত হইলেও রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় নায়কের নেতৃত্বে কালাতিপাত করেন। এই নায়ক পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য—স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি—বিদ্যালাভ ও সম্মানলাভ। এইপ্রকার বহু বিদ্বান্ নানা বিদ্যা সাগরে হাবুডুবু খাইয়া সংসার-সাগর অতিক্রম করিতে পারেন না। কারণ অহংকার, দম্ভ, অসহিষ্ণুতা আমাদের স্বার্থান্ধ চক্ষুকে প্রাকৃত জগতেই আবদ্ধ রাখে।

অন্ধ তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

"মায়ার দুইটি বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে। অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসার করে। জড়াভিভূত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত। অতএব জড়ের অন্ধকারে তাঁহাদের চিৎ-প্রকৃতি আবৃত থাকে। জড় হইতে যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা জড় বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত সহজে স্বরূপশক্তির আশ্রয় পান না; অতএব আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। মায়িক-জগতে পরমাত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন না করিতে পারিলে, জীব কখনই বিদ্যা প্রভাবে জড়মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না।

অতএব বেদ বলিতেছেন "হে জীব, তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক।"

অণুচৈতন্য জীবের মায়াকর্ত্তৃক বশ্যতা স্বীয় গঠন সিদ্ধ। মায়াদ্বারা বশীভূত হইয়া শোকগ্রস্থ হইয়াছে। ঐ ক্লেশ মোচনের জন্য জীব যখন

বিদ্যাকে আশ্রয় করে, তখন নির্ব্বিশেষ চিন্তা তাহার অধিকতর ক্লেশের কারণ হইয়া পড়ে।

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রে্ণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।"

এইরূপ বিষম সমস্যা হইতে ত্রাণ লাভ করিবার জন্য বেদ বলেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই শ্লোকের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাবার্থ এই যে, "আত্মশক্তির দ্বারা এই জগতকে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই শক্তি প্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে জীব, তুমি ও তাঁহার শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ, তিনি পরমাত্মা, তুমি আত্মা; অতএব আত্মধর্ম্ম বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আত্মীয় আর কেহ হইতে পারে না। তুমি আপাততঃ স্বরূপ ভ্রমবশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে 'পর' বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্বীকার করিতেছ, কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম স্থাপন করত স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয় সকল গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি ভগবৎ পরিচর্য্যায় সমস্ত অর্পণ কর এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর তাহা পরমেশ্বরদত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর। তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে।

সর্ব্বশক্তিমান অধোক্ষজ ভগবান্ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব স্বভাব প্রযুক্ত বলিয়া মাদৃশ অযোগ্য পতিতের নিকটেও অবিচারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন এবং তাঁহার প্রসাদ প্রদানে কুণ্ঠিত নহেন। এবম্বিধ করুণাময় ভগবানের অহৈতুকী অনন্ত করুণার ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া জীব জ্ঞান-গরিমায় ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে চেতনের স্পন্দন অনুভব করেন। মঙ্গলময়, সেব্যের প্রতি হৃদয়ের সেবাময়ী বেদনা ক্রমে আমাদিগকে প্রেমের ভূমিকায় লইয়া যায়। এই বেদনা সাধুসঙ্গ প্রভাবে ক্রমে আমাদের চিত্ত হইতে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণত্রয়ের বৈষম্য দূরীভূত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বের সন্ধান দিতে সমর্থ। তিনি আমাকে দর্শন করেন, আমার কথা শ্রবণ করেন, আমার বিষয় চিন্তা করেন, আমি তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেও তিনি আমাকে ভুলিতে পারেন না। তিনি নিখিল সদগুণের আকার। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই; পরন্তু দেহ-দেহীভেদ রহিত তাঁহার পূর্ণ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি আছে।

তিনি প্রভু, আমি তাঁহার অণুসচ্চিদানন্দ সেবক ও নিত্যসঙ্গী। আমি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া তাঁহার সেবা না করিয়া কখনও অবিদ্যারূপ কর্ম্মকাণ্ডের

আবাহন করি, কখনও বা অতিবিদ্যারূপ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত হইয়া অধিকতর অন্ধকারে উপনীত হই। এই বিদ্যা মায়াশক্তির প্রসূতা।

"The constitutive nature of finitude and transcience of sensuous objects is such that when too much addicted to, they naturally create an aversion on the part of the ego and the averseness which is described in the Vedanta System as :—'ইহামূত্র ফলভোগ-বিরাগ' Forms door-way to right knowledge. And because such averseness follows from the very nature of the products of 'মায়া,' it is but meet that বিদ্যা as a door-way to right knowledge is an effect of the মায়াশক্তি।"

চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়ান্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতিনাশে যত্নবান্ হইলে চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বিশেষ অবলম্বন করিলে আর নির্ব্বিশেষ-লক্ষণ জড় বিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না। মায়াগত বিদ্যা জড়বিশেষ ইহাতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে। মায়াগত অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিজে আদর্শতত্ত্বে পরিণত হইবে। তখনই জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ; পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত স্বরূপ, তদুভয়ের সম্বন্ধ দেদীপ্যমান হইয়া চিদ্গত পরম রসের উদ্ভাবন করিবে।"

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

এই শুভ মুহূর্ত্তেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই অপ্রাকৃত শ্রীহরি-পাদপদ্মের জন্য অপ্রাকৃত হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হয়।

প্রভু কহে,—"বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার ?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥

এইরূপ ভারবাহী বিদ্বান্ মনীষী বলিয়া সাধারণের নিকট ভূয়সী প্রশংসা

লাভ করিলেও যদি তাঁহারা হৃদয়হীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় না, জঞ্জাল বৃদ্ধি হয় মাত্র।

বিদ্যা যদি হৃদয়কে পাষাণ করিয়া তোলে, তবে তদ্রূপ বিদ্বানকে অসুর বা পাষণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। এই অসুর এই জগতের হাটে বিরল নহে। মঠে, ঘাঠে, কোর্টে বিশেষতঃ মালাবার ও বারাণসী তটে সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই সকল স্বার্থপর ব্যক্তিগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় নিয়োজিত থাকিয়া নিজ নিত্য মঙ্গলে বাধা উৎপন্ন করে এবং মঙ্গলময় শ্রীহরির বিদ্বেষী হইয়া পড়ে।

"মহিমানন্তু ভক্তেশু ভক্তা এব বিজানতে।
মহতীং সূতি পীড়াস্তু বন্ধ্যানানুভবেৎ ক্বচিৎ॥"

বন্ধ্যা রমণী যেমন প্রবল প্রসব বেদনা কদাচ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ অভক্তগণ কখনই ভক্তির মহিমা বুঝিতে সমর্থ হয় না। ভক্তগণই তাহা অবগত আছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণান্বিত-চিত্তপ্রসূত বাসুদেব আমাদিগকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা করুন।

অর্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, জীবন, যৌবন যদি পরার্থে ব্যয়িত না হইয়া ক্ষুদ্র অপস্বার্থে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে পরস্পর স্বার্থের গণ্ডী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। সেই বিপ্লব নিজের ও জগতের ধ্বংসের কারণ হয়। সেইজন্য এইরূপ স্বার্থপর ব্যক্তি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর অপ্রিয়ভাজন হইয়া থাকেন। অপরদিকে অর্জ্জিতবিদ্যা যখন পরার্থে নিয়োজিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুর প্রিয়ভাজন হয়। সারগ্রাহী সুরগণ মঙ্গলের পথের পথিক। ইঁহারা সুকৃতি সম্পন্ন ধার্ম্মিক। সুর এবং অসুরের গতির বিপরীত দিকে। সুরাসুর সংগ্রাম আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অসুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া সুদর্শন দ্বারা আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহের কুদর্শন ছেদন করেন এবং সুদার্শনিক সুরগণকে রক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণপ্রিয় ভীম বহু অসুরের মস্তক গদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাদের বিদ্যাবত্তার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন —অহংকার পরিত্যাগ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী-মানদ হইতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

মস্তিষ্কের গুণসমূহ হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিসমূহের বিকাশের সুযোগ প্রদান করিলে আমরা সাধুসঙ্গ প্রভাবে অহংকার পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ পথের পথিক হইয়া তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারি।

"বেদং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্" মঙ্গলময় বাস্তববস্তুর সন্ধান পাইলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। সেই স্থিতধীব্যক্তির প্রশান্ত হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বের ভূমিকায় উন্নত হইয়া অধোক্ষজের বিলাসভূমি-হইতে পারে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

এতাদৃশ প্রশান্ত হৃদয়ে অধোক্ষজের জন্য বেদনা (**Feeling**) উপস্থিত হইলে আমরা অচিৎ জগৎ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গুরুকৃপায় চিদ্বিলাসের সন্ধান লাভ করি এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের রসিক হইতে পারি। সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই রসের আবির্ভাব হয়।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

বেদ, বেদোপকরণ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া যদি হৃদয়ে রসের উদয় না হয়, সে বিদ্যাকে ধিক্।

শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ॥

ভগবানই বেদিতব্য বাস্তব বস্তু। যে বিদ্যা তাঁহার জন্য হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত না করে, সেই আত্মবিনাশকর বিদ্যার হস্ত হইতে শুদ্ধা সরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র হইয়া যেন শুষ্কজ্ঞানে বিমূঢ় না হইয়া যাই।

মালাবারের বিদ্যাবৃদ্ধ শঙ্কর যে অপরোক্ষ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া ব্যতিরেক-মুখে বুদ্ধিসংযোগদ্বারা ভগবান্‌কে বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুবিশেষ মনে করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন, সে সমাধিতে অধোক্ষজের জন্য হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত না হওয়ায় তিনি আধ্যক্ষিকতার ভূমিকা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বোধিসত্ত্ব বোধিদ্রুমতলে যে সমাধিতে সমাধিস্থ হইয়াছেন, উক্ত সমাধিই তাহারই অন্যতম। আমরা তাদৃশ অবোধ বা বিদ্যাবৃদ্ধ হইতে চাই না। বোধায়ণ আমাদের আদর্শ স্থানীয় হইলে উক্ত উভয় সমাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুরুষোত্তমে সমুদ্রতীরে হরিদাসের সমাধির অনতিদূরে

বোধায়ন কুটীরে বসিয়া চটকপর্ব্বতের উপরিস্থিত গৌর-গদাধরের সেবাদ্বারা গোপীনাথের উন্নত উজ্জ্বল রসের সন্ধান পাইতে পারি।

যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে॥

এই গৌরবাণী পূর্ব্বোক্ত সমাধিদ্বয়কে ধিক্কার দিয়া আমাদের চিত্তে যে বেদনা উপস্থিত করে, আমরা সেই সুতীব্র বেদনাকে ব্রহ্মসুখানুভূতি অপেক্ষা কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ মনে করি। গোবিন্দের জন্য যে হৃদয়ে সেবাময়ী বেদনা উপস্থিত না হয়, সে হৃদয়ে যে সুখানুভূতির ছলনা তাহা কি সুখ? মদনের বিরহে ও সম্ভোগে যে বেদনা, তাহা মদনমোহনের বিরহে ও সম্ভোগের বেদনার সহিত সমান নহে। আমরা ব্রহ্মসুখানুভূতি হইতে দূরে থাকিয়া গৌরভক্তের আনুগত্যে গোবিন্দ-বিরহে হৃদয়ে বেদনা বা দুঃখ অনুভব করিতে পারিলেই পরম আনন্দ লাভ করিব। শ্রীবাস অঙ্গনের শ্রীগৌরভক্ত সেবিকা দুঃখীদেবীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'সুখী' সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। আমরা গোবিন্দ বিরহে দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব।

হে ব্রহ্মজ্ঞানী, দুঃখী বিরহিত তোমার যে ব্রহ্মসুখের কল্পনা তাহা অচিরেই দুঃখে পরিণত হইবে—প্রশান্ত মহাসাগর উদ্বেলিত হইবে। বায়ুর অবতার মধ্বমুনি এইরূপ প্রশান্ত হৃদয়কে কৃষ্ণার্থে ব্যথিত করিয়া জগদ্গুরু হইয়াছেন।

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

বেদনাহীন সুখের কল্পনা মায়ারচিত। বিপ্রলম্ভের সন্ধান না পাইয়া যাঁহারা সম্ভোগবাদকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহারা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারেন না। আমরা ইহজগতেও দেখিতে পাই, শৈত্যের অভাবে উত্তাপ যন্ত্রণা-দায়ক এবং উত্তাপের অভাবে শৈত্যও প্রীতিকর হয় না। জড় বৈজ্ঞানিক বলেন:—

"Both coolness and wormth are delightful when they co-exists and neither of them is so when it exists apart by itself. Consequently both of them are painful in the absence of either. More over when hunger and food exist togeher they are both delightful. But in the absence of food, hunger is painful and vice versa."

কিন্তু প্রেমময় ভূমিকায় সম্ভোগ ও বিরহ উভয়েই আনন্দদায়ক। সাযুজ্য-মুক্তিতে বেদনার অভাবে সুখ দুঃখরূপে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, মুক্তির উদ্দেশ্য যে সুখদুঃখ হইতে নিবৃত্তি, তাহা একমাত্র প্রেম দ্বারাই সম্ভব। কেননা, প্রেমময় ভূমিকায় বিষয় ও আশ্রয় উভয়েই অন্যের সুখের জন্য জীবনপাত করিতেও আনন্দবোধ করায় প্রাকৃত সুখদুঃখের অবসর তথায় নাই। চেতনের বেদনা মিশ্রচেতন বা জড়ের বেদনার সহিত এক নহে।

ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

পর-উপকার অর্থে মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা প্রেয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া নিজের ও অপরের আত্মবিনাশ নহে; পরন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনদ্বারা যুগপৎ নিজের ও অপরের "চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জন" বুঝায়। বিশুদ্ধ-চিত্তেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাকট্য সম্ভব হয়। তাহাতে ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপন আনুসঙ্গিকভাবে সংশোধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবন। মৃতবধূর হৃদয়ে বেদনা নাই, দেহে স্পন্দন নাই, বদনে উল্লাস নাই, নয়নে কটাক্ষ নাই, প্রাণে চেতনা নাই। মৃত নায়িকার ভাব-বিবর্জ্জিত অনিমেষ চাহনি নায়কের বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহার বিলাসের সহচরী হইতে পারে না। অচৈতন্য জড়শরীর অচিরেই পচিয়া যায় বলিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ বিধেয় হইয়া পড়ে। আমরা এবম্বিধ 'কীর্ত্তন' রূপ প্রাণহীন নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ও অচেতন বিদ্যাবধূর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনৈক জীবন পরবিদ্যাবধূর ঐকান্তিক আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভাবে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা আনন্দের অম্বুধি ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'খদ্যোতকসম, ব্রহ্মানন্দের কৃষ্ণপ্রেমামৃত সিন্ধুর সহিত তুলনাই হইতে পারে না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারা পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদিত হয় ও সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বাত্মা স্নপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য চরিতামৃতম্॥

ওঁ হরি ওঁ

—গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ

প্রগতি ও পরিবর্ত্তনশীলতা

কালপ্রভাবে জগচ্চক্রে সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল। শুধু পদার্থসমূহও নহে, চিদচিৎ সমুদয় বস্তু, চেতনের যাবতীয় ক্রিয়া ও ভাবধারাও পরিবর্ত্তন-শীলতার অধীন। এই পরিবর্ত্তনশীলতা জড়ামোদীর চিত্তে কখনও জড়েন্দ্রিয়ের তর্পণপর সৌখ্যসম্পদ কখনও সখ্যের হানিকর বিপুল দুঃখভার আনয়ন করিয়া চিত্ত-স্বাস্থ্যেও পরিবর্ত্তনশীলতার উপলব্ধি করাইয়া থাকে। পরিবর্ত্তন-শীলতা তাহার অপরিহার্য্য দুরতিক্রমনীয় প্রভাব সর্ব্বত্রই অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ মহিমা প্রকাশে গর্ব্বানুভব করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান মানব-মেধা সমুপস্থিত বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনশীলতাতে কল্পিত প্রগতির অবগুণ্ঠনাবরণ আনয়ন করিয়া জগতের চক্ষে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন-শীলতাকে উন্নততররূপে প্রদর্শন ও প্রমাণিত করিতে যত্নপর পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন ও সমস্যাপূর্ণ অবস্থায় যথার্থ প্রগতি বা উন্নতির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক।

কি জাগতিক-সামাজিক ব্যাপারসমূহ, কি পারমার্থিক বিচারধারা, সর্ব্বত্রই আবহমান কাল হইতে ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সমদর্শী, সর্ব্বজনহিতরত, নির্ম্মৎসর ঋষিবৃন্দ ও সাধু-মহাজনগণ মানব-সমাজের সর্ব্বকালোপযোগী হিতসাধকরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণায়ক প্রকৃত উপযুক্ত মধ্যস্থরূপে যে শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট ও সমস্যাসমূহের সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে অভ্রান্ত মীমাংসক ও মধ্যস্থ।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অভ্রান্ত মত ও উপদেশের আদরকারিগণের ক্রিয়া-কলাপ শাস্ত্রানুমোদিত বিধায় তাহাতেই সর্ব্বপ্রকার সমাজ-শৃঙ্খলা স্থাপন, সমাজের অশান্তি নিবারণ ও প্রকৃত শান্তি সংস্থাপন সম্ভব। অপর পক্ষে আপাতমনোরম জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলে মহাজন ও শাস্ত্রের পরমসুখদ পরমমঙ্গলকর উপদেশবাণী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অপস্বার্থমূলে যে জড়সুখান্বেষণ কামনা ও চেষ্টা, তাহাই পরিণামে অশেষ প্রকার অশান্তি ও দুঃখ-দৈন্যের উদ্ভব করিয়া সমাজের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। সুতরাং যে পরিবর্ত্তনশীলতার গতি শাস্ত্রানুমোদিতরূপে উন্নততর সোপানারোহণের পন্থা-প্রদর্শকরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রগতি।

সমাজের যে পরিবর্ত্তন সুনীতি ও সুশীলতার সদাচারসমূহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, দুর্নৈতিকতা ও দুঃশীলতার আবাহন করে, যে পরিবর্ত্তন হৃদয়ের সহজ-সরল

ব্যবহারকে সুদূরে বিসর্জ্জন প্রদান করিয়া কপটতার পোষকতা করে, যে পরিবর্ত্তন সমাজের সুমহান্ সতীত্বের গৌরবকে পদদলিত করিয়া কুৎসিত স্বেচ্ছাচারিতার তাণ্ডব সৃষ্টি করে, যে পরিবর্ত্তন প্রতি পদে প্রতি কার্য্যে অপরের স্বার্থহানি করিয়া স্বীয় অপস্বার্থ সমৃদ্ধির যত্ন করে,—সেইপ্রকার পরিবর্ত্তন কখনই জনহিতকর, সমাজহিতকর অথবা পরমার্থের হিতসাধক হইতে পারে না ; সুতরাং এবম্প্রকার পরিবর্ত্তন কখনই 'প্রগতি'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না, তাহা কেবল দুর্গতিরই কারণ।

অপরপক্ষে, যে পরিবর্ত্তন সমাজের দুর্নীতিকে সুনীতিতে পরিবর্ত্তিত করে, দুঃশীলকে সুশীল সচ্চরিত্রবান্ করিয়া তোলে, যে পরিবর্ত্তন অসতীকে সতীত্বের গৌরবে ভূষিত করে, যে পরিবর্ত্তন নিজের অপস্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়, অপরের স্বার্থের উন্নতির সুব্যবস্থা করে, সেইপ্রকার পরিবর্ত্তনকেই প্রকৃতপক্ষে প্রগতি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

পরমার্থ-রাজ্যের সুমহান্ ভক্তিসৌধে আরোহণাভিলাষীকে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র সতর্কবাণীদ্বারা প্রগতির পথের সন্ধান প্রদান করিয়া জানাইলেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মাভিমুখী হইয়া অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃতেরই তুল্য।

উপর্যুক্ত ভাগবতীয় উপদেশ-বাণী হইতে আমরা অবগত হইতে পারিলাম যে, প্রগতি-অভিলাষী কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কামলাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ধর্ম্মার্থ-কাম লাভ হইলে তদনন্তর উহা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হইবেন, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তদনন্তর সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। এইপ্রকার পরিবর্ত্তনই পরমার্থপথে প্রগতিশীলতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত প্রগতি সকলেরই অতিকাম্য হইলেই তখন প্রকৃত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়া সকলকেই পরমার্থের উন্নতসোপানে আরোহণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার ভয়-মোহ-শোকবিনাশন শ্রীভগবৎ-চরণ-কমল-মধু পানের সৌভাগ্য লাভ করাইয়া থাকে।

পরমার্থ-রাজ্যের প্রগতির পরিমাপ সাধারণ ক্রিয়ামুদ্রার উপর নির্ভরশীল

নহে। তথায়ও পরিবর্ত্তনগুলির মধ্যে শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম-বিচার-অবলম্বনে অনুধাবন-বিচার-যোগ্যতা লাভ না করিলে বিরাট ভ্রান্তি উদিত হইয়া অভক্তি, ছলভক্তি অথবা মিছাভক্তিকে ভক্তি-আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তদনুসরণে আত্মবঞ্চনা ও আবাহন করিতে হয়।

গ্রামান্তরবাসী ব্যক্তি ধামবাসের সুযোগ লাভান্তর যদি বাহ্য ভজনমুদ্রা বজায় রাখিয়া অসৎসঙ্গে পাপ ও অপরাধমূলক চিত্তবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহা হইলে তাহার গ্রামবাস হইতে বাহ্যে ধামবাসরূপ বাস-পরিবর্ত্তন তাহার ভজনের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল ফলই প্রসব করিবে।

শাস্ত্র পঠন-পাঠনে অনিপুণ ব্যক্তি বহু প্রযত্নে শাস্ত্রাধ্যয়নে তথাকথিত যোগ্যতা লাভ করিয়া পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যদি নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ শাস্ত্র-তত্ত্বে পরমাভিজ্ঞ বৈষ্ণবকে মূর্খবোধে অবজ্ঞা করেন। তাহা হইলে তাঁহার তথাকথিত পাণ্ডিত্যাশ্রয়রূপ পরিবর্ত্তন তাঁহার উন্নতির সোপানে আরোহণের সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তে শোচ্যতম পাতিত্বেরই কারণ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-বেষ পরিবর্ত্তনানন্তর বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস-বেষ-গ্রহণরূপ পরিবর্ত্তন যদি বেষাশ্রয়ীকে আশ্রমোচিত সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত করিবার পরিবর্ত্তে, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানী-মানদ-ধর্ম্মাশ্রিত করিবার পরিবর্ত্তে দম্ভ-দৈত্যাশ্রয়ে নিজলাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া তোলে, প্রকৃত সম্মানী ব্যক্তির মানের লাঘবতায় উৎসাহ ও গৌরবানুভব করে, তাহা হইলে সেইপ্রকার আশ্রম বা বেষ-পরিবর্ত্তন উন্নতি বা প্রগতির সূচক না হইয়া পরন্তু অধোগতিরই কারণ হইয়া থাকে।

পরমার্থ-পথের পথিকের যদি সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাস, অনন্তর সাধুসঙ্গ, তাহার পর ভজনক্রিয়া, তাহার পর অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা অর্থাৎ ভজনীয়-বিষয়ে বিক্ষেপ-রাহিত্য ও সাতত্য, তদনন্তর বুদ্ধিপূর্ব্বিকা রুচি, তৎপরে রসময়ী আসক্তি, তদনন্তর ভাব ও তাহার পরে যদি প্রেম উদিত হয়, তবেই সাধকের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন তাঁহার প্রকৃত প্রগতিরই দ্যোতক হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে পরম-মঙ্গলের চরমাবস্থায় উন্নীত করিয়া পরমানন্দ-রসসাগরে নিমজ্জিত করে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

একদিন শ্রীচৈতন্য, জীবেরে করিতে ধন্য,
পুছিল যে ভক্ত-হরিদাসে।
"হরিদাস, কলিকালে, যবন অপার মেলে,
গো-ব্রাহ্মণে সদাই হিংসে॥
তা'রা সব কিরূপেতে, উদ্ধারিবে পাপ হ'তে,
আছে কিবা কোন তা'র পথ?"
হরিদাস কহে,—"প্রভু! চিন্তা না করহ কভু,
উদ্ধারিবে ম্লেচ্ছ আছে যত॥
বরাহ-দশনাহত, ম্লেচ্ছ 'হা রাম' কহে কত,
মুক্তি তা'র তাতে অনায়াসে।
ভক্ত কহে মহাপ্রেমে, 'হা রাম' 'হা রাম' নামে,
ম্লেচ্ছ তাহা কহে নামাভাসে॥
যদ্যপি সঙ্কেতে নাম, পূর্ণ তবু মনস্কাম,
নাম-তেজ না হয় বিনাশ।
অজামিল তা'র সাক্ষী, পুত্রে 'নারায়ণ' ডাকি,
ছিণ্ডিল যে ভববন্ধ-পাশ॥"
হরিদাসের কথা শুনি,' প্রভুর খুশী চিত্তখানি,
হাসিয়া পুছিল তা'রে তবে।
"পৃথিবীতে আছে দেখ, স্থাবর-জঙ্গম কত,
তা'রা সব কেমনে উদ্ধারিবে?"
শুনি' হরিদাস কহে, "তোমার কৃপাতে ওহে,
উদ্ধারিবে স্থাবর-জঙ্গম।
উচ্চৈঃস্বরে কৈলে তুমি, নাম সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি,
হৈল তাহা তা'দের শ্রবণ॥
শুনি' জঙ্গমের হয়, সংসার-বন্ধন ক্ষয়,
প্রতিধ্বনি করয়ে স্থাবর।

নহে তাহা প্রতিধ্বনি,　　তাহা যে কীর্ত্তন-ধ্বনি,
সবে যাবে তাই ভবপার ॥
ঝারিখণ্ড মহাবনে,　　ব্যাঘ্রে-মৃগে একসনে,
পিয়াইলে কৃষ্ণনাম সুধা ।
বাসুদেব জীব-তরে,　　ভিক্ষা মাগে সকাতরে,
মিটাইলে তার মন-ক্ষুধা ॥
নিস্তারিতে এই ভব,　　হয় অবতার তব,
প্রচারিলে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ।
মধুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি,　　স্থাবরে-জঙ্গমে শুনি,'
ছিণ্ডিবে যে ভবের বন্ধন ॥"
প্রভু কহে,—"জীব সবে,　　মুক্ত হয়ে গেলে এবে,
জীবশূন্য হ'বে কি ধরণী ?"
কহে হরিদাস তবে,—　　"জীব না রহিবে ভবে,
যাবৎ তব মর্ত্ত্যে স্থিতি জানি ॥
পুনঃ তুমি সূক্ষ্মজীবে,　　নিযুক্ত করিলে কর্ম্মে,
তা'রা হ'বে স্থাবর-জঙ্গমে ।
পূর্ব্বে যেমন রঘুপতি,　　দিল সবে বৈকুণ্ঠ গতি,
পূর্ণ অযোধ্যা জীব-সমাগমে ॥
কৃষ্ণ অবতরি' ব্রজে,　　পাঠা'ল বৈকুণ্ঠ মাঝে,
যত জীব ছিল ব্রহ্মাণ্ডেতে ।
তুমি কৃষ্ণ গৌররূপে,　　আসিয়াছ ভব-মাঝে,
বৈকুণ্ঠে পাঠাবে সবে প্রীতে ॥"
ইহা শুনি' প্রভু-মন,　　আনন্দিত সেইক্ষণ,
হরিদাসে দিল আলিঙ্গন ।
প্রভু নামের মাহাত্ম্য,　　না করিয়া কভু গুপ্ত,
ভক্তদ্বারা করে প্রকাশন ॥

—**শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী**

হরিভক্তি

নিখিল প্রয়োজনান্বেষিগণকে শাস্ত্রকারগণ চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছেন। আত্মেন্দ্রিয়তর্পন মূলা স্থূল জড়সুখান্বেষিগণকে শাস্ত্রভোগী বা কর্ম্মী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার সিদ্ধির অন্বেষণকারিগণকে যোগী; নির্ব্বিশেষ কৈবল্যাকাঙ্ক্ষীদিগকে জ্ঞানী এবং শ্রীভগবানের নিত্যদাস্যাভিলাষিগণকে ভক্ত সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়ের নাম অভিধেয়। শাস্ত্র ও মহাজনগণ কৃষ্ণভক্তি বা হরিভক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান অভিধেয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥" (মধ্য ২২।১৭)

শাস্ত্রে অনেকস্থলে যদিও কর্ম্মকে, অনেকস্থলে যোগকে এবং অনেকস্থলে জ্ঞানকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন; তথাপি, সর্ব্বত্র ভক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয় বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণভক্তিই পরম পুরুষার্থ 'প্রেম' লাভের একমাত্র প্রধান অর্থাৎ সাক্ষাৎ অভিধেয়; কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব, তাহা গৌণ; কেননা ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই তাহাদের ফলাদি যাহা কিছু প্রদান ঘটে, ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ, ও জ্ঞান কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ভুক্তিফল, জ্ঞান মুক্তিফল ও যোগ সিদ্ধিফল দিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, আর কৃষ্ণ বিস্মৃতিই জীবের যতকিছু অসুবিধার কারণ।

"কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪।২৫)

শ্রীগুরুদাস্য লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলেই জীবের যতকিছু অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি। কিন্তু সেই সদ্‌গুরু-দাস্য বা কৃষ্ণদাস্য বৃত্তির উন্মেষ সামান্য ভাগ্যে জীবের লাভ হয় না।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা॥ (তন্ত্রবচন)

মহাদেব পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

জ্ঞান চেষ্টার দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না।

তাহা হইলে অসংখ্য মনুষ্যলোকে কাহাদের পক্ষে এই দুর্ল্লভ ভক্তিযোগ লভ্য? তাহার উত্তরে শাস্ত্র চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
(ভাঃ ১১।২০।৮)

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন, হে উদ্ধব সৌভাগ্যবশতঃ আমার কথায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে ও কর্ম্মমাত্রেই বৈরাগ্যযুক্ত নহে অর্থাৎ ফল্গুবৈরাগ্যযুক্ত নহে এবং কর্ম্মে অতিশয় আসক্তিযুক্তও নহে, তাহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

হরিকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু, অনুষ্ঠান করেন, তাহাই ভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উদাহৃত হইয়াছে।

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥ (পঞ্চরাত্র)

হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে হইয়াছে সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলিয়া থাকেন। এই বৈধীভক্তি যাজন করিতেই প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের কথা বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীভগবানের শুদ্ধনাম গ্রহণাদি দ্বারা তাঁহাতে যে ভক্তিযোগ ইহাতে জগতে পরমধর্ম্ম তাৎপর্য্যযুক্ত।

এই পরমধর্ম্ম বা ভক্তি কখনও কখনও সাধকের হৃদয়ে কর্ম্ম ও জ্ঞান বাসনা মিশ্রণেও উদিত হয়। ইহাকে তখন শুদ্ধা, নির্ম্মলা বা উত্তমা ভক্তি বলা যায় না। উত্তমা ভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষিকেণ হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ (নারদ পঞ্চরাত্র)
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

ইন্দ্রিয়গণদ্বারা শ্রীভগবান্ হৃষীকেশের তৎপরত্বরূপে বা আনুকূল্যের সহিত সেবনকেই ভক্তি কহে ; এই সেবন সর্ব্বোপাধি বিরহিত এবং নির্ম্মল হইবে। অন্যাভিলাষ শব্দে ভক্তিসম্পাদক অভিলাষ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি যে অভিলাষ তাহা শূন্য এবং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি যে-সমস্ত কর্ম্ম, সেইসকল কর্ম্মে প্রবৃত্তিরহিত হইয়া অনুকূলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানকেই উত্তমা ভক্তি বলে।

এই উত্তমাভক্তিকে গোস্বামীপাদগণ ছয়টি বিশেষ লক্ষণে লক্ষণান্বিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

শুদ্ধা ভক্তি ক্লেশনাশিনী, শুভদায়িনী বা সুখদায়িনী, মোক্ষের লঘুতাকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

অকিঞ্চনাভক্তি পরমচমৎকারিতাপূর্ণা বৈশিষ্ট্যশালিনী। এই ভক্তি জীব হৃদয়ে উদিতা হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ, পাপবাসনা এবং অবিদ্যা দূর করিয়া তাঁহাকে পরম পবিত্র করেন, যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তি বিধান করেন, তিনি সমস্ত জগতকে পরিতৃপ্ত করেন, অধিক কি, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি হয়, তাঁহার দেহে দেবতাগণ বশতাপন্ন হইয়া সমস্ত গুণের সহিত অবস্থিতি করেন। ঐ ভক্তিযোগ ভক্তকে অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রকাম্য ও কামাবসায়িতারূপা অষ্টপ্রকার সিদ্ধি সুখ, বিষয়স্বরূপ ভুক্তি-সুখ, মুক্তি-স্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্ম-সুখ ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকেন। যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্‌বিষয়া রতি আবির্ভূতা হয়, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে ও তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। ভক্তি এই প্রকার বৈশিষ্ট্যশালিনী বলিয়া নিষ্কাম সাধনসমূহদ্বারা চিরকালেও অলভ্যা, এইখানেই ভক্তির সুদুর্ল্লভতা। ব্রহ্মানন্দসুখকে যদি দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যাদ্বারা গুণ করা যায় তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মানন্দসুখ ভক্তিসুখ সাগরের পরমাণুরূপ তুল্য হইতে পারে না, তাই ভক্তি— সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। ভক্ত ভক্তিবলে সমস্ত প্রিয়বর্গের সহিত ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করিতে পারেন, এইহেতু ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

শুদ্ধা ভক্তির উপেয়স্বরূপ 'প্রেম' সাধক ক্রমপন্থায় লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে প্রেমলাভের সেই ক্রমটি এরূপ-

ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাহার পরে ভজনক্রিয়া, তদনন্তর অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব, তাহার পর প্রেম উদিত হয়। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবের ক্রম এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু প্রেম লাভের এই ক্রম এরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্তে হয় 'সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন' ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচিভক্তি হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩৷৯-১৩)

শ্রদ্ধা হইতে 'প্রেম' পর্য্যন্ত এই অষ্টপ্রকার ক্রমের মধ্যে শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি পর্য্যায়, তাহার পর রতি ও ভাবভক্তি এবং তদনন্তর প্রেমভক্তি। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ভক্তির এই ত্রিবিধ অবস্থাকে কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা এই ত্রিবিধ আখ্যায় আখ্যাত করিতেন।

শ্রদ্ধালু সাধক সাধুসঙ্গ করিতে করিতে অর্থাৎ সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য নিরূপণে সমর্থ হইতে থাকেন। সেবোন্মুখ বৃত্তির সহিত সাধুসঙ্গে ভক্তির অঙ্গসমূহ যাজন করিতে করিতে সাধকের কায়িক, বাচিক ও মানস চেষ্টাগুলি শ্রীহরির সুখবিধান তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইতে থাকে। সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণের দ্বারা সমস্ত সংশয় নিরাকৃত হইতে থাকে। যে পরিমাণ সংশয় দূরীভূত হইতে থাকে সেই পরিমাণে ভগবত্তত্ত্বে ও ভগবৎস্বরূপে

চিত্ত দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর-রূপে সংলগ্ন হইতে থাকে। সাধন ভক্তি পর্য্যায়ের অভিধেয় যাজন করিতে করিতেই সাধকের স্থূল অনর্থগুলি দূরীভূত হইয়া যায়। এই সময়েই সাধনের ক্লেশগুলি সাধকের নিকট আর ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয় না, —সুখকর বলিয়াই মনে হয়। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাই তাঁহার শরণাগতি পুস্তিকায় সাধকগণের পরম উৎসাহপ্রদ আশ্বাসবাণী দ্বারা জানাইলেন—

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেওত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

ভাব ভক্তি পর্য্যায়ে অর্থাৎ রতি বা ভাবোদয়ে চিত্তের শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপতা লাভ হয়, রুচির দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্য ও সৌহার্দ্দ ভাবাবিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভাবুক ভক্তের লক্ষণ এরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

যাঁহাদিগের ভাবের অঙ্কুরমাত্র জন্মিয়াছে, সেইসকল ভক্ত ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুভিত চিত্ত, ভগবদ্ ভজন ব্যতিরেকে তাঁহাদের এক মুহূর্ত্ত সময় ব্যয়িত হয় না; নিখিল ভোগ্যবস্তু উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিরক্তি, আপনার উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিত্ব ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে সুদৃঢ় আশান্বিত, আপনার অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত গুরুতর লোভযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণনাম, গানে সর্ব্বদা অত্যন্ত রুচিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে নিরতিশয় আসক্তিযুক্ত এবং ভগবদ্ধামে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন।

উদিত প্রেম ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞব্যক্তিগণও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে অবশচিত্ত এবং লোকাচার রহির্ভূত হইয়া স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্ত্তনাদিতে জাতানুরাগ ও শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন আলাপ, কখন গান, কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। ভক্তির পরিপক্ক বা পরিণত অবস্থাতেই ভক্ত এই পরমচমৎকারিতা পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ বা আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

—**শ্রীনন্দগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী**

সুন্দরবনাঞ্চলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সদলবলে কলিকাতা, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া গত ৩১শে চৈত্র, ১৩৯২ (ইং ১৪। ৪। ৮৬) সোমবার বাসন্তী থানার অন্তর্গত পালবাড়ী বাসস্ট্যাণ্ড-এর সম্মুখে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শুভবিজয় করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সেবকগণ সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করার পর শ্রীল সভাপতি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী চলচ্চিত্রযোগে পুরীধাম ও রথযাত্রার চিত্র প্রদর্শন করেন। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনায় শ্রীসমিতির অনুগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসাধিকারী ও শ্রীপাঁচুগোপাল মণ্ডলের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১লা বৈশাখ, ১৩৯৩ (৫।৪।৮৬) মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব পালবাড়ী গ্রাম হইতে রওনা হইয়া রানীগড়ের অন্তর্গত জ্যোতিষপুর হাইস্কুলে পদার্পণ করিলে পর উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রীগণ এবং গ্রামবাসীবৃন্দ তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত নস্কর মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২রা বৈশাখ বুধবার দিবসদ্বয় যথাক্রমে 'সনাতন হিন্দুধর্ম্ম' ও 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি জানান যে—'বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য দেবতাবৃন্দ মুক্তিদানে অক্ষম। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।' বক্তৃতান্তে পূজ্যপাদ কমলাপতি প্রভুকর্ত্তৃক চলচ্চিত্রযোগে শ্রীবৃন্দাবনের চিত্র ও শ্রীনবদ্বীপ-ধামের চিত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়।

৩রা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ও ৪ঠা বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার সুন্দরবন বাসন্তী ব্লক হরিসভা সমিতির পক্ষে শ্রীনিতাইচন্দ্র দাস ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাসন্তী বাজারে আয়োজিত বিরাট ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শুভাগমন করিলে পর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন এবং শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল প্রভৃতি

বাদ্যযোগে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীল সভাপতি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তদানীন্তন সমাজ' এবং 'মনুষ্য-জীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মহীন নিরীশ্বর শিক্ষাপ্রণালী বিশ্লেষণপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। পরিশেষে চলচ্চিত্রযোগে সারা ভারতের তীর্থসমূহ প্রদর্শিত হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলের প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীসমিতির কলিকাতাস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিপিন-বিহারী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরবঙ্গ প্রচারোদ্দেশ্যে শুভবিজয় করেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীকৃষ্ণ-স্তব

হে দেব হে প্রিয়বন্ধো, তুমি হে করুণা-সিন্ধো,
হে দেব হে রমণ সুন্দর।
হে কৃষ্ণ নয়নমণি, হে চপল-চূড়ামণি,
হে নাথ জগত মনোহর॥
আহা! হরি দয়া করি, যুগল চরণ তরি,
কবে নাথ দিবে হে আমায়।
সে-চরণ নিরখিয়া, ভবার্ণব পার হয়া,
গিয়া নাথ হেরিব তোমায়॥
স্কন্ধদেশ বিলম্বিত, দ্বি-কুণ্ডল সুশোভিত,
ভুরু দুটি কামের কামান।
ফুট নীল পদ্ম জিনি, আয়ত লোচন খানি,
শোভিতেছে কেমন বয়ান॥

পক্ক বিম্বাধর দুটি, শ্রীমুখে রয়েছে ফুটি,
তুলনা কি আছে কভু তা'র।
এই মনোহর রূপ, অপ্রাকৃত রস কূপ,
প্রেমনেত্রে দৃষ্টি হয় যা'র॥
ত্রিভঙ্গি ভঙ্গিম সাজে, ওই কল্প বৃক্ষমাঝে,
কিভাবে বা দাঁড়ায়েছে হায়।
কোমল অঙ্গুলী দিয়ে, করবংশী ওষ্ঠে নিয়ে,
বাজাইয়া জগত মাতায়॥
ওহে কংসান্তক হরি, গজেন্দ্র করুণাকারি,
কৃপাজলনিধি হে গোপাল।
ওহে ত্রিজগত গুরু, রামানুজ কল্পতরু,
কৃপা করি' সদা মোরে পাল॥
ওহে গোপীজননাথ, তুমি ত' মোদের নাথ,
তোমা বিনা মোরা নাহি জানি।
তুমি মোরে কৃপা করি, অঙ্গীকার কর হরি,
তোমার চরণ আমি মানি॥
হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি, ললাটে তিলক খানি,
গজমতি মুক্তা নাকে দোলে।
হাতেতে হীরার বালা, কণ্ঠে দোলে মুক্তমালা,
বেণু শোভে আর করতলে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পরি, গোপ স্ত্রী বেষ্টিত হরি,
দাঁড়ায়েছে কদম্ব নিকটে।
আনন্দে মাতিয়া এবে, জয়ধ্বনি দাও সবে,
মনোহর গোকুল কপটে॥
গোপালের বংশীরবে, আনন্দিত বৃক্ষ সবে,
মৃগগণ বিবশ শুনিয়া।
জগবাসী নরনারী, বংশীরবে মুগ্ধ করি',
ছাড়িতেছে উন্মাদ করিয়া॥

গরুগণ উর্দ্ধমুখে, বংশীরব শুনে সুখে,
মুনিগণ করে বেদগান।
প্রণবের অর্থ সব, প্রকাশিছে বংশীরব,
সপ্তস্বর লয় তাল-মান॥
কল্পতরু বৃক্ষমূলে, দাঁড়াইয়া কুতূহলে,
যে বীর ধরেছে হেন গান।
সে বাল গোপাল জয়, হেন গুণ যা'র হয়,
বেণুধর সেই ভগবান্॥
তাঁহারই চরণ তলে, কিঙ্করী প্রার্থনা বলে,
সে-পদ সেবিতে সদা চায়।
ব্রজেন্দ্রের সে নন্দনে, যেন ভজে একমনে,
আন ছাড়ি', বাক্যে মনে কায়॥

—শ্রীমতী শ্যাম সরোজিনী

শ্রীবামনদেবের উপাখ্যান

দৈত্যগণের সহিত শ্রীবলিরাজের যুদ্ধ

পূর্ব্বকাল হইতেই দেবাসুরের সংগ্রামের কথা প্রচলিত আছে। প্রজাপতি কশ্যপ ঋষির প্রধানা দুইটী মহিষী ছিল; তাঁহাদের নাম—দিতি ও অদিতি। অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাসকল, আর দিতির গর্ভে অগণিত অসুরসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গলোকের অধিপতি ছিলেন। সেখানে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরী সকল, নন্দন-কানন, পারিজাত, অমৃত, অতুল ঐশ্বর্য্য, নানাবিধ ভোগসকল সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান ছিল। অসুরসকল স্বভাবতঃই ভোগী; সুতরাং বৈমাত্র ভাই দেবতার এই স্বর্গলোক ভোগ তাহাদের অসহ্য হইয়াছিল। ইন্দ্রের একটী নাম শত-ক্রতু অর্থাৎ একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে, তবে ইন্দ্রত্ব পদবী লাভ করা যায়। ইহা কিন্তু লাভ করা সহজ নহে; কারণ, অন্য কেহ এই ইন্দ্রত্ব লাভের আশায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেন।

এদিকে অসুরেরা কুমন্ত্রণা করিয়া স্বর্গলাভের জন্য বলিরাজকে অগগ্রণ্য করিয়া দেবতাদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। যুদ্ধে জয় পরাজয় সমস্তই দৈবের উপর নির্ভর করে ; কিন্তু এবার দেবতাদের পরাজয় হইল। ইন্দ্র স্বর্গ হইতে শচীদেবীকে লইয়া দেবতাগণ-সহ পলায়ন করিলেন। তাঁহারা দৈত্যদের ভয়ে ছদ্মবেশে পর্ব্বতে, কাননে অতি দুঃখের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। দৈত্যদের আর আনন্দের অবধি নাই ; তাহারা বলিকে স্বর্গের রাজা করিয়া স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। দৈত্যরা স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া মাতা অদিতির দুঃখের আর সীমা নাই। তিনি পুত্রদের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, অবিরাম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন, গৃহ-সংস্কারাদি পরিত্যক্ত হইল, অনাহারে শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার পতি কশ্যপ ঋষি তপস্যায় গিয়াছেন এইসকল দুঃসংবাদ তিনি জানিতে পারেন নাই।

কিছুকাল পরে কশ্যপ ঋষি তপস্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—আশ্রমের আর সেই শ্রী নাই। গৃহাদি সংস্কার অভাবে জীর্ণ ও মলিন হইয়াছে ; গাভী সকল আহার না পাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। দেবমাতা অদিতির বদন বিষণ্ণ ও মলিন—অজস্রভাবে রোদন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া ঋষি কাতরভাবে অদিতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অয়ি সতী ! কি জন্য আশ্রমের এই দুর্দ্দশা এবং তুমিই বা কেন এমন শোকাতুরা হইয়া রোদন করিতেছ ?" তখন দেবী বলিতে লাগিলেন —"স্বামিন্ ! আমার পুত্রসকল স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে বধূসহ অনাহারে অনিদ্রায় দৈত্যভয়ে কালাতিপাত করিতেছে। অসুরগণ স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি কি করিব—আপনি উপদেশ করুন।" এই কথায় কশ্যপ ঋষি বিষাদিত হইয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন—"সতী ! তুমি কাহাকে স্বামী বলিতেছ ? ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ, রক্ত, মাংস, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র, পরিপূরিত একটী মলভাণ্ডকে স্বামী বলিতেছ ! 'স্বামী' সেই জগত-স্বামী ভগবান্। তাঁহার আরাধনা কর ; তিনিই তোমার মনের বাসনা পরিপূরণ করিবেন।" ঋষির এই বাক্যে দেবমাতা বলিলেন—"আপনি তাঁহার আরাধনার প্রণালী বর্ণন করুন, আমি নিশ্চয়ই পুত্রের কল্যাণ-জন্য তাঁহার অর্চ্চন করিব।" কশ্যপ ঋষি বলিলেন—"আমি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত মতে একটী ব্রতের কথা বলিতেছি, তুমি সেই 'পরম ব্রত' অবলম্বন কর। বরাহ যে-স্থানে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়াছে, সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া গায়ে মৃক্ষণ

করিবে ; পরে ত্রিস্রোতা নদীর জলে স্নান করিয়া শুধু দুগ্ধ পান করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিবে। তিনি প্রসন্ন হইলে মানবের সমস্ত অভিষ্টই সিদ্ধ হয়।

অদিতি-মাতার বরলাভ ও ভগবদ্-দর্শন

স্বামীর উপদেশানুযায়ী অদিতি দেবী শুধু পয়মাত্র পান করিয়া, একাগ্র মনে হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ দিবস পরে, অদিতি-মাতার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন।

দেবমাতা দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার সম্মুখে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভুজ প্রশান্ত-মূর্ত্তি, পদ্মকেশর তুল্য পীতবস্ত্র পরিহিত, নীলেন্দিবর-লোচন, শিরে শিখিপুচ্ছ, মণি-খচিত মনোহর মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে বৈজয়ন্তী ও বনফুলের মালা ; বাহুতে কেয়ূর, পদতলে নূপুর, বক্ষে কৌস্তুভ-মণি ও শ্রীবৎস-চিহ্ন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। সাক্ষাৎ বরপ্রদ শ্রীহরিকে দেখিতে পাইয়া অদিতি-মাতা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন,—

"নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" (বিঃ পুঃ ১।১৯।৬৫)

অদিতির নয়ন হইতে অবিরত দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শ্রীহরি অদিতি-মাতাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি করযোড়ে গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন—"হে দেব! আমার পুত্রসকল স্বর্গ-রাজ্য হইতে বলির প্রভাবে বিতাড়িত হইয়া সম্প্রতি অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন—"আমার পুত্র দেবতাগণ যেন পুনরায় তাহাদের স্বর্গ-রাজ্য প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীভগবান্ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার পুত্রগণ যখন স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর হয়, তখন তুমি সুখী হও ; কিন্তু দিতি দুঃখিতা হন। আর যখন দিতির পুত্রগণ স্বর্গরাজ্য পায় তখন তিনি সুখী হন এবং তুমি দুঃখিতা হইয়া থাক। এইরূপ বিচিত্রভাব জগতে প্রতি নিয়তই দেখা যায়। অয়ি সতী! সম্প্রতি মহাবলশালী দৈত্যরাজ বলি, তাহার গুরু শুক্রাচার্য্য এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা রক্ষিত আছে। এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইবে না ; তবে আমার দর্শন কখন বিফল হয় না, আমি কালক্রমে তোমারই গর্ভে পুত্ররূপে অবতরণ করিয়া, বলি-রাজকে পাতালে প্রেরণ করিয়া তোমার পুত্রগণকে

স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর করাইব।" এই বলিয়া শ্রীহরি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এই শুভ বর পাইয়া অদিতি মাতার আর আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব

কিছুকাল পরে, অদিতি মাতা গর্ভ ধারণ করিলেন; বিষ্ণুর পরম তেজঃ সেই গর্ভে আবিষ্ট হইল। তখন দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া দেবমাতা বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার এরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আর কেহ কখনও দেখে নাই,—সকলেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রবণা-দ্বাদশী দিনে শ্রীবামনদেব আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাব-বাসরে সকলেই আনন্দে শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীকশ্যপঋষি পুত্রের জাত-কর্ম্মাদি সব করাইলেন। অদিতি মাতা পুত্রের কল্যাণে সাধু, বৈষ্ণব, দুঃখী, কাঙ্গালকে বহু কিছু দান করিলেন। পুত্রটি অতি খর্ব্বাকৃতি হইলেও তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ, মৃদু মৃদু হাসি—এই বামনরূপ দৃষ্টে সকলেই এমনকি দেবীবৃন্দও মানবীরূপ ধারণ করিয়া মস্তকে ধান্য, দূর্ব্বা দিয়া বামনদেবকে চিরজীবি হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বামনদেব ক্রমে ক্রমে হামাগুড়ি দিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পিতামাতার আর আনন্দের অবধি নাই।

শ্রীজয়দেব কবি গাহিয়াছেন—

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন পদনখনীরজনিতজন পাবন।
কেশব ধৃত "বামনরূপ" জয় জগদীশ হরে॥

—যিনি বলিরাজকে ছলনা করিবার নিমিত্ত অদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার পদধৌত জলে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, সেই জগদীশ জয়যুক্ত হউন।

ক্রমে বামনদেব সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখন উপবীত দিবার সময়, সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহা চিন্তায় পড়িলেন। হাতে অর্থ নাই কি দিয়া কি করিবেন, উপায় নাই তাই অতি সংক্ষেপে বামনদেবের উপনয়নের আয়োজন করিলেন।

আগামীকল্য বামনদেবের উপনয়ন সংস্কার। আশ্রমের প্রাঙ্গনে মহা-আয়োজন। সাধারণে প্রচলিত আছে,—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥"

মহা আড়ম্বর থাকিলেও ঋষিদের ক্রিয়ায় খাওয়ান দাওয়ান ব্যাপার লঘুই হইয়া থাকে। তাই অদ্য কশ্যপ ঋষি অজস্র ডোঙ্গা, খোলা কাটিয়া প্রাঙ্গণে ভরপুর করিয়াছেন। তিল, যব, হরিতকী, কুশ, গুড়ে আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। এমত সময়ে সহসা শ্রীনারদ ঋষিকে দেখিয়া কশ্যপ ঋষি কিছু শঙ্কিত হইলেন ; কেননা, নারদ—তিনি থাকায় কি যে হাঙ্গাম বাধান, তাহার কোন ঠিক নাই। তবু মুখে বলিলেন—"এস, এস, ঠাকুর ! অদ্য বড়ই সুপ্রভাত।" শ্রীনারদ হাসিমুখে বলিলেন—"এসব কি আয়োজন করিতেছেন ?" শ্রীকশ্যপ বলিলেন—"চুপ্‌, চুপ্‌ ! আমি দরিদ্র তাই বিশেষ আড়ম্বর না করিয়া পুত্রের উপনয়ন দিব ঠিক করিয়াছি। আগামীকল্য দিন ধার্য্য হইয়াছে। তুমি নিমন্ত্রণের ভার গ্রহণ কর ; সাবধান **তিন লোকের** বেশী নিমন্ত্রণ করিও না। তাহা হইলে আমার কুলান অসম্ভব হইবে।" শ্রীনারদঋষি অন্তর্যামী ছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন—বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীভগবান্ আসিয়া এই দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে। তিনি মনে মনে বামনদেবকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক 'হরি হরি' বলিয়া যাত্রা করিলেন। শ্রীনারদ ঋষি মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—সাক্ষাৎ ভগবানের উপনয়ন উপলক্ষে এত গরীবানা করিলে চলিবে না, তাই তিনি **তিনলোক বলিতে**—'স্বর্গ', 'মর্ত্ত', 'পাতালের' সমস্ত ত' বলিলেনই আরও উ-লোক,—ভূ-লোক,—দ্যু-লোক বলিতে কিছুই বাকী রাখিলেন না। এবং অসংখ্য বাদ্যকারীদিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পরে তিনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া মহালক্ষ্মীকেও কশ্যপ ঋষির আশ্রমে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আসিলেন ; কেননা, তাঁহার দৃষ্টিপাতে কিছুই অকুলান থাকিবে না। বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন—সাক্ষাৎ ভগবান্ বামনদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমার শিল্পকলা সবই সার্থক্ হইবে,—শ্রীভগবানের সেবার কার্য্যে তোমার শক্তি নিয়োগ কর ; অদ্য রাত্রির মধ্যেই শত শত পট, মণ্ডপ, তাবু এবং মনোহর লোকাবাস নির্ম্মাণ করিবে। ভগবদ্শক্তি-প্রভাবে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। একরাত্রি মধ্যে তুমি দ্বারকার অতুল ঐশ্বর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। বিশ্বকর্ম্মা তথাস্তু বলিলে নারদ ঋষি হৃষ্ট মনে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। (**ক্রমশঃ**)

—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ**

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই জন॥

৩৮শ বর্ষ | ২৩ ত্রিবিক্রম, বাসুদেব, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৯৩, ইং ১৫।৬।৮৬ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

ওঁ-পরব্রহ্ম-স্তব-দশকম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ে]

ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্ত্বাদ্-বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে॥ ১॥

'ওঁ' এই একাক্ষরই ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিত; এই ওঁকার, বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এইজন্যই (পর) ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। (হে পরব্রহ্মরূপী ওঁকার! তোমায় নমস্কার।)॥ ১॥

প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূর্ভুবঃ স্বরিতীর্য্যতে।
ঋগ্‌-যজু-সামাথর্ব্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ২॥

ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক,—ইহারা প্রণবরূপ ব্রহ্মে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। ওঁকার—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদস্বরূপ ; এইহেতু ওঁকাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ২ ॥

জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎ কারণ-সংজ্ঞিতম্।

মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩ ॥

যিনি জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ ও পরম-গুহ্য, সেই ওঁঙ্কার-স্বরূপ পরম-ব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

অগাধ-পারমক্ষয্যং জগৎ-সম্মোহনালয়ম্।

সংপ্রকাশ-প্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থ-প্রয়োজনম্॥ ৪ ॥

তিনি আদ্যন্ত-শূন্য, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন—তমোগুণের আধার, তিনি সংপ্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা জীবের ভোগ ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

সাংখ্য-জ্ঞানবতাং নিষ্ঠা-গতিঃ শম-দমাত্মনাম্।

যৎতদব্যক্তমমৃতং প্রবৃত্তং ব্রহ্ম-শাশ্বতম্॥ ৫ ॥

তিনি সাংখ্য-দর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় যাহাদের সংযত, তিনি তাঁহাদিগের বিবেক-জ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশরহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহাসত্বঞ্চ শস্যতে।

অবিভাগং তথা শুক্লমক্ষরং বহুধাত্মকম্॥ ৬ ॥

তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ ; তিনি আপনা হইতেই উৎপন্ন অর্থাৎ অন্য কেহই তাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান ; তিনি বিভাগরহিত ; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয়শূন্য এবং বহুস্বরূপ ॥ ৬ ॥

পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।

যদ্রূপং বাসুদেবস্য পরমাত্মস্বরূপিণঃ॥ ৭ ॥

পরমাত্মস্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার ॥ ৭ ॥

এতদ্ব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।

সর্ব্বভূতেষ্বভেদোঽসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ॥ ৮ ॥

এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগদ্বারা তিনপ্রকারে প্রতীয়-

মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্নভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন ॥ ৮ ॥

স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ম্ময়।
ঋগ্ যজুঃসামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥ ৯ ॥

তিনি ঋগ্বেদ, সামবেদ, ও যজুর্ব্বেদ-স্বরূপ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সারস্বরূপ; তিনি শরীরিগণের আত্মস্বরূপ ॥ ৯ ॥

স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং করোতি ভেদৈর্ব্বহুভিঃ সশাখম্।
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ ॥ ১০ ॥

তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনি বেদকে বহু-শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখা-রচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ এবং অনন্ত ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

তৃতীয়-ধারা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মাধিকার ও বর্ণবিচার

অধিকারনির্ণয় একটী প্রধান ন্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুইপ্রকার অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্ম্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্যকর্ম্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্যকর্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম পুণ্যরূপে করিতে যোগ্য নয়।

অধিকার বা যোগ্যতা-নির্ণয়

অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্ম ফলবান্ হইবে কিনা, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য অধিকার নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার-নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকারবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। উপদিষ্ট কর্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য্য। এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও

পুরোহিত বরণ করেন। আজকাল যেরূপ গুরু ও পুরোহিত বরণ হইতেছে, তাহা শাস্ত্রকৃৎদিগের অভিপ্রেত নয়। নামমাত্র গুরু ও নামমাত্র পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিকা-বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকেই বরণ করা উচিত। নিজ গ্রামে না মিলিলে অন্যত্র অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; কর্ম্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সহসা বোধগম্য হইবে না। পুষ্করিণী খনন একটী পুণ্যকর্ম্ম। যদি নিজহস্তে খনন করে, তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐ কর্ম্মে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করে, তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে, সেই পরিমাণই সেই কর্ম্মের অধিকার। অনধিকারীর কোন ফল হয় না এবং কর্ম্ম করিতে গেলে প্রত্যবায় হয়। বিবাহকার্য্যে

অধিকার স্বভাবগত ও অবস্থাগত

শরীরের যোগ্যতা, সংসারনির্ব্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী মানসসংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতা আবশ্যক। এইরূপ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। অধিকার দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বভাবগত অধিকার এবং অবস্থাগত অধিকার। মানবজীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,

স্বভাব-নির্ণয়

অর্থাৎ শিক্ষাকাল, কার্য্যকাল ও বিশ্রামকাল। যে কাল পর্য্যন্ত মানবগণ বিদ্যোপার্জ্জন করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষাকাল। ঐকালে গ্রন্থালোচনা, সঙ্গ ও অপরের কর্ম্মাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করিয়া যে প্রবৃত্তি যাহার প্রবল হইয়া পড়ে, সেই প্রবৃত্তিকে ঐ ব্যক্তির স্বভাব বলে। যে-বংশে জন্ম হয়, সেই বংশানুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনাক্রমে বংশীয় স্বভাব, উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্নপ্রকার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বংশব্যতিক্রম-স্বভাবও অনেক স্থলে লক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে, শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে কার্য্যকালের প্রাক্কালে যে ব্যক্তির যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাই তাহার স্বভাব। বিজ্ঞানসহকারে যাহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন। যথাঃ—

১। ব্রহ্মস্বভাব। ২। ক্ষত্রস্বভাব।
৩। বৈশ্যস্বভাব। ৪। শূদ্রস্বভাব (১)।

(১) শমো দমস্তপঃ শৌচঃ সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্র-প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

যে স্বভাব হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, সহিষ্ণুতা গুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশারাধনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই স্বভাবকে ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

১। ব্রহ্মস্বভাব

যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান, জগৎরক্ষা, জগৎশাসন ও ঈশ্বরপূজা ইত্যাদি গুণসকল নিঃসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষত্রস্বভাব বলা যায়।

২। ক্ষত্রস্বভাব

যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্যপ্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবই বৈশ্যস্বভাব।

৩। বৈশ্যস্বভাব

যে স্বভাব হইতে কেবল পরসেবা-দ্বারা নিজের উদরপালন-প্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবকে শূদ্রস্বভাব বলে।

৪। শূদ্রস্বভাব

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধরহিত, ন্যায়াচরণবিরত, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদরসর্ব্বস্ব, বিবাহবিধিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে নরস্বভাব হয় না, অতএব নরস্বভাব চারিপ্রকার মাত্র।

৫। অন্ত্যজস্বভাব

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলদ হয় না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস্ (Genius) বলে। পরিপক্ক স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থচেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাগুক্ত চারিটী স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণ-বিভাগদ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে, সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগবিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তি-মূল বিজ্ঞানজনিত এবং সে সমাজ সর্ব্বমানবজাতির পূজনীয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের

স্বভাবানুসারে বর্ণ-নির্ণয়ই বিজ্ঞানসম্মত ও আর্য্যঋষিসম্মত

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্য প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ভাঃ ১১।১৭।১৮-১৯
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥ ভাঃ ১১।১৭।২১

মানবগণ বর্ণবিধান স্বীকার করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎকর্ম্মা ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক ; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীনজাতীয় মানবসকল প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসীক হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশলপ্রাপ্ত হইয়া জগতে একপ্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞানজনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীক্‌জাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা ? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করিয়া ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্য-জাতি রোম ও গ্রীক্ জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে। কেন ? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছহত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্য-দশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে-পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয়, রোম প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্‌স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্যদ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব সে "মিলিটারী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই

সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুইপ্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে-পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমন যে-পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে-পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতিদ্বারা জলযাত্রাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সমাজও সেইরূপ অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত বর্ণ বিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার একটী অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থায়ই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে। এই জন্য ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে

বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমবিধি দূষিত

অস্বাস্থ্যনিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টা-স্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আর্য্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয় (১)। তখন এইরূপ বিধি হইল যে প্রতি

বৃত্তানুসারে ব্রাহ্মণতা নিরূপণ

ব্যক্তিই স্বভাব অনুসারে বর্ণলাভ করিবেন এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবেন। শ্রমবিভাগ-বিধি ও স্বভাব-নিরূপণ-বিধিদ্বারা জগতের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে

---

(১) আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যাং তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোহহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥ ভাঃ ১১।১৭।১০-১৩

কেবল স্বভাবদ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্ত-বংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রক-পুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ যাঁহার নাম বিতথ রাজা, তাঁহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্ম্যাশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্যগোত্রীয় সতানন্দ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে-সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারত-যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসিদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে-সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণ-ব্যভিচার

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেক দিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয় বর্ণমধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণপ্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিল। যে-ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান্ হইয়া ওঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। একদিকে কুব্যবস্থা অপরদিকে স্বদেশনিষ্ঠা, এই ভাবদ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী আর্য্যসন্তানদিগকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল।

স্বভাবহীনতাই বর্ণ বিশৃঙ্খলতার মূল

ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্য-গণ জৈনাদিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে

অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবযান ব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজেকাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল (১)। আহা! সর্ব্বজাতির শাসন-কর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমন নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণকর্ত্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কিদেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

বর্ণানুযায়ী কর্ম্মাধিকার

কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম্মে অধিকার তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া দুঃসাধ্য। আতিথ্য-সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্যসম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদপাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরহিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্ম্মযুদ্ধ, রাজ্যশাসন, প্রজা-রক্ষণ বৃহৎবৃহদ্দান প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশু-পালন ও রক্ষণ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। অমন্ত্র দেবসেবা ও অপর ত্রিবর্ণের সেবাকার্য্যে শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ দান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য, মহোৎসব, গোসেবা, জগদ্বৃদ্ধি-করণ এবং ন্যায়াচরণ, এ-সকল কার্য্যে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীপুরুষের অধিকার। পতিসেবা কার্য্যটীতে স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূলবিধি এই যে, সে

(১) গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥

আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াং স্তানুপেক্ষতানুকম্পয়া ॥

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥ ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৪০

স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য, সেই স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্ম্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নির্গুণ বৈষ্ণবগণ এ-সকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামিকৃত "সৎক্রিয়া-সারদীপিকা" আলোচনা করিবেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[সপ্তম অধিবেশন]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর]

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

আমরা সেই পরমেশ্বর বস্তুর ধ্যান করি, যিনি বাস্তব সত্য, যিনি স্বীয় ধাম—কিরণদ্বারা সর্ব্বদা বদ্ধজীবের বাসনা-কুহকসমূহ নিরাস করেন। সেই পরমসত্য পরমেশ্বরকে আমরা সকলে ধ্যান করি—একথা যিনি বলছেন, তিনি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। সকল অনুগমণ্ডলীর সহিত তিনি ধ্যান করতে প্রস্তুত হয়েছেন, একা নন। 'ধ্যেয়' বস্তুটিতে উদ্দিষ্টপদার্থের বহুত্ব নেই, একবস্তুই উদ্দিষ্ট হয়েছে; ধ্যানকারী বহু। সকল প্রকার আবরণ নিরাকৃত হলে সর্ব্বদা ধ্যানের সম্ভাবনা হয়। 'ধ্যান' শব্দে সবগুদ্ধ কোন একটী ক্ষণভঙ্গুর সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যান নয়, পরমেশ্বরের ধ্যান। পরমেশ্বরের ধ্যান আর তাঁর অধীন বশ্যবস্তুর ধ্যানে ভেদ আছে। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর ধ্যান সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যানের ন্যায় নয়, এগুলি ভোগ্য, আর তিনি সেব্যপদার্থ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা পূর্ণভাবে সেবা করার বিচার ধ্যানে আছে। ধ্যাননিষ্ঠা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বহির্জ্জগতের অধিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হলে উহা বিপর্য্যস্ত হয়। ধ্যান পূর্ণবস্তুর হওয়া দরকার, যেখানে ধ্যেয় বস্তুর অপূর্ণতা আছে, সেখানে ধ্যানেরও অপূর্ণতা। সেইটাকে পূরণ করার জন্য

যজ্ঞ ও অর্চ্চন-বিধি। কিন্তু কীর্ত্তনমুখে ধ্যানের পরিপূর্ণতা হয়ে থাকে। সেই ধ্যেয়বস্তু কেবল বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎটুকু মাত্র নয়। জগৎটা নশ্বর আর বৈকুণ্ঠ নিত্য—নিরস্তকুহক সত্যবস্তু। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষধিক্কারী ধাম প্রকাশিত না হলে ধ্যানের পূর্ণতা হয় না, আংশিক স্মৃতিমাত্র উদিত হয়। ধ্যেয়বস্তুটি—পরমেশ্বর। 'পরমেশ্বর' বলতে গেলে শক্তিপরিণত ত্রিগুণান্তর্গত ভোগ্য জগৎ বা জগতের প্রভুমাত্র জ্ঞানটীতে আবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। তাহলে জগন্নাথবস্তু পরমেশ্বর হতে পৃথক হয়ে যান। জীবনের মলিন ধারণায় যে জ্ঞান, তা অপূর্ণ ধর্ম্মযুক্ত। সেজন্য সম্বন্ধজ্ঞানবিচারে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ-ব্যাপার যাঁ হতে অন্বয় ও ব্যতিরেক ক্রমে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেই শক্তির পরিচয়টুকু নয়; ইহা গৌণীশক্তি। যেখানে চেতনজগতের প্রাকট্য, নিত্যত্ব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সেই আনন্দরসধাম—বিচিত্রতা-যুক্ত লীলাময়ের ধাম ইহজগতের বিচারদ্বারা বোধগম্য নন। মানব-জ্ঞানের বিচারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। অল্প হতে বৃহৎ-এর দিকে ধাবমান হবার বিচারমাত্র আছে; কিন্তু যিনি নিজশক্তিদ্বারা বৃহৎকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতায় পরিণত করতে পারেন, তাঁর কথা জগতের লোক জানে না। বড়টাকে সঙ্কোচ করে মাধ্যমিকতায় অবস্থান করার শক্তি তার আছে। জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠতার অভাব হবে বিচার করে যাঁরা ভগবানের তাদৃশ শক্তি অস্বীকার করেন, তাঁরা ভগবানকে অবজ্ঞা করেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

যে-সকল জড়রস কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত, তিনি তার গম্যপদার্থমাত্র হলে আমাদের গ্রাহ্যবস্তু হয়ে যান; কিন্তু তিনি ভূমা, অধোক্ষজ হলেও সেই ধর্ম্মের সুবৃহত্ত্বকে সঙ্কোচ করার শক্তি তাঁর আছে। সেই মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্মত্ব বা পরমাত্মার ব্যাপকতা বড় জিনিষ নয়। ঐশ্বর্য্যের বৃহত্ব তাঁতে মলিনতা লাভ করে, তিনি এমন মাধুর্য্যময় বস্তু। 'ঈশ্বর' শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বুঝালে 'পরমেশ্বর' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। ভগবান্ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। তাঁরই রচিত এই বিশ্ব, এতদ্ব্যতীত আর কোন জগৎ নেই, এরূপ মানব-ধারণায় খণ্ডধর্ম্ম বা অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান। বিচারে মূঢ়তাহেতু 'পরংভাব' জানার যেখানে অভাব লক্ষিত হচ্ছে, সেখানে জড়তাকে আশ্রয় করে মিশ্র-চেতনধর্ম্মে অবস্থান। গৌণীশক্তি—মায়াশক্তিপরিণত জগতের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয়ে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতার প্রাধান্য-জ্ঞাপন সম্বন্ধজ্ঞানের পরিচয়ে আদিশ্লোকে লক্ষ্য করি।

'বিশ্ব' বলে যে জিনিষ, মানব যার ভোক্তা অভিমান করছেন, সেটুকু তাঁ হতে উদিত, তাঁতে অবস্থিত এবং কিছুদিন পরে নশ্বরতা-ধর্ম্মবশে পরিবর্ত্তিত বা নষ্ট হয়ে যায়।

এটা কর্ম্মভূমিকা, কর্ম্মের প্রাধান্য ইহজগতের ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করেন। কর্ম্ম অপেক্ষা নৈষ্কর্ম্যবাদ উচ্চ, আর্থিক সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব জ্ঞানের উচ্চসীমায় নয়, পারমার্থিকগণের বিচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা কর্ম্মের নশ্বরতা অবগত আছেন।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

লৌকিক ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বক্ দ্বারা যেটি নির্ণয় করে, তদ্দ্বারা আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা-বিচারে সুখ-দুঃখ অনুভব করি। তাতে দুঃখবর্জ্জন ও সুখ আবাহন করার দরকার হয়। সুখানুভূতি কিরূপে হয়? তজ্জন্য জ্ঞানলাভের বাসনায় বৃহত্ত্বধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক বৃহত্ত্বের বিচার অপেক্ষা মাধুর্য্যই শ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণবিকাশ-লাভের প্রয়োজনীয়তাকেই মাধুর্য্য বলে। হ্লাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যে যৎসামান্যরূপে আছে। 'আমি ভোক্তা' এই বিচারে যে আনন্দসংগ্রহ-পিপাসা আমাতে আসে, সেটা হ্লাদিনী-শক্তি ন্যূনাধিক বিপন্ন হলে হয়; কিন্তু যাঁর হ্লাদিনী, তাঁর সংযোগে সেবা-বৈচিত্র্যেই হ্লাদিনীর পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মেপে নেওয়া ধর্ম্ম জড়জগতে সংশ্লিষ্ট, তা হতে উদ্ধার পাওয়া চাই। 'আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য'—এই বিচারে পরবঞ্চনা অবস্থিত। অন্যের ভোগ আমার দিকে আসুক—এইটিই পরবঞ্চনা। পূর্ণ ভোগগ্রহণ-ক্ষমতা বাস্তববস্তুতে আছে। তাঁতেই সকল বস্তু গিয়ে পৌছুক,—এই বিচার হলে 'আমি ভোক্তা' এরূপ অভিমান দূর হয়। আমাদের পরীক্ষার জন্য—মঙ্গলের জন্য বিশ্বদর্শন। 'আমি ভোক্তা নই'—এবিচার পশুরা করতে পারে না, শুদ্ধ-ভক্তি থাকলে মানবই করতে পারে। অন্যান্য লক্ষ লক্ষ জীব পরমেশ্বরের ধ্যানের অভাবে ন্যূনাধিক পশুধর্ম্মবিশিষ্ট। তারা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে অসমর্থতার কারণ যা, তাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কিন্তু পরম করুণাময় বিগ্রহের হ্লাদিনীর কৃপা হলে মাধুর্য্যমূর্ত্তির পরম পরাকাষ্ঠা উপলব্ধির বিষয় হয়। এজন্য 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রভু যে পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন, তাতে জানি যে, তিনি পরম করুণা-বশতঃ স্বভক্তিশোভা বিতরণ করেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করে মঙ্গলবিধান করুন। সেই মঙ্গলটি কর্ম্মপথ বা কর্ম্মবন্ধ মাত্র

নহে। কর্ম্মের পরিণাম আছে। কর্ম্মে লভ্য বস্তু পরিণাম-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাকে রক্ষা করতে পারি না, চলে যায়। কিন্তু আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরে তার ফল-ভোগ করতে বাধ্য হই। পরবঞ্চনাদ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, পরমাত্মায় কৈবল্য লাভ করা—এই সকল সংকীর্ণ চেষ্টা হতে শ্রীচৈতন্যদেব মানবজাতিকে পরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও উন্নত করেছেন—ভাগবতের ব্যাখ্যা করে।

বিশুদ্ধ হ্লাদিনীশক্তিতে যে লীলার কথা, তা জগতে মেপে নেওয়া ধর্ম্মযুক্ত লোকের ধারণায় কদর্য্যাকারে পরিণত হয়েছে। নিজভোগজনিত কদর্য্যতা আছে দেখে তারা পরমপবিত্র পূর্ণতম কৃষ্ণলীলায়ও কদর্য্যতার আশঙ্কা করে। এমন কি, ভাগবতে তারা শ্রীরাধিকার নাম পর্য্যন্ত দেখতে পায় না। বাসনার দাস, কামুক, ঘৃণিত জীব কৃষ্ণের নিকট যেতে পারে না বা তাদের কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হয় না। তারা মনে করে, কৃষ্ণকে বঞ্চনা করে ভোগ করব, কিন্তু ভোগ করতে পারে না। ছায়াতে বস্তু-ভ্রান্তি করে যে কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্ম্য—জ্ঞানচেষ্টা, তাতে মঙ্গল হয় না। বুদ্ধিমান লোক এরূপ বিপদে পড়েন না। জ্ঞেয়পদার্থ বিশ্ব, বিশ্ব জ্ঞাতা বা বিশ্বই জ্ঞান—এই সংকীর্ণ ধারণায় যারা আবদ্ধ, তাদের জন্য বলেছেন, এটা বৈকুণ্ঠধামের ছায়ামাত্র। বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রতিফলিত জগতে ভগবৎসেবা-বিমুখতাবশতঃ জীব অনিত্য ভোগ-ধর্ম্মে অবস্থিত। তাতে মঙ্গল নেই। বৈকুণ্ঠ-সহ জগতের সৌসাদৃশ্য থাকলেও সেখানে নিত্যধর্ম্ম, এখানে অনিত্যতা—তাৎকালিক বর্ত্তমানতা মাত্র। অসংখ্য দর্শনশাস্ত্রে কপটতা বা অবিবেচনার কারণবশতঃ মুগ্ধ হওয়ায় ভগবানের পরমভাব বুঝতে পারে না। তারা বিমূঢ় জানতে হবে। এই মূঢ়তা অপসারিত করে সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদান-জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অবতারণা।

ব্যতিরেকভাব কি? অবরতা, নশ্বরতা, অনুপাদেয়তা কর্ম্মাগ্রহিতা, পরিচ্ছেদ-জন্য অমঙ্গল প্রভৃতি। এগুলি এখানে আছে, এগুলিকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে না। মূঢ় মায়াবাদিগণ ভগবদ্বস্তুই মহেশ্বর, এটা জানে না বলে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের এমন ব্যাখ্যা করে যে, জগতের বিচিত্রতারই জন্মদাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও বিনাশকর্ত্তা তিনি এবং সেইরূপ ধারণায় বিষ্ণুতত্ত্বকে নিম্নস্তরে স্থাপন করে। কিন্তু সেই মতবাদ ধ্বংস করবার জন্য—নির্ব্বিশেষ-বাদকে নিরাস করবার জন্য ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' শ্লোকের অবতারণা। বৈকুণ্ঠ হতে অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য এতে (এই বিশ্বে) এসেছে। আর উহার

বৈকুণ্ঠের বিপরীত ধর্ম্ম 'ইতরতঃ' এতে আছে। এখানে দুঃখ, চেতনাভাব, মূর্খতা প্রভৃতি আছে। এখানকার ভোগময়ী চেষ্টায় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে অবগত হই, মূর্খ না থেকে পণ্ডিত—সব বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে যাই, ভগবৎসেবাবিমুখের ভেতর থেকে এরূপ প্ররোচনা হয়। ভগবানের সৃষ্টি-হিসাবে এখানে যে বিচিত্রতা, তার মূল—নিত্য জন্মস্থান বৈকুণ্ঠে, সেখানে বিচিত্রতা পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। তাঁতে অজ ও অনজ-ধর্ম্ম যুগপৎ বর্ত্তমান। নির্ব্বিশেষবিচারে তাঁর উরুক্রমত্ব, অধোক্ষজত্ব ধ্বংস করে নাস্তিকতার প্রকার-ভেদকে ধর্ম্ম বলে চালাবার চেষ্টা, মেপে নেওয়া ধর্ম্মের অবরতা তাঁতে আরোপ করব, এরূপ ধৃষ্টতা ভক্তিবিরোধী মনুষ্যের এসেছে। সেখান হতে এখানের তফাৎ কি? সেখানে সচ্চিদানন্দ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান; সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনীর নিত্য প্রাকট্য। এখানে পরিণাম—বিকারযুক্ত ধর্ম্ম গুণত্রয়ের অধীন, সুতরাং এটা 'ইতরতঃ' জাত॥ সেখানে বিনাশ-ধর্ম্ম, অবরতা প্রভৃতি দোষের আরোপ নেই। সেখানকার সবই নির্দ্দোষ, এখানকার বিচিত্রতা দোষযুক্ত।

"অর্থেষ্বভিজ্ঞ"—'অর্থ' শব্দে বিষয়। অর্থাৎ বিষয়কে 'অর্থ' বলে। 'অর্থেষু' বহুবচনের পদ। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের কাঙ্গাল বলে সমগ্র অর্থে অভিজ্ঞতা হয় না; কিন্তু তিনি সকল প্রয়োজনেই অভিজ্ঞ—সর্বতো-ভাবে জ্ঞাতা। আমি কামক্রোধের দাস, অনভিজ্ঞ। আর তিনি কাল-ক্ষোভ্য বিকারী অপূর্ণ জগতের জ্ঞানে মাত্র আমার মত পণ্ডিত নন। সেখানে কেবল উপাদেয়তা আছে, অবরতা বা ঘৃণার বস্তু নেই। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতায় তিনি অভিজ্ঞ, তিনিই মূল জ্ঞাতা, সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা। আমরা অনভিজ্ঞ, ভ্রান্ত, বিবর্ত্তবাদী হয়ে অহংগ্রহোপাসক হয়ে যাই। সেরূপ বিচারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আমি সেই বস্তু নই, সেইজাতীয় বস্তু; অণুসচ্চিদানন্দ আমরা, অণুতানিবন্ধন আমাদের আধ্যক্ষিকতা; বদ্ধ ও বিমুক্ত হবার যোগ্যতা আমাদের আছে। জীবের মঙ্গল তিনি করেন। যার মঙ্গল করেন, তাকে এজগতের বাহাদুরীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না।

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৬৩ পৃষ্ঠার পর]

অমরসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের হস্তে পতিত হওয়ায় তিনি কেবলমাত্র তাঁহার 'কোষ-গ্রন্থ'খানি রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় গ্রন্থই দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহার সুরক্ষিত সেই অমরকোষেই বুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি—

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তামুনিঃ" (৬) "শাক্যমুনিস্তু যঃ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥" (৭)

উক্তশ্লোকে 'সর্ব্বজ্ঞঃ' হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত ১৮টী নাম বুদ্ধ অর্থাৎ (৬) আদি-বুদ্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (৭) "শাক্যমুনিস্তু" হইতে "মায়াদেবী-সুতশ্চ সঃ" পর্য্যন্ত শাক্যসিংহ বুদ্ধকে বুঝাইতেছে। উক্ত অষ্টাদশ নামে পরিচিত বুদ্ধ ও পরের সপ্তনামে পরিচিত বুদ্ধ কখনও এক নহেন। এই সম্পর্কে শ্রীল রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আলোচ্য। আমি তাঁহার প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উক্ত শ্লোকত্রয়কে চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত একটী ভাগ এবং অবশিষ্টাংশ আর একটী ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বর্গবর্গে '৬' ও '৭' সংখ্যাদ্বয়ে টীকা করিয়াছেন। ৬ সংখ্যা যথা—

"মুনিঃ পর্য্যন্তম্ অষ্টাদশ বুদ্ধেঃ।"

অর্থাৎ 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দ হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত বুদ্ধবাচক। সুতরাং **সুগত-শব্দও বিষ্ণুবুদ্ধ-বাচক**। এবং ৭ সংখ্যার টীকা যথা—

"এতে সপ্ত শাক্যবংশাবতীর্ণে **বুদ্ধমুনি বিশেষে**" অর্থাৎ 'শাক্যসিংহ' শব্দ হইতে "মায়াদেবী সুতশ্চ" পর্য্যন্ত ৭টী শব্দে শাক্যবংশাবতীর্ণ **শাক্যসিংহ মুনি বা বুদ্ধমুনিকে** বুঝায়। উক্ত শ্লোক ও টীকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, **সুগত বুদ্ধ ও শূন্যবাদী মুনিবুদ্ধ এক নহেন**। এস্থলে পাঠকবর্গকে মাননীয় Mr. CAREY সাহেব-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও Mr. H. T. COLE-BROOKE মহাশয়ের ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'অমরকোষ'

গ্রন্থ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। ঐ গ্রন্থের (২) ও (৩) পৃষ্ঠায় বুদ্ধ শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ২ পৃষ্ঠায় Marginal note-এ প্রথমোক্ত অষ্টাদশ নাম সম্বন্ধে "AJINA Or BHUDHA" এইরূপ লিখিত আছে এবং শেষের নাম সপ্তকের Marginal note-এ 'BUDDHA' এইরূপ লিখিত হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত বুদ্ধ শব্দটির (b) Foot note-এ লিখিয়াছেন, (b) The founder of the religion named from him. Mr. H. T. Colebrooke যে যে টীকা অবলম্বন করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাননীয় রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা ব্যতীত আরও পঞ্চবিংশতিটী টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না। গৌতম বুদ্ধই বাহ্যাত্মবাদ ও শূন্যবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। **'সুগত'-বুদ্ধে ঐরূপ নাস্তিকতা প্রকাশ পাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।** শূন্যবাদী সিদ্ধার্থ কপিলবংশের গৌতম মুনির শিষ্য; তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম 'গৌতম'। "গুরু গোত্রাদতঃ কৌৎসাস্তে ভবন্তি স্ম গৌতমাঃ"—সুন্দরানন্দ-চরিত।

অপর বৌদ্ধ-গ্রন্থোক্ত দুই বুদ্ধ

বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অর্থাৎ **শঙ্করের** আদৃত অমরকোষ ব্যতীত **'প্রজ্ঞাপারমিতা** সূত্র', 'অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র', 'শতসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র', 'ললিত-বিস্তার' প্রভৃতি আলোচনা করিলেও আমরা মনুষ্য-বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ ও আদি-বুদ্ধ,—**এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধের কথা জানিতে পারি। মনুষ্য-বুদ্ধ মধ্যে গৌতম একজন। ইনি জ্ঞান-লাভের পর 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধের মধ্যে সমন্ত-ভদ্রকে উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষ কথিত ভগবান্ বুদ্ধের অপর নাম 'সমন্ত-ভদ্র' এবং 'গৌতম' মনুষ্য-বুদ্ধ।** অমরকোষোক্ত অবতার বুদ্ধের অষ্টাদশ নাম ব্যতীত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আরও অনেক বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ললিতবিস্তার'-গ্রন্থের ২১শ অধ্যায়ে ১৭৮পৃঃ লিখিত আছে, পূর্ব্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম-বুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিলেন।

"এষ ধরণীমুণ্ডে পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ"
সমর্থ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা দৃষ্টিজালঞ্চভিত্বা-
শিব বিরজমশোকাং প্রাপ্স্যতে বোধিমগ্র্যাম্॥"

উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাক্যবুদ্ধ পূর্ব্ববুদ্ধের আবির্ভাব স্থানকে তাঁহার সিদ্ধির অনুকূল হইবে মনে করিয়া সেই স্থানে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া তপস্যা করেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম 'বুদ্ধগয়া', প্রাচীন নাম 'কীকট'। এইস্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এখনও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গিরি-সন্ন্যাসীগণের অধিনায়কত্বে সেবিত হইতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, বুদ্ধগয়া স্থানটী "পূর্ব্ববুদ্ধ" বা আদিবুদ্ধ বা বিষ্ণু-বুদ্ধেরই আবির্ভাব-স্থান। এই স্থান শাক্যসিংহ বুদ্ধের মুক্তি লাভের উপাসনা-ক্ষেত্র মাত্র। **ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে,—প্রাচীন 'অবতার-বুদ্ধ' ও বর্ত্তমান 'গৌতম বুদ্ধ' এক নহেন।**

'লঙ্কাবতারসূত্র' একখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতেও যে বুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়, তিনি এই শাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই লঙ্কাধিপতি রাবণ জিনপুত্র ভগবান্ পূর্ব্ব-বুদ্ধকে এবং ভবিষ্যতেও যে যে বুদ্ধ বা বুদ্ধসুত আবির্ভূত হইবেন তাঁহাদিগকেও স্তব করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

অথ রাবণো লঙ্কাধিপতিঃ তোটকবৃত্তেনানুগায্য পুনরপি গাথাগীতেন অনুগায়তি স্ম।........

লঙ্কাবতারসূত্রং বৈ পূর্ব্ববুদ্ধানুবর্ণিতম্।
স্মরামি পূর্ব্বকৈঃ বুদ্ধৈর্জিনপুত্রপুরস্কৃতৈঃ॥ ৯॥
সূত্রমেতন্নিগদ্যতে* ভগবানপি ভাষতাম্।
ভবিষ্যন্ত্যনাগতে কালে বুদ্ধা বুদ্ধসুতাশ্চ যে॥ ১০॥

—[লঙ্কাবতারসূত্রম্—Ist Eddn. Fasc I—by S. C. Das, C. I. F. & S.C. Acharyya Vidyabhusan, M. A. ; M. R. A. S. ; Published by the Buddhist Test Society of India under the patronage of Government of Bengal. Printed at the Government Press in January, 1900.]

অঞ্জনসুত বুদ্ধ ও শুদ্ধোদন বুদ্ধ পৃথক্

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা বৈষ্ণবগণই বুদ্ধের প্রতি অধিক সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-গণকেও বৌদ্ধ বলা হউক। এইস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, লিঙ্গ পুরাণ,

* 'নিগদ্যতে'-শুদ্ধ পাঠ হইবে।

ভবিষ্য পুরাণ, বরাহ পুরাণোক্ত দশাবতার-বর্ণনে নবম অবতার-স্বরূপ যে বুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি শুদ্ধোদনের পুত্র শূন্যবাদী বুদ্ধ নহেন। বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদীর পূজক নহেন। তাঁহারা "নমো বুদ্ধায় **শুদ্ধায়** দৈত্য-দানব-মোহিনে" (শ্রীভাগবত ১০।৪০।২২) বলিয়া শ্রীবুদ্ধদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না **'জনসুতঃ' 'কীকটেষু' ভবিষ্যতি ॥"** (ভাঃ ১।৩।২৪)

এই শ্লোকে যে বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি **'অঞ্জনের পুত্র'**, মতান্তরে 'অজিনে'র পুত্র এবং **'কীকট নামক স্থানে'** অর্থাৎ গয়া-প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

"বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞ্জনস্য সুতঃ। অজিতসুত ইতিপাঠে অজনিনোঽপি স এব। **'কীকটেষু' মধ্যে গয়া-প্রদেশে।"**

অদ্বৈতবাদিগণ ভুলবশতঃই হউক বা যে-কোনও কারণেই হউক, শ্রীধরস্বামীপাদকে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি মায়াবাদিগণের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। তিনি বলেন—অঞ্জনসুত-বুদ্ধ ভাগবত-সম্প্রদায়ের পূজ্য এবং গয়া-প্রদেশে তাঁহার জন্মস্থান। কলির সম্যক্ আগমনকালে বা প্রারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব হয়। নৃসিংহ-পুরাণে ৩৬ অধ্যায়, ২৯ শ্লোকে এইরূপ আছে; যথা—

"কলৌ প্রাপ্তে যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণ-প্রভুঃ।"

ইহা হইতেও জানা যায়, ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ন্যূনকল্পে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, জ্যোতিষের মতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার জন্মদিন সম্বন্ধে নির্ণয়-সিন্ধুর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপ আছে।—

"জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধজন্ম ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইবে। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বুদ্ধের পূজা সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"পৌষ শুক্লস্য সপ্তম্যাং কুর্য্যাৎ বুদ্ধস্য পূজনম্।"

অর্থাৎ পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বুদ্ধদেবের পূজা করিবে। বুদ্ধ সম্বন্ধে উক্ত প্রকার পূজা, নমস্কার এবং অর্চ্চনবিধি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা বিষ্ণুর

নবম অবতার বুদ্ধকেই লক্ষ্য করিতেছে। বিষ্ণু-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বহুস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। 'দেবী-ভাগবত'-নামক একখানি আধুনিক গ্রন্থে ও 'শাক্তপ্রমোদ'-গ্রন্থেও জনৈক বুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; তিনি শাক্যসিংহ-বুদ্ধ—বিষ্ণু-বুদ্ধ ন'ন। দেবদেবী-সেবকগণ অথবা পঞ্চোপাসকগণ শূন্যবাদী শাক্যসিংহ-বুদ্ধের যদি কোন পূজা ও সম্মানাদি করেন, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভাগবতগণের কিছু আসে যায় না। মোক্ষমূলার (Maxmuller) মতে শাক্যসিংহ-বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ (?) অব্দে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী বনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কপিলাবস্তু নগর নেপালের নিকটবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। গৌতমের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য। অঞ্জনের পুত্র এবং শুদ্ধোদনের পুত্র—উভয় পুত্রের নাম এক হইলেও ব্যক্তিত্বে এক নহেন। একের আবির্ভাব ক্ষেত্র কীকট-প্রদেশে গয়া—যাহা 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রসিদ্ধ, অপরের জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগর। সুতরাং বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব-স্থান ও তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি সমস্তই গৌতম-বুদ্ধের জন্মস্থান ও পিতামাতা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ ধারণায় যাহাকে 'বুদ্ধ' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ ন'ন। আচার্য্য শঙ্করের এ-সম্বন্ধে যে বিচার তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। অবশ্য ঐতিহ্যমূলক বিচারের মধ্যে এইরূপ মতভেদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। তথাপি গুরুতর বিষয় লইয়া নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বুদ্ধের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন একপ্রকার এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত ও বিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি পূজা ও সম্মান জ্ঞাপন অন্য প্রকার। সে যাহা হউক, আমার বিশ্বাস—পাঠকবর্গ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বুদ্ধ একজন নহেন—ইহা বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হইল। শাক্যসিংহ-বুদ্ধ ও অবতার-বুদ্ধ সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও অংশে হয়ত সাম্যও ছিল, তথাপি এক বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

বিরোধ ও মিলন

পরিপূর্ণ আনন্দময়ের সন্তান জীব প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় আনন্দের অনুসন্ধানকারী। আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য অসংখ্য মত-বৈষম্য ও সাধ্য-সাধন-বৈচিত্র পরিদৃষ্ট হয়। আনন্দের অনুসন্ধান নিজসুখপরতা বা নিজজন-সুখপরতারূপ ক্ষুদ্রগণ্ডিতে সীমা বিশিষ্ট থাকে, তখন শত-সহস্র সুখানুসন্ধানের সুকৌশল আবিষ্কৃত হইলেও পরিণামে সুখের পরিবর্ত্তে অসীম অনন্ত দুঃখের সাগরই উদ্বেলিত হইতে থাকে। বহির্ম্মুখ জীব সুখোৎপাদনের বা সুখপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণরূপে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে নিরূপণ করিয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ কনককেই সর্ব্বসুখের আকর বলিয়া বিবেচনা হয়। পৃথিবীতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই—প্রত্যেকেই প্রাণপণে সর্ব্বপ্রযত্নে কনক সংগ্রহে ব্যস্ত। কনকের নেশা মনুষ্যমাত্রকেই পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কনক সংগ্রহের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেও ত্রুটী হইতেছে না। মানবমাত্রেরই বিচার —যে-কোন উপায়ে হউক, কনক সংগ্রহ করিতেই হইবে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র কি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন—কনক কেবল ভোগের জনক, সেটী কলির আবাস-স্থল। কলিকর্ত্তৃক নিজস্থান নির্দ্দেশের প্রার্থনায় পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তিতে জ্ঞাত হওয়া যায়,—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥

রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার বাসের উপযোগী চারিটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—যে-স্থানে দ্যূত অর্থাৎ অবৈধ ক্রীড়া, পান অর্থাৎ মদ্যাদি সেবন, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ অথবা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি এবং জীব-হিংসা বিদ্যমান, সেই চারিটী স্থানে তুমি বাস করিবে।

উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও কলি পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ মহারাজ তাহাকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ জন্য কাম, রজোমূলা হিংসা—এই চারিটী স্থান এবং পঞ্চম শত্রুতারূপ স্থানটী প্রদান করিলেন।

উপর্যুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোক হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এক সুবর্ণের মধ্যে যাবতীয় মিথ্যারূপ পাপ, দুষ্পার অহঙ্কার, দুর্দ্দমনীয় কাম, রজোসম্ভূত হিংসা ও শত্রুতার অশেষবিধ কারণ একত্রে বিদ্যমান। তাহা হইলে অশেষবিধ অশান্তি ও অনর্থের কারণরূপ এই সুবর্ণে শান্তি বা সুখ কোথায়? শত্রুতারূপ মহাবিরোধেরও কারণ এই সুবর্ণ।

নিজ নিজ শান্তি সকলেই চাহে। বিরোধ বা অশান্তি কেহই চাহে না; কিন্তু যে-স্থানে স্ব-সুখ কামনা বর্ত্তমান, সেখানে নিজস্বার্থচিন্তা প্রবল হওয়ায় একের স্বার্থে অপরের স্বার্থহানি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বিরোধও অবশ্যম্ভাবী। বাহ্যতঃ বিরোধ কেহ না চাহিলেও অপস্বার্থপরতার ইহাই স্বরূপ যে, সে প্রতি-মূহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্যে, স্বার্থহানিতে ও স্বার্থহানির আশঙ্কায় অপরকে প্রতিপক্ষ-জ্ঞানে তাহার সহিত বিরোধের সৃষ্টি করিবেই করিবে। কনক এই বিরোধিতার একটী প্রধান কারণ। কনকে সকলেরই লোভ থাকায় একের কনকে অপরের লোভ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বিরোধও অবশ্যম্ভাবী। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কনক জগতে প্রীতি বা মিলনের কারণ না হইয়া অশান্তি বা বিরোধেরই জনক।

শান্তি বা সুখের দ্বিতীয় স্থান কামিনী। এই সর্ব্বসুখের মূলাধার বলিয়া পুরুষমাত্রেরই নিকট প্রতিভাত। জীবমাত্রই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শরূপ পঞ্চতন্মাত্রার প্রত্যেকটীর প্রতি আকৃষ্ট। সেই পঞ্চপ্রকার তন্মাত্রা বা আকর্ষণ যে স্থানে একাধারে বিদ্যমান, তাহাতে যে প্রাণীমাত্রই সহজে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সেই আকর্ষণের মূলে কি প্রকৃত কল্যাণ, প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত শান্তির কোনপ্রকার অস্তিত্ব বিদ্যমান? শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন—না না, প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত শান্তি তথায় নাই; সেখানে আছে কেবল মোহ ও বন্ধন, সেখানে আছে কেবল বিরোধের আগার।

> ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
> যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

স্ত্রীসঙ্গে বা স্ত্রী-সঙ্গীর সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা সেই প্রকার মোহ ও বন্ধন হয় না।

শুধু তাহাই নহে, স্ত্রীসঙ্গে বা স্ত্রীসঙ্গীর সংসর্গে মানবের মনুষ্যোচিত যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তখন আর থাকে না, মনুষ্য তখন পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো-ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়া মৃগেষু চ ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

যোষিৎ সঙ্গজ কুফলের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার সততা, বাহ্যভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ বিষয়ে মতি, লজ্জা, ধনধান্য লক্ষণা অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্ত ভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ যোষিৎ-সঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ়ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।

শুধু ইহাই নহে, বর্ত্তমান জগতে অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে যে, এই যোষিতে অত্যাসক্তি ও প্রলোভনের কারণ হইতেই অশান্তি ও বিরোধিতার দাবাগ্নি অহরহ প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। এই কারণে কামিনীও জগতে শান্তি ও মিলনের কারণ না হইয়া পরিণামে অশান্তি ও বিরোধেরই কারণ হইয়া উঠিতেছে।

তৃতীয়তঃ প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার নেশা অত্যন্ত দুর্ব্বার। এই প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। প্রতিষ্ঠার প্রবল পিপাসায় মানব নীচের সেবাতেও কুণ্ঠিত হয় না। প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আশায় মানব বহু কষ্টে অর্জ্জিত প্রাণতুল্য অর্থকেও অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি এই প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকেও পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই প্রতিষ্ঠার গৌরব বা অস্তিত্ব কতক্ষণ? অনন্তকালের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডে দুই চারিদিনের জন্য দুই চারিজন লোকের মধ্যে তাহা সীমাবিশিষ্ট। তদুপরি শাস্ত্র ও মহাজনগণ জড়ীয় প্রতিষ্ঠার আদৌ সম্মান করেন নাই। পরমার্থ জগতে জড়ীয় সম্মান শৌকরী বিষ্ঠার ন্যায় নিন্দনীয় ও থুৎকারের বিষয়। এতাবত নিন্দনীয় যে প্রতিষ্ঠা সেটীও সংগ্রহ করিতে পুরুষকে স্বীয় অর্থ সামর্থ্য, বুদ্ধিবল সকলই নিয়োগ করিতে হয়, এমন কি অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলে প্রবল বিরোধিতার ও আবাহন করিতে হইয়া থাকে। এবম্প্রকারের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের দ্বারা দেখা

যাইতেছে মানবের পরিণামে দুঃখ, অশান্তি ও বিরোধীতাই সার হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও এই শৌকরী বিষ্ঠাতুল্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন করেন না।

উপর্যুক্ত বিষয় হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, কণক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এজগতে ভোগ সুখেরই কারণরূপে সর্ব্বসাধারণেব নিকট বিবেচিত হইতেছে; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব স্বসুখ-কামনার বশবর্ত্তীতায় কণক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হইবে ততক্ষণই ঐ তিনটী প্রকৃত সুখ বা শান্তির কারণ না হইয়া নানাপ্রকার অশান্তি ও বিরোধেরই কারণ হইবে। অপরপক্ষে যখন এই তিনটি নিজ ভোগকামনায় নিয়োজিত না হইয়া কণকের দ্বারা কণকের একমাত্র মালিক মাধবের সেবার ব্যবস্থা হইবে, তখন কণক কলির নানারূপ বিষম অশান্তি ও বিবাদ বা বিরোধের কারণ না হইয়া ইষ্ট-যুগলের মহামিলনের শান্তিসৌধের পথপ্রদর্শক হইবে।

কামিনীকে নিজ ভোগ্যারূপে দর্শন না করিয়া সকলের একমাত্র কান্ত শ্রীযাদবের কান্তারূপে দর্শন করিতে পারিলে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষভাজন হইয়া অশোক-অভয়-অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণধামে গমন-সৌভাগ্য লাভ হইবে। তথায় সপরিকর শ্রীগোবিন্দের সহিত মহামিলনের সৌভাগ্যাতিশয্য লাভ হইবে।

প্রতিষ্ঠার বিশ্লেষণে শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণভক্তরূপ খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠাকেই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাঁহার জাগতিক সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠাকে শৌকরী বিষ্ঠাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্তরূপ মহান প্রতিষ্ঠা পদবীর অধিকারী হইতে পারিবেন, তিনিই জগতে সকলপ্রকার অশান্তি ও বিরোধের মূলনাশ করিয়া পরাশান্তি ও শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মহামিলনের ভাগী হইতে পারিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৩৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও তল্লীলা-ধাম-পরিকরবৈশিষ্ট্য ডক্টরেট্ বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যে লাভ করা যায় না, যেহেতু ইহা আত্মবিদ্যা, জড়বিদ্যা নহে—ইহা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩)

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন এবং তিনি যাঁহাকেই নিজের আশ্রিতরূপে গ্রহণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকেই লাভ করিতে সক্ষম হন।

বিদ্যা দুইপ্রকার—আত্মবিদ্যা ও জড়বিদ্যা। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, সা পরা চাপরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা চ পরা। জড়বিদ্যাদ্বারা প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ ও তল্লীলা-পরিকর বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ হয় না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জড়বিদ্যা বা প্রাকৃতবিদ্যায় পারঙ্গত হইতে পারেন। কিন্তু আত্মবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার না থাকিলে তাঁহাদের শিক্ষায় শ্রীভগবজ্ জ্ঞান লাভ হয় না। ভগবজ্ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তত্ত্বদর্শী মায়ামুক্ত শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমিধ-উপহার হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও ব্রহ্মতত্ত্বে নিষ্ঠাযুক্ত শ্রীগুরুর সমীপে সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ নিষ্কপট শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে গমন করিবেন।

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। (কঠ ১।৩।১৪)

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ শাশ্বত কল্যাণ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে অভিজ্ঞ ক্রোধলোভাদির অবশীভূত গুরুদেবের শরণ গ্রহণ করিবে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

তত্ত্বদর্শী ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শ্রীচরণে জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের সর্ব্ব-প্রকার অহঙ্কার পরিত্যাগ করত তদীয় সেবাদ্বারাই শিষ্য ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। শ্রৌতপন্থায় শ্রীগুরুমুখী বিদ্যাবলে শ্রীভগবত্তত্ত্বে অধিকার জন্মে। ইহা বর্ত্তমান স্কুল কলেজের কোন বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না। পরন্তু বর্ত্তমান স্কুল কলেজের বিদ্যা ভোগপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি করিয়া ভগবদ্বিমুখ ও নাস্তিক করিয়া তোলে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অব্যলীক সত্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা॥

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

পড়িঞা শুনিঞা লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৫৯)

অতীত ভারতে গুরুমুখী শ্রৌতবিদ্যাই একমাত্র ভগবত্তত্ত্বে অধিকার প্রদান করেন বলিয়া জানা যায়। হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র প্রহ্লাদকে তাঁহার হরির প্রতি মতি ষণ্ডামর্ক গুরুদ্বয় ব্যতীত অন্য কোথা হইতে লাভ হইল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"নচেদ্গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ"। এতদুত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—কোনও অজিতেন্দ্রিয় তমিস্র নামক নরকগামী গৃহব্রত মায়িক ভোগসুখে বহুমাননকারী ব্যক্তি গুরুসজ্জায় সজ্জিত হইলে এক অন্ধ-ব্যক্তিকে অন্য অন্ধব্যক্তি পথ দেখাইতে গিয়া যেরূপ উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয় তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে। এইপ্রকার গুরু বা শিক্ষক হইতে কখনই ভগবত্তত্ত্বে অধিকার জন্মে না।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যে কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন পরমহংস মহদ্বৈষ্ণবগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত না হয় সে কাল পর্য্যন্ত তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না। আমাদের ডক্টরেট্বাবু তাঁহার

অধিগত বিদ্যাবলে শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্বের সমালোচনা করিতে গিয়া মহা বিপত্তি ঘটাইয়াছেন। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার ভাবী অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের জন্য অতীব দুঃখিত। মহতের চরণে অপরাধ অতীব ভয়ঙ্কর, ইহা ডঃ বাবুর বিচার করা কর্ত্তব্য। শুনিতেছি তিনি নাকি কালা-পাহাড়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্যই এখন সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের নিন্দায় তিনি এত উৎসাহী। সে যাহা হউক তিনি যতই অপচেষ্টা করুন না কেন সনাতন ধর্ম্ম কোনদিনই তাহার সিংহাসনচ্যুত হইবেন না—আসুরিক বৃত্তিই নিপাত লাভ করিবে। তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার এত প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সারা বিশ্ব আজ শ্রীচৈতন্যদেবকেই অবতার শিরোমণি বলিয়া ঘোষণা করিলেন—ইহা কি তাঁহার তত্ত্বান্ধ চক্ষুতে পরিদৃষ্ট হইবে? তাঁহার এত অপপ্রচারের উদ্যম কিছুমাত্র সার্থক হইল কি? তাঁহার যুগবিচার হিসাবে ইহাকে তিনি কলির প্রভাব বলিতে পারেন না যেহেতু তিনি ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বাপর যুগের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াছেন।

তাঁহার "calculation of four Yugas" প্রবন্ধটীও আমরা যথাকালে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন—"**But due to the influence of dark atmosphere of Kali, Sanskrit scholars made a great mistake in calculating the correct duration of four Yugas as Satya Yuga=1728000 years, Treta Yuga=1296000 years, Dwapara Yuga=864000 years and Kali Yuga=432000 years and all Indian Almanacs have followed the same amount of years. This mistake occured due to the mis-understanding of the .Verses in the famous astronomical authority 'Surya-siddhanta'.**

মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদ্রহরুচ্যতে।
সুরাসুরাণামন্যোহন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ॥ ১৩
তৎ ষষ্টিঃ ষড়্গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ॥ ১৪
তদ্দ্বাদশসহস্রানি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রি সাগরৈরযুতাহতেঃ॥ ১৫
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয় তচ্চতুর্যুগম্॥

(সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ—মধ্যাধিকারঃ)

* * *

Thus it is found that 4320000 years, which are the duration of four Yugas of gods and demons have been taken as those in the earth instead of 12000 years—"

ডঃ বাবু ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্ত পণ্ডিতগণকে ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের গৃহীত ৪ যুগের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বর্ষস্থলে ১২,০০০ বর্ষ হইবে বলিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এবং Philosopers are always victims of Society, religion and state, still Philosophy exists for ever— বাক্যটী লিখিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া নিজমতকে সত্য বলিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—ডঃ বাবু অপ্রাকৃত ও মায়াতীত তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন এবং নিজ অমঙ্গল ও সাধারণকে অমঙ্গলপথে আকর্ষণ করিয়াছেন। চিল্লীলামিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে ধারণা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতি তাহার অবজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে এবং ফলস্বরূপে তাঁহাকে ঘোর নরকাদিতে দারুণ যন্ত্রণা ভোগরূপ অধম গতি লাভ করিতে হইবে বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা— অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজমুখে তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—মায়াগ্রস্ত জীব আমাকে জানিতে পারে না। তাহারা আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকেও তাহাদেরই মত ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক পাঞ্চভৌতিক মনে করিয়া প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য বলিয়া বিবেচনা করে। আমার জন্ম-কর্ম্ম-দেহাদি তাহাদের প্রাকৃত চক্ষে তাহাদেরই মত দেখাইলেও তাহা যে তাহাদের মত নহে, তাহা যে দিব্য বা অলৌকিক বা সচ্চিদানন্দাত্মক, তাহা যে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞানের অতীত বস্তু, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আমি সর্ব্বপ্রাণীর মহেশ্বর, আমারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি বা Nature স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে প্রসব করে। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই সকলের গতি, পালনকর্তা, প্রভু, সাক্ষী, বাসস্থান, আশ্রয়, সুহৃৎ, সৃষ্টি-কর্ত্তা, নাশ বা ধ্বংসকর্ত্তা, আধার এবং বিনাশশূন্য কারণ বা বীজ। আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মনিগণ গাথা থাকে তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বই বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতঃপ্রোতরূপে অবস্থান করে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজমুখে এই সমস্ত বাক্য বলিলেও নরাধম ও পাপী ব্যক্তিগণ

তাঁহার এই সকল বাক্য দেখিয়া-শুনিয়াও তাহাকে বিশ্বাস করে না—ইহাই অসুরগণের আসুরিক স্বভাব।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (গীঃ ৭।১৫)
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৫)

শ্রীভগবানের অলৌকিক ঐশ্বরিক লীলাদি দর্শন করিয়াও অসুর ও আসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার অলৌকিক লীলাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। নানা-প্রকার অসৎ ও মিথ্যা যুক্তিতর্কের আবাহন করত স্বমত-স্থাপনের অপপ্রয়াস করে। তাঁহার ভগবত্তাকে অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে এমন কি সাধারণ মনুষ্য হইতেও হীন—চোর, মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন, ভীরু, কামুক, লম্পট, বাউল প্রভৃতিরূপে মিথ্যা ও অপবাদবাক্য প্রয়োগ করিতেও শঙ্কিত হয় না। ব্রহ্মা-শিবাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ ও শ্রেষ্ঠ মুণি-ঋষিগণ-বন্দিত তাঁহার পরম মঙ্গল চরিত্র ও লীলাগুণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ দূরে থাকুক তাহাকে নিন্দা ও হেয় প্রতিপন্ন করাই অসুরগণের স্বভাব ও বৃত্তি।

কংস জরাসন্ধাদি অসুরগণ দৈহিক, ঐন্দ্রিয়ক ও শাস্ত্রীয় বল ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় মহাপরাক্রান্ত ভূপতি হইয়াছিলেন। এবম্প্রকার শক্তিমান্, বিদ্বান্ ও ধীমান্ ব্যক্তি হইয়াও তাহারা অসুর স্বভাব বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ ব্যতীত ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাকে নিন্দা ও নাশ করিবার সর্ব্ব-প্রকার প্রযত্ন করিয়া অবশেষে শোচনীয়ভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জয়লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। আমাদের ডঃ বাবু অবশ্যই ইহা স্বীকার ও অনুভব করিবেন।

নবজাত শিশুরূপে পূতনাপ্রদত্ত ভীষণ কালকূট বিষপান ও পর্ব্বতাকার বিরাট্ তাহার ভয়ঙ্কর দেহকে কোনও অস্ত্রশস্ত্রাদি বিনা হত্যা করা, তৃণাবর্ত্তকে সংহার করা, অঘাসুর, বকাসুর, ও ধেনুকাসুরকে বধ করা, দাবানল পান করা, গোবর্দ্ধন ধারণ করা, কালীয়ের বিষকে পরাভূত করিয়া তাহার মস্তকোপরি নৃত্য করা, কুবলয়াপীড় ও চাণূর-মুষ্টিককে বধ করা, যমালয় হইতে গুরুপুত্র আনয়ন করা, পরীক্ষিতকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে গর্ভমধ্যে রক্ষা করা, মহাকাল ভবনে গমন ও তথা হইতে ব্রাহ্মণ কুমার আনয়ন প্রভৃতি অলৌকিক লীলা দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে

ও তাঁহার প্রিয়তমাকে প্রাকৃত কামাসক্ত মনুষ্যের কামক্রীড়া বলিয়া বিচার কি আসুরিকতা নহে ?

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলার মহিমা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া গো-বৎস ও গোপবালক হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া যে-প্রকার উক্তি করিয়াছেন ডঃ বাবু কি তাহা বিচার করিবেন। তিনি এই ব্রহ্মা হইতেও উন্নত পণ্ডিত বলিয়া সম্ভবতঃ অভিমান করেন। স্বয়ং ব্রহ্মা যদি বলেন—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

অর্থাৎ যে পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি আপনার তত্ত্ব মানিয়াছে বা বুঝিয়াছে বলেন, সে জানুক, আমার বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু আমি আমার কায়, মন ও বাক্যদ্বারা আপনার বৈভব বা মহিমা জানিতে সক্ষম নহি। এইপ্রকার তত্ত্বকে ডঃ বাবু বুঝিয়া লইয়া একটী চরিত্রহীন কামুকরূপে বর্ণন করিয়া কি ভয়ঙ্কর অন্যায় ও অপরাধ করিয়াছেন তিনি কি তাহা স্বীকার করিবেন ? আমরা জানি এই অন্যায় স্বীকার করা আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। রাবণের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়ঃ, তথাপি সীতাকে প্রত্যর্পণ অসম্ভব।

নীতিশাস্ত্রেও পরিদৃষ্ট হয়—

পয়ঃ পানং ভুজাঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্। এই প্রকার শাস্ত্রের সৎসিদ্ধান্ত যতই কেন উপস্থাপিত করা যাউক ডঃ বাবুর তাহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া অধিকতর আসুরিকতা বৃদ্ধি করিবে। তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন কি ?

কিন্তু তিনি আত্মসমর্থনে যতই প্রচেষ্টা করুন না কেন শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীগীতার নিম্নোক্ত বাক্যটী কখনই মিথ্যা হইবে না—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ (গীতা ৯।১২)

যাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া রাক্ষসী বা তামসী, আসুরী বা রাজসী এবং বুদ্ধিভ্রংশকারী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে তাহাদের আশা কর্ম্ম ও জ্ঞান—সকলই ব্যর্থ হয়।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ব্যক্তি ভৌতিক বলিয়া জ্ঞান করে, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানানুসারে তাহাকে সর্ব্বত্র বহিষ্কারের আদেশ পরিদৃষ্ট

হয়। তাহার মুখদর্শন করিলে সচেলে স্নান আচরণ কর্ত্তব্য বিহিত আছে। তাহার পরিণামও নরকে বাস বলিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়।

প্রখ্যাত লেখক ডঃ প্রদীপ চন্দ্র তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম" গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায় কৃষ্ণ মনুষ্য ব্যতীত কিছুই নহে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সামান্য কিছু গুণাধিক্য দর্শনে মনুষ্যকে ভগবান্ বলিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ও ঐশ্বরিক গুণ ও লীলাকে মনুষ্যোচিত বলিয়া প্রমাণ করিতে অযথা যুক্তিতর্কের যোজনা করিয়াছেন। আবার স্বনাম ধন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যায় ভগবান্ রামচন্দ্র ও তাঁহার অস্তিত্বকে উড়াইয়া দিয়া রামায়ণরূপ মহাশাস্ত্রকেও প্রাকৃত কবি শেক্সপীয়ারাদির জড়কাব্যের ন্যায় কাল্পনিক অবাস্তব কাব্য বলিয়া ঈশ্বর বিশ্বাসকে কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ডক্টরেট্ বিদ্যা পারমার্থিক সমাজকে এরূপ আক্রমণ ও উৎসাদনের প্রয়াসদ্বারা কি আসুরিক বৃত্তির পরিচয় প্রদান করে না? এই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ নির্ব্বিশেষ চিন্তায় অভিভূত বলিয়া সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকেও প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ চিন্তায় ব্রহ্মকে অব্যক্ত ব্যতীত রূপবান্ বলিয়া কোন মতেই তাঁহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাং অবুদ্ধয়ঃ।
পরম্ ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৭।২৪-২৫)

যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন তাঁহারা পরব্রহ্ম আমাকে অব্যক্ত ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপ জ্ঞান করেন। বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও তাঁহারা নির্ব্বোধ যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষ-সম্পন্ন এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকেও বুঝিতে অক্ষম হইয়া প্রাকৃত মনুষ্য মনে করে। আমি আমার স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই প্রাকৃত জগতে নিজেকে অবতীর্ণ করিলেও মূঢ় জগৎ আমার দেহকে অবিনশ্বর সচ্চিদানন্দ জানিতে না পারিয়া প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

যেষান্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মাণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পাপকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে কর্ম্মযোগ ও পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ সমাধিক্রমে আমার চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। মহতের সেবারূপ পুণ্যজনিত বিদ্বৎপ্রতীতি-ক্রমে তাঁহারা আমার এই নিত্যস্বরূপকে দেখিতে ও ধারণা করিতে সক্ষম হন। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান লাভ করিয়া ভজনা করেন। **(ক্রমশঃ)**

—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ**

রামদাস বিপ্রের দুঃখ-মোচন

রামভক্ত এক বিপ্র,　　সদা তা'র মন ক্ষিপ্র,
　দক্ষিণ মথুরায় করে বাস।
কৃতমালায় স্নান করি',　　মধ্যাহ্নে শ্রীগৌরহরি,
　ভিক্ষা লাগি' এল তার পাশ॥
আসি' প্রভু কহে তা'রে,　　"আইনু হেথা ভিক্ষা তরে,
　কেন বিপ্র নাহি কর পাক ?"
বিপ্র কহে,—"প্রভু ! মোর,　　বসতি অরণ্যে ঘোর,
　সামগ্রীর সদাই অভাব॥
বন্য-ফল-মূল-শাক,　　আনিলে লক্ষ্মণ আজ,
　তবে সীতা করিবে রন্ধন।"
বিপ্র তবে এত বলি,'　　শাক মূল আনি' তুলি',
　করে শীঘ্র পাক-সমাপন॥
দিবার তৃতীয় ভাগে,　　গৌরহরি অনুরাগে,
　বিপ্রান্ন যে করিল ভোজন।
বিপ্রে দেখি' উপবাসী,　　প্রভু তা'রে কহে হাসি,
　"কোন্ দুঃখে কর অনশন ?"

বিপ্র কহে,—“অগ্নি-জলে, প্রবেশিয়া কুতূহলে,
ছাড়ি’ দিব এ-ছার জীবন।
এ-জীবনে কিবা দাম, রঘুপতি হ’লে বাম,
জীবনের নাহি প্রয়োজন॥
রামের বণিতা সীতা, মহালক্ষ্মী জগন্মাতা,
স্পর্শিল তা’রে দুষ্ট নিশাচর।
কর্ণে আমি ইহা শুনি’, এবে যে প্রহর গুণি,
কবে যাব ভবসিন্ধু পার॥”
প্রভু কহে,—“তুমি বিজ্ঞ, কার্য্যে কেন তবে অজ্ঞ,
মনে কেন বিচার না কর।
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা, চিদানন্দা-মূর্ত্তিযুক্তা,
প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের সদা পার॥
‘অপ্রাকৃত বস্তু যাহা, প্রাকৃত গোচর তাহা,
কভু নয়’—কহে বেদ-পুরাণ।
রাবণ আসিল যবে, মায়াসীতা আসিল তবে,
সীতাদেবী কৈল অন্তর্দ্ধান॥
স্পর্শ ত’ দূরের কথা, মায়ান্ধে দর্শে না সীতা,
(রাবণ) মায়াসীতা করিল হরণ।
ত্যজি’ যত কুভাবনা, হও এবে হৃষ্টমনা,
মানি’ সব আমার বচন॥”
প্রভুর বচন শুনি’, বিপ্র লভি’ প্রাণখানি,
আনন্দেতে করিল ভোজন।
প্রভু তা’রে আশ্বাসিয়া, হরিনাম উচ্চারিয়া,
রামেশ্বরে করিল গমন॥
বিপ্রসভা মধ্যে সেথা, কূর্ম্মপুরাণের কথা,
পাঠে এল সীতার আখ্যান।
“রাবণে হেরিয়া সীতা, হইয়া অত্যন্ত ভীতা,
নিল তবে অগ্নির শরণ॥

অগ্নি সীতায় যতনে,　　রাখিলে পার্ব্বতী-স্থানে,
মায়াসীতা হরিল রাবণ।
রাম রাবণেরে মারি',　　অযোধ্যায় এলে ফিরি',
সীতা দিল অগ্নি-পরীক্ষণ॥

মায়াসীতা অগ্নি মধ্যে,　　হৈল অন্তর্দ্ধান্ তবে,
সত্যসীতা আসে রাম-পাশে।"
শুনি' সীতার কাহিনী,　　হৃষ্টচিত্ত প্রভুমণি,
মনে পড়ে বিপ্র রামদাসে॥

প্রভু সেই পত্র দেখি',　　নবপত্রে সব লিখি',
সাথে নিল পূর্ব্ব পত্রখানি।
দক্ষিণ-মথুরা ফিরি',　　আসি' রামদাস-বাড়ী,
দিল তা'রে সেই পত্রখানি॥

পত্র লভি' বিপ্র-মন,　　আনন্দিত অনুক্ষণ,
কহে ধরি' প্রভুর চরণ।
"নিশ্চয়ই তুমি সেই,　　স্বয়ং সীতাপতি যেই,
ন্যাসী-বেশে দিলে দরশন॥

দুঃখের হাত হইতে,　　উদ্ধারিলে মোরে প্রীতে,
ভিক্ষা কর আজি মোর ঘরে।
মহাদুঃখে সেইদিন,　　ভিক্ষা দিনু অতি ক্ষীণ,
আজি ভিক্ষা দিব ভাল করে॥"

এত কহি' রামদাস,　　আজ্ঞা ল'য়ে প্রভু-পাশ,
ভিক্ষা দিল করিয়া যতন।
প্রভুর এমত কৃপা,　　সহজেই পায় কেবা,
বিপ্রের যে সফল জীবন॥

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবামনদেবের উপাখ্যান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকশ্যপঋষির বিস্ময়

পরদিবস প্রাতঃকালে কশ্যপ ঋষি উঠিয়া এইসব বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আর দেখিলেন—অগণিত পিপীলিকা-শ্রেণীর মত অসংখ্য নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ-যুবা আসিয়া প্রাঙ্গণ ভরপুর করিয়া দিল। ঢাক, ঢোল, সাঁনাই, বাঁশী, করতাল, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরি, শঙ্খ বাজিতে লাগিল—ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আরে থাম্ থাম্ !! কে তোদের টাকা দিবে ?" নারদঋষি ইঙ্গিত করিলেন—'আরে বাজাও বাজাও।' সুতরাং তাহারা কশ্যপ ঋষির কথা না শুনিয়া, আরো উৎসাহের সহিত বাদ্য করিতে লাগিল। অসংখ্য বাদ্যরবে চতুর্দ্দিক্ মাতিয়া উঠিল—কে কাহার কথা শুনে !

কশ্যপ ঋষি আশ্চর্য্য হইলেন—কোথা হইতে এতসব দ্রব্য সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল—বুঝিতে পারিলেন না। কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। 'দিয়তাং' 'ভুজ্যতাং'-শব্দে মহা কোলাহল সৃষ্টি করিল। এইরূপ মহা-সমারোহে শ্রীবামনদেবের উপনয়ন উৎসব শেষ হইল।

শ্রীবলিরাজের দান-যজ্ঞ

এদিকে বলিরাজার গুরু শ্রীশুক্রাচার্য্য শিষ্যের যশঃ সৌরভ বিস্তারের জন্য পরামর্শ দিলেন—"তুমি সস্ত্রীক কল্পতরু হইয়া সিংহাসনে বসিয়া **'দানযজ্ঞ'** আরম্ভ কর,—যাহা এতকাল পর্য্যন্ত কেহই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই মহাদানের ফলে তোমার অতুল-কীর্ত্তি কাহিনী পৃথিবীতে ঘোষিত থাকিবে।"

মহারাজ বলি শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাসমারোহে বলিরাজ দান-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গেল; এই যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হইল। মহারাজ সস্ত্রীক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কল্পতরুর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। সুতরাং ব্রাহ্মণ, দেব, যক্ষ-রক্ষ, কিংপুরুষ, দানব, বিদ্যাধর, কিন্নর-কিন্নরী, যাচক, দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বলির যজ্ঞে দান লইবার জন্য ছুটিয়াছেন। অসংখ্য লোক এই মহাযজ্ঞের ভুরিভুরি প্রশংসা করিয়া ছুটিয়াছে। সকলেই এক বাক্য বলিতে লাগিল—এমন হয় নাই, আর হইবে না।

বামনদেবও এই বলিরাজের যজ্ঞে যাইবার জন্য পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাই বা দান-গ্রহণ করাই উৎকৃষ্ট বৃত্তি। পিতা কশ্যপ সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রকে বলির যজ্ঞে দান গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন।

শ্রীবামনদেব দণ্ড-কমণ্ডলু, ছত্র-পাদুকা, অজিন-মেখলাদি ধারণ করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে প্রশস্ত রাজপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলীও রাজপথে চলিতেছেন; তাঁহারা সহসা দেখিতে পাইলেন—দূরবর্ত্তী রাজপথে একটী 'ছাতা' মাত্র চলিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া একটী ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ওহে ভায়া! দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য, বলির যজ্ঞে ছাতাও ভিক্ষায় যাইতেছে।" "ওহে ছাতা মহাশয়! থাম থাম।' সম্মুখে যাইয়া ব্রাহ্মণগণ উঁকি মারিয়া দেখিল—'একটা ক্ষুদ্র বেঁটে বালক ছাতার ভিতরে চলিতেছে।' কিন্তু তাহার অপরূপ রূপ ও সৌন্দর্য্যে সকলেই মোহিত হইল। তথাপি তাঁহারা পরস্পর বলিলেন—"ভাই হে! চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হই। এই বালক আমাদের অগ্রে গেলে প্রভূত দান লইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ-সকল দ্রুত গতিতে বালককে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেলেন; কিছু দূরে গিয়ে ব্রাহ্মণ-সকল আর একটী 'ছত্র' চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। যখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—'আহা, দেখ কত ছাতাই চলিতেছে।' কৌতুহল বশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণবৃন্দ নিকটে গিয়া দেখিল—সেই বালক। তখন তাঁহারা আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সম্মুখে একটি প্রশস্ত নদী এবং ঐ নদীর তীরে সেই বালকটি বসিয়া রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণগণের আনন্দের আর সীমা নাই; তাঁহারা বলিলেন—"ওহে বালক! আমাদের অগ্রে যাইয়া রাজার দান লইবে মনে ভাবিয়াছ, তাহা আর হইবে না, এখন নদী তীরে বসিয়া থাক।" এই বলিয়া তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র পদ প্রসারণ করিয়া নদী পার হইয়া বালককে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

যাঁহার 'নাম' গ্রহণ করিলে জীবসমূহ এই ভব-সাগর পার হয়, তাঁহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র নদী পার হওয়া ত' অতি তুচ্ছ কথা। আর একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী দেখিতে পাইলেন সেই ক্ষুদ্র বালকটি তাঁহাদের অগ্রেই বৃহৎ রাজবাটীর তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। আর সকলে বলিল—"তাইত, এ বড় আশ্চর্য্য! ঐ বালকটি বোধহয় ইন্দ্রজাল জানে! আমাদের অগ্রেই রাজবাটীতে প্রবেশ করিল!"

শ্রীবামনদেবের ছলনা

শ্রীবামনদেব রাজসভার দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার অসামান্য তেজে

সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইল। বলিরাজ-মহিষী বিন্ধ্যাবলী অপূর্ব্ব বালক মূর্ত্তি দেখিয়া স্নেহে আপ্লুত হইলে, তাঁহারা উভয়েই সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ বটুকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন—বসিতে রত্নাসন দিলেন। স্বহস্তে বামনদেবের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল সস্ত্রীক মস্তকে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—"অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য! আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই, আপনার পদধুলি আমার রাজসভা মধ্যে পতিত হইল—আমরা পবিত্র হইলাম।" বলিরাজের সুমধুর বাক্যে বামনদেব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার বংশাবলীর গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বামনদেব বলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! দানব হইলেও অতি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার পিতামহ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের যশঃ-সৌরভ অবনী-মণ্ডলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীহিরণ্যকশিপু বলবীর্য্যে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, এবং শ্রীহিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়া মহা-বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্প্রতি আপনি তাঁহাদেরই বংশধর, এই অপূর্ব্ব দান-যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। সুতরাং আপনিও কখনই প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন না—ইহা আমি বুঝিয়াছি।"

মহারাজ বলি বামনদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আপনি কি প্রার্থনা করেন, দাসকে আদেশ করুন। আমি অবশ্যই আপনার প্রার্থনা পূরণ করিব।" বামনদেব রাজাকে বলিলেন—"আমি আমার ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করি।" এই কথা শুনিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"একেত আপনি অতি ক্ষুদ্র বামন, পদ দু'খানিও তদ্রূপ, সুতরাং এ সামান্য দান লইয়া কি করিবেন? আপনারা ব্রাহ্মণ, অতি সরল, কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাও জানেন না। আমি ত্রিলোক-মণ্ডলের অধীশ্বর, আমি আপনাকে কি না দিতে পারি? লক্ষ লক্ষ গাভী প্রার্থনা করুন, উৎকৃষ্ট রাজ্য প্রার্থনা করুন, হীরা, মণি, রত্ন, স্বর্ণ অলঙ্কার, দাস-দাসী, যাহা ইচ্ছা চান, তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।" বামনদেব রাজাকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণের লোভ থাকা উচিত নয়, আমি তপস্যা করিব, তাহার নিমিত্ত আমার এই ত্রিপাদ ভূমি পাইলেই যথেষ্ট হইবে।"

রাজার গুরু শুক্রাচার্য্য সম্মুখেই ছিলেন। তিনি যোগবলে বিষ্ণুর ছদ্মবেশের কথা বুঝিতে পারিয়া মনে করিলেন—ইনি আমার যজমান বলিরাজের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবেন। তাই রাজাকে সাবধান করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে দান দিবেন না—ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আপনার সর্ব্বস্ব

অপহরণের জন্য এই ছলবেশে আসিয়াছেন। আপনি সতর্ক হউন।" বলিরাজ গুরুদেবকে বলিলেন—"গুরুদেব! তাই যদি হয়, তবেত আমার পরম সৌভাগ্য। আমি অসুরকুলে জন্মিয়াছি, কি পুণ্য করিয়াছি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার গৃহে পদার্পণ করিবেন? যদি সত্যই হয়, তবেত আমি ধন্য। 'সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দদ্যাৎ।' সকলেই ভগবানকে দিতে হয়।" তখন গুরু শুক্রাচার্য্য সক্রোধে বলিলেন—"সর্ব্বস্ব দিলে তুই খাবি কি?" অর্থাৎ রাজার সকল বিষ্ণুকে দিলে আচার্য্যের নিজ গৃহ যে অচল হইবে! মহারাজ বলিলেন—"আমি দান দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি—আমি কখনই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইব না।"

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—"মহারাজ! আপদে-বিপদে, বিবাহ-ব্যাপারে মিথ্যা বলিলে কোন দোষ হয় না, ইহা ব্যবহারিক শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।" মহারাজ শুক্রাচার্য্যের কোন কথা না শুনিয়া রাজমহিষীকে বলিলেন—'বিন্ধ্যাবলী! ভৃঙ্গার আনয়ন কর।' রাণী স্বামীর আজ্ঞায় জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আনয়ন করিলে, বামনদেব দান লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য শিষ্যের মঙ্গলের জন্য যাহাতে জল পতিত না হয় এজন্য যোগবলে ভৃঙ্গারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ ভৃঙ্গার অবনত করিলে যখন জল পড়িল না, তখন বামনদেব বুঝিতে পারিয়া কুশ দ্বারা ভৃঙ্গারের মুখ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্যের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। তদবধি তিনি 'কাণাশুক্র' নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন। বামনদেবের হস্তে জল পতিত হইলে, তিনি 'স্বস্তি' বলিয়া দান গ্রহণ করিলেন। এবং ভীষণ উরুক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া **প্রথম পদ দ্বারা** বলির ভূঃ-লোকের, শরীরের দ্বারা ভুব-লোকের এবং **দ্বিতীয় পদের দ্বারা** স্বর্লোকের অধিকার গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় পদ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার পদধৌত করিয়া সেই জল মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীবামনদেব দুই পদের দ্বারাই বলির সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। বামনদেব বলিকে বলিলেন তুমি ত্রিপদ ভূমি দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ—কিন্তু আমি দুই পদে সমস্ত লইয়াছি। আর একপদের স্থান দাও; বলি আর দিতে না পারিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিলে, বামনদেব গরুড়কে আজ্ঞা দিলেন—"গরুড়! তুমি নাগপাশে ইহাকে আবদ্ধ কর; 'দান করিব' বলিয়া যে দিতে না পারে তাহার এই উপযুক্ত শাস্তি। তখন ভগবানের আজ্ঞায় গরুড় নাগ-পাশে বলিরাজকে বন্ধন করিল।

তখন কালকেয়, নিবাত-কবচ, ধূম্রলোচন, বাতাপি, ইল্লোল, নমুচি, ঘণ্টাকর্ণ, ত্রিশিরা, মহাবাহু **ইত্যাদি** দৈত্যরাজের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ অসি নিষ্কাসিত করিয়া, বিকট-স্বরে চীৎকার করত বলিতে লাগিল—'এই ভণ্ড, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, বটু-বেশধারী প্রতারককে এখনই বিনাশ কর।' বলিরাজ সেনাপতি-দিগকে ইঙ্গিত করিলেন ; এখন দেবতাগণের সুসময়, আমরা কালক্রমে প্রবল হইয়া পুনরায় স্বর্গ অধিকার করিব। তোমরা সম্প্রতি পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা কর ; মহারাজের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, আর কোন প্রকার কলহ না করিয়া অসুর সকল পাতালপুরে প্রবেশ করিল। রাজ্ঞী বিন্ধ্যাবলী ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেব ! একি আপনার ছলনা ; আপনার মায়ায় ব্রহ্ম-শিবাদি ত্রিভুবন মুগ্ধ ; আপনারই ত' সব, মানুষ দৈবী মায়া বশতঃ নিজেকে এই সকলের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। আমি এত বড়, আমি কি না দিতে পারি। গঙ্গাপূজা যেমন গঙ্গাজলে হয়, আপনার দ্রব্য দিয়াই ত' আপনার পূজা হইবে ? জীবের কি সম্বল আছে ? সে আবার কি দিতে পারে ?"

পরিশেষে বলিরাজ নিজ শির অবনত করিয়া মস্তকে বামনদেবের **তৃতীয় চরণ** ধারণ করিলেন। বলি 'বাক্য' দান করিয়া তাহার সত্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন।

আত্মনিবেদনের ফল

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী।
(আমার) দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ (শরণাগতি)

বামনদেব বলিরাজকে 'সুতল' নামক ভূমিতলে প্রেরণ করিলেন। ভগবানের আদেশে বলি গণসহ সেই স্থানে গমন করিলেন। বলিরাজ তাঁহার সর্ব্বস্ব বিষ্ণুরূপী ভগবান্ বামনদেবকে অর্পণ করিলেন। এই আত্মনিবেদন ফলে, তিনি ভগবানকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া ফেলিলেন। স্বয়ং ভগবান্ গদাধারী হইয়া বলিরাজের পুরীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

[১৯শ বর্ষ]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া,
পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)
১৬ই বৈশাখ, ১৩৯৩ ; ইং৩০।৪।৮৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২২শে আষাঢ়, ১৩৯৩ (ইং ৭।৭।৮৬) সোমবার হইতে ৩২শে আষাঢ়, ১৩৯৩ (ইং ১৭।৭।৮৬) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **২২শে আষাঢ়** (ইং ৭।৭।৮৬), সোমবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৩শে আষাঢ়** (ইং ৮।৭।৮৬), মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** ও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৪শে আষাঢ়** (ইং ৯।৭।৮৬), বুধবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ;** অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রা-সহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, আরাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **২৫শে আষাঢ়,** ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে **২৭শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। ২৮শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।৮৬), রবিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ **ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ; সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। ২৯শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই সোমবার হইতে **৩১শে আষাঢ়,** ১৬ই জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৩২শে আষাঢ়** (ইং ১৭।৭।৮৬), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ২॥০টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।** পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৮শ বর্ষ — ২৪ বামন, অনিরুদ্ধ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ, ৩১শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৯৩, ইং ১৬।৭।৮৬ — ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্‌

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ে]

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥ ১॥

(পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে পরাজিত দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন,—)

দেবগণ কহিলেন,—আমরা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে-সকল বাক্য বলিব, তদ্দ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন॥ ১॥

যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ।
যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যন্তি কস্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ ॥ ২ ॥

যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ২ ॥

তথাপ্যরাতিবিধ্বংস-ধ্বস্তবীর্য্যা ভবার্থিনঃ।
ত্বাং স্তোষ্যামস্তবোক্তীনাং যাথার্থ্যং নৈব গোচরে ॥ ৩ ॥

হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাজয়দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া নিজেদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৩ ॥

ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ।
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং ত্বং পরঃ পুমান্ ॥ ৪ ॥

তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ ॥ ৪ ॥

একং তবৈতদ্ভূতাত্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ।
আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্তং স্থান-কাল-বিভেদবৎ ॥ ৫ ॥

হে ভূতাত্মন্! তোমার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিভেদ করিতেছে ॥ ৫ ॥

তত্রেশ তব তৎ পূর্ণং ত্বন্নাভি-কমলোদ্ভবম্।
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৬ ॥

হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই ব্রহ্মা; তুমিই সেই ব্রহ্মার স্বরূপ। আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

শক্রার্ক-রুদ্র-বস্বগ্নি-মরুৎ-সোমাদিভেদবৎ।
বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥ ৭ ॥

আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাহার বিভূতি-স্বরূপ হইতেছি, সেই সর্ব্ব দেব-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

দম্ভপ্রায়মসম্বোধি তিতিক্ষা-দম-বর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ ॥ ৮ ॥

হে গোবিন্দ! তোমা হইতে নিঃসৃত যে মূর্ত্তি দম্ভময়, বিবেকশূন্য, ক্ষমা ও দান্ততা-বিবর্জ্জিত, সেই দৈত্যগণের মূলাশ্রয় তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাড্যস্তিমিত-তেজসি।
শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ ॥ ৯ ॥

হৃদয়রূপ নাড়ীসকল সমধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দ-রূপ-রসাদি-বিষয়ে যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যক্ষগণের সংরক্ষক তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১০ ॥

হে পুরুষোত্তম! ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয় আধার যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত, সেই নিশাচরগণেরও আশ্রয়স্বরূপ তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

স্বর্গস্থধর্ম্মি-সদ্ধর্ম্ম-ফলোপকরণং তব।
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দ্দন ॥ ১১ ॥

হে জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকগণের উত্তমধর্ম্মের ফল-স্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ; সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদ্গমনাদিষু।
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ১২ ॥

যাঁহারা অগ্নি-জলাদি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণের আশ্রয়-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

অতিতিক্ষাধনং ক্রূরমুপভোগময়ং হরে।
দ্বি-জিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ ॥ ১৩ ॥

হে হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাহারা ক্রূর, যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ দ্বি-জিহ্বগণের আশ্রয় তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৮ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্থ-ধারা

আশ্রম-বিচার

মানবের স্বভাব হইতে কর্ম্মের জন্ম হয়। মানবের আশ্রমে কর্ম্মের অবস্থিতি। যে মানব যে আশ্রমে থাকেন, সেই আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম অবস্থিত।

বর্ণ ও আশ্রম

অতএব বর্ণ ও আশ্রম ইহারা পরস্পর অনুস্যূত। তজ্জন্যই কর্ম্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে। আশ্রম চারিপ্রকার:—১। ব্রহ্মচর্য্য, ২। গার্হস্থ্য, ৩। বানপ্রস্থ, ৪। সন্ন্যাস। *

ব্রাহ্মণস্বভাব ব্রহ্মচারীর কৃত্য

ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার। সংযত-চিত্তে, শুদ্ধাচার-সহকারে অত্যন্ত বিনীতভাবে, নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক, গুরুকুলে বাস করত যাবদধ্যয়নসমাপ্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

মুরারি গুপ্তের প্রশংসাস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে ;—

প্রতিগ্রহ না করে না লয় কা'র ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্বভরণ॥

চতুর্বর্ণের গার্হস্থ্যধর্ম্ম

গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ববর্ণের অধিকার। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়গণ কিয়ৎপরিমাণে উপযুক্ত শাস্ত্রসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। বৈশ্যগণ পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যোপযোগী বেদবিদ্যা অধ্যয়নপূর্ব্বক গৃহস্থ হইয়া থাকেন। শূদ্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই

---

* বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ॥
বৈশ্যস্তু বার্ত্তাবৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ॥ ভাঃ ৭।১১।১৪-১৫
বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্॥ ভাঃ ৭।১১।৩০
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ভাঃ ৭।১১।৩২

গৃহস্থ হইতে পারেন। কোন্ ব্যক্তির কোন্ বর্ণধর্ম্মে অধিকার, তদ্বিষয়ে পিতা, কুলপুরোহিত, আর্য্যসমাজ, ভূস্বামী ইঁহারা অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইলেই প্রথমে সিদ্ধান্ত করিবেন। যে বালকের যে-স্বভাব লক্ষিত হইবে, তাহাকে সেইরূপে অধ্যয়নাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অধ্যয়ন-কার্য্যে যাহার নিতান্ত রতি নাই, অথচ সেবাকার্য্যে স্পৃহা ও দক্ষতা দেখা যায়, তাহাকে অধ্যয়নাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করা নিস্ফল বিবেচনায় শূদ্রবোধে সেবাকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে দিবেন। গৃহস্থ হইলে প্রথমে অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অর্থোপার্জ্জনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ,—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ; তন্মধ্যে যাজক, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে এবং যজন, অধ্যয়ন ও দানদ্বারা তাহা সাংসারিক অবস্থায় ব্যয় করিবে। করশুল্কাদি গ্রহণ ও অস্ত্র-ব্যবসায় দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ সংসারপালন ও জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যদ্বারা বৈশ্যগণ এবং ত্রিবর্ণের সেবাদ্বারা শূদ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু নিতান্ত আপদ্ উপস্থিত না হইলে উক্ত তিন বর্ণ শূদ্রের ব্যবসায় করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবেন। পিণ্ডদানদ্বারা পিতৃলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের পূজা, অন্নাদিদ্বারা অতিথিসেবা এবং সত্য-ব্যবহার-দ্বারা সর্ব্বভূতের অর্চ্চনা করিবেন। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণ কেবল গৃহস্থের সাহায্যে প্রতিপালিত হন, অতএব গৃহস্থ-আশ্রম সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম। বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা সন্তান-জন্মের সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহস্থ বনে প্রস্থানপূর্ব্বক বানপ্রস্থ আচরণ করিবেন। তথায় আপনার অভাব সর্ব্বতোভাবে সংক্ষিপ্ত করিবেন। ভূমিতে শয়ন, বৃক্ষবল্কলাদিদ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ, ক্ষৌরকর্ম্ম পরিত্যাগ করণ, মুনিবৃত্তি অবলম্বন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, যথাসাধ্য অভ্যাগত-সেবা, ফলমূল ভক্ষণ এবং নিভৃত বনে পরমেশ্বরের আরাধনা,—এই সমস্ত বানপ্রস্থের কর্ম্ম। সর্ব্ববর্ণই বানপ্রস্থের অধিকারী।

বানপ্রস্থ কৃত্য

সন্ন্যাস কৃত্য

সন্ন্যাস-আশ্রমই চতুর্থাশ্রম। * সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বা পরিব্রাজক বলে। পূর্ব্ব তিনটী আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ যখন নিতান্ত বৈরাগ্যপর, সংসারে মমতাশূন্য, সর্ব্বকষ্টসহিষ্ণু, তত্ত্বজ্ঞ, জনসঙ্গলিপ্সাশূন্য, ব্রহ্মপর নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি, দয়ালু, নির্ম্মৎসর ও যোগযুক্ত হন, তখন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের অধিকার লাভ করেন। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কোন গ্রামে এক রাত্রের বেশী থাকিবেন না। কোন নগরে পঞ্চরাত্রের অধিক থাকিবেন না। কেবল উপযুক্ত স্থানে চাতুর্ম্মাস্য-বিহিত বিধিমতে মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিতে পারেন। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই আশ্রম স্বীকার করিতে পারিবেন না।

দুর্ব্বলের আশ্রম নাই

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তিরাই কোন আশ্রমযোগ্য নয়। তাহারা আশ্রমীদিগের অনুগ্রহে দিন যাপন করিবে। তাহাদিগের সাহায্য করা আশ্রমীদিগের যথাসাধ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্যই উপযোগী

স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণশক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করিয়া যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর ও কোমলবুদ্ধি স্ত্রী-জাতির পক্ষে বিধি নহে।

গৃহস্থাশ্রমই সাধারণোপযোগী

আলোচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম। তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর তিনটী আশ্রম অবস্থিত হয়। মানবজাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকারলাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তথাপি সেই সেই আশ্রমের কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মাধিকার লক্ষিত হওয়ায়, ঐ সকল আশ্রমের পার্থক্য দর্শিত না হইলে সমাজ-জ্ঞানের তাত্ত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না।

---

* যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ॥ ভাঃ ৭।১৫।৩০

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহস্থ আশ্রমের বিধিসকল বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। গৃহস্থ কি কি কার্য্য কোন্ সময়ে করিবেন ও কি কি কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তাহা সদাচার বলিয়া মনুগণ, ঋষিগণ ও প্রজাপতিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে আহ্নিক, পাক্ষিক, মাসিক, সাম্বৎসরিক ও বার্ষিক বিধিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল বিধি অনেক এবং দেশকাল বিবেচনায় রূপান্তরযোগ্য। এই জন্য তাহাদের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব বই আর কিছু লিখিত হইল না। **(ক্রমশঃ)**

ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর]

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥"

জগৎটা স্বপ্নের মত। ধন-সংগ্রহ, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দেহ—এই দুইটাই ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে, সূক্ষ্ম শরীরসহ মাত্র সংস্কার সঙ্গে যায়, স্থূলভাবে বিষয় যায় না। পুনরায় সংস্কার-বশে স্থূলজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হয়, তাতে নানারকম অসুবিধা। পরমেশ্বর-বস্তুকে ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে 'সম' মনে করা উচিত নয়। ভাগবতালোচনাকারিগণ জানেন,—জীব সেবকতত্ত্ব, সেব্য নহেন; মুক্তসেব্য ভগবান্ কেবল সেব্য; তিনি সেবক নহেন। মুক্ত সেবক ও মুক্ত সেব্য মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন প্রেমা বর্ত্তমান। পশুপক্ষীর প্রেম, জগতের বাৎসল্যপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেমকে 'প্রেম' বলে ভ্রান্তি হচ্ছে। কিন্তু ছায়াকে বস্তুর নিকটে নিয়ে যাওয়া অজ্ঞাতমাত্র। উহা nescience—অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-চেষ্টা। মানুষ জাগতিক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বে অবস্থিত হয়ে অজ্ঞেয়তা, সন্দেহ, নাস্তিক্যবাদে অবস্থিত রয়েছে। বাস্তব-বস্তুজ্ঞানের মহাদুর্ভিক্ষ; তাঁর সম্বন্ধে কেউ আলোচনা করে না বলে দেহের সঙ্গে ভোগ্য জগতের সম্বন্ধ আলোচনার বিষয় হয়, সেটা কর্ম্ম ভক্তির বিপরীত। 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বা-দাবিরিঞ্চ্যাদ-মঙ্গলম্।' ব্রহ্ম আধিকারিক দেবতা—জগৎসৃষ্টির ভার যাঁর—যিনি বদ্ধভাবাপন্ন জীবের মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির চেহারা কালোচিতরূপে নির্ম্মাণ করে

দিচ্ছেন, সেই ব্রহ্মার নিজলোক ও অমঙ্গলপূর্ণ। সেটাও অপূর্ণ। শিবলোক —ধ্বংসকারকের অধিষ্ঠানও ঐপ্রকার। তাঁর বাস্তবিক ধ্বংস—impersonal face করার যোগ্যতা থাকলে ব্রহ্মাণ্ড বলে কোন জিনিষ থাকত না। জগন্মিথ্যাত্ববাদীরা বলেন, জগৎ সৃষ্টি হয় নি, objective existence নেই। এটা অজ্ঞানদ্বারা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ব্যাপার। কিন্তু ভাগবত বলেন—'বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেৎ।' দৃষ্টের ন্যায়—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের ন্যায় অদৃষ্ট—(কিছু নাই বলে যাকে বিচার করা হয়), সেটাও দৃষ্টের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্মবাদ ত্যাগ করলে, নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হলে নিত্যপূর্ণজ্ঞান—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হয়।

তিনি "স্বেনৈব রাজতে" Self-effulgent—স্বরাট্‌পুরুষ। অন্যের দ্বারা আলোকিত হন না। আমাদের চক্ষু থাকলেও—দর্শনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আলো না থাকলে দেখতে পাই না; কিন্তু সেই জিনিষ স্বতঃ প্রতিভাত। উপনিষদ্ বলেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

তিনি নিত্যপ্রকটলীলাময়। সূর্য্য খানিকক্ষণের জন্য উঠে, আবার খানিকক্ষণ পরে দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়। জড়-সূর্য্য সেখানে নেই। সেখানে এরূপ চন্দ্রতারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি নেই। তাঁর প্রকাশে সকলের প্রকাশ। সেখান হতে আলোক এসেছে বলে সূর্য্য পেয়েছেন। ইহজগতে তাঁরই আলোক সূর্য্যের দ্বারা প্রতিফলিত; আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হয় তাঁ হতে।

তিনি স্বরাট্—অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। তাঁকে পেতে হলে যে ভক্তি, সে ভক্তিদেবীও অন্যের সাহায্য—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা করেন না। সৎকর্ম্মদ্বারা ভক্তি হতে পারে না। জাগতিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানে ভক্তিলাভ হয় না। ওসব ভক্তের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

—এই বিচার হওয়া উচিত। ভক্তের নিকট সব জিনিষ আপনা থেকে এসে যায়। "জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।"

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার কবিত্ব অনুসারে এই জগৎ রচিত হয়েছে। তাঁর হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করেছেন। 'বেদ' অর্থাৎ

অভিজ্ঞান—মাধুর্য্য বিগ্রহ কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ নারায়ণ, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ হতে প্রকটিত নারায়ণতা—কারণাদিপুরুষাবতারত্রয়ের অভিজ্ঞান যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিন্যাস করেছেন অর্থাৎ ভাগবতের কথা জানিয়েছেন। যখন ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয় নি, তখন জানিয়েছেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

—প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তববিজ্ঞান জানিয়েছেন। ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা—বিষ্ণু; রুদ্র—বিনাশকর্ত্তা। ত্রিবিধ বিচার তাঁতেই অবস্থিত।

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—সূরিগণ—মহাপণ্ডিতগণ যৎ যস্মিন্—যাঁতে (oblative case ৭মী) মূঢ়তা লাভ করেন। আধারবিচারে ভূর্ভুবঃ-স্বঃ—ব্যাহৃতিত্রয় পর্য্যন্ত গিয়ে আটকে থাকেন। শক্তির পরিচয়-বিচারে অসম্পূর্ণতা লাভ করেন।

'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্' অজানত মূঢ়স্য বিজ্ঞানার্থম্—অজ্ঞান লোককে জ্ঞানপ্রদানের জন্য বিদ্বান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। এটা তাঁরই উক্তি। তিনি বলছেন, এস সকলে ধ্যান করি। মুখ্যগুণবিশিষ্ট-বিগ্রহ যিনি, যাঁর গৌণগুণে জগৎ রচিত হয়েছে—তাঁর ধ্যান করি। তিনি মূঢ়দের মোহন জন্য রাজস-তামস পুরাণাদি করেছেন। ভাগবত ব্যতীত অপর পুরাণাদিতে বিমোহনের কথা আছে। এটা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

অশোক, অভয়, নির্ম্মোহ ইচ্ছা করলে ভক্তিকে আশ্রয় করুন—অধোক্ষজে ভক্তি করুন। আর কুকুর, ঘোড়া, ইতর প্রাণী, মনুষ্য বা দেবতাগণের সেবা না করে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করুন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, যে কোনভাবে—শান্ত, দাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁর সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হলে তিনি তদনুরূপ কৃপা করে থাকেন। সেব্যের সঙ্গে সেবকসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ সহ তাঁকে লাভ করেন। যাঁরা তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাঁরা একাদশী ব্রতাদির নামে পিত্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁদের হরিবাসর হয় না। হরিকে লাভ করতে হলে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্ম্মে অবস্থিত। তাদের যে বিচারপ্রণালী, তাতে তারা কাম, ক্রোধাদি নক্র-মকরের দ্বারা কবলীকৃত হয়ে পড়ে আছে। তা হতে উদ্ধার চাইলে ভগবানকে আশ্রয় করতে হবে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটিই প্রথম শ্লোকে প্রদত্ত হয়েছে।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলে আছি। যিনি কৃপা করে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করতে আসেন, তাঁকে আড়াল করে কপটতা, প্রতারণা, কর্ম্মাগ্রহিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সবজান্তাদের বিশ্বাস—আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়পদার্থ ঠিক করে ফেলেছি, আমার জ্ঞানে ভুল নেই। মূর্খ যারা, বিমুখ যারা, ভগবজ্‌জ্ঞান যাদের হয় নি, তাদের সেবা-প্রবৃত্তি আসে না। তারা সেব্য অভিমান করে অর্থসংগ্রহ, কামিনী-সেবা ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য চৌদ্দভুবন আলোড়িত করছে। নিজভোগ-সংগ্রহই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত এদের নরপশু বলেছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ করে—হৃষীকেশের সেবা বন্ধ করে, হৃষীকেশের দ্বারা আমি ভোগ করব এই বুদ্ধি যার সে নিজের মঙ্গল চাচ্ছে না। কপাল-পোড়া পশুবুদ্ধি আমাদের ভাগবত শুনবার প্রবৃত্তি নেই। তার বিরোধ করে নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি করব। এটাই আমাদের ভাগবতপাঠ। ভোগে নরক-প্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের বশীভূত থাকামাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা-চেষ্টাকে ধ্বংস করে গুণজাত জগতের বিচার-বৈক্লব্যের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি। অভিধেয় বিচারের সময়—'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে এ-সব বিষয় ভাল করে আলোচিত হবে।

ধর্ম্মবিচারেও বিবর্ত্ত হয়েছে। কেউ বলেন স্বাধ্যায়, কেউ বলেন তীর্থযাত্রা ইত্যাদি, কিন্তু সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। কৃষ্ণপাদপদ্মের ভজন করলেই সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হয়। এখানে বিবর্ত্তজ্ঞান—মায়ারচিত ইতর জ্ঞান ও শুষ্কজ্ঞান উভয় প্রকারের যোগ্যতাই আছে।

অনেকে 'কমঠ'-ন্যায়ে এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করে। Analogyকে

বড় বিচার করলে জগৎটাই আছে ধারণা হয়। কিন্তু জগতের প্রভু পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না। জগন্নাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অন্যদেবতা কল্পনা করলে ভ্রান্তিহেতু অমঙ্গল হয়।

অনেকের ভ্রান্তি হয়, গৌড়ীয়মঠ গোস্বামি-শাস্ত্র বা ভাগবতের কথা আবরণ করে অন্য কথা বলেন, আর প্রাকৃত-সহজিয়ারাই সে-সকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি, গলায় মালা দিয়ে নিজসজ্জায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার জন্য ঘুরে বেড়ান ভাগবতপাঠের ফল নয়। তাদের এরূপ ভাগবতপাঠ বন্ধ করা দরকার।

১৯০৪ সালে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলাম। বহুলোক শুনতে আসতেন, কিন্তু অনেকেই আমার কথা ধরতে পারলেন না। যারা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত, তারা বৈষ্ণবতা হতে শত সহস্রযোজন দূরে। এদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নেই। আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবতশ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্ত্তন করতে হবে। তবে যারা দুঃখে পড়ে আছে তাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল তাতেও বিপদ। দুই পক্ষে ঝগড়া চলছে। তৃতীয়পক্ষ তাদের ঝগড়া মিটাইতে গেলে লাঠিটা তারই ঘাড়ে পড়ে। জলে ডোবা লোককে যে উদ্ধার করতে যাবে, তাকেই চেপে ধরে জলমগ্ন ব্যক্তি ডুবিয়ে দিতে চায়। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥' বিদ্বেষীকে incorrigible জেনে দূরে রাখতে হবে। অশ্রদ্ধধানে হরিনাম দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাদৃশ জনগণ গুরুর কাছে হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় করে বিপথগামী হচ্ছে। গুরুও বলছে যা ইচ্ছা কর, বার্ষিকটা দিও। কিন্তু অপরাধযুক্ত হলে হরিনাম হয় না। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরু" বিচার না করে যার যার গুরু তার তার কাছে, শয়তানের গুরু, চুরি করার গুরু হলে চলবে না। ঠাকুর ঘরে পূজা করবার জন্য কেউ যায়, আবার কেউ বা চুরি করার জন্যও ঠাকুরঘরে ঢোকে —এ রকম ভাগ্যহীনতার কথাও অনেক শুনতে পাই। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—'অসত্যেরে সত্য করি মানি বা অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু' —এগুলি গল্পের কথা নয় বা স্বর মান লয় লাগাবার জন্য নয়, হরিসেবার যোগ্যতা লাভ করবার জন্য। নিজের বাহাদুরী করে জগতের জীবকে বঞ্চনা করব বা আত্মবঞ্চনা করব এটা ভাল নয়। গুণজাত পদার্থকে বহুমানন

করলে বিফলমনোরথ হতে হয়। শুদ্ধনামাশ্রিত হলে বিশ্বদর্শন ভূয়ো হয়ে যায়। নামাভাস, নামাপরাধ বর্জ্জন করে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে শুদ্ধ নামাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

[একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করবে।]

সবশুদ্ধ বিশ্বকেই একমাত্র বস্তু বিচার করলে 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকতে হবে। লীলাময়ের লীলা পরমসত্য, পূর্ণজ্ঞানময়। নিরানন্দ সেখান থেকে লক্ষ কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। সেখানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ বিরাজমান। সেখানে পৌঁছান দরকার। সেই পরমেশ্বর বস্তু সাক্ষাৎ আমাদের সম্মুখে রয়েছেন। (শ্রীবিগ্রহের প্রতি নির্দ্দেশ করে) এঁকে বদ্ধজীবভোগ্য কাঠ-মাটি-পাথর বিচার করবেন না। হৃদয় নির্ম্মল হলে দেখবেন সেই বস্তু ভোগ্য পিণ্ডমাত্র নন—পরমবাস্তব সত্য। বাস্তব ভূতশুদ্ধি সেই সময়েই হবে। **(ক্রমশঃ)**

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৩০৭ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধত্ব

বৌদ্ধ মতেও শঙ্কর বৌদ্ধ

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রকাশিত "প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে"র—১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—**"বৌদ্ধের এই 'শূন্য', হিন্দুর (শঙ্করের) 'ব্রহ্ম' ভিন্ন নয়। অতএব বৌদ্ধের 'শূন্যবাদ' ও (শাঙ্কর) হিন্দুর 'ব্রহ্মবাদ' একার্থ-প্রতিপাদক বিভিন্ন শব্দ মাত্র।"** তিনি যে একজন প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্করের মত ও বুদ্ধের মত যে একই, তাহা তিনি উক্ত

গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমুখ সাংখ্য-দার্শনিকগণ, পাতঞ্জল-দার্শনিক যোগিগণ, বেদান্ত-দার্শনিক শ্রীল রামানুজ, শ্রীল মধ্ব, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, এমন কি বৌদ্ধগণও শঙ্করকে বুদ্ধ-চিন্তাস্রোতের পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর স্বয়ংও আমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি-অনুসারে বুদ্ধের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। **বিবিধ পুরাণে শঙ্কর-বাদকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।** পুরাণোক্তিসমূহ অকাট্য বলিয়া শাঙ্করগণের অনেকে ঐ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কপট যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাহেন। বাস্তবিক উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বৌদ্ধ ও শাঙ্কর সিদ্ধান্তের ঐক্য

ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া নানা প্রকারে আমরা শঙ্কর-মত ও বৌদ্ধ-মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। কেবল ঐতিহ্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিলে মায়াবাদিগণের হয়ত আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের আপত্তি দূরীকরণ ও সন্তোষ বিধানার্থ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া উভয়ের ঐক্য প্রদর্শন করিতেছি। **'মায়াবাদের জীবন'** কোন্ শ্রেণীর চিন্তাস্রোতে কি-প্রকারে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে পাঠকবর্গকে আমার নিবেদন করিবার বিষয়। প্রকৃতিই মায়া অথবা মায়ার অঙ্গ। সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃতিবাদকেও 'মায়াবাদ' বলিলে বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। 'বুধ্' ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত'—বুদ্ধ। বুধ্ ধাতুর অর্থে বোধ বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করে। 'মায়া'-গর্ভে যে-বুদ্ধ অর্থাৎ যে-জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাকেও মায়াবাদ বলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌতমের আবির্ভাবের পর হইতেই মায়াবাদ একটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। **বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বকার অদ্বৈতবাদ এবং আধুনিক বুদ্ধ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ (মায়াবাদ) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌**। সে যাহা হউক, এস্থলে শাঙ্কর ও বৌদ্ধমতের ঐক্য প্রদর্শনই আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং 'জগৎ', 'ব্রহ্ম', 'শূন্য', 'মোক্ষের উপায়', 'ব্রহ্ম ও শূন্যের একত্ব' প্রভৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও শঙ্করের মতের মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই, নিম্নে ইহা দেখাইতেছি।

বৌদ্ধমতে জগৎ মিথ্যা

বৌদ্ধমতে জগৎ একটী শূন্য তত্ত্ব। জগতের আদি 'অসৎ' অর্থাৎ 'শূন্য', অন্তও অসৎ-স্বরূপ শূন্য। যাহার আদ্যন্ত অসৎ বা শূন্য, তাহার মধ্যও শূন্য ও অসৎ। কাল বলিয়া কোনও কিছু তন্মতে স্বীকৃত হয় নাই। শূন্যই আদি, শূন্যই অন্ত। 'অতীত' শূন্য, 'ভবিষ্যৎ'ও শূন্য এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী 'বর্ত্তমান'ও শূন্য। তিনি বলেন,—'বর্ত্তমান' বলিয়া কোনও কাল নাই,—উহা অতীত এবং ভবিষ্যতেরই নামান্তর। কোনও বাক্য বলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা 'ভবিষ্যৎ' এবং উহা উচ্চারিত হইবামাত্রই 'অতীত'। সুতরাং 'বর্ত্তমান' বলিয়া কোনও কাল খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধগণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জগতও সুতরাং নাই। আমরা বলি—'রাম জীবিত আছে' বলিলে কি রামের অস্তিত্ব প্রমাণ হইবে না? 'রাম' নামে কোনও ব্যক্তি কি নাই —বলিতে হইবে? তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের অস্বীকারকারী যুক্তি-প্রদাতা বর্ত্তমান থাকিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কি অস্বীকার করিতে হইবে? প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান-কাল আছে বলিয়াই 'ভূত' ও 'ভবিষ্যৎ' কালের সত্তা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাহা হউক, বৌদ্ধমতে জগতের ত্রিকাল-মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। আচার্য্য শঙ্করও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন—পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

শঙ্করমতেও জগৎ মিথ্যা

আচার্য্য শঙ্করও বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতের কারণ ত্রিকালশূন্য-স্বরূপ একটী তত্ত্বকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার নাম অবিদ্যা। **এই অবিদ্যা একটী সদসদ্-বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব।** শ্রীশঙ্কর তাঁহার 'অজ্ঞানবোধিনী'-গ্রন্থে জগৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উহার অষ্টম বাক্য, যথা—

"ভো ভগবন্! যদ্ **ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্?** অরে যথা **ইন্দ্রজালং** পশ্যতি জনঃ, ব্যাঘ্র-জল-তড়াদি অসত্যতয়া প্রতিভাতি কিম্? ইন্দ্রজালভ্রমে নিবৃত্তে সতি **সর্ব্বং মিথ্যেতি** জানাতি। ইদন্ত সর্ব্বেষামনু-ভবসিদ্ধম্।"

উক্ত বাক্যে তিনি জগৎকে ভ্রমমাত্র এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। নির্ব্বাণ-দশকের ৬ষ্ঠ শ্লোকেও "ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বে" ইত্যাদি বাক্যে শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধের ন্যায় বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং সত্যজ্ঞানানন্দরূপেণ বিমোহাৎ।
নিদ্রামহাৎ **স্বপ্নবৎ তন্ন সত্যং** শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্॥"

(শঙ্কর-কৃত আত্মপঞ্চক—৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ 'তন্ন সত্যং স্বপ্নবৎ'—বিশ্ব সত্য নহে, অসৎ এবং স্বপ্নতুল্য অলীক। বিশ্বের অস্তিত্ব নিদ্রাকালের স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে।

বুদ্ধ বিশ্বকে 'সংস্কার' বিশেষ বলিয়া কোথাও কোথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। শঙ্কর উহা 'স্বপ্নের' মত প্রতিভাত হয় মাত্র,—এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ 'সংস্কার ও 'স্বপ্ন' একই ধারণা-জ্ঞাপক; কারণ 'সংস্কার' ও 'স্বপ্ন' উভয়ই কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয়। যেখানে অকল্পিত বস্তু স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, সেখানেও সংস্কারই তাহার মূল কারণ। ইহাই দার্শনিকগণের মত। শঙ্কর যদিও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধের 'সংস্কার-বাদের' প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার স্বপ্নতুল্য জগৎ-প্রতীতি ও সংস্কার-বাদ একই বলিয়া কথিত হয়—কেবল ভাষান্তর মাত্র।

আচার্য্য শঙ্কর জগৎ-কারণরূপা অবিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া **'সদসৎ-বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয়ত্বের'** কথা যে-ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের ত্রিকালশূন্যত্বের সহিত কিছুমাত্র ভেদ হয় না। শুক্তি ও রজতের দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি বলেন, রজত-জ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞানোৎপন্ন। সুতরাং এই রজত-জ্ঞান প্রাতিভাসিক মাত্র। প্রাতিভাসিক বস্তু তাবৎকাল স্থায়ী; বৌদ্ধমতে ইহা ক্ষণিকমাত্র অর্থাৎ রজতের তাৎকালিক জ্ঞান, অজ্ঞান মাত্র। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে উহার অস্তিত্ব না থাকায়, উক্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা সৎ নহে, মিথ্যা মাত্র। 'অদ্বৈত-সিদ্ধি' প্রকাশক মাননীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য্য শঙ্করের মত ব্যক্ত করিতে গিয়া আশ্চর্য্যজনক বাক্যের আবাহন করিয়াছেন, যথা,—

"যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা প্রতিভাত হয়, যেমন জগৎ; এবং **যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা প্রতিভাত হয় না, যেমন ব্রহ্ম।"** উক্ত বাক্য বৌদ্ধমতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রী বলেন, "যৎ সৎ তৎ

ক্ষণিকম্” অর্থাৎ যাহা সৎ বা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই ক্ষণিক বা তাৎকালিক, সুতরাং মিথ্যা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি'-গ্রন্থের ৪৫শ শ্লোকে বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"রজ্জুজ্ঞানাৎ **ক্ষণেনৈব** যদ্বদ্ রজ্জুর্হি সর্পিনী।"

অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের দ্বারা যে অনুভূতি হয়, **তাহা ভ্রান্তিময় হইলেও ক্ষণিক**। সুতরাং **জগৎরূপ যে ভ্রান্তি, তাহাও ক্ষণিক**। জগতের ত্রৈকালিক সত্য-শূন্যত্বের তাৎকালিকতা স্বীকার করিলে বুদ্ধের জগদ্ব্যাপারে আদ্যন্ত অসৎরূপ বিশ্বের ত্রিকালশূন্য ক্ষণিকত্বের সহিত কি পার্থক্য হইল? সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন।

ব্রহ্ম ও শূন্য

জগদ্-ব্যাপারে বুদ্ধ ও শঙ্কর যে একই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়াছি। জগৎ যদি অস্তিত্বহীন, মিথ্যা অথচ ক্ষণিক ও প্রাতিভাসিক হয়, তাহা হইতে সৎ ও নিত্য বস্তু কি?—তাহাই বর্ত্তমানে বিচার্য্য। অদ্বয়বাদী বুদ্ধের শূন্যই তাঁহার সৎ ও নিত্য—অর্থাৎ শূন্যজ্ঞানই চরমজ্ঞান। আর ব্রহ্মবাদী শঙ্করের ব্রহ্মই সৎ ও নিত্য—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই চরমজ্ঞান।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শঙ্করমতে **'যাহার প্রতীতি নাই তাহাই সৎ'**। এবং বুদ্ধও প্রতীতিহীন বস্তুকে শূন্য বা সৎ বলিয়া জানাইয়াছেন। শঙ্কর উহাকে 'ব্রহ্ম'-শব্দের দ্বারা বুঝাইতে গিয়া শূন্য হইতে অধিক কি বস্তু জানাইলেন?—পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। আমার মতে—**শূন্যের ধারণা ষোল-আনাই বজায় রাখিয়া তিনি 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'শূন্য'-শব্দকে ভাষান্তরিত করিলেন মাত্র।** 'শূন্য'-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ যে-কিছু ব্যক্ত করিয়া থাকেন, শঙ্করও 'ব্রহ্ম'-সম্বন্ধে তাহাই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সুতরাং শূন্য ও ব্রহ্মে কোনওরূপ পার্থক্য হইতেছে না। আমরা দুই-একটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের আরও দৃঢ়তা সম্পাদন করিব।

বুদ্ধের শূন্যবাদ

প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের (বৌদ্ধগণের একটী প্রামাণিক গ্রন্থ) ষোড়শ সূত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা,—

"সুতুর্ব্বোধাসি মায়েব দৃশ্যসে ন চ দৃশ্যসে।"

অর্থাৎ তুমি অতিশয় দুর্ব্বোধ এবং মায়ার ন্যায় কখনও দৃষ্ট হও, কখনও দৃষ্ট হও না।

উক্ত গ্রন্থে দ্বিতীয় সূত্রে—"আকাশমিব নির্লেপাং নিষ্প্রপঞ্চাং নিরক্ষরাম্। যস্তাং পশ্যতি ভাবেন স পশ্যতি তথাগতম্।"

অর্থাৎ যে তোমাকে আকাশের ন্যায় অর্থাৎ শূন্যতুল্য নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরক্ষরভাবে দর্শন করে, সেই 'তথাগত' অর্থাৎ শূন্যত্বকে প্রাপ্ত হয়।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বিতীয় বিবর্ত্তে এইরূপ আছে,—

"সর্ব্বধর্ম্মা অপি দেবপুত্রা মায়োপমাঃ স্বপ্নোপমাঃ" * * * প্রত্যক্-বুদ্ধোঽপি মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ। প্রত্যকবুদ্ধত্বমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্। সম্যক্ সম্বুদ্ধোঽপি মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ। সম্যক্ সম্বুদ্ধত্বমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্।"

অর্থাৎ—সুগতবুদ্ধ দেবপুত্রগণকে কহিতেছেন,—সমস্ত ধর্ম্মই মায়োপম ও স্বপ্নোপম। প্রত্যক্ বুদ্ধ সম্যক্ সম্বুদ্ধ এবং তৎ-তৎ-ধর্ম্মসকলই স্বপ্নোপম ও মায়োপম।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে সায়নমাধব বৌদ্ধদর্শন-বর্ণন-প্রসঙ্গে পঞ্চদশ বাক্যে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মাধ্যমিকাস্তাবদুত্তমপ্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্। ভিক্ষুপাদ প্রসারণ-ন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধানমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগত সর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্য্যবসানম্। অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব।"

অর্থাৎ উত্তমপ্রাজ্ঞ মাধ্যমিকেরাই এইরূপ কহিতেছেন। প্রপঞ্চের ক্ষণভঙ্গাদি অর্থাৎ সংস্কারগত ক্ষণিক অভিধানমুখে যে স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগত সকল সত্যতাই ভ্রমব্যবর্ত্তন-হেতু সর্ব্বশূন্যতায়ই পর্য্যবসান লাভ করিতেছে। **অতএব সৎ ও অসৎ উভয়েই উভয়াত্মক চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত শূন্য তত্ত্ব।**

উক্ত গ্রন্থের ২৯ সংখ্যার বাক্যেও শূন্য সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"কেচন বৌদ্ধা বাহ্যেষু গন্ধাদিষু আন্তরেষু রূপাদি-স্কন্ধেষু সৎস্বাপি তত্রানাস্থামুৎপাদয়িতুং সর্ব্বং শূন্যমিতি প্রাথমিকান্ বিনেয়ানচীকথৎ।"

অর্থাৎ কোন কোন বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু গন্ধ, আন্তরিক ও রূপাদি স্কন্ধে, এমন কি 'সৎ'এও অনাস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত সকল শূন্য, ইহা প্রাথমিকগণকে বলিয়াছেন।

শাক্যসিংহ বুদ্ধের বিবরণ প্রসঙ্গেও ললিতবিস্তারের (বৌদ্ধগ্রন্থ) ২১শ

অধ্যায়ে শাক্যসিংহ বুদ্ধ 'শূন্য' ও 'নৈরাত্মবাদ'-ধনুকের দ্বারা সাংসারিক ক্লেশ-রিপুর বিনাশ করিয়াছেন।—এইরূপ উক্তি আছে। "সমর্থঃ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাদিনৈঃ ক্লেশরিপুন্ নিহত্বা" ইত্যাদি। উপরিউক্ত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়, মহানির্ব্বাণরূপ শূন্যবস্তু আকাশের ন্যায় নিরক্ষর নিষ্প্রপঞ্চ এবং যাহা প্রপঞ্চ অর্থাৎ কারণরূপ শূন্যের কার্য্য বা ধর্ম্মজ্ঞাপক, তৎসমুদয়ই শূন্য এবং স্বপ্নোপম, মায়োপম। প্রপঞ্চ ক্ষণিক হইলেও ইহার মূল কারণ 'শূন্য'। প্রজ্ঞপারমিতাসূত্রে বলা হইয়াছে,—**আত্মের আত্মত্বগুণসমূহ অপহৃত হইলে উহা শূন্যেই পর্য্যবসিত হয়।** শঙ্করের নির্গুণব্রহ্মবাদ ইহারই নামান্তর। বুদ্ধ বলেন,—**যাহাতে গুণ নাই বা কার্য্য নাই, তাহাই শূন্য। শঙ্করও বলেন,—যাহাতে গুণ নাই, তাহাই ব্রহ্ম।**

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

আত্যন্তিকসুখানুসন্ধান-রহিত, পরমার্থ-সাধনে বঞ্চিত, মায়ামুগ্ধ জীবই বদ্ধ। বদ্ধজীব সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়তর্পণকামী জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনেই তাহাদের রুচি উৎফুল্লিত হয়। আপাতশোভন কর্ম্মফলবাদ বদ্ধজীবের রুচির অনুকূলে লোভ প্রদর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়-ভোগের ইন্ধন-ফলেরই প্রবর্ত্তন করে। প্রবৃত্ত জীবগণ সর্ব্বদাই ফলাকাঙ্ক্ষী। প্রবৃত্তিতে আপাত জড়েন্দ্রিয়-সৌখ্যের সমৃদ্ধি বা প্রসার দৃষ্ট হইলেও পরমুহূর্ত্তেই অশেষবিধ দুঃখ-দৈন্যের প্রবাহেরই উদ্ভব করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিনিরত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের অসৎ বা অনিত্য বিষয়ে প্রবৃত্তিপরতা কি-প্রকার মহানর্থের উদয় করাইবে।

প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিগণ রজোগুণ-পরিচালিত। রজস্তমোগুণ-পরিচালিত ব্যক্তি স্ব-পর-মঙ্গল হইতে চিরবঞ্চিত। তাহাদের অশেষবিধ প্রাকৃতাভিমান কাল্পনিক জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের প্রলোভনে পরিচালিত হইয়া বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্ট। রজস্তমগুণোদ্দীপ্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রে প্রশংসা করেন নাই, পরন্তু তাহাদের অপ্রশংসাই শ্রুত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৬)

যথার্থ কর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিনীত, মূর্খ অথচ পণ্ডিত-অভিমানগ্রস্ত মূঢ়ব্যক্তিগণ শ্রুতিমধুর বৈদিক অর্থবাদ অর্থাৎ স্বর্গাদিসুখ-প্রতিপাদক বচনে উৎসুক ও মোহিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তাদৃশ কর্ম্মফলপ্রদ দেবতাগণের প্রতি চাটুবাক্য অর্থাৎ প্রশংসাবাদেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

নিত্যবস্তুর উদ্দেশ্যে সাধিত অনুষ্ঠান কখনও নষ্ট হয় না। স্বীয় নশ্বর কাম পরিতৃপ্তির জন্য যে-সকল চেষ্টা, উহা বিনাশশীল। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহ হরিসেবার প্রতিকূলে নিযুক্ত হইলে উহা জীবগণের বন্ধনের কারণ হয় এবং তাহাদিগকে কর্ম্মবীর করিয়াও অত্যন্ত নির্ব্বোধ করিয়া তুলে। তখন তাহারা রাজস ও তামস অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া নিজদিগকে কর্ম্মপটু, পণ্ডিতাভিমানী, সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের ন্যায় ভবিষ্যদ্-দর্শনরহিত নির্ব্বোধ প্রাণী জগতে বিরল।

প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া মুগ্ধ জীব কখনও রসাতলাধিপত্য লাভের জন্য যত্ন প্রদর্শন করে, কখনও স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হইবার জন্য চেষ্টান্বিত হয়, কখনও বা প্রাজাপত্য লাভ অথবা সার্ব্বভৌম-পদ লাভের আশায় প্রবল উদ্যম প্রদর্শন করিয়া থাকে। কখনও বা জড়ভোগসাধক ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রলোভিত হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য-সাধনে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে, আবার কখনও জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া কামিনী সংগ্রহে উদ্গ্রীব হইয়া উঠে। শাস্ত্র এবম্প্রকার প্রবৃত্তিপরতার নির্ব্বুদ্ধিতা ও হেয়তা প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্তিপরতার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিলেন।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।" প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিগণ পরিণামে চিরদুঃখভাগী জানিয়া শাস্ত্র প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিপরতার মহাফল দাতৃত্বগুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সমস্ত জগৎই প্রবৃত্তিপরতায় বিমুগ্ধ। কিন্তু শাস্ত্র জানাইলেন,—নিবৃত্তিই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও শান্তির একমাত্র হেতু।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ (ভাঃ ১১।১৯।১৮)

প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বোত্তম কর্ম্মফলেরও নশ্বরতা অবগত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা ব্রহ্মার স্বীয় ধাম ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট-সুখকেও কর্ম্মজনিত বলিয়া দুঃখপূর্ণ ও বিনশ্বররূপে বিচার করিয়া থাকেন।

প্রবৃত্তিপর জনগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লভ্য কর্ম্মফলেরও নিতান্ত নশ্বরতার বিষয়

অবগত হইয়া সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রকৃতিপরতায় নিরত হইয়া নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন। নির্ব্বেদগ্রস্ত ব্যক্তিই প্রকৃত মঙ্গলের কথায় কর্ণপাত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। প্রবৃত্ত ব্যক্তির সুমঙ্গলপ্রদ ভাগবত-ধর্ম্মকথা শ্রবণের অবকাশ লাভ ঘটে না। নির্ব্বিন্ন ব্যক্তিই ভগবৎ ও ভাগবত-সাম্মুখ্য লাভে অধিকারী।

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥
(ভাঃ ১১।১৯।৪)

জ্ঞান-সম্পদের লেশমাত্রদ্বারা যে সিদ্ধির উদয় হয়, তপঃ, তীর্থ, জপ, দান এবং অন্যান্য যাবতীয় পুণ্যকর্ম্ম সেইপ্রকার সিদ্ধির উৎপাদনে তাদৃশ সমর্থ হয় না।

নির্ব্বিণ্ণাত্মক জ্ঞানের অপরিসীম সামর্থ্য ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র তাহার প্রচুর প্রশংসা করিলেও সাধ্যশ্রেষ্ঠ প্রেমের অমৃতমধুর রস-চমৎকারিতার সন্ধান প্রদান করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র নির্ব্বেদ-জ্ঞানসম্পদেরও নিতান্ত তুচ্ছতা ও অপ্রয়োজনীয়তার কথা জানাইলেন,—

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ॥ (ভাঃ ১১।১৯।১)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং অনুভব পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অথচ কেবলমাত্র পরোক্ষজ্ঞানী নহেন, তিনি দ্বৈতপ্রপঞ্চ এবং তাঁহার নিবৃত্তির সাধনকে আমার মধ্যে মায়াকর্তৃক কল্পিতমাত্র জানিয়া তৎসাধন জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

ত্রিগুণতাড়িত বিচার জীবের বদ্ধদশা আনয়ন করিয়া তাহাকে প্রাকৃততত্ত্বে স্থাপনপূর্ব্বক অহঙ্কার-বিমূঢ় করে। যে-স্থলে স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব, তথায় ভক্তিবর্জ্জিত বদ্ধজীব অহঙ্কারবশে যে মুক্তি কামনা করে, তাহা নিরাশ্রিত অহঙ্কারেরই প্রকার ভেদ। এইপ্রকার অমঙ্গলের সীমা যিনি অতিক্রম করিয়া আত্মবান্ হন, তাঁহার স্বরূপ-বিচারে জড়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান তাঁহাকে ভোগী সাজাইতে পারে না। অজ্ঞানমুক্ত হইয়া তিনি শ্রৌতপথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্বান্ হন। তখন সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি কেবলা-ভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান বা ভোগপর কর্ম্মবাদের অধীন হইয়া দুর্গতি লাভ করেন না। তিনি তখন নিত্যস্বরূপে নিত্যবৃত্তি প্রেমপরা ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া যাবতীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানচেষ্টাকে সেবাতাৎপর্য্যে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিরত হন।

প্রকৃত নির্ব্বেদসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাকৃত প্রবৃত্তিপরতা ও জড় নিবৃত্তিপরতা উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিত্যসুখ-বোধতনু সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সেবনধর্ম্মের অনুশীলনে স্বীয় প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া আত্মস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে থাকেন।

এবম্প্রকার বুদ্ধি ও বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই যে বিশুদ্ধা ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
(ভাঃ ১১।২০।৮)

যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

তিনি তখন কর্ম্ম-জ্ঞানকষায়-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ হরিভজনে অনুরাগ-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের মধুর-চরিত-শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, তদীয় পূজনাদি-বিষয়ে সুপ্রচুর আসক্তি, সুললিত স্তোত্রবাক্যে তাঁহার স্তব, তদীয় পাদপদ্মসেবাদি-বিষয়ে আদর, সর্ব্বভূতে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধানুভব, ভগবৎসেবাকার্য্যে যাবতীয় কায়িক চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবদ্ গুণগান, শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ, সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ, শ্রীভগবানের সেবার জন্য যাবতীয় অর্থের নিয়োগ, তাঁহার সুখের উদ্দেশ্যে নিজের ভোগাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া পরম পবিত্র, পরম সুখদ ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলনে—শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার ভক্তের ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীভগবানও উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রেমামৃত-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্। তিনি অনাদিকাল হইতে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করত বিরাজিত। সেই সমস্ত প্রকাশের মধ্যে

বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ আদি তাঁহার অংশ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত। পরমব্রহ্ম, রসিকশেখর স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরও একটি নিত্যস্বরূপ আছে, কিন্তু সেই স্বরূপ তাঁহার অংশ নহে; তাহাতেও স্বয়ংভগবত্তা নিত্য-বিরাজিত। সেই স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ না হইয়া পীতবর্ণ। এই পীতবর্ণ স্বয়ং-ভগবানের স্বরূপের বর্ণন শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চমবেদ শ্রীমহাভারত এবং সর্ব্বোপরি প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।১৩)

শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে বলিতেছেন,—"হে নন্দমহারাজ! আপনার এই পুত্র ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করেন। শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের শরীর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষ্ণ বর্ণের শরীর ধারণ করিয়াছেন।

সত্যযুগে শুক্লবর্ণের অবতার হয়, ত্রেতায় রক্তবর্ণের; এবং দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণরূপতা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গকান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্থ যুগের অবতার পীতবর্ণ এবং সেই যুগের নাম—কলিযুগ। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান্ কলিযুগে পীতবর্ণ অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন ঋষি কলিযুগের আরাধ্য ভগবৎস্বরূপ এবং তাঁহার আরাধনা-প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

হে রাজন্! যিনি সদা সর্ব্বদা কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ কীর্ত্তন করেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর বা পীত; সেই অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, উপাঙ্গ—অদ্বৈতাচার্য্য, অস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরায়রামানন্দ এবং শ্রীবাসাদি পরিকরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রমুখ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তির সুদৃঢ়-ভিত্তিতে "কৃষ্ণবর্ণং"-পদের অর্থ 'কৃষ্ণ' এই দুটী বর্ণ অথবা কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরের বর্ণনকারী অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী এবং "ত্বিষাঽকৃষ্ণং"-পদের অর্থ গৌর বা পীত-কান্তিবিশিষ্ট

করিয়াছেন। ইহা শ্রীমহাভারতের দানপর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে আরও সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে,—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ॥

(মঃ ভাঃ দানপর্ব্ব ১৪৯ অধ্যায়)

শ্রীগৌরসুন্দর সুবর্ণ অর্থাৎ দুইটী সুন্দর বর্ণযুক্ত 'কৃষ্ণ' নাম সদা সর্ব্বদা বর্ণন কীর্ত্তন করেন। তজ্জন্য ইঁহার একটী নাম 'সুবর্ণ বর্ণ'। শ্রীঅঙ্গ হেম অর্থাৎ উজ্জ্বল পীতবর্ণ হওয়ায় নাম—'হেমাঙ্গ'। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের উচ্চতা পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং প্রান্থ দুইটি হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি হইতে দ্বিতীয় হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের হাতের চতুর্হস্ত পরিমিত অর্থাৎ তিনি ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল্। ইহা স্বয়ং-ভগবত্তার একটি বিশেষ লক্ষণ। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ জগতের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষগণের অঙ্গসমূহ হইতেও অত্যন্ত সুন্দর, তজ্জন্য তাঁহার একটি নাম 'বরাঙ্গ'। সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্যকালে হস্ত এবং ভুজে ক্রমশঃ কঙ্কণ এবং অঙ্গদ-স্থলে চন্দন ধারণ করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে 'চন্দনাঙ্গদী' বলা হইয়াছে। এই চারিটী নাম শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থ-লীলার সহিত সম্বন্ধিত। পুনঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য 'সন্ন্যাসকৃৎ', ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধির জন্য 'শম', অচঞ্চলচিত্ত হওয়ায় 'শান্ত' এবং কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠ ও নিবৃত্তিপরায়ণ হওয়ায় তিনি 'নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ' নামযুক্ত। এই চারটী নাম তাঁহার সন্ন্যাসলীলার সহিত সম্বন্ধিত। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও পীতবর্ণধারী স্বয়ং-ভগবানের উল্লেখ আরও স্পষ্টরূপে বর্ণন করা হইয়াছে,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

(মুণ্ডক ৩।৩)

যখন কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি, রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন করেন তখন তিনি পাপ-পুণ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল, নিরঞ্জন ও বিদ্বান্ হইয়া পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হন। এস্থলে রুক্মের অর্থ সুবর্ণ; অতএব রুক্মবর্ণের অর্থ সুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণের মত পীতবর্ণ। উক্ত শ্রুতিমন্ত্র কথনের তাৎপর্য্য এই যে,—সেই রুক্মবর্ণ পীতবর্ণ পুরুষ সর্ব্বকারণকারণ—সর্ব্বকর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তিনি ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, 'ব্রহ্মণো প্রতিষ্ঠাহহম্' (গীতা ১৪।২৭) সেইরূপ এই পীতবর্ণ পুরুষও ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তজ্জন্য এই পীতবর্ণ

পুরুষও স্বয়ং ভগবান্, ইহা সুস্পষ্ট। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ এবং স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পীতবর্ণ। এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, স্বয়ং-ভগবান্ কি দুই জন ?

স্বয়ং ভগবান্ কখনো দুইজন হইতে পারেন না। 'একমেব অদ্বিতীয়ম্'— ইহা শ্রুতি-সিদ্ধান্ত। পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কখনো দুইজন নহেন। মূল শ্রুতিমন্ত্রের 'সাম্য' শব্দের অর্থ—তাঁহার সমান গুণবান্ বা প্রতিভাশালী অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া দর্শক তাঁহারই মত প্রেমবান্ হইয়া যান। এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্যকেও প্রেমদান করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া যায়,—

যা'রে দেখে তা'রে কহে,—কহ কৃষ্ণ নাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥

অতএব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং-ভগবান্—ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চমবেদ মহাভারত এবং নিখিল প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণবর্ণের শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও এই পীতবর্ণের শ্রীশচীনন্দনের করুণার বৈশিষ্ট্য অধিক।

যদিও 'মহাপ্রভু'-শব্দ বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ আদি বিভিন্ন সহস্রনামের অন্তর্গত প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের ক্ষেত্রেই এই শব্দ বিদ্বৎ রূঢ়িতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'মহাপ্রভু'-শব্দে শ্রীচৈতন্যদেবকেই অবগত হওয়া যায়। এমন কি 'মহাপ্রভু'-শব্দ ভগবানের অন্য কোন অবতারে রূঢ়িভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীপাদ হিতহরিবংশ স্বামী আদি আচার্য্যগণের নামের সহিত অধুনা 'মহাপ্রভু' শব্দ সংযুক্ত হইলেও ঐ উপাধি তাঁহাদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়-মধ্যেই সীমিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য, শ্রীগৌরাঙ্গ আদি নামের সহিত সম্প্রদায়ের বাহিরেও বিদ্বৎসমাজে সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রভু'-শব্দ তাঁহার বিশেষ সদ্গুণ-প্রকাশক বিশেষণ-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

'মহাপ্রভু' শব্দের অর্থ—(ক) মহতাং প্রভুঃ=মহাপ্রভুঃ এবং (খ) মহাঞ্চাসৌ প্রভুঃ=মহাপ্রভুঃ ; অর্থাৎ (ক) যিনি মহান্‌জনেরও প্রভু তিনি 'মহাপ্রভু' অথবা (খ) যিনি মহান্ হইতেও মহান্ এবং সমস্ত প্রভুগণেরও প্রভু তিনি 'মহাপ্রভু'। এই সম্বন্ধে নিম্নে কিছু বিচার প্রদর্শন করা হইতেছে,—

মহতাং প্রভুঃ=মহাপ্রভুঃ—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে 'প্রভু' বলা হইয়াছে ; আর এই দুই প্রভুর সেবনীয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—

এক—মহাপ্রভু, আর প্রভু—দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।১৪)

সামান্যতঃ, যিনি প্রতিভাশালী তাঁহাকেই প্রভু বলা হয়। যেমন—গুরু, রাজা, স্বামী এবং মহাত্মগণকে 'প্রভু' শব্দে সম্বোধিত করা হয়; কিন্তু তাঁহাদের জন্য এই প্রয়োগ ঔপচারিক মাত্র—যেরূপ ভগবান্ সম্বোধন। বস্তুতঃ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণই 'ভগবান্'-শব্দদ্বারা সম্বোধ্য। সেইপ্রকার 'প্রভু' শব্দও সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী শ্রীভগবৎ-স্বরূপেরই বাচক। শ্রীভগবান্ যেখানেই অবতীর্ণ হন, সর্ব্বত্রই নিজের প্রভাবের জন্য প্রভু, তথাপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র, এমনকি স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও রূঢ়িভাবে 'মহাপ্রভু' বলা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবকেই রূঢ়ি অর্থে 'মহাপ্রভু' সর্ব্বত্রই বলা হয়; ইহার কয়েকটি বিশেষ রহস্য আছে।

প্রথমতঃ—শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং বলরাম, তাঁহাকে মূলসঙ্কর্ষণও বলা হয়। তিনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সেবা করিয়া থাকেন,—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ (চৈঃ চঃ ১।৫।১৫৬)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল সঙ্কর্ষণ। বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষবিষ্ণু ইঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অংশ ও কলা। এই সর্ব্বঅংশী শ্রীবলদেব অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুরও মূল এবং প্রভু হইতেছেন মহাপ্রভু,—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোশায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৭)

দ্বিতীয়তঃ—যিনি কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম আদি সকল অবতারের বীজ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূল; তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অংশের অংশ কলা মাত্র।

যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী—তেঁহো সর্ব্ব জিষ্ণু॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁ'রে কৃষ্ণের 'কলা' করি।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥
সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা॥
আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম॥ (চৈঃ চঃ ১।৫।৭৫।৭৮।৮০।৮২)

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে অভিন্ন। তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ, উপাদান প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা মহাবিষ্ণু। তিনিও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা ও ভর্ত্তা,—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা। (চৈঃ চঃ ১।৬।৬।২১)

এরূপ মহান্ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং তাঁহারও মূল অংশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাঁহাকে আরাধ্য মানেন, সেই মহান্‌গণেরও মহান্ এবং সর্ব্ব প্রভুদেরও প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রভু। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর কড়চাগুলিকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।১৪)
এইমত চৈতন্য-গোঁসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥ (চৈঃ চঃ ১।৫।১৪৩)

অতএব শ্রীশচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবই 'মহাপ্রভু'—ইহা শাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্বের মহতাং প্রভুঃ=মহাপ্রভুঃ অথবা মহাংশ্চাসৌ প্রভুঃ=মহাপ্রভুঃ, এই দুইটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পক্ষেই উপযুক্ত সিদ্ধ হইতেছে।

করুণার বৈশিষ্ট্য :—

আনন্দকন্দ করুণাবরুণালয় শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলাতেই করুণা বিদ্যমান্ রহিয়াছে। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই—প্রত্যেক ভগবদ্ অবতারই করুণাময়। করুণা—ভগবানের স্বরূপ ধর্ম্ম। ভগবত্তার সারই মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের বিকাশ একমাত্র করুণাতেই। যদি করুণার বিকাশ না হয়, তাহা হইলে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, তাঁহার দিব্য গুণাবলী, জীব এবং জগতের চিত্তাকর্ষিণী লীলা-সমূহের দৃষ্টিগোচর হওয়া ত' দূরের কথা, মন ও বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা, স্মরণ ও অনুভব দুর্ল্লভ ও অসম্ভব হইয়া পড়িত।

অগণিত অনন্ত সৃষ্টি করুণার ক্ষেত্র হইলেও করুণার মুখ্য লক্ষ্য হইতেছে—জীব-সমুদায়। ভগবদুন্মুখ জীবগণকে নিখিল ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় লীলা-রসামৃত-সিন্ধুতে আপ্লাবিত করাতেই করুণার অসমোর্দ্ধ বিকাশ ; ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে যথাসম্ভব কৌশলে নিজের (সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের) প্রতি উন্মুখ করায় সেই করুণার বিকাশ এবং ভগবদ্ভক্ত-বিরোধী দুষ্কৃত দৈত্য-দানবগণকে বিনাশ

করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি আদি প্রদান করায়ও ভগবৎকরুণার বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

করুণাময়ের করুণা এক বিভুতত্ত্ব হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে নিজের কার্য্য ও প্রভাবের দ্বারা অনুভূত হয়। প্রপঞ্চের সমস্ত ভগবদবতারগণের অবতরণের মূল কারণ সাধুভক্তের রক্ষণ, অসাধু অসুরগণের বিনাশ ও অধর্ম্ম নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপনই নিরূপিত হইয়াছে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীঃ ৪।৭।৮)

শ্রীশুকদেব গোস্বামীও কহিয়াছেন,—

যদা যদেহ ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরি॥ (ভাঃ ৯।২৪।৫৬)

অর্থাৎ যখন যখন সংসারে ধর্ম্মের হ্রাস এবং পাপের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন সর্ব্বশক্তিমান্ হরি অবতার গ্রহণ করেন।

যখন অসুরগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, তখন ব্রহ্মা ঐ পীড়িতা পৃথিবী এবং শিবাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরসমুদ্রের তটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আরাধ্যদেবের নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে আকাশবাণী শ্রুতিগোচর হইল,—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥ (ভাঃ ১০।১।২৩)

শ্রীবসুদেবের গৃহে পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ প্রকট হইবেন। স্বয়ং ভগবানের এবং তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য দেবাঙ্গনাগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণ

যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে-সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি ?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী ॥
কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্ব কালে
সেবিতে চৈতন্য-পদ ? কেন না হইনু
রূপ-সনাতন দাস ? কেন না বহিনু
রঘুনাথের করঙ্গ ? রামানন্দ-সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ-মাঝে ?
কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ?
কাশীবাসী দণ্ডিপতি প্রকাশ-আনন্দ
সরস্বতী-সঙ্গী-সহ কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে
প্রভু-স্থানে, কেন আমি না চাকিনু হায় !
সে তর্কতরঙ্গ-সুধা হরিভক্তিপূর্ণ ?
এহেন বাঞ্ছিত-পদ যদিও দুর্ল্লভ,
তবুও হ'তাম ধন্য যদি সে-সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকুলে তর্ককাণ্ডী হয়ে,
তা'হলে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ
লইতেন দণ্ড দিয়া এহেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে শুধিবারে এ দুষ্ট-হৃদয় ॥

আহা! চিৎচক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণব-বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ
হরিনামামৃত-দানে এ'দগ্ধ সংসারে,
কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গীগণ-মনে
সুনির্ম্মল! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি,
জাগাইয়া জীবগণে মোহ-নিদ্রা হ'তে
বলিতেন লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃত-স্বরূপ !!
যূথে যূথে, শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিষয় দনুজ-ভয়ে মাগিত আশ্রয়
প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিয়া, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরিতেন দান !!
প্রেমানন্দ বিলিম্পনে হৃদ্রোগ ঘুচিত !!!
চৈতন্যের দাস আমি, জীব! প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে। তাঁহার বিধানে
আহ্বানি তোমারে আমি হরিনাম ল'তে।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'
এস, জীব! প্রিয় সখে! চৈতন্যের প্রেম
অন্তর ভরিয়া লহ! ঘুচিবে হুতাশ!
কলিমল! বদ্ধভাব! পাইবে স্বপদ
শান্তিরস! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণপ্রেম! মহাভাব অনন্ত হইবে !!!

—শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার

"মহাভারতের ভারত"-পুস্তিকার প্রতিবাদ-পত্র

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
নবদ্বীপ (নদীয়া)
৯।৬।৮৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

মাননীয় দুঃখভঞ্জনবাবু! আশা করি কুশলে আছেন। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি যখন সদলবলে শ্রীহরিভক্তি প্রচারার্থ আপনাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তখন আপনি আপনার সঙ্কলিত "মহাভারতের ভারত" পুস্তকটি দিয়াছিলেন। উহা পাঠ করিয়া হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলাম, কেবল আমি কেন, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রই ব্যথা পাইবেন। আপনি উক্ত পুস্তকে কতকগুলি বিশেষ আপত্তিকর কথা লিখিয়াছেন—যেগুলি অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক ও অসার। সেইজন্য প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করিয়া পড়িবেন। উক্ত পুস্তকের ৭১, ৮৭ ও ৯০ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে লিখিয়াছেন যে,—"মানুষ-কৃষ্ণকে ঈশ্বর সাজানো হয়েছে; মানুষ কৃষ্ণকে জনসাধারণ ভগবান্ কৃষ্ণে পরিণত করেছেন।" "কৃষ্ণ পরমেশ্বর নন।" এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে,—আপনি মহাভারত হইতে আপনার পুস্তকটি সংকলন করিয়াছেন। আমি সেই মহাভারতের প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিব যে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ নন; তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। আপনার বাক্যগুলি যে নিতান্ত শাস্ত্রযুক্তি বহির্ভূত, তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ৩৪শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে (যাহা ভুবনবিখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক) যথা—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥

আপনি লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম নন। কিন্তু এখানে 'পরব্রহ্ম' বলিয়া তিনি মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। উহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে এইরূপ বলা হইয়াছে,—

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥

হে পরমেশ্বর! তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছ তাহা সেইরূপই; তথাপি

হে পুরুষোত্তম ! আমি তোমার ঐশ্বর্য্যময়রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আপনি যে বলিয়াছেন, কৃষ্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নন, তাহা মহাভারতের প্রমাণ-দ্বারা খণ্ডিত হইল। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহুশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'পরব্রহ্ম পরমেশ্বর' বলিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাকে সর্ব্বজীবের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (ভীষ্মপর্ব্ব ৩৪।২০) বলিলেন—"হে গুড়াকেশ ! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী আত্মা, আমিই সকল জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ।" যাহাকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ও সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ বলিয়া শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে 'মানুষ' বলিলেন কোন্ শাস্ত্রযুক্তি-বলে, তাহা জানাইলে ভাল হয়। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ৩৫শ অধ্যায় অর্থাৎ গীতার বিশ্বরূপ দর্শনযোগে পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজ অঙ্গ বিস্তার করিয়া বিশাল বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। নিজের মধ্যে শত সহস্র নানাবিধ দিব্যরূপ এবং মস্তক সম্পন্ন আলোকিক আকৃতি দেখাইয়াছিলেন। নিজমধ্যে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণ, আদিত্যগণ, বসুসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখাইয়াছিলেন। ভক্তবর অর্জ্জুন তাঁহার শ্রীঅঙ্গের একদেশে চরাচর বিশ্বকেও দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ৩৫।১২ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, যদি কখনও সহস্রসূর্য্য এককালে উদিত হয়, তবে সেই বিশ্বরূপের কতক-পরিমাণে সৌসাদৃশ্য হইতে পারে। শ্রীঅর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার আদি-মধ্য-অন্ত দেখিতে পান নাই। তিনি এই বিশাল অলৌকিক রূপ দর্শনে পরমবিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়াই ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধগণকে লইয়াই শ্রীভগবানের দিকে ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার করালদন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তক হইয়া তাঁহার দন্তসন্ধির মধ্যে সংলগ্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যিনি এবম্প্রকার অলৌকিক, অপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য রূপ দেখাইতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'মানুষ' বলিলেন কোন্ শাস্ত্র-যুক্তিবলে ? মানুষকে 'ভগবান্' বলা এবং ভগবানকে 'মানুষ' বলা উভয়ই গুরুতর অপরাধ। উক্ত অপরাধের ফলে জীবের অধোগতি হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যিনি স্বকপোলকল্পিত মতে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কিছু বর্ণন করেন, পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন না। মহাভারতে উক্ত আছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাঃ গতিম্ ॥ (ভীষ্মপর্ব্ব ৪০।২৩)

অতএব শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক আপনি যে-সব কথাগুলি লিখিয়াছেন, উহা আপনার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হইয়াছে। আমি এ-পর্য্যন্ত মহাভারতের প্রমাণদ্বারাই প্রমাণ করিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ মানুষ নহেন। তিনি পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা ও অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। আপনি কিরূপে মহাভারত পড়িয়াছেন জানি না। আপনি কি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি অনুধাবন করেন নাই? শিশুপাল প্রসঙ্গ মহাভারতের স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করিয়াছে, যথা— কৃষ্ণ এবহি লোকানামুৎপত্তিরপি অব্যয়ঃ।

কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥
এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ।
পরশ্চ সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যতমোঽচ্যুতঃ ॥
(সভাপর্ব্ব ৩৮।২৩-২৪)

ভীষ্ম বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। তিনি অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং পরম-পূজনীয়; তাহাতে আর সন্দেহ কি?" সুতরাং যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা তাঁহাকে 'মানুষ' আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এমন মনুষ্য কে আছেন যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতে পারেন? সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর না বলিয়া 'মানুষ' বলিলে অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অশাস্ত্রীয় তত্ত্ববিরোধ হইয়া যায়। পঞ্চমবেদ-সদৃশ শ্রীমন্মহাভারত তারঃস্বরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। আপনিও উক্ত শ্লোকগুলি নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৃথা তর্কের আদর নাই। শাস্ত্রবাণী মানিয়া লইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। শাস্ত্রবাণী লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাক্যাড়ম্বর করা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নহে। শ্রীমন্মহাভারত বলেন,—"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।" মহামতি ভীষ্মদেব একজন মহাজন। তাঁহার বাক্য মান্য করা উচিত। মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ৩৯শ অধ্যায়ে শ্রীসহদেব বলিয়াছেন,—

কেশবং কেশিহন্তারমপ্রমেয় পরাক্রমম্।
পূজ্যমানং ময়া যো বঃ কৃষ্ণং ন সহতে নৃপঃ ॥
সর্ব্বেষাং বলিনাং মূর্দ্ধিময়েদং নিহিতং পদম্।
এবমুক্তে ময়া সম্যগুত্তরং প্রব্রবীতু সঃ ॥

"কেশী-নিহন্তা কেশব অমিতপরাক্রমশালী, তিনি আমাদের পরম পূজনীয়। যে-সকল নৃপাধমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদের মস্তকে পদার্পণ করি॥" বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগের ৫০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রার্থনাক্রমে বিশাল অত্যাশ্চর্য্য বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া পরে চতুর্ভুজ, পরিশেষে পরমসুন্দর দ্বিভুজ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। কোন মানুষের পক্ষে এইরূপ সহস্র-শিরযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, কখনও মনুষ্য নহেন।

মহাভারতে যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে সেইখানেই আপনার লেখনী স্তব্ধীভূত হইয়া বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আপনি আপনার পুস্তকের ৫৫শ পৃষ্ঠায় শিশুপাল-বধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"এই কথায় সমবেত রাজা ও ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ফলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। এই সংঘর্ষেই শিশুপাল মারা যায়।" আপনার বাক্যে এইরূপ বুঝা যায় যে, ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত রাজন্যবর্গ শিশুপালকে বধ করেন ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে উহাকে চক্রের দ্বারা নিধন করিয়াছিলেন তাহা বুঝায় না। প্রকৃত সত্য ঘটনা এই যে,—রাজসূয়যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের সভামধ্যে শিশুপাল যে ভাষায় অযথা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতেছিল, মহাভারতে তাহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

তথা ব্রুবত এবাস্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
মনসা চিন্তয়চ্চক্রং দৈত্য-গর্ব্ব-নিসূদনম্॥
এতস্মিন্নেব কালে তু চক্রে হস্তগতে সতি।
উবাচ ভগবানুচ্চৈর্বাক্যং বাক্য-বিশারদঃ॥
শৃণ্বন্তু মে মহীপালা যেনৈতৎ ক্ষমিতং ময়া।
অপরাধশতং ক্ষাম্যং মাতুরস্যৈব যাচনে॥
দত্তং ময়া যাচিতঞ্চ তানি পূর্ণানি পার্থিবাঃ।
অধুনা বধয়িষ্যামি পশ্যতাং বো মহীক্ষিতাম্॥
এবমুক্ত্বা যদুশ্রেষ্ঠশ্চেদিরাজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যাপাহরচ্ছিরঃ ক্রুদ্ধশ্চক্রেণামিত্র কর্ষণঃ॥

(সভাপর্ব্ব ৪৫।২১-২৫)

ভগবান্ মধুসূদন দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রই চক্র তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ চক্রপাণি ভূপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,

—হে মহীপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্ব্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শতঅপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; আমিও তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম। তন্নিমিত্ত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহাকে ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে উহার একশত অপরাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই সংহার করিব। অরাতিনিসূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা চেদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই প্রসঙ্গে মূল মহাভারতের সহিত আপনার বক্তব্যের সাদৃশ্য নাই। আপনি ভুল তথ্য দিয়া পাঠকবর্গকে বঞ্চনা করিয়াছেন। স্মরণমাত্রই যাঁহার হস্তে চক্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি কি ঈশ্বর না হইয়া মানুষ হইতে পারেন? আপনি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখান, যাহার স্মরণ-মাত্রই স্বীয় হস্তে চক্র আসিয়া উপস্থিত হয়? শিশুপাল বধের ন্যায় জয়দ্রথ-বধ প্রসঙ্গেও আপনি শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব ও ঐশ্বরিকভাব এড়াইয়া গিয়াছেন। আপনার পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় কেবল লিখিয়াছেন,—"কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের যুদ্ধকৌশলেই জয়দ্রথকে বধ করা সম্ভব হইয়াছিল।" সেই যুদ্ধ-কৌশলটি মূল-মহাভারতে কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

যাঁহাকে ভারতের অধিকাংশ মানব, এমন কি বিশ্বেরও বহু ব্যক্তি ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করিয়া থাকেন, মহাভারতে যাঁহাকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, জগন্নিবাস, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সনাতন পুরুষ, চরাচর বিশ্বের পিতা, কিরীট-গদা-চক্রধারী পরম অক্ষরতত্ত্ব ও বিশ্বেশ্বর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮শ শ্লোকে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এবং ব্রহ্মসংহিতা ৫।১ম শ্লোকে যাঁহাকে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" ইত্যাদি আখ্যা দান করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আপনি 'মনুষ্য' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইহাপেক্ষা অধিক খেদের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আপনি ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,—"কৃষ্ণ তো কালের অধীন।" মহা-ভারতে যিনি অজ, সনাতন পুরুষ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা, অক্ষরবস্তু তিনি কালাধীন কিরূপে হইতে পারেন? বরং আমরা কালাধীন হইয়া জন্ম-মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হই; কিন্তু যিনি বিশ্বের লয়কর্ত্তা, তাঁহাকে কে লয় করিবে? গীতায় বর্ণিত আছে যে,—যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দুষ্ট বিনাশ ও সাধুগণকে পরিত্রাণপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে

যুগে আমি আবির্ভূত হই। সুতরাং তিনি কালাধীন কিরূপে হইলেন? তিনি—নিত্য, তাঁহার লীলা—নিত্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে,—

"এই সব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ॥"

গীতার ১১শ অধ্যায় ৩২শ শ্লোকটি আলোচনা করিলে তিনি যে কালাতীত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'আমি এই লোক-সকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় প্রবৃদ্ধ কালরূপে অবতীর্ণ; আমি পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত উভয়পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে বিনাশ করিব।' অতএব তিনি স্বয়ংই কালস্বরূপে ধ্বংস-কর্ত্তা। তাঁহাকে আপনার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি কালাধীনরূপে বর্ণন করায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আপনার পুস্তিকার বিবৃত কথাগুলি শাস্ত্র-সম্মত নহে বলিয়া আদর করিতে পারিলাম না।

মহাভারত মহাকাব্য যুগে যুগে পরমার্থের আলোক প্রদান করিয়া বিশ্ব-বাসীর অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। কিন্তু আপনি উহা হইতে যে 'মহাভারতের ভারত' সঙ্কলন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশ্ববাসীর পারমার্থিক কল্যাণ দূরে থাকুক্, প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদরূপ অধর্ম্ম প্রচারদ্বারা অকল্যাণ করিয়াছেন। সাহিত্য বলিতে "হিতেনসহ বর্ত্তমান" বুঝায়। কিন্তু আপনি উক্ত পুস্তক লিখিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদ প্রচার করত শিশুপালের ন্যায় নিজের ও পাঠকবর্গের আত্যন্তিক অহিতসাধন করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন॥ (গীতা ৪।৯)

ভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! যিনি আমার আবির্ভাব, কর্ম্ম বা লীলাদি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন তিনি দেহত্যাগান্তে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না, অধিকন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত যাবতীয় লীলাদি মনুষ্যের ন্যায় প্রাকৃত নহে। কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—"দেহ-দেহী বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ"-অর্থাৎ ঈশ্বরের দেহ এবং দেহীতে কোন ভেদ নাই। সমস্তটাই চিন্ময়, অপ্রাকৃত ও নিত্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাই ইহার উপর॥

অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহকে মনুষ্যের ন্যায় প্রাকৃত মনে করেন তাহারা বিষ্ণুনিন্দক ; ইহার উপর আর বিষ্ণুনিন্দা হইতে পারে না। মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নামের মধ্যে 'শ্রীবিষ্ণু' ও 'শ্রীহরি' নাম উল্লেখ আছে। সুতরাং এক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ বলিয়া প্রচার করা আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

স্বধামে শ্রীপাদ ধনঞ্জয় দাসাধিকারী প্রভু

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩ ; ১০ই জুন, ১৯৮৬ মঙ্গলবার গৌর-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীপাদ ধনঞ্জয় দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার স্বদেশ পূর্ব্বচকে (পোঃ নাজিরবাজার, মেদিনীপুর) সজ্ঞানে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। তিনি পূর্ব্বচক নিবাসী লাটদার পরলোকগত শ্রীগিরিধারী প্রভুর (শ্রীগিরিশ চন্দ্র দাস) পূর্ব্বপক্ষের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীগণেশ চন্দ্র দাস এবং মধ্যমভ্রাতা শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত হইয়া মাতাপিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন। মাতাপিতার সদ্গুরু-পদাশ্রয়ের পরই ৩য় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধনঞ্জয় দাসও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিপাদের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীগিরিধারী প্রভু শ্রীসমিতির নবদ্বীপস্থ মূলমঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকল্পে বহু অর্থ দান করেন।

মধ্যমভ্রাতা শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস সম্পত্তি-সংরক্ষণ-ব্যাপারে কনিষ্ঠ ধনঞ্জয়কে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা-সহানুভূতি করিতেন বলিয়া একদিকে তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেই সুযোগে তিনি শ্রীবেদান্ত সমিতির মূলমঠ ও বিভিন্ন শাখামঠে অবস্থান করিয়া বহুপ্রকার সেবাকাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কখনও তিনি বিভিন্ন প্রচারপার্টির সহিত নানাপ্রদেশে হরিকথা প্রচারে বহির্গত হইতেন এবং মঠ-মিশনের সেবানুকূল্য সংগ্রহে সাহায্য করিতেন। তাঁহার সেবামোদী মনোভাব মিশনবাসী প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

প্রচারপার্টীতে তাঁহার সুললিত কণ্ঠে আবেগময় পদাবলী কীর্ত্তনে দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ হইতেন। ঠাকুরের ভোগ-রন্ধনাদি ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং সকল সেবকগণেরই প্রশংসার পাত্র ছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার বালকোচিত সরল অমায়িক ব্যবহারে ও উদারনৈতিক মনোভাবে মিশনবাসী সকলেই বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। এত সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিত থাকিলেও, তাঁহার কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের ভজনবিরোধী মনোভাবে তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেন।

শ্রীপাদ ধনঞ্জয় দাসাধিকারী প্রভু অধিকাংশ সময় শ্রীসমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সহিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারপার্টীতে থাকিয়া রন্ধন-কীর্ত্তনাদি-ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। সর্ব্বশেষে তিনি কলিকাতাস্থ শ্যামবাজার শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক নানাবিধ সেবাকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেন। দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি বিশেষ কার্য্য-ব্যপদেশে স্বদেশে গমন করেন। তথায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া অত্যল্পকাল-মধ্যে, কাহাকেও কোনরূপ উদ্বেগ প্রদান না করিয়া শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহার প্রতি স্নেহশীল নিকট-আত্মীয়স্বজনগণ, বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ আমরা বিশেষভাবে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহার ন্যায় নিরলস অক্লান্তকর্ম্মী, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের একজন বিশ্রস্ত সেবককে হারাইয়া আমরা নিজদিগকে বড়ই অসহায় ও দুর্ভাগা বলিয়া ভাবিতেছি। "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজের নির্যাণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩; ইং.১২ই জুন, ১৯৮৬, বৃহস্পতিবার গৌর-পঞ্চমী তিথিতে দিবা ১২-৫০ মিনিটে সজ্ঞানে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে দুর্গাপুরস্থ বেনাচিতি সহরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সেবাশ্রমে দেহরক্ষা করেন। এই সময়ে শ্রীসমিতির বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ তাঁহার প্রচারপার্টী সহ উক্তস্থানে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি সদলবলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজের অনুগত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে লরীযোগে তাঁহার দেহ নবদ্বীপে লইয়া গিয়া মঠস্থ বিশিষ্ট সেবকগণসহ গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে সমাধিস্থ করেন।

শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম ছিল—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বরোজ, ডিসিমুলিয়া অঞ্চলে। তথায় তিনি 'শ্রীহরি চরণ দাস'-নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯৫০ সালের পর তিনি নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলমঠ—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। ত্যক্তাশ্রমে শ্রীনামদীক্ষার পর তিনি 'শ্রীহরি ব্রহ্মচারী'-নামে অভিহিত হন। নবদ্বীপ, চুঁচুড়া ও বিভিন্ন মঠে তিনি পূজার্চ্চনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। মাঝে মাঝে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে সনাতনধর্ম্ম প্রচারে যাত্রা করিতেন।

শ্রীপাদ শ্রীহরি ব্রহ্মচারী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭৩; ইং ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৬৭ সালে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবসে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেষান্তে তিনি "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ"-নামে পরিচিত হন। তিনি বহু বৎসর মঠবাস করিয়াছেন। বাণী ও বিদ্যুতের সেবায় তিনি বৈষ্ণবগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গত বর্ষেও তিনি শ্রীসমিতির আহূত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে বহু সেবক-যাত্রীসহ যোগদান করেন। মঠের প্রচারকগণ দুর্গাপুরে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের যথোচিত সেবাযত্নাদি করিতেন। মঠ ও মিশনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এত অল্পবয়সে তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা ধারণাতীত। তিনি তাঁহার সাধনোচিত ধাম হইতে আমাদিগকে গুরুসেবানিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করুন্—ইহাই প্রার্থনা।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাধাম

দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥

তীর্থ-দর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে, ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থ যাত্রার প্রকৃত ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থ-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা ফল। মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই—যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাটিয়া দূরদেশ।

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ!

আগামী ২১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯৩ সাল (ইং ৮।১০।৮৬) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী স্থপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর **৫ ঘটিকায়** শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ

(১) শ্রীনবদ্বীপধাম, (২) গয়া, (৩) বুদ্ধগয়া, (৪) কাশী, (৫) প্রয়াগ, (৬) আগ্রা, (৭) মথুরা, (৮) নন্দগ্রাম, (৯) বর্ষাণা, (১০) বৃন্দাবন, (১১) গোবর্দ্ধন, (১২) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, (১৩) গোকুল, (১৪) করৌলী, (১৫) জয়পুর, (১৬) গলতা, (১৭) পুষ্করতীর্থ, (১৮) সাবিত্রীদেবী, (১৯) নাথদ্বার, (২০) উদয়পুর, (২১) দ্বারকা, (২২) বেট দ্বারকা, (২৩) গোপীতলাও, (২৪) গোমতীগঙ্গা, (২৫) পোরবন্দর (সুদামাপুরী), (২৬) সোমনাথ, (২৭) প্রভাসতীর্থ, (২৮) ডাকোর, (২৯) নাসিক (পঞ্চবটীবন), (৩০) বম্বে,, (৩১) অজন্তা, (৩২) ইলোরা, (৩৩) পুরী, (৩৪) সাক্ষীগোপাল, (৩৫) ভুবনেশ্বর, (৩৬) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ইত্যাদি।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাত্রীগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ, একবেলা জলযোগ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ১৭০৫ টাকা দিতে হইবে। বাসের সামনের ২৫টি আসনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। জানালার ধারে যাঁহারা আসন লইবেন তাঁহাদিগকে আরও ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। চলিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে রিক্সাদি ভাড়া নিজেকে বহন করিতে হইবে। প্রত্যেককে হাল্কা ধরণের বিছানা, একটী থালা, গ্লাস, টর্চ্চ, জলের ফ্লাক্স, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং কলেরার ইন্‌জেকসন লইয়া সঙ্গে সার্টিফিকেট অবশ্যই লইতে হইবে।

দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ৫০৫ টাকা আগামী ৩রা ভাদ্র (ইং ২০।৮।৮৬) তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিতে হইবে। দেয় টাকা বাদে বাকী টাকা যাত্রার দিন অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। তীর্থপাণ্ডা-বিদায়, ঠাকুর-প্রণামী প্রভৃতি যাত্রীগণের নিজস্ব ব্যয়। পরিক্রমায় আনুমানিক ৩২/৩৩ দিন সময় লাগিবে। পরিচালনা কমিটীর নিয়ম অনুযায়ী সকল যাত্রীকে চলিতে হইবে।

১। **শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী,**
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ২৪৭
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

২। **শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী,**
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

৩। **শ্রীলীলানন্দ ব্রহ্মচারী,**
শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ২১৫৯৬
শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে পরিক্রমাসূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈবদুর্ব্বিপাক বা কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA.

Cordial Invitation on the occasion of Lord Shri Krishna's Birth Anniversary and Jhulan Jatra

Shri Goudiya Vedanta Samiti *Shri Meghalaya Goudiya Math,*
(*Regd.*) *P.O. Tura (W. Garo Hills)*
MEGHALAYA.

Sir/Madam,

We, the devotees of Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.) under the guidance of His Holiness **Paribrajakacharyya Tridandi-Swami Shri Srimad Bhakti Vedanta Baman Goswami Maharaj,** the President-Acharyya, celebrating the **Jhulan Yatra** from 30th Shravan (16-8-86) to 2nd Bhadra (19-8-86); again **Lord Shri Krishna's Birth Anniversary** will be celebrated in presence of the spiritual master. Exceedingly glad we are to let you know that there is an arrangement of **Reading The Shrimad Bhagavatam, Chanting, Religious Conference,** Nagar Sankirtan, Film show of Shri Krishna-Lila etc. and **Mahaprasadam** will be distributed during the day of the **Nandotsava.**

Hence, all the religious minded persons are cordially invited to join the festival and get the chance of gathering devotional good will of God with the help of energy, money and activity that depicts the love of God and His devotees of the Society as well. The Programme is given in the next page.

YOURS,
In the Service of the Supreme Lord,
Devotees of
Shri Meghalaya Goudiya Math

Tura
Dated: the
1st May, 1986

N.B.—Please write or meet with **Shri Balabhadra Brahmachari** if you want to know anything or send donation.

THE PROGRAMME OF THE OCCASION OF SHRI KRISHNA'S BIRTH ANNIVERSARY

9th Bhadra (26-8-86), Tuesday—

a) Adhibas : At 6 o'clock evening.
b) Chanting : After evening worship of God — 7 p.m. to 8 p.m.
c) Reading of the Bhagavatam : — 8 p.m. to 9 p.m.

10th Bhadra (27-8-86), Wednesday—

a) Mongalarati : — 4 o'clock (at dawn)
b) Chanting the Holy Name of God walking on the roads of the town — 5 a.m. to 8 a.m.
c) Reading of the SHRI KRISHNAPREM-TARANGINEE — 8-30 a.m. to 6 p.m.
d) Religious Conference—
Ram-mongal (Shri Ram-Lila Kirtana) — 8 p.m. to 11 p.m.
and then
Film show of SHRI KRISHNA-LILA

3. 11th Bhadra (28-8-86), Thursday—

a) Mongalarati : — 4 o'clock (at dawn)
b) Worship and Arati of God at noon.
c) THE NANDOTSAVA and distribution of Mahaprasadam, — Till 6 p.m.
d) Film show of SHRI GOURANGA-LILA and then RAM MONGAL at last.

N.B.—The Programme can be changed if necessary.

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৮শ বর্ষ | ২৭ শ্রীধর, বাসুদেব, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৯৩, ইং ১৭।৮।৮৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ে]

অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকল্মষম্ ।
ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

(হে বাসুদেব !) তোমার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপ-রহিত, সেই ঋষিরূপ তোমার অভিন্ন-মূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

ভক্ষয়ত্যথ কল্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্ ।
ত্বদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ১৫ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার যে মূর্ত্তি কল্পান্তে অবারিতরূপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ (গ্রাস) করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ।
নৃত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ১৬ ॥

তোমার যে মূর্ত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষরূপে ভক্ষণ-পূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্।
জনার্দ্দন নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে ॥ ১৭ ॥

হে জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণের পরিচালন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যগণেরও অধীশ্বর, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব।
উন্মার্গগামি সর্ব্বাত্মন তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ১৮ ॥

যাহারা অষ্টাবিংশতি-প্রকার বধোপেত তমোময় ও উন্মার্গগামী, সেই পশু-মূর্ত্তির আশ্রয়স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধি-সাধনম্।
বৃক্ষাদি-ভেদৈর্যড্ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥ ১৯ ॥

তোমার যে মূর্ত্তি জগতের সিদ্ধি-সাধন যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ, বৃক্ষ-লতাদিভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উদ্ভিদ্গণেরও উদ্ভবস্থান তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

তির্য্যঙ্-মানুষ-দেবাদি-ব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ।
রূপং তবাদেঃ সর্ব্বস্য তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ২০ ॥

(হে বিশ্বাত্মন্!) তুমি সকলের আদিকারণ। তির্য্যক্, মানুষ, দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার প্রতিভূ-মূর্ত্তি; অতএব সর্ব্বস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥

প্রধানবুদ্ধ্যাদিময়াদশেষাৎ, যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মন্।
রূপং তবাদ্যং ন যদন্যতুল্যং, তস্মৈ নমঃ কারণকারণায় ॥ ২১ ॥

হে পরমাত্মন্! তোমার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ স্পষ্ট, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অন্য কোন রূপ নাই, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

শুক্লাদি-দীর্ঘাদি-ঘনাদি-হীনমগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্।
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষি-দৃশ্যং, রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্মঃ ॥ ২২ ॥

হে ভগবন্! তোমার যে মূর্ত্তি প্রাকৃত শুক্ল-কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপরহিত, যে মূর্ত্তির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই, যে মূর্ত্তি ঘনাদি গুণশূন্য, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহর্ষিগণ যে মূর্ত্তি (নিত্য) দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি ॥ ২২ ॥

যন্নঃ শরীরেষু যদন্যদেহেষ্বশেষজন্তুষ্বজমব্যয়ং যৎ।
যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি, ব্রহ্ম স্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ ॥ ২৩ ॥

যিনি আমাদের শরীরে, অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

সকলমিদমজস্য যস্য রূপং, পরমপদাত্মবতঃ সনাতনস্য।
তমনিধনমশেষ-বীজভূতং, প্রভুমমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥ ২৪ ॥

যিনি উৎপত্তিহীন, এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপভেদ, ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৩৩৫ পৃষ্ঠার পর]

পঞ্চম-ধারা

আহ্নিক

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া পারমার্থিক এবং ঐহিক যে যে কার্য্য দিবারাত্রের মধ্যে করিতে হইবে, তৎসমূহ চিন্তাপূর্ব্বক স্থির করিবেন। প্রত্যুষে শারীরিক বিধির অবিরোধী স্থানবিশেষে পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া মুখ, বাহু প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিষ্কার করিবেন। স্বচ্ছ নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া যথাযোগ্য পরিধান ইত্যাদি গ্রহণ করিবেন। পরে স্ববর্ণসম্মত ধনোপার্জ্জনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ

গৃহস্থের শারীর ও মানস কৃত্য

করিবেন। শরীরের অবস্থা-বিবেচনায় মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া ঈশোপাসনা ও তর্পণাদি করিবেন। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে কিঞ্চিৎ সর্ব্বভূতের জন্য এবং কিছু পতিত ও অপাত্রের নিমিত্ত রাখিয়া অতিথি গ্রহণাশয়ে গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবেন। অতিথি পাইলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন। স্বগ্রামী লোকের প্রতি আতিথ্য বিধেয় নয়। অন্যদেশ হইতে আগত, সম্বন্ধহীন, অকিঞ্চন ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিকে অতিথি করিবেন। অতিথির গোত্র-জাতির অন্বেষণ করিবেন না। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইবেন। পরে গর্ভিনী, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন। পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে ভোজন করিবেন। প্রশস্ত, পবিত্র, পাপীলোকের অস্পৃষ্ট, সুপথ্য অন্নাদি বিশুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন। অসময়ে ভোজন করিবেন না। ভোজনান্তে ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিক্লেশসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। সচ্ছাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবেন। সায়ংকালে সমাহিতচিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিবেন। সায়ংকালে মধ্যাহ্নের ন্যায় পক্ক অন্নাদি অতিথি প্রভৃতিকে সেবন করাইয়া ভোজন করিবেন। রাত্রে শয়নজন্য অতিথিকে স্থান ও শয্যা দান করিবেন। গৃহস্থ পরিষ্কার ও কীটশূন্য পর্য্যঙ্কোপরি পূর্ব্বদিকে বা দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন। পশ্চিমশিরা বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে। অবৈধরূপে স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, শারীর ও মানস বিধিসকল উত্তমরূপে পালনপূর্ব্বক নিষ্পাপ অন্তঃকরণে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের পাল্যগণ, গুরুজন, অতিথি ও নিরাশ্রিত ব্যক্তিগণকে পোষণপূর্ব্বক গৃহস্থ নিজের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

নির্ব্বিঘ্নে দৈনিক কৃত্যাদি কর্ত্তব্য

আহ্নিকতত্ত্বে যে-সকল বিধি দৃষ্ট হয়, সে সমুদায় আজকাল সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে না। ভিন্নদেশীয় রাজনীতি ও ব্যবহার যেরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বমত নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান রাজ্যে কার্য্যসমুদায় মধ্যাহ্নেই হইয়া থাকে, অতএব প্রথমে আহারাদি করা, তৎপরে ধনোপার্জ্জন কার্য্যাদি করাই প্রয়োজন। বিশেষতঃ কালক্রমে ভারতে স্বাস্থ্যনীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে অধিক বেলায় ভোজন, ত্রিসবন স্নান ও রাত্রিজাগরণাদি কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। মহর্ষিদিগের মূল তাৎপর্য্য এই যে, আহার-ব্যবহার স্নান, শয়ন প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হইতে

পারে, সেইরূপই করা কর্ত্তব্য। অতএব আশ্রমিগণ আপন আপন ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক নিবৃত্তিপরা শ্রদ্ধাসহকারে আহ্নিককার্য্য করিতে থাকিবেন। *

শরীরনিষ্ঠ-বিধি, মনোনিষ্ঠ-বিধি, সমাজনিষ্ঠ-বিধি ও পরলোকনিষ্ঠ-বিধি সমুদায়ই আহ্নিককার্য্যে পালিত হইবে। প্রাতরুত্থান, দেহের সংস্কার, উপযুক্ত পরিশ্রম, স্নান, উপযুক্ত সময়ে ভোজন, বলকারক, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, স্বচ্ছ জলপান, ভ্রমণ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ গ্রহণ, তিন প্রহরের অনধিক নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক-বিধি পালন করা প্রত্যহই কর্ত্তব্য। দিবসের কার্য্যচিন্তা, ধ্যানশিক্ষা, বিষয়বিচার-শিক্ষা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, গণিত, সাহিত্য, পশুতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব ও জীবের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাসমূহের প্রয়োজনমত আলোচনার দ্বারা প্রত্যহই মনোনিষ্ঠ-বিধি পালন করিবেন। ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন, যথাসাধ্য সংসারপালন, প্রয়োজনমত সামাজিক ক্রিয়াসাধন ও জগদুন্নতিকার্য্যে যথাসাধ্য যত্ন ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যহ আহ্নিকক্রিয়া করিতে থাকিবেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি পরলোকচেষ্টা-দ্বারা পারলৌকিক আহ্নিককার্য্য করা উচিত। অধিকাংশ কার্য্যই আহ্নিক। কতকগুলি কর্ম্ম পাক্ষিক, কতকগুলি মাসিক, কতকগুলি ষাণ্মাসিক, কতকগুলি বার্ষিক ও কতকগুলি বিষম-সাময়িক। নিত্যকর্ম্ম মাত্রেই আহ্নিক। নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের মধ্যে কতক-গুলি সম-সাময়িক বিষম-সাময়িক।

বিভিন্ন দৈনিক কৃত্য

গৃহস্থের জীবন সর্ব্বদা পুণ্যময় ও পাপশূন্য থাকিবে। এ-পর্য্যন্ত পুণ্যময় জীবনের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পাপশূন্যতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান পাপসমূহের আলোচনা করা যাউক। **

প্রধান প্রধান পাপ একাদশ প্রকার। যথা ;—

---

* প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্। আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্॥
হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্। দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্ম্মাস্যং পশুঃ সুতঃ॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ। পূর্ত্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্॥
ভাঃ ৭।১৫।৪৭-৪৯

** স্তেয়ং হিংসাঽনৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥ ভাঃ ১১।২৩।১৮-১৯

পাপের প্রকার

১। হিংসা বা দ্বেষ, ২। নিষ্ঠুরতা, ৩। ক্রৌর্য্য বা কৌটিল্য, ৪। চিত্তবিভ্রম, ৫। মিথ্যা, ৬। গুর্ব্ববজ্ঞা, ৭। লাম্পট্য, ৮। স্বার্থসর্ব্বস্বতা, ৯। অপাবিত্র্য ১০। অশিষ্টাচার, ১১। জগন্নাশকার্য্য।

নর ও পশুহিংসা

হিংসা তিনপ্রকার—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। অপরকে নষ্ট করিবার নাম হিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন কোন বিষয়ে আসক্তি করার নাম রাগ। কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নাম দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষ পুণ্যমধ্যে পরিগণিত। অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল। সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলেরই কর্ত্তব্য যে, প্রীতির সহিত পরস্পর ব্যবহার করে। পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণপূর্ব্বক অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা—একটী বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত যে, হিংসা পরিত্যাগ করিবে। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্যদ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণহিংসা, জ্ঞাতিহিংসা, স্ত্রীহিংসা, বৈষ্ণবহিংসা, গুরুহিংসা—এইসকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশুহিংসাও সামান্য পাপ নহে। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থসহকারে যে পশুহিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশবপ্রবৃত্তির পরিচালনা মাত্র। পশুহিংসা হইতে বিরত না হইলে নরস্বভাব উজ্জ্বল হয় না।

বেদাদি শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশববৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় কথিত হইয়াছে। * ফলতঃ পশুহিংসা পশুর ধর্ম্ম, নরধর্ম্ম নহে।

দেবহিংসা

দেবহিংসাটীও গুরুতর পাপ। ঈশ্বর আরাধনার জন্য মানবসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পরাৎপরতত্ত্বের উপাসনারূপ পরম ধর্ম্ম লব্ধ হয়।

---

* লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥ ভাঃ ১১।৫।১১-১৩

অনভিজ্ঞ এবং অতাত্ত্বিক ধর্ম্মবাদিগণ নিজ ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দা করেন। এমন কি, অন্য দেশের ধর্ম্মমন্দির ও ঈশ্বরনিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নহেন। এইসকল কার্য্যদ্বারা সেই একমাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা হয়। সৎলোকমাত্রেই এরূপ অবৈধ ও পশুবৎ কার্য্য হইতে সর্ব্বদা নিরস্ত হইবেন। *

নৈষ্ঠুর্য্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নরপ্রতি নিষ্ঠুরতা এবং পশুপ্রতি নিষ্ঠুরতা। নরনারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়। দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে, নির্দ্দয়তারূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে। সেরাজদ্দৌল্লা ও নিরো প্রভৃতি অসজ্জনের দ্বারা জগতে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছিল। যদি কাহার মনে কোনপ্রকার নিষ্ঠুরতা থাকে, তাহা ক্রমশঃ দয়ার আলোচনাদ্বারা ও দয়া করিতে শিক্ষা করিয়া দূর করিবেন। আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে-প্রকারে কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।

নিষ্ঠুরতা

ক্রৌর্য্য বা কুটিলতা একটী পাপ। একজন অপর ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ বা অভ্যাসবশতঃ যে অসরল ব্যবহার করে, তাহার নাম কুটিলতা। বিশেষ উদ্বেগজনক কৌটিল্যের নাম ক্রূরতা। যাহারা এই পাপে আসক্ত, তাহাদিগকে খল বলে।

কুটিলতা

চিত্তবিভ্রম** চারিপ্রকার। মাদকসেবন, ছয় রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য। মাদকসেবন-দ্বারা জগতে যে কতপ্রকার অনর্থ হয়, তাহা বলা যায় না। সমস্ত পাপই মাদক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন, তামাক ও গুবাক মাদকদ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদক চিত্তকে উগ্র করিয়া স্বাস্থ্য হইতে চ্যুত করে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত

চতুর্ব্বিধ চিত্তবিভ্রম
১। মাদক-সেবন

---

* যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকাহ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে॥ ভাঃ ১১।৫।১৬

** অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥ ভাঃ ১।১৭।৩৮-৩৯

সঙ্কীর্ণ করিয়া পশুচিত্তের ন্যায় করিয়া ফেলে। তামাক তদুভয়বর্ত্তী ভাবকে অবলম্বন করাইয়া মানবপ্রকৃতিকে জড়ীভূত করিয়া অধীন করিয়া লয়। মাদক-সেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ। মানবগণের উচিত যে, চিকিৎসকের সরল আদেশ ব্যতীত মাদকের নিকটেও না যান। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য,—এই ছয়টী চিত্তের রিপু। ইহারা চিত্ত অধিকার করিলে মানবকে পাপী করে। স্বচ্ছন্দে, নিষ্পাপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ও দ্রব্য বাসনা করাকে কাম বলা যায় না। তদতিরিক্ত বাসনাকে 'কাম' বলি। সেই কামই আমাদিগকে সমস্ত উপদ্রবে লইয়া ফেলে। কামনাপূর্ণ না হইলেই ক্রোধকে সহায় করিয়া লয়। ক্রোধ উদিত হইলে কলহ, কটুবাক্য, অন্যের প্রতি আঘাত বা আত্মঘাতাদি পাপকার্য্য নিঃসৃত হয়। ক্রমশঃ লোভ আসিয়া পাপ উৎপাদন করে। আপনাকে বড় বলিয়া জানার নাম—মদ। বাস্তবিক মানব আপনাকে যত ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে, ততই নম্রতা-রূপ ধর্ম্ম উদিত হইবে। মদ পরিত্যাগের উপদেশদ্বারা যাথার্থ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া যায় নাই। যাহার নিকটে যে ভাল বস্তু আছে, তাহার উপর নির্ভর করা উচিত। বিশেষতঃ ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে অভিমান করিলে মদসম্পর্ক হয় না। মোহ—সহজেই মন্দ। পরের উন্নতি সহিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল। এই ছয় রিপুর মধ্যে যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা দ্বারাই চিত্তবিভ্রম হয়। চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতা। নাস্তিকতা দুইপ্রকার—পরমেশ্বর নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং পরমেশ্বর আছেন কি না এরূপ সন্দেহ করা। নাস্তিকতা যে চিত্তবিভ্রমবিশেষ, ইহা ভূয়োভূয়ঃ দেখা গিয়াছে। চিত্তবিভ্রমরূপ বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই নাস্তিক বা সন্দিহান। কোন কোন লোক সুস্থ অবস্থায় উত্তমরূপে ঈশ্বর বিশ্বাস করিত, কিন্তু ঘটনাবশতঃ ঐ রোগ উদিত হইলেই আর বিশ্বাস করিত না। পুনরায় ঐ রোগ আরোগ্য হইলে বিশ্বাস করিত। কোন কোন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি অহঃরহঃ 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে, আমিই সেই বস্তু। এ সমস্তই চিত্তবিভ্রম। জাড্য বা আলস্য পাপমধ্যে পরিগণিত। জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্ত্তব্য। (**ক্রমশঃ**)

২। ছয় রিপুর প্রাবল্য

৩। নাস্তিকতা

৪। জাড্য

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৩৪০ পৃষ্ঠার পর]

অষ্টম অধিবেশন

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

হে মহাপুরুষ, তুমি দেবতাদিগের কাম্য ভোগ্য সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করে আর্য্যশ্রুতিবাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহারপূর্ব্বক পরমধর্ম্মাশ্রয়ে বিশেষতঃ কান্তাগণের কান্তের প্রতি সেবাসৌষ্ঠব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যাশ্রয় করে যা শিক্ষা দিয়েছিলে, সেই লীলানুগত্যে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্বস্তু মহাপুরুষ সর্ব্বদাই তাঁর সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর-বস্তু হওয়ায় বশ্য ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা করে থাকেন। তা হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করে প্রিয়ভক্তগণের যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তার অনুবর্ত্তী হয়ে বিষয়বিগ্রহের লীলারস আস্বাদনের পরিবর্ত্তে আশ্রয়বিগ্রহের আস্বাদ্য রস—যার অনুভূতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ায় তাঁর পূর্ব্বে ঘটে নি অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন পরিহার করে আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্যরস-বিলাস গ্রহণ করেছেন। তিনি যে ত্যাগটা করেছেন, সেটা কি জিনিষ?—'সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মী'। আর আর্য্যবাক্যানুসারে মায়াবাদীয় শ্রুতিতে অনুসন্ধান ত্যাগ করেছেন। সুর—দেবতা, তাঁরা অভিলাষ করেন—ভোগ, তাতে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে—অমরভূমিকায় যে রাজ্যলক্ষ্মী, তা পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ভোগীর চেহারা ও মায়াবাদী মৃগের দ্রুতগতি পরিত্যাগ করে চিদ্-বিলাসারণ্য—বৃন্দারণ্য আশ্রয় করেছেন। আর তাঁর দয়িতের ঈপ্সিত আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন, তাতে অনুধাবন করেছিলেন অর্থাৎ বার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন করে তাঁর কান্তের সেবা করেন, সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য-বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে-প্রকারে কৃষ্ণসেবা করবেন, তার আদর্শরূপে অগ্রসর হয়ে বৃন্দারণ্যে গমনাভিলাষ দেখিয়েছিলেন। কেন না তাঁর বিচার-প্রণালীতে দেখি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ব্রজবধূবর্গ যে-প্রকার তাঁদের কান্তের উপাসনা করেছেন, সেটী লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজেই সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন করেছেন। যথা—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

[কৃষ্ণ বললেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্বচিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইহার প্রতি দৃষ্টি করে আমি লুব্ধচিত্তে দেখছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করছি।]

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যে-প্রকার ভগবানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, সেগুলি গৌরসুন্দরে চরিতার্থতা লাভ করেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকল কথায় একটু আবরণ দিয়ে অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও করে থাকেন। সুতরাং আমাদের মৃগ্য—ধ্যেয় পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যদিও ভাগবত কৃষ্ণলীলা বর্ণন করতে বসেছেন, পুর্ব্বার্দ্ধ সম্ভোগময়ী লীলার কথা বলেছেন; কিন্তু বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টিসাধন করে, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টী গৌরসুন্দর প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর-প্রচারিত যে ভাগবতের বিচার-প্রণালী সেটাই আমাদের আলোচনার বিষয় হোক।

আমরা সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনায় পাই, যথা গৌরসুন্দরের বাক্য—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন"

পাছে সাধারণ জীব বিবর্ত্ত অবলম্বন করে বদ্ধজীবকে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে, তার জন্য গৌরসুন্দরকে ভোগবাদ ও মায়াবাদানুসন্ধান ছেড়ে ভক্তির অরণ্য আশ্রয় করতে হয়েছে। তিনি কপটসন্ন্যাসী হয়ে অহংগ্রহোপাসনার—মায়াবাদের উপদেশ দেন নি। মায়ামৃগে যে ঈশ্বরবুদ্ধি—সদানন্দ যোগীন্দ্রের যে সদসদনির্ব্বচনীয় বিচার, তা থেকে পৃথক (বেদান্তের) ব্যাখ্যা গৌরসুন্দর করেছেন। সাধারণ লোকে মনে করে গৌরসুন্দর ভক্তের বিচার প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেই উপাস্যবস্তু। এরূপ

কথায় ভক্তের ভগবত্তালাভ সম্ভব—এরূপ কোন রকম ইঙ্গিত যদি দিতেন, তা হলে মায়াবাদ সমস্ত জগৎকে গ্রাস করে ভ্রমপথে চালিত করত। "আমরা ঈশ্বর, ভোগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য, অথবা বৈকুণ্ঠে বিচিত্র-বিলাস নেই, বৈকুণ্ঠও মায়ারচিত"—এই দুর্বুদ্ধি হতে তিনি মানবজাতিকে পরিত্রাণ করেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাশয় ভাগবত-প্রারম্ভে যে শ্লোকটি লিখেছেন, তাতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আছে। আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করবো। অনেকের আগ্রহও ছিল, সম্বন্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হোক। দশমের ব্যাখ্যা-কালে সে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হবে। সম্বন্ধবিষয়ে বিগত দুই দিবস আলোচনা হয়েছে, আজ অভিধেয়ের কথা আলোচনা হবে। সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি এই—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।"

যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় করবেন, তিনি প্রহ্লাদোক্ত—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

—এই শ্লোকটির অবলম্বন করবেন। সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণের ফলই হচ্ছে জীবের ভক্তিমান হওয়া—অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এজন্য অভিধেয়-বিচারের কথা অসম্প্রসারিত বীজের ন্যায় এই শ্লোকটিতে (ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ শ্লোকে) বীজীভূত আছে। এটা সম্প্রসারিত বিচার নয়, ইহা সূত্রাকারে অভিধেয়-বিচার। যেমন প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা স্বল্পকথায় বলেছেন, অভিধেয়ও সেই প্রকারে এই স্থানে কথিত হয়েছে। যাঁরা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হন, তাঁদের সম্বন্ধ-জ্ঞান পূর্ণতা-লাভের পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হয়ে থাকলে অভিধেয় বিচারের সুষ্ঠুতা হয় না। কেবলজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাতে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হয়ে গেছে। যদিও কর্ম্মকাণ্ডকে তারা

অভিধেয়রূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্মবাদ—ফল-কামনা-রাহিত্যই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাতে যে ফল-কামনা-রাহিত্য যথেষ্ট আছে, তা সুচতুর ভক্তগণ তাদের নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্ম্মে যে শান্তির প্রয়াস, তা কৃষ্ণভাববর্জ্জিত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। "যেহেতু জড়জগতে ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাকতে হয়, সুতরাং গুণজাত জগতের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার—ত্রিপুটীবিনাশ করলে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃ-বিচার না থাকলে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, আত্মবিনাশ সুষ্ঠুভাবে হতে পারবে"—এর নাম মায়াবাদ। মাপতে মাপতে মাপা ছেড়ে দিতে গিয়ে জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম রহিত হয়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার—চেতনধর্ম্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতনধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ সেই বাস্তব বস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাকবে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হয়েছিল, মুক্ত অবস্থায়ই বা কি হবে, তা এরা বুঝতে পারেন না। তাঁদের যে মুক্তির বিচার, সেকথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহৃত জ্ঞানের দ্বারা বহির্জগতের বিচার অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হয়ে তার পরিহারেচ্ছা। পরিশেষে উহাতে কিছুই থাকবে না—এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাকবেন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। সূর্য্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতাদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্য্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হয়ে জীব হয়ে গেছেন, এরূপ কথা নয়। যেহেতু তা হলে ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়। জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদে যে অজ্ঞতা, যা রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে পরোপাধ্যালীঢ়ং ভ্রমপরিগতং প্রভৃতি মত বর্ণন করেছেন, তাতে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা থেকে মানবজাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তাদের বুদ্ধি প্রসারিত হোক—তারা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক।

"তথা ন তে মাধব" শ্লোক আলোচনা করলে জানতে পারি যে, ভগবান্ জীব-নিত্যসত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহজগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপাসনা করি, বিঘ্ন বিনষ্ট হলে ভোগেরই পূর্ণতা লাভ হবে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু শ্রীনৃসিংহদেবের আনুগত্য করলে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ-চেষ্টাকে বালচাপল্য মাত্র বলে জানা যায়। গণেশের পূজা করলে সিদ্ধি, তাতে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি—জাগতিক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হতে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান লোকের থাকার জায়গা নয় বলে গল্প শুনলে হবে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের উন্নতিকামী হয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তাহলে কি পাব? কনক, কামিনী—না হয় সাধু বলে সম্মান পাব। কিন্তু এই তিনটাই ত' ঘৃণ্য জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বেই মানুষ সমঝ্দার হয়ে বুঝতে পারে, এই তিনটীই প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। মোক্ষই বা কি জন্য? তাতে আমারই সুবিধা হোক, অন্যে অসুবিধায় থাক্—এ রকম দুরাশার বশেই মুক্তিপিপাসা হয়। সাযুজ্য ব্যতীত অন্যপ্রকারে লোকের মুক্তি হলে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হলে ওর মুস্কিল, এজন্য তাদের মুক্ত করার চেষ্টা নেই। যেমন বাউল সম্প্রদায়ে ভোগ্য-বস্তু নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে পরিহৃত হয়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য করেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্য্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণপাদপদ্মে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা পড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কার প্রতি তা জানা দরকার। গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা; কিন্তু রাধিকার পাল্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হলে কুণ্ডতীরে নিত্যস্থান আছে জানতে পারি। চৈতন্যদেব যে-সকল কথা বলেছেন, সেটা ঐস্থলে জানতে পারি। অবশ্য এ-সকল কথা ভাগবতে ভাল করে প্রবেশের পরের কথা। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৩৪৬ পৃষ্ঠার পর]

শঙ্করের ব্রহ্মবাদ

এক্ষণে বুদ্ধের শূন্যবাদের সহিত আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদের ঐক্য প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণগুলির সহিত তুলনা করিয়া পাঠ করিতে হইবে। অপরোক্ষানুভূতিতে ৪৫শ শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্য ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥

৪৯ শ্লোকে :—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ॥

৯৪ শ্লোকে :—

উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তাস্তন্নষ্টৈব কা বিশ্বতা॥

অর্থাৎ প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্মব্যতীত ইতর কোন বস্তুই নহে (৪৫)। পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেই ভূতসমূহ জাত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত (প্রপঞ্চভূত) ভেদসমূহ ব্রহ্মই, এইরূপ নিরূপণ করিবে (৪৯)। যে-প্রকার মাটার পাত্রের উপাদান জল-মৃত্তিকাদি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইপ্রকার প্রপঞ্চের উপাদান অজ্ঞান। বেদান্তে (?) আছে, সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলে বিশ্বত্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চত্ব কোথায় (৯৪)? অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করমতে ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ। ব্রহ্ম হইতেই সমগ্র ভূতসকলের উৎপত্তি। ব্রহ্মই অজ্ঞানহেতু জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই 'হেতু'র অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশ বা অপনোদন হইলেই দৃশ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইবে। বিশ্বই দ্বৈতোৎপত্তিরূপ ভয়-ক্লেশাদির আকর।

বুদ্ধ শূন্যবাদ-রূপ অস্ত্রদ্বারা বিশ্বক্লেশ বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শঙ্করও ব্রহ্মবাদ-রূপ অস্ত্রদ্বারা বিশ্বক্লেশ ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সংসার-ক্লেশ নিবারণের হেতুভূত ব্রহ্মত্ব যেরূপ, শূন্যও সেরূপ; এবং জগৎ-প্রতীতি নষ্ট হইলে একের শূন্য, অপরের ব্রহ্ম থাকিবে। এক্ষণে জগৎ-প্রতীতি বিনষ্ট করিয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও শাঙ্করগণের পরস্পরের কি বিচার, তাহার সামান্যতঃ আলোচনা আবশ্যক। এবং উভয় মতের ঐক্য কোথায়, তাহাও প্রদর্শন করা দরকার।

বৌদ্ধমতে মোক্ষোপায়

মোক্ষের উপায় বিচারে অর্থাৎ জগৎ বিনাশের চেষ্টায় বৌদ্ধগণ বলেন,—"তৎ দ্বিবিধং তদিদং সর্ব্বং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধনঞ্চেতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ। অতএবোক্তং দুঃখ-সমুদায়-নিরোধ-মার্গাশ্চত্বারঃ আর্য্যস্য বুদ্ধাভিমতানি তত্ত্বানি। তত্র দুঃখং প্রসিদ্ধং সমুদায় দুঃখ-কারণং তদ্দ্বিবিধং প্রত্যয়োপ-নিবন্ধনো হেতুপনিবন্ধনশ্চ।" —সায়নমাধব

এই সমুদয় (বিশ্ব) দুঃখময়, দুঃখায়তন এবং দুঃখদায়ক—এইরূপ ভাবিয়া তাহার নিরোধের উপায়-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে যত্ন করিবে। অতএব কথিত আছে যে,—দুঃখ-সমুদয়ের নিরোধের ৪টী মার্গ আছে। কিন্তু আর্য্য বুদ্ধের অভিমতে তত্ত্বসকলই উক্ত দুঃখ নিরোধের মার্গ। দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা প্রসিদ্ধই আছে অর্থাৎ উহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সমুদয় দুঃখের কারণই 'বিশ্ব' এবং এই কারণ দুই প্রকার যথাঃ—প্রত্যয়োপনিবন্ধন ও হেতুপনিবন্ধন।

প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের ১৭শ সূত্রে এইরূপ আছে,—"মার্গস্তমেকো মোক্ষস্য নাস্ত্যন্য ইতি নিশ্চয়ঃ" অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার স্তবে বলিতেছেন—তুমি একমাত্র মোক্ষমার্গ অন্য কেহ নহে; ইহাই নিশ্চিত।

বৌদ্ধ মহাযানীয় শাখার বহু গ্রন্থে প্রজ্ঞাপারমিতাকে মোক্ষের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রারম্ভেই এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"নৈব তেন বিনা মোক্ষং তস্মাৎ শ্রোতব্যং আদরাৎ।"

অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যতীত মুক্তি নাই। সেইহেতু আদরের সহিত তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও উক্ত বাক্যের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। যথা—

"যা সর্ব্বজ্ঞতয়া নয়ত্যুপসমং শান্ত্যৈশিণঃ শ্রাবকান্।
যা মার্গজ্ঞতয়া জগদ্ধিতকৃপ লোকার্থসম্পাদিকা॥
সর্ব্বকারমিদং বদন্তি মুনয়ো বিশ্বং যয়া সঙ্গতা।
তস্মৈ শ্রাবক-বোধিসত্ত্বগণিনো বুদ্ধস্য মাত্রে নমঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় সর্ব্বজ্ঞতা আসে, সেই প্রজ্ঞাপারমিতা শান্তিকামী শ্রাবকদিগের সমস্ত সংসারক্লেশ উপশম করেন। তিনি জানেন যে, কোন্ পথে গেলে মোক্ষ পাইবে। সুতরাং তিনিই জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া

থাকেন। সেই শ্রাবক-বোধিতত্ত্ব বুদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতাকে নমস্কার করিতেছি।

উক্ত বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রমাণসমূহের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষ অর্থাৎ শূন্যত্ব লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞাপারমিতা। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বলিতে বৌদ্ধগণ যাহা বলেন, তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের ১ম সূত্রে প্রজ্ঞাপারমিতার স্বরূপ-নির্ণয়ে এইরূপ লিখিয়াছে,—

"নির্ব্বিকল্পে নমস্তভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেঽমিতে।
যা ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গি নিরবদ্যৈর্নিরীক্ষসে॥"

অর্থাৎ হে প্রজ্ঞাপারমিতে! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি নির্ব্বিকল্প ও অমিত। তোমার সকল অঙ্গ অনবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ। সুতরাং যাঁহারা নির্দ্দোষ তাঁহারাই তোমাকে দেখিতে সমর্থ হন।

উক্ত শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ লইয়া বিচার করিলে শঙ্কর ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত একই বলিয়া মনে হইবে। বৌদ্ধরা আরও বলেন, সংসার-ক্লেশের পূর্ব্বোক্ত 'প্রত্যয়োনিবন্ধন' ও 'হেতূপনিবন্ধন' কারণদ্বয়ের নিরোধ করিলে মুক্তি হইবে।

"তদুভয়নিরোধকরণান্তরং বিমলোজ্ঞানোদয়ো বা মুক্তি তান্নিরোধোপায়োমার্গঃ স চ তত্ত্বজ্ঞানং তচ্চ প্রাচীনভাবনাবলাদ্ভবতীতি পরমং রহস্যম্।"—(সায়নমাধব)

অর্থাৎ উক্ত উভয় কারণের নিরোধ হওয়ার পর বিমলজ্ঞানের উদয় বা মুক্তি হয়। যিনি উক্ত কারণদ্বয়ের নিরোধ করিতে পারেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভাবনা-বলেই উক্ত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞা-পারমিতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই অতি পরম রহস্য।

ক্ষণিক জগতের বা প্রাতিভাসিক রজত-জ্ঞানের উক্ত দুইপ্রকার কারণের নিরোধ বা বিনাশ করিতে পারিলেই শূন্যপ্রজ্ঞা বা ব্রহ্মপ্রজ্ঞার উদয় হয়। 'কারণ' নষ্ট হইলেই 'কার্য্যের' নাশ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং বৌদ্ধমতে শূন্যাপ্তির উপায়, জগৎ-প্রতীতির কারণ নাশ এবং অমিতা অবিদ্যা নির্ব্বিকল্পা প্রজ্ঞাই একমাত্র কারণ-নাশের উপায়।

শঙ্করমতে মোক্ষোপায়

আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর মুক্তির উপায় নিরূপণকল্পে "কেবলোঽহম্" শীর্ষক একটী পদ্য রচনা করেন। তাহা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্মসম্পদ্যতে বুধৈঃ॥ ৩॥"

তৎকৃত অপরোক্ষানুভূতিতে :—

"ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ ॥ ১০৬ ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মের (ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের) অভিন্নত্ব-জ্ঞানই ভবমোক্ষ অথবা সংসার মোচনের কারণ। তদ্দ্বারা বুধগণ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

চিদাত্মার অবলোকনপূর্ব্বক প্রপঞ্চের রূপের ত্যাগ হইয়া থাকে। এই ত্যাগ মহদ্ব্যক্তিগণের পূজ্য, যাহা হইতে সদ্য মোক্ষময় হওয়া যায় ॥ ১০৬ ॥

চিদাত্মার অবলোকন বা ব্রহ্মাভিন্নত্ব চিন্তন প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা ব্রহ্ম-সম্পাদনরূপ ব্রহ্মাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই বিশ্বরূপ অবিদ্যা বিনাশের কারণ। বুদ্ধ প্রজ্ঞাকেই সংসারক্লেশ-নাশের হেতু বলিয়াছেন। **বুদ্ধের এই 'প্রজ্ঞা' ও আচার্য্য শঙ্করের 'ব্রহ্মজ্ঞান' একই। প্রজ্ঞা ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নাই। ইহা প্রদর্শনকল্পে শারীরক-ভাষ্যাদি বহুগ্রন্থে, ঐতরেয় উপনিষদের—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"-মন্ত্র উদ্ধার করিয়া উক্ত মতের সর্ব্বৈব অনুমোদন করিয়াছেন। ঐতরেয় উপনিষদের অন্যত্র—"প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতাম্—প্রজ্ঞানেত্রোলোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা" —এইরূপ দৃষ্ট হয়।** উহার শঙ্কর যে ভাষ্য করিয়াছেন ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ উহা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়—'প্রজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'নিরূপাধিক চৈতন্য' এবং 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দের অর্থ "সর্ব্ব-জগৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আরোপিত।" "প্রজ্ঞানে নিরূপাধিক চৈতন্যে পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং জগৎ প্রতিষ্ঠং রজ্জ্বাং সর্পবদারোপিতম্।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীপাদ শঙ্কর বুদ্ধের প্রজ্ঞাকেই অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে নিরূপাধিক চৈতন্যস্বরূপ এবং তাহাকেই সর্পারোপের ন্যায় ক্ষণিক জগৎ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই ক্ষণিক বা প্রাতিভাসিক তাৎকালিক প্রপঞ্চের অপনোদন হইবে এবং শূন্যরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শঙ্কর আরও বলেন,—

"কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে ন হি কার্য্যতা।
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ ॥"

—অপরোক্ষানুভূতি ১৩৫

কার্য্যে কারণতা থাকে, কিন্তু কারণে কার্য্যতা থাকে না। সুতরাং

জগৎরূপ কার্য্যের ক্ষণিকতা বিচারপূর্ব্বক তাহার নিরোধ বা অভাব হইলে ব্রহ্মরূপ কারণত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৫ ॥

পুনশ্চ অন্যত্র—

"কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিবর্জ্জয়েৎ ।
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥" —অপরোক্ষানুভূতি ১৩৯

কার্য্যের ভিতরে কারণ অবলোকন করিয়া পরে কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কার্য্য পরিত্যাগ হইলে অবশিষ্ট কারণত্ব আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। ইহাই কার্য্য-কারণ-বিচার ॥ ১৩৯ ॥

বৌদ্ধগণের উদাহৃত আম্রের আম্রত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, শঙ্করের কার্য্য-কারণের বিচারের মধ্যে তাহাই অবশেষরূপে পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, শঙ্করের উক্ত "অবশিষ্টং ভবেৎ" বাক্যের দ্বারা শূন্যকেই লক্ষ্য করিতেছে কিনা? আম্রের আম্রত্ব নষ্ট হইলে কিছুই থাকে না অর্থাৎ শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং 'অবশিষ্ট' শব্দের দ্বারা শঙ্কর প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধের শূন্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে শঙ্কর বুদ্ধের মায়াবাদে বিভাবিত হইয়া নিজমত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন—এইরূপ বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। মোক্ষের উপায় নিরূপণ-ব্যাপারে বুদ্ধ ও শঙ্করের একই মত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৩৫৫ পৃষ্ঠার পর]

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সন্দর্ভেও দেখা যায়, মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া উপস্থিত দেবতাবর্গ এবং ঋষি সমুদায়কে অভয়দান করিয়াছেন,—

ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থে যুধি রাবণম্ ।
সপুত্র-পৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রিজ্ঞাতি-বান্ধবম্ ॥

হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষিনাং ভয়াবহম্।
দশবর্ষ-সহস্রানি দশবর্ষ-শতানি চ।
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্॥

(শ্রীবাল্মিকীয় রামায়ণে ১৬।২৮।২৯ সর্গে)

হে দেবগণ! আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন। আপনাদের হিতার্থে আমি রাবণকে পুত্র, পৌত্র, সৈন্য, অমাত্যবর্গ এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিব। দেবতা এবং ঋষিগণের ভয়প্রদ অত্যন্ত ক্রূর এবং দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া এগার (১১) হাজার বৎসর পৃথিবীকে পালন করিয়া মনুষ্যলোকে বাস করিব।

এই প্রকার অন্যান্য অবতারগণের আবির্ভূত হইবার কারণ সম্বন্ধে বিচার করিলে আমরা এই নিকর্ষে উপনীত হইব যে, সাধুজন-রক্ষণ, অসুর-বিনাশন এবং অধর্ম্ম বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের অবতারের কারণ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূলে যে তিনটী বিশেষ কারণের উল্লেখ দেখা যায়, অন্য কোন অবতারগণের আবির্ভাবে ঐ তিনটী কারণের মধ্যে একটীরও উল্লেখ দেখা যায় না।

প্রথমতঃ, তিনি করুণার বশীভূত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পরমোজ্জ্বল রসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, তিনি তাঁহার অসমোর্দ্ধ বিবিধ মাধুর্য্যভাবগুলিকে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় স্বয়ং রসাস্বাদনের লোভে শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাবের পটভূমিতে প্রথমোক্ত দুইটী কারণোল্লেখ করিয়াছেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিঃ কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক ২য় শ্লোক)

সুবর্ণকান্তি সমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নত উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করা হয় নাই, সেই পরমোজ্জ্বল রসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য তিনি পরম করুণাবশ হইয়া কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তৃতীয় কারণ সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৬ ধৃত স্বরূপ গোস্বামী কড়চা)

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখ উদয় হয়—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

যদিও সমস্ত ভগবদবতারগণের আবির্ভাবের মূল কারণ—সাধুজনের রক্ষা, অসুরবিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনাদি জীবের প্রতি ভগবৎ-করুণারই পরিচায়ক, তথাপি গৌরাবির্ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভগবদবতারের আবির্ভাবের কারণের মধ্যে 'করুণা'শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব অন্যান্য অবতারগণের করুণা অপেক্ষা শ্রীগৌরাবতারের করুণার একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই সম্বন্ধে নিম্নে কিছু বিচার প্রদর্শিত হইতেছে,—

(ক) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাধুজনের রক্ষা ও অসাধুজনের বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান্ অসংখ্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বেদাদি-শাস্ত্র এবং তাঁহাদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত-নির্দ্দিষ্ট অপার এবং অগাধ সমুদ্র যাদের একটী রোমকেও সর্ব্বথা স্নান করাইতে পারে নাই—এমন প্রতিভাশালী মীন, কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি অবতারে ভক্তি দানের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। শ্রীনৃসিংহ, বামন, পরশুরামাদি তাঁহাদের মুখ্য প্রয়োজন পর্য্যন্তই সীমিত থাকিলেন। কপিল, দত্তাত্রেয় আদি অবতারগণও সাংখ্য-যোগাদির উপদেষ্টা রহিলেন। অন্যান্য বুদ্ধাদি অবতারেও ভক্তিদানের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণই জীবগণকে আকৃষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তিদান-বিষয়ে নিজজনের প্রতিও উদারতার বিশেষ পরিচয় দেন নাই।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজজন শ্রীলোমশঋষি, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ, এমনকি নিজজন কাকভূষণ্ডীকেও ভক্তি গোপন করিয়া ভোগ-মোক্ষের বর দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম, ভক্তি দিলে মর্য্যাদার ব্যতিক্রম না হয়, তজ্জন্য তাঁহার পক্ষে ভক্তিকে গোপন রাখা উচিত, বলিতে পারা যায়। তবে লীলাপুরুষোত্তম ক্বচিৎ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন-

কারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভক্তিদানে অবশ্যই উদার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনিও স্বভক্তিকে গোপন করিয়া রাখেন।

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং,
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ (ভাঃ ৫।৬।১৮)

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের এবং যাদবগণের পতি, গুরু, উপাস্য, প্রিয়, স্বামী এবং কখনও কখনও সেবক হইয়াছেন সত্য, তথাপি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভজনকারীগণকে মুক্তি সহজে দিলেও ভক্তি সহজে দেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥ (চৈঃ চঃ ১।৮।১৮)

(খ) এইপ্রকার 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ প্রভু' নিজের সকল স্বরূপে নিজের ভজনকারী জনের কাছেও ভক্তিকে গোপন করিয়া রাখেন। পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে নিজের উপদেশ, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং প্রেরণাদির দ্বারা আপামর সকল জীবগণকে ভক্তিরসে আপ্লাবিত করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া নিজের পরিকরগণকে সর্ব্বত্র পাঠাইয়া, শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করাইয়া ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত করাইয়া হরিনাম-প্রেম দুই হাতে বিলাইয়া দেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥
(লঘুভাগবতামৃতম্ পূর্ব্বখণ্ড ৩০৩)

ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন না কেন, কৃষ্ণ ব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছেন ?

ইহা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' এই গীতোক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধা এবং অধিকার-অনুরূপই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়াই ভক্তিপ্রদান করেন। যাঁহাদের যতটুকু প্রপত্তি বা শ্রদ্ধা, সেই পরিমাণেই ভক্তি দেন। কমও নয়, অতিরিক্তও নয়, সঠিক ওজন করিয়াই দান করেন। কৃষ্ণনামও পরমোদার, দয়ালু এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ এবং অবহেলার দ্বারা নামাভাসকারীগণকেও উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, ইহাও সত্য।

পরন্তু— কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

কিন্তু— চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥ (চৈঃ চঃ ১৷২৪৷৩১)

শুধু তাহাই নহে— এমন দয়ালু প্রভু নাহি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় যাঁ'র দূর দরশনে॥

(গ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা পাত্রাপাত্রের বিচার না করিয়া যিনি সম্মুখে আসিলেন, তাহাকেই পাত্র বিচার করিয়া প্রেমদান করিল। যাহার পাত্র নাই, যিনি রিক্তহস্তে আসিলেন, স্বয়ং পাত্র দিয়া প্রেমামৃতে ভরিয়া দিলেন। যে উন্নতোজ্জ্বল স্বভক্তিরূপ প্রেমামৃত নারদ প্রভৃতি প্রেষ্ঠজনেরও সুদুর্ল্লভ—'যং প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং' শ্রীগৌরকরুণা অবাধগতিতে স্বতন্ত্রতা রক্ষাপূর্ব্বক প্রসারিত হইয়া প্রবল বন্যার ন্যায় সমস্ত জগতকে আপ্লাবিত করিয়া দিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। শ্রীগৌর তাঁহার করুণা-শক্তিকে বলিয়া দিয়াছেন,—করুণা! আমি তোমার নিকটে আত্মসমর্পণ করিলাম। তুমি যেদিকে যতদূর যে-স্থানে যাইতে চাও—অপরাধী, বিমুখ, তটস্থ, শ্রদ্ধালু, অশ্রদ্ধালু, সাধারণ ভক্ত ও বিশেষ ভক্ত সকলকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়া দাও।

এই প্রেমবন্যায় সর্ব্বপ্রথম কুলিয়ার পার্ব্বত্যভূমি (নিন্দুক পড়ুয়াবর্গ), নীলাচলের উপত্যকা (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-আদি অদ্বৈতবাদিগণ) এবং অবশেষে কাশীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গও (অপরাধী অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাহার ষাট হাজার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ) অতল তলে তলাইয়া গেল। শ্রীগৌরকরুণার এমত অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, অদ্ভুত উল্লাস, অনুপম ঔদার্য্য এবং অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রেম-প্রদাতা লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

(ঘ) অন্যান্য ভগবদ্-স্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আপনার সেই স্বরূপের দর্শন করান। কেবল কৃষ্ণ অবতারে তিনি দেবকী বসুদেব ও গোপিগণকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ, দ্বারকায় হনুমানকে রামরূপে দর্শন দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং-ভগবান্ তাঁর পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং শ্রীরামাদি নিজের ভিন্ন অন্য কোন ভগবদ্ স্বরূপের দর্শন করান নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যে ভক্তের যে ইষ্টদেব তাঁহাকে সেইরূপে সকলের সামনেই দর্শন দিয়াছেন। শ্রীবাস, নৃসিংহানন্দকে

—নৃসিংহরূপে, মুরারিগুপ্তকে সপরিকর শ্রীরামরূপে, কাহাকেও যজ্ঞবরাহ, চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ, অষ্টভুজ, কাহাকেও মুরলীধারী কৃষ্ণ এবং শ্রীরায়রামানন্দকে শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত রসরাজ মহাভাব রূপ দর্শন করাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রভুগণেরও ভগবদ্-স্বরূপের মধ্যে মধ্যে মহীয়তা প্রতিপাদিত হয়। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

"মহাভারতের ভারত"-পুস্তিকার প্রতিবাদ-পত্র

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৩৬৪ পৃষ্ঠার পর]

আপনি আপনার পুস্তকে ৭১ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন যে 'ভগবান্' শব্দের তাৎকালীক ব্যবহারগত অর্থ এক, আর 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ অন্যপ্রকার। কিন্তু আপনার এই বাক্য বিদ্বানোচিত হয় নাই। ভগবান্ ও ঈশ্বর একার্থ-বাচক, পরন্তু ভিন্নার্থক প্রকাশক নহে। শাস্ত্র বলেন—

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানাং অগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স ভগবান্ কথ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি জীবের উৎপত্তি, প্রলয়, বন্ধন ও মোক্ষের কারণ এবং বিদ্যা, অবিদ্যাকে বিশেষভাবে অবগত আছেন, তিনি ভগবান্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (৬।৫।৭৪) বলেন—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বর্ত্তমান, তিনিই 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য। এ-সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ-বচন এই যে,—

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৯)

অর্থাৎ নিত্য অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ অসীমভাবে যাঁহাতে বিরাজমান, তিনিই 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য। ভগবৎ শব্দের নিরুক্তি এই যে,—

সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারার্থোদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থাস্তথা মুনে॥

বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থো স্ততোঽব্যয়ঃ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

ভ-কারের দুই অর্থ—সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। সম্ভর্ত্তা-অর্থে স্বভক্তের পোষক, আর ভর্ত্তা-শব্দের অর্থ ধারক বা স্থাপক।

গ-কারের অর্থ তিনটী—(১) প্রাপক অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক, (২) গময়িতা অর্থাৎ নিজলোক-প্রাপক, (৩) স্রষ্টা অর্থাৎ স্বীয় গুণ-সঞ্চারক। এই নিরুক্তি অনুসারে ভ, গ, ব, এই তিনটি শব্দের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয় করিলে "ভগবান্" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়, কিন্তু ছান্দস বতুপ্ প্রত্যয়ের ব-কারের লোপ হইয়া "ভগবান্" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বোক্ত ছয়টী ঐশ্বর্য্য অসীমরূপে রহিয়াছে, অন্য কোন দেবতা বা মনুষ্যের মধ্যে সেইরূপভাবে নাই। সেইজন্যই তিনি ভগবান্। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'শ্রী' অতুলনীয়, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য। তিনি নিত্যকাল কিশোরাবস্থায় বিরাজমান, তাঁহার জরা-বার্দ্ধক্য বলে কিছু ছিল না। এ-জগতে আপনি এমন কোন মানুষ পাইবেন না যিনি ঐ ছয়টী ঐশ্বর্য্যের পূর্ণরূপে মালিক ও জরা-বার্দ্ধক্য-রহিত। শাস্ত্র তাঁহাকে **'নিত্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ'** বলিয়া স্থানে স্থানে বর্ণন করিয়াছেন। ঈশ্বর অর্থে "যঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ"—অর্থাৎ সকলে যাহা করিতে পারেন তিনিও তাহা করিতে পারেন; যাহা সকলে করিতে পারে না তিনি তাহাও করিতে সমর্থ; এমন কি তিনি হয়কে নয় এবং নয়কে হয়ও করিতে ক্ষমতা রাখেন। যেমন বিশ্বরূপ-দর্শন এক অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা কোন মনুষ্য বা দেবতার পক্ষেও উহা প্রদর্শন করা অসম্ভব ব্যাপার, তাহা তিনি সম্ভব করিয়াছেন। এইজন্য ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাহা আমি পূর্ব্বে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" শ্লোকটী বর্ণন করিয়াছি। ঈশিতা-অর্থেও সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য বুঝায়। সমস্ত কিছু করিবার সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি ঈশ্বর। সেই ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মাদিতে কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু অসীমরূপে নাই। এইজন্য অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন জন্য গীতাতেও "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব॥"—উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ ও ঈশ্বর, একার্থ-বাচক প্রমাণিত হইল।

সুতরাং এখানে 'ভগবান্' শব্দে কোন শ্রেষ্ঠ মানুষকে উদ্দেশ্য করিলে তাহা অশাস্ত্রীয় কাজ হইবে। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে ভগবদ্ ভক্তের মর্য্যাদা

প্রদর্শনহেতু গৌরবার্থে 'ভগবান্' ও 'ভগবন্' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারা কেহই একাধারে 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্' ক্ষমতাযুক্ত ভগবান্ নহেন। আমি ভগবান্ ও ঈশ্বর অর্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তদতিরিক্ত অর্থ যদি শাস্ত্রমতে আপনার জানা থাকে, তাহা হইলে জ্ঞাত করাইবেন। আপনি ৮৭ পৃষ্ঠায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—"তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারেননি।" এইরূপ লেখা ও আপনার ঠিক হয় নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্; কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, অচিন্ত্য শক্তিমান্। ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তার হানি করা হয়। যিনি যুদ্ধে ভগ্নোত্তম অর্জ্জুনকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি মহা মহা বলবান্ অসুরপ্রকৃতি রাজন্যবর্গকে বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দুর্য্যোধনাদিকে বশীভূত করিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাসমর বন্ধ করা অসম্ভব কার্য্য ছিল না। কিন্তু তিনি অসৎ প্রকৃতির ভূপালকে সসৈন্যে বিনাশপূর্ব্বক ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করত ভূভার হরণ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গীতাতে তাহার প্রামাণ্য রহিয়াছে। তিনি যে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কৌরব-সভায় গিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাহ্যিক শিষ্টাচারমাত্র। যুদ্ধ বন্ধ হইলে ভূভার হরণ হইবে না ও সাধুগণের রক্ষা হইবে না। শ্রীবিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনকে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি সমস্ত যোদ্ধৃগণকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল তাঁহার করাল দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া তাঁহার দন্তসন্ধির মধ্যে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে (গীতা ১১।২৬-২৭)। গীতার ১১শ অধ্যায় ৩৪শ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—"আমাকর্তৃক পূর্ব্বেই বিনাশপ্রাপ্ত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে তুমি (পুনরায়) বধ কর।" উক্ত অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে বলিয়াছেন, "আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিহত হইয়া রহিয়াছে—ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্॥" হে সব্যসাচীন্! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র। যখন ধৃতরাষ্ট্র ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নানাপ্রকার কপটতাপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিল, এবং দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়নপূর্ব্বক নানাপ্রকার কটূক্তি ও কেশাকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সময় কৌরবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোপানলে পড়িয়াছিল। সুতরাং ঐসব অধার্ম্মিকদের বিনাশ তথা ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বান্তর্যামী অচিন্তশক্তিমান্ ভক্তবৎসল সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কুরু-ক্ষেত্র মহাসমরের সূচনা করিয়াছিলেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি এযাবৎ যাহা লিখিয়াছি তাহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত। যে মহাভারতের স্থানে স্থানে পরমপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা ও তচ্চরণে ভক্তিই যে জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহা নিরূপণ করত জীবের ভববন্ধন মোচনরূপ অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। আর আপনি সেই মহাভারত অবলম্বনে লিখিত আপনার পুস্তকে উহার বিন্দুমাত্র দিগদর্শন করিতে পারেন নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার পুস্তকটী পড়িলে পাঠক কৃষ্ণনিন্দা-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইবে। সে-কারণ ভবিষ্যতে এইরূপ শাস্ত্রীয় বিচারশূন্য পুস্তক না লিখিলেই আপনার ও জগতের কল্যাণ। কারণ তদ্দ্বারা জীবের মহা-অনিষ্ট সাধিত হইবে। দেশ নাস্তিক্য-বাদে ভরিয়া যাইবে এবং অধার্ম্মিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহা অশান্তি আনয়ন করিবে। আপনার 'মহাভারতের ভারত' পুস্তিকাটী সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উহা আরোও বহু দোষে দুষ্ট। সময়ান্তরে উহা শাস্ত্র-যুক্তিসহ নিরসনের ইচ্ছা রহিল। যদি সত্যই আপনার মহাভারতের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে কোনদিন আমার বক্তব্যের যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীমায়াপুরে

শ্রীগৌরাঙ্গন-দর্শনে

আজ কি মধুর, স্থদিন উদয়,
হ'য়েছে ভকত অদৃষ্ট-বশে।
শ্রীগৌর-ভবন, প্রকট বিরাজ,
ভক্তিবিনোদ প্রভু-প্রয়াসে॥

পরমা বৈষ্ণবী, শ্রীজাহ্নবী দেবী,
(প্রভু) পদরেণু লাগি' হরেছে দেশ।
মাত্র কৃপা করি, ভাবী ভক্ত লাগি',
(প্রভু) জন্মভূমিটুকু রেখেছে শেষ॥

তবু কভু কভু, কল কল নাদে,
প্রভু অঙ্গনের শ্রীপাদমূলে।
ধৌত করে হয়, মৌলি-নিবাসিণী,
যাহা আছে তাহা ল'বার ছলে॥
ক্ষমা দে জাহ্নবী! শিব-সোহাগিনী,
আর নিস্‌নি গো চরণে মাগি।
প্রভু পদরেণু, সকলই কি তোর?
আমরা কি তার নহি গো ভাগী?
খুঁজিয়া খুঁজিয়া, তুই সর্ব্বগ্রাসী,
প্রায়ই সমূহ লীলার স্থলী!
করিয়াছিস্ ক্রমে, সব আত্মসাৎ,
রেখেছিস্ মাত্র সে অল্পগুলি॥
হরেছিস্ প্রভু, বাল্যক্রীড়া-স্থলী,
প্রতিবাসী সব বাসের স্থানে।
পৌগণ্ড যৌবনে, তোমার পুলিনে,
বিদ্যারস যথা শিষ্যের সনে॥
কোথা এবে সেই, পবিত্র ভূভাগ,
কেশব-কাশ্মিরী হারিল যথা।
ব্রাহ্মী বরপুত্র, প্রভু বিদ্যা বলে,
মানিল বিস্ময় অপূর্ব্ব কথা॥
যে তোর পুলিনে, লয়ে শিষ্যগণে,
বসিতেন প্রভু উজলি দিশি।
কোথা এবে তাই, বল গো জাহ্নবী,
না দেখি যেন এ আঁধার নিশি॥
কোথা রেখেছিস্, গঙ্গাদাস গৃহ,
জগৎ আনন্দ মধুর ধাম।
সে জগদানন্দ, গদাধরাঙ্গন,
মুকুন্দ-সঞ্জয়-(বিদ্যা) বিলাস-স্থান॥

সকলই চিন্ময়ি ! তোমার ইচ্ছায়,
তিরোহিত এবে দেখিতে নারি ।
এবে অবশিষ্ট, শ্রীবাস-অঙ্গন,
"খোল-ভাঙ্গা-ডাঙ্গা" নাম যাহারই ॥"
চন্দ্র-শেখরের, বাস্তু ভিটাখানি,
প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজপত্তন-নাম ।
শ্রীবার্ষভানবী, দয়িত-দাসের,
পূত অপ্রাকৃত ভজন-ধাম ॥
শান্তিপুর-নাথ, বসিত যথায়,
সেই স্থানটুকু পড়িয়া আছে ।
মায়াপুর রাস, বিলাসের স্থলী,
শ্রীবাস-অঙ্গন তাহারই কাছে ॥
যেখানে উঠিত, সুমধুর রোল,
গোপাল-গোবিন্দ যাদব নাম ।
তার কাছে দেখি, সে-পূত ভূখণ্ড,
মুরারীগুপ্তের বসতি স্থান ॥
প্রভু-সনে যত, সঙ্গের পার্ষদ,
করেছেন লীলা এ-সব স্থলে ।
এ-হেন মধুর, অপ্রাকৃত স্থান,
কাহার কৃপায় কোথায় মিলে ।
সে লীলা এখনও, করিছেন তথা,
পতিতপাবন শ্রীগৌররায় ।
অপ্রাকৃত আঁখি, পাইলে সে দেখি,
ভাগ্যবান্ যাহে দেখিতে পায় ॥
এ-সব লীলার, নাহি পরিচ্ছেদ,
যথা দেখি শাখা-শশাঙ্ক ন্যায় ।
শুধু আবির্ভাব, তিরোভাব মাত্র,
সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্ববেদে সে গায় ॥

অপ্রাকৃত এই, মায়াপুর ধাম,
　　শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম-কারণে মরি।
শ্রীবৈকুণ্ঠ হ'তে, শ্রেষ্ঠতর অতি,
　　শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃপায় হেরি॥

সর্ব্বদর্শী তুমি, ভজন-প্রভাবে,
　　দেখা'লে এ দীনে শ্রীগৌরধাম।
কর কৃপা প্রভু, ভকতিবিনোদ,
　　পূরে যেন মোর মনের কাম॥

বড় আশা ছিল, হে ভকতবর,
　　হেরিব বলিয়া চরণখানি।
কেমন সে হয়, কমনীয়াকৃতি,
　　চিন্ময় গৌরাঙ্গ পার্ষদমণি॥

না পূরিল আশা, না পেনু দেখিতে,
　　অভাব রহিল জীবনে মম।
কভু যে পূরিবে, সে আশা জলধি,
　　সে আশা দুরাশা নিশ্চয়তম॥

তোমার চরণ, সেবন লাগিয়া,
　　দর্শন প্রার্থনা করিনু যবে।
শুনি সেই কথা, পরম উৎসাহে,
　　স্নেহভরে তুমি ডাকিলে তবে॥

আমার উপর, তোমার করুণা,
　　ছিলো গো প্রচুর শুনেছি প্রভু।
সেই আশাবন্ধ, হৃদয়ে জাগিছে,
　　অবশ্য পাইব চরণ কভু॥

গোলোক কমল, তুমি ভক্তবর,
　　ফুটেছিল গৌড়-কানন-মাঝে।

কুবিবর-গর্ত্ত, কীটাণু সে আমি,
আমার কি কভু পাইতে সাজে ॥
তুমি ত' দয়াল, স্বরূপাবতার,
তুমি অহৈতুকী কৃপার খনি ।
কৃপারজ্জু বাঁধি, গলদেশে মোর,
বিষকুণ্ড হ'তে লও হে টানি' ॥

—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার

'যত মত তত পথ' ঠিক কি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

যদি কোন দেবতা ভগবানের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া নিজকে 'স্বতন্ত্র' ভগবান্-জ্ঞানে অহংকার প্রকাশ করেন, ভগবান্ বিষ্ণুই তাহাদের অহংকার চূর্ণ করেন। এই প্রসঙ্গে উপনিষদে যে অত্যন্ত সুন্দর একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

একদা দেবগণের সহিত অসুরগণের তুমুল সংগ্রামে ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করায় অসুরগণ পরাজিত হইলে দেবগণ বিষ্ণুর দানের কথা ভুলিয়া গিয়া 'অহং ব্রহ্ম' এই অভিমানে মত্ত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের অহংকার চূর্ণ করিবার মানসে ছদ্মবেশে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রাদেশে 'জাতদেবাঃ' অগ্নি ও 'মাতরিশ্বা' বায়ু ছদ্মবেশীর পরিচয় সন্ধানে আসিয়া ছদ্মবেশী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুষ্ক তৃণগুচ্ছ দহন করিতে এবং উড়াইতে সক্ষম হইলেন না। সর্ব্বশেষে দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া আগন্তুককে দেখিতে পাইলেন না এবং আকাশমার্গে বিচরণশীলা বিষ্ণুদানী উমার মুখ হইতে আগন্তুকের পরিচয় জানিতে পারিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে ঈশ্বরাভিমানী দেবগণের গর্ব্ব চূর্ণ করেন। দ্বাপর যুগেও শ্রীকৃষ্ণ এক অঙ্গুষ্ঠের উপর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সপ্তদিবস ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষাপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন।

অনেকে বৈদিক-লোকে সূর্য্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করেন। সূর্য্য পঞ্চ-দেবতার মধ্যে একজন দেবতা। আবার অনেকে উত্তাপই জনক ও সূর্য্যই উত্তাপের একমাত্র আধার ও জগতের হেতু বলিয়া সূর্য্যকে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহারা যতই বলুক না কেন, সূর্য্য জড় তেজঃসমষ্টি বিশিষ্ট একটী মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞাতেই সূর্য্য স্বীয় সেবাকার্য্য করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা (৫২) বলেন,—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহানাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

—"গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য— জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এই প্রসঙ্গে গীতাতেও (১৫।১২)শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

—"হে অর্জ্জুন! সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে, সেইসকল তেজ আমার তেজ বলিয়া জানিও।"

পশ্চিম ভারতে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা বহুলভাবে প্রচলিত। বিঘ্ন-বিনাশ-কার্য্যরূপ অধিকারপ্রাপ্ত গণেশ—তত্তদধিকারিজনেরই উপাস্য; এমন কি, তিনি উপাস্য সগুণব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে পর্য্যন্ত পদ লাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ শক্ত্যাবিষ্ট একজন আধিকারিক-দেবতা, গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা। তাই শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা (৫০) বলিয়াছেন,—

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্য্যকালে শক্তি-লাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে ঘরে দুর্গা ও কালীপূজা বহুলভাবে প্রচলিত।

ভগবানের মায়া দুই প্রকার; চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও জড়শক্তি গুণমায়া। যোগমায়া কৃষ্ণউন্মুখকারিণী; কিন্তু জড়মায়া কৃষ্ণবিমুখমোহিনী। উভয়েই 'দুর্গা' নামে পরিচিত। চৌদ্দ ভুবনাত্মক 'দেবীধামে'র অধিষ্ঠাতৃদেবী দুর্গা নিজধামে অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন। তিনি—দশকর্ম্ম-রূপ দশভুজযুক্তা; বীরপ্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপদমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী। তিনিই আবার পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কালশোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী। এই দুর্গা—দুর্গবিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে কারাগৃহ; তটস্থশক্তি প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। দুর্গার ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, মায়া, মাধবী, কণ্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নাম। মায়াদেবী কোন্ কোন্ স্থানে কি কি নামে প্রসিদ্ধা, তাহা বল্লভাচার্য্য সুবোধিনী টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীতে দুর্গা, অবন্তীতে ভদ্রকালী, উৎকলে বিজয়া, কুলহাপুরে বৈষ্ণবী, কামরূপদেশে চণ্ডিকা, উত্তরপ্রদেশে মায়া ও শারদা, অম্বিকাবনে অম্বিকা, কন্যাকুমারীতে কণ্যকা—এইরূপ অন্যান্য যোগপীঠে মায়াদেবী বিভিন্ন দেবী নামে পরিচিতা, তোষণী বলেন,—"মায়াদেবীর দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, কুমুদা প্রভৃতি নামগুলি তদুপাসকগণের ভিন্ন ভাবানুযায়ী ভোগবাসনানুসারে কল্পিত হইয়াছে।"

বিজয়ধ্বজতীর্থপাদ পদরত্নাবলী টীকায় মায়াদেবীর ঐসকল নামের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, যথা—দুরধিগম্যা বলিয়া দুর্গা, ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলা, নীলবর্ণ-বিশিষ্টা বলিয়া কালী, সর্ব্বদিগ্ বিজয়িনী বলিয়া বিজয়া, বিষ্ণুশক্তি বলিয়া বৈষ্ণবী, ভূমণ্ডলে আনন্দবিলাস করেন বলিয়া কুমুদা, শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া থাকেন বলিয়া চণ্ডিকা, সদানন্দময়ী বলিয়া কৃষ্ণা, বিষ্ণুর কৃপাপাত্রী বলিয়া মাধবী অথবা যদুবংশীয় রাজা দেবক্ষেত্রের পুত্র মধুর বংশে জাতা বলিয়া মাধবী, নিত্যকুমারী অথবা সুখপ্রদাত্রী বলিয়া কণ্যকা, সকলের নিকট পরিচিতা বলিয়া মায়া, সর্ব্বজীবের আশ্রয় বলিয়া নারায়ণী, সকলের অভিষ্টদেবী বলিয়া ঈশানী, সংসার খণ্ডন করেন বলিয়া শারদা এবং জগন্মাতা বলিয়া অম্বিকা।

দুর্গাদেবীর কারাগৃহে কর্ম্মচক্রই 'দণ্ড'; বহির্ম্মুখ জীবগণ-প্রতি এরূপ

শোধন-প্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম, দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন, সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবগণের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট-করিয়া তাঁহার নিষ্কপট-কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা' বিস্তার করেন। জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোশাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটী স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগে লিপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মন-বুদ্ধি-অহংকাররূপ একটী লিঙ্গদেহ লাভ করে। জীব এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবং লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্য গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমেই দুর্গাদেবী করিয়া থাকেন। তাই এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীব্রহ্ম-সংহিতা (৪৪) বলিয়াছেন,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

—"স্বরূপ শক্তির বা চিচ্ছক্তির-ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

বহির্ম্মুখ-জীবের সহিত চিন্ময়ী-কৃষ্ণদাসী দুর্গার দাসী ভুবন-পূজিতা দুর্গার সম্বন্ধ হয়। তাই শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ (ভাঃ ২।৫।১৩)

—"যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া ভগবানের দৃষ্টিপথে

অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' ও 'আমার' এই অহং বুদ্ধি করিয়া থাকেন।" অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবীই সংসার চক্রে জীবসকলকে ঘুরপাক খাওয়াইতেছে। অজ্ঞ অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ যথার্থ মায়াতত্ত্ব অবগত না হইয়া পার্থিব বস্তু ভোগার্থে তাহার ভক্ত হন অর্থাৎ তাহার পূজা করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়, মায়াদেবী নিজের ভক্তকে বিনাশ করিয়া নিজ প্রভু-ভক্তকে রক্ষা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপে, মায়াই ভদ্রকালীরূপে নিজভক্ত দস্যুগণকে বিনাশপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্ত জড়ভরতকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণার্থে অজ্ঞ জীবসকল বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সকাম কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া ভাগবতে (২।৩।২-৯) পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—"হে রাজন্! ব্রহ্মতেজ-কামনায় অজ্ঞজীবগণ ব্রাহ্মণদিগের পতি ব্রহ্মার ভজনা করে। ইন্দ্রিয়বল কামনায় ইন্দ্রের ভজনা করে, প্রজাকামী প্রজাপতিদিগকে ভজনা করে। শ্রীকামী পুরুষ মায়াদেবীকে ভজন করে। তেজঃকামী ব্যক্তি সূর্য্যকে ভজনা করে। বাসুকামী ব্যক্তি বসুদিগকে উপাসনা করে। বীর্যকামী বীর্য্যবান্ পুরুষ রুদ্রকে ভজনা করে। অন্নাদিকামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করে, স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতিপুত্র দেবগণকে ভজন করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে ভজন করে, স্বাধীনতা প্রয়াসী প্রজাগণ সাধ্যা-গণকে পূজা করে, আয়ুকামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে পূজা করে। পুষ্টিকামীরা ইলা অর্থাৎ পৃথিবীকে পূজা করে, রূপকামী গন্ধর্ব্বগণের পূজা করে। স্ত্রীকামী উর্ব্বশী অপ্সরার উপাসনা করে, আধিপত্যকামী ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেষ্ঠির পূজা করে। যশঃকামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজন করে। বিদ্যাকামী সরস্বতীকে যজন করে, দাম্পত্যকামী উমাদেবীকে এবং কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে ভজন করে, ধর্ম্মার্থকামী উত্তমশ্লোকনামা বিষ্ণুর পূজা করে, প্রজাবিস্তৃতিকামী পিতৃলোককে ভজনা করে। রক্ষাকামব্যক্তি পুণ্যবান যক্ষ-গণকে পূজা করে, ওজঃ-কামী ব্যক্তি মরুদ্গণকে পূজা করে, রাজ্যকামী ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচারকামী নির্ঋতিকে, কামকামী সোমকে ভজনা করে। কিন্তু অকাম পুরুষ পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজন করে।

উপরোক্ত সকল কামই ভগবান্ অতি অনায়াসে জীবসকলকে দিতে পারেন। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্। (ভাঃ ২।৩।১০)

—"ভগবান্ সকল কাম দিতে পারেন; অপর দেবতাগণ তাঁহার কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ ফল দেয়, তখন উদারবুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য তীব্র ভক্তির সহিত পরম পুরুষকে অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া যজন করেন।"

শ্রীকৃষ্ণধাম ও সকল দেবদেবীর ধামের তারতম্য শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতায় (৪৩) পিতামহ শ্রীব্রহ্মা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

—"দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোকধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"

জগতের জীবসকল একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামগ্রহণেই মুক্তি লাভ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপর একটী নাম মুকুন্দ। দেবগণ কখনই জীবগণকে মুক্তিপ্রদানে সমর্থ নহেন। তাই রাজা বিশ্বসহের পুত্র রাজর্ষি খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ু আছে জানিতে পারিয়া দেবগণকে ও তাঁহাদের প্রদত্ত বরকে নশ্বরজ্ঞানে পরিত্যাগ করত একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করিয়া মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। মুকুন্দের নামকীর্ত্তন করিয়াই শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণ সমগ্র জগতকে পবিত্র করেন। তাই নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কোঃ নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥
(ভাঃ ১।১৮।২১)

—"হে শৌনকাদি ঋষিগণ! যাঁহার পদনখর-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কেহ ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।"

শ্রীকৃষ্ণই যে সবার একমাত্র বন্দনীয়, তাহা শৌনকাদির প্রতি সূত গোস্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১)

—"ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদগণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন; বেদ বেদাঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষৎসমূহ সামগানদ্বারা যাঁহার গান করেন, ধ্যানাবস্থিত তদ্গতমনা যোগিগণ যাঁহাকে সমাধিদ্বারা দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানে না, সেই পরমদেবতা কৃষ্ণকে নমস্কার করি।"

অতএব উপরোক্ত সমগ্র আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর এবং দেবগণ তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও জীবের মধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণলোক নিত্য, কিন্তু দেবলোক কালপ্রভাবে ধ্বংসশীল। শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতিরেকে শাশ্বত-শান্তি কখনও লাভ হইতে পারে না।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টির কার্য্য করেন—তাই অনেকে ভুল করিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া ধারণা করেন, তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন,—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ (ভাঃ ২।৬।৩২)

—"হরির নিয়োগমতে আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিগুণমায়াশক্তিধর সেই হরি পরমাত্মরূপে বিশ্বকে পালন করেন।"

উপরোক্ত শ্লোকটী অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে,—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩১৭)

ব্রহ্মা—দুইপ্রকার, কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'ব্রহ্মা' হইয়া কার্য্য বিধান করেন, আবার কোন কল্পে সেরূপ যোগ্য জীব না থাকিলে ও পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায়, কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে,—

ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি'॥

ব্রহ্মসংহিতাতেও উল্লেখ রয়েছে—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ।
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র॥
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ড-বিধান-কর্ত্তা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৯)

—"সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয়শক্তি আধানপূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।"

তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন, আর শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা ততোধিক পরিমাণে আছে। ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশ গুণ অধিকভাবে ও তদতিরিক্ত আর পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে এবং শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটী গুণ ও পাঁচটী গুণের অংশও তদাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রহ্মা ও শিবকে ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কারণ সেইক্ষেত্রে তাঁহাদের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের অধীন বলিয়া তাঁহাদিগকে ভগবান্ বলা হইয়াছে, আবার তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন বলিয়াও তাঁহাদিগকে ভগবান্ বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে ব্রহ্মার সৃষ্টি ও কৃষ্ণাদেশে তাহার সমস্ত কার্য্য, শাস্ত্রে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রুতিতে (শ্বেঃ উঃ ৬।১৮) উক্ত হইয়াছে,—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণ মহং প্রপদ্যে।"

অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন, যিনি তাঁহাকে বেদ প্রদান করিলেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক ভগবানের শরণাপন্ন হই।"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

ভক্তি

সচ্ছাস্ত্রে শ্রীভগবানেই ভক্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

সুতরাং অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি বা পিতামাতা, দেশ, দেশবাসীর প্রতি যে 'ভক্তি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ ভক্তি-শব্দবাচ্য হইবে কিনা, অবশ্য বিচার্য্য।

ভক্তি, প্রীতি, সেবা—একই তাৎপর্য্যপর। 'ভগবানই একমাত্র প্রিয়তম' এইরূপে হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ টানে তাঁহার প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করিবার বুদ্ধিই যথার্থ 'ভক্তি' শব্দবাচ্য। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভক্তি শব্দে উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষাদি অভিমান এবং সমস্ত মায়িক কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবাই ভক্তি। এই সেবা বা ভক্তির মধ্যে কোন ক্লেশ বা বিশ্রামের কথা নাই এবং নিজেন্দ্রিয়ের সুখের কোন অভিলাষ থাকিবে না, কেবলমাত্র ভগবানের সুখবিধান বা তোষণের প্রবল ভাব থাকিবে। তাই ভক্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হয়ে পদে অনুরাগী।
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

অনাদিকাল হইতে মায়ায় মোহিত জীব মায়িক জগতে ধ্বংসশীল, নশ্বর মায়িক বস্তুতে আমি আমার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অহর্নিশ ত্রিতাপ-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছে। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥" কোন ভাগ্যফলে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে জীব জানিতে পারে, স্বভোগোন্মুখতা এবং কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাই তাহার এই দুঃখের কারণ এবং চরম ও পরম কল্যাণ মঙ্গলই শ্রীকৃষ্ণভজন। শুদ্ধভক্তের বাক্যে শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হয়।

কোন ভাগ্যে কা'রো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৫)

শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত ভক্তি লাভ কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণভক্তি জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৩)

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোর্ভিবিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন,—"যে-সকল গৃহব্রতব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারে চর্ব্বিত সুখ-দুঃখ বারবার চর্ব্বণ করেন, তাহাদের বুদ্ধি কখনও নিজচেষ্টায় অথবা সেইরূপে অসংযত ইন্দ্রিয় কাহারও সহায়তায় বা উপদেশে মতি কখনই কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয় না।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

নিষ্কিঞ্চন মহতের চরণধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি বদ্ধজীবের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।

ভজন-সাধনের প্রথমাবস্থায় যে ভক্তি ভগবানে আরোপিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব বা ভালবাসা বর্ত্তমান থাকে না। ক্রমশঃ ভজন-সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় সেই ভক্তি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রেম উৎপাদিত হয়। অজিত, স্বতন্ত্র ভগবান্ প্রেমেজিত ও পরতন্ত্র হইয়া ভক্তের বশীভূত হইয়া যান। "কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি।" গাঢ়ত্বের তারতম্যে প্রেমে নানারূপ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান,—

"প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৪২)

মহাভাব একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীতে বিদ্যমান্।

আরাধ্যতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমভক্তির দ্বারা আরাধিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগমিশ্রা ভক্তিদ্বারা ভগবৎ প্রেমলাভ কখনই সম্ভবপর হয় না।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর প্রার্থিত ফল তাহাদের প্রদান করিয়া ভগবান্ নিজ প্রেমভক্তি লুক্কায়িত রাখেন। "ভজনে কোটি বিঘ্ন হয় হউক, নাশ হয় হউক, অপরাধে নরক গমন হয় হউক, কাম অঙ্গীকার করিব, তথাপিও ভক্তি ত্যাগ করিব না। যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন, তবু জ্ঞান, কর্ম্মাদি স্বীকার করিব না"—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত ভাবকেই দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হয় এবং ইহা ভক্তির দ্বারাই সম্ভব। ভক্তিই ভক্তকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভগবানকে ভগবদ্দর্শন করান এবং ভক্তির বশ ভগবান্। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।" প্রাপঞ্চিক কোন গুণদ্বারা ভক্তিলাভ হয় না।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

ভগবানের অনন্ত শক্তি, তন্মধ্যে হ্লাদিনীশক্তিই ভগবানকে আনন্দ প্রদান করাইয়া থাকেন এবং ভগবানও সেই শক্তিদ্বারা জীবকে তাঁহার প্রতি ভক্তি বা প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎ প্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন।

ভগবান্ আপ্তকাম, স্বরাট্, স্বতন্ত্র ও নিজানন্দে পরিপূর্ণ। তথাপি অজিত ভগবান্ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া স্বতন্ত্রতা হারাইয়া পরতন্ত্র হইয়া যান। নিজানন্দে পরিপূর্ণ ভগবানকে ভক্ত আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রেমে প্রদত্ত দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করিয়া বহুমানন করিয়া থাকেন। স্বানন্দতৃপ্ত ভগবান্ ভক্তকে বহু দিয়াও আমি কিছু দিতে পারিলাম বলিয়া মনে করেন। ভগবান্ ভক্তের প্রেমভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক তাহার প্রেমে বদ্ধ হইয়া যান। নিষ্কাম ভক্তের হৃদয়ে তিনি বিশ্রাম করেন। "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।" ভক্ত ভক্তির প্রেমডোরে ভগবানকে আবদ্ধ করিয়া থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের এই লীলা ভক্তির দ্বারাই গ্রাহ্য বা উপলব্ধির বিষয়।

—**শ্রীমতী উমারাণী দেবী,** ভক্তি-মাধুরী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-ক

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৮শ বর্ষ | ২৯ হৃষিকেশ, অনিরুদ্ধ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৯৩, ইং ১৭।৯।৮৬ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীধরণীদেবী-গীতম্‌ উপদেশ-সারম্‌

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে চতুর্ব্বিংশোধ্যায়ে]

পৃথিব্যুবাচ—

কথমেষ নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি ।
যেন ফেন-সধর্ম্মাণোঽপ্যতি-বিশ্বস্ত-চেতসঃ ॥ ১ ॥

[অনিত্য-শরীর-ভূপতিগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ মোহান্ধ হইয়া কল্পান্তস্থায়ী ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন। এই পৃথ্বী কি-প্রকারে অচলা হইয়া আমার, মৎপুত্রের অথবা মদীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এইপ্রকার ভাবনা করিতে করিতে মহীপতিগগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইসকল নৃপতিগণকে

আত্মজয়োদ্‌যোগ-যাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া বসুন্ধরা যেন হাস্য করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে পৃথিবী-কর্ত্তৃক গীত উপদেশাবলী অসিত-মুনি জনকের নিকট বলিয়াছিলেন,—]

পৃথিবী কহিলেন,—এই নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান্ হইলেও ইহাঁদের এবম্প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? অহো! ইহাঁরা ফেনের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী হইয়া কি-প্রকারে নিজের স্থিরত্ব-বিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন? ১॥

পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপূন্॥ ২॥

এই নরপতিগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ভৃত্য, পৌর ও রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী হন॥ ২॥

ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্॥ ৩॥

তাঁহারা, 'ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব' এইপ্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না॥ ৩॥

সমুদ্রাবরণং যাতি মন্মণ্ডলমথো বশম্।
কিয়দাত্মজয়াদেতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্॥ ৪॥

সমুদ্রাবরণ ধরণীমণ্ডলের-বশ্যতা আত্মজয়ের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। কারণ মুক্তিই আত্মজয়ের ফল॥ ৪॥

উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা।
তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাদ্ জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ॥ ৫॥

পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই; অহো! নরপতিগণ মূঢ় হইয়া কি-প্রকারে সেই পৃথিবীকে 'আমার' বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন? ৫॥

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ।
জায়ন্তেঽত্যন্ত-মোহেন মমতাধৃত-চেতসাম্॥ ৬॥

আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকেন॥ ৬॥

পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা, মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্।
যো যো মৃতো হ্যত্র বভূব রাজা, কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥ ৭ ॥

এই পৃথিবীতে যে-সকল রাজা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই-প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই ভাবিতেন,—"এই সমগ্র পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমার বংশীয়গণের নিত্য অধিকারে থাকিবে ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট্বা মমত্বাদৃত-চিত্তমেকং, বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যান্বয়স্থস্য কথং মমত্বং, হৃদ্যাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি ॥ ৮ ॥

মমত্বাদৃতচিত্ত একজনকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্বংশীয়গণ পুনর্ব্বার হৃদয়ে কি-প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দান করে ? ৮ ॥

পৃথ্বী মমৈষাশু পরিত্যজৈনং, বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্ব-শত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ, পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি ॥ ৯ ॥

"ইহা আমার পৃথিবী ; অতএব তুমি ইহাকে সত্বর পরিত্যাগ কর," যাহারা দূতমুখদ্বারা শত্রুগণকে এইপ্রকার বাক্য বলিয়া থাকে, সেইসকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হয়, আবার মূঢ় বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইত্যেতে ধরণী-গীতাঃ শ্লোকা মৈত্রেয় যৈঃ শ্রুতাঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপন্যস্তং যথা হিমম্ ॥ ১০ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! ধরণী-কর্ত্তৃক গীত এই শ্লোকসমূহ যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাপন্যস্ত হিমের ন্যায় তাঁহাদের প্রাকৃত মায়া-মমতা বিদূরিত হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৭৭ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্ব্বিধ মিথ্যা ব্যবহার

মিথ্যাব্যবহার চারিপ্রকার :—(১) মিথ্যাকথা বলা, (২) ধর্ম্মকাপট্য, (৩) বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণ ও (৪) পক্ষপাত। মিথ্যাকথা বলা নিতান্ত নিষিদ্ধ। শপথ করিয়া মিথ্যা বলা অধিক দোষ-যুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব মিথ্যাকথা কখনই কোন অবস্থায়

বলিবে না। সংসারে যাঁহারা মিথ্যা আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না; অবশেষে তাঁহারা সকল লোকেরই ঘৃণার্হ হইয়া পড়েন। ধর্ম্ম-কাপট্য একটী ভয়ানক পাতক। যাঁহারা ঐ পাপে লিপ্ত, তাঁহাদিগকে বৈড়ালব্রতিক বলে। তিলক, মালা, কৌপিন, বহির্ব্বাস, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্নসকলদ্বারা বাহ্যে যাঁহারা শরীরকে শোভা করে, কিন্তু ভিতরে ঈশ্বরভক্তি নাই, তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী। লোকব্যবহারে যাঁহারা কাপট্য আচরণ করেন অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্যপ্রকার প্রকাশ করেন, তাঁহারা শঠ বলিয়া সর্ব্বলোকের ঘৃণিত হন। যথার্থ পক্ষে না থাকিয়া যে কোন কারণেই হউক, অন্যায় পক্ষ সমর্থন করার নাম পক্ষপাত। ইহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

১। মিথ্যাকথা
২। ধর্ম্মকাপট্য
৩। বঞ্চনা
৪। পক্ষপাত

গুর্ব্ববজ্ঞা তিনপ্রকার ঃ—(১) মাতাপিতার প্রতি অবহেলা, (২) উপদেষ্টৃ-গণের প্রতি অবহেলা ও (৩) অন্যান্য গুরুজনের প্রতি অবহেলা। গুরুগণ কদাচ ভ্রমক্রমে যদি অন্যায় তাড়ন করেন, তথাপি তাঁহা-দিগের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিবে না। কৌশল ও বিনয়ের সহিত তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার যত্ন করিবে। গুরুজনের অন্যায় অনুমতি প্রতিপালন না করিলে গুর্ব্ববজ্ঞা হয়।

ত্রিবিধ গুর্ব্ববজ্ঞা

লাম্পট্য তিন প্রকার ঃ—(১) অর্থলাম্পট্য, (২) স্ত্রীলাম্পট্য, (৩) প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য। ধন ও বিষয়াদির লাম্পট্যকে অর্থলাম্পট্য বলে। অর্থলাম্পট্যক্রমে মানবের ধনাশা ও বিষয়াশা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত সুখ অপহরণ করে। অতএব ঐ লাম্পট্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাহাতে সংক্ষেপে চলিয়া যায়, এইরূপ অর্থ বা বিষয় লব্ধ হইলে আর সেই আশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। স্ত্রীলাম্পট্য একটী বৃহৎ পাপ। পরস্ত্রী বা বেশ্যা-সঙ্গ কখনই কর্ত্তব্য নয়। বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে হইলেও শারীরিক ও সামাজিক কয়েকটী বিধি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন। স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। * অন্যায়রূপে স্ত্রীসঙ্গমে দেহের

বিবিধ লাম্পট্য

---

* সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪

দৌর্ব্বল্য জননেন্দ্রিয়ের অযথা পরিচালন, বুদ্ধিহানি ও দুর্ব্বল অল্পায়ুঃ সন্তান উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পক্ষে পুরুষগণের একুশ বৎসর বয়সের ও স্ত্রীগণের ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষসঙ্গ করা অনুচিত বোধ হইতেছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বারা স্ত্রীলাম্পট্যকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠালাম্পট্যক্রমে মানবের কার্য্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে। নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত।

স্বার্থপরতা

স্বার্থসর্ব্বস্বতা একটী প্রকাণ্ড পাপ। মানবের জীবনের উন্নতি সাধন ও পারলৌকিক বাস্তবমঙ্গল লাভের জন্য যে-সকল যত্ন করা যায়, তাহাকেও স্বার্থ বলা যায়। সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই। ভগবানের এই একটী আশ্চর্য্য প্রকৃত স্বার্থ বলি, সেটী নিজের ও জগতের নিয়ম যে, তাহাতে যুগপৎ মঙ্গল সাধন করে। সে স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে জগন্মঙ্গল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়। যে স্বার্থ নিন্দনীয়, সে কেবল পরের অমঙ্গল সহকারে স্বার্থ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই স্বার্থপরতা হইতে প্রতিপাল্যদিগের প্রতি অযথা কার্পণ্য, সৎকার্য্যকার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য্য, অসন্তোষ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পট্য ও অপচয় ইত্যাদি বহুবিধ পাপ সম্ভূত হয়। যে ব্যক্তিতে স্বার্থসর্ব্বস্বতা যত পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি তত পরিমাণেই নিজের ও পরের অমঙ্গলজনক। অতএব স্বার্থসর্ব্বস্বতারূপ পাপকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ না করিলে মানব কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। *

ত্রিবিধ অপবিত্রতা

অপাবিত্র্য শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিনপ্রকার—দেশগত-অপাবিত্র্য, কালগত-অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে। সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণবশতঃই সেই সেই দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞানলাভ, অন্য দেশের মঙ্গলজন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলদ্বারা উদ্ধার বা ধর্ম্মপ্রচার, এইপ্রকার

---

* প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ভাঃ ৭।৯।৪৪

কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশগমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেইদেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। মলমাস প্রভৃতি কালের কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধে অপাবিত্র্য আছে, যেহেতু কর্ম্মসকল নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইলে সেই নিয়মিত সময়েই সেই সেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। বিভাগের উদ্বর্ত্ত কালকে এবং কোন কোন বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা অর্থাৎ গ্রহণাদি কালকে নিয়মিত কার্য্যের পক্ষে অকাল বলা যায়। সেই সেই অকালগত কার্য্যে অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অকাল স্ত্রীগমন, অকাল ভোজন ও নিদ্রা ইত্যাদি ব্যবহারিক কার্য্যেও অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অসৎপাত্র সম্বন্ধে যে কার্য্য করা যায়, তাহাতেও অপাবিত্র্য হয়। মদ্যপায়ী ও লম্পট লোকের হস্তে পাপকার্য্য বা দেবপূজাকার্য্য অর্পিত হইলে পাত্রগত অপাবিত্র্য হইয়া থাকে। শরীর, বস্ত্র, শয্যা ও গৃহ অপরিষ্কার রাখিলেও অপাবিত্র্য ঘটে। মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া জল ব্যবহার দ্বারা শারীরিক অপাবিত্র দূর করা উচিত। ভ্রম ও মাৎসর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়; তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।

অশিষ্টাচার

অশিষ্টাচার একটী পাপ। সৎলোক-কর্ত্তৃক যে-সমস্ত আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিয়া যাহারা ম্লেচ্ছদিগকে লক্ষ্যপূর্ব্বক আচার-ব্যবহার স্থির করে, তাহারা অশিষ্টাচারী। কিছুদিন ম্লেচ্ছসংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ম্লেচ্ছাদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক পতিত হইয়া পড়ে। তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

পঞ্চবিধ জগন্নাশকার্য্য

জগন্নাশকার্য্য পঞ্চপ্রকার : (১) সৎকার্য্যের ব্যাঘাতকরণ (২) ফল্গু বৈরাগ্য, (৩) ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রবর্তন, (৪) অন্যায় যুদ্ধ ও (৫) অপচয়। অন্য-লোকে যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার স্বতঃ ও পরতঃ ব্যাঘাতকরণের যত্ন করিলে জগন্নাশকার্য্য করা হয়। ভগবদ্ভক্তজনিত বা জ্ঞান-জনিত যে বিষয়-বৈরাগ্য হয়, তাহা উত্তম; কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্তমান থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। যথার্থ

যথার্থ বৈরাগ্য

বৈরাগ্য উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্য আচরণ করিবে। অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্য-চেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে। ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্ট

বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাতপ্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে কার্য্যটী পাপকার্য্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে না পারিয়া পরে ভক্তি অর্জ্জন করিব, তাই মনে করিয়া ভেকধারণরূপ বৈরাগ্যলিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম, যেহেতু ঐ বৈরাগ্য-স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক চিন্তা বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য কয়েক দিবসের মধ্যেই উৎপন্ন হয় এবং তদ্‌গ্রহিতাকে কদাচারে ও ইন্দ্রিয়পরতায় নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার-প্রবর্ত্তনের যোগ্য হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে যে আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার*। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা-সহকারে উচ্চাধিকারযোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্য্যসকল করিতে থাকেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রমলোপরূপ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুণ্ডপাটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী, ভাক্ত, ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহারা জগন্নাশকার্য্যবিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সে সমুদয় অধর্ম্ম ও জগন্নাশ-কার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়যুক্ত ব্যতীত সর্ব্বশাস্ত্রে অন্যযুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্ব্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায়রূপে ব্যয় করিলে অপচয়রূপ পাপ ঘটে। পাত্রের গুরুতা-লঘুতা-অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বর প্রতিকূল হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়। আগামী বৃষ্টিতে মুখ্যপ্রবৃত্তিযুক্ত বিধির বিচার করা যাইবে।

পাপ ও অপরাধ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, বিধিনিষেধ সকলের কেবলমাত্র দিগ্-

---

* স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ভাঃ ১১।২১।২

দর্শন করিলাম। যাঁহারা অধিক জানিবার ইচ্ছা করেন, মহর্ষিগণ-বিরচিত বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে ও পুরাণসমূহে ঐ সকল বিষয় যাহা লিখিত আছে, সেই সমুদয় পাঠ করিবেন। ধার্ম্মিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলের যত্ন করা উচিত। * এই সমস্ত সৎকর্ম্ম দুইপ্রকারে অর্থাৎ ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডময় ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। আপবর্গিক ধর্ম্ম উচ্চ এবং মোক্ষ প্রদান করে। কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। তাহাতে মোক্ষাভি-সন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম্ম

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৮১ পৃষ্ঠার পর]

অনেকে ভাগবতে শ্রীরাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ ভ্রমে পড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নেই; তার থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। 'যদি ওঁর নামটা পাই, তাহলে সব অধিকার লাভ করেছি, ভাগবত পড়া হয়ে গেছে'—এ-রকম দুর্বুদ্ধি আসে। যদি 'অনয়ারাধিতো নূনং' বা রাসস্থলীর তাৎপর্য্য বোঝা হয়ে থাকে, তাহলে তা পরিপাকের পর জীর্ণ-জাতীয় ত্যাগের বস্তু হয়ে যাবে। যা খাই, তা নির্গত হয়ে যায়, ওগুলো পড়া হয়ে গেলে—'বাজি মেরে দিয়েছি' বিচার হলে কৃষ্ণনিত্যানুশীলন খতম হয়ে যাবে। তা অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল। যেমন Saccharin আলকাতরার মত জিনিস, খুব বেশী মিষ্ট, একেবারে খেতে বিস্বাদ হয়, dilute করে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করার দরকার; Sound-এর vibration অতিরিক্ত বা কম হলে শুনা যায় না, range অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ করা দরকার।

* বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এব আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ ভাঃ ১১।১৮।৪৭

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎপূর্ব্বে সংশ্রবণ; তার পর বিচারণপরতা। সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক এইটাই বিচারণপরতা। তাতে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বলতে ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকে বুঝায়।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্‌ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁর পূজা করেন যাঁরা, তাঁরা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু; তাঁতে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চ্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্য্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্য্যের পূজা—তাঁর অঙ্ঘ্রিসেবা। পাঁচটী অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্ত্তন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের সেই ভাগবতের বর্ণনাটীই আদরের বিষয় হোক। কিন্তু এর অধিকারী কে? "যত ছিল নাড়াবুনে সব হল কীর্ত্তনে। কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল করতাল"—যদি সকলে মিলে এরূপ হই, তাতে সুবিধা হবে না। অধিকার লাভ করে ভাগবত অধ্যয়ন করতে হবে। তা না হলে বিচার হবে,—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের করে নেওয়া যাক, তা হলে ভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করতে পারা যাবে! ভাগবত-বিচারসৌষ্ঠব বিকৃত করতে পারলেই সুবিধা! আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—তাঁর পাঠক সাধু, নির্ম্মৎসর। এতে পরমধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্ম্মের কথা নেই। সাধুগণের—মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য নন। তাঁরা (কেবলাদ্বৈতবাদিগণ) বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ পড়া যাক্। কারণ ভাগবতশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হয়ে তাকে নরকে

নিয়ে যাবে।" কিন্তু যারা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তাহলে অজ্ঞতাবশতঃই হোক বা রজস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই হোক এতে যাদের বিরাগ, সেই ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ঐরূপ বিচার করতে গিয়ে অসৎ পাপিষ্ঠের অন্যতর হয়ে সাংসারিক ভোগ হেতু নরক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্রসকে নিজ-ভোগবিরোধী জেনে মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্ম্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা প্রবল করে বাইরে ধর্ম্মের ভাব দেখালে তাদের স্থান কোথায়?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্ম্মের কথা কথিত হয়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম্ম, তা শিবদ—মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মুলিত হবে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হবে, আর বাড়তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাকবে না। কিন্তু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আসবে। ধর্ম্মার্থকামচিন্তায়—ভোগ, সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি' আর মোক্ষ—সব ছেড়ে দিয়ে **Impersonal** হয়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর চিন্তাস্রোত, তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোন প্রতীতি নেই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে বরং তাৎকালিক প্রতীতিও আছে; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নেই। সেটা বাইরের আবরণ ঠিক রেখে শিষ্টভাষাবলে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চনা করব—মৎসর অসাধুব্যক্তিদিগের এই বুদ্ধি হতে জাত।

ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ", "শ্রেয়ঃস্মৃতিং" এবং "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং" প্রভৃতি শ্লোকে নির্ব্বিশেষ-বিচারকে অবিবেচকের চিন্তাস্রোত বলেছেন। বেদান্তের ব্যাখ্যাও এরূপ হতে পারে না। সেব্য ঈশ্বরকে নিত্য সেবকের ফললাভেচ্ছায় বঞ্চনা করায় প্রবৃত্তি হতে ভোগ ও ত্যাগ উৎপন্ন। ভোগে ক্ষণভঙ্গুর লোক-প্রাপ্তি আর মুমুক্ষা কাল্পনিক। জড়ের বস্তুগুলি সব থেমে যাক, এতে আপত্তি নেই, কিন্তু চেতনের বিলাস থামবে, এটা নিতান্ত অল্প মস্তিষ্কের বিচার। তমোগুণে এরূপ বিচার উত্থিত হয়। 'আমি ঈশ্বর হয়ে যাব' এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে কিনা, তাকে পরিপোষণ করা যায় কিনা, বিচার হওয়া দরকার—নিম্নসৃষ্টির ন্যায় মাথাওয়ালা মানুষগুলোর কেন এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয়? এটা মৎসরতা-জাত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটী একত্রিত হলে মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা আসে। কামের অসিদ্ধিতে ক্রোধ। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর দাপ্তে অবস্থিত থাকলে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। ঐগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা থেকে মোক্ষ হলে তারা ভাগবত শুনতে পারবে।

কৈতব শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ বলে জিনিষটা সব-চেয়ে বেশী কপটতা। বুভুক্ষায় 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করে পশুমাংস খাবে। খাবে খাক, এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে কার্য্য সিদ্ধ করার কি দরকার? এ তিনটীতেই যে ছলনা তা নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা—তাতে হবে কি, কৃষ্ণলীলা বন্ধ হবে। উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল, সে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে। পরিশেষে শিবের নিকটে বর লাভ করে তাঁরই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার করতে চায়, কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেন। এটা Impersonalism—আত্মবঞ্চনা। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার কষ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাকব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা। মুমুক্ষার মধ্যে ফল লাভ ইহাই। মুক্তিতে শান্তি ইনিই পাবেন আর ভগবান্ বাদ যাবেন। এমন করে নিত্যসেব্য বিষ্ণুকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নেই। জপ-তপ করা; গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা করে নেব, ভগবান্ ধ্বংস হয়ে যাবেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হয়ে যাব, শোকমোহ থাকবে না। কাজটা হাসিল করার জন্যই ভগবান্। কাজের সুবিধা হলে ভগবানের দরকার নেই। ভোগবৃদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি, ত্যাগ হলে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অকর্ম্মণ্যতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষে যাদের প্রয়াস, তারা অভক্ত। ভাগবত-শ্রবণ তাদের ভাল লাগে না, পরম ধর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তাঁরা গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে। চতুর্ব্বর্গের চেষ্টাই শেষ কথা—মনে করা রূপ দুর্বুদ্ধি যতকাল আছে, ততদিন পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম হতে অবসর হবে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তবমিশ্র প্রতীতিতে ভরা। রাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন, রাধাগোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তু-জ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙ্গলে বাস্তব বস্তু জানবে। কে জানবে?—ভক্ত, নির্ম্মৎসর যাঁরা। পরমধর্ম্ম জানলে ফল কামনা থাকবে

না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হবেন—এটা ভোগী মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হতে জাত। কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তু (**rubbish**) মাথায় করছি। বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান লাভ হলে—**positive** মঙ্গল পেলে **Secondary** অমঙ্গল 'হেলোদ্ধুলিতখেদয়া'-বিচারে কোথায় চলে যাবে। দার্শনিকগণ বলেন—দুঃখত্রয়বিঘাত জন্যই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। তাতে তাদের স্বার্থ কি ? 'ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধম্ তদ্‌বিপরীতং ভবত্যধর্ম্মেণ।' কিন্তু তাতে পরম মঙ্গল হবে না।

'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।'

আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম করে লাভবান হব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত করব। পরমেশ্বর না পাক, শত্রু না পাক, ভাইয়েদেরও দেব না, এই সমস্ত দুর্বুদ্ধি ভোগিসম্প্রদায়ে আছে। তারা মনে করে—ভোগের ব্যাঘাত হলে অসুবিধা হবে।

বেদ্য সম্বিৎ-শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোদাস্তনন্ধয় বালগোপাল বা কিশোর গোপালকে পাওয়া দরকার। তিনি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটী জানা দরকার। বস্তুর বিশেষণ 'বাস্তব' বস্তু—থাকে যাহা। থাকা-ধর্ম্মযুক্ত হয়ে থাকে যাহা, তাহাই বাস্তব। তাহা কাল্পনিক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অসম্যক বা আংশিক ধারণামাত্র নহে। অবিচিন্ত্যশক্তিমান নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদী বহুদূরে পড়ে থাকবে। ভাগবত পড়া হলে, দশম পড়লে, বাস্তববস্তু অনির্দ্দিষ্ট থাকবে না। Abstract থাকবে না। উহা স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। নিত্য আপেক্ষিক ধর্ম্ম (relativity) বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

জগতের এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য নিরূপণে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। কিন্তু মূল বস্তুতে মেপে নেওয়া, ধর্ম্ম নেই। যে জিনিষটা থাকে না, তার সঙ্গে মূল বস্তুর কি সম্বন্ধ ? তবে পূর্ব্বদিন বলেছি অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তা তদ্‌ভাববিশিষ্ট নয়। যেমন নারায়ণ উপনিষদ পড়ে অশ্ব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতি বিচার করতে গেলে সর্ব্বনাশ হবে। উল্টা বুঝলি রাম। তা হলে পদ্মানীতি হয়ে যায়। 'তেজোবারিমৃদাং' বুঝতে না পেরে ঐন্দ্রজালিকের সম্পাদন মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভুল দেখাচ্ছে বাহ্যদর্শনে (seeming sight); লোকে প্রথমমুখে ভুল দেখছে। পিতার বাৎসল্যের শাসনদণ্ড দেখে অনেকে ভীত হতে পারেন। তারা জানেন না যে, পিতা শাসন করছেন—শিক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য। কিন্তু পিতার বাৎসল্য

প্রচুর পরিমাণে তাতে আছে। শিক্ষিত হলে সন্তানেরই লাভ, পিতার লাভ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি বলেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব উহা শিষ্যপারম্পর্য্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা করেছেন। 'অপরৈঃ কিম্'—অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। অন্য কথা বলে ফল কি? এতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হলে বাজে কথা থাকবে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন'—বিষয়টী বুঝতে পারা যাবে।

সেই জিনিষ আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তাপ-ত্রয়ের উদয় হয় নি—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় নি। সেই সময় ইহা ব্রহ্মা পেয়েছেন। আমাদের সেই বস্তুতে প্রয়োজন নেই। ভগবান্ নয় যেটা, সেটা হৃদয়ে আসছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক আমাদের ভোগের সাহায্য করুক। আমি জগৎ ভোগ করব। বহির্জগতের জিনিষ পেলে আমার সন্তোষ। অন্যের দ্বারা সন্তোষবিধান করিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব। কৃষ্ণের সন্তোষবিধান করার দরকার নেই। এ সকলই সঙ্কীর্ণ পারর্থিতা। উদার পরার্থিতায় উপকার কার করব? যে কৃষ্ণভজন করবে। ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা করব। যাঁরা কৃষ্ণকথা বলেন, তাঁদের সেবা করব। বিরোধী কথায় অন্যমনস্ক হব। ভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়—অভক্ত দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাজ্য। তাদের আক্রমণও করব না, তাদের কোন কথায়ও থাকব না।

কৃষ্ণ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেলে পলাতে পারবেন না। 'শুশ্রূষুভিঃ কৃতিভিঃ' বলে দুটী শব্দ আছে—যারা খুব সুনিপুণ ও সেবা করেন (শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মিকা সেবা)।

'তৎক্ষণাৎ ও সদ্য' কথাদ্বয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বালক জন্মগ্রহণ করে ক্রমশঃ বড় হয়ে সমাবর্ত্তন করে পুত্র উৎপাদন করবে। তাতে অনেক বিলম্ব। সেরূপ কথা নয়। সদ্য সদ্যই ভগবজ্‌জ্ঞান ও সেবাধিকার কোন কালবিলম্ব না করে পাওয়া যাবে।

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর]

বৌদ্ধমতে শূন্য ও ব্রহ্ম

এক্ষণে ব্রহ্মে ও শূন্যে পার্থক্য কি অথবা কোন প্রকার পার্থক্য আছে কিনা, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিচার করা হইতেছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে' শূন্যতত্ত্বরূপ পরম নির্ব্বাণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"শক্তঃ কস্ত্বামিহস্তোতুং নির্ণিমিত্তাং নিরঞ্জনাম্।
সর্ব্বাবাগ্ বিষয়াতীতাং যা ত্বং ক্বচিদনিশ্রিতা ॥" ১৯ ॥

উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, শূন্যতত্ত্ব নির্ণিমিত্ত, নিরঞ্জন, অনিশ্রিত এবং সর্ব্ববাগ্ বিষয়াতীত বিধায় কেহ তাঁহার স্তুতি করিতেও সমর্থ নহে।

আমার পূর্ব্ব কথিত 'বৌদ্ধের শূন্যবাদ' বর্ণনে আমি পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি শূন্যতত্ত্বটী—

আকাশাম্ নির্লেপাম্ নিষ্প্রপঞ্চাম্ নিরক্ষরাম্।

'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র অষ্টাদশ পরিবর্ত্তে শাক্যসিংহ বুদ্ধ সুভূতির নিকট শূন্যের যাহা লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়াঽপি তে।
যা চ শূন্যতা অপ্রমেয়তা অপি সা ॥"

অর্থাৎ হে সুভূতি, যাহা শূন্য তাহাই অক্ষর। যাহাকেই শূন্যতা বলা যায়, তাহাই অপ্রমেয়। পুনরায় উক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন—

"অপ্রমেয়মিতি বা অসঙ্খ্যেয়মিতি বা অক্ষয়মিতি বা শূন্যমিতি বা অনিমিত্তমিতি বা অপ্রনিহিতমিতি বা অনভিসংস্কার ইতি বা অনুৎপাদ ইতি বা অজ্ঞাতিরিক্ত বা অভাব ইতি বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্ব্বাণমিতি।"—

দেবপুত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে উক্ত গ্রন্থের দ্বাদশ পরিবর্ত্তে শূন্যের লক্ষণ জানাইতেছেন—"শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যব্যবদানমিত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্ম ধাতুরিতি তথাতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। নৈতানি লক্ষণানি রূপনিশ্রিতানি।"

উক্ত বাক্যসমূহ হইতে জানা যায়, শূন্যতত্ত্ব অপ্রমেয়, অসংজ্ঞেয়, অক্ষয়, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত, অনভিসংস্কার, অজ, অজাতি, অভাব, অনিশ্রিত। অনুৎপাদ, অনিরোধ, অসংক্লেশ, অব্যবদান, অরূপ এবং আকাশের মত নির্লেপ,

নিষ্প্রপঞ্চ, নিরক্ষর, নির্ণিমিত্ত, নিরঞ্জন, নিরোধ, নির্ব্বাণ, নিরবদ্য, বিরাগ, রাগ-বিষয়াতীত ইত্যাদি। 'শূন্য'তত্ত্বের এই লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে শঙ্করের 'ব্রহ্ম'-তত্ত্ব হইতে কিছুমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। এমন কি, আচার্য্য-শঙ্কর ব্রহ্মকেও শূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

শঙ্করমতে ব্রহ্মও শূন্য

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, ব্রহ্মনামাবলীমালা প্রভৃতি আদ্যন্ত আলোচনা করিলে উক্ত শূন্যের লক্ষণসমূহ ব্রহ্ম-লক্ষণরূপে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে শঙ্করাচার্য্যের লিখিত অধিক প্রমাণ উদ্ধার করা প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। তবে উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদন জন্য দুই একটী শ্লোক মাত্র লিপিবদ্ধ হইল।—

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈক বস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥
(বিবেকচূড়ামণি-৪০২)

বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্‌বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥
(অপরোক্ষানুভূতি-১০৮)

নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥ (ব্রহ্মনামাবলীমালা-৪)

উক্তশ্লোকগুলি হইতে নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিরবদ্য, অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি ব্রহ্মের যে স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 'শূন্য' ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শূন্যের লক্ষণ-বিচারে 'অভাব' বলিয়া একটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনাদি ভাবশূন্যরূপ অভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাতঃস্মরণস্তোত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে "যন্নেতি নেতি বচনৈঃ" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত শূন্যলক্ষণাত্মক অভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। **যে শূন্য, "সর্ব্ববাক্ বিষয়াতীত' সেই ব্রহ্ম "শব্দবিবর্জ্জিত"। যে ব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া বলা হইতেছে—"তদ্‌বক্তুং কেন শক্যতে," সেই শূন্যকেই বৌদ্ধগণ "শক্তঃ কস্ত্বামিহস্তোতুম্" বলিতেছেন। বৌদ্ধগণ যাহাকে "নিরঞ্জনাম্, নির্লেপাম্" বলিতেছেন, শঙ্কর তাহাকেই নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ ইত্যাদি বলিতেছেন** (মুণ্ডকোপনিষদের ৩য় মুণ্ডক ৪৭

শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, শঙ্করের ব্রহ্মবাদ ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই কিনা ?

অদ্বয়বাদী ও অদ্বৈতবাদী

বৌদ্ধ-চিন্তা-স্রোতেই যে মায়াবাদের জীবন পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে। অমরকোষ বুদ্ধকে **অদ্বয়বাদী**-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্করও যে **অদ্বৈতবাদী** তাহা লোক-প্রসিদ্ধ। অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে উভয় মতবাদ একই বলিয়া বোধ হইবে।

তথাপি, উভয় বিচারের মধ্যে আশু পার্থক্য যাহা প্রতীত হয়, তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। **পরিণাম-বিচারে** বুদ্ধ শূন্যকে অসৎস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—শূন্যকে শূন্য বলিয়া জানিবে, অভাব বলিয়া জানিবে, **নির্ব্বাণ** বলিয়া জানিবে। এবং শ্রাবক ও বোধিসত্ত্বশ্রেণী যদি উক্ত শূন্যকে শূন্যরূপ না জানিয়া বা নির্ব্বাণকে একটী গুণাত্মক-বিশেষ অবস্থাকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে উহাও "মায়োপম স্বপ্নোপম"।

পরিণাম-বিচারে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন এবং অন্যত্র আনন্দস্বরূপ এবং নির্ব্বাণস্বরূপও বলিয়াছেন। সাধারণ বিচারে উভয় মতের মধ্যে পরিভাষায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবের বা চিন্তাধারায় যে কোন ভেদ নাই, তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'নির্ব্বাণ' অর্থে শুদ্ধতাশূন্য সারস্য বুঝাইলে কাহারও 'নির্ব্বাণ' শব্দে আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু উভয়েই তাঁহাদের স্ব-স্ব তত্ত্বকে অর্থাৎ শূন্যকে ও ব্রহ্মকে 'নির্ব্বাণ'-স্বরূপ বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর মুক্তির পর ব্রহ্মের যে 'আনন্দ' স্বরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত লক্ষণ নিরর্থক প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ তাঁহার মতে উহার প্রাপক কেহ নাই। সুতরাং প্রাপ্য-প্রাপকত্বের অভাবহেতু উহা 'নিরানন্দ স্বরূপ' হইলেই বা দোষ কি ? অর্থাৎ সুখেরও ভোক্তা নাই, দুঃখেরও ভোক্তা নাই।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—

> "ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যাহি শূন্যতা।
> ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥
>
> (অপরোক্ষানুভূতি-১২৯)

অর্থাৎ ভাববৃত্তির দ্বারা ভাববস্তু এবং শূন্যবৃত্তির দ্বারা শূন্যতা লাভ হয়। ব্রহ্মবৃত্তি অবলম্বন করিলে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়।

উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি শূন্যবাদ অপেক্ষা ব্রহ্মবাদের একটী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বিচার করিলে উক্ত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। উহা কেবল কথার কথা মাত্র। উক্ত শ্লোকের ইঙ্গিত এই যে, ভাবরূপ ব্রহ্মবৃত্তি অভ্যাস করিলে সংস্বরূপ এবং ভাবস্বরূপ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর অভাবরূপ শূন্যবৃত্তি স্বীকৃত হইলে অসৎস্বরূপ শূন্যই লাভ হইবে। এখানে সদ্বস্তু ব্রহ্ম ও অসদ্বস্তু শূন্যে পার্থক্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকায় ও না থাকায় ক্ষতিবৃদ্ধি কাহার ? 'দ্রষ্টৃ-দর্শন-দৃশ্যাদিভাবশূন্য বস্তু'কে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাব বা সৎ বলা অথবা অভাব বা অসৎ বলার মধ্যে পার্থক্য যে কি, তাহার অনুসন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইবে কি ? অনাবিষ্কৃত বহু দ্রব্যের সত্তা স্বীকার করিলে তাহাতে যেরূপ জীবের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সেইরূপ বহু দ্রব্যের অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না—ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের বিচার। যেখানে যে বস্তুর পারমার্থিক দৃশ্যত্ব নাই এবং তাহার কেহ দর্শকও নাই, সে স্থলে তাহাকে 'সৎ'ই বলুন আর 'অসৎ'ই বলুন—বস্তুতঃ একই হইয়া পড়ে—কোনওরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

এস্থলে দার্শনিক কবিকুল চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ আলোচ্য। যথা—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ (মঃ ৬।১৬৮)

তিনি বুদ্ধের সঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই, এমন কি শঙ্করকে আরও অধিক অর্থাৎ কঠোর নাস্তিক বলিয়া জানাইয়াছেন। কারণ সাধারণ লোক সহজে শঙ্করকে বৈদিক মনে করিয়া বা আস্তিক ভাবিয়াই নাস্তিক হইয়া পড়িবে। ইহাই কলিকাল স্থাপনের বৈশিষ্ট্য।

মায়াবাদকে বৌদ্ধবাদ বলিয়া পরিচয় না দিয়া উহা গোপন রাখিবার কারণ

অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলিয়া পরিচয় দেন না—যদিও তিনি যে প্রকৃত বৌদ্ধ, তাহা অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার আত্মপরিচয় গোপন রাখার বিশেষ কারণ ছিল। সে-কারণ তাঁহার দার্শনিক বিচারের পার্থক্যই হেতু নহে—ভগবদাদেশই তাঁহার মূল কারণ। আচার্য্য

কুলশিরোমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,— "আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।

অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮০)

"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।"

(পদ্মপুরাণে উঃ নামকথনে ৬২ অ, ৩১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্মে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

"পরমহংস বাবাজী মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—মহোদয়, 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে-সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে-সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদ-শাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে-সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক **শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন।** এই কার্য্যটী সাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্যসকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ-কার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদিত হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে-ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।"—(জৈবধর্ম ২য় অধ্যায়)

ভগবানের আদেশ পালনকারী আচার্য্যের পাদপদ্মে আমি অপরাধ না করিয়া, তিনি যে ভগবদাদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শূন্যবাদকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞগণ-সমক্ষে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি। **(ক্রমশঃ)**

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

দুর্দ্দিনে পরমাশ্রয়

অনন্ত অভাবের তাড়ন, অসীম দুঃখের নিষ্পেষণ, শোক-মোহ-ভয়ের বিভীষিকাময় তাণ্ডব যে-স্থানে নিরন্তর বিদ্যমান, সেই স্থানের অধিবাসিগণই পরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং তাহাদেরই মহাদুর্দ্দিন সমুপস্থিত। মায়ারচিত কারাগার-তুল্য এই বিশ্ব—বিশ্ববাসিগণের সুখের আগার নহে। ভোগের তাণ্ডব নৃত্যে রতশীল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাতে দ্রষ্টা আপাতরমণীয় সৌখ্যের মোহে বিমুগ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু সেই সৌখ্যের বিশ্লেষণে অর্থাৎ বিশেষ বিচারণে বিভীষিকাপূর্ণ অনন্ত দুঃখময় পরিণতির প্রতি দৃষ্টি করিলে চিত্তসৌখ্যের পরিবর্ত্তে চিত্তক্ষোভ ও মানসাশান্তির দুরবগাহ সমুদ্রই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে বিশ্ববাসীর এই চিরদুঃখের, এই গভীর বেদনার উপশান্তি কোথায়? এই মহাদুর্দ্দিনে পরমাশ্রয় কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবত জানাইলেন—

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥ (ভাঃ ১১।২৬।৩২)

সুদৃঢ় নৌকা যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তিগণের পরম আশ্রয়, সেইরূপ পরব্রহ্মবিদ্ প্রশান্তচিত্ত সাধুগণও ঘোর সংসার-সাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জমান জীবগণের অর্থাৎ কর্ম্মপাশবদ্ধ উচ্চ-নীচযোনি-ভ্রমণশীল জীবসমূহের পরমাশ্রয়-স্বরূপ।

ভগবজ্‌জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ ও ভগবৎসেবারূপ ভক্তিতে অবস্থিতি ভব-জলধি-নিমগ্ন বা মজ্জমান বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় নৌকার ন্যায় আশ্রয় প্রদান করে। বদ্ধ-জীবকে অসীম দুঃখপূর্ণ সংসার-সমুদ্রের অতল গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া, পুনরায় নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য উত্তোলন করিয়া পুনরায় অধোগতি লাভ করাইয়া ভবসমুদ্রের ক্লেশানুভূতির হস্ত হইতে সাধুসঙ্গরূপ নৌকায় আরোহণ করাইলে তাহার তাপত্রয় উন্মূলিত হয়—অনন্ত দুঃখের অবসান ঘটে। নতুবা অনাত্ম-প্রতীতিতে ঔপাধিক ক্লেশসমূহ নিদ্রিত আত্মার কর্ম্মচারিবৃন্দকে উৎপীড়ন করিতে থাকে।

দুর্গতের গতিস্বরূপ সাধুসমাশ্রয় সম্বন্ধে শ্রীভগবদুক্তি হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পুনরায় বলিলেন—

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃনাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ বিভ্যতোঽরণম্॥
(ভাঃ ১১।২৬।৩৩)

অন্ন যেমন প্রাণিগণের জীবনস্বরূপ, আমি (ভগবান্) যেরূপ আর্ত্ত

প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ, ধর্ম্মই যেমন মানবগণের পরলোকে বিত্তস্বরূপ, সেইরূপ সাধুগণই সংসার-পতন-ভীত পুরুষের আশ্রয় হইয়া থাকেন।

ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে অন্নদাতা যেরূপ তাহার উপকারক, বিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহার রক্ষক যেমন তাহার পরম হিতকারী, সেইপ্রকার সংসার-বিভীষিকায় আতঙ্কযুক্ত জীবগণের নির্ম্মৎসর সাধুগণই একমাত্র রক্ষক ও আশ্রয়। কি-প্রকারে সাধুগণ দুর্গত জীবের আশ্রয়স্বরূপ ?—

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।৩৪)

সাধুগণই মানবগণের আভ্যন্তরীণ জ্ঞাননেত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন, সূর্য্যদেব সম্যক্ উদিত হইলেও কেবলমাত্র বাহ্য নেত্রেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুগণই মানবগণের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, আত্মা ও ইষ্টদেব-স্বরূপ। তাঁহারা পরমাশ্রয়রূপে সর্ব্বতুর্দ্দশার শান্তিকারক।

সাধুগণ সূর্য্য হইতেও কোটিগুণ উজ্জ্বল সূর্য্যসদৃশ; তাঁহাদের বাক্যরূপ আলোকের দ্বারা জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলেই অন্তরের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। সাধুগণই ভক্তিপথের সম্যগ্ উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক; সুতরাং তাঁহারই জীবের প্রকৃত আত্মীয় ও বান্ধব।

সাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ গুণময় ও গুণাতীত সর্ব্বপ্রকার মানসাভিনিবেশ অপহরণকারী, এমন কি শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সাধুসঙ্গের প্রলোভন বা আকর্ষণ বৈকুণ্ঠাদি-বিষয়ক-ক্রীড়াসক্তি হইতেও পরমাকর্ষক। অভিনব রূপ-গুণ-শীল-চাতুর্য্যপূর্ণ সাধুগণের সঙ্গের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া থাকেন। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তদীয় প্রাণসর্ব্বস্ব ভক্তের প্রীতিতে অপরিসীম সুপ্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তিনি স্বীয় ভক্তের অতুলনীয় মাহাত্ম্য-গুণ-গরিমা জগৎসমক্ষে সংস্থাপনকল্পে নিজে গোবৎসের অনুসরণে গাভীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণ ভক্তের জন্য চিরব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিতের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখবোধ ও সুখ-সমৃদ্ধিতে পরমাহ্লাদ প্রকাশ করেন।

ভক্তিপ্রিয় মাধব—ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, ভক্তরূপ পরিকর সমভিব্যাহারে সুনির্ম্মল চিত্তাকর্ষক অনন্তাদ্ভুত লীলার প্রকট করেন, পরিশেষে অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াও সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারিতাপূর্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরমাহ্লাদপ্রদ স্বীয় লীলাচরিত পরিপূরিত সর্ব্বজীব-সমাশ্রয়স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের উদয় করাইয়া তাহার

পরমোজ্জ্বল কিরণে নিখিল জীবের অজ্ঞানতারূপ অন্তরমালিন্য বিদূরিত করিয়া থাকেন। তাই তত্ত্বদর্শিগণ শ্রীভগবদুক্তি হইতে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরানার্ককে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের স্বধামোপগতিতে ভব-সংসারোত্তরণের একমাত্র পরমাশ্রয় তথা পরমপুরুষার্থলাভের অব্যর্থ ও অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ নির্দ্ধারণ ও বিঘোষণ করিয়াছেন।

সমুপস্থিত দুর্দ্দৈব ও দুর্দ্দিনের অপহৃতির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলে অথবা শাস্ত্রদৃষ্টে বহু কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারাও যে ফল লাভ করা যায় না, শাস্ত্র-চূড়ামণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা শ্রীমদ্ভাগবত নিঃসন্দিগ্ধভাবে অথচ অতিশয় সুগম সহজসাধ্য উপদেশ করিতেছেন—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-, পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ (ভাঃ ৩।১৩।৪)

যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজিত, সেই মহানুভব পরম ভাগবত সাধুগণের পরমসুখময় চরিত্র ও গুণানুবাদ পুনঃপুনঃ শ্রবণই দুর্গত মানবের নিখিলশাস্ত্র অধ্যয়নাদি ও সুকঠিন অনুষ্ঠানাবলীর অধিক ফলরূপে পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

কেবলমাত্র পরমভাগবত সাধুগণের অমল ও অমিয় চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রবণের দ্বারাই অচিরাৎ সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল বিনাশ তথা সর্ব্বশুভের অভ্যুদয় হইয়া থাকে; অথচ এই শ্রবণ বহু আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে, পরন্তু অতিশয় সহজসাধ্য নিরতিশয় মধুর।

বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণের ধারণা বিষয়কর্ম্ম-পরিনির্ম্মুক্ত সাধুগণ জগতের ভার-স্বরূপ। এই পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র; কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একমাত্র লভ্য; কর্ম্মানুষ্ঠানকারীই জাগতিক দুঃখ-দুর্দ্দৈব অপসারিত করিয়া অন্তিমেও পরমাগতি লাভ করিবেন; অতএব সকলকেই কর্ম্মে নিয়োজিত হইতে হইবে; পরিত্যক্তকর্ম্ম সাধুগণকেও কর্ম্মে নিয়োজিত করা আবশ্যক। কিন্তু এই নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ বিচারের অসারতা প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং বিষয়কর্ম্ম-নিপুণ রাজন্যবর্গের অন্যতম রাজা উত্তানপাদের পুত্র হইয়াও রাজ-রাজেশ্বরের গৌরব ও অনুষ্ঠানাবলীর প্রশংসা না করিয়া, শিশু হইয়াও পরম বিজ্ঞতম ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব জাগতিক কর্ম্মনিপুণতমের পন্থা অনুসরণ বা বহুমানন না করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-নির্ম্মুক্ত সাধুগণের সঙ্গ কামনা করিতেছেন। কেননা, কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তিগণ যে কিছুতেই জীবিতাবস্থায় বা জীবিতোত্তরকালে শোক-মোহ-ভয়সঙ্কুল, সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাক্রান্ত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি-সমাচ্ছন্ন,

ত্রিতাপসঙ্কুল ভব-জলধি অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন, তাহা তিনি সম্যগ্ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির কারণস্বরূপ ও সর্ব্বশুভের মূলস্বরূপ সাধুসঙ্গ তথা সাধুপ্রসঙ্গের লালসাযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণ-কথামৃতপানমত্তঃ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১১)

হে ভগবন্ অনন্তদেব ! যে-সকল শুদ্ধাত্ম-পুরুষ নিরন্তর আপনাতে ভক্তি করিয়া থাকেন, সেইসকল সাধু-মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হউক্। এই প্রকার মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

সাধুসঙ্গের দ্বারা সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদুঃখের কারণরূপ আসক্তি নির্ম্মুক্ত হইয়া যে পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে তাহা ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুবমহারাজের অপর উক্তি হইতে এরূপ অবগত হওয়া যায়,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়-পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃত প্রসঙ্গাঃ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১২)

হে ঈশ! হে পদ্মনাভ! যাহারা ভবদীয় পাদারবিন্দের সৌগন্ধে প্রলুব্ধহৃদয় সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধী পুত্র, সুহৃদ্, গৃহ, বিত্ত ও কলত্র প্রভৃতি নিরতিশয় মমতাস্পদ আত্মীয় প্রভৃতির আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিতে সামর্থ্য লাভ করেন, তাই তাঁহারা আর তাঁহাদের চিন্তাকেও হৃদয়ে স্থান প্রদান করেন না।

শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে আগমন করিয়া ভবজলধিনিমগ্ন দুর্গত জীবের কি-প্রকার পরমমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকানুশীলনে অবগত হওয়া যায়,—

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥
(ভাঃ ১১।২৯।৬)

হে ঈশ! আপনি বহির্দ্দেশে মহান্তগুরু-পাদপদ্মরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামি-

রূপে জীবগণের সমস্ত বিষয়-বাসনা নিরাসপূর্ব্বক স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার তুল্য আয়ুকাল লাভ করিয়াও পরম অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া পরমানন্দ সমৃদ্ধচিত্তে আপনার কৃত উপকারের ঋণ মুক্ত হইতে পারেন না।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীব-সুহৃদ্। তিনি পরমমঙ্গল বা সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বজীবন-সুমঙ্গল-বিধানকল্পে সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম ও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে পরমাভিজ্ঞ এবং পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের অন্তর-রাজ্যের সুসুপ্ত কোণের সকল সংবাদই পরিপূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। শ্রীভগবানের প্রতিনিধি-স্বরূপে তিনি জগতে সকল জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ভবসমুদ্র উত্তরণের তিনিই একমাত্র অর্ণবপোত-স্বরূপ। সর্ব্বঅমঙ্গল ও সর্ব্বানর্থ-বিনাশক তাঁহার অভয়-আলোক-অমৃতময় শ্রীপাদপদ্ম সকল জীবের পরম-আশ্রয়। তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে বঞ্চিত না করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমমঙ্গলরূপ তাঁহার স্বরূপানুভূতি—তাঁহার প্রেমপূরিত পার্ষদত্ব-প্রাপ্তিরূপ সর্ব্বোন্নত-গতি প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার সর্ব্বজীব-বান্ধব সাধুশিরোমণিই দুর্গত জীবের একমাত্র গতি ও পরমাশ্রয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৯১ পৃষ্ঠার পর]

(ঙ) অন্যান্য অবতারে ভগবান্ সাধুজনকে পরিত্রাণ করিয়াছেন—এবং সাধুজনও ভগবানের সেই করুণাকে প্রত্যক্ষরূপেই অনুভব করিয়াছেন। ধর্ম্মস্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের ভগবান্ উপকার করিয়াছেন। সেই উপকৃত সজ্জনগণও সেই করুণাকে অনুভব করিয়াছেন। অন্যান্য অবতারে ভগবান্ অসুরগণকে বিনাশ করিয়া গতি প্রদান করিয়াছেন। কারণ তিনি 'হতারিগতিদায়ক'। শ্রীকৃষ্ণ যে-সব অসুরগণকে বধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। এমন কি অর্জ্জুন ও ভীমের দ্বারা হত ব্যক্তিগণকেও

তিনি মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। অস্থরের প্রতি ভগবানের করুণা একটী বিচিত্র নিদর্শন। পূতনাকে তিনি ধাত্রোচিত গতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের ঐ সকল করুণাকে অস্থরগণ কখন অনুভব করিলেন? মৃত্যুর পরে ভগবচ্চরণে স্থান লাভ করিবার পরে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্তও ভগবানের করুণা অনুভব করিতে পারিলেন না। তাহার বন্ধুবান্ধব-পুত্র কলত্রাদি কেহই (কেবল কালীয় ও তৎপত্নী বাদে) সেই করুণা অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। অতএব অন্যান্য অবতারে করুণার মাধুর্য্য বিকাশ অসম্যক্ থাকে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেন নাই, কাহারও প্রাণও বিনাশ করেন নাই, সকলকেই হরিনাম প্রদান করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন। অস্থর সংহার নহে—অস্থরত্ব সংহারের বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র গৌরাবতারেই পরিলক্ষিত হয়। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কা'রো না মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সবার।" তাহার উদাহরণ —জগাই, মাধাই, চাঁদকাজী, নিন্দুক পড়ুয়াবর্গ, কাশীবাসী নির্ব্বিশেষবাদী প্রকাশনন্দ সরস্বতী ও তাহার শিষ্যবর্গ। ইহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিরোধী, মহা মহা অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় পরমভাগবত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিবারও শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ সহিত জীবিতকালেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা মাধুর্য্য অনুভব ও আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

(চ) স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা গোপন রাখিতেন। ইচ্ছাক্রমে কোন বিশেষ ভক্তের সমক্ষেই তাঁহার কোন বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ করেন। কুরুক্ষেত্রে বিশাল সৈন্যসমাবেশের মধ্যে একমাত্র অর্জ্জুনকেই বিরাট্‌রূপ, মৃদ্ভক্ষণচ্ছলে মা যশোদাকে বিশ্বরূপ এবং কংস-কারাগারে বসুদেব-দেবকীকে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বসমক্ষেই চতুর্ভুজ, ষড়্‌ভুজ, বরাহ, বামন, রাম, নৃসিংহ বলরাম-আদি ভগবদ্ স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়াছেন। অন্যান্য ভগবদ্ স্বরূপে এরূপ দেখা যায় না।

(জ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপরিকরগণের সহিত যখন মিলিত হইতেন তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—জীবগণের উদ্ধার হইবে কেমনে? পশুপক্ষী, তৃণলতা-গুল্মাদি ও স্থাবর জীবগণের নিস্তার কেমন করিয়া হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাস ঠাকুর-আদি পরিকরগণ বলিতেন আপনি যে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীগণের অবশ্যই উদ্ধার হইবে। নামধ্বনি সংপৃক্ত বায়ুর স্পর্শমাত্রে সকলের নিস্তার অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ উচ্চ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচলনদ্বারা করুণার অসমোর্দ্ধ বিকাশ যে-প্রকার গৌরাবতারে হইয়াছে এবং তাহাতে জীব নিস্তারের যেরূপ উৎকণ্ঠাময়ী ভাবনা নিহিত উহা অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। অন্য কোন ভগবদ্ স্বরূপ স্বয়ং ভক্তির আচার-প্রচারের শিক্ষা জীবজগতকে প্রদান করেন নাই।

(ঝ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়—'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।' কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় কৃষ্ণ রসিক এবং করুণ—ইহা সত্য, কিন্তু রসিকশেখর এবং পরম করুণ নহে, যতদিন না তিনি রাধাভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার করিয়া মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ না হইয়াছেন। কেননা কৃষ্ণলীলায় তাঁহার তিনটী বাঞ্ছা অপূর্ণ ছিল যাহার আস্বাদন তিনি গৌরলীলাতে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মাখন এবং মন আদি চুরি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গকান্তি এবং স্বরূপগত অধিরূঢ় মাদন, মোদন এবং মোহনভাব চুরি করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য শ্রীল রায়রামানন্দ বলিয়াছেন—'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্'! কৃষ্ণ অসুরগণকে মুক্তি প্রদানপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া 'করুণ'; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাধীগণকেও ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেম অকাতরে বিলাইয়া 'পরম করুণ' আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন।

(ঞ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার আর একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহারা গৌরাঙ্গের নাম লয় তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। যাহারা গৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা সপরিকর ব্রজেন্দ্রনন্দকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা গৌড়মণ্ডল ভূমিকে আশ্রয় করে তাহাদের ব্রজভূমিতে নিত্য বাস হয়। অহো যাহারা গৌরপ্রেম রসার্ণবে মগ্ন হয়, তাহারা শ্রীরাধামাধব প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হয়—

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়,　　তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'রে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে,　　নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি,　　যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥

গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ।
গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজ বাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥

কি অদ্ভুত ব্যাপার! ডুবিল ভারত মহাসাগরে উঠিল প্রশান্ত মহাসাগরে। ডুবিল গৌর প্রেম সাগরে, আর উঠিল রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাগরে। আশ্রয় করিল গৌর পরিকরগণের এবং দাসী হইল শ্রীমতী রাধিকার। ইহা একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে—তিনি জগৎকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'—এই বেদান্ত সূত্রানুসার শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি অভিন্ন হইলেও কোন কোন বিষয়ে উহাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি পরিণত জীব তথা জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান, সাধারণরূপে উহা প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা চিন্তনীয় নহে বলিয়া অচিন্ত্য। উহা কেবল বেদবুদ্ধি অথবা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে বুঝা যায়, তজ্জন্য অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব। নিম্বার্ক মতে যে ভেদাভেদবাদ দেখা যায় তাহা অসম্পূর্ণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীসচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহ স্বীকৃত আছে। এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল আধারস্বরূপ হওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়কেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রচারিত মতসমূহে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা থাকায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদ বিদ্যমান। এই বৈজ্ঞানিক ভেদই সাম্প্রদায়িক ভেদের কারণ। সাক্ষাৎ পরমতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু তাঁর সর্ব্বজ্ঞতার বলে উক্ত সাম্প্রদায়িক মতসমূহের অসম্পূর্ণতাগুলিকে পূর্ণ করিয়া শ্রীমন্ মধ্বের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং তদীয় সর্ব্বস্বত্ব; শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নিত্য দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে নির্দোষ ও পূর্ণ করিয়া নিজের অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অত্যন্ত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগতে কৃপা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাই বেদ বেদান্ত এবং প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগতাদি শাস্ত্রের সার্ব্বদেশিক একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত। সাধ্য সাধন বা

উপাসনা ক্ষেত্রেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য আরও চমকপ্রদ এবং অতুলনীয়।

পরকীয়া ভাবের কথা (ইঙ্গিত) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ে, মুক্তাফলে শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্পষ্টভাবে বর্ণন থাকিলেও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পূর্ব্বে কোন বৈষ্ণবাচার্য্য সাধ্য-সাধন বিষয়ে পরকীয়া ভাবের উপদেশ স্পষ্টভাবে করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত এবং তাঁহার মনোঽভীষ্টপূরক শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিগণ তাঁহাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহেও পরকীয়া ভাবকেই সাধ্য-সাধন বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইপ্রকার বলা হইয়াছে,—

পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ়নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদন কারণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪।৪৭-৪৯)

শ্রীপ্রেমানন্দ পদকর্ত্তাও উল্লাসভরে গাহিয়াছেন—

এমন শচীরনন্দন বিনে।
'প্রেম' বলি নাম, অতি অদ্ভুত, শ্রুত হইত কা'র কাণে?
শ্রীকৃষ্ণনামের, স্বগুণ মহিমা, কেবা জানাইত আর?
বৃন্দা বিপিনের মহামাধুরিমা, প্রবেশ হইত কা'র?
কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য, রস-যশ চমৎকার?
তা'র অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কা'র?
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারি সীমা, কা'র অবগতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি'।
বিধি অগোচর, যে প্রেম-বিকার, প্রকাশে জগৎ ভরি'॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

এইপ্রকার স্বরূপ প্রকাশে, পতিতপাবনতা বিষয়ে, আত্মদানে ভাবী জীবের উদ্ধারকরণে, জীবের স্বরূপানুবন্ধি পরমধর্ম্ম বা অকৈতব ধর্ম্মপ্রচারণে কৃষ্ণপ্রেমের পূর্ণতম সীমা পর্য্যন্ত স্বরূপ প্রকাশে, নাম প্রেম বিতরণে এবং

সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের অনুপম মাধুর্য্য রসাস্বাদনে যে গৌর করুণার মহামাধুর্য্যময় ও উল্লাসময় বিকাশ বৈশিষ্ট্য আছে তাহা সর্ব্বথা অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়। তাহা কোন যুগে, কোন ভগবদ্ স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই।

অতএব হে সাধব! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

'যত মত তত পথ' ঠিক কি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪০৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মা রৈবতকে বলিয়াছেন,—

"যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী।
ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্তাৎ॥
মদ্রূপমাস্থায় সৃজত্যজো যঃ স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী।
রুদ্রস্য রূপেণ চ যোঽত্তি বিশ্বং ধত্তে তথানন্তবপুঃ॥

"যে অচ্যুতের প্রসাদে আমি ব্রহ্মা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করি এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে হর সমুদ্ভূত হইয়া উহাদের সংহার করেন; যিনি স্বয়ং পালন করেন; যিনি আমার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন, রুদ্রের রূপ ধারণ করিয়া সংহার করেন এবং অনন্তের রূপ স্বীকার করিয়া বিশ্বসংসার ধারণ করেন, সেই পুরুষই আদিতে, মধ্যে ও অবসানে বর্ত্তমান থাকেন।"

স্মৃতিতেও উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অবতারনা রহিয়াছে,—

"নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বস্বর্গ নিরোধয়োঃ। হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব॥ ব্রহ্মাণমিন্দ্রং রুদ্রঞ্চ স্বয়ং বরুণমেব চ। নিগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে॥" অর্থাৎ "হে ভগবন্! কালস্বরূপ রূপবিহীন তুমি সৃষ্টি ও সংহারকার্য্য যথাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্রদ্বারা সাধন করিয়া থাক। তুমি কি ব্রহ্মা, কি রুদ্র, কি বরুণ সকলকেই নিগ্রহ করিয়া হরণ কর বলিয়াই শাস্ত্রে তোমাকে হরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।"

ভাগবতেও ব্রহ্মা একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন,—

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ (ভাঃ ৩।৬।৪০)

"যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ভগবানকে নমস্কার ব্যতীত আর কি করিব।"

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবলেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য করেন। ব্রহ্মার মনে আমি সৃষ্টিকর্ত্তা বা 'আমিই একমাত্র ব্রহ্মা' এই অহঙ্কার উপস্থিত হইলে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাহা চূর্ণ করেন। বৃন্দাবনে গোবৎস-হরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার দর্প-চূর্ণ করিয়াছিলেন। দ্বারকাতেও শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে কোটি মুখ, লক্ষ্য মুখ, অর্ব্বুদ মুখ প্রভৃতি কোটি কোটি ব্রহ্মাকে আনয়নপূর্ব্বক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে দেখাইয়া তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই ভারতবর্ষে সংহারকর্ত্তা শিবের পূজা বহুলভাবে করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শৈবেরা শ্রীকৃষ্ণকে শিবের সহিত এক অর্থাৎ সমান করিয়া পূজা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার শিবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহারা পূজা করেন। তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে শিব স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরী।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বর॥ (স্কন্দপুরাণ)

"হে মহেশ্বরি। আমরা সেই নিমিত্ত পুরুষ হইতে জাত হইয়াছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ।" এই প্রসঙ্গে শিব প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন,—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতেঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যয়ে॥
(ভাঃ ৪।২৪।২৯)

"বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন, আর অধিক পুণ্যাচরণদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেইরূপ উৎক্রান্তি-চক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ আধিকারিক কাল অতীত হইলে সেই বৈষ্ণব-পদ পাইব।"

ভাগবতে শিব আবার তাহার প্রভু বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেছেন,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥
(ভাঃ ৪।৩।২৩)

"বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যে অপ্রাকৃত পুরুষ তাহাতে প্রকাশ পান তিনিই ভগবান্ বাসুদেব। সেই অধোক্ষজ পুরুষকে মনের দ্বারা আমি প্রণতি বিধান করি।" "মুক্তিদাতা চ সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়"—হরিবংশোক্ত ঘণ্টাকর্ণের প্রতি শিবের এই উক্তিতেও বিষ্ণুই পরমেশ্বর ও মুক্তিদাতা বলিয়া প্রতিপাদিত হয়।

হরিহরৈক্যবাদীরা স্মৃতির হরিবংশোক্ত হরিহরস্তোত্রের নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটী উল্লেখ করিয়া হরি ও হরকে এক করিতে চাহেন। প্রথম শ্লোকটী হইল,—

"শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ। যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ। যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তি বায়ুষি।"—অর্থাৎ "শিবের হৃদয় বিষ্ণু ও বিষ্ণুর হৃদয় শিব। বিষ্ণু যেমন শিবময়, শিবও তেমনি বিষ্ণুময়। আমি যেন তদুভয়ের ভেদ দর্শন করি না, অভেদ দৃষ্টিতে আমাদের জীবনে শান্তি হউক।"

হরিহরস্তোত্রের দ্বিতীয় শ্লোকটী,—

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকর।" অর্থাৎ "যিনি শিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণনামাদি সকলকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ভিন্ন দেখেন, তিনিই হরিনামের অপরাধী।"

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়েই শিব ও বিষ্ণুর অনৈক্য সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ অনৈক্যও বিষ্ণুর পারম্যবশতঃ হইয়াছে। 'শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু'—এই শ্লোকে শিব ও বিষ্ণুর ঈশ্বরত্ব হেতু ঐক্য বোধিত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ কথিত হয় নাই। কারণ এইস্থলে শিবের ঈশ্বরত্ব বিষ্ণুর অধীন বলিয়া কথিত। শিব বিষ্ণুর প্রিয়জন বলিয়াও হরিহর একাত্মা বলা হয়।

'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য"—এই শ্লোকে শিবকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্রদেবতা বা সমান বিবেচনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

"যিনি নারায়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান দেখেন, তিনি নিশ্চয় পাষণ্ডী।"

অনেক ক্ষেত্রে ভগবান্ বিষ্ণুও শিব, শম্ভু, রুদ্র প্রভৃতি নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়, শাস্ত্র ঐ সকল নামের প্রয়োগেরও কারণ দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিষ্ণুর নামগুলির সুন্দর প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, "রুদ্রকে দ্রাবিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনকে রুদ্র বলা হয়। নিয়মণহেতু তাঁহাকে 'ঈশান' বলা হয়; মহত্ত্বপ্রযুক্ত 'মহাদেব' বলা হয়। যে-সকল মনুষ্য সংসার হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গভোগ করেন, তাঁহাদিগের নাম পিনাক। ঐ পিনাক সকলের আধার বলিয়া বিষ্ণুকে পিনাকী বলা হয়। তিনি সুখাত্মক বলিয়া 'শিব' নামে, সকলের সংহারহেতু 'হর' নামে, কার্য্যাত্মক বিশ্বের প্রবর্ত্তনহেতু 'কৃত্তিবাস' নামে সৃষ্টি-হেতু 'বিরিঞ্চি' নামে, বৃংহণহেতু 'ব্রহ্ম' নামে এবং ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' নামে উক্ত হন। এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু নানা নামে বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন।" স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে,—

"নারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি স্বনামানি দ্রুহিণাদিভ্যো দদৌ"—অর্থাৎ "শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটী ভিন্ন স্বকীয় নামসকল ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দকে প্রদান করিয়াছেন।" রাজা যেমন নিজপুর ভিন্ন অন্য নগরসকল অমাত্য ও ভৃত্যাদিগকে বাসার্থে প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মপুরাণে উক্ত আছে,—

"চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়াণ্যপি কেশবঃ।" অর্থাৎ কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি এবং শিবকে রুদ্র প্রভৃতি স্বকীয় নামসকল প্রদান করিয়াছেন।

অনেকে মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যবাখ্যানে লিখিত অংশটী গ্রহণ করিয়া শিবকে পরমেশ্বর বলেন। অংশটী এই যে,—"শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যাদ্বারা রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল।" এই অংশটীর যথার্থ তাৎপর্য্য ঔপমন্যব্যাখান এবং শ্রুতি ও স্মৃতিতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত রহিয়াছে। রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে মূলদেবতাজ্ঞানে স্তব করিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে

পরিত্রাত এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে মোচিত হইয়াছিলেন, এই সকল স্পষ্টই লিখিত আছে।

অতএব 'স্বভক্ত ভিন্ন সকাম জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনার দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বকীয় রুদ্রের আরাধনা করিয়া থাকেন'—এই বিষয়টী প্রচারের উদ্দেশ্যে রুদ্রের অন্তর্যামী পরমাত্মাকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রোপাসনার তাৎপর্য্য। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উক্তিটী এই,—"অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে। প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম। ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ। অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্।"—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি সকল লোক তাহাই অনুবর্ত্তন করেন। প্রমাণই পূজ্য আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি।

ব্রহ্মা ঐ স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্য কেনচিৎ ক্বচিৎ॥"

"হে রুদ্র! বিষ্ণু তোমার আমার ও অন্য দেহীসকলের অন্তর্যামী। তাঁহাকে কেহ কখনও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারেন না।" উদাহরণস্বরূপে, রুদ্রের অন্তর্যামী নৃসিংহদেব নিজভক্ত এক ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য শিবলিঙ্গ বিদীর্ণপূর্ব্বক সবংশে শিবভক্ত জমিদার পুত্রকে নিহত করিয়াছিলেন। এখনও দক্ষিণ ভারতে 'লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহদেবে'র মূর্ত্তি বিরাজমান।

অতএব বিষ্ণুরই পারমৈশ্বর্য্য বোধিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে যুধিষ্ঠির মহারাজ পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"এই লোকে একমাত্র দেবতা কে? একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি? মানব সকল কাহার স্তব ও অর্চ্চন করিয়া মঙ্গল লাভ করেন? সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কাঁহার জপে জীব জন্ম ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন?" রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন,—

"জগৎ প্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
স্তবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ স ততোত্থিতঃ॥"

অর্থাৎ "জগৎপ্রভু দেবদেব অনন্ত পুরুষোত্তমকে সহস্রনামদ্বারা স্তব করিলেই লোক সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।" এখানে ঔপমন্যু-বাখ্যানের মূল তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল। তাৎপর্য্যান্তর অস্বীকার করিলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হয়। কোথাও কোথাও ভগবৎপার্ষদসকল দেবতান্তরের আরাধনা করিয়াছেন দেখা যায়। সেক্ষেত্রেও উহা ভগবৎপার্ষদগণের লীলামাত্র। রুদ্রের অঙ্গ হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া রুদ্রকে যদি বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্ত্তা ধরা হয়, তাহা হইলে স্ফটিকস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত শ্রীনৃসিংহদেবকেও স্তম্ভের সন্তান বলিতে হয়। সেকারণে এক্ষেত্রে রুদ্র হইতে বিষ্ণুর স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বারাধ্য, রুদ্র তাঁহার আরাধক—প্রমাণিত হইল। (**ক্রমশঃ**)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা

বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবসানে জগতের মানবকুল কি করিবেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি হইবে, ধর্ম্মের স্থান কোথায় থাকিবে ইত্যাদি বিষয়ে গভীর গবেষণা হইতেছে। এই সম্বন্ধে ভারতের শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ উদাসীন থাকিতে পারেন না।

ভারতীয় কংগ্রেসের অনেক কথার আদর করিলেও সাধুগণের দিক হইতে কংগ্রেসের অনেক চিন্তা ও কার্য্যাবলী সাধুগণের ভবিষ্যতের বিশেষ ক্ষতিকারক বলিয়া অনেকে মনে করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু ধর্ম্মের দিক হইতেও পৃথিবী প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

সাধুগণই ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক

বিশ্বের সর্ব্বত্র এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে—মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া জন্তু-ধর্ম্মের তাড়নায় উন্মত্ত; মানব-রক্ত-প্রবাহে মেদিনী

প্লাবিতা ; লক্ষ লক্ষ মানবের মৃতদেহের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপের পশ্চাৎ হইতে কামানের অগ্নি-বর্ষণে আরও সহস্র-সহস্র নরদেহ প্রতি মুহূর্ত্তে ভস্মস্যাৎ হইতেছে। কেহ হস্ত শূন্য, কেহ বা পদশূন্য, কেহ বা বধির, আবার কেহ বা চক্ষুহারা হইয়া গগনস্পর্শী আর্ত্তনাদে পৃথিবী কম্পিত করিয়াও মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে ত্রাণ পাইতেছে না ; কাহারও বা এক বিন্দু জলের অভাবে বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। তথাপি বিরাম নাই, মানবের এই কলুষ-বৃত্তির নিবৃত্তি নাই। তথাকথিত মঙ্গলহিতৈষণার বিকৃত কল্পনার করাল কবলে আত্মবিসর্জ্জনকারী মদ-মদিরা পানোন্মত্ত মনুষ্যত্ব-হারা মানব জন্তু-ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। চৈতন্য-ধর্ম্মের কথা আজ কে শুনিবে? সত্য-পথভ্রষ্ট, দিশাহারা জগৎ অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া থাকিলেও, প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে আপাতত অপ্রিয়, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রেয়ঃপদ কর্ত্তব্যের অনুরোধ বর্ত্তমানের এই মহাদুর্দ্দিনে এই রুদ্রলীলার মহাক্ষেত্রে, মানব-জাতির এই সর্ব্বনাশী জন্তু-ধর্ম্মের প্রেরণার তাণ্ডব নৃত্যের বিরাট ও বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মনুষ্যজীবনের চেতন ধর্ম্মের কথাই নির্ভীকচিত্তে কীর্ত্তন করিতে হইবে। মানবজাতিকে পশু-বৃত্তির প্রহেলিকা হইতে মুখ ফিরাইয়া সত্যোজ্জ্বল চৈতন্য-ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করান ভারতের সাধু-সমাজের যে চিরন্তনী প্রথা, তাহা সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ও কুধারণা

প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্ম মানব-সমাজকে পরস্পর সংঘর্ষযুক্ত দৈনন্দিন বহু জটিল সমস্যার সুমীমাংসা করিতে সমর্থ কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিশ্বের সর্ব্বত্র এক সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে। তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্য সমাজ-নেতাগণের মুখে প্রায়শঃই শুনিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম মানবের দুঃখ-দৈন্য দূর করিতে পারে নাই—এককথায় ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের সুসময়ে নিভৃতে কবির কল্পনার ন্যায় উপভোগ্য বিষয়মাত্র। কেহ বা বলেন—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া দেশটা উচ্ছন্নে গেল। যাহাদের দুইবেলা একমুঠা অন্ন মুখে দেবার নাই, যাহাদের পরিধানে শতছিন্ন একখানি বস্ত্র পর্য্যন্ত জোটে না, যাহারা পর-পদদলিত হইয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বিগত দ্বিশতাব্দী কাল যাবৎ আবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, তাহাদের মুখে আবার ধর্ম্মকথা। ধর্ম্মই দশের ও দেশের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছে। আবার কেহ বা উদারনীতি অবলম্বন করিয়া বলেন—দুষ্ট মতগুলি উতপাটিত করিয়া মানবকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমাজের ও বিশ্বের

ভবিষ্যৎ নেতাগণকে প্রথম হইতেই পূর্ণ (?) মানুষ হইবার জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল একদেশীয় শিক্ষা দিলে চলিবে না, যাহাতে বাহুবলে, মনোবলে, নীতিবলে, আধ্যাত্মিকবলে ও পারমার্থিক বা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হয় প্রত্যেক যুবক সমাজকে তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহাদের বিচারে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু সেই ধর্ম্মশিক্ষা কৃষ্টি-জীবনের অন্তর্ভুক্ত বহু বিষয়ের অন্যতম একটী বিষয়মাত্র। সাহিত্যচর্চ্চা, প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চা, সঙ্গীতচর্চ্চা, চিত্রবিদ্যাচর্চ্চা যেমন প্রয়োজন আত্মধর্ম্মালোচনাও তদ্রূপ একটী শিক্ষা বা আলোচনার বিষয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্মশিক্ষা অন্য শিক্ষার অন্যতম নহে। সুতরাং এই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই প্রকৃত গুরুর আবশ্যক। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ-কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৭৫)
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬)

ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

[অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।]

আরও প্রমাণ পাই—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ (ভাঃ ২।৯।৩৫)

[ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন ঃ—অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিষয় বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধন ভক্তি। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্গুরুচরণ হইতে অন্বয়ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।]

যাঁহাদের বিচারে শিক্ষার প্রয়োজন আছে—এইরূপ মনে উদয় হয়, তাঁহাদিগকে ভগবান্ গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৫৮,৪৭)

অতএব ভগবান্ নিত্য বস্তু হইয়া সর্ব্বক্ষণ জীবকে অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপে শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং জীবমাত্রই তাঁহার শিক্ষার দাস। দীক্ষাগুরু স্বয়ংই শিক্ষাগুরু। যে স্থানে দীক্ষাগুরু স্বয়ং শিক্ষাগুরুর কার্য্য না করেন এবং পৃথগ্ ভাবে অন্য কেহ গুরুসেবা শিক্ষা দেন, সে স্থলে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু অভিন্ন। অন্যত্র অভিন্ন বলিয়া যে বিচার তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)

"জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া ভোগীর সজ্জায় কৃষ্ণসেবাবিমুখ হয়। কেহ বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কোন সময়ে ভগবৎ সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। ভগবৎসেবা না করিলে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয়ে অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য-দাস্যই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। স্বরূপের বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া বদ্ধজীব যে অন্য চেষ্টা করেন, তাহা অচিদ্‌ভোগের আকর্ষণমাত্র। চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যদাস্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। চৈতন্য-সেবা বঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীবের অনুষ্ঠানে অপর বস্তুর উপর প্রভুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালেও তিনি চৈতন্যের অযোগ্য দাসমাত্র।" ঈশ্বরের লীলা ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে অক্ষম। তাই পদ্মপুরাণে বলিতেছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

"ভগবান্ এই প্রকার লীলা অভিনয়ে যুগে যুগে গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই যুগে অর্থাৎ কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবজগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র শিক্ষা।"

সুতরাং গৌরশিক্ষা লাভ করিতে হইলে গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্যসঙ্গ করিতে হইবে এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় ও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

"ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভান এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণ অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপাতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাঁহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।"

—**শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী** (চিত্তরঞ্জন)

কুঞ্জদ্বারে

সারারাতি সখীসহ বঁধুয়া মিলন আশে,—
জাগিয়া রহল রাই মধুর নিকুঞ্জবাসে।
নিশা অস্তমিত ভেল,　　　　বঁধুয়া নাহিক এল,
তখন কহিছে ধনী বরষি নয়ন ধার,—
"কেননা বঁধুয়া এল রহল সে কুঞ্জে কা'র!
বাঁধি তা'রে প্রেম ডোরে,　কে হেন বঞ্চিল মোরে,—
কেমনে ভুলিল বঁধু ভালবাসা রাধিকার!
বঁধুয়ার প্রীতি তরে,　　　　রাখিলাম থরে থরে,—
অগুরু চন্দন মালা যতন করিয়া হায়!
ফুলের বিতান করি,　　　　রাখিয়াছি সহচরি,—
বড় আশা ছিল মনে বঁধুয়া শুতিবে তায়!
বঁধু ভালবাসে বলে বনায়নু চারুবেশ,—
সকলি বিফল ভেল,　　　　বুকে শেল রয়ে গেল,
ধিক্ সে নিঠুর কালা বুঝেনা নেহের লেশ।"

এতহুঁ বলিতে বালা, বারিহ বিরহ জ্বালা,—
মুরছি পড়ল ধরা নয়নে বহিছে জল।
হেনই সময়ে শ্যাম, পীরিতি রসের ধাম,—
দাড়াইলা কুঞ্জদ্বারে প্রেমে তনু ঢল ঢল!
হেরিয়া সঙ্গিনী সবে, কহিছে বঁধুরে তবে,—
"ত্যজিয়া চন্দ্রার কুঞ্জ এখানে কি হেতু আর?
গোটা কেটে শিরে জল, ঢালিয়া কি হবে ফল,
বল শুনি ওহে সখা গত নিশি সমাচার!
রাজার নন্দিনি রাই, তুয়া আশা পথ চাই,
আকুলিত সারারাতি ঢালিয়াছে আঁখিজল,
তুমিও ভুলেও হায়, নাহিক স্মরিলে তায়,
রাখালে পীরিতি করি হল ভাল প্রতিফল,
এখানে কি ফল আর, কালিকুঞ্জে ছিলে যা'র,—
হে রসিয়া গুণমণি ত্বরা তা'র পাশে যাও,—
এখানে দাঁড়ায়ে হায়, শুধু ব্যথা হবে পায়,—
তাই বলি মিছা আর কেনবা যাতনা পাও!"
চোরসম রসময়, সখীর ভর্ৎসনা চয়,
শুনিছেন নীরবেতে বালা কহে সখী পায়,—
কত কটু কহ আর ক্ষম অপরাধ তায়!

—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
[শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা পদ্যানুবাদ]
সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৮শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন ঃ ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদরসম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ৩০শে আশ্বিন (ইং ১৭।১০।৮৬) শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১৮শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩রা ভাদ্র, ১৩৯৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

৩০শে আশ্বিন, (ইং ১৭।১০।৮৬) শুক্রবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে “সাধারণ সম্পাদক”-এর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৮শ বর্ষ | ১ দামোদর, ক্ষীরোদশায়ী ৫০০, শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৯৩, ইং ১৮।১০।৮৬ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদকৃতম্ শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে সপ্তদশাধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। অনাদি-মধ্যান্তমজমবৃদ্ধি ক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ (১।১৭।১৫)

হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞানুসারে পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ উত্তম সারভূত পঠিত বিষয় বলিতে লাগিলেন,—অনাদিমধ্যান্ত, অজ, অবৃদ্ধিক্ষয়, সর্ব্বকারণের কারণ অচ্যুত মহাত্মা—শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি॥ ১॥

২। শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥ (১।১৭।২০)

হৃদয়স্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাস্তা, হে তাত! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করিতে পারে ? ২ ॥

৩। **ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।**
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বর ॥ (১।১৭।২২)

যাঁহার যোগিধ্যেয় পরমপদ শব্দ-গোচরে নাই, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, তিনিই বিষ্ণু পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥

৪। **ন কেবলং তাত মম প্রজানাং, স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।**
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ, প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্ ॥
(১।১৭।২৪)

হে তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু সমস্ত প্রজার এবং আপনারও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর। আপনি প্রসন্ন হউন, কি-জন্য কোপ করিতেছেন ? ৪ ॥

৫। ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণুরাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্, সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ ॥
(১।১৭।২৬)

কেবল আমার হৃদয় নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। পিতঃ! সেই সর্ব্বজ্ঞ, আমাকে এবং আপনি প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬। যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্ ॥
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ (১।১৭।৩০)

যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং যাঁহা হইতে এই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৬ ॥

৭। বিষ্ণুঃ শাস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্বায়ুধানি মে ॥ (১।১৭।৩৩)

হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু যেমন আমাতে, সেইরূপ তোমাদের অস্ত্রেও স্থিত রহিয়াছেন; এই সত্যের অধিষ্ঠানহেতু অস্ত্রসকল আমাকে আক্রমণ না করুক ॥ ৭ ॥

৮। **ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে, মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।**
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত ॥
(১।১৭।৩৬)

হে তাত ! সমস্ত ভয়াপহারী শ্রীঅনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায় ? যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম-জরান্তকাদি সমস্ত ভয় অপগত হয় ॥ ৮ ॥

৯। দন্তা গজানাং কুলিশাগ্র-নিষ্ঠুরাঃ, শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎ-পাপ-বিনাশনোঽয়ং, জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥

(১।১৭।৪৪)

(শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করায় সহস্র সহস্র দন্তিসকল তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ হইলে শ্রীপ্রহ্লাদ পিতাকে বলিলেন,—এই কুলিশাগ্রনিষ্ঠুর গজদন্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল—ইহা আমার বল নহে ; ইহ শ্রীজনার্দ্দন-স্মরণের মহাবিপৎ-পাত-বিনাশন প্রভাবমাত্র ॥ ৯ ॥

১০। তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি, ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি, শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥

(১।১৭।৪৭)

হে তাত ! এই বহ্নি, পবনদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতেছে না, আমি ভগবৎকৃপায় চারিদিক্ পদ্মাস্তরণে আস্তৃতের ন্যায় শীতল বোধ করিতেছি ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪১৬ পৃষ্ঠার পর]

তৃতীয়-বৃষ্টি

মুখ্যবিধি বা বৈধী ভক্তির সাধারণ-বিচার

প্রথম-ধারা

বৈধী ভক্তির লক্ষণ

শাস্ত্রীয় বিধি হইতে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধধর্ম্ম বলে। বৈধধর্ম্ম দুই প্রকার :—(১) আর্থিক বা ত্রৈবর্গিক বৈধধর্ম্ম ও (২) পারমার্থিক বা আপবর্গিক বৈধধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী বর্গ যে ধর্ম্মে পাওয়া যায়, তাহাই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম। তাহাতে কেবল শরীর, মন, সমাজ ও ন্যায়পর জীবনের উন্নতি-সাধন করে এবং পরলোক স্বর্গসুখ লাভ হয়। স্বর্গসুখ—অনিত্য। তাহা

আর্থিক ও পারমার্থিক ধর্ম্ম

ভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসে। পূর্ব্ব যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা বাস্তবিক আর্থিক। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম চক্রাকারে আসিতে থাকে। জীবের তাহাতে কর্ম্মজড়মুক্তি হয় না। অর্থই ঐ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, অতএব তাহার নাম আর্থিক। কর্ম্মের যতপ্রকার অবান্তর ফল আছে, সেই সমুদয়ই অর্থ (১)। অর্থ পরে কর্ম্মরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপন্ন করে। এই প্রকার ধর্ম্ম ও অর্থ-শৃঙ্খল যেখানে সমাপ্তি পায়, সেই শেষ অর্থের নাম পরমার্থ বা অপবর্গ। ত্রৈবর্গিকধর্ম্ম—বহুদেবতানিষ্ঠ বা ভগবন্নিষ্ঠ। একটীমাত্র উদাহরণ দিব। বিবাহ একটী কর্ম্ম, সন্তান-উৎপত্তি তাহার অর্থ। সন্তান-উৎপত্তি কর্ম্মরূপ হইয়া পিণ্ডদানরূপ অর্থকে উদ্দেশ করে। পিণ্ডদান পুনরায় কর্ম্মরূপ হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপাদন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গলরূপ একটী অর্থ প্রদান করেন। সন্তানের মঙ্গল পুনরপি কর্ম্মরূপে অন্যান্য অর্থ উৎপত্তি করে। সে সকলই অনিত্যফল-জনক (২)। সন্তানের সুখ ও

---

(১) ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্॥
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥

(২) আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥
রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সরোর্ব্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থমুমাং সতীম্॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥ ভাঃ ২।৩।২-১১

অবশেষে মোক্ষজনিত শান্তি ও ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও অর্থ-শৃঙ্খল চলিয়া গেল। ব্রহ্মসুখ স্পষ্টীভূত হইয়া যখন পরমপুরুষের সেবাসুখরূপে পরিণত হয়, তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং একমাত্র চরমফলরূপে পরমার্থ লাভ হয়। অপবর্গ-শব্দের দুইটী অর্থ আছে; —মোক্ষ এবং ভক্তি। মোক্ষ হইলে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া নিত্যধর্ম্মরূপ ভক্তি লাভ করে।

আর্থিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মের পার্থক্য

যে-পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ করে, সে-পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ঐ ধর্ম্ম পরমার্থ পর্য্যন্ত উদ্দেশ করে, তখন ঐ ধর্ম্মের নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম। আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধধর্ম্মের নাম —সাধন-ভক্তি। নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মের যে ইজ্যা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা ও যজ্ঞেশপূজা ইত্যাদি ঈশ-আরাধনা দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐ সকল নৈত্য-নৈমিত্তিক ঈশ্বরপূজাদ্বারা ধার্ম্মিকের জড়স্বভাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্ম্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরস্ত হয়। ঈশপূজা স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটী নীতি মাত্র, নিত্য-ঈশানুগত্যলক্ষণ যে পারমার্থিক বিধি, তাহা নয়। যে কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবসাধক, সে কর্ম্ম নৈতিক। পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসনারূপ প্রবৃত্তিশোধক নৈতিই কার্য্য স্বীকার ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মে আছে। নাস্তিকপ্রধান কম্‌টীও একপ্রকার চিত্তশোধক ঈশোপাসনার পদ্ধতি করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে যে ঈশারাধনা, সে সকলই প্রায় তদ্রূপ। যোগশাস্ত্রে যে ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা যোগসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী ভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম। একটু গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, নৈতিক বা স্মার্ত্তমতের বৈধ আর্থিক ধর্ম্ম এবং নিত্য-ঈশানুগত্যরূপ বৈধ পারমার্থিক ধর্ম্মে অত্যন্ত বৃহৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে। সেই তাত্ত্বিক পার্থক্য

তাবৎ স প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ভাঃ ১১।১০।২৬
কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ॥
লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥ ভাঃ ১১।১০।২৯-৩০

ক্রিয়ার আকারগত নয়, কিন্তু চিত্তের নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর-নৈতিক ও কর্ম্মপ্রিয় স্মার্ত্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের অবধি খর্ব্ব করত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম পর্য্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্ম্মকে ত্রৈবর্গিক আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধ পারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের ফল যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তাহাতে অপবর্গ ও তদন্তরে নিরুপাধিক প্রীতিরূপ অপর্য্যাপ্ত ফল-যোজনাদ্বারা তাহার সীমাবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে যে আকার প্রদান করেন; সুতরাং সে আকার পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিক ধর্ম্ম পারমার্থিক ধর্ম্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডধর্ম্মবিশেষ। বৈধধর্ম্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা 'মুখ্যবিধি'-সংজ্ঞা লাভ করিয়া পারমার্থিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে (১)। আর্থিক বৈধধর্ম্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধধর্ম্ম হয়। ঈশানুগত্যরূপ জীবের নিত্যধর্ম্মকে আর্থিক বৈধধর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধধর্ম্মরূপ মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পারমার্থিক বৈধধর্ম্ম হয়। সংসারস্থিত জীব পারমার্থিক ধর্ম্ম স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রমগত বৈধ আর্থিক ধর্ম্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। তাঁহার শরীর, মন, সমাজ সর্ব্বদাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে; কিন্তু শরীর, মন ও সমাজের পুষ্টিদ্বারা স্বচ্ছন্দে সুখাসীন হইলে তাঁহার আত্মা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন (২)। বৈধ আর্থিক ধর্ম্মকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্ম্মকে 'ভক্তি' অর্থাৎ 'সাধনভক্তি' বলা যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণবিধিরূপ কর্ম্ম একটী পর্ব্ব এবং মুখ্যবিধিরূপ ভক্তি একটী পর্ব্ব এরূপ লক্ষিত হইবে।

ভক্তিলাভের দ্বিবিধ প্রথা

এইস্থলে আর একটী বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য। জীবের ভক্তিলাভ-সম্বন্ধে দুইটী প্রথা আছে,—১। ক্রমোন্নতি-প্রথা, ২। আকস্মিকী-প্রথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি-প্রথা উপদেশ করেন :—

---

(১) স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ভাঃ ১।২।৬-৭

(২) অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ ভাঃ ১।২।১৩

বদ্ধজীব অনন্ত

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
জীবের শ্রেণী-বিভাগ
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে হয় এক জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

বৃক্ষাদি স্থাবরসকল আচ্ছাদিতচেতন। তির্য্যক্, জলচর এবং স্থলচরগণ সঙ্কুচিতচেতন। পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি বন্যজাতীয় মানবগণ এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতাসম্পন্ন ম্লেচ্ছগণ নীতিশূন্য। বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবলনৈতিক। যাহারা বেদমুখে মানে, তাহারা—কল্পিত সেশ্বরনৈতিক। ধর্ম্মাচারিগণ—বাস্তব সেশ্বরনৈতিক। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞাননিরত। অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত। কোটি কোটি জড়বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বরনৈতিকদিগের মধ্যে যাহারা ভোগরূপ কর্ম্মফল, মুক্তিরূপ জ্ঞানফল বা সিদ্ধিরূপ যোগফলকে স্বীকার করে, তাহারা—অশান্ত। কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত বলিয়া অভিহিত হন। প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বন্য-নরগণ সভ্য ও জ্ঞানপরায়ণ হউক্, পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মাচারী হউক্। ধর্ম্মাচারিগণ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণভক্তি অঙ্গীকার করুক। ইহাই নরজীবনের ক্রমোন্নতির বৈধ সোপান। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ম্মল বিধান ও নিশ্চয়ফলজনক বর্ত্ম।

ভক্তজীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমহাপ্রভু আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন যথা,—
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

কৃষ্ণকৃপা, সাধুকৃপা ও পূর্ব্বসাধনফলের বিঘ্নবিনাশ—এই তিনটী কার্য্য-দ্বারা আকস্মিকী প্রথা যে-স্থলে কার্য্য করে, সে-স্থলে ক্রমোন্নতি বিধি স্থগিত হইয়া পড়ে। সমস্ত বিধির বিধাতৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ। যুক্তি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম যে তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, বিধি ও প্রসাদের যে যুক্তিগত বিরোধ নরবুদ্ধিকে অতিক্রম করে, সুতরাং তাহাও সেই তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে। নারদ-কৃপায় অনৈতিক ব্যাধ নীতি স্বীকার না করিয়াও ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বন্যনারী শবরীও ভাবজীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারা বন্যজীবন ও ভক্তজীবনের মধ্যগত অন্যান্য অবান্তর জীবনসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অভ্যাস করে নাই। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের সভ্যজীবন ও নৈতিক-জীবন-গত সমস্ত সৌন্দর্য্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছিল (১)।

ভক্তজীবনে সমগ্র নৈতিকগুণ অনুস্যূত

আকস্মিকী প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য, অতএব তাহারা ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি প্রথা অবলম্বন করাই উচিত। কোন সময়ে আকস্মিকী প্রথা স্বয়ং উপস্থিত হয়, উত্তম।

---

(১) সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীত মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ভাঃ ১১।১২।৩-৭
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি॥ ভাঃ ১১।১২।৯
তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১১।১২।১৪-১৫

ক্রমোন্নতি প্রথা-সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য এই যে, আপাততঃ যে জীবনেই অবস্থিত হউন, সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ন করে।

ক্রমোন্নতি প্রথার নিয়মাগ্রহ পরিত্যাজ্য

স্বভাবের গতিতে এরূপ কোন মঙ্গলবীজ আছে, যদ্দ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগতিই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিঘ্নও এত যে, সেই অভিলষিত ফলের অনেক স্থলেই সজ্ঘটন হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চগতির বাসনা করেন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবেন। একজীবন হইতে অন্যজীবনে পদার্পণ করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই যে, যে-জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ়পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে-জীবনে আমি দৃঢ়পদ হইয়াছি, তাহা হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ-জন্য পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইলে একটী পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটী পদ নিম্নস্থ সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চস্থ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতিকার্য্যে একটী সোপাননিষ্ঠাত্যাগ ও অপর-সোপাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্য্যফল দূরে পড়ে। বন্যজীবন, সভ্যজীবন, কেবলনৈতিকজীবন, কল্পিতসেশ্বর-নৈতিকজীবন, বাস্তবসেশ্বরনৈতিক-জীবন, সাধনভক্তজীবন এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেমমন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে ব্যস্ততা ঘটিলে বিঘ্নদ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব ব্যস্ততা ও বিলম্ব উভয়কে বিঘ্ন মনে করিয়া প্রয়োজনমতে যথাযোগ্য নিষ্ঠাগ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ জীবকে উঠিতে হইবে। অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে, আমার কি জন্য কৃষ্ণভক্তি হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভক্তিসোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক্ চেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত অসভ্য অবস্থায়, নয় সভ্যতা ও জড় বিজ্ঞানে, হয় নিরীশ্বরনীতিতে, নয় সেশ্বরনীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না (১)। এক সোপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপান বা প্রাসাদচূড়া লাভ হইতে পারে? অনেক বৈধভক্ত ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না, অথচ ভাবাভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব-প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন; তাহাতে

(১) অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥ শ্রীউপদেশামৃতম্।

তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে নিরুপাধিক প্রেমরত্ন সহজেই লাভ করেন। যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতিবিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। যাঁহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভাবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাটায় পশ্চাদগত হইতে থাকেন। অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন (১)।

জ্ঞানকর্ম্মাদি অন্যাভিলাষ-দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

উপরোক্ত উভয়বিধ ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ, তাহা বৈধীভক্তিতেও লক্ষিত হইবে। ভক্তির সামান্য লক্ষণ এই যে, স্বীয়-বৃত্তির পুষ্টি ব্যতীত অন্যপ্রকার অভিলাষশূন্য, জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে 'ভক্তি' বলি (২)। ইহার অর্থ এই যে, অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ। কর্ম্মমার্গে যে ঈশ্বর-অনুশীলন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিচারে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নৈতিক কার্য্যবিশেষ, ভক্তি নয়, যেহেতু নীতিই তথায় প্রভু, ঈশ্বরানুগত্যরূপ বৃত্তিটী তথায় সেই প্রভুর দাসরূপে অবস্থিত। জ্ঞানমার্গে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হইবে, তাহার অনুশীলন শুষ্কজ্ঞানময়। তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরূপা বৃত্তিটী দাসস্বরূপ। তাহা ভক্তি নয়। অতএব ভগবদনুশীলনই—ভক্তি (৩)। সেই অনুশীলন সর্ব্বদা আনুকূল্যভাবময় হওয়া আবশ্যক। অনুশীলন প্রাতিকূল্যময়ও হইতে পারে, তাহা ভক্তি নয় অর্থাৎ জীবনকে ভক্তির অনুকূল করিয়া ভক্তির অনুশীলন করা উচিত। সংসারে বর্ত্তমান জীবগণের শরীরসম্বন্ধজনিত কর্ম্ম অনিবার্য্য ও জড়াজড়সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জ্ঞানও অনিবার্য্য। কিন্তু ভগবদনুশীলনকে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান যে-স্থলে

---

(১) মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ গীঃ ৯।৩২,৩৩

(২) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

(৩) দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥

আবৃত করে, সে-স্থলে ভক্তি-সত্তা থাকে না। যে-স্থলে ঈশানুগত্যরূপা বৃত্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপর প্রভুতা লাভ করে, সেই স্থলে ভক্তির সত্তা স্বীকার করা যায়।

বৈধভক্তজন ভগবদনুশীলনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বদা আনুকূল্যভাবে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও দ্বেষদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অনুশীলন করিবেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবেন। তাহারই নাম আনুকূল্য। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহকালে সেই ধর্ম্মের মূল যে নীতি, তাহাকে ভগবদনুশীলনের উপর কোন প্রভুতা অর্পণ করিবেন না, বরং সেই অনুশীলনের পরিচারকের ন্যায় নৈতিক ব্যবহারকে রাখিবেন। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু ও চিত্তত্ত্ব, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য যতপ্রকারের জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত আলোচনাকে ভগবদনুশীলনের দাসরূপ রাখিবেন, কোনপ্রকারে ঐ সকল বিচারকে সেই অনুশীলনবৃত্তির উপর প্রভুতা অর্পণ করিবেন না। সংসারে যে কর্ম্ম করুন বা বিচার করুন, ঐসকল কর্ম্ম ও বিচারের দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন ব্যতীত আর কোন অভিলাষ করিবেন না। এইরূপ বৈধভক্তদিগের জীবন। (ক্রমশঃ)

আত্মাদ্বারা কৃষ্ণানু-শীলনের আনুগত্য দেহ ও মনচালনাকু বৈধীভক্তি

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা॥ ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথাগঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ভাঃ ৩।২৯।১১-১২

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪২১ পৃষ্ঠার পর]

(নবম অধিবেশন)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

প্রথম শ্লোকটীতে যে প্রণামের কথা বর্ণিত, এটী সম্বন্ধ-জ্ঞানবিষয়ে, আর দ্বিতীয়টীতে অভিধেয়বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যাঁরা ব্যস্ত অথবা ত্যাগমুখে মায়াবাদগ্রহণে ব্যস্ত—এই দুইপ্রকার বৃত্তি পরিত্যাগ করে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবার বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্য্যবাক্য অনুসরণ করে যে-প্রকার বিষয়বস্তু আস্বাদান করা আবশ্যক, তার আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও রসাস্বাদন করেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অভিধেয়বিচারে ভাগবত যে কথাটী বলেছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র ইত্যাদি" অর্থাৎ কি উপায় অবলম্বন করলে সেই ভগবদ্বস্তু আমাদের লভ্য হয়, বাধাসকল অপসারিত করে সেই বস্তুর সেবা-লাভ ঘটে, বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞান এবং তজ্জন্য যে ফল-লাভ আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয়ে চতুর্ব্বর্গফলপ্রার্থনা নিরাস করে প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ম্মৎসর ও সাধুগণের যে পরমধর্ম্মানুশীলন, সেই কথাটী ভাগবতের এই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হতে পৃথক থাকার যে বিচার, তাতে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হয়ে বিপথগামী হচ্ছি বা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের জন্য যত্ন করছি; তাতে কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তাকে বধ করলেন, তখন আমরা মনে করি,—"প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, কৃষ্ণের অসুবিধা হবে, সেই কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করলে কোনসময় হয়ত অসুর প্রবল হয়ে

ব্যাঘাত করে বসবে ; তাহলে উপক্রুত কৃষ্ণ বলবান নহেন।" তাতে বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চাতে স্থাপিত হয়, দেখি—এঁরা কথা কইতে পারেন না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তা সমর্থন করতে পারেন না ; তাই বলি—এরকম অর্চ্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চ্চা স্থাপন করি এই সব দ্রব্যাদি দিয়ে ; এতে যে চেতনধর্ম্ম আছে, এটা বুঝতে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক, পূতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম্ম থাকলে সবসময় ত' কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। কিন্তু আমরা শুনেছি, যেখানে ভগবান্, সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নেই ; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব—

"ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মন"

ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্যমধ্যে থাকাকালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্ল্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হচ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চ্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম্ম নেই বলে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম্ম থাকলেও বিপ্লব উপস্থিত করবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রবেশ করবে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তাতে বলছেন, নিত্য অপ্রকটলীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারীর অধিষ্ঠান নেই। এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নেই, সেখানে সেইপ্রকার কংসাদি পুত্তলের আকার আছে, তাদের চেতনধর্ম্ম নেই। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে বলেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর-ধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতনতামাত্র আছে। ইহজগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতনধর্ম্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত হলে সে-জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচপ্রকার মিশ্র-চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান করছে। সেখানে শুধু ভগবান্ ও তদাশ্রিত ব্যপার। যেখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র-চেতনরাজ্য ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম্ম থাকলেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে পারে না। যেমন ইলেকট্রিক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তার নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র। এখানে অচেতনের ভিতরে

চেতনের বিকাশ—চিদচিন্মিশ্রভাব। এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্যবশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম্ম এখানে আসতে পারে না। আসতে হলে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ করে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা করে থাকে। যেমন দয়া বলে যে শব্দটী, তাতে আমরা আলোচনা করতে পারি, একজন দান করছেন, একজন গ্রহণ করছেন। চিত্তে দয়া বস্তুটীর মূর্ত্তি না থাকলেও চিত্তে উদিত ভাবের দ্বারা জানতে পাচ্ছি। বহির্জ্জগতের সংগৃীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়, সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়; তাতে অচেতনতা—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্ব্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্ত্তমানটাই কেবল জানি—বর্ত্তমান নিয়েই বিচার করতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে; জ্ঞান সংগ্রহ করে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ করে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণ সমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই। আর অভাব বলে যা আছে, তাতে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাবেও পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে। ওখানকার বাস্তব-বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাকলেও দুইটী এক নয়। এদেশের অবরতা-ধর্ম্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সে-দেশে নিয়ে যেতে হবে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্যে, অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরস এখানে যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানে তা নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ করতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু করতে হয় না। ইতরব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমচমৎকারিতা আছে; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না—যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখতে পাই না।

সেবা-চেষ্টার ব্যাঘাত হলে, অহঙ্কার বিমূঢ়তা বশে প্রভু হবার যত্ন হলে গুণজাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্ত্বাদিগুণদ্বারা আচ্ছন্ন হলে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণন করতে গিয়ে

মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতা-কারিণী শক্তিকে এরই পর্য্যায়ভুক্ত করি। কিন্তু নির্ম্মৎসর ও সাধুগণ এ-সকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁরা পরমধর্ম্মে অবস্থিত, পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎপরায়ণ। ভগবৎস্মৃতিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্ম্মে নিযুক্ত হলেই পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হবে, আমিই সুখকে একচেটে করে নেব, এজন্য 'আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' ন্যায় অবলম্বন করি! পরমধর্ম্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। আমি কামী হব, ক্রোধী হব, লোভী হব, প্রমত্ত হব প্রভৃতি বিচারপ্রণালী হতে অবসর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কামুক, ক্রোধী, লোভী, মূঢ় বা প্রমত্ত হবার যোগ্যতা এখানে আছে; ঐগুলোর সমষ্টি একীভূত হলে মৎসরতা আসে। যদি এগুলোর সেবা না করি, তাহলে মৎসরতা থাকবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে বড়ই প্রয়োজন হয়েছে, কামাদি রিপুকে প্রভু সাজিয়ে তাদের চাকরী করা; ভগবানের সেবা করব না। তাঁর সেবা করলে এদের সেবা করা হয় না। যাঁরা ভগবানের সেবা না করেন, তাঁরা রিপুষট্‌কের দাস। মৎসরদের ইতরধর্ম্ম যে-সকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাতে বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বস্তু প্রতিম 'পদার্থ' আমাকে ভোগা দেয়, বিপথগামী করে। নির্ম্মৎসর ও সাধুদের পরমধর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান, চেতন-ধর্ম্মযুক্ত তাঁরা নিত্যের প্রতি সেবাচেষ্টাবিশিষ্ট, অনিত্যের জন্য চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্ম্মের ফলসকল অনিত্য, যেমন—কর্পূর বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব্য মুখখোলা থাকলে উপে যায়, তদ্রূপ কর্ম্মার্জ্জিত দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ধ্বংস হয়। এদেশের স্বভাবই এই। অনিত্য, যা নিত্য স্থিতিবান নয়, তাতেই আমাদের আগ্রহ। আমরা ভবিষ্যৎ দেখি না। ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে দ্রব্য রাখলে যেমন সব গলে পড়ে যায় বা বানর যেমন ধান সংগ্রহ করে বগলে রাখে, আবার সংগ্রহ করতে গেলে সেটা পড়ে যায়, সেইরকম ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ-চেষ্টা, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, সংগ্রহকার্য্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাঁরা নিত্যত্বের আলোচনা করেন, তাঁদের রিপুষট্‌কের ভৃত্যত্ব করা কর্ত্তব্য নয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করে অন্য অবস্থায় নীত হব এটাও চাঞ্চল্য মাত্র। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সংগ্রহের জন্য যাদের উৎকট পিপাসা—নিত্যানিত্যবিবেক যাদের হয় নি, তারা কর্ম্মরাজ্যে নিজেন্দ্রিয় প্রীতিজন্য মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হয়ে অন্যের ক্ষতি করতে ব্যস্ত। নির্ম্মৎসর না হলে পরমধর্ম্মের কথা কাণে

আসে না। যেটা নৈষ্ফল্য উৎপাদন করবে, মৃত্যুই যার শেষ বরণীয়, তাতে ব্যস্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, আপাতসুখ বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদ্দর্শীর চেষ্টা নাই। যে জিনিষের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারবো না, নিজের বা নিজদলের ক'একটা লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সেই সকল অনিত্যের সেবা কেন করবো? চিদচিৎ বিবেক বলে একটা ব্যাপার আছে, বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই সেটা চিন্তনীয় হওয়া দরকার। ৩০ বৎসরে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, ৫০ বৎসরে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ হয়, আবার তদপেক্ষা ৬০ বৎসরের জ্ঞান আরও বেশী। এইরূপে জগতে যে যতদিন বেশী বাঁচবে, জ্ঞানের অভিজ্ঞতা তার তত বেশী বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ। পূর্ণচেতনের যে জ্ঞান, সেটা সেই দেশ থেকে আসে; এদেশে তা দুষ্প্রাপ্য। ২০০/৫০০ বছরের চেষ্টাদ্বারাও এদেশে নিত্যকালের জ্ঞান লভ্য হয় না। (**Epistemological discrepancy**) জ্ঞান স্বভাব নির্ণয়ে বিপ্লব আনয়ন করে। সাধারণ ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের বিচার সুষ্ঠু নয়। এজগতের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সাফল্যমণ্ডিত হয় না; কিন্তু নির্ম্মৎসর সাধুদের জ্ঞান এরকম জিনিষ নয়। সসীমধর্ম্মের জ্ঞান সংগ্রহ-চেষ্টা নৈষ্ফল্য আনে। বিবেক হলে সন্ধিনী-সম্বিদ্-হ্লাদিনীশক্তিমদ্-বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান লাভ হয়। সুখৈষণায় ব্যস্ত থাকলে ত্রিতাপ উন্মুলিত হয় না, তাতে সন্ধিনী বিপর্য্যস্ত হয়। জড়ানন্দে মত্ত হলে হ্লাদিনী নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দুঃখই এদেশের normal condition। এখানে দুঃখকে কম করা বা অভাব পূরণের চেষ্টাকেই আমরা সুখ বলি। সভ্যতাচালিত বুদ্ধিতে নিজের সুখচেষ্টা বা স্বার্থপরতা বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সভ্যতাসম্বন্ধে যে বিচার, তাতে বুঝতে পারা যায় যে, বর্ব্বর জাতি নিষ্ঠুর, সভ্যগণ অনিষ্ঠুর; মানবের সৌখ্যসম্পাদনই এই সভ্যতার উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু সভ্যতার নামে যে বর্ব্বরতা, সেটী পরশ্রীকাতরতায় লক্ষ্য করি। আমার **doxy**টা orthodoxy, অন্যের **hetero-doxy**; তাতে শক্তিত্রয়ের ধারণার অভাব-হেতু অসুবিধা আছে। ওটা থেকে ছুটী পাওয়া দরকার।

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর]

বুদ্ধের প্রতি আচার্য্য শঙ্করের কি মনোভাব, তাহা তাঁহার "দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রে" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি গুপ্তভাবে বুদ্ধের প্রতি যে স্তব করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—"চিত্রং বটতরোর্ম্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন-সংশয়াঃ॥"

উক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, তিনি দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রস্থলে বুদ্ধের প্রতি কি-প্রকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন! 'চিত্রং'-শব্দে অতীব সম্মানসূচক মুগ্ধের ভাব বুঝায়। বটতরুমূলে গুরুশিষ্য উভয়েই মৌনভাবে আছেন। শিষ্যেরা সকলেই বৃদ্ধ, আর গুরু যুবা। গুরু মৌনভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতেই শিষ্যগণের সন্দেহ দূর হইতেছে।

উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোক আলোচনা করিলেও ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত শ্লোকদ্বয় শাক্যসিংহ বুদ্ধের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শূন্য সম্বন্ধে নৃসিংহতাপনী উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্য দর্শনে আচার্য্য মহানন্দের সহিত শূন্যতত্ত্বকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত বাক্য যথা,—**"আনন্দঘনং শূন্যম্ ব্রহ্ম-আত্মপ্রকাশং শূন্যম্"।**

(নৃসিংহতাপনী—উঃ ৬।২,৪)

অর্থাৎ শূন্যই আনন্দস্বরূপ, শূন্যই ব্রহ্মস্বরূপ।

বৌদ্ধগণও উক্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থে শূন্যরূপ নির্ব্বাণকে "একান্ত সুখম্", "বিমুক্ত সুখম্ পটিসম্বেদি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা একান্ত সুখস্বরূপ বিমুক্ত সুখস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ অমরসিংহ নির্ব্বাণকে নিঃশ্রেয়স অমৃত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—"মুক্তিং কৈবল্যং নির্ব্বাণং শ্রেয়োনিঃশ্রেয়সামৃতম্।" উহার টীকাকার বলেন,—"নির্ব্বাতেঃ আত্যন্তিক-দুঃখোচ্ছেদে ভাবে ক্ত।" সুতরাং আনন্দঘন শূন্যকে, আত্মপ্রকাশ শূন্যকে, ব্রহ্মস্বরূপ শূন্যকে বৌদ্ধেরাও আত্যন্তিক দুঃখচ্ছেদরূপ, অনন্তসুখরূপ, নিঃশ্রেয়স অমৃতস্বরূপ, বিমুক্ত সুখস্বরূপ বলিয়া জানেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধের যাহা শূন্য, শঙ্করের তাহাই ব্রহ্ম।

শাঙ্কর যুক্তিতেই শঙ্করের বৌদ্ধত্ব স্থাপন

আমরা শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধত্ব জ্ঞাপনার্থ দেখাইয়াছি যে, জগদ্বিচারে বৌদ্ধের ক্ষণিক ও শঙ্করের প্রাতিভাসিক বা তাৎকালিক-বাদ একই; মোক্ষের

অভিধেয় বিচারে বৌদ্ধের বন্ধন-কারণ নাশকল্পে প্রজ্ঞাপারমিতা ও শঙ্করের উক্ত কারণ-নাশকল্পে ব্রহ্মজ্ঞান ; এবং মোক্ষ-রূপ প্রয়োজন বিচারে বৌদ্ধের শূন্যত্ব ও শঙ্করের ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি বিচারাবলী একই। কতিপয় পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্কর মায়াবাদী এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর সাম্প্রদায়িকগণ পুরাণসমূহের উক্তিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 'খেয়ালি' যুক্তিদ্বারা বলিতে চান যে, তাঁহারা মায়াবাদীও নন্ বা বৌদ্ধও নন্। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বাক্যসমূহকে প্রক্ষিপ্ত না বলিয়া সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া এক আশ্চর্য্যজনক ঐতিহাসিক যুক্তির বৃথা অবতারণা করিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত বলিতে চাহেন—উক্ত পুরাণসমূহ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। শঙ্করের পরে পুরাণ রচিত হইয়াছে যাহারা বলেন, তাহারা ঐ বাক্যগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাহারা আরও বলিয়া থাকেন—যেহেতু পুরাণে শঙ্করের নাম উল্লিখিত হইয়াছে সেহেতু শঙ্কর যীশু-খৃষ্টেরও জন্মের পূর্ব্বে।

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক জ্ঞানশূন্য মূর্খ ভণ্ডদের জানা উচিত যে, শঙ্করের সমসাময়িক পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, গোবিন্দপাদ প্রভৃতিকেও খৃষ্টের পূর্ব্বেকার বলিয়া মানিতে হয়। সে যাহা হউক, এই সমুদয় যুক্তিই এক অসৎ উদ্দেশ্যমূলক। উক্ত যুক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বমূলক বহু বিচার প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে মায়াবাদের জীবনী প্রকাশ করিতে গিয়া মায়াবাদীর উক্তি-সমূহকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি এস্থলে স্ব-পক্ষের যুক্তি ও অন্যপক্ষ প্রদর্শন করিলাম না। তর্কস্থলে পুরাণগুলিকে শঙ্করের পরবর্ত্তী বলিয়া অন্যায়পূর্ব্বক ধরিয়া লইলেও অথবা শঙ্কর সম্বন্ধে তৎ তৎ পুরাণের উক্তিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইলেও দেখান যাইতেছে যে, শঙ্কর একজন প্রধান মায়াবাদী এবং বিশুদ্ধ বৌদ্ধ।

শঙ্কর মহাযানিক বৌদ্ধ

শঙ্করের আবির্ভাব খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক আচার্য্য ভাস্করের সহিত শঙ্করের বিচার-যুদ্ধ হয়। ইহা কোন অদ্বৈতবাদীই অস্বীকার করিতে পারিবেন না ; শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য আনন্দগিরির 'শঙ্কর-বিজয়' গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর ভাস্করকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন নাই—ইহাও জানা যায়। পরন্তু শ্রীভাস্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে

শঙ্করের ভাষ্য খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ ও মায়াবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দূর হইতে অসাক্ষাতে লেখনীদ্বারা নানা প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, শব্দের ছড়াছড়ি না করিয়া সাক্ষাদ্ যুক্তি বা সম্মুখ-বিচার করিতে হইলেই মায়াবাদ কোথাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কোথাও বা আত্মগোপন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, কোথাও বা মতান্তর গ্রহণ করিয়া শান্তি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি অধিক বিচার-যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়া আমার উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিব। এক্ষণে আচার্য্য ভাস্কর শঙ্কর-সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

"তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং **বিচ্ছিন্নমূলং মহাযানিক-বৌদ্ধ-গাথায়িতং মায়াবাদং ব্যবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।**"

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্—শ্রীভাস্করাচার্য্য-বিরচিতম্; ১৯১৫ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—৮৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ (মায়াবাদী শঙ্কর) ঘৃণিত মূলহীন (সার-রহিত) মহাযানিক বৌদ্ধগাথাগুলিকেই (তাঁহার নিজমতরূপ) মায়াবাদরূপে বর্ণনা করিয়া লোকদিগকে বিশেষভাবে মোহিত করিতেছে। এবং অন্যত্রও—

"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।"

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্-ভাস্করাচার্য্য-বিরচিতম্—১৯০৩ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—১২৪ পৃষ্ঠা)

এই ন্যায়ের দ্বারা স্বয়ং সূত্রকারই (ব্যাস) বৌদ্ধমতাবলম্বি-মায়াবাদিগণকেও নিরস্ত করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

ভাস্করাচার্য্য শঙ্করমতকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত বাক্যসম্বলিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন—

সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়-প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং * শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং **তন্নিবৃত্তয়ে**॥

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্—ভাস্করাচার্য্য-বিরচিতম্—১৯০৩ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—১ম পৃষ্ঠা)

* যদিদং শাস্ত্রম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অর্থাৎ **শঙ্করমতকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই** এই শাস্ত্র ব্যখ্যাত হইতেছে। পুরাণ আধুনিক হউক বা তাহা প্রাচীন হউক এবং তাহার উক্তিসমূহ প্রক্ষিপ্তই হউক, আর না-ই হউক, ভাস্করের উক্ত বাক্যের দ্বারা শঙ্কর কি মায়াবাদী এবং মহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন না? আচার্য্য ভাস্কর শঙ্করের সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী; ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং তাঁহার উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে,—আচার্য্য শঙ্করের প্রকটকালেই বিশেষ বিশেষ আচার্য্যবর্গ তাঁহাকে মহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিতেন। কারণ মহাযানিক বৌদ্ধগাথাগুলি অবলম্বন করিয়াই মায়াবাদের শরীর, মন, ও জীবন গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়াবাদের যাবতীয় সিদ্ধান্তই বৌদ্ধগণের অদ্বয়বাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে আধুনিক কয়েকজন বিশিষ্ট অদ্বৈত-বাদীর স্বীকারোক্তি সন্নিবেশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অদ্বৈতবাদী শিবনাথ শিরোমণির মত

অদ্বৈতবাদী মাননীয় শিরোমণি মহাশয় আচার্য্য শঙ্করের মত আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতি দশখানি উপনিষদের টীকা, বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত-ভাষ্য বা শারীরক ভাষ্যই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। **ঐ গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ-মত নিরস্ত করিতে গিয়া বৌদ্ধ-দেরই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ দর্শনকার নাগার্জ্জুনের মত তিনি অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।"**

—(১৩০৮ সালে প্রকাশিত শব্দার্থমঞ্জরী পরিশিষ্ট, ৩৫ পৃষ্ঠা)

শিরোমণি মহাশয় শঙ্করের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া বলিতে চাহেন—শঙ্কর বৌদ্ধমত নিরসনকারী। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বৌদ্ধমতের পোষণকারী; আদৌ নিরস্তকারী নহেন। তৎকালের সাধারণ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করিবার জন্যই অন্যায় করিয়া ঐরূপ উক্তি প্রচার করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-বিতাড়ন-সম্বন্ধে শঙ্কর-বিরোধী অন্যান্য আচার্য্যবর্গের কীর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ও আদরণীয়, ইহা আমরা পরে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

অদ্বৈতপন্থী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মত

বর্ত্তমান শতাব্দীতে গৌড়দেশের মধ্যে মাননীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ই একজন প্রধান ও গোঁড়া অদ্বৈতবাদী। তিনি অযথা শঙ্কর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অন্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অন্যায়পূর্ব্বক কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহাতে আমরা তাঁহার গোঁড়ামির পরিচয়ও পাইয়াছি। সে যাহা হউক, প্রসিদ্ধ রাজেন বাবুও তাঁহার উপাস্য শঙ্করকে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধমতের একজন প্রধান পোষক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার লেখনী হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি।—

"বুদ্ধদেবের পর প্রায় পাঁচশত (৫০০) বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য রাজের (৫৭ খৃঃ পূঃ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত **অদ্বৈত-মত বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।**"

(রাজেন ঘোষ-কৃত অদ্বৈতসিদ্ধি ভূমিকা—১০ পৃষ্ঠা)

রাজেনবাবু আরও বলিতে চাহেন যে, **বৌদ্ধমত অবৈদিক নহে। উহাও বৈদিক। কারণ বৌদ্ধমত অবৈদিক হইলে শঙ্করের মতও বাধ্য হইয়া অবৈদিক হইয়া পড়ে।** তবে তিনি বৌদ্ধের মতের সহিত শঙ্করের একটু পার্থক্যও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা এই যে—**বুদ্ধের মত বৈদিক হইলেও মূলচ্ছেদী, আর শঙ্করের তাহা মূলরক্ষী** (?)। প্রকৃতপ্রস্তাবে শঙ্করও মূলচ্ছেদী। রাজেন বাবু বলেন—

"**বৌদ্ধমত বেদমূলক হইলেও** মূলচ্ছেদী মতে পরিণত হইল।" তিনি আচার্য্য শঙ্করকে অনেক রকমে বৌদ্ধত্বের হাত হইতে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা কোনও রকমেই সম্ভবপর হইতেছে না।

মায়াবাদ প্রচারের কারণ

মায়াবাদ প্রচারের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। তথাপি প্রসঙ্গক্রমে আরও দুই একটী কথার অবতারণা করিয়া মায়াবাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমূচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিণা॥"
"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টি রেষোত্তরোত্তরা।" (পদ্মপুরাণ)
"বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যামি বৃষধ্বজ।"
"চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবে স্থিতঃ।"

—(কূর্ম্মপুরাণ-পূর্ব্বভাগ)

উক্ত বচনসমূহের দ্বারা প্রধানতঃ শঙ্করকেই মায়াবাদের জন্মদাতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু "প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" বাক্যের দ্বারা বুদ্ধকেও উক্ত মতবাদের আদি জনক বলিয়া বুঝা যায়। এবং "মাঞ্চ গোপয়" এই উপদেশের দ্বারা "ঈশ্বরেচ্ছা" মায়াবাদ সৃষ্টির একটী কারণ ইহাও প্রতিপন্ন হয়। ভগবান্ এ-প্রকার ইচ্ছা প্রকাশের লীলা ভক্তবাৎসল্যহেতুই প্রদর্শন করিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ"—সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীব কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাওয়ায় "সোঽহং" ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতে থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ভগবদ্বিস্মৃতি এবং তদ্দরুণ ঈশ্বর-ইচ্ছাই মায়াবাদ সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কাহাকেও কাহাকেও অদ্বয়জ্ঞান পথের পথিক হইতে দেখা যায়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—এই যুগত্রয়ের প্রতি যুগেই অতি সামান্য সামান্য দুই একজন করিয়া জ্ঞানবাদী দৃষ্ট হয়। তাহাদের জ্ঞানের প্রভাবে বা মায়াবাদের প্রখর তাপে ভক্তিলতা শুষ্কপ্রায়া হইতে থাকিলে ভগবান্ ধর্মরূপ ভক্তিশাস্ত্র সংস্থাপনের জন্য এবং মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য যুগে যুগেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। 'দেবগণের রক্ষণ ও অসুরগণের বিনাশ'—ভগবান্ বলদেবেরই লীলা। তাই তিনি উক্ত যুগত্রয়ে আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদিগণকে তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া ভক্তিধর্ম্মে স্থাপন করেন। মায়াবাদিগণ তাহাদের স্বমতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে না পারিয়া ভক্তির সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শুষ্ক জ্ঞানপথ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করত ভগবানের নিত্য সেবাধর্ম্মে মস্তক বিক্রীত করিয়াছেন। (**আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মাবলম্বিগণ একজনও তাঁহাদের স্বমত পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদীর নিকট মস্তক বিক্রয় করেন নাই**)। আমি ঐতিহাসিক ভাবেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বিষয়টী বর্ণন করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। সুতরাং যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র। (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি

মুক্তিকে শাস্ত্রে অপবর্গের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মুক্তির প্রথম পরিচয়ে মায়া বা মায়িক সম্পর্ক নির্ম্মুক্তি অর্থাৎ ত্রিগুণের অপকর্ষের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ। দ্বিতীয় পরিচয়ে মায়ার হেয়ত্বগুণ হইতে পরিমুক্তি ও চিদনুভূতি অথবা চিৎ-তত্ত্বে অবস্থিতি লাভ। এই অবস্থায় জীবের মায়িক হেয়ত্বগুণকে অতিক্রম করিয়া অসম্যক্ চেতনের সহিত পরিচয় লাভ অর্থাৎ পরতত্ত্বের প্রথম পরিচয় অথবা চিৎপরিচয় উপলব্ধি। তৃতীয়াবস্থায় পরতত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি এবং চতুর্থাবস্থায় পরতত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়তার উপলব্ধিতে চিদ্‌বিলাসী পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ। এই অবস্থায় ব্যতিরেক-ভাবে সর্ব্বপ্রকার মায়িক সংস্পর্শ তথা অপকর্ষ হইতে চিরতরে অব্যাহতি এবং পরমসুখ-স্বরূপ চিদ্‌বিলাসী শ্রীভগবানের বিলাস-সেবায় আত্মাহুতি প্রদানরূপ স্বরূপ-সংস্থিতি লাভ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভক্তিমিশ্র-যোগসাধন-পরায়ণ যোগিজনপ্রাপ্য মুক্তি-সম্পর্কই আলোচ্য বিষয়। উৎক্রান্ত দশায় অর্থাৎ মৃত্যুর পর যোগিগণ সেই মুক্তি দুই প্রকারে লাভ করিয়া থাকেন—সদ্যই এবং ক্রমরীতিতে। এই দ্বিবিধ মুক্তি সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি নামে প্রসিদ্ধা। যোগিপুরুষ স্বীয় দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। জিতচিত্ত যোগি-ব্যক্তি নিজ হৃদয়মধ্যে পরমাত্মা শ্রীহরিকে সতত চিন্তা করিয়া, স্বয়ং যখন দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন দেশ—পুণ্যক্ষেত্র, কাল—উত্তরায়ণাদি উত্তম কালের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া অর্থাৎ উত্তম দেশ ও কালে দেহত্যাগ করিলে সদ্গতি লাভ হয় এইপ্রকার বিচার না করিয়া, যোগই সিদ্ধির হেতু—ইহা নিশ্চয় করিয়া সুখাসনে উপবেশন করত মনোদ্বারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেন। মনকে নিজ নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে নিয়মিত করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা জীবে বিলয় করেন। ক্ষেত্রজ্ঞকে শুদ্ধজীবে, শুদ্ধজীবকে পরব্রহ্মে যোজিত করত নিবৃত্তিপ্রাপ্ত যোগী পুরুষ কর্ত্তব্যান্তর হইতে বিরাম লাভ করেন।

এইরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপপ্রাপ্ত যোগি-পুরুষের প্রতি দেবতাদিগেরও পরমশাস্তা কাল কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না; সুতরাং দেবগণের যে তদুপরি প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। সেই ব্রহ্মস্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমঃ গুণত্রয় এবং অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বা প্রধান প্রকৃতির কাহারও

কোন প্রভাব নাই। এই প্রকারে যোগি-পুরুষ উপরতি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরতত্ত্বানুভবরূপ বীর্য্যদ্বারা বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হয়।

দেহত্যাগ-কালে যোগিপুরুষ আপনার পাদমূলদ্বারা মূলাধারকে নিরোধ করিয়া শ্রমজিৎ হইয়া নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই ষট্‌স্থানে প্রাণকে উর্দ্ধে নীত করেন। নাভিদেশে মণিপূরক চক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে লইয়া যান। তথা হইতে উদান গতিক্রমে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোভাগে বিশুদ্ধচক্রে লইয়া যান। তদনন্তর কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ—প্রাণের এই সপ্তমার্গ নিরোধপূর্ব্বক বিশুদ্ধ-চক্রের অগ্রভাগস্থিত প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করেন। যদি অনপেক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত হন, তবে ঐস্থানে অর্দ্ধ-মুহূর্ত্ত অবস্থানপূর্ব্বক পরব্রহ্মগত হইয়া প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া থাকেন। তাহার পর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকল পরিত্যাগ করেন। ইহাই সদ্যোমুক্তির নিদর্শন। সদ্যোমুক্ত যোগী এই দেহত্যাগের পর ব্রহ্মধামে গমন করেন।

যদি সদ্যোমুক্তি-লাভের অভিলাষ না থাকে, ব্রহ্মপদ বা সিদ্ধগণের ক্রীড়ার স্থান, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দেহত্যাগ-সময়ে মন এবং ইন্দ্রিয়সকলকে পরিত্যাগ না করিয়া, উক্ত সম্পদ্‌সকল ভোগের জন্য উহাদের সহিত প্রাণবায়ু নির্গত হয়। ইঁহারাই ক্রমমুক্তির অভিলাষী।

যাঁহারা ক্রমমুক্তির অভিলাষী, তাঁহারা বিবিধ ভোগসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদের গতি কর্ম্মীর গতির ন্যায় নহে; কর্ম্মীর গতি পরিচ্ছিন্না, কর্ম্মী কর্ম্মানুরূপ স্বর্গাদি ভোগ করে, ভোগক্ষয়ে কর্ম্মপরতন্ত্র জীবরূপে নানা যোনি ভ্রমণ করে। যোগের গতি পরিচ্ছিন্না নহে। বায়ুর মধ্যে যোগেশ্বরদিগের লিঙ্গ-শরীর অবস্থিতি করে। তদ্দ্বারা ত্রিলোকীর (ব্রহ্মাণ্ডের) ভিতরে বাহিরে গমন সম্ভব হয়। তাঁহারা উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধিদ্বারা এই গতি লাভ করেন। তাঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতলোকে গমন করেন। তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। যোগেশ্বরগণ উক্ত সাধনসমূহদ্বারা যে গতি লাভ করেন, কর্ম্মিগণ কর্ম্মের দ্বারা সে গতি লাভ করিতে পারেন না।

ক্রমমুক্তিভাগি-পুরুষের উর্দ্ধগতির বিষয় অতঃপর বর্ণিত হইতেছে। হৃদয় একশত একটী নাড়ী-সংযুক্তা। তন্মধ্যে একটী মস্তক হইতে অভিনিঃসৃতা; ইহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ীর দ্বারা উৎক্রামণে অর্থাৎ দেহত্যাগে মোক্ষ এবং

অন্যান্য নাড়ীর দ্বারা দেহত্যাগে সংসার-গতি লাভ হইয়া থাকে। ক্রমমুক্তি-ভাগী জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন। তদবলম্বনে যোগী দেহত্যাগান্তে আকাশপথে অগ্ন্যাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথায় তাঁহার মালিন্য ক্ষালিত হয় এবং আসক্তি-রহিতাবস্থা প্রাপ্তি হয়। অনন্তর তদুপরি শিশুমার আকারবিশেষ জ্যোতিশ্চক্র প্রাপ্ত হন। ইহা তারকারূপে শ্রীহরির অধিষ্ঠান-স্থান। সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। সেই শিশুমারাকার বিষ্ণুচক্র বিশ্বের নাভি অর্থাৎ তাহা বিশ্বাকার পুরুষের নাভিস্থানীয় সূর্য্যাদির আশ্রয়ভূত। তদুপরি স্বর্গবাসিগণের গমন সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ স্থান। ক্রমমুক্তিভাগী অণিমাদি সিদ্ধিপ্রভাবে নির্ম্মল লিঙ্গশরীরদ্বারা সেই স্থান অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান মহর্লোকে গমন করেন। তথায় কল্পায়ু ভৃগু প্রভৃতি অবস্থান করেন।

ক্রমমুক্তিভাগীকে কল্পপরিমিত কালই যে মহর্লোকে থাকিতে হইবে তাহা নহে, তন্মধ্যে ইচ্ছা করিলে তিনি উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারেন। যদি কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া সম্পূর্ণ কল্প তথায় থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কল্পান্ত সময়ে যখন ভগবান্ অনন্তদেবের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয় তখন মহর্লোকও উষ্ণ হওয়ায় ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার লোকে গমন করেন। তাহা দ্বিপরার্দ্ধকাল স্থায়ী। তথায় সিদ্ধেশ্বরগণ-সেবিত বিমানসকল আছে। ইহা সত্যলোক নামে প্রসিদ্ধ। সেই সত্যলোকে শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই; আছে কেবল চিত্তনিমিত্ত দুঃখ। শ্রীভগবানের ধ্যান বা বৈষ্ণবযোগ না জানায় জীবগণের যে দুরন্ত বিবিধ সংসার-দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া চিত্ত করুণায় বিগলিত হয়।

যাঁহারা উক্তপ্রকারে সত্যলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের গতি কি-প্রকার, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চাশৎ কোটী যোজন পরিমিত পৃথিবী। তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি—পৃথিবী সেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আবরণ। তাহা হইতে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহৎ জল, অনল, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহৎ—এই ছয় আবরণ বিদ্যমান। অষ্টম আবরণ প্রকৃতি। ক্রমমুক্তিভাগী পুরুষের সত্যলোক হইতে পৃথিব্যাদি আবরণসমূহ ভেদের প্রক্রিয়া এইরূপ :—লিঙ্গদেহ-দ্বারা পৃথিবীস্বরূপ হইয়া পৃথিবীর আবরণ ভেদ করেন, পরে জলরূপ ধারণ করিয়া জলীয় আবরণ অতিক্রম করেন, পরে অনলরূপ ধারণ করিয়া অনলাবরণ ভেদ করেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি কালক্রমে বায়ুমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, বায়ুমূর্ত্তি

ক্রমশঃ আকাশমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকারে আবরণসমূহ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জীবের স্থূলশরীর স্থূল পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত, আর সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত। স্থূলদেহ ত্যাগের পর ভূলোক ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে হয়। অষ্টমাবরণ প্রকৃতি পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের স্থিতি। সত্যলোক পর্য্যন্ত সাধারণ সূক্ষ্মদেহের আবেশ থাকে। সত্যলোকের ঊর্দ্ধে অষ্টমাবরণে প্রবেশসময়ে ইহা অন্যবিধ হয়।

আবরণসমূহে যে সূক্ষ্মদেহাবশেষ থাকে, তাহাতে দেবদুর্ল্লভ প্রচুর সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু পরমাত্মানুভব-সুখ ইহা হইতেও অধিক। এই নিমিত্ত ক্রমমুক্তিভাগী ঐ সকল বিষয়-সুখে আবিষ্ট না হইয়া ভোগ ও ভোগসাধন-বিশেষ সূক্ষ্মদেহাবেশও ক্রমশঃ পরিত্যাগ করেন। অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্রমমুক্তিভাগী বিভিন্ন লোকে বিবিধ সুখ ভোগ করিলেও তাঁহাদের সেইসকল দেহ কর্ম্মাধীন নহে ; তাঁহারা সে-সকল দেহ সঙ্কল্পমাত্র গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারেন।

যোগী ক্রমশঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া রস, নয়নেন্দ্রিয়ে রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ, কর্ণেন্দ্রিয়ে শব্দ, কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সূক্ষ্মাবরণসমূহ অতিক্রম করেন। অতঃপর সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয়স্থান মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারাবরণ প্রাপ্ত হন। পরে গমনক্রমে অহঙ্কারের সহিত মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর গুণসকলের লয়স্থান অষ্টমাবরণ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হন। প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া, প্রাকৃতিক সম্বন্ধ পরিহারপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ গমন করেন। এই স্থানে সূক্ষ্মদেহোপাধি লয়প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে এই প্রকারে উপাধিসমূহ-পরিমুক্ত হইয়া যোগীপুরুষ শান্ত আনন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

যোগমিশ্রা ভক্তিতে সাধকের ভক্তি বা পরতত্ত্বের আশ্রয়ের বিচারের তারতম্যানুসারে নির্ব্বিশেষগতি অথবা ভাগবদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যোগী সাধক যে-স্থলে যোগকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তিকে যোগফল-সাধনের সহায়মাত্ররূপে গ্রহণ করেন, সে-স্থলে যোগিপুরুষ সিদ্ধিকালে পরতত্ত্বের অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বের সবিশেষতা উপলব্ধি করিয়াও সেই পরতত্ত্বে অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বে নির্ব্বাণরূপ নির্ব্বিশেষগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপরপক্ষে ভক্তিকে প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়াও যোগমার্গে রুচিহেতু সাধনকালে যোগমার্গকে অবলম্বন করিলেও পরিশেষে ভক্তির উপাদেয়ত্ব এবং পরতত্ত্বের পরমাদ্ভুত চিদ্বৈচিত্র্য ও পরমানন্দময়তাদি গুণে আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য যদি

সাধক লাভ করেন, তবে তিনি যোগের পরিপূর্ণ ফল লাভ করিয়াও তাহাকে বহুমানন না করিয়া সৌভাগ্যের অনুপাতে কেহ কেহ শান্তরতিতে অথবা পরতত্ত্বে মমতাধিক্যবশতঃ সৌভাগ্যাশয্যক্রমে কেহ কেহ দাস্যাদি রতিতে শ্রীভগবৎসেবা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

প্রাচীন আচার্য্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপদেশ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের প্রারম্ভে মহর্ষি মনুপুত্র প্রিয়ব্রত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহাজ্ঞানি-প্রিয়ব্রতের রাজ্যভোগ এবং পুনরায় তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি অদ্ভুত চরিত্রকথা শ্রবণমুখে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রিয়ব্রতের জীবনে প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠা, পরে রাজ্যভোগ এবং তৎপশ্চাৎ বিষয়াশক্তি ত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—যাঁহার পদছায়ায় বিষয়াশক্তি দূর হয় সেই ভগবৎভক্তের কিরূপে সংসারে আসক্তি হইতে পারে ?

মহারাজ পরীক্ষিতের পরিপ্রশ্নে শ্রীল শুকদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতের (১।২।৬) পুরাতন পাঠের কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি করিলেন যে, 'ভগবদ্ভক্তি অপ্রতিহতা', সুতরাং আত্মপ্রসন্নকারী অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না। প্রিয়ব্রত জীবনের প্রথমভাগে মহর্ষি নারদের সঙ্গসান্নিধ্যে তাঁহার কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অনিত্য রাজ্যভোগাদি গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু পিতা সায়ম্ভুব মনু প্রিয়ব্রতের মহৎ চরিত্রকে সমাজ জীবনের আদর্শ চরিত্ররূপে প্রকাশ করিবার অভিলাষে নিবৃত্তিমার্গে গমনোদ্যত প্রিয়ব্রতকে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের যথাযথ আশ্রমোচিত শিক্ষা দর্শাইয়াছেন। কোন পুত্র যদি বিবাহাদি বিষয়ভোগ করিতে না চাহেন তবে পিতামাতা তাহাকে কতটুকু বিষয় সুখভোগের পরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারেন ? কিন্তু পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহী নাতির নিকট বিষয় সুখের মনোহর ব্যাখ্যা করিয়া উপযুক্ত যত্ন করিতে পারেন। প্রিয়ব্রতের ক্ষেত্রেও প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। মনুর কথায় আত্মজ্ঞানি প্রিয়ব্রত প্রবৃত্তি-মার্গে আসিতে অস্বীকার করিলে মনুপুত্রকে নিবৃত্তিমার্গ আপাতঃ ত্যাগের

উপদেশ করিবার জন্য ভগবদ্ভক্তি-রসে চতুর লোকপিতা জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার শরণাগত হন।

মনুকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আকাশমার্গে তারকাবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সাধ্য, চারণ ও মুনিগণের সংপূজিত যশোকীর্ত্তনে মুখরিত ব্রহ্মা গন্ধমাদনের পর্ব্বত গুহায় যথায় নারদ প্রিয়ব্রতকে উপদেশ করিতেছিলেন তথায় মনুসহ অবতীর্ণ হইলেন। দেবর্ষি নারদ হংসযান দেখিয়াই তাঁহার পিতা ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মার আগমন বুঝিয়াছিলেন। অতএব শীঘ্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া মনু ও প্রিয়ব্রতের সহিত হাতজোড় করিয়া ব্রহ্মাকে পূজারসহিত স্তব করিয়াছিলেন। নারদ-কর্ত্তৃক ব্রহ্মার সর্ব্বোৎকৃষ্টতার বিষয় গুণগান ও যশোরাশি শ্রবণ করিয়া প্রিয়ব্রতকে আদিপুরুষ ব্রহ্মা প্রসন্নহাস্যাবলোকনে বলিতে লাগিলেন।—

ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা কহিলেন,—'হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি নিজে, রুদ্র, তোমার জনক এবং তোমার এই গুরুদেব দেবর্ষি নারদ আমরা সকলেই অস্বতন্ত্র হইয়া যে পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি, সেই অক্ষজজ্ঞানের অবিষয় শ্রীভগবানকে দোষারোপের দ্বারা দর্শন করা তোমার কখনই উচিৎ হয় না। আমি তোমাকে এই সত্যটী বলিলাম, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। কোনও জীবই তপস্যা, জ্ঞান, উদ্যম, যোগপ্রভাব, সামাদিবুদ্ধিবল, অর্থ, ধর্ম্ম কিংবা অপর বলবান্ বস্তুর আশ্রয় অথবা নিজশক্তিদ্বারা সেই পরমেশ্বরের কৃতকার্য্যের অন্যথা বিধান করিতে সমর্থ নহেন। জীবসমূহ জন্ম, বিনাশ, শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখ—এই সকলের জন্য কর্ম্ম করিতে সর্ব্বদাই ঈশ্বরদত্ত দেহ সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, বলিবর্দাদি চতুষ্পদ প্রাণীসকল নাসিকায় রজ্জুদ্বারা সংবদ্ধ হইয়া যেরূপ দ্বিপদ মনুষ্যগণের ইচ্ছাধীনে তাহাদের জন্যই কর্ম্ম করে; তদ্রূপ আমরাও ভগবানের বাক্যরূপ বেদলক্ষণারজ্জুতে সত্ত্বাদিগুণ, তত্তদ্ গুণভেদে স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি নামরূপ গ্রন্থিদ্বারা সুদৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হই। হে প্রিয়ব্রত! কর্ম্মফলপ্রদাতা ভগবান্ গুণানুরূপ কর্ম্মহেতু যে যে দেব তির্য্যগাদি শরীর প্রদান করিয়াছেন, তত্তৎ দেহ স্বীকার করিয়া, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত অন্ধগণের ন্যায়, আমরাও প্রযোজক কর্ত্তা ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। যেরূপ মনুষ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে, তদ্রূপ আত্মবিৎ পুরুষও কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিরহিত হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল

প্রাক্তনকর্ম্মোপস্থাপিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু যে গুণকর্ম্ম ও বাসনার দ্বারা দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে, তিনি সেই সকল ভজনা করেন না। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধ্যেন্দ্রিয় পঞ্চক—এই ছয় রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যে-ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যিনি পরমাত্মাতে রতিবিশিষ্ট, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম আর কি অপকার সাধন করিবে? যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়্রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ পরাজিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ভিন্ন অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোনও স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষসমূহকে জয় করিয়া থাকেন। পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মকোষদুর্গ আশ্রয় করিয়া তুমি ষড়্-রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ। অতএব এখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া স্বপ্রভুদত্ত প্রচুর ভগবদ্‌ভোগ্যবশেষের সেবা কর; পশ্চাৎ পুত্রকলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।'

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পরমভক্ত প্রিয়ব্রত স্বীয় অল্পজ্ঞতাহেতু ত্রিভুবন-গুরু ব্রহ্মার অনুজ্ঞা—'আপনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহাই করিব'—এইরূপ অতি আদরের সহিত অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন।

তাহার পর মনুকর্ত্তৃক যথাবিধি সম্পূজিত হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মাও প্রিয়ব্রত এবং নারদের সমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া বাক্য ও মনের অগোচর স্বধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মা মনে করিয়াছিলেন যে, প্রিয়ব্রত যোগভ্রষ্ট হইল এবং নারদের শিষ্যনাশ হইল, সুতরাং তাঁহারা দুইজন ব্রহ্মার প্রস্থানসময়ে তাঁহার প্রতি কুটিলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। প্রিয়ব্রত ও নারদ উভয়েই অবিষম তথা অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'নিবৃত্ত প্রিয়ব্রতকে পুনরায় প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইলাম'—এই ভাবিয়া ব্রহ্মা বিষণ্ণ হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধান্তর্গত ব্রহ্মা, মনু, নারদ ও প্রিয়ব্রতের এই প্রসঙ্গ পাশাপাশি দুইটী সার শিক্ষা দেয়, একটী—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে প্রবৃত্তিমার্গে গমনোদ্যত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম স্বীকার না করিয়া বনে গমন করিলে ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা উৎপাতের সৃষ্টি। তাহাতে বনচারীর অবৈধ সংসার-

পত্তনে অপরাপর সাধুসন্তের প্রতিও সমাজের ভ্রম দর্শনের সুযোগ। পক্ষান্তরে 'সুপথ দুর্গম'—নীতিকে পরিহার করিয়া শীঘ্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার উৎকট চেষ্টায় বনচারীর পথে জ্ঞান-কর্ম্ম দুই প্রতারক ও কাম-ক্রোধাদি বাটপার-কর্ত্তৃক নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, রিক্ত ও কলঙ্কিত হইয়া পথভ্রষ্টা গুরুর প্রতি গুর্ব্ববজ্ঞার বাতায়ন সৃষ্টির দৃঢ়তর প্রযত্ন। গোঁয়ার শিষ্যাভিমানির প্রতি যেমন সদ্‌গুরুর উপদেশ আসিতে পারে না ; তেমন, গোঁয়ার গুরুব্রুবের প্রতিও শিষ্য তাঁহার হৃদয়কে উন্মুক্ত করিতে পারেন না। আর যেখানে গুরু ও শিষ্য উভয়েই গোঁয়ার, সেখানে আত্মধর্ম্মের কোন কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে পারে না। 'দেখিব না', 'শুনিব না' ও 'বলিব না'—হনুমানের তিন প্রতিজ্ঞার উহা উপযুক্ত স্থান।

শ্রীশুকদেবের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কথায়, ব্রহ্মার নিকট প্রিয়ব্রত 'পরমভক্ত' ও 'স্বীয় অল্পজ্ঞতাভিমানি', 'প্রেমের স্বভাব ইহা, প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে, কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥' বিচারে 'আপনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহাই করিব'—এইরূপ বাক্যে সমর্পিত প্রাণ ও বিনম্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রের আদর্শ প্রস্তুতকারক—জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার উপদেশ প্রাক্কালে, 'আমি তোমাকে এই সত্যটী বলিলাম, (তথাপি তুমি) অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর', অংশটীতে শ্রুতবিষয় বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ। প্রিয়ব্রতের প্রতি ব্রহ্মার এই বাক্যে মনে হয়, 'গুরুর আদেশ অবিচারে পালন করিবে'—ইহা কোন সদ্‌গুরুর উপদেশ নহে। ব্রহ্মার সেই নীতির অনুসরণেই যেরূপ প্রহ্লাদ ও যদু পিতার, ভরত মাতার, বলি গুরুর, বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও বিপ্রপত্নীগণ পতির আদেশ ত্যাগ করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রিয়ব্রতও মানবসমাজের আদর্শ-রূপকার পিতা মনুর ইচ্ছায় ও জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার নির্দ্দেশে গুরু নারদের উপদেশ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন।

মনুর আদর্শে প্রবৃত্তিতে রুচি জীবগণের স্বাভাবিক ও হেয়, কিন্তু নিবৃত্তিতেই মহাফল ও উপাদেয়। তাই নিবৃত্তির জন্য সাধনার প্রয়োজন শ্রেয়ঃ নির্দ্ধারণে সমর্থ আত্মকল্যাণকামী সকল তত্ত্বদর্শীগণকর্ত্তৃক নিবৃত্তিই প্রশংসার্হ। 'নিবৃত্ত প্রিয়ব্রতকে পুনরায় প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইলাম'—পরদুঃখকাতর মহানুভব ব্রহ্মার বিষণ্ণতা, এ-অধ্যায়ের দ্বিতীয় সার শিক্ষা। অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের পাত্রানুসারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপদেশ দুইই ত্যাগ ও গ্রহণীয়।

—শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী

'যত মত তত পথ' ঠিক কি ?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪৪১ পৃষ্ঠার পর]

সদাশিব বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত। অনেকে আবার সদাশিব এবং বিষ্ণুর মধ্যে ভেদ কল্পনা করেন। তাহারা মনে করেন, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র যাহার কার্য্য সেইমূল তত্ত্বের নাম সদাশিব, তিনিই পরমেশ্বর।" কৈবল্যোপনিষদে উক্ত আছে—"সন্ন্যাসাশ্রমী সকল ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া বিরজ বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মমধ্যে শিবদ, বিশোক, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি শ্রীসদাশিবকে চিন্তা করিবেন। তিনি আদিমধ্যান্তহীন, অদ্বিতীয়, বিভু, চিদানন্দ, অরূপ, অদ্ভুত, উমাসহায়, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত সেই প্রভু পরমেশ্বরকে মুনিগণ ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের সাক্ষী ও মায়াতীত। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অক্ষর, স্বরাট্ পরমেশ্বর। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কাল, অগ্নি, চন্দ্র। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই। তিনি সনাতন, তাঁহাকে অবগত হইলে জীব বিমুক্তি লাভ করেন। মুক্তির আর অন্য কোন পথ নাই।" "ব্রহ্মাবিষ্ণুরুপেন্দ্রস্তে সর্ব্বে প্রসূয়ন্তে" এই শ্রুতিবাক্যেও সদাশিবের পরমেশ্বরতা পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রে সদাশিব-শব্দে বিষ্ণুই বোধিত হন, যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বদোষশূন্য ও সর্ব্বমঙ্গলাত্মক। তাই স্মৃতিতে বলা হইয়াছে,—

এবং প্রকারমমলং নিত্যমব্যাখ্যমক্ষয়ম্।
সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্॥

অর্থাৎ "বিষ্ণুনামক পরমতত্ত্ব নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাখ্যানাযোগ্য, অক্ষয়, সমস্তহেয়বর্জ্জিত।"

এই প্রসঙ্গে সুবালোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্য যস্য পৃথিবী শরীরম্। স এব সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ। অর্থাৎ শরীরমধ্যস্থ হৃদয়াকাশে যিনি নিহিত আছেন, তিনি অজ, অদ্বিতীয় এবং নিত্য, পৃথিবী তাঁহার শরীর। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপ, দিব্যদেব নারায়ণ।"

নারায়ণোপনিষদেও উপরোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেতেতি নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে অর্থাৎ

পুরুষোত্তম নারায়ণই প্রজাসৃষ্টির কামনা করিলেন। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন।"

শ্রুতির অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"একো হ বৈ দেবো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ। একো হ বৈ দেবো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ। তত্র এতে ব্যজায়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভাগ্নিযমবরুণরুদ্রেন্দ্রাঃ।" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক দেবতা নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা ঈশান ছিলেন না। তিনি মুনি হইয়া চিন্তা করিলেন। তাঁহার সেই সঙ্কল্পাত্মক আলোচনা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ উৎপন্ন হইলেন।"

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদ ও নারায়ণীয়ও আলোচনা করিলে সদাশিব শব্দ নারায়ণশব্দের সহিত সামানাধিকরণ হয়। নারায়ণশব্দ লক্ষ্মীপতিরই সংজ্ঞা। কারণ, সংজ্ঞাতেই ণত্বের বিধান। তাই ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বপদস্থ নিমিত্তের পর ন ণ হয়, সংজ্ঞার্থে, গ আর ব্যবধানে হয় না। নারায়ণই উহার দৃষ্টান্ত, গ কার ব্যবধান থাকায় ঋগয়নের ণত্ব হইল না।" অতএব বিষ্ণুই সদাশিব শব্দে বোধিত হইয়াছেন।

কৈবল্যোপনিষদে উক্ত উমাসহায়, ত্রিলোচন ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শব্দসকল বিষ্ণুতে কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে?' তাহার উত্তরে বিশ্বকোষ বলিয়াছেন, "উমা শব্দের কীর্ত্তি এবং আরও অনেক অর্থ রহিয়াছে। উমাসহায় শব্দের অর্থ কীর্ত্তি প্রভৃতি হইয়াছেন সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সহায় যাঁর। ত্রিলোচন—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ক তিনটী জ্ঞান হইয়াছে নেত্র যাহার অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ। নীলকণ্ঠ—ইন্দ্রনীলমণিময় হারবিশিষ্ট।" অতএব কৈবল্যোপনিষদে উক্ত সদাশিবই বিষ্ণু সিদ্ধান্তিত হইল।

অনেকে "ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সর্ব্বে প্রসূয়ন্তে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতির উৎপত্তি হয়" এই বাক্যানুসারে বিষ্ণুর উৎপত্তি স্বীকার করেন। উৎপত্তির মূল তাৎপর্য্য বিভিন্ন শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গর্ভোদকশায়ী পুরুষ হইতে গুণাবতারত্রয়ের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা জীব বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্মাধীন উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত", "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্ অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হন", "অজায়মানো বহুধা বিজায়ত অর্থাৎ যিনি অজায়মান হইয়াও বহুধা জন্মগ্রহণ করেন" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে বিষ্ণুর

কর্ম্মাধীন উৎপত্তি নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু স্বসৃষ্ট বিশ্ব পালনার্থে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই বিভিন্ন পুরাণে ব্রহ্মাদির বশ্যতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্বন্ধে তাহা কোথাও বলা হয় নাই।

সুবালোপনিষদ আলোচনা করিলে সকল বিষয় আরও স্পষ্ট অনুধাবন করা যাইবে। সুবালোপনিষদে বলিয়াছেন, তমঃ এই শব্দের অভিহিত সূক্ষ্ম শক্তি সমন্বিত পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া নিজেই সহস্রশীর্ষা পুরুষরূপে তাহাতে আবির্ভূত হন। তাঁহা হইতে ব্রহ্মা ও রুদ্রের উৎপত্তি হয়। যথা, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলে গুরু বলিলেন,—"তৎকালে স্থূল, সূক্ষ্ম বা স্থূলসূক্ষ্ম কিছুই ছিল না; কেবল তমঃ শক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম ছিলেন। তাঁহা হইতে অনভিব্যক্তগুণা প্রকৃতি ক্ষুভিত হইল। উহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাঁহা হইতে অভিব্যক্তগুণা প্রকৃতি, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে দেবতা, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি উৎপন্ন হইল। ভূতাদি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এই সমুদয়ের নাম ব্রহ্মাণ্ড। ঐ অণ্ডে ব্রহ্মা সহস্র বৎসর বাস করিলেন। পরে ঐ ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল। অধোভাগে ভূমি ও উপরে আকাশ হইল, মধ্যে সহস্রশীর্ষা বিরাট্ পুরুষ রহিলেন। তিনি অগ্রে সংহারক রুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। রুদ্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা ভীত হইলে, রুদ্র ব্রহ্মাতেই প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ব্রহ্মা মানস পুত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। উঁহারাই পরে প্রজাপতি হইলেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শোত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল। এইরূপে আকাশাদিক্রমে ভূতসকলের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার ললাট হইতে রুদ্রের আবির্ভাব হইল। ঐ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে ঋগাদি বেদসকল উৎপন্ন হইল।"

উপরোক্ত স্থলে দেখা যায়, পরমদেবতা ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র কারণ। বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা ও রুদ্রের উৎপত্তি। রুদ্র হইতে ব্রহ্মার ভয়ও কথিত হইয়াছে। বিষ্ণু চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য দেবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভাবকেই জন্ম বলা হয়। ত্রিমূর্ত্তি মধ্যে বিষ্ণু যে সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর, ইহা প্রমাণিত হইল। বিষ্ণু দেবতা হইয়াও 'বিশেষ দেবতা'।

অতএব সমগ্র প্রবন্ধটী আলোচনা করিয়া প্রমাণিত হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মা, কালী, শিবাদি দেবদেবীগণ তাঁহার দাস ও দাসী।

দেবদেবীগণ ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবের মধ্যে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকল দেবদেবীর সমত্বজ্ঞান পাষণ্ডতারই নিদর্শন। নিজ নিজ রুচ্যানুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিলে কখনও সকলের একই স্থানে গতি হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকল দেবদেবীগণের মূল। তাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনাদ্বারাই সকল দেবতার অর্চ্চন করা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সবার্চ্চনমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

"তরুমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা সকল তৃপ্ত হয়। প্রাণ সন্তুষ্ট ও সকল ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণোপাসনাদ্বারাই সকল দেবতার পূজা হয়। পৃথক পূজা নিষ্ফল।"

এই প্রসঙ্গে আবার করভাজন ঋষির নিমি মহারাজের প্রতি উক্তি,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

"হে মহারাজ! যিনি সর্ব্বভাবের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করত সর্ব্বদা শরণ্য যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত থাকেন।" এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীব পার্থিব জগতের সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন। উদাহরণস্বরূপে "কোন কোটিপতি ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে লাখ টাকা দান করিলেন এবং লাখ টাকার মালিক হইয়া তিনি আবার অপর এক ব্যক্তিকে পাঁচশত টাকা ঋণ দিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি যদি নিষ্কপটভাবে প্রথম ব্যক্তির অধীনে চাকরি করেন, তবে তাহার পাঁচশত টাকার ঋণ আর থাকে না। সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণকে তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সামান্য কিছু দিয়াছেন এবং তাঁহারাও জীবগণকে তাঁহাদের সামান্য ভাণ্ডার হইতে কিছু ঋণ দিয়াছেন। জীব যদি নিষ্কপটভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তবে নিশ্চয়ই দেবগণের ঋণ তাহার শোধ হইয়া যায়।" তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি হইয়া যাহারা অন্য দেবদেবীর পূজা করেন, তাহারা অতিমূর্খ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ ॥
(ভাঃ ৬।৯।২১)

"কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয় লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত, তাঁহাকে ছাড়িয়া শুভকর্ম্মাদি ও তত্তদ্বুদ্ধিষ্ট কোন দেবতাকে যে আশ্রয় করে, সে মূঢ়। সমুদ্র পার হইবার জন্য যাহারা কুকুরের লেজ ধরে, তাহাও তদ্রূপ।"

অতএব, "যত মত তত পথ" পন্থীদের এবং তাহাদের অনুগামীদের নিকট আমার নিবেদন, তাহারা যেন সর্ব্বোতভাবে 'যত মত তত পথ' এই ভ্রান্তমত পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। কারণ স্বয়ং অবতারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে কলিহত জীবগণকে কৃষ্ণনাম-সুধা পান করাইয়া গিয়াছেন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনই ভবসমুদ্র পার হইবার তরণী সদৃশ—তাহাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ তুরা সহরস্থ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে গত ৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৬।৮।৮৬) শনিবার হইতে ২রা ভাদ্র (ইং ১৯।৮।৮৬) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা এবং ১০ই ভাদ্র (ইং ২৭।৮।৮৬) শনিবার হইতে ১২ই ভাদ্র (ইং ২৯।৮।৮৬) সোমবার পর্য্যন্ত তিনদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহামহোৎসবে ব্রহ্মচারিগণের উৎসাহ-উদ্দীপনায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের হিন্দোললীলাকে কেন্দ্র করে সাধারণের মনাকর্ষী সাজসজ্জায় সুশোভিত বিভিন্ন মনোরম প্রদর্শনীসহ ঝুলনযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গত ৫ই ভাদ্র ১৩৯৩; ইং ২২।৮।৮৬ শুক্রবার কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শিলিগুড়ি, কোচবিহার ও বাসুগাঁও মঠাদি হইয়া ২৫শে আগষ্ট অপরাহ্ন বেলা ২ ঘটিকায় শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে পূজনীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহীভক্তগণ সমভিব্যাহারে কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয় করিলে ঘোর তমিস্রান্তে প্রাণ-সূর্য্য-প্রকাশে মহানন্দ-প্লাবনে প্লাবিত শ্রীমঠ খোল-করতাল, কাঁসর-ঘণ্টা, শঙ্খ ও হুলুধ্বনি মুখরিত হয়। দীর্ঘক্ষণ

পূজা, আরতি এবং সংকীর্ত্তনান্তে মঠস্থ সেবকবৃন্দ এবং উপস্থিত ভাগ্যবান্ সুধী-সজ্জনবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনান্তে চরণামৃত গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। অতঃপর সংকীর্ত্তন-সহযোগে তাঁহাকে তাঁহার ভজন-কুটীরে লইয়া যাওয়া হয়।

পরদিবস শ্রীকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী-তিথির আগমনে শ্রীমঠে এক অভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধানন্দবিধুর পরিবেশ রচিত হয়। পবিত্র এ-দিবস কৃষ্ণভক্ত্যুন্মুখ জীবমাত্রেরই চির আকাঙ্ক্ষিত। শ্রীল গুরু-মহারাজ উক্ত দিবসে নির্জ্জলা উপবাস-ব্রতাচরণ, সনাতন ধর্ম্মীয় (শ্রীকৃষ্ণলীলা-গৌরলীলা) প্রদর্শনীর উদ্বোধন, বিরাট্ ধর্ম্মসভা পরিচালনা এবং দর্শনাকাঙ্ক্ষী সুধীসজ্জন ও মাতৃমণ্ডলীকে দর্শন দান করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য শক্তিপ্রভাবে ঘোরতমসাচ্ছন্ন প্রদেশেও অচিন্ত্যনীয় প্রাণের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল, গম্ভীর, উদার ও চিদানন্দদীপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার প্রভাবে ঘোরতর প্রতিকূল প্রশাসনেও শৈথিল্য, প্রতিদিবস (২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে আগষ্ট) পঞ্চসহস্রাধিক শ্রোতার আগমন এবং রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে অবস্থান সম্ভব হয়।

দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমঠে মাইকযোগে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন এবং হরিকথা প্রচারিত হয়। প্রতিদিবস মঙ্গলারতি দর্শন, তুলসী পরিক্রমায় যোগদান, হরিকথা শ্রবণ, পরমপূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দকে দর্শন এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া অসংখ্য ভক্তবৃন্দ ধন্য হন।

এইবার শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, পূজ্যপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ গোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী প্রভু এবং অনুক্ত অনেকে তাঁহার দুর্ল্লভ সাহচর্য্য লাভ করিয়া ধন্য হন।

প্রথম দিবস অর্থাৎ ২৭শে আগষ্ট শ্রীল আচার্য্যদেব বিশাল জনাকীর্ণ সভায় উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি এবং হুলুধ্বনিতে মুখরিত হয়। তাঁহাকে এবং অপর বৈষ্ণবমণ্ডলীকে মাল্যচন্দন দান করা হইলে সভার কার্য্য শুরু হয়। অপসম্প্রদায় দুষ্ট এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন পর্ব্বতাকীর্ণ তুরা নগরীতে জনগণের ভক্তিপথ নিষ্কণ্টক করত কৃপাপ্রদর্শন মানসে "Lord Shri krishna and Avatarbad"—আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। তাঁহার বচনমাধুর্য্যে মুগ্ধ

শ্রোতৃমণ্ডলী প্রাণারাম হরিকথা শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর পরমানন্দ লাভ করেন। জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্বের উপর আলোকপাত করত প্রকৃতিবাদীর ভ্রান্ত ধারণার নিন্দা করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তির মাধ্যমে সেশ্বর ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। অতঃপর ভারতীয় দর্শনের ক্রমপর্য্যায়গুলির মূল সুর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাত্ম ভারতে বিভিন্ন মতাবলম্বী জনগণের ("মগ-হূণ দল পাঠান মুগল···") সহাবস্থান এবং অহিংস ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতির ধারাকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। বৈচিত্র্যময় অধ্যাত্ম ভারত ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পরিচালিত। এই ভারত ভাবীকালের পথ প্রদর্শক—ইহা তিনি দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে, আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়াবেগে প্রচার করিতে গিয়া অসংখ্য দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিকের সুসূক্ষ্ম যুক্তি ও বিচারধারার অবতারণা করেন। তাহা সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন।

অতঃপর শ্রীশঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করত প্রেমময় শ্রীভগবানের অনন্ত রূপ-গুণ ও লীলামাধুরী ব্যাখ্যা এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। অবতার সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের অবতারবাদের সপক্ষে শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং জীবের অবতারত্বের দাবীর নিন্দা করেন। তিনি প্রমাণ করেন,—উহা জীবের বিকৃত স্বভাবে পরিলক্ষিতব্য। অবতার লইয়া বিভ্রান্তি দূরীকরণ-মানসে তিনি শাস্ত্রদৃষ্টে শ্রীভগবানের অসংখ্য নাম-রূপ-গুণ-লীলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন,—এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ শিরোমণি।

এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিশেষ মাননীয় অতিথিবৃন্দের মধ্যে শ্রীনিমচাঁদ শর্ম্মা, শ্রীচিংজাং সাংমা (প্রাক্তন এম. এল. এ.) এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ। সভাশেষে শ্রীরামলীলা কীর্ত্তন করেন শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী। অতঃপর রূপালী পর্দায় ভারতের তীর্থসমূহ প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় "Lord Shri Chaitanya and His Philosophy." পূর্ব্বদিবসের অভিজ্ঞতার আলোকে অভিস্নাত জনগণের প্রচারে হয়ত দ্বিতীয় দিবসের সভা প্রভাবিত হয়। উক্ত দিবসে শ্রদ্ধেয় মহারাজগণও সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় তুরা গভর্নমেণ্ট কলেজের দর্শন বিভাগের Professor Shri K. P. Chowdhury তাঁহার ভাষণে ভারতীয় দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রভাব সুন্দর-ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের স্নেহভাজন হন।

শ্রীল গুরু-মহারাজ পূর্ব্বদিবসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব যে মূল অবতারী, তাহা শাস্ত্রীয় authentic যুক্তি ও শ্লোকের মাধ্যমে প্রমাণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি বিতরণরূপ মহাবদান্যাবদানকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগমার্গের অসারতা এবং প্রেমভক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শন করত "আপনি আচরি" বিপ্রলম্ভভাবে আত্মীয়জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন যে সাধন-শিরোমণি তাহা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের অন্তর্ম্মল দূর করেন। সভাশেষে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, রামায়ণ গান এবং পর্দায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। সভা বৈকাল ৭ ঘটিকা হইতে রাত্র ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

২৯শে আগষ্টের সভাও বৈচিত্র্যময় ও হৃদয়স্পন্দনশীল গুণমাধুর্য্যে ভরপুর ছিল। এ-দিবসের সন্ধ্যা সমাগমে ব্রহ্মচারিবৃন্দের হরিকথা কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ফলে উপস্থিত শ্রদ্ধালু জনগণের অপ্রাকৃত শাস্ত্রে দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

স্থানীয় শ্রদ্ধালু সুধীবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহাদের বাসভবনে অবস্থান ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলবিধান করেন। ৩০শে আগষ্ট পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশঙ্করলাল ঝুনঝুনওয়ালা মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তথায় বিকাল ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন এবং হরিকথা প্রচারান্তে ঐ দিবস ট্যাক্সিযোগে বৈকাল ৪ ঘটিকায় বিশেষ গণ্যমান্য শ্রীকিশোরীলাল জাজোডিয়া মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তথায় শুভবিজয় করিলে, সপরিবার শ্রীজাজোডিয়া দম্পতি শ্রীল আচার্য্যদেবের পূজারতি করত তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাধন্য হন। স্থানীয় তুরা ইংরাজী উচ্চবিদ্যালয় এবং হিন্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনেক বিদ্বান্, পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি-প্রশ্নে সহায়ক হন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্যাসদেব-প্রণীত শাস্ত্রাদির মহিমা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। অতঃপর অন্যান্য অবতার তথা শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া গোঁড়া রামভক্তবৃন্দের অন্তরেও কৃষ্ণভক্তির বীজ রোপণ করিবার দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

পরদিবস শুভ একাদশী তিথি। সকালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন এবং কুশল বিনিময় সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর বিশেষ সম্মানীয় শ্রীযতীন চন্দ্র চন্দ্র মহাশয় এবং তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধালু সহধর্ম্মিণীর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ৩১শে আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ণ হইতে পরদিবস বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, বৈষ্ণবসেবা সুযোগ দান এবং স্নেহ বিনিময়ান্তে বিশেষ সম্মানিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বাটীতে এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়া সপরিবারকে সেবাসুযোগ দান করেন। ঐ দিবস বৈকাল ৭ ঘটিকায় শ্রীসন্তোষ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে তিনি স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর তথায় রামলীলা কীর্ত্তন হয়।

২রা আগষ্ট শ্রীমিহির কান্তি ঘোষ মহাশয়ের পরিবারের বিশেষ আকর্ষণে কৃপাপরবশ তথায় উপস্থিত হইয়া বিকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং রাত্রি-যাপন করিয়া তাঁহাদের সুকৃতি সঞ্চয়ের সুযোগ দান করেন। ৩।৮।৮৬ তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় তথা হইতে শ্রীসুবল চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের বাটীতে পদার্পণ করেন। ঐদিন ১০ ঘটিকায় শ্রীসমিতির অনুগত শ্রীসুবল চন্দ্র দাসাধিকারী (শ্রীসুবল চন্দ্র দেব, কণ্ট্রাকটর) মহাশয় সপরিবারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-পরিচর্য্যার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। তথায় মধ্যাহ্ন ভোগারতি, হরিসংকীর্ত্তন, এবং শ্রীল গুরুমহারাজের ভাগবত পাঠানুষ্ঠানান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হয়।

অসীম ধৈর্য্যসহকারে প্রতিটি অনর্থগ্রস্থ জীবের সমস্যা দূরীকরণ-মানসে অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কখনও বিপুল জনতার মাঝে এবং কখনও একান্তে বা স্বল্প জনসমাগমে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বৈশিষ্ট্যদ্বারা শৈলসৌন্দর্য্য-শালিনী তুরাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অপ্রাকৃত বিজয়স্তম্ভ রচনা করিয়া বিগত ৪ঠা আগষ্ট গঙ্গাবিধৌত কলিকাতার আহ্বানে প্রত্যাগমন করিলে ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিরহকাতর ও ভারাক্রান্ত হয়।

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ !

আগামী ১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল (ইং ৩।১২।৮৬) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদি-মুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৬ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

দর্শনীয় তীর্থস্থান ঃ—

বালেশ্বর (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, রেমুনা), ভুবনেশ্বর, কূর্ম্মাচলম্, সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), মঙ্গলগিরি (পানানৃসিংহ), মাদ্রাজ, পক্ষীতীর্থ, মহাবলীপুরম্, পণ্ডিচেরী, চিদাম্বরম্ (নটরাজ), কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর), ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গনাথ), মাদুরাই (মিনাক্ষীদেবী), রামেশ্বরম্, ত্রিচুন্দুর, সুচিন্দ্রম্, কন্যাকুমারী, ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী, শ্রীশিবকাঞ্চী, তিরুপতি বালাজী, রাজমন্ত্রী, কভুর, শ্রীপুরীধাম, সাক্ষীগোপাল, কোণারক, নন্দনকানন প্রভৃতি।

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—যাত্রীগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ, একবেলা জলযোগ ও বাস ভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ১২৭৫ টাকা এবং সম্মুখের ২৫টি আসনের জন্য ১৩৭৫ টাকা দিতে হইবে। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ৫০৫ টাকা আগামী ১২ই আশ্বিন, ইং ৩।১০।৮৬ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হইবে। বাকী টাকা যাত্রার দিন অথবা তৎপূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। পরিক্রমায় আনুমানিক ২২/২৩ দিন সময় লাগিবে।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৮শ বর্ষ | ১ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ, ৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৯৩, ইং ১৭।১১।৮৬ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে সপ্তদশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজা ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদি-কারণম্ ॥ (১।১৭।৫৫)

[বালক শ্রীপ্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করত গুরুর উপদেশান্তরে দৈত্য-বালকগণকে পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন,—]

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈতেয় এবং দিতিজাত্মজগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদিবশতঃ বলিতেছি না ॥ ১ ॥

২। জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বপ্রাণী জন্ম, বাল্য ও যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর অনুদিবস অব্যাহতরূপে জরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ২ ॥

৩। ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদস্মাকং ভবতাং তথা ॥ ৫৭ ॥

হে দৈত্যেশ্বরাত্মজগণ! জীবগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের ও তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩ ॥

৪। মৃতস্য পুনর্জ্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥ ৫৮ ॥

মৃতের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছে,—উপাদান বিনা উদ্ভব সম্ভব হয় না ॥ ৪ ॥

৫। গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জ্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥ ৫৯ ॥

পুনর্জ্জন্মোপপাদক গর্ভবাসাদি যাবৎ অবস্থা, তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানিবে ॥ ৫ ॥

৬। ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎ পুনঃ ॥ ৬০ ॥

মূঢ়লোক ক্ষুৎতৃষ্ণা এবং শীতাদির উপশমকে শিশুবুদ্ধিত্ব হেতু সুখ বিবেচনা করে, কিন্তু উহা দুঃখমাত্র ॥ ৬ ॥

৭। অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥ ৬১ ॥

অত্যন্ত স্তিমিতাঙ্গ (জড়ীভূতদেহ) ব্যক্তিগণ যেমন ব্যায়ামে সুখবোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞানাবৃত-চক্ষু কামিলোক-সকলের পক্ষে, প্রহারও (প্রণয়-কুপিত কামিনীদিগের নূপুর-রণৎকারযুক্ত চরণাঘাত) সুখবৎ প্রতীত হয়; কিন্তু ইহা ভ্রান্তিবিশেষ ॥ ৭ ॥

৮-৯। ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তি শোভা সৌরভ্য-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥ ৬২ ॥

মাংসাঽসৃক্-পূয়বিণ্মূত্র-স্নায়ুমজ্জাঽস্থি-সংস্থিতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভাবিতাপি সঃ ॥ ৬৩ ॥

কোথায় অশেষ শ্লেষ্মাদির মহাচয় শরীর; আর কান্তি, শোভা, সৌরভ্য, কমনীয়াদি গুণই বা কোথায়? মাংস, অসৃক্, পূয়, বিণ্মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থিনির্ম্মিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়, তাহা হইলে সে মূঢ় নরকেও প্রীতিমান্ হইবে ॥ ৮-৯ ॥

১০। অগ্নেঃ শীতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখ-কর্তৃত্বং তদ্-বিলোমস্য চেতরৈঃ ॥ ৬৪ ॥

শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধাদ্বারা অগ্নি, জল ও ভক্ত (অন্নের) সুখ-কর্তৃত্ব এবং ইতরদ্বারা তদ্বিপরীতের সুখ-হেতুত্ব হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

১১-১২। করোতি হে দৈত্যসুতা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহম্।
তাবন্মাত্রং স এবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥ ৬৫ ॥
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ ৬৬ ॥

হে দৈত্যসুতগণ! যেরূপ বিষয় গ্রহণ করা যায়, অন্তঃকরণে সেইরূপই দুঃখ হইয়া থাকে। জীবগণ যে-পরিমাণে মনের প্রিয়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে সেই পরিমাণই শোক-শঙ্কু প্রোথিত হয় ॥ ১১-১২ ॥

১৩। যদ্যদ্গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশ-দাহাপহরণং তত্র তস্যৈব তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥

লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হয়ও; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্নাশজন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। অতএব কোন বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে ॥ ১৩ ॥

১৪-১৬। জন্মন্যত্র মহদ্দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ ॥ ৬৮ ॥
গর্ভে চ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ ॥ ৬৯ ॥

তদেবমতিদুঃখানামাস্পদেহত্র ভবার্ণবে।
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্ ॥ ৭০ ॥

এই জন্মে মহাদুঃখ, ম্রিয়মাণের যম-যাতনায় উগ্র দুঃখ এবং গর্ভ-সংক্রমণেও দুঃখ আছে। গর্ভে যদি তোমাদের সুখলেশমাত্রও অনুমান হয়, তবে বল—সর্ব্ব জগৎ এইরূপ দুঃখময়। অতএব এরূপ অতি দুঃখাস্পদ ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের আশ্রয়, ইহা সত্যই বলিতেছি ॥ ১৪-১৬ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৪৫৯ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়-ধারা

ভক্তি-অনুশীলন বিধি

ভক্তিযোগ
পঞ্চবিধা বৈধীভক্তি

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে নীত করিবার জন্য বৈধভক্ত নিরন্তর যত্ন করিবেন, ইহাকেই ভক্তিযোগ বলে (১)। বৈধভক্তগণের ভগবদনুশীলনই কর্ত্তব্য। তাহা পঞ্চপ্রকার যথা :—

১। শরীরগত অনুশীলন, ২। মনোগত অনুশীলন, ৩। আত্মগত অনুশীলন, ৪। প্রকৃতিগত অনুশীলন, ৫। সমাজগত অনুশীলন।

---

(১) সর্ব্বতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্ ॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ভাঃ ১১।৩।২৩-২৮
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ গীতা ৯।২৬

আমরা ক্রমশঃ পঞ্চপ্রকার অনুশীলনের ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শরীরগত অনুশীলনের ব্যাখ্যা করি। শরীরগত অনুশীলন সপ্তপ্রকার। বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় ইহার অন্তর্গত।

(১) সপ্তবিধ দৈহিক অনুশীলন :—

১। শ্রবণগত অনুশীলন।　২। কীর্ত্তনগত অনুশীলন।
৩। আঘ্রাণগত অনুশীলন।　৪। দর্শনগত অনুশীলন।
৫। স্পর্শগত অনুশীলন।　৬। স্বাদগত অনুশীলন।
৭। অঙ্গগত অনুশীলন (১)।

(ক) ত্রিবিধ বর্ণগত অনুশীলন

শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব-বিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বৈষ্ণবজীবনচরিত্র, বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্রশ্রবণ বলা যায়। বেদান্ততাৎপর্য্য সহকারে অবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্ব্বক যে-সকল তত্ত্বগ্রন্থ মহানুভবগণ-কর্ত্তৃক বিচরিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলন-কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী শাস্ত্রতাৎপর্য্য বোধ করিবার লিঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয়-লিঙ্গনির্দ্দিষ্ট হরিভক্তিই সর্ব্বপ্রকার বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনদ্বারা ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সেবাকালের গীতবাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করিবে।

---

(১) শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪

(খ) পঞ্চবিধ কীর্ত্তনগত অনুশীলন

কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত-মত শাস্ত্রকীর্ত্তন, নামলীলাদি কীর্ত্তন, স্তবপাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নামলীলাদি কীর্ত্তন, বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতদ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিনপ্রকার—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। মন্ত্রের স্থূলঘু উচ্চারণের নাম জপ।

(গ) আঘ্রাণগত অনুশীলন

ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিবে। অনর্পিত গন্ধ আঘ্রাণদ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রাগ সমৃদ্ধ হয়; তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

(ঘ) দর্শনগত অনুশীলন

শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবদ্ভক্ত দর্শন, ভগবত্তীর্থ, ভগবন্মন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্বস্মারক চিত্রাদি দর্শনদ্বারা দর্শনগত অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্ম্মুখ রূপাদি দর্শনদ্বারা বিষম বিষয়কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহা কিছু জগতে দেখা যায়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত।

(ঙ) স্পর্শগত অনুশীলন

ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শ-কার্য্য হয়। বৈধভক্তজনের কর্ত্তব্য যে, বহির্ম্মুখ শরীর বা দ্রব্যস্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবাকালে ভগবন্মূর্ত্তি-স্পর্শাহ্লাদ লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত-জন-স্পর্শ ও আলিঙ্গনদ্বারা অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। তদ্দ্বারা জীবের অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন হয়। ভক্তজন এ-বিষয়ে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন যে, যে সম্বন্ধেই হউক, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন না। কেবলমাত্র শরীর সংলগ্নকেই স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু শরীর সংলগ্নদ্বারা চিত্তে যে ইন্দ্রিয়সুখোদয় হয়, তাহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যে এই মীমাংসাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(চ) স্বাদগত অনুশীলন

স্বাদগত অনুশীলন দুইপ্রকার;—প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তজন ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু আস্বাদন করিবেন না। বহির্ম্মুখ বস্তুতে আস্বাদনবৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখতা প্রবল হইয়া পড়ে। ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তপ্রসাদ উভয়ই আস্বাদ্য ও ভক্তিবৃত্তির পুষ্টিকর।

অঙ্গগত অনুশীলন দ্বাদশপ্রকার ;—তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠানস্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণব পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত পুণ্যজলে স্নান, বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ও হরিনামাক্ষর ধারণ। 'তাণ্ডব'—অর্থে নৃত্য। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া অভ্যর্থনা করার নাম—অভ্যুত্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনের নাম—অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠানস্থান, তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। উপকরণদ্বারা ভগবৎপূজারূপ অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত গঙ্গাযমুনাদির পবিত্র জলে স্নান, আচার্য্যদত্ত তিলক-মালাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ ও শরীরে হরিনামাক্ষরাদি চন্দনদ্বারা অঙ্কন করিবে।

(ছ) অঙ্গগত অনুশীলন

এই প্রকার নানাবিধ শরীরগত ভগবদনুশীলন বৈধভক্তদিগের কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত আছে। বদ্ধজীব শরীরী; অতএব শরীর-সত্ত্বে যাহাতে শরীরের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা না ঘটে, অথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পাদন জন্য যতপ্রকার কার্য্য করিতে হয়, সেই সমুদয় ভগবদ্ভাব-মিশ্রিত হইয়া তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলনে পুষ্টি হয়, ইহার তাৎপর্য্য। এক্ষণে আমরা মনোগত অনুশীলনের আলোচনা করিব। শরীরগত সমস্ত আলোচনাতেই মনের ক্রিয়া আছে, কিন্তু মনের কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহা শরীরে ব্যক্ত না হইয়াও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্রিয়া 'মনোগত' নামে শরীর-গত-ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন করা হইয়াছে। স্মৃতি, চিন্তা, চিত্তের নম্রতা, ভাব, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানসংগ্রহ এইগুলিকে শুদ্ধ মনোগত কার্য্য স্থির করিয়া মনোগত অনুশীলনকে পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে ;—১। স্মৃতি, ২। ধ্যান, ৩। শরণাপত্তি, ৪। দাস্য, ৫। জিজ্ঞাসা।

সমস্ত দৈহিক অনুশীলনে ভক্তিমিশ্রিত করা কর্ত্তব্য

পঞ্চবিধ মানসিক অনুশীলন

স্মৃতি দুইপ্রকার ;—নামস্মৃতি ও মন্ত্রস্মৃতি। তুলসীমালায় সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা হয়, তাহার নাম—নামস্মৃতি। করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম মন্ত্রস্মৃতি (১)। স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, স্মৃতিতে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা

স্মৃতি

(১) যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ গীঃ ১৩।৬-৭

ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। **ধ্যান** ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে। শরণাপত্তিও মনোগত কার্য্যবিশেষ। **শরণাপত্তি** সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া একটী ভক্তিবিশেষ (১)। বৈধভক্তগণ ততদূর অধিকার লাভ করেন নাই, কিন্তু ভগবান্ই একমাত্র আশ্রয়, এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিই তাঁহাদের পক্ষে শরণাপত্তি। **দাস্য** তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানের ভরসা করেন না। ভগবানের দাস্য একটী মানসিক ভাব (২)। বৈধভক্তগণ রসবিশেষান্তর্গত দাস্যকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা ভক্তদিগের একটী প্রধান কার্য্য (৩)। ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসা যখন উদিত হয়, **জিজ্ঞাসা** তখন প্রথমে গুরুপাদাশ্রয়, তদনন্তর দীক্ষা ও অবশেষে ভজনপ্রক্রিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ব্যতীত বদ্ধজীবের আর কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে? ভক্তিশাস্ত্রে সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছাকে একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আত্মগত অনুশীলন ছয়প্রকার যথা :—

১। সখ্য, ২। আত্মনিবেদন, ৩। ভগবানের জন্য অখিল-চেষ্টা, ৪। প্রয়োজনমাত্র বিষয়-স্বীকার, ৫। ভগবানের জন্য নিজভোগ পরিত্যাগ, ৬। সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন।

বৈধ ভক্তগণ-সম্বন্ধে যে আত্মার পরিচয় আছে, তিনি জড়মুক্ত আত্মা নহেন; কিন্তু জড়বদ্ধ আত্মা। **বৈধভক্ত সম্পূর্ণ প্রাকৃত অহঙ্কারমুক্ত নহে** বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অহঙ্কাররহিত। বৈধ ভক্তের আত্মা জড় হইতে মুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাকৃত সম্বন্ধ

---

(১) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীঃ ১৮।৬৬

(২) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীঃ ১৮।৬৫

(৩) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীঃ ১৮।৫৫

শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই (১)। তদবস্থ আত্মা বৈধ ভক্তি-সাধনকালে আত্মাসম্বন্ধীয় একটী ভাববিশেষের আলোচনা করেন, সেই আলোচনার নামই আত্মগত ভগবদনুশীলন। আদৌ ভগবানকে অত্যন্ত প্রিয়-সখা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সখ্য রসগত-সখ্য হইতে ভিন্ন। এই সখ্যই রসগত-সখ্যের বীজস্বরূপ। ভগবানের পাদপদ্মে আত্মা সর্ব্বস্ব নিবেদন করেন। যাহা আমার আছে, সে সমুদয়ই ভগবানের প্রতি অর্পণ করিলাম মনে করিয়া নিজ রক্ষার যত্ন আর করেন না। যে সমুদয় শরীরগত ও মনোগত চেষ্টা করেন, সে সমুদয়ই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, অর্থ, সম্পত্তি, শরীর ও মন সমস্তই ভগবৎসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। সমস্ত বিষয়ই ভগবানের এবং আমার যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আমি ভগবৎসেবায় উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রসাদ-রূপ স্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্য আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ তৎকালে মনের ভাব হইয়া উঠে। ভগবানের জন্য নিজ ভোগ পরিত্যাগ করেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ যে সমস্ত সাধুবর্ত্ম স্থির করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিজে সাধ্যমত তাহার অনুবর্ত্তন করেন। **(ক্রমশঃ)**

বৈধভক্তের আত্মগত ভগবদনুশীলন

দেহ, মন ও আত্মার ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োগ

সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

১। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ গীঃ ১৮।৫২-৫৪

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৪৬৪ পৃষ্ঠার পর]

পরমেশ্বর বাস্তববস্তু, তিনি বিশ্বের পদার্থ নন। যেমন আকাশ, এর specific designation—ধারণাযোগ্য ব্যাপার নাই। এইটুকুমাত্র ধারণা হতে পারে যে, এটা অন্য জিনিষকে ধারণ করতে পারে। কিন্তু এটা ন্যূনাধিক খণ্ডিত ঘটাকাশের ধারণা; সম্পূর্ণ ভূতাকাশের ধারণা করা যায় না। তিনি এর আয়তনের ধারণা হয়ে থাকে, চার এর আয়তনকে infinity or impersonal phase বলে ছেড়ে দিই। মূলবস্তু পরমেশ্বরই বাস্তববেদ্য। মৎসর হলে special scholastic training হতে থাকে—রুচির অনুকূলে কামক্রোধের দাস্যই হয়ে যায়।

বেদ্য—যাঁকে জানা উচিত, সেটী বাস্তববস্তু হওয়া চাই। যাঁকে জানা হবে, তাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা চাই এবং তা জড়ের স্থূল সমাহৃত সূক্ষ্ম পদার্থ মাত্র নয়। Absolute বললে যাঁকে বুঝায়, সেই বস্তু। সীমাবিশিষ্ট হলে—বহির্জগতে relativity নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দিয়ে সংগ্রহ করা জিনিষকে ঈশ্বর সাজান হয়। এটা বিরুদ্ধ জিনিষ। মঙ্গলপ্রদ বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানে হেয়তা নাই। এজন্য 'শিবদ' বলেছেন, যাঁতে কামক্রোধাদির কোন হেয়ত্ব নাই অথচ ঐসকল বস্তু তাতে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা'। সেটাকে অপস্বার্থ-বিজৃম্ভিত স্থানীয় দোষপুষ্ট ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। ঘৃণ্য জুগুপ্সা-রতির বিষয় তাঁতে নাই বললে অপূর্ণকে ঈশ্বর বলে খাড়া করা হয়। তাঁকে restricted করা—তাঁর হাত পা বেঁধে ফেলা, চোখ গালা, নাক কাটা, কান বধির করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ণবস্তুর প্রতি আক্রমণ বা বিদ্বেষ। ঈশ্বরকে চিরবিদায় দিয়ে অন্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি যতকাল বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ঈশ্বর কি বস্তু জানা যায় না। তিনি আমাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী, চাকর, খাজাঞ্চী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখবিধানকারী নন। পরছিদ্রানুসন্ধানকারী বা পরপ্রশংসার কার্য্যে ব্যস্ত ব্যক্তির বিচার হতে উত্তীর্ণ হতে হবে—মানববিচারকে প্রসারিত করতে হবে। আংশিক non-absolute এর বিচার থেকে ত্রাণ পেতে হবে।

সাধু ও নির্ম্মৎসরগণের পরমধর্ম্ম ভাগবতে বেদ্য। তাঁরা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র নিয়ে ব্যস্ত নন। মানবহিতার্থি-শ্রেণী মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার নিয়ে

আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বহিতরত হওয়া দরকার। যেমন শ্বেতাম্বর দিগম্বরের বিচারে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাণিমাত্রেরই উপকার করা দরকার; কিন্তু দেহ-মনের উপকার নয়। সকলের সুখোৎপাদন করলে ভগবান্ নারাজ হবেন না। তবে 'গরু মেরে জুতো দান' এর নামে যে পরোপকার, সেটার মধ্যে মৎসরতাই বর্ত্তমান। উহা গোবধ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজনের উপকার করতে গেলে আর একজনের হিংসা হয়। কারা উপকার করতে পারে? যারা অপকার করবে না, সেই নির্ম্মৎসরগণ। কিন্তু আজকালের লোকের উপকার করলে তার প্রতিদানে অপকার করাই তাদের স্বভাব। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতেন, "আমি ত' তোমার কোন উপকার করি নাই, তবে তুমি কেন আমার অপকার করলে?" বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যে চিন্তাস্রোত —পরের উপকার করা, সেটা দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা। ঈশসেবাবর্জ্জিত প্রাণিমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।

বাস্তব সত্যের সেবানুসন্ধান পরিত্যাগ করে বাজে কাজে দিন কাটান বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অস্থায়ী বা অসতে ত' positive injury আছেই, কিন্তু সৎকর্ম্মের নামে যে পাপকার্য্য, তাতে কতকগুলি লোকের relief হলেও পাপ কতটা হল, সেটার বিচার হলে দেখা যাবে, পাপের দিকটাই তুলাদণ্ডে বেশী ওঠে। সংকীর্ণ ধারণায় চালিত হয়ে শ্রেণীবিশেষের উপকার করতে গেলে কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস—এটাকে (faulty altruism) দোষযুক্ত পরার্থিতা বলে। এর অসম্পূর্ণতা অনেক সময় ধরা যায় না, কিন্তু ভাগবতের পরমসত্য কথা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এর defect ধরিয়ে দিতে পারেন।

পরমেশ্বরের সেবা যাঁরা করেন, তাঁদের সেবা করতে হবে—তাঁদের সংস্রবেই থাকতে হবে। একতাৎপর্য্যপর হয়ে এই সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। —যাঁ হতে শুধু এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগম্য জগৎ নয়, অনন্তকোটী জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর কথা আলোচনা করা দরকার। ঈশ্বর-বিমুখ লোকের মধ্যে কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ, ক্রোধের উদয়ে লোভ-মোহাদি অশান্তিপ্রদ অবস্থার উদয় হয়। কিন্তু Harmony—প্রেম তা হতে স্বতন্ত্র জিনিষ। ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত না হলে অপরের বিদ্বেষকে প্রেমা বিচার করা হয়।

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' এটা গল্পের কথা নয়। মনগড়া ঈশ্বর তৈরী

করলাম বা (স্থূল) মতবাদ সৃষ্টি করে কতকগুলো লোকের সময় নষ্ট করলাম, তা নয়। তাঁকে সত্য সত্যই পাওয়া চাই। তিনি সেব্য, আর আমরা বশ্য। বশ্য যাঁর সেবা করে, তিনি ঈশ্বর। জড়জগতের বস্তুর বাধ্যতা স্বীকার করলে সেই জিনিষের সেবায়ই—**particular engagement**-এ দিন কাটে, বাকী সব বাদ পড়ে যায়। এই সীমার মধ্যে থেকে কি লাভ? ক'একদিন পরেই মরতে হবে। পূর্ণের সেবায় সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা দরকার। পূর্ণ কি বস্তু, তাঁর জ্ঞান হওয়া দরকার। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ-সংযুক্ত পূর্ণবস্তুর নিকট কি করে পোঁছুতে পারি, ২৪ ঘণ্টা কি করে তাঁর সেবা করতে পারি, এজন্য চিন্তা করা দরকার। যেকাল পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, পরদ্রোহ আমাদের আক্রমণ করে রাখে। যতদিন না অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আস্বাদক-আস্বাদ্যভাববিশিষ্ট না হতে পারি, ততদিন অন্যত্র চালিত হয়ে অসুবিধা ভোগ করব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশবৈমুখ্য লাভ করে কেবল অন্ধকারে হাতড়ান কথায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু ভাগবত শ্রবণ করলে ঈশ্বর সদ্যঃ সদ্যঃ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হবেন।

এই ভাগবতকথা মহামুনি নারায়ণ নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে বলেছিলেন। তিনিই আচার্য্য। পূর্ব্বজন্মে অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনিই বেদবিভাগ করেছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক বিচার ইনি নারদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। এ-সকল কথা জগতে প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা মনুষ্যের কল্পনারাজ্যের ঈশ্বরের কথা বলছি না। তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ রাখলে ছোট করা হয়। কিম্বা দয়ার মূর্ত্তি, দয়াময় প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ করলে সঙ্কীর্ণতা থাকবে, পূর্ণবস্তুর আলোচনা হবে না। অনর্থমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জিনিষের উপলব্ধি হয় না। অনর্থে থাকলে প্রয়োজন বুঝতে না পেরে অসত্যকে সত্য বলে বিচার হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনর্থ নিবৃত্ত হলেই ভগবদনুশীলন আরম্ভ হয়। যেমন জোলাপ নেবার পর ঔষধ খেলে ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তা না হলে সেটা অম্লাদিতে পরিণত হয়ে যায়। নির্ম্মিত সৌধ থাকলে তার পরিবর্ত্তন বা নূতন করে গঠনাদি করতে হবে। অনর্থযুক্তাবস্থায় এটী হজম হবে না। জনমত-সংগ্রহে বিবদমান ব্যাপারে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার মত হয়। তবে বহু সমব্যক্তির মধ্যে **autocracy** দোষাবহ। বহুজনমত-সংগ্রহ প্রয়োজন মনে করলে একের প্রস্তাব অন্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। চেতনরাজ্যে **Autocrat Despot** একমাত্র তিনি (পরমেশ্বর)। ঐগুলি এখানে অনুপাদেয়। ১৮০° ডিগ্রীকে

angle না বলে ঋজুরেখা বলা হয়। ভগবদ্ বস্তুতে কোণজভাব আছে, কিন্তু কোণসমূহ ঋজুত্ব লাভ করলে কোণজ ভাবের দোষ স্পর্শ করে না।

বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, তা হলে বাস্তবিক মঙ্গল হবে ; **man of action**—কর্ম্মবীর হলে অপর প্রবল কর্ম্মবীরদ্বারা আক্রান্ত হতে হবে। জ্ঞানপথের (Gnosticism) সাহায্যে নিজেকে খুব যুক্তিযুক্ত (rational) মনে করা বা ব্রহ্মে বিলীন করা ইত্যাদিতেও সুবিধা নাই। যাঁর জগত, তাঁর আনুগত্য বিচারেই বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য বা সাম্যের অভাব ততদিন থাকে, যতদিন না আমরা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" ॥ —এই শ্লোকের বিচার বুঝতে পারি। আমাদের পরা ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত—অক্লান্ত সেবা-কার্য্যের বিচার না এলে, পুরুষোত্তম, উরুক্রম, ত্রিবিক্রমের সেবা না করলে অভক্তির পথে থাকতে হবে ; কর্ম্মের আরাধ্য ফলাকাঙ্ক্ষা বা জ্ঞানমার্গে নিজের নিজত্ব-বিনাশ—বিচার আসবে। জ্ঞানীর বিচার খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যার ন্যায়। এ অমঙ্গলের রাস্তা থেকে মনুষ্যমাত্রকেই সাবধান করে দিতে হবে। এই রকম অদূরদর্শিতা থাকার মূল্য অন্ধকপর্দক। এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাস্তববস্তুর অনুশীলন করাই আবশ্যক।

আত্মার ধর্ম্ম ভক্তি। অনাত্মধর্ম্ম—**Self contradiction** বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যেটাকে এখন ভাল বলে, পরে সেটা নষ্ট করে ফেলে, স্থাপিত বস্তুকে সংহার করে ; কিন্তু **Chemical Laboratory**তে **analyse** করে দেখলে মনে হবে বাস্তববস্তুর নিত্যসেবা করাই আত্মধর্ম্মীর বিচার। তাঁরা প্রভু, ভোগী বা ত্যাগী হবার চেষ্টা করেন না। তাঁদের সেব্যবস্তুর নির্ণয়ে অবিবেচনা হয় না। পরমেশ্বরই সেব্য হউন। তদধীন বিশ্বের পদার্থগুলিকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে অধঃ-পতন হয়। বিশ্বপতির সঙ্গে ভৃত্যশ্রেণীর সমত্ববিচার অমঙ্গল আনে।

> "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
> র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
> শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
> র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥"

যদি পূজ্যবস্তুর সেবা গ্রহণ করি, তাহলে নরকে যেতে হবে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে পারি ; কিন্তু অর্চ্য বিষ্ণু শালগ্রামকে গণ্ডকীশিলা মাত্র বুদ্ধি করলে ভুল হয়। গুরুকে

লঘুজ্ঞান করলে নরকে গমন করতে হবে। অবস্তুর সঙ্গে বাস্তব বস্তুর সমত্ববিচার ঠিক নয়। জাগতিক পদার্থের সঙ্গে তজ্জাতীয়ের সমতা হোক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান করার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র। বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁদের অন্যলোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুপদধৌত গঙ্গাজল, বৈষ্ণবের পাদোদক প্রভৃতিকে অন্য জলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয়। হবে দুটোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। একটীর স্বভাব এমন যে, জড়জগৎ ধ্বংস করে কেবল চেতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর একটী ঠিক তার বিপরীত। **Seeming feature**-এ ঠিক আছে; কিন্তু সেটা ভিতরে নাই। গুড়ের নাগরীর উপরে খানিক গুড় দিয়ে ভিতরে শেয়ালের হাড় প্রভৃতি যেতে পারে; সন্দেশের সঙ্গে ময়রার নাকের পোঁটা, ঘাম থাকতে পারে; কিন্তু বাস্তবসত্যকে ঐ প্রকার মিশ্রভাবের (**adulteration**) মধ্যে ফেললে সর্ব্বনাশ। পরমার্থকে **ordinary economy**র সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সঙ্গে, শিক্ষিতকে অশিক্ষিতের সঙ্গে, পারমার্থিককে অপারমার্থিকের সঙ্গে সাম্যবিচার পয়সার জোরে করা যেতে পারে; কিন্তু তা হলে 'পদ্মানীতি' হয়ে যায়।

সাধুদিগের—নির্ম্মৎসরদিগের পরমধর্ম্ম আলোচ্য হওয়া উচিত। ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগে বা মোক্ষরূপ ত্যাগের কথায় যাঁরা আবদ্ধ থাকবেন, বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞান-লাভে অমনোযোগী হবেন, তাঁরা ত্রিতাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। যাঁদের চতুর্ব্বর্গাভিলাষ নাই, যাঁরা ভগবৎ-প্রেমার ভিখারী, তাঁদের সঙ্গেই পরম মঙ্গললাভ হয়। অনায়াসলভ্য বস্তুর জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। চতুর্দ্দশভুবনাতীত, কালাতীত পরম-বস্তুই প্রয়োজনীয় হউক্।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

(ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৪৭০ পৃষ্ঠার পর]

সত্যযুগে জ্ঞানবাদ ও তাহার পরিণতি
'চতুঃসন'

সত্যযুগে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই চারিজন ঋষির কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। ইঁহারা চতুঃসন নামে পরিচিত। প্রাজাপাত্যনিবন্ধন যে-প্রকার জীবের জন্ম হয় অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সম্মেলনে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া লোক-সমাজে প্রচলিত আছে, চতুঃসন তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। **ব্রহ্মার কল্পনাপ্রসূত সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয় মানসপুত্ররূপে তাঁহার প্রথম সৃষ্টি-কৌশল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।** তাঁহারা বাল্যাবধি জ্ঞানযোগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। চতুঃসনের এই জ্ঞানযোগ কতকটা নির্ব্বিশেষপর হওয়ায় শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল হইয়াছিল। তাহাতে পিতা ব্রহ্মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। সৃষ্টির প্রথম সন্তান-গণের এই প্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া **ভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া** তাঁহাদিগকে ও নারদকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে শ্রীমদ্-ভাগবতে লিখিত আছে—

"তুভ্যঞ্চ নারদ! ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্বাসুদেব-শরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥"

(ভাঃ ২।৭।১৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মা, নারদ ও চতুঃসনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—ভগবান্ হংসাবতারে তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া ভক্তিযোগ ও তদনুকূল ভগবদ্বিষয়ক-জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকের 'তুভ্যঞ্চ নারদ' বাক্যের মধ্যে 'চ' এই শব্দের দ্বারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বাচার্য্য গোবিন্দভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয়কে বুঝাইতেছেন, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃতের হংসাবতার কথনে ৭২তম শ্লোকের 'সারঙ্গ রঙ্গদা' টীকায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন,—"তুভ্যঞ্চেতি চাৎ সনকাদিভ্যঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হইতে জানা যায়, শেষাবতার সনকাদি ঋষিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণগান অন্ত নাহি পান ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁ'র মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০-১২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল হংসাবতারই তাঁহাদিগকে ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা শিক্ষা দিয়াছেন এমন নহে, পরন্তু শেষাবতারও ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-বিষয়ক অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত শাস্ত্র। সনকাদি ঋষিগণ ভক্তাবতার অনন্তদেবের নিকট সেই ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ **নিম্বাদিত্যস্বামী** বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারকল্পে চতুঃসনকেই পূর্ব্বাচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া বেদান্তের "পারিজাত সৌরভ"-নামক ভাষ্য প্রকাশ করেন এবং সনকাদি ঋষিগণের নামানুসারেই এই সম্প্রদায়ের নাম 'সনক-সম্প্রদায়' হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, **শেষ ও হংসাবতারই এই চতুঃসনের গুরু ছিলেন**। উভয়ের নিকট তাঁহারা শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের পর শুষ্কজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিধর্ম্মের আচার্য্যগণের মধ্যে পরিগণিত হন।

বাস্কলি

বাস্কল উপাখ্যানে জানা যায়, ইনি অদ্বৈতবাদী বাধ্বঋষির নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'বাধ' বলিয়া থাকেন। বাধ্ব-ঋষির অন্তে বাস্কল (বাস্কলি) একজন প্রসিদ্ধ মায়াবাদী হইয়াছিলেন, এ-প্রকার জনশ্রুতি আছে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ৩।২।১৭ সূত্রের ভাষ্যে বাধ্ব-বাস্কলির কথোপকথন শ্রুতি হইতে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম।—

"বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ (ধ্বঃ) পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে স হোবাচাধাহি ভগবো ব্রহ্মেতি স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—ব্রূমঃ খলু, ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোঽয়মাত্মা।"

অর্থাৎ মায়াবাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইতে হইলে চুপ করিয়া 'বুঁধ' হইয়া বসিয়া থাকিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে। যুক্তি, বিচার বা শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা মায়াবাদের ব্রহ্ম-বিষয় জানিবার কোন উপায় নাই। আমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত শঙ্করকৃত দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের দ্বাদশ শ্লোক 'বাধ্ব বাস্কল' উপাখ্যানেরই প্রতিধ্বনি। শঙ্করোদ্ধৃত উক্ত শ্রুতিবাক্যের বেদান্তবাগীশকৃত মন্তব্যসমেত অনুবাদ আপনাদিগকে জানাইতেছি। যথা—

শ্রুতিতে আরও শোনা যায়, বাস্কলিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাধ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলি, "হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান"— এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাধ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার "ব্রহ্ম বলুন" বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি ত' নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই জানিতে পারিতেছ না যে, এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষহেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর)।

উক্ত প্রমাণ-দৃষ্টে বাস্কল একজন মায়াবাদী ছিলেন, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হয়। এই বাস্কল বা বাস্কলির অন্য পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দেখান যাইতেছে। যথা,—

হিরণ্যকশিপোর্ভার্য্যা কয়াধুর্নাম দানবী।
জম্ভস্য তনয়া স তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্॥
সংহ্রাদং প্রাগনুহ্রাদং হ্রাদং প্রহ্রাদমেব চ।
তৎস্বসা সিংহিকানাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ॥

*　　*　　*

অনুহ্রাদস্য সূর্য্যায়াং বাস্কলো মহিষস্তথা॥

(ভাঃ ৬।১৮।১২-১৩, ১৬)

অর্থাৎ জম্ভাসুর-তনয়া কয়াধু নাম্নী দানবী হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিলেন। তিনি ক্রমে সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, হ্রাদ ও প্রহ্লাদ নামক চারিটী পুত্র প্রসব করেন। সিংহিকা নাম্নী তদীয় ভগিনী বিপ্রচিৎ নামক দানবের সংসর্গে রাহুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন (১২-১৩)। অনুহ্রাদের সূর্য্যা নাম্নী ভার্য্যা হইতে বাস্কল ও মহিষ এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন॥ ১৬॥

হিরণ্যকশিপুর ঔরসে কয়াধুর গর্ভে অনুহ্রাদের জন্ম হয়। পিতামাতা অসুর বিধায় অনুহ্রাদও তাহাদের অপেক্ষা অন্যরূপ কিছু হইলেন না। এই অনুহ্রাদের পুত্র বাস্কল। সুতরাং **বাস্কলও তদ্‌যুগে অসুর বলিয়াই খ্যাত ছিলেন।** মায়াবাদের ইতিহাসে এই প্রকার উদাহরণ

প্রতিযুগেই পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহ্যের যদি কিছুমাত্র প্রামাণিকতা থাকে, তবে **মায়াবাদের চিন্তাস্রোত যে অসুরকুলে ও রক্ষকুলেই অধিকরূপে আদৃত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়।** নিরপেক্ষ সরল-হৃদয় মুনি-ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভগবদবতারগণের দ্বারা শোধিত হওয়ায় মায়াবাদ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবাদাশ্রিত কঠিন-হৃদয় অসুরগণ অত্যন্ত 'গোড়া' বিধায় ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই। ভক্তিতত্ত্বৈকরক্ষক ভগবান্ এবং ভগবৎ অবতারগণ উক্ত অসুরগণের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করিয়া ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। ভগবদবতার বামনদেব এই বাস্কলিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে বামনদেবের বাস্কলি-উদ্ধার ব্যতীত আরও দুইবার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—বলি ও ধুন্ধের যজ্ঞে বামনদেবের আরও দুইবার আবির্ভাব হয়। উক্ত গ্রন্থের অষ্টাদশাবতার শ্রীবামনদেবের বিষয় বর্ণনক্ষেত্রে অশীতি (৮০) শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

বামনস্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্।
তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ॥"

অর্থাৎ এই কল্পে বামনদেবের তিনবার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাস্কলি নামক দানবেন্দ্রের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন।

বামনদেব বাস্কলি অসুরের যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপে সত্যযুগে চতুঃসন জ্ঞানবাদ ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথাশ্রয় করায় এবং বাস্কল দানবের উদ্ধারের দ্বারা অদ্বৈতবাদের বিনাশ ও ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। **(ক্রমশঃ)**

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

১৮শ বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-তিথিপূজায়

বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি

কাঁহা মোর প্রভুবর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
কোথা গেলে তব দেখা পাব অনুক্ষণ॥
আঠার বছর আগে হেন তিথি-যোগে।
অন্তর্দ্ধান করিয়াছ দেবানন্দ মঠে॥
মোদেরে ডুবায়ে রাখি' বিরহ-সাগরে।
আর কতকাল র'বে লুকাইয়া আড়ে॥
আজি সে বিরহ-তিথি এসেছে ভুবনে।
কিরূপে যাপিব দিন ভাবি সদা মনে॥
তোমার বিরহ-জ্বালা সহনে না যায়।
কি করিব, কোথা' যাব ভেবে নাহি পাই॥
এ-দুঃখ জানাবো মুই কাহার সকাশে।
তব সঙ্গ-হারা হৈনু কোন্ ভাগ্যদোষে॥
পতিত-পাবন তুমি পরম করুণ।
তব শ্রীচরণে মোরে কর আকর্ষণ॥
পাপী-তাপী অপরাধী না করি' বিচার।
নিত্যানন্দ-সম জীবে করিলে উদ্ধার॥
আচার্য্যের বেশে তুমি ভ্রমি' নানা স্থানে।
আপামরে মত্ত কৈলে হরিনাম গানে॥
শঙ্করের মায়াবাদ করিয়া খণ্ডন।
প্রভুপাদ-মনোঽভীষ্ট করিলা পূরণ॥
হিন্দু-সমাজের আজ দেখিয়া দুর্দ্দিন।
জানাইলে হিন্দুরা কত ধর্ম্মে উদাসীন

বিধর্ম্মীর আচরণ করি' অঙ্গীকার।
ঈশ্বর-বিমুখ হৈল হিন্দুর-অন্তর॥
যদি দেশ ঋষি-নীতি করয়ে গ্রহণ।
তবে সব সমস্যার হবে সমাধান॥
দেশের মঙ্গল তরে কহিলে সবারে।
'ভোগবিলাসপর নীতি' দেশ ধ্বংস করে॥
শাস্ত্র-যুক্তি দিয়া তুমি ক'রেছ প্রমাণ।
বৈয়াসকি সম্প্রদায় হয় সর্ব্বোত্তম॥
সন্ন্যাসীর নামে 'ভক্তি-বেদান্ত' বিশেষণ।
গৌড়ীয়-জগতে তুমি কৈলে প্রচলন॥
শ্রীল বলদেবের অভিন্ন-স্বরূপে।
গৌড়ীয় বেদান্ত-ধারা প্রচারিলে ভবে॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির তারতম্য বিচারে।
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বলি' জানাইলে সবারে॥
শ্রীধাম নবদ্বীপে স্থাপি' দেবানন্দ মঠ।
সপ্তখণ্ডে তা'রে তুমি ক'রেছ বিভাগ॥
পরমার্থ, কীর্ত্তন, উপাস্য, সেবক।
ভোগ, গোবর্দ্ধন, জ্ঞান—এই খণ্ড সাত॥
সপ্তখণ্ড-যুক্ত হেন সুউচ্চ মন্দির।
ষড়্‌বিধা শরণাগতি করিছে প্রচার॥
প্রতি অনুষ্ঠানে তব বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত।
হেন শক্তিধর তুমি মোর গুরুদেব॥
মোদের হৃদয়ে ভক্তি বর্দ্ধনের তরে।
বহু উপদেশ কৈলে সভার মাঝারে॥
চাতুর্ম্মাস্য ছাড়ি' যেবা পালে কার্ত্তিকব্রত।
পূর্ণ ভক্তিফল সেই না পাবে নিশ্চিত॥
সহজিয়া খেয়ালের হ'য়ে বশীভূত।
বৈষ্ণবের ব্রতোপবাস নহেক উচিত॥

'হরিভক্তিবিলাস'-স্মৃতি না মানে যে-জন।
বৈষ্ণব বলিয়া তা'রে করো না সম্মান॥
তব শাস্ত্র-প্রমাণ-যুক্তি অতীব অদ্ভুত।
পণ্ডিতেও তব পদে করে মাথা নত॥
তুমি শ্রীল প্রভুপাদের ছিলে নিজজন।
তোমা 'পরে তিনি শক্তি কৈলা সঞ্চারণ॥
পরমানন্দ প্রভু যবে পুছে প্রভুপাদে।
'এত মন্দিরের রক্ষা হইবে কেমতে॥'
প্রভুপাদ কৈলা তাঁ'রে,—"চিন্তা কেন কর।
আমার 'বিনোদ' আছে, এ-দায়িত্ব তা'র॥"
হেন প্রভুপাদ-বাক্যে পাইনু প্রমাণ।
সত্যই তুমি তাঁ'র অন্তরঙ্গ-জন॥
গুরু-সেবা ছিল তব জীবনের ব্রত।
'প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ' নামে ছিলে পরিচিত॥
তব মর্ত্ত্য-লীলা মোর বুদ্ধির অগোচর।
তব গুণ বর্ণিবার সাধ্য নাহি মোর॥
তুমি নাই যথা প্রভু, তথা সুখ নাই।
বল প্রভু কোথা' তুমি বিরাজো সদাই॥
তোমা' ছাড়ি' রহিব হেথা' কিসের লাগিয়া।
হায় এ পামর কেন না গেল মরিয়া॥
ভক্তি-পুষ্প আর তদগত চিত্ততা চন্দনে।
তব পূজা করে আজি শুদ্ধভক্তগণে॥
কি দিয়া পূজিব তোমায়, মোর তাহা নাই।
অশ্রু-পুষ্প মাত্র মোর সম্বল সদাই॥
অর্ঘ্যরূপে অশ্রু-পুষ্প দিয়া তব পদে।
অশেষ প্রণতি মোর জানাই বিষাদে॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল (বড় বহরকুলি)

আত্ম-পরিচয়

জীব-জগতে আত্মপরিচয় জানার প্রয়াস ও যত্ন মানব-জাতির বৈশিষ্ট্য। আমাদের পরিচয় কি ? কে আমাদের স্রষ্টা—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ? প্রজাপতি ব্রহ্মা ? না মহামতি মনু ? 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'জগতের পিতা কৃষ্ণ', 'প্রজাপতি ব্রহ্মা', 'মনুর পুত্র মানব' প্রভৃতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও মনু তিনজনকেই আমাদের স্রষ্টা বলেছেন, তা' কিভাবে ও কেন ? তারই জবাব মনুসংহিতা।

মনুসংহিতায় সায়ম্ভুব মনু মহানুভব মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক বন্দন-পূজনাদি বিধান-ক্রমে বর্ণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুলোম ও প্রতিলোম বিচার এবং শঙ্কর জন্মবিষয়ে ফলাফল জিজ্ঞাসার দ্বারা সংহিতা আরম্ভ হয়েছে। সায়ম্ভুব মনুকে সমবেত মহর্ষিগণের প্রশ্নানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই মনুসংহিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্যান্য ধর্ম্মব্যাখ্যা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক।

মনু মহর্ষিগণের প্রশ্নোত্তরে প্রথমেই এই বিশ্বের প্রলয়কালে স্থিতি-লক্ষণ বর্ণনা ক'রে তিনি যে সর্ব্বকালদর্শী তা' তাঁদের চিত্তে দৃঢ়তা সম্পাদন করলেন। প্রলয়ের শেষে পরমাত্মা শ্রীভগবান্ প্রকৃতি-পুরুষরূপে দ্বিধা হয়ে পুনঃ মিলিত বিরাট্ পুরুষরূপে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করলেন। বিরাট্ পুরুষ হ'তে আকাশাদি সৃষ্টি হয়েছে। সেই পুরুষ জলরূপ প্রকৃতিতে বীজের আদান করেন। তাতে হিরণ্ময় অণ্ডের সৃষ্টি হয়। সেই অণ্ডের ভিতর গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের নাভিকমলে ব্রহ্মার সৃষ্টি, তাই তিনি 'হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা' নামে খ্যাত।

ব্রহ্মা পরমাত্মা হ'তে 'পরমাত্মার স্বরূপ' হয়ে মনের সৃষ্টি করলেন। মন এক এক সময়ে এক এক প্রকার, জ্ঞানের আধার বলে সৎস্বরূপ ও প্রত্যক্ষ হয় না বলে অসৎস্বভাব। প্রথম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকার্থে 'পরমাত্মার স্বরূপ'—অর্থে প্রতিনিধি, উপলক্ষমাত্র। পরের শ্লোকে "ব্রহ্মা অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন, যে মহত্তত্ত্ব আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আত্ম-শব্দে কথিত হইয়াছে।" এই বাক্যে যদি ব্রহ্মাকেই অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা ব'লে বিচার করেন, সেজন্যই মনু সৃষ্টি-বিষয়ে মূলকথা বলবার অভিপ্রায়ে বাক্যের শেষে ভবিষ্যতের ভুল বুঝাবুঝিকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন —'যে মহত্তত্ত্ব আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আত্মশব্দে কথিত হইয়াছে।' মনুর বক্তব্য—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই মূল স্রষ্টা, ব্রহ্মা বা আমরা কেউই হতে পারি না। তবে যে মনুসংহিতার পাতায় পাতায় 'ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন, আমি সৃষ্টি

করিলাম', ইত্যাকার বাক্য উক্ত হয়েছে? সংহিতার প্রারম্ভে তিনি তাই ভালভাবে উপলব্ধি করাচ্ছেন। ভৃগু, নারদাদি মহর্ষিগণেরও উপদেশক মনু 'ব্রহ্মা পরমেশ্বরের দ্বারা অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করাইলেন'—এরূপ বলতে পারেন না। তাতে ব্রহ্মাকে আদেশকারী ও পরমেশ্বরকে আজ্ঞাবাহী করা হয়। তা' মহামতি মনুর বিচারবিরুদ্ধ। সেজন্য তিনি—'পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি করিলেন', এরূপ বলেছেন। পরমেশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে যিনি নিজেকে স্রষ্টাদি কর্ত্তা বলে অভিমান করেন, মন্বাদির শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি বিমূঢ়।

মনু অব্যাহত সৃষ্টি-সামর্থ্য-সম্পন্ন পরমেশ্বর হ'তে প্রকৃতি-পুরুষ, বিরাট্ পুরুষ হ'তে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা হ'তে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় ও প্রলয়ের পূর্ব্বে বিচিত্র জগতের জীবনিচয়ের স্ব স্ব-কর্ম্মফলানুসারে পুনঃ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণন করলেন।

এক্ষণে মনু প্রথম অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে স্বীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণন করছেন,—হে দ্বিজসত্তম! সেই বিরাট্ পুরুষ বহুকাল তপস্যা করে যাকে সৃষ্টি করলেন, আমি সেই মনু, আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে অবগত হও। এ-বাক্যে মনু নিজেকে বিরাট্পুরুষের বহুকাল তপস্যালব্ধ ফল মনে করছেন। মনুকে সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে বিরাট্পুরুষও বহুকাল যাঁর তপস্যা করেন, তিনি কে? তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দিষ্ট 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবান্ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্-শব্দবাচ্য অন্যান্য পুরুষগণ। কেহ অংশ, কেহ অংশের অংশ কলা। 'বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন।' তবে যে মনু বললেন 'আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে অবগত হও' এর দ্বারা মনু তাঁর সৃষ্টি বিষয়ে অবগত হতে বলেছেন, তিনি কিরূপে কি সৃষ্টি করেছেন।

পরবর্ত্তী শ্লোকে মনু বললেন,—'অনন্তর আমি প্রজাসৃষ্টি করিবার অভিলাষে বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ প্রজাসৃজনে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম।' মনুর এ-বাক্যে—'প্রজাসৃষ্টি' ও 'প্রজাপতি' শব্দদ্বয়ের বিচার করবার জন্যই পূর্ব্বেই 'অবগত হও' বলে সজাগ করেছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি জীবের স্ব-স্ব-কর্ম্মফলানুসারে জলচর, ভূচর, খেচর, স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর সৃষ্টি বিষয় মোটামুটি বর্ণন করেছেন। পুনরায় প্রজা সৃজনে তাঁর এত দায় কিসের?

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা অরণ্য জীবনযাপন-পরায়ণ মনুষ্যজাতিকে সমাজজীবনে পরিণত করবার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চার বর্ণ এবং ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ক্রমে চার আশ্রমের শ্রেণী-বিভাগের মানস করেছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার বর্ণাশ্রম বিভাগের চিন্তা সমাজগঠনে ও মনুষ্য-

জাতিকে কি প্রকার উপকার সাধন করেছে, মনুসংহিতার বিচারপর পঠন-পাঠনের দ্বারা আমরা তা' উপলব্ধি করতে পারি। ব্রহ্মার সমাজ-জীবনের মানস-চিন্তাকে মনু সমাজ-গঠনের রূপ দিয়েছেন। মনুষ্য-জাতির বহুজনকে একত্রিত করে ব্রহ্মার আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনু অনেক যত্ন করেছেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের কৃপার কাঙাল হয়ে কঠোর তপস্যা করেছেন, সুদুশ্চর তপস্যার ফলে মনু মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ এঁরা পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্যজাতির পালন-পোষণ সঞ্চালনাদি করতে যোগ্য শিক্ষা লাভ করলেন। এঁদেরকে সমাজ পরিচালনের যোগ্য করতে মহর্ষি মনুকে অনেক যত্ন বা তপস্যা করতে হয়েছে বলে এঁরা তাঁর তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট আদর্শ মানব। এঁদেরকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলার তাৎপর্য্য ব্রহ্মা যে সমাজ-জীবনের চিন্তা করেছেন, এঁদের দ্বারা তা' সম্ভব বা ব্রহ্মার মনোমত শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রস্তুত। এই দশজন প্রজাপতিও 'মনু' আখ্যাপ্রাপ্ত।

মনুর পরিচালিত রীতিনীতিতে মনুষ্য-দেহধারী জীবগণ 'মানব' আখ্যার যোগ্য। আমরা মনুষ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু মানুষ হয়েছি কি? এখনও আমরা এমন গর্হিত আচরণ করি, তখন 'মানুষ' বলে পরিচয় দেওয়া তো দূরের কথা, 'পশু' আখ্যারও যেন অযোগ্য হই, তাই তখনকার জন্য আমাদের পশ্বাধম শব্দই উপযুক্ত। মনুর মতে আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ মানুষ ও পশুর প্রচেষ্টা সমান, শুধু আত্মধর্ম্ম পালনেই মানবের বৈশিষ্ট্য। আত্মধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম পালনের প্রথম সোপান বর্ণাশ্রমোচিত আচরণের পালন। শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধকে উলঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচার-দ্বারা জীব সিদ্ধি ও শাশ্বত শান্তি পেতে পারেন না। সাধকজীবনে শাস্ত্রীয় আচার আচরণের শিক্ষা না পেলে বা তদুপযোগী হয়ে জীবনযাত্রা করতে না পারলে তা উৎপাতের কারণ হয়। 'সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥'—পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিধ্বনি।

মনুর শিক্ষায় নর-নারী উভয়েরই পাশাপাশি পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার কথা উল্লেখ আছে। মনুষ্যজাতির নরনারী মূল দুটী শ্রেণী, সমাজ-জীবনযাত্রায় একই শরীরের দুটী পা। যে কোন একটী পায়ের চলচ্ছক্তি অভাবে মানুষ যেমন খোড়া বা পঙ্গু হয়, তদ্রূপ নর-নারী একে অপরের সাহায্য ব্যাতিরেকে সমাজের পঙ্গু অবস্থা আসে, সমাজ অচল হয়। সনাতন ধর্ম্মের

আশ্রম বিচারেও জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নর-নারীশ্রেণী একে অপরকে আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য-কৃতার্থ। সন্তান-বাৎসল্যময়ী মায়ের কোলে শিশুপুত্র, খেলার সাথী ভাই বোন, গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচারীর প্রতি গুরুপত্নীর বাৎসল্য স্নেহ ও গুরুমায়ের প্রতি সেবাবুদ্ধি, গুরুদেব ত্যাক্তগৃহী হলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিক্ষুক ব্রহ্মচারীকে কোন গৃহবধূর ভিক্ষাদান ও সদুপদেশ গ্রহণ, প্রবৃত্তিমার্গে গমনোদ্যত ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মীয় আচারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও উপযুক্ত সৎকন্যার পাণিগ্রহণ, একে অপরকে পালন-পোষণ ছাড়াও শ্রীভগবৎ সেবায় পরস্পরকে সাহায্য-সহানুভূতিপ্রদর্শনরূপ বিশেষ দায়িত্ব বহন বা বিবাহ, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ, সংসারের অসারতা, জ্ঞানলাভের পাঠ শিক্ষা করে পরমেশ্বরে ঐকান্তিকতার জন্য বানপ্রস্থ বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন সর্ব্বত্রই নরনারী একে অপরের পরিপূরকের সহায়ক। যতি, সতী কিংবা নীচজাতি যেই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—শ্রীকৃষ্ণভজন ও তদনুকূল বর্ণাশ্রমের স্বীকৃতি। কোন একটী আশ্রমের জন্যই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ নয়, আত্মস্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক আদর্শ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যই আশ্রম।

—**শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী**

সনাতন ধর্ম্ম

(নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম)

পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ (এশিয়া মহাদেশ) শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভারত শ্রীভগবান্ ও ঋষি অধ্যুষিত প্রধান ধর্ম্মক্ষেত্র। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমিই সর্ব্বোত্তম এবং তন্মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলই (নববন) পরমোৎকৃষ্ট।

শ্রীনবদ্বীপধামে অবস্থানপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীব্রজভজনে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা নবদ্বীপেশ্বর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদির আনুগত্য স্বীকার করেন। সাধক-সাধিকা গৃহস্থ ও ত্যাগিভেদে দ্বিবিধ। সৎগৃহস্থগণ গার্হস্থ্যা-শ্রমে থাকিয়াই সাধনভজন করেন, আর ত্যক্তাশ্রমিগণ গোষ্ঠানন্দী এবং ভজনা-নন্দীরূপে মঠ-মন্দির-আশ্রমাদিতে সাধন-ভজনে রত থাকেন। কোনস্থলে তাঁহারা শ্রীধামের উপবনাদিতে লতামণ্ডপ শোভিত কুঞ্জে শ্রীনিত্যানন্দ-গৌর-

চন্দ্রের আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ভজনানন্দীই এক-একটী স্বতন্ত্র মঠ-মন্দির, তথাপি মঠ-মন্দির ও ভজন কুটিরে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণের আশ্রমাদিতে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনভজন প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য্য। বিবিক্তানন্দী (ভজনানন্দী) ও গোষ্ঠানন্দী (ধর্ম্মপ্রচারক) উভয়েরই চরমলক্ষ্য এক অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম লাভই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধনভজনই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তজ্জন্য তাঁহারা ভজনোপযোগী অনুকূল পরিবেশকেই ভজনের সহায়করূপে একান্তভাবে আশ্রয় করেন।

ভজনানন্দিগণ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্যে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ, সকল গুরু-বৈষ্ণব উদ্দেশ্যে শত-সহস্র দণ্ডবৎ-প্রণতি ও গৃহস্থ-সজ্জনগৃহে মাধুকরীদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। ইহাই তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিধি—"সেবা সে নিয়ম"। তাঁহারা যখন বিশ্রাম করেন, তখনও কোনপ্রকার গ্রাম্যকথার আবাহন না করিয়া, সাধনভজনোপযোগী সৎ-শাস্ত্র আলোচনা করেন ; পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর আত্মজিজ্ঞাসুগণ ও তথায় আসিয়া ভক্তিসহকারে উক্ত আলোচ্যবিষয় শ্রবণ করেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব গুরু ও গোস্বামিগণ রচিত গ্রন্থাবলী রসতত্ত্বে পরিপূর্ণ। তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিলে ভক্তগণের হৃদয় বিষয়-বাসনা নির্ম্মুক্ত হয়। উন্নতাধিকারি ভজনানন্দিগণ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হন। তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণে প্রত্যেক বর্ণী ও আশ্রমিই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করেন।

ভজনানন্দিগণ অন্তশ্চিন্তিত বিষয় স্মরণপূর্ব্বক কখনও কখনও ভাবানন্দে নিমগ্ন হন আবার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে আপনাকে তৃণাধিক নীচজ্ঞানে "হা! চৈতন্য! হা! নিত্যানন্দ! এ অধমকে কৃপা কর" বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহারা ভজনের উন্নততমস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উপদিষ্ট অমানীমানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগকে অতিশয় দীনহীনজ্ঞানে দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ দৈন্যজ্ঞাপনই সরল বৈষ্ণবহৃদয়ের অন্তর্দর্শন। তাঁহাদের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কোন ব্যক্তি আগমন করিলে তাঁহারা প্রেমগদগদবাক্যে বলিয়া থাকেন—"হে সুধীসজ্জন এই দীনব্যক্তি আপনার কি সেবা করিতে পারে?" মূলকথা এই যে, সদ্‌গুণ বিভূষিত গুণবান্ ব্যক্তিগণ নিখিল শাস্ত্রাদিজ্ঞানে পারদর্শী হইলেও কোনদিন জ্ঞানের গরিমা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদি শঙ্কর সম্প্রদায়ের অনুকরণে কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের আসন দখল করিতে চাহেন না। তাঁহাদের বাস্তব সম্বন্ধজ্ঞানের

উদয় হওয়ায় তাঁহারা অভিধেয় ও প্রয়োজনকে অবৈধ একাকারত্বে স্থাপন করিতে অপপ্রয়াসী নহেন।

সেবাধর্ম্মী সিদ্ধমহাত্মগণ উচ্চৈস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে অশ্রুধারায় স্নাত হন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূরিত হয়। তাঁহারা গদগদস্বরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রভুর নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগভরে কখনও নৃত্য কখনও বা স্খলিতপদ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন। তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় ভাব দর্শন করিয়া অনর্থগ্রস্থ পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও চিত্ত বিগলিত হয়। ঐরূপ উন্নতাধিকারী বৈষ্ণব দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণে যে বিমলানন্দ লাভ হয় সাধারণ বদ্ধজীব তাহা কখনই বাস্তবরূপে অনুভব করিতে পারে না। মানবসত্তায় এইরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব সাধারণের পক্ষে সত্যই খুব বিরল। এইরূপ অপ্রাকৃত অনুভূতি সাধুসঙ্গের দ্বারাই একমাত্র লভ্য।

সদ্গুরু ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার উপদিষ্ট মন্ত্রজপ ও তন্নির্দ্দিষ্ট সাধন-ভজন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক গোস্বামীগুরুবর্গের প্রথানুসরণ তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধন-ভজন পদ্ধতিই তাঁহার সাধন জীবনে জপ, তপ, ধ্যান, জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন শ্রীনবদ্বীপধাম ও ধামেশ্বরের সেবার দ্বারাই ব্রজভজন বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ সম্ভব। তিনি শ্রীনবদ্বীপেশ্বরের আনুগত্যেই ব্রজভজনে পারদর্শী হন।

উন্নতাধিকারী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বভাবসুলভ ব্যক্তির দোষ-ত্রুটিযুক্ত জীবনযাত্রা—উদরপূর্ত্তি, আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি ব্যাপারে তাঁহাদের জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইল বলিয়া আক্ষেপ করেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলাস্থলী আশ্রয় করিয়া বৃথা দিনাতিপাত, কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতি ও আস্বাদনে অসমর্থ হইয়া হা-হুতাশ করেন। ইহা তাঁহাদের সাধন-ভজনে সুলভ অপ্রাকৃত দৈন্যই বলিতে হইবে। বৈষ্ণবের দৈন্য জাগতিক মায়াবদ্ধজীবের স্বীয় দোষাবরণের হাতিয়ার নহে, পরন্তু উহা তাঁহাদের হৃদয়স্থ উন্নতভাব সংরক্ষণের বর্ম্মস্বরূপ। বদ্ধজীবের দৈন্য দৈন্য নহে; উহা তাঁহার অভদ্রস্বভাব গোপনেরই পরোক্ষ অস্ত্রবিশেষ। এইরূপ কাপট্যধর্ম্মের দ্বারা সে সাধুত্ব ও নির্দ্দোষিতা জাহির ও প্রমাণ করিতে চাহে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই বদ্ধজীবের জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষনীয় বিষয়। ইহাতেই

মায়াবদ্ধজীব শান্তি লাভ করিয়া আত্মবঞ্চিত হয়। জীবের নিত্যধর্ম্মে এইরূপ আত্মবঞ্চনার ক্ষেত্র নাই। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অন্যাভিলাষ, কুটিনাটি প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে ভজন হইতে নিপতিত করে। শুদ্ধচেতন জীবাত্মার ইহাই চরম অধোগতি বা দুর্দ্দশা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

সোয়াবিন নিরামিষ, না আমিষ ?

শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া লইয়াই জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। বিধি-নিষেধের ধার না ধারিলে কখনও ঐকান্তিকী হরিভক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ (ব্রহ্মযামল)

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে যে-সকল বিধি আছে, তাহা অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি হরি-ভক্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা করেন, তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধন-ভক্তিও শ্রেয়ঃসাধক হয় না।" গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপরিউক্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥ (গীতা ১৬।২৪)

"হে পার্থ! কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের নির্ণয়ব্যাপারে শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ ; কর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম জানিয়া তাহা করিতে যোগ্য হও।"

শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়েও বিধি-নিষেধ দেওয়া আছে। মহাপ্রসাদের নিমিত্ত যে কোন প্রকার বস্তুই ভগবানকে অর্পণ করা যাইবে না। বৈষ্ণব-সেনাপতি শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদকৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মধ্যে ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের তালিকা সুন্দরভাবে লিখিত আছে। উক্ত তালিকায় সোয়াবিনের নাম কোথাও উল্লেখ নাই। তাই সোয়াবিন শ্রীকৃষ্ণের ভোগে প্রদত্ত হইবে কিনা, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয়। সোয়াবিনের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা —রিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইয়া যাইবে। নিম্নে সোয়াবিন সম্বন্ধে বিশেষ —ত করা হইতেছে।

সোয়াবিন কি আমিষ জাতীয় বস্তু ?

শাস্ত্রের বিধি-অনুযায়ী আমিষ-জাতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া নিরামিষ জাতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইতে হয়। সোয়াবিন (Soyabean) যদি আমিষ-জাতীয় বস্তু বা মাংস হয়, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা উচিত। আর তাহা যদি নিরামিষ হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইতে আপত্তিটা কোথায় ? শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য বস্তুকে মাংস বা আমিষ-তালিকাভুক্ত করিয়া বর্জ্জন করিলে অপরাধ হইবে না কি ? আজকাল বাজারে **Nutrela** ও **Mealmaker**-নামীয় সোয়াবিন প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। **Nutrela** ও **Mealmaker**-এর **Company** সোয়াবিনকে সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ খাদ্যের তালিকায় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিক্রীত সোয়াবিনের Packet-এর গাত্রে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে—**"High protein soya food 100% vegetarian"**. **"100% vegetarian"** বলিতে সেখানে আমিষের কোন সংস্পর্শই নাই। **100%** খাঁটি দুগ্ধ বলিতে যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধকে বুঝায় না, তদ্রূপ।

সোয়াবিন অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য **Protein** (প্রোটিন), **Carbohydrates** (কার্বোহাইড্রেটস্) অর্থাৎ শর্করাজাতীয় এবং **Fat** (ফ্যাট) অর্থাৎ স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সোয়াবিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে **Protein** উপাদান রহিয়াছে। **Fat**-এর পরিমাণও কম নয়। এখানে সোয়াবিনের উপাদানের একটী তালিকা দেওয়া হইতেছে। Composition of Soyabean seed by weight (modified after Mayer & Poljakoff-Mayber, 1963).

Morphological :—

Cotyledons	90%
Embryo	2%
Seed Coat	8%

Chemical :—

Protein	40%
Carbohydrates	17%
Oil	20%
Moisture	8%
Fibre	3-5%
Ash	4-6%

কোন কোন তালিকায় 40% Protein, 26% Carbohydrates, 20% Oil, 4% minerals and 2% Phospolipids সোয়াবিনের মধ্যে আছে, উল্লেখ রহিয়াছে। সোয়াবিনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে Phosphorus এবং Lecithin পাওয়া যায়। Phosphorus এবং Lecithin অত্যন্ত সুন্দরভাবে nervous disease অত্যন্ত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগীদের রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়। Carbohydrates এর পরিমাণ কম থাকায় সোয়াবিন diabetic অর্থাৎ বহুমূত্র রোগীর পথ্য-হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যথেষ্ট পরিমাণ জল ও Fat soluble vitaminsও সোয়াবিনের মধ্যে রহিয়াছে। মৎস্য বা মাংসের মধ্যে Carbohydrate-এর উপাদান পাওয়া যায় না; অথচ সোয়াবিনের মধ্যে তাহা আছে। তাই উপাদানের বিচারে সোয়াবিনকে মৎস্য বা মাংস তালিকাভুক্ত করাটা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। Protein ও Fat উপাদানের দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে; মৎস্য বা মাংসের চেয়ে বহুগুণ পরিমাণ Protein ও Fat সোয়াবিনের মধ্যে রহিয়াছে। যেক্ষেত্রে ১০০ গ্রাম সোয়াবিন হইতে ৪০-৪৫ গ্রাম প্রোটীন পাওয়া যায়, সেইক্ষেত্রে মাংস হইতে কেবলমাত্র ১৫-২০ গ্রাম প্রোটীন পাওয়া যায়। Nutrela-র Packet-এর গাত্রে সোয়াবিন ও মাংসের Protein-এর proportion (অনুপাত) সুন্দরভাবে লিখিত আছে,—

250 gms Soyabean $=3\frac{1}{2}$ litres milk $=$ 700 gms Almonds
$=$ 24 Eggs $=$ 1 kg Meat.

সুতরাং খাদ্যের উপাদানের দিক দিয়া সোয়াবিন মৎস্য বা মাংস বা অন্য যে কোন আমিষ-জাতীয় খাদ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।

মানবদেহের normal protein metabolism অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রোটীন বিপাকের জন্য ২২ প্রকার Amino acid-এর প্রয়োজন। সকল প্রকার নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে একইসঙ্গে ২২ প্রকার Amino acid পাওয়া যায় না। Nitrogen উৎসযুক্ত খাদ্যকে বিশ্লেষিত করিয়া কেবলমাত্র ১৪ প্রকার acid পাওয়া যায়। মৎস্য বা মাংস ব্যবহার না করিয়াও সোয়াবিন হইতে উপরিউক্ত ২২ প্রকার Amino acid অতি অনায়াসে মানুষ লাভ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে Vandana Bhatt (Department of Botany, University of Delhi) লিখিয়াছেন,—"Out of twenty-two different Amino acids, fourteen can be synthesized if Nitrogen source is available. The remaining eight Amino acids are essential and can be supple-

mented only by artificical means in our diet. Soyabean is one of the pulses that contain all the twenty-two Amino acids needed for normal protein metabolism of the human body." অন্যান্য নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা সোয়াবিন যে অধিক উপকারী, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধকের ক্ষেত্রে সোয়াবিন ব্যবহারপূর্ব্বক Amino acid-এর ঘাটতি পূরণ করা অত্যন্ত জরুরী।

বিভিন্ন Botanist সোয়াবিনকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। **Y. P.** Gupta (Division of Biochemistry, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi) সোয়াবিনকে 'Meat for vegetarians' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পড়িয়া কেহ যেন সোয়াবিনকে মাংস বা আমিষ বলিয়া মনে না করেন। সোয়াবিনকে মাংস জ্ঞান করিয়া 'নিরামিষাশীরা মাংস খায়' এই বিচার করিলে 'সোনার পাথরবাটী'র ন্যায় তাঁহাদের বাক্য নিরর্থক হইবে। **Y. P.** Gupta 'মাংসের ন্যায় সোয়াবিনের মধ্যে Higher protein থাকায় তাহা লক্ষ্য করিয়া উক্ত বাক্য বলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে সোয়াবিনকে মাংস বা আমিষের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিলে তাহার যথার্থ মূল্যায়ণ করা হয় না।

সোয়াবিন হইতে (১) Soya-flour (২) Soya-milk (৩) Soya-sauce (৪) Soya-oil—এই ৪ প্রকারের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়। মাংস বা আমিষ-জাতীয় বস্তু হইতে উক্ত পদার্থগুলি পাওয়া প্রায়ই অসম্ভব। নিম্নে উক্ত পদার্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে,—

(১) Soya-flour :—অধিক পরিমাণে Protein ও lysine Soya-flour-এর মধ্যে থাকায় ইহা আজকাল প্রত্যেক ঘরে ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে Soya flour হইতে Bal-Ahar ও Bal-Amul প্রস্তুত করা হয়। Soya flour হইতে cakes, khurma, khurma-meelha, bread, biscuits, Vitamin B complex, soft drink, soya ice-cream, soya-candy, soya-nuts প্রভৃতি বস্তুও প্রস্তুত হয়। Streptomycin, Penicillin, Tetracycline, Erythromyicine প্রভৃতি antibiotic medicines তৈয়ারীর ক্ষেত্রেও ইহার অবদান অনস্বীকার্য্য।

(২) Soya-milk :—এক পাউণ্ড সোয়াবিন ৫-৬ পাউণ্ড Soya-milk উৎপাদন করে। Soya-milk হইতে Soya-cheese ও curd প্রস্তুত হয়। মানবদেহের growth অর্থাৎ বৃদ্ধিতে Soya-milk উপযুক্ত সহায়ক।

(৩) **Soya-sauce** :—সোয়াবিন ও **Rice flour**-কে **fermentation** করিয়া একপ্রকার বাদামী **sauce** তৈয়ারী করা হয়; যাহা **Soya-sauce** নামে প্রসিদ্ধ। সোয়াবিনের গন্ধ দূর করিবার নিমিত্ত **Soya sauce**-কে লবণাক্ত জলে কয়েকমাস ডুবিয়ে রাখা হয়। পরিশ্রুত **soya-sauce** অন্নের সহিত খাইতে খুবই রুচিপ্রদ।

(৪) Soya-oil :—**Soya-oil** ভারতবর্ষে **Vanaspati Industry**গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। Cosmetics, Paints, Varnishes, Enamels, **Inks, Stains, Oil-cloth, Soap** প্রভৃতি পদার্থ তৈরি করিতেও আজকাল **Soya-oil**-এর প্রয়োজন হইয়া থাকে। Soya-oil ভক্ষ্য Lecithin-এর খুবই ভাল উৎস হইবার ফলে ইহা রুটি, চকলেট প্রভৃতি কারখানাগুলিতে **emulsifying agent** অর্থাৎ নরমকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মাংস বা আমিষ জাতীয় খাদ্য অত্যন্ত উত্তেজক যাহা সাধক-সাধিকার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক; কিন্তু সোয়াবিনের মধ্যে এই দোষ পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানীরা সোয়াবিনের গুণাগুণ বিচার করিয়াই তাহাকে নিরামিষ খাদ্যের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। অতএব সোয়াবিন যে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রিয় ভোগ্যবস্তু, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সোয়াবিন কি একপ্রকার শিম ?

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে শিম ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সোয়াবিন যদি শিম হয়, তবে তাহা ব্রতের চারিমাস প্রত্যেকের বর্জ্জন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এখন সোয়াবিন শিম কিনা, আলোচনা করা যাউক।

সোয়াবিন **plant**-এর **scintific name** অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত নাম Glycine **max (L.) Mer.**। শিমের scientific name পৃথক্। সোয়াবিন হইতে **Soya-milk, Soya-flour** প্রভৃতি যে প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা শিমকে বিশ্লেষিত করিয়া পাওয়া অসম্ভব। Fat, **Protein**-এর উপাদানের দিক দিয়াও সোয়াবিনের সহিত শিমের বিরাট্ পার্থক্য বিদ্যমান। যে ১০০ গ্রাম সোয়াবিন হইতে ৪০-৪৫ গ্রাম প্রোটীন পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে শিম হইতে কেবলমাত্র ৩-৫ গ্রাম প্রোটীন পাওয়া যায়। **Fat**-এর উপাদানের দিক দিয়া শিমের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ১০০ গ্রাম শিমের মধ্যে মাত্র ·২-·৫ গ্রাম **Fat**-এর উপাদান আছে। নাম ও গুণাবলীর দিক দিয়া সোয়াবিন শিম হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।

অনেকে বলিতে পারেন, "মানবের পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও যেরূপ বিভিন্ন মানবের মধ্যে গুণের তারতম্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ সোয়াবিন কার্য্যতঃ শিমই, শুধুমাত্র গুণের তারতম্যে তাহাদের পৃথক্ দুইটী নাম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ সাধু ও চোরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক দেখাইলেও তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও গুণ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, তদ্রূপ শিম ও সোয়াবিনের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহারা কিন্তু ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়া একেবারেই ভিন্ন। বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি ত' এক নন। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূতগণকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব ও যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা আসুর-স্বভাব।

আবার সোয়াবিন-শব্দের শেষভাগে 'বিন'-শব্দ লক্ষ্য করিয়া কেহ যেন সোয়াবিনকে শিম বলিয়া ধারণা না করেন। কারণ উভয়ের আকৃতি ও বীজের গঠনের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকিবার ফলে সোয়াবিনের শেষভাগে 'বিন'-শব্দ লাগানো হইয়াছে, অন্য কোন কারণবশতঃ নহে। অতএব শিম এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বস্তু সোয়াবিন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের অত্যন্ত প্রিয়—এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

—**শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীগুরু-বিরহে কৃপা-প্রার্থনা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন।
কৃপা ক'রে দাও মোরে অভয় চরণ॥
তব কৃপাবলে যেন শুদ্ধভক্তি পাই।
সর্ব্বদা ভজিতে পারি গৌরাঙ্গ-নিতাই॥

আর যেন চিত্তে মোর জাগে অনুক্ষণ ।
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ॥
সখীসহ শ্রীরাধার সেবা যেন পাই ।
তব শ্রীচরণে সদা এই ভিক্ষা চাই ॥
এ-সব ধনের ধনী হও তুমি জানি ।
কৃপা করি' ধন্য কর এককণা দানি' ॥
তব কৃপাবলে যেন তব তত্ত্ব জানি ।
কহিবারে পারি আমি হৃদয়ের বাণী ॥
কোজাগরী পূর্ণিমাতে শারদীয়-রাস ।
শুভদিন হেরি' তব হইল উল্লাস ॥
সখীগণ-সঙ্গে তথা সেবা করিবারে ।
মন উচাটন তব হয় বারে বারে ॥
ধৈরয না ধরে মন রাসলীলা স্মরি' ।
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হৈলা শুভক্ষণ হেরি ॥
হেথা সব ভক্তগণ তব অদর্শনে ।
আকুলি ব্যাকুলি হ'য়ে কান্দে সর্ব্বক্ষণে ॥
সকলের দুঃখ তুমি করগো মোচন ।
সবাকার চিত্তে তুমি দাও দরশন ॥
মোর হৃৎ সিংহাসনে হ'য়ে অধিষ্ঠিত ।
ভক্তিপথে তুমি মোরে করগো চালিত ॥
অতীব অজ্ঞান আমি কিছুই না জানি ।
কেবল ভরসা তব চরণ দু'খানি ॥
তব পদ স্পর্শমণি ছোঁয়াও মোর প্রাণে ।
তবে ত' পাইব ভক্তি—এই বাঞ্ছা মনে ॥
সেবিবারে পারি যেন সদা কায়-মনে ।
এই ত' প্রার্থনা মোর তোমার চরণে ॥
সেবা-অধিকার দিয়ে কর মোরে ত্রাণ ।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ॥

আবিলতা দূর কর যত আছে মনে।
শক্তিদান কর প্রভু শ্রীনাম-গ্রহণে॥
অধমের মাথে রাখিও রাঙ্গা চরণ।
সর্ব্ব অপরাধ মোর করগো ক্ষালন॥
তব কৃপাবলে যেন নামে রুচি হয়।
হৃদয়েতে হয় যেন নামের উদয়॥
ভক্তিশূন্য চিত্ত মোর মরুভূমি প্রায়।
কেমনে হইবে সেথা ভক্তির সঞ্চার॥
কৃপা করি' কর মোরে শুদ্ধভক্তি দান।
তবে ত' পাইব আমি ভক্তির সন্ধান॥
পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত সেই হরিনাম।
তব কৃপাবলে যেন গাই অবিরাম॥
তোমার চরণে মোর এই যে মিনতি।
গৌরাঙ্গ-চরণে যেন থাকে রতি-মতি॥
তব কৃপাবলে যেন নিতাই-চরণে।
রতি-মতি থাকে যেন জীবনে মরণে॥
হৃদি সিংহাসনোপরি বসায়ে দু'জনে।
পূজিবারে পারি যেন অতি সাবধানে॥
তাঁদের কৃপায় যেন যুগলচরণে।
শুদ্ধভক্তি হয় যেন এই বাঞ্ছা মনে॥
কায়মনোবাক্যে যেন পারি পূজিবারে।
কৃপা করি হেন শক্তি দাও গো আমারে॥
এই অন্ধকূপ হ'তে ত্রাণ কর মোরে।
শীতল চরণে স্থান দাও গো আমারে॥
এ-সব যাতনা আর সহিতে না পারি।
কৃপা ক'রে ত্রাণ কর তব পদে ধরি॥
আধি-ব্যাধি সব এবে ভুজঙ্গের প্রায়।
সতত দংশিছে মোরে কি করি উপায়॥

এহেন সময়ে মোর আর কেহ নাই।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই॥
অশোক-অভয় হয় চরণ তোমার।
কেবল ভরসা মাত্র আছয়ে আমার॥
জরাগ্রস্ত দেহ মোর এবে কর ত্রাণ।
অন্তিমেতে শ্রীচরণে দিও মোর স্থান॥
দেহান্তে তোমার পদে থাকিয়া সতত।
সেবাশিক্ষা করি যেন, সেবি অবিরত॥
এ-সব বাসনা মোর জাগায়ে হৃদয়ে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর শ্রীচরণ দিয়ে॥
'মোর শ্রাদ্ধ করিবে' যে বলিলে আমারে।
তাহা যেন ভুলিও না ঘৃণা ক'রে মোরে॥
সেই শুভদিন প্রভু কবে বা আসিবে?
সেই আশাপথ চেয়ে ব'সে আছি এবে॥
আর এক প্রার্থনা যে তোমারে জানাই।
তব কৃপাবলে যেন সাধুসঙ্গ পাই॥
তবে ত' মনের গ্লানি অবশ্য ঘুচিবে।
সাধু-গুরু-কৃপাবলে ভক্তি লভ্য হ'বে॥
শ্রীধামেতে বাস যেন জন্মে জন্মে পাই।
এই ত' বাসনা মোর—তোমারে জানাই॥
আর এক প্রার্থনা যে জানাই তোমারে।
অন্তিমেতে এসে তুমি দেখা দিও মোরে॥
তোমার অভয়পদ স্মরিতে স্মরিতে।
যেতে যেন পারি আমি তোমার কৃপাতে॥
অন্তিমেতে জিহ্বা যেন আড়ষ্ট না হয়।
নাম গ্রহণের শক্তি দিও গো আমায়॥
ত্রিতাপ-জ্বালায় সদা জ্বলিতেছে প্রাণ।
শীতল করগো প্রভু দিয়া শ্রীচরণ॥

অন্তর্যামী হও তুমি, সকলি ত' জান।
এই কুম্ভীপাক হ'তে কর মোরে ত্রাণ॥
আর কি কহিব প্রভু কি কহিতে জানি।
কেবল ভরসা মাত্র চরণ তু'খানি॥
জন্মে জন্মে পাই যেন শ্রীচরণে স্থান।
এই অভিলাষ প্রভু করগো পুরণ॥

—শ্রীমতী উষারাণী ভক্তিপ্রভা

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৩১ শে শ্রাবণ, ইং ১৭।৮।৮৬ রবিবার শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত এবং শ্রীগোবিন্দদাস পণ্ডিতের শুভ তিরোভাব-তিথি ও শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসবের দিনে সকাল ৮-৪৫ মিনিটে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ স্বয়ং সেই সময় তাঁহার নিকটে বসিয়া অন্যান্য মঠবাসীগণের সঙ্গে মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, গঙ্গাজল তুলসী এবং চরণামৃত তাঁহার শ্রীমুখে প্রদান করিতেছিলেন। শ্রীমদ পদ্মনাভ মহারাজও "হে গুরুদেব! কৃপা করুন, হে রাধে! হে কৃষ্ণ! কৃপা করুন" বলিতে বলিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় গৃহস্থ পুরুষ এবং মহিলা বৈষ্ণবগণ এবং সজ্জনবৃন্দ প্রায় একশত শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে শেষ শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

শ্রীপাদ পদ্মনাভ মহারাজ একজন সহজ বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্য, অমায়িকতা, উদারতা, সেবাপরায়ণতা, ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিপুণতা এবং সর্ব্বোপরি হরিনামে নিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সদা সর্ব্বদা শ্রীমঠের সেবাকার্য্য, ভক্তিগ্রন্থসমূহের অনুশীলনে, নিয়মিত শ্রীহরিনাম জপ-কীর্ত্তনে, শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে তৎপর থাকিতেন। তাঁহার মুখে কখনও পরচর্চ্চা শুনা যায় নাই, অথবা তাহাকে আলস্যে বা প্রমাদে বৃথা কাল কাটাইতে দেখা যায় নাই। "পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবাসুখ পেয়ে মনে"—মহাজনগণের এই বাণীর সার্থকতা তাঁহার জীবনে চরিতার্থ হইত।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জীবন-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানা যায় না। তবে যখন তিনি সর্ব্বপ্রথম মঠে আসেন তখন শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তাঁহাকে সংক্ষেপে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া যাহা অবগত হইয়াছিলেন তদনুসারে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ মহীশূর নামক নগরে একটী সু-শিক্ষিত সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ২৬শে অক্টোবর ১৯৩৯খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মাতা-পিতার তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাল্য-অবস্থা হইতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য, কিন্তু বিদ্যানুশীলনে বিশেষ রুচি ছিল। তিনি বাল্যকালেই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত-আদি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। বাড়ীতে কোন অতিথি সাধুবৈষ্ণব উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। খেলাধূলা আদি কোনপ্রকার ব্যসনে তাঁহার রুচি ছিল না। যেখানে সাধুবৈষ্ণবগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়া তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতেন।

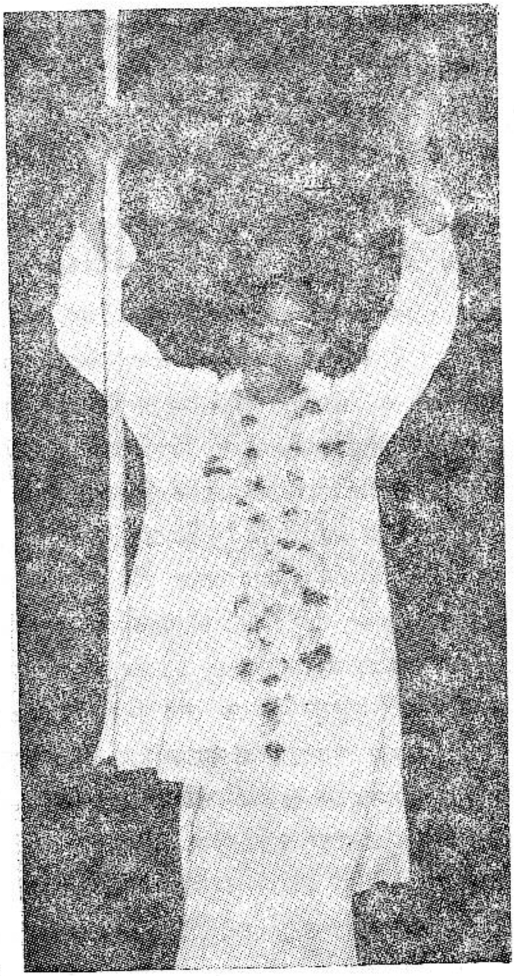

নৃত্য-কীর্ত্তনরত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ

তিনি B. Com. Final পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে তাঁহার ব্যবসাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিবার জন্য মন আকুলিত-ব্যাকুলিত হইয়াছিল। তাঁহাকে আর ঘরে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না। তিনি ১৯৫৯ খৃঃ ২০ বৎসর বয়সে রিক্তহস্তে একবস্ত্রে মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব এবং ধনসম্পত্তি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। কোন-প্রকারে মথুরায় উপস্থিত হইয়া ভজনের উপযুক্ত আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। সেখানে ধর্ম্মশালার ব্যবস্থাপক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী তাঁহাকে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সমীপে লইয়া যান। তিনি শ্রীকৃষ্ণস্বামীর ভজনের ঐকান্তিক অভিলাষ অবগত হইয়া তাঁহাকে আশ্রমে রাখিলেন। কিছু পরেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিলে তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী।

তাঁহার ইংরেজী ভাষাতে বিশেষ অধিকার ছিল। মঠে প্রবেশ করিলে তিনি হিন্দী, বাংলা, ও সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন করেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীগোস্বামিগণের মূল গ্রন্থের অনুশীলনে তৎপর হন। এই সঙ্গে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির হিন্দী ভাষায় মুখপত্র শ্রীভাগবত-পত্রিকা, জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা, অর্চ্চন দীপিকা, শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমনঃশিক্ষা, তত্ত্ববিবেক, শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা (হিন্দী সংস্করণ) গ্রন্থসমূহের সম্পাদন প্রকাশন এবং প্রুফ সংশোধনাদি বিবিধ সেবাকার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমঠের প্রচার-প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধির শ্রেয় অনেকটা স্বামীজীরই। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের বিশাল গ্রন্থাগারে তাঁহার দ্বারা সংগৃহীত শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের প্রামাণিক মূল গ্রন্থসমূহ, বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষায় অধিকাংশ ভক্তিগ্রন্থ তাঁহারই ভক্তি-সাহিত্য অনুশীলনের সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থসমূহ দক্ষিণ কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, উড়ুপী, কুম্ভকোণম্ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই প্রকার দীন-হীন নিষ্কিঞ্চন অমানী-মানদ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় তৎপর থাকিতেন।

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে (১৯৭৩ খৃঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সরল সেবা-প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভারত পরিক্রমাতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সময় ভাবে বিভোর হইয়া উচ্চস্বরে কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। প্রচারে প্রবল উৎসাহ ছিল। অধিক রাত পর্য্যন্ত নামসংখ্যা পূর্ণ করিয়াই বিশ্রাম করিতেন। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিগত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার সময়ও তিনি পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, বেগমপুর, আগরপাড়া, বর্দ্ধমান, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে পরম উৎসাহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া পরলোক গমনের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা সন্দর্শন হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজী ইতিমধ্যেই তাঁহাকে সক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধান হইতে আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার জীবন্ত জ্বলন্ত সেবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

গত ২রা সেপ্টেম্বর ত্রয়োদশী-তিথিতে তাঁহার বিরহোৎসবে বৃন্দাবন, গোকুল, দাউজী, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, নন্দগাঁও, বর্ষাণাদি ব্রজমণ্ডলের সকল স্থানের সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঐ বিরহসভাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীসমূহ বর্ণন করিতে করিতে বিরহ-কাতর হইয়াছিলেন। উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী এবং সজ্জনবৃন্দ প্রায় ৫০০ শ্রদ্ধালুজনগণকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর নানাপ্রকার সুস্বাদু মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

—জনৈক বিরহী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। *

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ *

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৮শ বর্ষ — ৩০ কেশব, প্রদ্যুম্ন, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৯৩, ইং ১৬।১২।৮৬ — ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে সপ্তদশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১৭। মা জাণীত বয়ং বানা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরা-যৌবন-জন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ॥ ৭১॥

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈত্যবালকগণ! আমরা সকলে বালক, অতএব জান না, দেহের মধ্যে দেহী (আত্মা) শাশ্বত (নিত্য) এবং রূপ-যৌবন-জন্মাদি-ধর্ম্ম দেহের, আত্মার নহে॥ ৭১॥

১৮-২০। বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধক্যে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্ ॥ ৭২ ॥
বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎকৃতম্ ॥ ৭৩ ॥
এবং দুরাশয়াক্ষিপ্ত-মানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ ॥ ৭৪ ॥

"আমি বালক, এখন ইচ্ছানুসারে বিচরণ করি, যুবকালে শ্রেয়ঃকার্য্যে যত্ন করিব"; যুবা হইয়া মনে করে, "বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব"; বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, "আমি বৃদ্ধ, কর্ম্মসকল আমার ইন্দ্রিয়-আয়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব?" দুরাশয়ক্ষিপ্ত-মানস, পিপাসিত (বিষয়াসক্ত) ব্যক্তি এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে, কদাচিৎ শ্রেয়োভিমুখে যায় না ॥ ৭২-৭৪ ॥

২১-২২। বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্দ্ধক্যং সমুপস্থিতম্ ॥ ৭৫ ॥
তস্মাদ্ বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥ ৭৬ ॥

অজ্ঞ লোকেরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যকাল, বিষয়োন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বার্দ্ধক্যকাল পশুবৎ যাপন করে। অতএব বিবেকাত্ম ব্যক্তি বাল্যাবস্থাতেই শ্রেয়োলাভের যত্ন করিবেন। দেহী আত্মা বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদি ভাবে যুক্ত নহে ॥ ৭৫-৭৬ ॥

২৩-২৫। তদেতৎ বো ময়াখ্যাতং যদি জানীত নানৃতম্।
তদস্মৎপ্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধ-মুক্তিদঃ ॥ ৭৭ ॥
আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাম্ তমহর্নিশম্ ॥ ৭৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ ॥ ৭৯ ॥

আমি তোমাদিগকে এইসকল বলিলাম; যদি মিথ্যা মনে না কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত বন্ধ-মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে স্মরণ কর। ইহার স্মরণে আয়াস

কি ? স্মরণ করিলেই শুভফল প্রদান করেন। যাঁহারা তাঁহাকে অহর্নিশ স্মরণ করেন, তাঁহাদের পাপক্ষয় হয়। সর্ব্বভূতহিত বিষ্ণুতে তোমাদের মতি এবং তদনুষ্ঠান প্রাণিসমূহে মৈত্রী হউক; এইরূপে সকল ক্লেশ ত্যাগ করিবে ॥ ৭৭-৭৯ ॥

২৬-২৯। তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতখিলং জগৎ।
তদা শোচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥ ৮০ ॥
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥ ৮১ ॥
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥ ৮২ ॥
এতে ভিন্নদৃশা দৈত্যা বিকল্পা কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম ॥ ৮৩ ॥

যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে অভিহিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি দ্বেষ করেন ? যদি প্রাণিসকল ধন-বিদ্যাদিসম্পন্ন এবং আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত ; কেন-না, দ্বেষের ফল—হানি। আর প্রাণিগণ বদ্ধবৈর হইয়া যদি দ্বেষ করে, তাহা হইলেও "আহা! ইহারা মোহব্যাপ্ত হইয়াছে" বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন। হে দৈত্যগণ! ভিন্ন-দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়া এই বিকল্প বা দ্বেষোপশম প্রকার বলিলাম, কিন্তু উত্তম লোকদিগের সংক্ষেপ পরামর্শ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৮০-৮৩ ॥

৩০-৩৫। বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮৪ ॥
সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ম্।
তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্স্যাম নির্বৃতিম্ ॥ ৮৫ ॥
যা নাগ্নিনা নবার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্য-বরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ৮৬ ॥
ন যক্ষৈর্ন চ দৈত্যেন্দ্রৈর্নোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ।
ন মনুষ্যৈর্ন পশুভির্দোষৈর্নৈবাত্মসম্ভবৈঃ ॥ ৮৭ ॥

জ্বরাক্ষিরোগাতীসার-প্লীহ-গুল্মাদিকৈস্তথা।
দ্বেষের্ষ্যা-মৎসরাদ্যৈর্বা রাগ-লোভাদিভিঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
ন চান্যৈর্নীয়তে কৈশ্চিন্নিত্যা হ্যত্যন্তনির্ম্মলা।
তামাপ্নোতি মলং ত্যক্ত্বা কেশবে হৃদি সংস্থিতে ॥ ৮৯ ॥

সর্ব্বভূতময় বিভুর বিস্তার এই বিশ্ব জগৎ; তিনি সর্ব্বময়, এজন্য বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দত্বে সকলকেই আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন। অতএব তোমরা এবং আমরা অসুর-ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে মুক্তি প্রাপ্ত হইব। অগ্নি, অর্ক, ইন্দু, বায়ু, পর্জ্জন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেন্দ্র, উরগ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু বা জরা, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লীহা, গুল্মাদি আত্মসম্ভব দোষ কিংবা দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মৎসরতা, রাগ-লোভাদি অথবা অন্য কাহারও দ্বারা যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, শ্রীকেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য সর্ব্ব-পাপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সুনির্ম্মল ও নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৮৪-৮৯ ॥

৩৬-৩৭। অসার-সংসার-বিবর্ত্তনেষু, মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত, সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥ ৯০ ॥
তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং, ধর্ম্মার্থ-কামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ, নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ
মহৎ ফলম্ ॥ ৯১ ॥

হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্ত্তনে অর্থাৎ বারবার দেব-মনুষ্য-তির্য্যক্ প্রভৃতি দেহে জন্ম-মরণে সন্তুষ্ট হইও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহস-পূর্ব্বক বলিতেছি,—সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত' অতিতুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না। শ্রীঅনন্ত পরব্রহ্ম-তরুর আশ্রয় লইলে তোমরা নিঃসংশয়েই মহৎফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯০-৯১ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৪৯৭ পৃষ্ঠার পর)

বৈধভক্ত শরীর, মন ও আত্মাদ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া সন্তুষ্ট হন না, যেহেতু তদতিরিক্ত আবরণরূপ একটী প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি বলেন যে, নিজ শরীর ও ঐ শরীরান্তর্গত মন ও আত্মা এই জগতের একটী অতীব ক্ষুদ্র অংশ। সমস্ত জগৎ আমার প্রভুর আলোচনা করুক। আমার বহির্ভাগে যে অসীম কাল ও অসীম দেশ দেখিতেছি ও বস্তুস্বরূপ বহুবিধ দ্রব্য দেখিতেছি, সমস্তই আমার প্রভুর অর্চ্চনসামগ্রী হউক্। প্রভু আমার নয়নগোচরে সর্ব্বত্র নৃত্য করুন এবং সর্ব্ববস্তুই তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকুক। এই ভাবে আর্দ্র হইয়া তিনি দেশ, কাল ও দ্রব্যগত ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতিগত অনুশীলন তিনপ্রকার যথা :—

দেশ, কাল ও দ্রব্যগত ভগবদনুশীলন

১। দেশগত অনুশীলন (১), ২। কালগত অনুশীলন (২), ৩। দ্রব্যগত অনুশীলন (৩)।

বৈষ্ণবতীর্থ ভ্রমণ, ভগবদধিষ্ঠানাদি-স্থানে গমন ও বৈষ্ণবদিগের গৃহ ও পত্তন দর্শনে যাত্রা—এই তিনপ্রকার দেশগত ভগবদনুশীলন। দ্বারকা, পুরুষোত্তম কাঞ্চী, মথুরামণ্ডল, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ। সেই সেই স্থানে যে-সমস্ত ভগবল্লীলার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ঐ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ বা কোন তীর্থে বাস করিবেন। ভগবচ্চরণামৃতরূপা জাহ্নবী ও ভগবৎসেবাপরায়ণা যমুনা প্রভৃতি তীর্থজলে সশ্রদ্ধ হইয়া স্নান করিবেন। যে যে স্থানে ভগবানের অর্চ্চাবতাররূপ শ্রীমূর্ত্তিসেবিত হইয়া থাকেন, সেই সব স্থানে গমন করিবেন। পরমভাগবতজনের গৃহ, গ্রাম ও স্থানসকল সর্ব্বদা বৈষ্ণবজনকর্ত্তৃক আশ্রিত হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও অবস্থানভূমি যত্ন

দেশগত অনুশীলন, তীর্থ-ভ্রমণ ও তীর্থবাসাদি

---

(১) অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদিশ্রেয় আবহান্।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥ ভাঃ ৭।১৪।২৭

(২) ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনাঃ।
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ ॥ ভাঃ ৭।১৪।২৪

(৩) পাত্রং তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরেবৈক উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥ ভাঃ ৭।১৪।৩৪

সহকারে দর্শন করিবেন। এই সকল তীর্থস্থানে গমন করিলে বা বাস করিলে অহরহঃ ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তকথা কর্ণগত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রতির উৎপত্তি হইবে। কালগত অনুশীলন সর্ব্বদা বিধেয়। এক পক্ষ পর্য্যন্ত সংসারের নানাবিধ কার্য্য করিয়া শ্রীহরিবাসরে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদনুশীলন করা জীবের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উর্জ্জাপালন অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসের নিয়মসেবা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হরিলীলা পর্ব্বদিনের সম্মাননা করা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। পরমভাগবতদিগের জীবনে যে-সকল বড় বড় ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল দিনের ও তিথির আদর করা অতীব কর্ত্তব্য।

কালগত অনুশীলন, শ্রীহরিবাসর-সম্মান প্রভৃতি

দ্রব্যগত-ভগবদনুশীলন বহুবিধ। তাহার সংখ্যা করা দ্রব্যসংখ্যার ন্যায় কঠিন। কতকগুলি বলিলে সমুদয় পরিজ্ঞাত হইবে। বৃক্ষ একটী দ্রব্য, অতএব সেই দ্রব্যে ভগবদনুশীলনের জন্য অশ্বত্থ, ধাত্রী, তুলসী প্রভৃতি কয়েকটী অতীব পবিত্র বৃক্ষের সম্বন্ধে ভগবৎ আলোচনা হয়। মূর্ত্তি একটী দ্রব্য, এজন্য জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত ভগবৎস্বরূপের অবতাররূপ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বতমধ্যে গোবর্দ্ধন, নদীসকলমধ্যে গঙ্গা, যমুনা, পশুগণমধ্যে গো, গোবৎস এই সমস্ত ভগবদনুশীলনের নিদর্শনস্বরূপ (১)। শ্রীমূর্ত্তির সেবা ও অর্চ্চন-সম্বন্ধে মানবগণের ব্যবহার্য্য শয়নাশন প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী, তথা চন্দন, গন্ধদ্রব্যাদি ও বস্ত্র তৈজস পর্য্যাঙ্কাদি সমুদয় ভগবদর্পিতকরণের বিধি হইয়াছে। নিজ প্রিয় দ্রব্যসমুদয় ভগবদর্পিত হইলে বৈধ সেবা সুষ্ঠু হয়। শ্রীমূর্ত্তি অষ্টবিধ (২)।

দ্রব্যগত অনুশীলন ধাত্র্যশ্বত্থ গো-বিপ্র-পূজন

শ্রীমূর্ত্তিসেবা

অষ্টবিধ শ্রীমূর্ত্তি

বৈধভক্ত দেখিলেন যে, নিজের শরীর, মন, আত্মা ও ব্যবহার্য্য দেশ, কাল দ্রব্যদ্বারা শ্রীশ্রীভগবদনুশীলন হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ-উদয় হইল, কিন্তু আর কিছু বাকী আছে বলিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষোভিত

---

(১) তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে।
দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ভাঃ ৭।১৪।৩৯

(২) শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ভাঃ ১১।২৭।১২

হয়। অন্য নরগণের সহিত তাঁহার যে সামাজিক সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবদনুশীলন হইলেই তিনি পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হন। এই চিন্তা করিয়া তিনি সমাজগত অনুশীলনের বিধি নির্ম্মাণ করেন (১)। সমাজগত অনুশীলন চারিপ্রকার যথা—

চারিপ্রকার সমাজগত অনুশীলন

১। সদ্গোষ্ঠী মহোৎসব, ২। বৈষ্ণবজগৎ-সমৃদ্ধি, ৩। বৈষ্ণব-সংসারপত্তন ও উন্নতিকরণ, ৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বজীবকে দিবার যত্ন।

যে-সকল ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরভক্ত, তাঁহাদের সহিত সহবাস, তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসাদ-ভোজন, হরিকথা ও হরিগান ইত্যাদি নানাপ্রকার শুদ্ধানন্দজনক কার্য্যদ্বারা মহোৎসবাদি করিবেন। তন্মধ্যে যাহারা মধুররস-সম্বন্ধে চতুর, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রসগ্রন্থের অর্থসকল আস্বাদন করিবেন। সদ্গোষ্ঠী-বিচারে দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু বৈষ্ণব-অপরাধ কোনপ্রকারে না হয়। এ-বিষয়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কপট তাহাদিগকে বহির্ম্মুখ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন (২)। যাঁহারা সরল তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবা ও মর্য্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের সহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবেন। সাধারণ বৈষ্ণবপক্ষীয় সমস্ত লোকের মর্য্যাদা করিবেন। মর্য্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্গসেবারূপে কৃত হয়। বৈষ্ণবপক্ষীয় লোক-সকলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

ভক্তসহ বাস ও তৎসঙ্গে মহোৎসবাদি

শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদন

বহির্ম্মুখসঙ্গত্যাগ

প্রকৃত বৈষ্ণবসেবা ও সাধারণ বৈষ্ণবে মর্য্যাদা

১। বৈষ্ণবতত্ত্বকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অথচ স্বয়ং বৈষ্ণব হন নাই।

সাধারণ বৈষ্ণব তিনপ্রকার

২। যাঁহারা বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হন নাই, অথচ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন।

৩। যাঁহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান ধারণ করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন।

---

(১) এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ ভাঃ ১১।৩।২৯

(২) ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ভাঃ ১১।২৬।২৬

যাঁহার যতদূর কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মল ও গাঢ় হইয়াছে এবং অপরের প্রতি শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে, তিনি ততদূর প্রকৃত বৈষ্ণব। কিঞ্চিন্মাত্র বিমল-কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে আরূঢ় হইলেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপক্ষীয় লোকদিগের সঙ্গ ও মর্য্যাদা নিরূপিত হইল, অতএব অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে মর্য্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষয় হয় (১)। অতএব বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে। গৌণ বিধিতে যে সর্ব্ব-মানবের মর্য্যাদা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা সে সকলকে পরিতুষ্ট করিবে। তাহাদিগকে ভক্তগোষ্ঠীমধ্যে লইবে না। সংযোগী বৈষ্ণব বলিয়া যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও যদি শুদ্ধভক্ত হন, তবে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গযোগ্য পাত্র হইতে পারেন।

বিমল-কৃষ্ণভক্তি ও অপরে শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব

কপটের সঙ্গ ভক্তি-ক্ষয়কারী

কপট বৈষ্ণব

১। যাহারা কেবল ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে।

২। কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

৩। অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে বা কোনপ্রকার ভোগলোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সদ্গোষ্ঠী ব্যতীত রসালাপ করিবেন না (২)। বৈষ্ণব-জগৎসমৃদ্ধি-সম্বন্ধে ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবেন না। বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। অনেক সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবী পত্নী লাভ হয়। বৈষ্ণবীপত্নী সহকারে বৈষ্ণবজগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ভগবদ্দাসসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আনন্দলাভ করা উচিত। বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে কেবলমাত্র একটী নিষ্ঠাভেদ আছে, আকৃতিভেদ নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থসংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ-নির্ম্মাণ করে, ন্যায়ের

বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব-সংসার

(১) কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥ শ্রীউপদেশামৃতম্।

(২) যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ॥ হরিভক্তিসুধোদয়ে ৮।৫১

নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই

আকৃতিভেদ নাই, নিষ্ঠামাত্র ভেদ

সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেইসব কার্য্য-ফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাজনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন। বৈধভক্তগণ বৈষ্ণবসংসারের পত্তন করিয়া তদ্দ্বারা ভক্তি আলোচনা সমৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার উন্নতি সাধন করেন। সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান ভূষণ। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণবগণ সকল জীবকে বৈষ্ণব করিবার নানাবিধ উপায় সৃজন করেন।

জীবে দয়া বৈষ্ণব-স্বভাব

জীবের পরস্পর সম্বন্ধযোজনীয় বৃত্তি বিষয়ভেদে চারিপ্রকার হয়,—প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা। পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম অর্পিত হয়। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী এবং কনিষ্ঠাধিকারী ও বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি কৃপা নিযুক্ত হয় (১)। যে-সকল জীব ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তিপথের যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদের প্রতি অসীম কৃপা বিতরণ করিয়া ভাগবতগণ তাঁহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদিগকে শক্তি-সঞ্চারদ্বারা উদ্ধার করেন। অনেকগুলি দুর্ভাগা লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ড-তর্কের বলে কোনপ্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৬

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৫০২ পৃষ্ঠার পর]

[**দশম অধিবেশন**]

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

আমরা পূর্ব্বদিবস আলোচনা করেছি—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" শ্লোকের অভিধেয়ত্ব-বিচার। অনেকে মনে করেন যে, "কর্ম্ম ও জ্ঞান যেমন এক একটী পথ, তদ্রূপ ভক্তিও একটী পথ মাত্র; এই অভিধেয়ের যখন প্রকারভেদ আছে, তখন কেবল ভক্তি আশ্রয় করলে অসুবিধা হবে, ভুক্তি বা মুক্তি পাব না, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হতে বঞ্চিত হতে হবে।" কেউ মনে করেন—"ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়ে যাওয়ার ব্যাঘাত হবে।" কিন্তু এই সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করেছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল উপরিউক্ত শ্লোকের দ্বারা। আপনাদের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে, 'প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ যাঁদের বাঞ্ছনীয়, তাঁরা নির্ম্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম্ম বুঝতে পারেন না। "ঐহিক বা আমুষ্মিক ভুক্তি অর্থাৎ ইহজগতে বা পরজগতে ভোগ অথবা মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া প্রভৃতি লাভ হবে না, যদি ভক্তি লাভ করা যায়; ভক্তিটা একঘেয়ে কথা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষধিকারী ভক্তিপথে ঐসকল কথা বাদ যায়"—এরূপও অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সাহস দিয়েছেন যে, তোমাদের সেরূপ আশঙ্কা করবার কোন কারণ নাই; যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বস্তু পুরুষোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হবে—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না—যদি সেবা প্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" তিনি ত' অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্যবিষয় নিশ্চয়ই হবেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে; তাহলে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না করে ধরা দেবেন, বলবেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি bonafide servitor, আমি এসেছি সেবা কর। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁর নিজ সেবার ইচ্ছা করলে তাঁকে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"ত্রেধা নিদধে পদম্"—তিনি আপনা হতেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা করলে—ব্যবহিত-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে

সেব্য বসে থাকতে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যেমন বেদে লেখা আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্ত্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ করে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরমরমণীয়—পরমসৌম্যমূর্ত্তি কৃষ্ণ বার্দ্ধক্যজনিত জড়কালক্লিষ্ট শ্লথচর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, তিনি নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁর সকল প্রকার সেবা করতে পারি—পত্নীসূত্রে পতিজ্ঞানে, পিতামাতাসূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হয়ে।

তিনি ছাড়া বস্ত্বন্তর নাই। আমাদের নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করলে সেবার নৈরন্তর্য্য থাকলে, সেবাতে রুচি—আসক্তি হলে ভাবের সমাবেশ সামগ্রীসম্মেলনে স্থায়িভাব রতির সংযোগে রস লাভ হবে। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" রসময় রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হলে—আনন্দময়কে পেলে ক্ষতি হবে না। ধর্ম্মার্থকাম—যার জন্য মানুষ আকাশপাতাল আলোড়ন করে একটী, দুইটী বা তিনটীই লাভ করেন, তারা ভৃত্যসূত্রে হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে; যে-গুলোর জন্য পরিশ্রম করে জন্মজন্ম পরে সুফল পায়, তারা কখন আজ্ঞা করবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হতে মোচনপ্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা, সেটী হাত যোড় করে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন করে—কত তীব্র-তপস্যা করে সমাধিলাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্রসাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা ভগবদ্ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান যাবে না, তা নয়, ওগুলো বা ওদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হয়ে যাবে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

মুক্ত পুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা—কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হলে

কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হলে রসরাহিত্য—কাব্যসাহিত্য শুকিয়ে গিয়ে রাহিত্য, শুষ্ক দর্শনবাধ—যাতে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তি-পথে অন্য জিনিষের প্রভু হবার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্ম্মী হওয়া সম্ভবে না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হতে পারেন না। তাঁকে চাকর করবার প্রয়াস করলে বেশী অসুবিধায় পড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্তৃত্বাভিমান, তা ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী—ধ্বংসশীল; আর কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য—জড়রস-ভোগ। ভক্তিরস নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। অভক্তিতে কর্ম্মগ্রহিতা, সেটা আপাত আলেয়ার পেছনে দৌড়ান, পরে নৈষ্ফল্য; উহাতে বৈমল্য নাই, উহা নির্ম্মল নয়—মলিনতাযুক্ত।

রস দুই প্রকার:—একটী জড়রস—আমরা বদ্ধবিচারে যার ভোক্তা; অপরটী ভক্তিরস—যদ্দ্বারা রসময় রসিক শেখরের সেবা হয়; এইটাই প্রয়োজন-তত্ত্ব। রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।

আমরা 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ও 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ' শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনা করেছি। এক্ষণে প্রয়োজন—প্রাপ্য পদার্থের বিচার করা হবে। সম্বন্ধের পরবর্ত্তি-সময়ে প্রাপ্যবিচারের কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে পাব কি? তদুত্তরে বলা হয়েছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁরা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাদেরই প্রয়োজন প্রাপ্তি হয়ে থাকে, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে-তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা স্নিগ্ধ, তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসবসেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব করতে আনন্দ পাই—অন্যের চাকরী করতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্থ জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হলে যেমন পাঠে সুবিধা করতে পারে না, সেইরকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনজ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তাদিগকে ভাবুক বলা যায় না; তাদের রসপ্রার্থনা নাই, রসরাহিত্য—যেমন চচ্চড়ী,

উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুকনো ব্যাখ্যা। আর না হয় পান্তা—রসাল হলেও জড়রস। জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তারা বলে, আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তারা ভগবদ্ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না, তাদের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবতরচয়িতা বলেছেন—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আম, লিচু, কাঁঠাল যেরকম গাছ; সেরকম গাছের ফল নয়; কিন্তু কল্পতরু—যে যা চায়, তাকে তাই দেয়—সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ স্বষ্টুজ্ঞানময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্ম্মই চেতনের ধর্ম্ম, বহির্ম্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম্ম-জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষা বা ডাঁসা নয়; তা পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই সেও গিলে খেতে পারে, এমন তরল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধি-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনিই আস্বাদন করেছেন। ভোগে প্রমত্ত হলে বিপথগামী হতে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার-ভোগ করে ছেড়ে দেয়; আর অভুক্ত—যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আকৃষ্ট না হয়েছে। উভয়েই বিরাগধর্ম্মে অবস্থিত হলেও জড়বিচারে ভুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জানার পরে আকর্ষণের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে, বিপদে একবার পড়েছে।

শুকের মুখের পাকা ফলটী—শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হতে অন্যে আস্বাদন করবে বলে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, শুক নিজে খেয়ে অনুগত ব্যক্তিদের তা খাওয়াচ্ছেন, বলছেন—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর। শুকের পঠনকার্য্য বাবার কাছে যা পড়েছেন, সেইটী আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়ায়—"পড় পাখী আত্মারাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" যা পড়েছেন হুবহু বলে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও করেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগার দরুণ জিনিষটাকে বিমর্দ্দিত—বিপর্য্যস্ত না করে ঠিকঠাক বলেছেন। মজঃফরনগর জেলায় শুকরতলে দ্বিতীয় বৈঠকে বহু ঋষি, সূত ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন—যাঁ'রা আস্বাদনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁ'দিগকে ভাগবতফল—কৃষ্ণলীলা-ফল আস্বাদন করিয়েছেন। সূত সেইটী শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে বলেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ ; শুক তার গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ব ফলের সুস্বাদ পাওয়ার দরুণ অন্যলোককে তাঁর অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।" যেমন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে বলেছেন—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আমার জন্য যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আমি তাই আস্বাদনের প্রয়াস করছি। শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্ব্বার্দ্ধ—চৈতন্যভাগবত, পরার্দ্ধ—চৈতন্যচরিতামৃত।

'অমৃত' অর্থে যা মরে না, নষ্ট হয় না, যা খেলে মানুষ মরে না—সুধা। যে বস্তুটী দ্রব—অতি মসৃণ, একটুও কঠিন (Stiff) বা খস্‌খসে নয়, সহজে গ্রহণীয় যাহা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যার বিচারে লিখেছেন—

সম্যঙ্ মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

সেই বস্তুটী প্রেমা। অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধ পান করে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। সেটী কি রস? তাতে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই বলা হয়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা ; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হতে পাচ্ছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হলে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে সদ্য প্রকাশিত হইয়াছেন

মায়াবাদ-নিরাসপর শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য-বিরচিত

তত্ত্বমুক্তাবলী

[পরিশিষ্টে শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামিপাদ-কৃত যুক্তিমল্লিকা-সহ]

সুধী সজ্জনবৃন্দ! সংগ্রহে তৎপর হউন।

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৫০৬ পৃষ্ঠার পর]

ত্রেতাযুগে অদ্বৈতবাদ ও তাহার পরিণতি
'বশিষ্ঠ'

অদ্বৈতবাদিগণ ত্রেতাযুগে অদ্বৈতচিন্তার অধিষ্ঠান বশিষ্ঠাদি-হৃদয়ে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরাম-জনক দশরথ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন বশিষ্ঠমুনি তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন কীর্ত্তিবাসও তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন—

"বশিষ্ঠাদি আইলেন যত জ্ঞানীমুনি।"

বশিষ্ঠও ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন, এ-বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই। যোগবশিষ্ঠ রামায়ণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সমস্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি—"বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল।

অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী ॥

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।

রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ ॥" (ভাঃ ৬।১৮।৫-৬)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথম অর্থাৎ ৫ম শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদের* নিরপেক্ষ টীকায় প্রকাশ—

"বল্মীকাৎ বাল্মীকির্ব্বরুণস্যৈব পুত্রোঽভবৎ। এতৌ বরুণস্যাসাধারণৌ পুত্রৌ। তথোৎসর্গাদয়ো মিত্রস্যাধারণাঃ। তয়োরেব সাধারণৌ দ্বৌ পুত্রৌ চাহ, অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ঋষি মিত্রাবরুণয়োরভবতাম্ ॥"

অর্থাৎ স্বামীপাদ ভৃগু ও 'বাল্মীকি' মুনির বৈষ্ণবতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে 'অসাধারণ' পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর 'বশিষ্ঠ' ও অগস্ত্য ব্রহ্মজ্ঞানী বা মায়াবাদী ছিলেন বলিয়া সাধারণ পুত্র মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্লোকে বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া তৎসান্নিধ্যে বরুণের রেতঃ স্খলিত হয় এবং ঐ রেতঃ কুম্ভমধ্যে স্থাপিত হইলে বরুণের বশিষ্ঠ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর সন্তান বলিয়া পরিচিত হইলেন। এজন্যও হয়ত

---

* শ্রীধরস্বামীপাদ পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব হইলেও অদ্বৈতবাদীগণ বলেন তিনি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আচার্য্য।

শ্রীধরস্বামীপাদ তাঁহাকে সাধারণ পুত্র বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকিবেন। বশিষ্ঠমুনি জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে নির্ভেদ ব্রহ্মের কথা শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেছিলেন। দশরথ-গৃহে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে জানিয়া, তাঁহার স্বরচিত 'যোগবশিষ্ঠ' গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তমূলক তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কুলগুরু হইলেও তাঁহাতে ঐপ্রকার মায়াবাদ জ্ঞানাবস্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনে বশিষ্ঠ তাঁহার মঙ্গলের পথ খুজিয়া পাইলেন —অদ্বৈত চিন্তাস্রোত শ্লথ হইয়া পড়িল এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। এইরূপে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ ধ্বংস হইয়া বৈষ্ণব বিজয় হইয়াছিল।

রাবণ

মধ্ব-সম্প্রদায়ের একটী প্রবাদ আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের জ্ঞানিগণ বেদান্তের অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের আদিভাষ্যকার লঙ্কাপতি দশাননকেই জানেন; সুতরাং রক্ষকুলপতি রাবণকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রাবণের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"পুলস্ত্যবংশীয় জনৈক ঋষি ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল বাস করেন। রক্ষ-বংশের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাবণবংশের উৎপত্তি করেন। ইহাতে রাবণকে অর্দ্ধরক্ষ ও অর্দ্ধঋষি বলা যাইতে পারে।"

উক্ত বাক্য হইতে মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রবাদটীও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, রাবণ একজন রাক্ষস হইলেও ঘোর মায়াবাদী ঋষি ছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'লঙ্কাবতার-সূত্র' হইতেও জানা যায় যে, রাবণ একজন অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী ব্রাহ্মণ। এতদ্ব্যতীত রাবণের ক্রিয়া-কলাপ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন প্রধান অদ্বৈতবাদী। **ব্রহ্মের শক্তি অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নিঃশক্তিকরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টাই অদ্বৈতবাদিগণের মূল মন্ত্র। তাহার প্রধান কারণ পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের শক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিবার চেষ্টাই রাবণান্তঃকরণে পরিদৃষ্ট হয়।** মায়াবাদী রাবণ তাঁহার শিষ্যানুচরবর্গের সাহায্যে মায়াসীতা হরণ করিবার যোগ্যতামাত্র দেখাইয়াছিল। ভগবৎ-শক্তি গ্রহণ করিতে পারিলে সেই শক্তির আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত। মায়াবাদ মন্ত্র সোঽহং-তত্ত্বরূপে রাবণের সীতা সম্পর্কে

রামচন্দ্রের পদবী-গ্রহণ করিবার বাসনা নষ্ট হইয়া যাইত। তাই দেখা যাইতেছে উক্ত প্রবাদ শুধু প্রবাদ নহে,—প্রকৃত সত্য ; এবং রাবণ সত্য-সত্যই অদ্বৈতবাদী। পরম ভক্ত হনুমান্ রাবণ হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ মুষ্ট্যাঘাত করায় তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান লোপ হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরে রামচন্দ্রের বেদ-ধ্বনিরূপ বাণে নির্ব্বাণ-দশকশীর্ষ ছিন্ন হইয়া গেল। দশানন তখন শ্রীরামচন্দ্রের স্তবস্তুতি করিয়া নিজ সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ত্রেতাযুগেও ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদী রাক্ষসের বিনাশ ও অদ্বয়বাদী ঋষির উদ্ধার করিয়াছিলেন। **এইরূপে ত্রেতাযুগেও মায়াবাদের বিনাশ সাধিত হইয়া বৈষ্ণবের ভক্তি-সিদ্ধান্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।**

দ্বাপরযুগে অদ্বৈতবাদ ও তাহার পরিণতি
'শ্রীশুকদেব'

শ্রীল ব্যাসদেব জাবালি কন্যা বীটিকাকে দত্তক-রূপে গ্রহণ করেন। (তৎকালে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল)। তিনি উহার সহিত বহুকাল তপস্যা করেন। পরে পুত্র কামনায় ব্যাসদেব বীটিকাতে বীর্য্যাধান করেন। ফলে গর্ভসঞ্চার হইয়া ব্যাসদেবের পুত্ররূপে শ্রীশুকদেব দ্বাদশবর্ষ কাল বীটিকার গর্ভাবাসে থাকার পর ভগবদাদেশে ও ব্যাসের অনুরোধে মাতার ক্লেশ নিবারণ করিয়া মায়া-মুক্তাবস্থায় (শুকদেব) ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শুকপক্ষীর ন্যায় ভগবানের স্তব করার দরুণ তিনি শুক নামে পরিচিত হইলেন। শুকের এইপ্রকার জন্মকাহিনী ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।১১।২৫ শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের টীকা আলোচ্য, যথা—

"বিচিন্ত্য মনসা চক্রে ভার্য্যাং জাবালিকন্যকাম্"। বীটিকাখ্যাং দদৌ তস্মৈ সোঽপি বৈখানসাশ্রমী। ততশ্চ ব্যাসস্তয়া সহ বহুকালং তপস্তেপে, তদন্তে তস্যাং বীর্য্যমাধত্ত। সা চ গর্ভবতী একাদশসু বর্ষেযু ব্যতীতেষ্বপি ন প্রসূতে স্ম। অথ দ্বাদশে বর্ষে ইত্যাদি। * * * অতো গর্ভান্নিস্থত্য প্রণম্য বহুস্তবানং ত্বং দৃষ্টা ভগবনাহ—"ব্যাস! ত্বদীয় তনয়ঃ শুকবন্মনোক্তং ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নাম্নেতি।"

এই শুকদেবই অভিসপ্ত পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। **হরিবংশোল্লিখিত ব্যাসপুত্র শুক—অন্য শুক। ইনি**

অরণী হইতে জাত এবং ছায়াশুক নামে খ্যাত। পরীক্ষিতের সহিত এই শুকের কোন সংশ্রব নাই। বীটিকাসূত শুক নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ইনি নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকিলেও ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীশ্রীব্যাসদেব তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের শুষ্ক তপস্যা হইতে নিরস্ত করিয়া শুদ্ধ ভগবজ্-জ্ঞানের সহজ সরল ভক্তিতত্ত্বে আনয়ন করেন। শ্রীশুকদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার নিজের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পরপৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোক-লীলয়া।
গৃহীত-চেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ (ভাঃ ২।১।৮-৯)

অর্থাৎ পরীক্ষিৎ মহারাজকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্বয়ংই বলিয়াছেন,—হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে আমি দ্বাপর অন্তে আমার পিতা দ্বৈপায়নের নিকট এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি।

সুতরাং শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মের ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্যাসের কৃপায় তৎপথ হইতে উত্তমঃশ্লোক ভগবৎলীলা আলোচনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন। এবং ভগবল্লীলা-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণকর জানিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবতোপদেশ করিয়াছিলেন। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন নাই; কারণ ইহাতে পরীক্ষিতের বা অন্য কাহারও মঙ্গল হইবে না। এইরূপে **শ্রীশুকদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন।** (ক্রমশঃ)

—**জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী**

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আচার্য্য-চরণার্চ্চন

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তাঁহার স্বরূপের সংস্থিতির অনন্তাদ্ভুত অচিন্ত্য বিলাস-বৈচিত্র্য-মাহাত্ম্য তাঁহারই শ্রীচরণান্তিকে সুসম্বদ্ধ—জীবের পক্ষে তাহা দুরধিগম্য, তাই তিনি অধোক্ষজ। এই দুরধিগম্য অধোক্ষজতত্ত্ব যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া অক্ষের গোচরীভূত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনিই আমাদের

শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্মই শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতীয় এই 'অধোক্ষজ'-শব্দের শাব্দিক এবং তাত্ত্বিক সর্ব্বপ্রকার নিগূঢ় তাৎপর্য্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া স্বীয় স্বরূপেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পরমাভিজ্ঞ বিধায় তল্লীলা ও তৎপরিকরবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণেও অসমোর্দ্ধ যোগ্যতাশালী। তাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রচলিত সামাজিক ও সর্ব্বোন্নত সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যেও শ্রীগুরুর স্বরূপ ও তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া কোটিকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতুলনীয় মাহাত্ম্য সম্প্রকাশিত করিয়া স্বীয় গুরুত্বেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগকারী, তাহা আমাদের এই আচার্য্যবরই নিঃসন্দিগ্ধরূপে মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দরূপে অভিহিত করিতে এই আচার্য্য-বরের শ্রীমুখেই শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণে তিনি কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, রাগানুগীয় ভজনমার্গে দাস্যরসের আশ্রিতবর্গ স্বীয় গুরুপাদপদ্মকে রক্তক-চিত্রক-পত্রকের অভিন্নরূপে দর্শন করেন, সখ্যরসের আশ্রিতবর্গ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদামাভিন্ন দর্শন করেন, বৎসলরসের সেবকগণ নন্দ-যশোমতীর অভিন্নরূপে এবং মধুররসের আশ্রিতবর্গ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। আমাদের আচার্য্যপাদপদ্ম তদীয় বিশ্রম্ভ আশ্রিতবর্গকে জানাইয়াছেন—বিরহকাতর আশ্রিতকুল শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণনখ-সৌন্দর্য্যমাধুরী-লহরী সন্দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই অচিন্ত্যাদ্ভুত মহিমা আমাদের আচার্য্য-পাদপদ্মই বিশেষরূপে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আচার্য্যত্বের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

"কৈবল্যং নরকায়তে" এবং "কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্" শাস্ত্রীয় এই আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিদ্বয়ের সুসমঞ্জস বিশ্লেষণ আমাদের আচার্য্যবরের লেখনী ও ভাষায় উত্তমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ-প্রার্থনীয় আত্মধ্বংসকারী নির্ব্বিশিষ্ট সাযুজ্যমুক্তি, যোগিজনপ্রাপ্য ঈশ্বরসাযুজ্যমুক্তি ভক্তসমাজে চিরধিক্কৃত ও নিন্দনীয়। এইপ্রকার কৈবল্যই নরকতুল্যরূপে কদর্থিত হইয়াছে; অপরপক্ষে প্রয়োজনরূপে গৃহীত 'কৈবল্য' কেবলাভক্তির বা ঐকান্তিকী ভক্তির ভাব-সম্পদকেই লক্ষ্য করায় উহাই পরমাদরণীয় হইয়াছে।

"নিরপেক্ষ না হইলে ভক্তি না যায় রক্ষণ"—এই শাস্ত্রবাণীর 'নিরপেক্ষ'-শব্দের বিশ্লেষণে শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'নিরপেক্ষতা', 'সাপেক্ষতা', ও নিরপেক্ষের সাপেক্ষতার চমৎকারিতা প্রদর্শনকল্পে শ্রীগীতোপনিষদীয় "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥" এই ভগবতীয় উক্তির পরম চমৎকারিতাপূর্ণ রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

আমাদের এই আচার্য্যকেশরীই অভিনবরূপেই কলযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরাবতারের আবির্ভাব-মাহাত্ম্য, শ্রীগৌরধামের মাহাত্ম্য এবং তাহার পরমোজ্জ্বলতা বিধান, তদুপরি শ্রীগৌর-কারুণ্যের অসমোর্দ্ধতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-দয়ার 'অমন্দোদয়তা'-গুণের স্বরূপোদ্ঘাটনে পরম নৈপুণ্য ও অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত সর্ব্বমঙ্গলাকর "নাম-সংকীর্ত্তন"-প্রচারকল্পে তাঁহার অনন্তাদ্ভুত কৌশল ও চেষ্টা বর্ত্তমানযুগে এক সুমহান্ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে; যে পরিবর্ত্তন জগজ্জীবের ভাগ্যে সর্ব্বানর্থনাশক ও সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আচার্য্যবরের সর্ব্বজনানুমোদিত অপরিসীম মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত যাবতীয় তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও তৎসম্পর্কীয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তাবলীতে সাধারণ ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক, সৎসম্প্রদায়াশ্রিতাভিমানী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বিচারভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ এই আচার্য্যপ্রবর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও পাঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত সৎসিদ্ধান্তাবলীর অভ্রান্ত প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার "ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী"-নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, এই আচার্য্যকেশরী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যেও স্বীয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক তথ্যে অপারঙ্গতি ও অনভিজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকেও তৎসম্প্রদায়ের সুপুষ্ট অভিনব উন্নত চিন্তাস্রোতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহান্ গৌরব আকর্ষণ করিয়াছেন।

শিব-ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অপরিণত বিচার সাধারণ্যে তথা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যপাদ তাঁহাদের স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আধিকারিক দেবত্বে গুণাশ্রিতত্ব বিধায় আধিকারিক দেবত্ব হইতে শ্রীনারায়ণ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রহ্মার আদিগুরুত্বের অধিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রানুমোদিত। শিবতত্ত্বেও আধিকারিক দেবত্ব হইতে তাঁহার "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" বিচারে তাঁহার বৈষ্ণবরূপের শ্রেষ্ঠতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার দ্বিতীয় সদাশিবস্বরূপে তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব বিধায় এই

সদাশিব-স্বরূপেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব যে শাস্ত্রকর্তৃক বিদিত হইয়াছে, তাহা এই আচার্য্যপ্রবর প্রদর্শন করিয়া সাধারণের ভ্রান্তি নিরসনে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত করুণাখনি ও দাতৃশিরোমণি আচার্য্যপ্রবর কীর্ত্তন-সম্রাট্‌রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্" শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যামুখে "ভূরিদা জনাঃ" শ্লোকাংশের উল্লেখে এ জগতে ভগবৎকথা-কীর্ত্তনকারীই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠদাতা, তাঁহার দানের সঙ্গে যে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুরই তুলনা হইতে পারে না, তাহা অবগত করাইয়া বিশুদ্ধ শ্রীভগবৎ-কথা-কীর্ত্তনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ও সংস্থাপন করিয়া 'গ্রন্থ-ভাগবত' ও ভগবৎকথা-কীর্ত্তনকারী ভক্ত-ভাগবতের অপরিসীম মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়া স্বীয় আচার্য্যত্বের গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিষয়াশ্রম-তত্ত্ববিচারে আশ্রয় ও বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্দ্ধারণে আচার্য্যপাদ ব্রহ্মসংহিতোক্ত "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ" শ্লোকোদ্ধার এবং শ্রীমদ্ গৌড়ীয়গণের অবলম্বন-স্বরূপ "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকাবলী অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যত্ব এবং ব্রজবধূগণকে শ্রেষ্ঠ আরাধিকা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকারূপে নিরূপিত করিয়াছেন। বিষয়-বিগ্রহ সেব্যতত্ত্ব-বিধায় আশ্রিতবর্গের সেব্য-বিগ্রহের সেবাতেই সমীচীনতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিষয়াশ্রয়ের মধ্যে অনন্ত আনন্দলহরী উদ্বেলিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে আরও অধিক চমৎকারিতা যে বিপরীত রতিতে—বিষয়ের আশ্রয়ের সেবাতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, আচার্য্যপ্রধান তাহা তাঁহার নিগূঢ়ভজনানুরাগী আশ্রিতকুলকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশপ্রদান করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব কবির "দেহি পদপল্লব-মুদারম্" উক্তিতে সেই নিগূঢ় ভজনের নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আচার্য্যপাদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌর-গৃহের নিকটস্থ হইলেই শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরের স্মৃতিতে ভরপূর হইয়া শ্রীজয়দেব কবির উক্তির অনুসরণে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" শ্লোকোচ্চারণপূর্ব্বক 'রাধে গৃহং প্রাপয়' বলিতে বলিতে শ্রীগোবিন্দের রাধা-সেবানুরাগ চমৎকারিতায় বিভোর হইয়া যাইতেন। আচার্য্যপদের এই অপূর্ব্ব ভাব-বিহ্বলতার অনুসরণের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্যাতিধন্য।

শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র-মহৌষধ শ্রীরূপানুগ ভজনেই যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সদ্বৈদ্যশিরোমণি, ভজনবিজ্ঞ শ্রীআচার্য্যদেবের নিগূঢ় ভজনোপ-

দেশ এবং অসংখ্য ভজনচেষ্টার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিষয়-বিগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবানুরাগীর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণির অনুগত-অভিমানিনীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পরম চমৎকারিতার বিষয় অভিনবভাবে এই আচার্য্যবর্য্যই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার "রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে"—এই কীর্ত্তন-ঝঙ্কারের মধ্যে উপর্যুক্ত ভাব-চিন্তামণিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আচার্য্যপাদের শ্রীরাধাদাস্যময়ী ভজনানুরাগিতা তাঁহার লেখনীতে, ভাষায়, প্রবন্ধে, নিবন্ধে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছে ; এমন কি, তাঁহার 'বার্ষভানবীদয়িতদাস' নামের মধ্যেই সেই গৌরবান্বিত পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

বিপ্রলম্ভ-ভাববিহ্বল প্রফুল্লনয়নপদ্ম পরিশোভিত আচার্য্যপাদের প্রণয়কাতর শ্রীমুখমণ্ডল যিনি একবারমাত্রও অবলোকন করিয়াছেন, তিনি নিত্য নব-নব-অনুরাগোত্থ হর্ষ-গর্ব্বাদি ভাব-বিকারযুক্ত হইয়া অলৌকিকভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ সেই মুখকমল হইতে দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। যাঁহার বাণী মধুর, যাঁহার রূপ মধুর, যাঁহার গুণ মধুর, যাঁহার লীলা মধুর, সেই মধুরাদ্ভুত পরম-মধুর শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আজ তাঁহার প্রকট-বাসরে তাঁহার সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারিতাপূর্ণ অশোকাভয়ামৃত চরণসরোজে তাঁহার এই অধমাধম ভৃত্যানুভৃত্যকে আকর্ষণ করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে সকাকু প্রার্থনা।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু স্মরণে

হে প্রভো !
কতেক বছর বিলীন হইল অতীতের মহাকোলে।
তব স্মৃতিপট অঙ্কিত মোদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে॥
বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করি' যত তব নিজজনে।
একদা নিশীথে চলে গেলে তুমি ধরা ত্যজি' নিত্যস্থানে॥
গুরুর আগেতে তুমি গেলে চলে কৃষ্ণসনে বিহরেতে।
হরিদাসের নির্যাণের কথা আসয়ে স্মরণপথে॥

পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার আগেই কুঁড়িতেই ঝরে গেলে।
গুরুসেবকের আদর্শ তথাপি স্থাপিলে স্বল্পকালে॥
কণ্টক যেমন সহে বহু জ্বালা কুসুম রক্ষার তরে।
গুরুসেবা লাগি স'হেছ যাতনা সারাটি জীবন ধরে॥
আত্মসুখ যত ত্যজেছিলে তুমি গুরুর সুখের তরে।
সেবার নমুনা এমনি কভু যে দেখিনি নয়ন ভরে॥
"গুরুর সেবক মান্য আপনার"—গৌরাঙ্গের এই বাণী।
সম্মান করিতে গুরুদাসে তাই নিত্য 'নিজজন' জানি'॥
"বজ্রের মতন কঠোর আবার কোমল পুষ্পের ন্যায়"।
বৈষ্ণবের এই মহতী চরিত্র তোমাতেই শোভা পায়॥
"বৈষ্ণব-সেবনে কৃষ্ণভক্তি হয়"-জানি' এই শাস্ত্র-মত।
সদা রত ছিলে বৈষ্ণব-সেবায় যতনের সাথে কত॥
কাটিলেহ কভু বৃক্ষ নাহি ছাড়ে পরোপকার স্বভাব।
চাহিলে তেমনি কল্যাণ তাদের ঘোর শত্রু যারা তব॥
"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—এই বাক্য অনুসারে।
বসুন্ধরা-সহ ধন্য যে করিলে কুল আর জননীরে॥
ধর্ম্মধ্বজী হয়, "ইঁচড়ে পাকা বোষ্টমের যত দল।"
শাস্ত্রের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া ভাঙ্গিলে তাদের ভুল॥
অত্যন্ত ক্রোধী বলিয়া তোমায় নিন্দিয়াছে বহুজন।
তারাও আজিকে অনুতাপে জ্বলি' করে তব গুণগান॥
মোদের ছাড়িয়া চলে গেছ তুমি, মনে হয় আছ কাছে।
তোমার স্মরণে আজ ভক্তবৃন্দের আনন্দে হৃদয় নাচে॥
শ্রীগুরুদেবের প্রিয়জন তুমি নিবেদন তব পদে।
এ অধম দাস গুরুর সেবায় সদা রয় যেন মেতে॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

'মহাভারতের ভারত-'পুস্তিকার প্রতিবাদে শ্রীবন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র

জুনবেদিয়া
১৯।৬।৮৬

মান্যবরেষু—

আপনার ১৯৬।৮৬-র সুদীর্ঘ পত্রখানি পড়লাম। আপনার এতো সব শ্লোক উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি আমার বইটি পড়ে কিভাবে ধরে নিলেন যে আমি ঐ সব গ্রন্থাদির ভেতর প্রবেশ করিনি। আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই মহাভারতের উপর নানা বই পড়ে আসছি। আমার বক্তব্য আমি পরিষ্কার করেছি। তাতে ভক্তের অন্তরে যদি ব্যথা লাগে, তাহলে সে ব্যথা নিরাময় করার দায়িত্ব আমার নয়। মহাভারতের কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম ধরে নিলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তির গতিশীল স্রোত স্তব্ধ ও বদ্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর নিরাকার, অব্যয়, অক্ষয়, মানুষী ধারণার অতীত। কৃষ্ণ মানবিক জীবনমাত্রায় মূর্ত্ত। যারা তাকে পরব্রহ্ম বলেন বলুন। মহাভারতের উপর কালক্রমে ভক্তজনের অন্ধ ভক্তিরসাপ্লুত প্রগাঢ় আবেগ বহু প্রক্ষেপের জন্ম দিয়েছে। সেইসব অত্যদ্ভুত প্রক্ষেপ মানুষ কৃষ্ণকে অতিমানব এবং পরবর্ত্তীকালে আরও সংযোজন ও সংবর্দ্ধনের মাধ্যমে দেবতায় পরিণত করেছে। মহাভারতে কৃষ্ণের জন্ম আছে, বিদ্যাশিক্ষা আছে, শত্রু আছে, মিত্র আছে, প্রেম আছে, বিষাদ আছে, ক্রোধ আছে। কি নেই। তাঁর জীবনের এই সব বৈচিত্র্য সাধারণ এবং অসাধারণ কর্ম্মকাণ্ডের রমণীয়তার জন্যই মহাভারতের এতো ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা ও গভীরতা। 'অশাস্ত্রীয় কথাটি' খুবই সীমাবদ্ধ। জীবন, দেশ, কাল শাস্ত্রাপেক্ষা অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। আমি মনে করি কৃষ্ণ মহাভারতের মুখ্য পুরুষ। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দাম্পত্য জীবনযাপন করেছেন, পুত্রোৎপাদন করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষাবলম্বন করেছেন, অর্জ্জুনের বন্ধু Philosopher ও guide-এর ভূমিকা নিয়েছেন। এ-সব নিয়ে তিনি যদি ঈশ্বর হয়ে যান, তবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী প্রমুখ মহাভারতের সবাই ঈশ্বর। ঈশ্বরানুভূতি বা ঈশ্বর বোধের জন্য অনেক সময় ভক্তের সামনে কোন বিগ্রহের প্রয়োজন হয়তো হ'তে পারে। সেখানে যদি কেউ কৃষ্ণকে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি ব'লে বিশ্বাস করেন, সে বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু তার জন্যে তো মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তার পথকে অবরুদ্ধ

করে রাখা যায় না। রামায়ণে রাম যেমন নৈতিকতার মূর্ত্ত মনুষ্য বিগ্রহ, মহাভারতে কৃষ্ণ তেমন মানবকেন্দ্রিক নীতিধর্ম্মের রচয়িতা। কৃষ্ণকে 'পরব্রহ্ম' ধরে নিলে মানব শিক্ষার দিক দিয়ে 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হবে। কৃষ্ণের জীবন সংগ্রাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং বৃহত্তর ভারত গড়ে তোলার জন্য তার অবিরাম প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর শুদ্ধ মানবত্বই প্রকাশিত। আপনি যে কয়টি উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, সেগুলির সঙ্গে মহাভারতের কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের কোন মিল নেই। দেবত্ব ও মানবত্বের মধ্যে যে-সব ভক্ত এক অগন্য অনতিক্রম্য দূরত্বের সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাঁরা পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে এক অলঙ্ঘ্য উচ্চতায় তুলে রাখতে চেয়েছেন। আমি গীতার কথায় আসিনি। গীতায় তিনি লোকমর্য্যাদা লঙ্ঘনের কথা বলেছেন, না ধর্ম্মের বা ধর্ম্মমর্য্যাদার দুরতিক্রমনীয়তার কথা বলেছেন তা বোঝা সহজ নয়। যিনি সব কর্ম্মের কর্ত্তা, সব প্রেরণার প্রেরয়িতা, সব নিয়মের নিয়ন্তা, তিনি অব্যয়, অমূর্ত্ত, অনাদি এবং অসীম। তিনি তিনিও নন, আমিও নই, আপনিও নয়, অথচ সর্ব্বময়। তিনি পুরুষ নন, স্ত্রী নন, জীব নন, জড় নন, অথচ সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু কৃষ্ণকে যখন আমরা মানুষ হিসাবে পেলাম, তখন কৃষ্ণকে মানুষ না ভাবলে জীবনের চলচ্ছক্তি যে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি বৃহত্তর ধর্ম্মরক্ষার খাতিরে নীতিধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছেন। তিনি নীতিধর্ম্মের প্রচলিত গণ্ডী অতিক্রম করতে বলেছেন। তিনি তো মানবতারই প্রতিমূর্ত্তি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি moral dilema তে ফেলেছেন। তিনি গুরুজনের চরম বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। প্রচলিত নীতি অতিক্রম করে বহুজনকে হত্যা করিয়েছেন। সার বুঝলাম, বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বহুজনের ভবিষ্যৎ কল্যাণের উদ্দেশ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত নীতির নিগড় ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ দেখিয়েছেন। তাকে পরব্রহ্ম বলে ধরে নিলে মন বদ্ধ হয়ে যায়, জ্ঞান-বুদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। অন্যদিকে তাকে মানুষ বলে ধরতে পারলে জ্ঞানের আলো জ্বলে। দেহে, মনে শক্তি আসে এবং বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনযাপনের উদ্বোধন ঘটে। মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ সে সব আপনার বা আমার উভয়ের কাছেই খোলা। কেবল বুঝ্ বা বোধ অথবা দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। ব্যথা পেলে নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন।

বিনীত—

দুঃখভঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

"মহাভারতের ভারত"-পুস্তিকার পুনঃ প্রতিবাদ-পত্র

আপনার ১৯।৬।৮৬ তারিখের পুরুলিয়ায় প্রেরিত পত্রখানি পাইয়াছি। কিন্তু আমি পূর্ব্বপত্রে যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলাম, সেইগুলির উত্তর আপনি দিতে পারেন নাই। মনে হয়, পত্র দানকালে আমার পত্রটি খতিয়ে দেখেন নাই। আপনি "মহাভারতের ভারত" পুস্তকে একস্থানে লিখিয়াছেন, 'রাধা' নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্যতীত অন্য কোন পুরাণ বা শাস্ত্রাদিতে নাই। আমার মনে হয় আপনি পুরাণসমূহ এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ছাড়া পদ্মপুরাণ, ঋক্, সাম্, অথর্ব্ববেদ, নারদপঞ্চরাত্র, বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র, ও গোপালতাপনী শ্রুতিতে রাধানামের উল্লেখ আছে। যদ্যপি আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণে ভয় খান্ তথাপি এস্থলে প্রমাণ না দিলে আমার বাক্যের সত্যতা আপনার বিশ্বাস নাও হইতে পারে। সেইজন্য সামান্য কিছু প্রমাণ দিতেছি,—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীযু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥ (শ্রীপদ্মপুরাণ)

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্যতে (ঋক্ ৩১।৫, সাম্ ১৬০০, অথর্ব্ব ২০।৪৫।২) তস্য দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা (শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি)। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রাধিকা পরাদেবী। কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা (বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র)॥ "দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গ প্রসাধিনী। ওঁ শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণসংযুতা॥" (নারদ পঞ্চরাত্র ৫।৫।১১)। তস্যাদ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্য নির্গুণা যস্যাংশে লক্ষ্মী, দুর্গাদিকাসন্তয়ো গোপালতাপনী)। ঋক্-পরাশিষ্টে লিখিত আছে,—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব্য রাধিকা বিভ্রাপতে জনেষা। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে দেখা যায় যে,—"সত্বং তত্বং পাবতঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্ব রূপিনী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥" ইহা ব্যতীত আরও বহুশাস্ত্রে শ্রীরাধা নামের উল্লেখ রহিয়াছে। আপনি শাস্ত্র অনুসন্ধান না করিয়া বালসুলভ কথা আপনার পুস্তকে লিখিয়া সাধারণকে ভক্তিমার্গ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছেন।

আপনি আপনার পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন, ঈশ্বর নিরাকার, আবার অন্যস্থলে লিখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যদি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হন তাহা হইলে 'তিনি আকার ধারণ করিতে পারেন না' বলিলে তাঁহার

সর্ব্বশক্তিমত্তা কোথায় থাকিল? তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন তিনি আকার ধারণ করিতে পারেন; বস্তুতঃ তিনি সাকার, নিরাকার নহেন। ইহা Cause and effect theory অনুসারে প্রমাণিত হইবে। কার্য্যে যাহা দৃষ্ট হয় কারণেও তাহা অনুস্যূত থাকে। সৃষ্ট বস্তু যেরূপ আপনি, আমি, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির রূপ রহিয়াছে, তদ্রূপ স্রষ্টারও নিশ্চয়ই রূপ রহিয়াছে। তিনি নিরাকার হইতে পারেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে,—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ সঃ শৃনোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরাগ্রং পুরুষং মহান্তম্॥

অর্থাৎ হাত নাই অথচ সব গ্রহণ করেন, চরণ নাই দ্রুত চলেন, চক্ষু নাই সবকিছু দর্শন করেন, কর্ণ নাই কথাসমূহ শ্রবণ করেন, তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বস্তুকেই জানেন। কিন্তু তিনি না জানাইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন না। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আদি অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাৎপর্য্য এই যে, সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃত হস্ত-পদাদি না থাকিলেও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদি রহিয়াছে—যদ্দ্বারা তিনি সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন। তাঁহার মধ্যে কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। এই-জন্য গীতায় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (গীতা ৪।৯)

তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদাদি নাই বলিয়াই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে নিরাকার-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার অপ্রাকৃত বা দিব্যরূপ রহিয়াছে।

ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥
(ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

দেবতাগণ যখন পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে সাকার সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আপনি যদি বেদশাস্ত্র বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আপনাকেও ইহা মানিয়া লইতে হইবে। 'সবই প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া এড়াইয়া গেলে চলিবে না।

আপনি আপনার পত্রে আরও লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইলে মন বদ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞান বুদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়া আসে। এ-বিষয়ে

বক্তব্য এই যে, গীতার জ্ঞানালোকে বিশ্বের সজ্জনবৃন্দ উদ্ভাসিত হইয়া জগৎবরেণ্য হইয়াছেন। সেই গীতাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম, পরমধাম, পরমক্ষর পরেমশ্বর (১০ম ও ১১শ অধ্যায়) শব্দে ভূষিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি গীতার জ্ঞান গীতাধ্যায়ীকে বদ্ধ করিয়াছে ? অথবা তাহার জ্ঞানবুদ্ধির পথ রুদ্ধ করিয়াছে কি ? ইহা ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীতা ৯।১১)

সর্ব্বভূতের মহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে। বিশেষ বক্তব্য এই যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই মানুষী তনুতেই বিশ্বরূপ, চতুর্ভুজ এবং যুগপৎ দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহাকে এই মানুষী তনুর জ্ঞানানন্দাত্মতত্ত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব ও মোক্ষদাতৃত্বাদি প্রভাব বা স্বভাব জানিতে পারে না, তাহারাই তাঁহার মনুষ্য শরীরকে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাঁহার এই মনুষ্যাকার রূপটি প্রাকৃত, পঞ্চভৌতিক নহে, পরন্তু নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন,—

"ওঁ সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায় ত্বমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্ দ্বিভুজং মৌন ক্ষুদ্রাচং বনমালিনীশ্বরম্।" ব্রহ্মসংহিতা বলেন,—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ", শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্য-লিঙ্গম্", যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নবাকৃতিঃ।" সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বর তাহা গীতা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। তবে আপনি গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত পবিত্র এই ভারতভূমিতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মলাভ করত যদি সনাতন-ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র না মানেন, তাহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া জানিতে হইবে। আপনি শ্রীকৃষ্ণের কেবল মানবীয় রূপটি দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার (শাস্ত্র-প্রমাণিত) বিশ্বরূপ প্রদর্শন, চতুর্ভুজরূপে কংসকারাগারে আবির্ভাব, বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন ধারণ ও অপরিসীম জ্ঞানগরিমাদি ঐশ্বরিক ভাবসকল উপলব্ধি *করিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। মহামতি ভীষ্মদেব রাজসূয়* যজ্ঞকালে নানাভাবে কুতার্কিক শিশুপালকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক ভাবসমূহ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে নাই। ফলে তাহার

অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। আশা করি আপনি তদ্রূপ অমঙ্গলকে আবাহন করিবেন না।

আপনি একজন লেখক। অনেক ধৈর্য্য ধারণ করিয়া পাতার পর পাতা আপনাকে লিখিয়া যাইতে হয়, সেকারণে আমার এই ক্ষুদ্র পত্র পড়িতে আশা করি আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

আপনি আপনার পত্রে লিখিয়াছেন, আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই মহাভারতের উপর নানা বই পড়িয়া আসিয়াছি। আমার বক্তব্য আমি পরিষ্কার করিয়াছি। এ-বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আপনি মহাভারত অবলম্বনে লিখিত পুস্তকাদি পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু মূল মহাভারত সম্পূর্ণ পড়িয়াছেন কিনা তাহা লেখেন নাই। যাঁহারা কোন গ্রন্থের উপর পুস্তকাদি লেখেন তাঁহারা সেই গ্রন্থ পড়িয়া পশ্চাৎ নিজের সীমিত বিদ্যাবুদ্ধিমত উপলব্ধি করিয়া কিছু কিছু নূতনরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহাতে মূল গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। এইজন্যে প্রবাদ আছে—"সাত নকলে আসল খাস্তা"। আপনি এইরূপ নকল পুস্তকাদি পড়িয়াই গীতোক্ত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ, কালাধীন ইত্যাদি আখ্যা দিতে মিথ্যা দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-রচিত বেদান্তভাষ্য অনুসারে বেদান্ত স্মরণ করাইয়াছিলেন। পশ্চাৎ মহাপ্রভু তাঁহার ভাষ্য খণ্ডন করত বলিয়াছিলেন যে, বেদান্তের সূত্রগুলি প্রাঞ্জল, কিন্তু আপনি কুব্যাখ্যারূপ মেঘের দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাসিত সূত্রগুলিকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইতেছে না। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বেদান্ত সূত্রের প্রকৃত অর্থ শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার একনিষ্ঠ মনকে শুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত জ্ঞানমার্গের অসারত্ব প্রমাণ করত শ্রীসার্ব্বভৌমকে ভক্তিরসে আপ্লুত করেন। এই ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। আপনিও তদ্রূপ আসল মহাভারত না পড়িয়া নকল বইগুলি পড়িয়া ইহাদের কদর্থরূপ মেঘজালদ্বারা মূল মহাভারতকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করেন নাই। ফলে মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় মহাভারতের উপর আরোপিত আপনার বক্তব্যগুলি অপরিষ্কার হইয়াছে; উহা প্রকৃত সিদ্ধান্তসম্মত হয় নাই। ছাত্রাবস্থা হইতে মহাভারতের উপর লিখিত বই পড়া এবং মূল মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করিয়া বিশ্বাস করা এক ব্যাপার নহে। এ-বিষয়ে পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত

শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটী পয়ার স্মরণ হইতেছে। গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের মত যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৫৮)

আপনি পত্রে আরও লিখিয়াছেন যে, গীতা বোঝা সহজ নয়। এ-বিষয়ে কথা এই যে, গীতার মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ে সন্দিগ্ধচেতা ভক্তবর শ্রীঅর্জ্জুনের সকল সংশয় ছেদন করত তাহাকে ধর্ম্মযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সুতরাং গীতাতে ভগবান্ এরূপ প্রাঞ্জলভাবে সমূহ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে অর্জ্জুনের কোনপ্রকার সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাহাতে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনাসমূহ কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সজ্জনগণ শ্রীভগবৎ কৃপায় তাহা সহজ, সরল সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনি পত্রে আরও লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হইয়া যান তাহা হইলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও দৌপদ্রী প্রমুখ সবাই ঈশ্বর। আপনার এই উক্তিটি পাণ্ডিত্যপুর্ণ হয় নাই। তাহারা কেহই শৌর্য্য, বীর্য্য, মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য ছিলেন না, তাহা আপনি অবগত আছেন। রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের পূজাই সর্ব্বাগ্রে সাধিত হইয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত আর কাহারও সেরূপ হয় নাই। কারণ—

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

এবং মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। (গীতা ৭।৭)

কৃষ্ণের তুল্য গুণমহিমা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনাদির কাহারও ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ছিলেন এবং তাঁহার সহায়তায়ই পাণ্ডবগণের সর্ব্বত্র জয় হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ স্বতন্ত্র এবং অচিন্ত্যশক্তিমান্। এই গুণাবলী যুধিষ্ঠির-ভীমাদির ছিল না। এইজন্য তাঁহারা কখনও 'ঈশ্বর' হইতে পারেন না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আপনার পুস্তকে 'রাধা'-নামটী সন্নিবেশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। কেবল মহাভারতীয় যুগে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই বর্ণনার বিষয়। সেখানে রাধারাণীর নাম উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এ যেন 'ধান ভান্তে শিবের গীত' গাওয়া হইয়াছে। আর যদি উল্লেখ করিবার ইচ্ছা ছিল তাহা হইলে শাস্ত্রসমূহ আলোচনাপূর্ব্বক তাহাতে 'রাধা' নাম আছে কিনা তাহা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া, রাধা

তত্ত্বের অভিজ্ঞান লাভ করত যদি পুস্তকে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে জগতের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইত। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া আদ্যাশক্তির সর্ব্বশক্তির অংশিনী ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অযথা কটূক্তি করত তচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং তদীয় ভক্তগণের নিকটেও হেয় প্রতিপন্ন হইতেছেন। ভক্তপ্রবর শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একনিষ্ঠ মন লইয়া স্ব-স্ব পাণ্ডিত্যের দ্বারা নানাপ্রকার তর্ক করিয়াছিলেন। পরে শ্রীভগবদ্ গুণমহিমা ও জ্ঞান-গরিমার নিকট তাঁহাদের বিদ্যার অহমিকা দূরীভূত হইলে ভগবৎ কৃপালাভে সমর্থ হন এবং সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন ও তাঁহাকেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া আরাধনা করেন। সুতরাং ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত তাঁহার তত্ত্ব জানা যায় না। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে।
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ (মধ্য ৬।৮৩)

অতএব আপনার প্রতি যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবে তখন আপনিও তাঁহাকে 'পরব্রহ্ম' ও 'পরমেশ্বর' বলিয়া জানিতে পারিবেন। তাহা এই জন্মেও হইতে পারে বা দুই-চারি জন্ম পরেও হইতে পারে। সেইজন্য গীতায় বলিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

জীব-তত্ত্ব

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"কে আমি কেনে মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি, কেমনে হিত হয়॥ চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)।" তদানীন্তন নবাব হুসেন শাহের যিনি প্রধানমন্ত্রী, যাঁহার পরামর্শানুযায়ী রাজ্য পরিচালনা হইত এবং নবাবও যাঁহার হস্তে সমস্ত কিছু ন্যস্ত করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তিনি কি তাঁহার নিজ পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন? পরন্তু জীব-স্বরূপের যে নিত্য পরিচয় তাহা জানাইবার জন্য অজ্ঞ ও বদ্ধ জীবাভিনয়ে শিষ্যরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সদৈন্য প্রশ্ন উত্থাপন

করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক, তাঁহার কিছু অজানা নাই, তথাপি বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থে সমস্ত জীবপক্ষ হইতে তাঁহার এই প্রশ্ন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়। সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥ কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি জান তত্ত্ব-ভাব। জানি দাঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥ * * জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

"জীবতি ইতি জীবঃ"—অর্থাৎ যাহা জীবিত, তাহাই জীব। পঞ্চভূত-রচিত মায়িক এই দেহ বা শরীর; ইহা নিত্যকাল মৃত, জড়, অচেতন পদার্থ। তবে দেখা যায়, বর্ত্তমানে ইহা নড়াচড়া করিতেছে। ভগবানের তটস্থা শক্তি জীবাত্মা এই শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নড়াইতেছে। কেবলমাত্র জীবাত্মা থাকিলেও দেহ সচল হয় না; জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাও অবস্থান করিলে এই দেহের ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। জড় বা অচেতন দেহের ক্রিয়াদি দেখিয়া ইহা চিন্তা করিলে হইবে না যে, এই দেহ চেতন হইয়া গিয়াছে। একটী জড় অচেতন হাত পাখা যেমন চেতনের সংস্পর্শে নড়িলেও তাহা চেতন হইয়া যায় না, তদ্রূপ মায়িক অচেতন জড় শরীর বা দেহ কোনদিন সচেতন হইবে না, নিত্যকালই অচেতন থাকে।

তটস্থা শক্তি জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ উভয়দিকে গমন করিবার যোগ্যতা আছে। জীব তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর মায়া সেই চিৎকণ জীবের স্বরূপের উপর স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই আবরণদ্বারা আবৃত করিয়া ভগবান্ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। সমজাতীয় না হইলে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব নহে, সে-কারণে মায়া চিৎকণ জীবের উপর এইরূপ আবরণ পরাইয়া দিয়াছে। শ্রীল জগদানন্দ-বিরচিত "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে দেখা যায়,—

চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময়-ভাস্কর।
নিত্যকৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥

ভূতগ্রস্ত মনুষ্য যেমন নিজ পরিচয় ভুলিয়া ভূতেরই পরিচয় দিয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিমুখতা জীবের মায়াবরণ এবং মায়া হইতে জীবের সুখ-দুঃখ, শোক-

মোহাদি লাভ হইয়া থাকে। মায়ার গুণে বিশেষরূপে আসক্ত এবং মায়িক অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা'—এইরূপ অভিমানবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তৎসংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে নানাপ্রকার উচ্চাবচ যোনিতে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া নানা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি উভয়ই ভগবানের নিত্য শক্তিতত্ত্ব। তন্মধ্যে জীব শুদ্ধ চিৎতত্ত্ব ভগবানের পরাশক্তি হলেও ভগবানের প্রতি বৈমুখ্যবশতঃ জড়প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গীতা শাস্ত্রে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ মায়াশক্তিকে অপরা বা বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া জীবকে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা পরাশক্তি বলিয়াছিলেন—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

ভূম্যাদি অষ্টপ্রকার প্রকৃতি নিকৃষ্টা; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ জীবস্বরূপেও ভগবানের প্রকৃতি বা শক্তি; ইহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

এইরূপে বহুভাবে জীবাত্মার নিত্যত্বের এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হইয়াছে।

চিদবস্তু কিরূপে তদপেক্ষা নিকৃষ্টা জড়শক্তিদ্বারা বদ্ধ হইল তাহা বদ্ধজীবের যুক্তি বা জ্ঞানদ্বারা অধিগম্য নয়। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির অধীনে বদ্ধজীবের এইরূপ জড়া প্রকৃতির বিকার ও গুণসকলে অহংমমাদি বুদ্ধি—ইহা জীবের স্বধর্ম্মগত অভিমান নহে। হস্তস্থিত লাঠিতে জোরে আঘাত করিলে হস্তেও যেরূপ আঘাতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শুদ্ধ জীবাত্মারও ঐরূপ মায়িক অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে।

এখন এই মায়া হইতে জীব কিরূপে উদ্ধার পাইবে? গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীতা ৭।১৪)

ভগবানের গুণময়ী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নিশ্চয়ই দুরতিক্রমনীয়া, তথাপি ভগবানেই যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহারা অনায়াসে দুরতিক্রমনীয়া

মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যদি প্রশ্ন হয়,—হরি-গুরুচরণে প্রপত্তির কি প্রয়োজন, মায়ার দ্বারা যখন জীবাত্মার বদ্ধত্ব তখন মায়াদেবীতে প্রসন্ন হওয়া উচিত। তদুত্তরে বিবেচ্য,—মায়াশক্তি ভগবানের বশবর্ত্তিনী, তাঁহার জীবের বদ্ধত্ব দূর করিবার স্বতন্ত্রতা নাই।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৩১)

জীব ভগবানের নিত্যদাস, ভগবানের সেবাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সম্বন্ধ ভুলিয়া অনাদিকাল হইতে মায়ার দাস হইয়া অনিত্য মায়িক বস্তুর সেবা করিয়া জীব কেবলমাত্র নানা দুঃখ-ক্লেশই লাভ করিয়া থাকে। কোন ভক্ত খেদের সহিত বলিয়াছেন—"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।"

আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, আমারও লজ্জা এবং উপশান্তির উদয় হইল না। কিন্তু জীব যখন জানিতে পারে—কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা হইতে তাহার বন্ধন, তখন তিনি পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলে মায়ার হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া থাকেন। কারণ মায়াদেবী যখন দেখেন—জীব তাহার প্রভুর সেবার উন্মুখ হইয়াছে, তখনই তিনি তাহার মুক্তির ব্যবস্থা প্রদান করেন।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০)

জীবের তখন 'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—এই জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। জীব সেই সময় বলিয়া থাকেন—"উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥" শ্রীভগবানের অভয়পদে শরণাগত হইয়া তাঁহার দাস্যে নিযুক্তির জন্য লব্ধবিবেক জীব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে থাকেন,—

অশোক-অভয়, অমৃত-আধার, তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয়॥

'আমি তব নিত্যদাস'—এই বিচারে দৃঢ়বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অধোক্ষজ বস্তু শ্রীভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া জীব তখন ধন্যাতিধন্য হন।

—**শ্রীমতী উমারাণী দেবী**

শ্রীশ্রীল পরমগুরুদেবের বিরহ-বাসরে
এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
জয় শ্রী পরমগুরু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
কৃপা করি' শ্রীচরণে মোরে দেহ স্থান ॥
ভকতির ধারা প্রভু প্রকাশ করিতে।
আবির্ভূত হইলা তুমি বঙ্গদেশেতে ॥
প্রভুপাদের শ্রীচরণ করিয়া আশ্রয়।
জগৎ তারিলা জীবে হইয়া সদয় ॥
বহুশাস্ত্র-ভক্তিগ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
দীন কাঙ্গাল করে তব চরণ আশ ॥
এবে তব পাদপদ্মে মাগি এই ভিক্ষা।
অধম পতিত মুঁই, না কর উপেক্ষা ॥
তুমি কৃষ্ণ-নিজজন করুণার সিন্ধু।
কৃপা করি' দাও প্রভু তার একবিন্দু ॥
বদ্ধ বহির্ম্মুখ মুঁই, নাহি তত্ত্বজ্ঞান।
জড়-সঙ্গ ছাড়াইয়া ভক্তি কর দান ॥
শ্রদ্ধাহীন ভক্তিহীন সদা দুরাচার।
তব কৃপা না হইলে না পাই উদ্ধার ॥
কাকুভরে ডাকি প্রভু অগতির গতি।
রক্ষা কর প্রভু, তব চরণে প্রণতি ॥
দেহ-মন-প্রাণ মোর তোমার চরণে।
সমর্পণ করিলাম করহ রক্ষণে ॥
বিরহ-বাসরে এই দীন অকিঞ্চনে।
প্রার্থনা করিছে তব রাতুল চরণে ॥

—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

স্বাধীনতা

অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে, দেশকে স্বাধীন করিতে না পারিলে মনও স্বাধীন হয় না ; মন স্বাধীন না হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হয় না। বাস্তবিক কি তাহাই ঠিক ? তাঁহারা যে বাস্তব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার ভয়ে মন এখন পরাধীন আছে বলিয়া তাহাতে আলস্য প্রকাশ করেন, তাহার পরিণাম ভয়াবহ।

কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত আর সকল কাজেই তাঁহাদের মন বেশ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে, দেখা যায়। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণে লালসা, উত্তম উত্তম দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রভৃতি কার্য্যে মন বেশ উৎফুল্ল, বেশ স্বাধীন থাকে। তখন মনের কোন বিকার বা তাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা থাকে না। কিন্তু যখনই কোন সাধু আসিয়া শ্রীহরি-ভজনের উপদেশ প্রদান করেন, তখনই পূর্ব্বোক্ত প্রলাপ আরম্ভ হয়।

দৈবী মায়া অত্যন্ত বলীয়সী বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রোগীকে ঔষধ খাইতে বলিলে ঔষধ যদি তীব্র হয়, তবে রোগী যেমন বৈদ্যের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত জীব আমরা সদ্‌বৈদ্য হিতোপদেশ প্রদান করিয়া যখন মায়াবদ্ধ আমাদের নিকট গাহিয়া থাকেন,—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥

তখন আমরা চিৎকার করিয়া উঠি,—"ওগো! না-না আমি তাহা লইব না। আপনারা আমার মায়ার ফোড়া কাটিয়া জোরে টিপিয়া ধরিয়া তাহার পুঁজ-রক্ত বাহির করিয়া কষ্ট দিতে চাহেন, সুতরাং আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে ; সেও বরং ভাল, জন্ম জন্ম আমার ব্যাধি থাকুক ; কিন্তু ঐ আসক্তিরূপ ফোড়ায় অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে দিব না। সাধুগণ যে আমার মনের আসক্তিগুলি ছেদন করিবেন, তাহা সহ্য হইবে না। শাস্ত্র বলেন,—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"—এই বাক্য সফল করিতে কখনও দিব না।

'স্বদেশ' 'স্বদেশ' করিয়া যে আমরা চিৎকার করিতেছি, কিন্তু স্বদেশ কোথায় তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি ? এই যে আকাশ, বাতাস, জল, মাঠ, ফুল, ফল ইত্যাদির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 'সোণার দেশ' বলিয়া ইহার প্রতি ক্রমেই আসক্তি বৃদ্ধি করিয়া ফেলিতেছি— ইহা কি বাস্তবিক আমার ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐরূপ চিৎকার

করিলেই কি ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব? এখানকার মাটী এখানেই আছে, এখানেই ছিল এবং এখানে থাকিবে। আবার সব সময়ে ইহা থাকিবে না এবং আমিও আর এখানে আসিব কিনা, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

ইহা ত' আমার নয়; ইহা যদি আমার হইত, তবে আমার সহিত ইহার নিত্য সম্বন্ধ থাকিত। কোন প্রাকৃত কবিও গাহিয়াছেন,—"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা, এদেশ তোমার নয়।"

"আমি" শব্দের বিচার করিলে জানা যায় যে,—'আমি' একটী নিত্যচেতন বস্তু। আর এই যে জড়দেশ, মাটী, জল, বাতাস—এ সকলই অনিত্য। ইহজগতে যে প্রেম আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহাও অনিত্য এবং প্রত্যেকের পিছনে দেখা যায় স্বার্থ রহিয়াছে। নিত্য 'আমি'র বাসস্থান শ্রীগোলোক-বৈকুণ্ঠে। তাহাই আমার স্বদেশ। গোলোকপতি ও তাঁহার নিজজনই আমার আত্মীয়-স্বজন, তাঁহাদিগকে অবাধে ভালবাসিতে পারাই আমার বাস্তবিক স্বাধীনতার ফল। নিত্যানিত্য বিবেকই আমার স্বাধীন জ্ঞান। নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকাই প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, নতুবা আমার ন্যায় একটী প্রকাণ্ড মূর্খ দুনিয়ায় আর কেহই নাই।

হে ভক্তগণ! আপনারা এই অধমকে কৃপা করুন,—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেই শ্রীগোলোকপতির কৃপা নিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারিব।

—**শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী** (চিত্তরঞ্জন)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথিতে দীনার স্মৃতি-আরতি

সেবাযজ্ঞের ধূপ-সুরভিত পুণ্যবিরহ-তিথি।
এসেছে আবার সঙ্গে বহিয়া অপূর্ব্ব জীবন-স্মৃতি॥
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব-বাণী-কুঞ্জমাঝে,
আজ হৃদয়ে ব্যথার বীণা শুধু বাজে;
ভক্ত-পরাণে ধ্বনিয়া উঠিছে তোমার বিরহ-গীতি।
অমল সেবন-স্মৃতি॥

তোমার সাধের বেদান্ত সমিতি-তীর্থে কত জনের আগমন।
নানান্ ভাষায় হচ্ছে হেথায় সদাই গৌরবাণীর আরাধন॥
বেণুতে বীণায় মুরত মন্দ্রে, ভক্ত-কণ্ঠের জয়গানে।
গৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-অর্চ্চনা, ললিত মধুর ঐক্যতানে॥
এ-দীনা জনেরে করগো করুণা, সঁপিনু আপন চিত্ত।
বরণ যেন সত্যই করি, শ্রীগৌরবাণী—বিনোদ-তীর্থ॥
ওহে গৌরবাণী! মূরতি ধরিয়া, নরোত্তম-রূপে নরের মাঝে।
এসেছিলে প্রভো, কত করুণায়, গোরার নিগূঢ় অভীষ্ট কাজে॥
মহাপুণ্য বঙ্গে সমুদিত হ'য়ে, জগতে ক'রেছ দান।
নিরস্তকুহক বাস্তব-গাথা—অমল সত্য শ্রীহরিনাম॥
অমৃত-তনয় শুদ্ধচেতন—ওহে জীব! তুমি প্রবাসী হেথায়।
তোমার স্বদেশ—নিত্য নিকেতন, শ্রীহরি-সেবন কৃত্য যেথায়॥
হরিসেবাহীন ব্যর্থ জীবন—'মরণ' কেবল তাহারই নাম।
প্রাণীর ধর্ম্ম—প্রাণপতি-সেবা, বিপাক তাহার জড়ীয় কাম॥
আশা মোর নাই, পতিতা অধমা, চরণপদ্মে ভক্তিহীনা।
এ-ভবসাগরে, ওহে কাণ্ডারি! শ্রীচরণ-তরী পাবে কিনা দীনা??
আচার্য্য-ধারার বীণা ঝঙ্কারে, ঢালিয়া ক্ষুদ্র আকুল তান।
কোনদিন যেন অকপট-চিত্তে, গাহিবারে পারি তোমার দান॥
জয় জয় পতিতপাবন শ্রীগুরুচরণ করুণাময়।
তব আবির্ভাবে জয়, তিরোভাবে জয়, জয় তোমারি জয়॥
দিও সদা হিয়ার মাঝারে গুরুসেবার প্রেরণা।
বিরহ তব দীপকরাগে জাগাক প্রাণে চেতনা॥
গুরু-পদকমল-মধু পানমত্ত মধুকর।
আত্মশুদ্ধি তরে তোমার গাথা স্মরিব নিরন্তর॥

—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা*

আমরা "বলাইপণ্ডা"-নামক স্থানে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শুভ পঞ্চশততম আবির্ভাব উপলক্ষে সনাতন ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি কিছু ভগবৎকথা—হরিকথা কীর্ত্তন করার সুযোগ পাওয়ার জন্য এই ধর্ম্মসভার উদ্যোক্তাগণকে সর্ব্বপ্রথমে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভগবৎ-কথা—হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের বিশেষ মহিমা-মাহাত্ম্য রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন,—"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ······সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মঃ"। এই সনাতন ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্ম যিনি শ্রবণ করবেন, অনুধাবন করবেন, ধ্যান করবেন, আদর করবেন, অনুমোদন করবেন, সকলের পক্ষেই কল্যাণ এবং বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। তাই সর্ব্বপ্রথমে এই ধর্ম্মসভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়েই আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি।

আজ আমাদের বক্তব্য বিষয়,—"সনাতন ধর্ম্ম ও বিশ্বমৈত্রী"। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে সনাতন ধর্ম্ম কি, সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়ের নিকট আপনারা সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অবগত হয়েছেন, তথাপি আমাকে কিছু বলতে হয়। সনাতন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করতে গেলে পাশাপাশি অসনাতন ধর্ম্ম কোন্‌টী, তাহাও আলোচনা করার প্রয়োজন।

সমস্ত শাস্ত্র—বেদোপনিষদ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি আলোচনা করতে গেলেও একটী বিষয় সুস্পষ্ট। প্রতিটি গ্রন্থে অন্বয় এবং ব্যতিরেকভাবে তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে। নিখিল শাস্ত্রের সারবাক্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অন্বয়মুখী আলোচনা—"স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুং"—ভগবানকে আমাদের সবসময় স্মৃতিপথে রাখতে হবে; ব্যতিরেকমুখী আলোচনা—"বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ"—কখনই ভুললে চলবে না। সমস্ত শাস্ত্র এই মূল অন্বয় এবং ব্যতিরেক আলোচনা নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যখনই কোন তত্ত্ব আলোচনা করিব, তখনই এই দুটী দিক্ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়। আমরা এটা শিখছি কোথা থেকে, পাচ্ছি কোথা থেকে?

---

* মেদিনীপুর জেলার ময়না থানান্তর্গত বলাইপণ্ডা-নামক স্থানে গত ২৪শে চৈত্র, ১৩৯২ (ইং ৭।৪।৮৬) মঙ্গলবারে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

[শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৩৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

আদৌ নারায়ণ ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে "চুতঃশ্লোকী ভাগবত" উপদেশ করেছিলেন। ব্রহ্মা নারদ ঋষিকে সেই ভাগবত উপদেশ করেন এবং নারদঋষি পরবর্ত্তীকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সেই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন। সেই চতু:শ্লোকী ভাগবতের শেষের দিকে দেখা যায়—শাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব আমরা কিভাবে আলোচনা করব। সেখানে বলছেন,—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥"

এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব নিষেধাত্মক শাস্ত্রের দুইদিকই আলোচনা করতে হবে। উদাহরণ দেওয়া যায়, ভাগবত বলছেন,—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য"—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ কর, এটা হ'ল নিষেধাত্মক উপদেশ; আর অন্বয়মুখী উপদেশ— "সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"—সাধুসঙ্গ গ্রহণ কর। সুতরাং নিখিল শাস্ত্র এইভাবে বিধি-নিষেধাত্মক বলেই আমরা জানতে পারছি। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিমানন্দ ব্রজবাসীর নির্য্যাণ

শ্রীপাদ নিমানন্দ ব্রজবাসী প্রভু গত ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৯৩, ইং ১২ই আগষ্ট, ১৯৮৬, মঙ্গলবার, গৌর-দশমী তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান প্রচারকেন্দ্র ও কার্য্যালয় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। মালদহ জেলার শব্দলপুর গ্রামে তাঁহার পূর্ব্ববসতি ছিল।

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে তিনি শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনামগ্রহণ ও বিবিধ সেবাকার্য্যে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও স্মিতহাস্যযুক্ত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত।

তিনি নিরলস, মৃদু, শান্ত, নিরীহ সেবক ছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশমত তিনি শ্রীসমিতির নবদ্বীপ, চুঁচুড়া, সিধাবাড়ী প্রভৃতি মঠে বিভিন্ন সময়ে অবস্থানপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহার সেবা-দায়িত্ব পালন করিতেন। অসুস্থ-শরীরেও তিনি তাঁহার সেবাকার্য্য হাসিমুখে সম্পন্ন করিতেন, ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার অমানী-মানদ-ধর্ম্ম সকলেরই স্নেহাকর্ষণ করিত। নির্ব্বাচারে বৈষ্ণবের আজ্ঞাপালনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ শ্রীগুরুসেবককে হারাইয়া আমরা বিশেষ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। *

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ *

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৮শ বর্ষ { ২৯ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ
২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৯৩, ইং ১৪।১।৮৭ } ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে অষ্টাদশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১-২। এবমেতন্মহাভাগাঃ শ্লাঘ্যমেতন্মহাকুলম্।
মরীচেঃ সকলেঽপ্যস্মিন্ ত্রৈলোক্যেকোঽন্যথা বদেৎ ॥১৪॥
পিতা চ মম সর্ব্বস্মিন্ জগত্যুৎকৃষ্ট-চেষ্টিতঃ।
এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্ ॥১৫॥

["দেবগণ, অনন্তদেব, কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা কি প্রয়োজন? তোমার পিতা—তোমার ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়; পিতা পরমগুরু; অতএব বিপক্ষ-স্তবসংযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর" পুরোহিতগণ এইরূপ বলিলে বিনয়াবনত শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—]

হে মহাভাগসকল ! আপনারা যথার্থ বলিয়াছেন ; মরীচির সকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য। ত্রৈলোক্যে কে অন্যথা বলিতে পারে ? আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট জনগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত, ইহাও আমি জানি ; একথা সত্য, মিথ্যা নয় ॥ ১৪-১৫ ॥

৩-৫। গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ।
যত্তুক্তং ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি হি ন বিদ্যতে ॥১৬॥
পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্ ॥১৭॥
যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুষ্মাভিরীদৃশম্।
কো ব্রবীতি যথাযুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোঽর্থবৎ ॥১৮॥

পিতা সমস্ত গুরুর পরমগুরু, আপনারা যাহা বলিলেন, সে-বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি নাই। পিতা যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ; আর তাঁহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা। কিন্তু আপনারা যে বলিলেন, অনন্তে কি হয়, এ কথা কতদূর দোষযুক্ত, তাহা কে বলিতে পারে ? বস্তুতঃ এই বাক্য যথার্থ নহে ॥ ১৬-১৮ ॥

৬-৭। ইত্যুক্ত্বা সোঽভবন্ মৌনী তেষাং গৌরবযন্ত্রিতঃ।
প্রহস্য চ পুনঃ প্রাহ কিমনন্তেন সাধ্বিতি ॥ ১৯ ॥
সাধু ভোঃ কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম।
শ্রূয়তাং যদনন্তেন যদি খেদং ন যাস্যথ ॥ ২০ ॥

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের মান্য করিয়া মৌন-ভাব অবলম্বন করিলেন ; পরে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"অনন্তে কি হয়" এ কথাকে ধন্য ! হে গুরুগণ ! অনন্তে কি হয় বলিতেছেন ; আপনাদিগকে ধন্য ! যদি খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে অনন্তে যাহা হয়, শ্রবণ করুন্ ॥ ১৯-২০ ॥

৮-১০। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।
চতুষ্টয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥২১॥
মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষেণ তথৈবান্যৈরনন্ততঃ।
ধর্ম্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবান্যৈরর্থঃ কামস্তথাপরৈঃ ॥২২॥
তৎ তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞান-ধ্যান-সমাধিভিঃ।
অবাপুর্মুক্তিমপরে পুরুষা ধ্বস্তবন্ধনাঃ ॥২৩॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ, তাহা হইতে কি হয়, এ কি বৃথা কথা বলিতেছেন? অনন্ত হইতে দক্ষ-মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ধর্ম্ম, অন্যেরা অর্থ এবং অপর ঋষিগণ কাম প্রাপ্ত হন। অপর অনেকে গুরুতর জ্ঞান-ধ্যান-সমাধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী ও নষ্টবন্ধন হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২১-২৩ ॥

১১-১৩। সম্পদৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্য-জ্ঞানসন্ততি-কর্ম্মণাম্।
মুক্তেঃ সালোক্যাদি-লভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ ॥২৪॥
যতো ধর্ম্মার্থ-কামাখ্যং মুক্তিশ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ।
তেনাপি হি কিমিত্যেবমনন্তেন কিমুচ্যতে ॥২৫॥
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ভবন্তো গুরবো মম।
বদন্ত সাধু বাসাধু বিবেকোঽস্মাকমল্পকঃ ॥২৬॥

শ্রীহরির সালোক্যাদিলভ্য আরাধনাই সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, জ্ঞান, সন্ততি, কর্ম্ম এবং বিমুক্তির মূল। হে দ্বিজগণ! যাহা হইতে ধর্ম্মার্থ-কামাখ্য ফল এবং মুক্তি, সেই অনন্তদ্বারা কি হয়, ইহা কি বলিতেছেন? এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল কি? আপনারা আমার গুরু; সাধু বা অসাধু—যাহা ইচ্ছা বলুন, আমার বিবেক অল্প ॥ ২৪-২৬ ॥

১৪-১৫। সর্ব্বব্যাপিন্ জগদ্রূপ জগৎস্রষ্টর্জনার্দ্দন।
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্মন্ত্রপাবকাৎ ॥৩৬॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৭॥

[অনপায়ী পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি যে-হৃদয়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শূলের কথা কি? পাপিষ্ঠ পুরোহিতগণকে কৃত্যাদ্বারা দহ্যমান দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ "ত্রাহি কৃষ্ণ! ত্রাহি অনন্ত!" বলিতে বলিতে কৃত্যাভিমুখে ধাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—]

হে সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্গুরো! জগৎশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন! এই দুঃসহ মন্ত্র-পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা কর। সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত সকল জীবিত হউন্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

১৬-১৮। যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৮॥

যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্‌গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥৩৯॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুর-যাজকাঃ ॥৪০॥

আমি যেমন বিষ্ণুকে সর্ব্বগত মনে করিয়া পাবকে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রু-পক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন্। যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যাহারা হস্তীদ্বারা আঘাত এবং সর্পসকলদ্বারা দংশন করাইয়াছিল, সে-সকলেরই প্রতি আমি সমমিত্রভাবাপন্ন ; কাহারও অনিষ্টচিন্তা করি নাই। অদ্য সেই সত্যে অসুর-যাজকগণ জীবিত হউন্। (ইহা বলিয়া সমদর্শী শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করায় তাঁহারা সকলেই নিরাময় হইয়া উঠিলেন) ॥ ৩৮-৪০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৫৩৭ পৃষ্ঠার পর]

তৃতীয়-ধারা

অনর্থবিচার

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ভগবদনুশীলনই বৈধভক্তদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইলে সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি নিষিদ্ধাচার আছে, তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বৈধভক্তের ভক্তি-প্রতিকূল নিষিদ্ধাচার পরিত্যজ্য

নিষিদ্ধাচার দশবিধ—(১)

---

(১) নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
বাদবাদাংস্ত্যজেত্তর্কান্ পক্ষং পক্ষ ন সংশ্রয়েৎ ॥
ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ভাঃ ৭।১৩।৭-৮

১। বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ (১), ২। অনুবন্ধ, ৩। মহারম্ভাদির উদ্যম, ৪। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ, ৫। কার্পণ্য (২), ৬। শোকাদি-দ্বারা বশীভূত হওয়া (৩), ৭। অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা (৪), ৮। ভূতসকলকে উদ্বেগ দান, ৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ, ১০। ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করা।

দশবিধ নিষিদ্ধাচার

বহির্ম্মুখজন ছয়প্রকার ; যথা :—

১। নীতিরহিত এবং ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত ব্যক্তি, ২। নৈতিক অথচ ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত ব্যক্তি, ৩। সেশ্বরনৈতিক, যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন, ৪। মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক (বৈড়াল-ব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত) (৫), ৫। নির্ব্বিশেষবাদী, ৬। বহ্বীশ্বরবাদী।

ষড়্‌বিধ বহির্ম্মুখজন

---

(১) সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুচ্যেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥ ভাঃ ৭।১৪।৪

(২) জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ভাঃ ৭।৯।৪০

(৩) শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।১১৫

(৪) হরিরেব সদারাধ্যো যতঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ভাঃ ১।২।২৬

(৫) দম্ভাক্রান্তাশ্চরন্ত্যেতে সদাচাররতা ইব।
স্বার্থৈকসাধকো হ্যাঢ্যা মুনিবেশনটা ইব ॥
বিস্তার্য্য বাগুরাং ব্যাধো মৃগানাকাঙ্ক্ষতে যথা।
প্রপঞ্চ্য সৎক্রিয়ামেবং দাম্ভিকা ধনিনাং ধনম্ ॥
হরন্তি দস্যবোঽটব্যাং বিমোহাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
পবিত্রৈব্রতিতীর্থাগ্রৈঃ গ্রামেষ্বেবং বকব্রতাঃ ॥
প্রকটঃ পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ঃ পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি ॥
ছন্নপঙ্কে স্থলধিয়া পতন্তি বহবো ননু।
বৈড়ালব্রতিকোঽপ্যেবং সঙ্গসম্ভাষণার্চ্চনৈঃ ॥ নারদীয়ে হ, ভ, সু ১৯।৫৪-৫৮

যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছাচার ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বার্থসাধন জন্য নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তিগণ জগতের অনেক অমঙ্গল করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তিগণ নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত নীতি সর্ব্বদা ভয়শূন্য ও কর্ত্তব্যপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, নীতির একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা তাহারা জানে না। ঈশ্বর না মানিলে যে, নৈতিকবিধানসকল অকর্ম্মণ্য হয়, তাহা ফলতঃ দৃষ্টি করা যায়। নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে যে স্বার্থের নিকট নীতিকে বলিদান না করিবেন ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাঁহাদের মতের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষিত হইবে। যেখানে স্বার্থ আসিয়া বিরোধ করিবে, সেখানে হয়ত 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নিরীশ্বরকর্ম্মী বলা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর বহির্ম্মুখ লোকেরা সেশ্বরকর্ম্মী বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা নীতির মধ্যে ঈশ কৃতজ্ঞতাকে একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা একশ্রেণী। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বরবিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা প্রথম শ্রেণীস্থ সেশ্বরকর্ম্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বরকর্ম্মীগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যসকল করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হয়, চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না। এইমতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থসম্বন্ধমাত্র, নিত্য নয়। এই উভয়শ্রেণী সেশ্বরনৈতিক পুরুষেরা ভক্তিবহির্ম্মুখ মিথ্যাচারিগণ চতুর্থপ্রকার বহির্ম্মুখমধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ, বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত। বৈড়ালব্রতিকগণ বাস্তবভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহে তচ্চিহ্নসকল সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন দূর উদ্দেশ্য সাধনই তাহাদের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যটী লক্ষিত হইলে সজ্জনকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অধর্ম্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্ব্বোধ লোক তাহাদের বাহ্যদর্শনপূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে, অবশেষে

১। নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তি

২। নৈতিক নিরীশ্বর ব্যক্তি বা নিরীশ্বর কর্ম্মী

৩। সেশ্বরকর্ম্মী দুই ভাগে বিভক্ত

ইহারা সকলেই ভক্তি-বহির্ম্মুখ

ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে দিব্য বৈষ্ণবচিহ্ন, সর্ব্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয়। গোপনে কনক-কামিনীচেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের অন্তরঙ্গ ভাব। এরূপ অনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখা যায়।

কপটচারী ও কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ

নির্ব্বিশেষবাদিগণ পঞ্চম শ্রেণীস্থ বহির্ম্মুখ। তাহাদের মত এই যে, ভক্তি যজন করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিলে তত্ত্ব স্পষ্টীভূত হইবে। মুক্তিই তত্ত্ব। জীবের সর্ব্বনাশই মুক্তি। যেহেতু জীব বলিয়া যে বিশেষ আছে, তাহা নাশ হইলে সমুদয় এক হইয়া একটী নির্ব্বিশেষ অবস্থা হয়। তাহাদের মতে ভক্তি ও ভগবান্ অনিত্য। দাস্যবোধ কেবল সাধনমাত্র, ফল নয়। এস্থলে তাঁহাদের মত বিশেষরূপে বিচারিত হইবে না, কিন্তু সংক্ষেপতঃ এইমাত্র কথিত হইবে যে, ভক্তগণের পক্ষে সেই মতাবলম্বী ব্যক্তি বহির্ম্মুখজন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, নতুবা ভক্তিতত্ত্ব লঘু হইয়া পড়িবে।

৫। নির্ব্বিশেষবাদী

যাঁহারা বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহারা একনিষ্ঠ নন, অতএব তাঁহাদের সঙ্গক্রমে ভক্তির নিষ্ঠা বিগত হয় (১)। এই ছয়প্রকার বহির্ম্মুখজনের সহিত বৈধভক্তের সঙ্গ করা অনুচিত।

৬। বহ্বীশ্বরবাদী

একত্র কোন সভায় উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে নদীপার হওয়া, একঘাটে স্নান করা বা এক বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে সঙ্গ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব সহকারে ব্যবহার করার নাম সঙ্গ (২)। বহির্ম্মুখজনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।

সঙ্গ কি ?

অনুবন্ধ বৈধভক্তের পক্ষে একটী নিষিদ্ধাচার। অনুবন্ধ চারিপ্রকার, যথা ;—

চতুর্ব্বিধ অনুবন্ধ

১। শিষ্যদ্বারা অনুবন্ধ, ২। সঙ্গীদ্বারা অনুবন্ধ, ৩। ভৃত্যদ্বারা অনুবন্ধ, ৪। বান্ধবদ্বারা অনুবন্ধ।

অনধিকারীজনকে ধন ও জনলোভে শিষ্য করিলে সম্প্রদায়ের বিশেষ জঞ্জাল হয়, অতএব যথার্থ পাত্র না পাইলে বৈধভক্তগণ কদাপি শিষ্য করিবেন না।

---

(১) যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ভাঃ ৪।৩১।১৪

(২) দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ শ্রীউপদেশামৃতম্

ভক্তজন ব্যতীত সঙ্গী গ্রহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতএব সঙ্গী না পাওয়া যায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্তসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। ভগবৎপরায়ণ ব্যতীত ভৃত্য সংগ্রহ করা মঙ্গলজনক হয় না। কাহারও সহিত নূতন বান্ধবতা করিতে হইলে অগ্রে তাহার বৈষ্ণবতা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

মহারম্ভাদির উদ্যম তিন অবস্থায় পরিত্যজ্য। আদৌ যদি উদ্যমকর্ত্তার ধনাভাব হয় তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি জীবনের অবসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিবে না।

মহারম্ভাদির প্রয়াস পরিত্যজ্য

বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয়, কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহদ্বৃহৎ কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।

ভক্তগণ ভক্তিশাস্ত্রে ও তদনুগত জ্ঞান ও কর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবেন, কিন্তু কাল নাই বলিয়া বহু গ্রন্থের এক এক অংশ পাঠ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন না। যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, তাহার ভালমন্দ না বুঝিয়া তাহাদের প্রতিবাদ করিতে থাকে, ভক্তগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জন

ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষণীয়। কার্পণ্য তিনপ্রকার যথা :—

ত্রিবিধ কার্পণ্য

১। ব্যবহারকার্পণ্য, ২। অর্থকার্পণ্য, ৩। শ্রমকার্পণ্য।

অভ্যুত্থান ও আন্তরিক যত্নদ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত ব্যবহার করিবে। লৌকিক সম্মান ও পুরস্কারদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যবহার করিবে। যথাযোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া পাল্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত মূল্য দিয়া পরের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। কর শুল্ক দানদ্বারা রাজার সাহায্য করিবে। সৎকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে অন্নাদিদান, পীড়িতকে ঔষধদান, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহারযোগ্যপাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্যদোষ হয় না। কিছু না থাকে মিষ্টবাক্যদ্বারা সকলের প্রতি ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহার সহিত মিষ্টবাক্যদ্বারা, কাহার সহিত অর্থদ্বারা, কাহার সহিত শ্রমদ্বারা ব্যবহার করিবে। ব্যবহারকার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বশবর্ত্তিতা একটী প্রধান দোষ। তাহা চারপ্রকার যথা ঃ—

চতুর্ব্বিধ বশবর্ত্তিতা

১। শোকাদির বশবর্ত্তিতা, ২। অভ্যাসের বশবর্ত্তিতা, ৩। মাদকাদির বশবর্ত্তিতা। ৪। কুসংস্কারের বশবর্ত্তিতা।

শোকাদির বশবর্ত্তিতা

সংসারের বর্ত্তমান জীবের শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ ও মোহ হইবার শত শত কারণ আছে, কিন্তু বৈধভক্তগণ ঐ সকল কারণ উপস্থিত হইলেও শোকাদির বশবর্ত্তী হইবেন না। তাহাতে লঘুতা ঘটে এবং ভক্তিচর্চার সম্যক্ ব্যাঘাত হয়। ইহাতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। দিবানিদ্রা, প্রাতঃনিদ্রা, অকারণ তাম্বূলচর্ব্বণ, অকালে পান-ভোজন, অকালে শৌচাদিগমন, উত্তম শয্যায় শয়ন, উৎকৃষ্ট দ্রব্য

অভ্যাসের বশবর্ত্তিতা

ভোজন ইত্যাদি নানাপ্রকার অভ্যাস করিয়া অনেকে অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হন। জীবনধারণের যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া অনাবশ্যক ব্যবহারদ্বারা অভ্যাসের বশীভূত হইবে না। মাদ্রক-দ্রব্য সেবন করিলে অনেক অনর্থ ঘটে,

মাদকাদির বশবর্ত্তিতা

বিশেষতঃ সেই দ্রব্যের বশীভূত হইয়া চরমে ভক্তি সোপাধিক হইয়া পড়ে। মদ্য, গাঁজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত' কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়। এই সকল বস্তুসেবন বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়, এমন কি তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয় (১)। কুসংস্কারের বশবর্ত্তিতা একটী

কুসংস্কারের বশবর্ত্তিতা

প্রধান উৎপাত। কুসংস্কার হইতে পক্ষপাত উদিত হয়। পক্ষপাত উদিত হইলে আর সত্যের আদর থাকে না (২)। বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করা বৈধভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে দেহগত ভগবদনুশীলন হইয়া থাকে। তাহাই যে বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ, তাহা

---

(১) লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥
যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ ভাঃ ১১।৫।১১, ১৪

(২) যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥
এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥ ভাঃ ১১।৫।১৬-১৭

মনে করা সম্প্রদায়পক্ষপাতরূপ কুসংস্কারমাত্র। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে তত্তচ্চিহ্নরহিত সাধুবৈষ্ণবের অনাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ে যদি সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, তাহা হইলে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র সাধুসঙ্গ লাভের যত্ন হয় না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল লাভ হয় না, অতএব কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত। অপিচ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আবদ্ধ কুসংস্কারহত পুরুষদিগের তদপেক্ষা উচ্চগতিরূপ ভক্তিতত্ত্বে অনেক স্থলে রুচি জন্মে না। কখন কখন আত্মঘাতী বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

দেবান্তরে বিদ্বেষ নিষিদ্ধ

অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ (১)। দেবতা দুইপ্রকার,—ভগবানের অবতারবিশেষ ও অধিকারপ্রাপ্ত জীব। ভগবদতার সকলের প্রতি অবজ্ঞারহিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই। যে সকল জীব ভগবৎকৃপাবলে জগৎ শাসন ও জগৎ পালন ইত্যাদি সামর্থ্য লাভ করিয়া দেবতামধ্যে পরিগণিত, তাঁহাদিগকে "সমশীলা ভজন্তি বৈ" এই ন্যায়ানুসারে অসংখ্য জীবগণ পূজা করিতেছে। বৈষ্ণবগণ অসূয়াপূর্ব্বক তাহাদের অবজ্ঞা করিবেন না। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন; কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে সমুদয়কে সম্মান করিবেন। যেহেতু তত্তল্লিঙ্গদ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। অকিঞ্চনবুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়। চিত্ত আর ভক্তিপীঠ হইবার যোগ্য থাকে না। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
যুর্ক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ ভাঃ ১।২।২৩, ২৬-২৭

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৫৪২ পৃষ্ঠার পর]

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"
"এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।"

—প্রভৃতি বিচার হলে কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দী অসমোর্দ্ধ বিষয়-জ্ঞানে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আসবে।

'আলয়' অর্থে বাড়ী। রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও যার বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হোক—যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হলে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির আলোচনা হয়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা করেছেন, জড়রসের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকলেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তুজ্ঞান করলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হতে হলে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁরা থাকতে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁরা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁদের আলোচনার বিষয় হবে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হলে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁদের বিচার, তাঁরা ভাগবত আস্বাদন করুন। তাহলে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত পড়তে হবে।

এই গ্রন্থটী বেরসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যাদের আছে, তাদের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ নিবৃত্ত না হলে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হতে পারে না। শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যাদের মনোযোগ নাই, যারা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি করে হবে তাতেই মনোযোগী, তাদের নিজমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ' আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহুরী না হলে মূল্যবান্ বস্তু

কিনতে গিয়ে ঠকতে হয়। রস কি প্রকারে তৈরী হয়, আলোচনা না করলে ঠকে যাব। অভিধেয়-শ্লোকে যা বর্ণন করেছেন—যেটি কেবল ভক্তিরস, তার সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা, আবার সন্ধান পেয়েও প্রয়োজনবোধ না হলে তাতে অযত্ন হবে। "আমার সুবিধা হচ্ছে না যাতে, যাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, সেটি চাই না,"—ঈদৃশী চিত্তবৃত্তি যাদের, তাদেরও জানাবার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। আর যারা জেনে বাদ দেয়, তাদের সঙ্গ বহু দূর হতে ত্যাগ করে 'দূরত দণ্ডবত' বিচার করেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"

অনর্থ থাকলে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গপ্রভাবে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্ম্মকাণ্ড', আর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থযুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। অনর্থ-মুক্ত হলে প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে রসাপ্তি, আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য রসের স্বরূপানুভূতি ও কৃষ্ণকে আস্বাদন করান কার্য্য হয়। 'কৃষ্ণভোগী' 'গৌরভোগী' 'পুতুলভোগী' প্রভৃতি অভক্তের কথা। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা হলেই ভাগবত শুনতে পারা যাবে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর করে প্রসাদ খাওয়াতে হবে, যার আদৌ ইচ্ছা নাই, তাকে প্রসাদ দিতে হবে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থাকলে অপরে মন্ত্র পড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবকসম্প্রদায় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেন। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হলে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হলে দীক্ষিত হয়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয় আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এঁদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুনবে না, সব জেনে নিয়েছি বলে শয়তানী করবে, তাকে 'দণ্ডবত দূরত'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার—যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণ যা দেবেন, সেইটুকুই

তাঁরা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা মহাভাগবতের বিচার। যদি স্মার্ত্তবুদ্ধিতে "চুল পড়েছে, কুকুরে ছুঁয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—

"নান্নদোষেণ মস্করী"

ত্রিদণ্ডিগণ রসুই করেন না, অন্যের রসুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁদের "কাঁচী বা পাকী নিমন্ত্রণ" বিচার নাই। "যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচীতে যাব না"—এটা জিহ্বা-বেগ।

জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ-সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন,—ধনী লোকের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করবে না, তাতে জিহ্বাবেগ আসবে—'ভাল খাব' বিচার হবে। ভক্তি কিছুমাত্র থাকলে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত করে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হতে আসে, ভগবান্ ভালমন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্ত্তব্য ভগবন্মহিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অন্যলোককে জানান। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব বলে দৌড়ুলে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হতে স্বতন্ত্রা। সকল লোক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক্। রসাপ্তিকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুণশ্রবণে যে সৌগন্ধ, তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঃ—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্altবিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥
(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

[সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করল।]

ভগবান্ গুণহীন,—ইহা শুষ্ক-জ্ঞানীদের বিচার; তাঁরা অখিল চিদ্‌গুণ-সমষ্টির আলোচনা না করে জড়গুণের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হলে তাঁতে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণগুণাখ্যানে বহু মুখ হয়ে যায়—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত। "আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে"। কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হয়ে লোকে বাস্তবসত্য গ্রহণ করতে পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হবার দুর্ব্বাসনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধনভক্তিতে ভাব, তৎপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটী বিচার আছে—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

এই শ্লোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' এইটী অভিধেয় এবং "ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ"—এইটী ফল। তখন রসরাহিত্য কেটে যাবে। 'সৎসঙ্গ' পঞ্চপ্রকার ভক্তির একটী অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁর সঙ্গ করতে হবে। যে উদর-ভরণে ব্যস্ত, তার সঙ্গ করতে হবে না। যদি মিউনিসিপ্যালিটি হতে নোটিশ দেয় যে, স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীটানাতে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তবে সে আর ভাগবতপাঠ করবে না। ইঞ্জিনীয়ার হলে যদি বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তাহলে ভাগবত-পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ভাগবতপাঠী তার অনুগ্রহের পাত্র হবে। তাহলে ভাগবত শুনতে পারলো না। আত্মনিবেদন না হলে ভাগবত শোনা যায় না।

ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জন প্রয়োজন হলে দুই একটা গল্প পাঠ করবে। অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ করবে—না হয় আর কিছু।

ভাগবত পড়লে "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপম্" বিচার বুঝতে পারবে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রস। সেই লীলাময়ের কথাগুলির তারতম্য বিচার করলে দ্বাদশ রসে রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হবে। তাঁর সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণজ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁর সৌখ্যবিধান করলে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ে হয় না।

তা হলে এটি আলোচনা হলো যে, সম্বন্ধজ্ঞান প্রথম শ্লোকে, অভিধেয় দ্বিতীয় শ্লোকে এবং প্রয়োজন তৃতীয় শ্লোকে।

কাকে ভাগবত দেওয়া হচ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ করলে কি পাবে?

পূর্ণপুরুষের আনন্দ হবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখবার থলি (Cavity) কতটুকু? ভগবানের অসীম উদর। বাহান্ন, চুয়ান্ন বার খান, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি। খানিকটা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ করবো, এই চিন্তাস্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁর প্রসাদবুদ্ধিতে তদ্দত্ত অবশেষই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তা লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—

আদদানস্তৃণং-দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হয়ে থাকতে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

তা হলে মোটামুটী আলোচনা হলো—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

বেদের প্রপক্ক ফল যে ভাগবত, তাঁর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-যোগ্য করে তিনটী শ্লোক পড়লেই হয়, তা হলে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংশ্লিষ্ট 'যাবানহং যথাভাবঃ,' 'অহমেবাসমেবাগ্রে,' 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত', 'যথা মহান্তি ভূতানি', 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার। অভিধেয়বিচারে 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ', 'ভক্তিযোগেন মনসি' এবং প্রয়োজন-বিচারে 'আসামহো চরণরেণুজুষাং', 'তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হবে। তখন আমাদের বিপ্রলম্ভবিচার প্রবল হয়ে উঠবে—রসশাস্ত্রবিচারের পূর্ণতম প্রাকট্য হবে। তখন :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নাচে গায় পরম আনন্দ ॥"

—ভক্তিরস বুঝতে পারব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি আলোচনা করবার বিচার প্রবল হবে। **(ক্রমশঃ)**

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৫৪৬ পৃষ্ঠার পর]

কংস

অসুর-কুলতিলক কংস উগ্রসেন রাজার ঔরসে ও পদ্মার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উগ্রসেন দেব-ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিয়া কংস নিজেই তাঁহার স্থানে রাজত্ব করেন। উহার খুল্লতাত দেবক-দুহিতা দেবকীর সহিত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বসুদেবের বিবাহ হয়। 'বিশুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবদ্বিগ্রহের প্রকাশ হইবে' এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নাস্তিক কংস ভগবদ্বিগ্রহ বিনাশের কৌশল কল্পনা করিয়া দেবকীদেবীকে কারারুদ্ধা করেন। মায়াবাদিগণ বিগ্রহ বিরোধী। ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত আকার নাই, ইহাই তাহাদের দর্শন শাস্ত্রের বিচার। শরীর পরিগ্রহ করাই মায়ার ধর্ম্ম, ইহা শঙ্করের শারীরিক সিদ্ধান্ত; এবং তাঁহার যে কোন উপায়ে হউক বিনাশ সাধনই মোক্ষ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের ন্যায় প্রাকৃত বা মায়িক (?) শরীর পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন—এইরূপ মনে করিয়া কংস তাঁহার বিনাশ সাধনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ কখনও মায়িক শরীর পরিগ্রহ করেন নাই বা করেন না—ইহা কংসের অজ্ঞাত। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"—ইহাও তাহার জানা ছিল না। মায়াবাদী কংসের ভগদ্বিগ্রহের প্রতি অসূয়া দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাকে ও তাহারই শিষ্যানুচর প্রলম্ব, তৃণাবর্ত্ত, অঘ-বক-পুতনাদি অসুরগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীবিগ্রহের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই—কংস ও প্রলম্বাসুর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ও মায়াবাদী নাস্তিক। কৃষ্ণ ও বলদেব তাহাদের বিনাশ করিয়া তদ্‌যুগীয় জীবসমূহকে নাস্তিক্য মায়া-বাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

"দৈবকীমগৃহীৎ কংস নাস্তিক্য-ভগিনীং সতীং।"

"প্রলম্বো জীবচৌরস্তু শুদ্ধেন শৌরিণা হতঃ।
কংসেন প্রেরিতো দুষ্টঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ রূপধৃক্॥"

(কৃঃ সঃ ৪।৩০)

অর্থাৎ বসুদেব 'নাস্তিক্যের প্রতিমূর্ত্তি কংসের" ভগিনী দেবকীদেবীকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেই কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীবচৌর দুষ্ট প্রলম্বাসুর শুদ্ধ সৌরি বলদেব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।

উক্ত শ্লোকে 'জীবচৌর' শব্দের সার্থকতা এই যে, বৌদ্ধও মায়াবাদমতে ব্রহ্ম অবিদ্যাগ্রস্ত হইলেই বিগ্রহ স্বীকার করেন, এবং এই অবিদ্যাগ্রস্তের অবস্থাই জীবস্বরূপ। এই স্বরূপের অর্থাৎ বিগ্রহের অপনোদন বা অপহরণই চৌরত্ব। উক্ত অসুরগণের বিগ্রহ বিনাশ ও জীবত্ব হরণ করাই তাঁহাদের স্বরূপগত স্বভাব ছিল বলিয়া উহারা মায়াবাদী নাস্তিক এবং জীবচৌর। অথবা জীবত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই ব্রহ্ম; সুতরাং অদ্বৈতবাদী জীবচৌর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম উহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। **এইরূপে দ্বাপর যুগেও অদ্বৈতবাদের বা মায়াবাদের বিনাশ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।**

যুগত্রয়ে অদ্বৈতবাদের পরিণাম

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগেই ভগবদিচ্ছাক্রমে মায়াবাদের অভ্যুত্থান ও বিনাশ সাধিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় হইয়াছিল। উক্ত যুগত্রয়ের আরও অনেক ঋষি ও রাক্ষস বা অসুর অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উক্ত দুই শ্রেণীর ভিতরে যাহারা প্রধান ছিলেন, তাহাদেরই জীবনী উল্লেখ করিয়া ফলাফল নির্দ্দেশপূর্ব্বক আপনাদের সমক্ষে মায়াবাদের জীবনীর আভাষমাত্র ব্যক্ত করিলাম। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী ঋষিগণকে পরমকৃপা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং মায়াবাদী অসুর ও রাক্ষসগণকে কৃপাবশতঃ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ 'মুক্তিপদ' নামে পূজিত হন। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে **প্রাগৈতিহাসিক যুগের মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ বর্ত্তমান যুগের শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ এক নহে।** বর্ত্তমান মায়াবাদ অত্যন্ত আধুনিক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং ব্যাস-বিরুদ্ধ। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী অসুরগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া যে সাযুজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত আসুরিক ও ক্লেশকর গতি হইলেও আত্যন্তিক নির্ব্বিশেষের তুল্য মিথ্যা অবস্থা নহে। কারণ সেই মুক্তপুরুষের স্বতন্ত্র-অবস্থা নষ্ট হয় না। পুনরায় তাহাদের আবির্ভাব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। **আচার্য্য শঙ্করের 'মুক্তি' কাল্পনিক ও মিথ্যা অর্থাৎ ইহার পারমার্থিক সত্যতা নাই।**

আধুনিক মতে কালের বিভাগ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারে অথবা তন্মতবাদে অনুপ্রাণিত ভারতীয়

শিক্ষিত সমাজের ও অক্ষজবাদী জ্যোতিষিগণের বিচারে যুগত্রয়ের স্থিতিকাল ও বর্ত্তমান কলিযুগের যে কাল অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কাহারও মতে আনুমানিক ৭৫০ বৎসর মাত্র। উক্ত মতবাদের ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও ভারতীয় জ্যোতিষিগণের মতের কিয়ৎপরিমাণে সামঞ্জস্য করত বিচার করিয়া দেখিলে কালগত বিচারে অসুরগণের বিনাশ ও মোহানার্থে ভগবানের আবির্ভাবের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে সেই ধারার একটা মোটামুটী বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। সত্যযুগের আবির্ভাবের আনুমানিক ৫০০ বৎসর গত হইলে ভগবানের **শেষাবতার** এবং **হংসাবতার**সমূহের আবির্ভাব হয়। হংসাবতারের (১০০০) এক সহস্র বৎসর পরে ত্রেতাযুগে **শ্রীরামচন্দ্রের** অধিষ্ঠান কাল। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের (১০০০) এক সহস্র বৎসরের মধ্যে দ্বাপরের শেষে **শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের** আবির্ভাব। সুতরাং দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ২৫০০ বৎসর গত হইলে পর, কলিযুগ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণের তিরোভাবের (১০০০) এক সহস্র বৎসর পর অর্থাৎ "কলৌ সংপ্রাপ্তে" অর্থাৎ কলি সম্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ বা **বিষ্ণুবুদ্ধ** অর্থাৎ **আদিবুদ্ধের** আবির্ভাব হয়। তাঁহার এক হাজার (১০০০) বৎসর পরে **শাক্যসিংহ বুদ্ধ** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার (১০০০) এক সহস্র বৎসর পরে ন্যূনাধিক ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে **আচার্য্য শঙ্করের** আবির্ভাব হয়। তাঁহার এক সহস্র (১০০০) বৎসর পরে ন্যূনাধিক ১৫০০ শত খৃষ্টাব্দে (১৪৮৬) সমস্ত অবতারগণের মূলপুরুষ স্বয়ং ভগবান্‌ **শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর** প্রকটকাল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের-লীলা সম্বরণের পর ন্যূনাধিক ৫০০ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে হংসাবতার হইতে কৃষ্ণ-বলরাম পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। কৃষ্ণ হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধ পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসর। দ্বাপর যুগের কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত ২০০০ সহস্র বৎসরের মায়াবাদের জীবনী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের প্রথম ২০০০ সহস্র বৎসর অর্থাৎ শাক্যসিংহ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মায়াবাদের প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণ-বলরামই কল্যারম্ভের পূর্ব্বে উহাদের বিনাশ সাধন করার ফলে এবং তৎপরে আদিবুদ্ধের অসুরমোহন লীলার প্রকটনফলে মায়াবাদিগণ এই ২০০০ সহস্র বৎসর বৈষ্ণবগণের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

শাক্যসিংহ

ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য আদি-বুদ্ধ অর্থাৎ 'নবম অবতার বুদ্ধের' বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যের জন্য মায়াশক্ত্যাবেশে 'শাক্যসিংহ-বুদ্ধ' খৃষ্টপূর্ব্ব ন্যূনাধিক ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে ৪৭৭ এবং কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হন। এই সময় হইতে মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত বহুকালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অতি প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৌতমের আবির্ভাব হইতে শঙ্করের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ১০০০ বৎসর কাল এই চিন্তাস্রোতটী নানাপ্রকার আকার ধারণ করিয়া আস্ফালন করিতেছিল। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ বৌদ্ধবাদের নামান্তর মাত্র—আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক অদ্বৈতবাদী শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থের ভূমিকার ১০ম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

"বুদ্ধদেবের পর প্রায় ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য-রাজের (৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত **'অদ্বৈতমত' 'বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।"**

তাঁহার মতে বিক্রমাদিত্যের পর ৫০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শঙ্করের অদ্বৈতমত বৌদ্ধগণের হস্তে নিহিত ছিল। তিনি উক্ত ভূমিকার ৯ম পৃষ্ঠায়ও লিখিয়াছেন—

"এইরূপে এই সময় **অদ্বৈত চিন্তাস্রোত বৌদ্ধগণের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে বহিতে থাকে।"**

(ঘোষ মহাশয়ের উল্লিখিত উক্তি হইতে তাঁহাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে "বৌদ্ধ মায়াবাদী" বলিয়া জানিতে পারিলাম। আমার মনে হয় ইহাই তাঁহার ঠিক পরিচয়। ইহাতে রাজেন বাবু যে অন্তরে অন্তরে একজন পাকা বৌদ্ধ ছিলেন তাহা তিনি 'হাতে কলমে' ধরা না দিলে তাঁহাকে জনসাধারণের চিনিতে অনেক বেগ পাইতে হইত।) এক্ষণে মায়াবাদের বিভিন্ন মূর্ত্তির সামান্য পরিচয় এতৎস্থলে না দিলে মায়াবাদ-জীবনের অঙ্গহানি হইবে মনে করিয়া নিম্নে তাহার আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

দর্শন সপ্তক

চার্ব্বাকের **নাস্তিক্য**; কণাদের **বৈশেষিক**; গৌতমের **ন্যায়**; কপিলের **সাংখ্য**; পতঞ্জলির **যোগ** ও জৈমিনীর **মীমাংসা**; জিনের **জৈন** বা অর্হৎ;

এই দর্শনসমূহ—সাতপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে গলাধঃকরণের জন্য আস্ফালন করিতেছিল। দর্শন সপ্তকের উক্ত মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটীই মায়াবাদী। কারণ প্রকৃতই মায়া। প্রাকৃত মায়িক বস্তু লইয়াই যাহাদের বাক্‌-বিতণ্ডা ও দর্শন-শাস্ত্রের পরিপুষ্টি তাহারাই মায়াবাদী। উক্ত দর্শনসমূহ পরস্পর বুদ্ধ ও শঙ্করের মধ্যবর্ত্তীকালে বহু প্রবল হইয়া উঠার দরুণ কেহ কাহারও শ্রীবৃদ্ধি সহ করিতে না পারিয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ শক্তিক্ষয় করিয়াছে। তৎফলে সৌভাগ্যক্রমে চার্ব্বাকের নাস্তিক্যদর্শন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্হৎ বা জৈনগণও প্রায় তদ্রূপ অস্তিত্বহীন হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের ঐ প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া প্রমাদ গণিলেন এবং পরস্পর গৃহবিবাদের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় সৃজন করিলেন। শঙ্কর উক্ত মতসমূহের কতকগুলি যুক্তি গ্রহণ করিয়া এবং কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সামঞ্জস্য করিবার অভিনয় দেখাইয়া স্বমতের পুষ্টি করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত সাতটী দর্শন এবং বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্কর কথিত ব্রহ্মবাদ সর্ব্বসমেত নয়টী দর্শন সমুদয়ই মায়াবাদ-শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব্ব-কথিত সাতটী দর্শনকে মায়াবাদী বলিবার বিস্তৃত কারণ প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আবশ্যক হইলে প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে। **(ক্রমশঃ)**

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

'মহাভারতের ভারত'-পুস্তিকার প্রতিবাদে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পত্র

জুনবেদিয়া
২৭।৮।৮৬

মান্যবরেষু—

দীর্ঘ দু'মাস পর আপনার আরও একখানি পত্র পেয়ে আনন্দিত হলাম। দেখুন আপনার আমার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যাবুদ্ধি উভয়েরই সীমিত। ব্রহ্মা থেকে সুরু করে তৃণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে আছে,

সবই তো আমাদের গুরু। কে আমাদের পূজ্য নয়। যে যেমন ভাবেই দেখুক, যে ভাবেই চলুক, সব চলা, সব দেখা সেই আত্মারূপী কেশবের পায়ে প্রণাম হয়ে জমা হচ্ছে। আকাশের জল যেখানেই পড়ুক, সব যাবে আসলে সাগরে। কৃষ্ণকাহিনী তো বহু গ্রন্থে ব্যাখ্যাত, বিস্তৃত ও বিকৃত। মহাভারতে, পুরাণে, উপনিষদে, ভাগবতে, গীতায়—কোথায় নেই তিনি। কৃষ্ণচেতনা কোথাও দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব, কোথাও দিব্যপুরুষের অনির্ব্বচনীয়তা, কোথাও আধ্যাত্মিক সত্তার অসাধারণত্ব। বহুকাল ব্যাপী তা নিয়ে যেমন ভক্তির প্লাবন বইছে, অন্যদিকে তেমনি আলোচনারও বিরাম নেই। এতে বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য বা পাণ্ডিত্যাভিমানেরও কোন প্রশ্ন নেই। আমি কৃষ্ণের আবির্ভাবকে বাস্তব ব্যক্তিজীবনের আবির্ভাব ধরেছি। আমি তাঁর ঐতিহাসিকতাকেই গ্রহণ করেছি। আমি তাঁর সমগ্র জীবনকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনেছি। আমি একজন ভক্ত হিসেবে তাঁকে দেখিনা। আমি তাঁকে আমার অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে গন্য করি। ভক্তদের কাছে কৃষ্ণ প্রেমময় হতে পারেন, পরব্রহ্ম হতে পারেন, আমি পর্য্যবেক্ষক হিসেবে তাঁকে দেখছি। আপনাদের বিশ্বাস, আপনাদের কৃষ্ণমুখীনতা, আপনাদের প্রার্থনা, আপনাদের মহান্ নির্ভরতা আমি শ্রদ্ধা করি। আপনাদের স্থির সংকল্পের প্রতি আমার ভক্তি আছে। কিন্তু আমার মনের মধ্যে সংকল্প ও বিকল্পের দ্বন্দ্ব আছে। আমি মনে করি কৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। আমি তাঁকে আচার্য্য বলে মানতে রাজী। সুতরাং একই কথা, একই উক্তি, সেই সব বারংবার শ্রুত শ্লোকের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতেও আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হচ্ছে না।

আপনি মূল মহাভারত বলতে কোন মহাভারতের কথা বলছেন? আমি তো 'কৃষ্ণের লীলা' বিষয়বস্তুর উপর বইটা লিখিনি। লিখেছি তৎকালীন ভারতের রাজনীতি, ভূগোল, সমাজনীতি ও জীবনযাত্রার উপর। তাতে 'কৃষ্ণ-কথা'ও অনিবার্য্যভাবে এসে পড়েছে। বইয়ের তাতে সঙ্গতি ও বক্তব্যের বহতার মধ্যে ঐক্যসূত্র বজায় থেকেছে। এতে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, দর্শন, ভারতীয় মনের অধ্যাত্মচিন্তার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়নি।

ইতি—

বিনীত

দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'মহাভারতের ভারত'-পুস্তিকার প্রতিবাদ-পত্র (৩)

মাননীয়—

দুঃখভঞ্জনবাবু! আশা করি আপনি শ্রীশ্রীভগবৎকৃপাশীষে মঙ্গলমত আছেন। আপনার ২৭।৮।৮৬ তারিখের পত্রখানি রাঁচী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাইয়াছি। এখানে আসিয়া মঠের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যস্ততার কারণে আপনার পত্রের উত্তরদানে বিলম্ব হইয়া গেল। সেইজন্য মনে কিছু করিবেন না। বর্ত্তমানে আপনাকে আমি কয়েকটী প্রশ্ন করিতে চাই। আপনি তাহার সদুত্তর দিয়া সুখী করিবেন।

প্রথম প্রশ্ন—আপনি আপনার পুস্তিকায় জয়দ্রথবধ প্রসঙ্গে ৯৪ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণের যুদ্ধকৌশলে জয়দ্রথকে বধ করা সম্ভব হইয়াছিল," সেই যুদ্ধ কৌশলটী মহাভারতে কিরূপ আছে, তাহা জানাইবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—সমগ্র গীতা আপনি মানেন কিনা? যদি আপনি গীতার সমূহ অধ্যায়গুলি মানিয়া থাকেন, তাহা হইলে 'শ্রীবিশ্বরূপ দর্শন' ব্যাপারটী কোন অসামান্য রাজনৈতিক যোদ্ধা বা পুরুষের পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব কি?

যদি মহাভারতে, পুরাণে, উপনিষদে, ভাগবতে ও গীতায় সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর পরব্রহ্ম বলিয়া জগদ্বরেণ্য ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ বর্ণন করিয়া থাকেন, সেখানে আপনার তাঁহাকে 'পরব্রহ্ম' বলিতে আপত্তি কি? আপনি কি তাহা হইলে মহাভারতে উল্লিখিত—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—এই বাক্য মানেন না? ইহাই আমার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন।

আপনি লিখিয়াছেন,—আমি শ্রীকৃষ্ণের "ঐতিহাসিকতাকেই গ্রহণ করিয়াছি।" আর্য্যশাস্ত্রগুলি ভারতের ইতিহাস। সেই ইতিহাসগুলিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেবল অসাধারণ রাজনীতিবিদ, সমাজনীতিবিদ এবং অলোকসামান্য যোদ্ধা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহাকে পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং ইতিহাসে যদি তাঁহাকে পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর বলেন, তাহা হইলে সেই ইতিহাসকে আপনি মানিবেন না কেন? ইহাই আমার পঞ্চম প্রশ্ন। ইতিহাসের কিছু মানিব, কিছু মানিব না তাহা হইলে 'অর্দ্ধকুক্কুটি' ন্যায়ানুসারে আপনার ইতিহাস মানা হইল না বুঝিতে হইবে।

আপনি আপনার পত্রে লিখিয়াছেন যে,—আমার পুস্তিকার লেখনীর মধ্যে "ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, দর্শন, ভারতীয় মনের অধ্যাত্মচিন্তার পথে কোনরূপ

প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় নাই।" এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে,—ভারতবর্ষের অগণিত ব্যক্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী জ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকেন। ভারতের সর্ব্বস্থানে ভারতবাসীগণ তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করত পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। এমনকি আপনার গ্রামেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সেবা রহিয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় "মানুষ কৃষ্ণকে ঈশ্বর সাজানো হইয়াছে, তাঁহার জীবনচরিত একজন মানুষের জীবনচরিত, কৃষ্ণ—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর নন, তিনি কালাধীন, রাধানামটা ভাবাবেগ ও কল্পনাপ্রসূত"—ইত্যাদি বাক্য লিখিয়া ভারতবাসীর এই অধ্যাত্ম-চিন্তা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও দার্শনিক মনে কুঠারাঘাত করিয়া প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন নাই কি? ইহাই আমার ষষ্ঠ প্রশ্ন। আপনি নিরপেক্ষভাবে ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন আপনার উক্তিগুলি যথাযথ হইয়াছে কিনা। আমার মনে হয় আপনি ঐরূপ উক্তির দ্বারা কোমলমতি আধ্যাত্মিক চিন্তাশীল সাধকের ভজনে অগ্রসর হওয়ার পথে কণ্টক প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি আমার এই ছয়টী প্রশ্নের নিরপেক্ষভাবে আর্য্য ইতিহাস ও যথাযথ যুক্তি অবলম্বনে উত্তর দিয়া আনন্দপ্রদান করিবেন। আপনি আমাদের কৃষ্ণোন্মুখীতা, আমাদের প্রার্থনা তথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মহান্ নির্ভরতার জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেইজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। অধিক কি? অন্যান্য কুশল। পরিশেষে আপনার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করুণা বর্ষিত হউক্, তচ্চরণে এই প্রার্থনা করত এই ক্ষুদ্রপত্র শেষ করিলাম।

ইতি—

—ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

পুনশ্চঃ শ্রীমতী রাধিকার নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্যতীত ঋক্-সমাদি বেদে, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র, গোপালতাপনীশ্রুতি এবং সাত্ত্বিক শ্রীপদ্মপুরাণেও উল্লেখ আছে। তাহা আমি পূর্ব্বপত্রে আপনাকে জ্ঞাত করাইয়াছি। বর্ত্তমানে পদ্মপুরাণের আরও কয়েকটী প্রমাণ দিতেছি।—পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার শ্লোক রহিয়াছে, তাহাতে প্রায় সর্ব্বত্রই এবং পাতালখণ্ডে বিশেষভাবে শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখিত রহিয়াছে, নিম্নবর্ণিত শ্লোকগুলির অর্থ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন—

শ্রীপদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ড (ব্রহ্ম) ৪৬ অধ্যায় :—

রাধাকৃষ্ণপ্রিয়ে চোর্দ্ধে প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
রাধাদামোদরং ভক্ত্যা কুর্য্যাৎ পূজাং সমাহিতা॥
রাধাদামোদরাভ্যাং যা ধূপদীপং তু কার্ত্তিকে।
দদ্যাৎসা ভবনং বিষ্ণোর্যাতি বৈ ত্যক্তপাতকা॥
রাধাদামোদরাভ্যাং যা পুষ্পং মাল্যং স্ববাসিতম্।
কার্ত্তিকে মাসী যা দদ্যাৎযাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্॥

পুনঃ ৪১ অধ্যায় স্বর্গখণ্ড :—

ততঃ কৃষ্ণঃ সমাহূয়ঃ রাধাং প্রাণগরীয়সী।
উবাচ বচনং দেবি গচ্ছেহং পৃথিবীতলম্॥
পৃথিবী ভারনাশায় গচ্ছত্বং মর্ত্ত্যমণ্ডলং।
ইতি শ্রুত্বাপি সা রাধাপ্যাগতা পৃথিবীং ততঃ॥

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫০ অধ্যায় :—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপং ততোবরম্।
তত্রাপি ভারতং বর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী।
তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপী কদম্বকম্।
তত্র রাধাসখীবর্গস্তত্রাপি রাধিকা বরা॥

মনের মানস-পটে

মনের মানস-পটে, হরি সদা রহে বটে,
মূঢ় জীব না বুঝে প্রারব্ধ।
কামান্ধ জীবগণে, মোহান্ধ সংসার রণে,
মায়া সদা করয়ে আবদ্ধ॥
দুর্ল্লভ জনম ল'য়ে, হরিকথা না কহিয়ে,
জিহ্বায় জড়তা কেন আন।

সদা বল হরিকথা,　　ঘুচিবে মনের ব্যথা,
মোহ না টানিবে তোমা' জ্ঞান ॥
যুগল চরণ রাধাকৃষ্ণ,　　ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন,
হৃদয় মাঝে অঙ্কিত করি'।
আকুল হৃদয় লয়ে,　　জুড়াও তাপিত হিয়ে,
মনে প্রাণে নাম জপ হরি ॥
হৃদি মাঝে তিনি রহে,　　যাঁ'র কৃপায় শ্বাস বহে,
গুণময় সে প্রভুরে স্মর।
ভুলনা অবোধ মন,　　লভ গোলোকপতি-ধন,
রিপুবশ—ভয় কেন কর ॥
শ্রীহরির ভজনায়,　　রিপু বশীভূত হয়,
ইন্দ্রিয়ের হয় পরাজয়।
নতভাবে কবে কথা,　　ইন্দ্রিয় না র'বে সেথা,
পাপেন্দ্রিয় ক্রমে হবে ক্ষয় ॥
সত্য বিকশিত হবে,　　সত্য-শিখা উর্দ্ধে র'বে।
তাঁর কৃপা লভিবে যখনি।
অনন্ত এ বিশ্বমাঝে,　　পরমাত্মা সদা 'রাজে,
প্রতি জীব সকাশেতে তিনি ॥
অহঙ্কার চূর্ণ করি,　　সদা প্রভু-নাম স্মরি।
শ্রীচরণে বিকাও সব নরে।
শ্রীহরির পাদপদ্মে,　　ধ্যান করি সদা হৃদে,
নাম কর সদা বদন ভরে ॥

—শ্রীকালিদাস গাঙ্গুলী
কুখুটিয়া (বীরভূম)

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৫৬৮ পৃষ্ঠার পর)

সনাতন ধর্ম্মের অর্থ—নিত্য, শুদ্ধ, অপরিবর্ত্তিত। আমরা সংসারে বসবাস করছি, বহুসময় আমরা কিছু মত-পার্থক্য স্থাপন করি। সাধারণ মানুষ আমরা সবাই বলতে চাই যে, আমরা ত্যাগ স্বীকার করতে অপারক। আমরা গৃহী—সাধারণ গৃহী। ধর্ম্ম-জীবনযাপন করতে যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়, ঐটুকু আমরা পারি না। এটা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র বলছেন,—চার বর্ণী এবং চার আশ্রমী এরা সবাই শাস্ত্রের একই আইন-কানুন মানতে বাধ্য আছেন। এমনকি, যাঁরা এই চার বর্ণের এবং চার আশ্রমের বহির্ভূত তাঁরাও যদি ঈশ্বরের ভজন-সাধন করতে চান, তাহলে তাঁদেরও এই সনাতন ধর্ম্মের নীতি-আদর্শ পালন করলে পরমকল্যাণ লাভ হয়। সুতরাং শাস্ত্রে পরমার্থক্ষেত্রে গৃহীর ও ত্যাগীর জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উক্তিতেই পাওয়া যায়,—

"গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥"

ধর্ম্মযাজনের ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে একই ব্যবস্থা। আর সেখানে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি—এইটাই হ'ল সকলের মূল অধিকার। শাস্ত্র বলছেন,—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড় অভিমান॥

যার খাওয়া, পরার কষ্ট হচ্ছে তাকে 'দীন' বলা হয় নাই; 'দীন' অর্থে কৃপণ। কৃপণ কে? আত্মকল্যাণ চিন্তা করতে যারা পরাঙ্মুখ, তাদেরই বললেন কৃপণ বা দীন। ভগবান্ ও ভক্তের দয়া অধিক কাদের প্রতি, যারা অতাত্ত্বিক জন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন্ নাই, কিন্তু আগ্রহ আছে, ইচ্ছা আছে। 'আমি জানব, শিখব, বুঝব,' তাদের প্রতি দয়া অধিক। ক্ষেত্র বিচার করছেন—তত্ত্বদর্শন কে লাভ করবে? এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আমরা শুধু শুনে রাখব, তা নয়; যদি উদ্দেশ্য হয়—শুনতে ভাল লাগে শাস্ত্রের কথা, আখ্যান-উপাখ্যান কিছু শুনে রাখি, তা'তে মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কম। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

এইটাই হ'ল বাস্তব—Practical। সেই জিনিসটাই আমাদের শাস্ত্রে

রয়েছে। কোন ভাল কথা শুনলাম আমি, শুনে চুপ করে থাকলেই যথেষ্ট হচ্ছে না। সেই জিনিষ নিজের জীবনে আচরণ করতে হবে এবং সেই আচরণ আর দশজন যদি নেন তাহলেই কল্যাণ। সনাতন ধর্ম্মে এ-সকল বিষয় সুন্দরভাবে উপদিষ্ট হয়েছে। সনাতন ধর্ম্ম অন্য কেহ আচরণ করুক, আমি শুধু শুনি বা বলি, তা হ'বে না ; সেটা বাস্তব। 'Don't follow me but follow my word's—ওকথা চলবে না। সনাতন ধর্ম্মের কথা এটা নয়। "আমি যা বলছি তাই শুন, আমি যা করি—তা কর না" একথা জগতে বিকোবে না। কেননা, যুক্তিবাদী তুনিয়া, তারা যুক্তি ছাড়া কোন কথা বুঝতে চায় না। সুতরাং যখন কিছু আমাদের বলতে হবে, যুক্তি তার পিছনে থাকা চাই। সনাতন শাস্ত্র তাই বলছেন—যুক্তিকে মেনে নাও, কিন্তু সেই যুক্তিটা কাণা যুক্তি না হয়,—যাকে বলা হয়েছে শাস্ত্রীয় যুক্তি তত্ত্বসিদ্ধান্ত। তত্ত্বসিদ্ধান্ত কাকে বলা হবে ? Universal Truth, Axiomatic Truth—নিত্য সত্য, বাস্তব সত্য, তাকেই বলা হয়েছে। যাহা তত্ত্বসিদ্ধান্ত তাহা কখনই বদলে যায় না। আজ একরকম, পরে অন্যরকম—এরূপ কখনই হয় না।

ঋষিগণের যে উপদেশ রয়েছে, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, ঋষিগণ বলছেন্ ধর্ম্ম তিনটী। সাধারণতঃ যদিও ধর্ম্ম অনন্তপ্রকার, এখানে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার হ'ল—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ইত্যাদি সব মিলিয়ে। বাস্তব সনাতন ধর্ম্ম এক, কিন্তু সাধারণভাবে এ জগতে তিনটী ধর্ম্ম দেখতে পাওয়া যায়। শরীরধারী—দেহধারী আমরা সুতরাং দেহের একটা ধর্ম্ম আছে। প্রত্যেকেরই একটা মন আছে,—"মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থাণি কর্ষতি (গীতা)"। মনেরও একটা ধর্ম্ম আছে। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম—এই তিনটীকে নিয়ে সমস্ত শাস্ত্রে বেশ সুন্দরভাবে বিচার করা হয়েছে। শাস্ত্রে ঋষিগণ প্রথমেই বলছেন,—"শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্"—ধর্ম্ম-সাধন করতে গেলে—ধর্ম্ম যাজন করতে হলে প্রথমে শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হয়। জড় শরীরটাকে সুস্থ রাখতে গেলে অন্ন-পানাদি—অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রয়োজন হয়। মনটাকে যদি সুস্থ রাখতে চাই, জড় বিষয়কথা আলোচনায় মনটা খুশী হয়—সুস্থ হয় ; কিন্তু তাতে আত্মকল্যাণ লাভ হয় না। শরীর যা নিচ্ছে, মন যেটা নিচ্ছে, আত্মা সেটা নেয় না। যে-কথা শুনবার জন্য আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন, সেটা আত্মকল্যাণজনক কথা। তার নাম হ'ল আত্মার খরাক। হরিকথা, ভগবৎকথা—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা। ইহা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-অনুশীলন করলে আত্মপ্রসন্নতা লাভ করে,—"যয়াত্মা

স্বপ্রসীদতি।" সেই সনাতন ধর্ম্মের কথা আমাদের শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা দেহ-মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকব, ততদিন পর্য্যন্ত আত্মকল্যাণ চিন্তা করা সম্ভবপর হয় না। ঋষিগণ বলে গেছেন, শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে। সুতরাং সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমরা শরীরটাকেই সুস্থ রাখছি, কিন্তু পরবর্ত্তী যে ব্যবস্থা সেটা গ্রহণ করছি না। ঋষিগণের উক্তি রয়েছে,—তোমরা সাধন-ভজন কর—হরিভজন কর, সেইজন্যই দেহ সুস্থ থাকা দরকার, মন সুস্থ থাকা প্রয়োজন; কিন্তু সে ব্যবস্থাটা হচ্ছে না। ভোর হলেই আমরা শুন্‌তে পাই,—বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্নান করে অষ্টোত্তরশতনাম পড়তে পড়তে আসছেন। দুটো লাইন তার ভিতরে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। যেখানে বলছেন,—

"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥"

কথাটা বিচার করা দরকার। এ সংসারে কেন এসেছি আমরা? এসে করছি কি? কি করা প্রয়োজন? খেয়ে-থেকে-পরে মরবার পর যাব কোথায়? এই সব প্রশ্ন হ'ল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। শাস্ত্র এই নিয়ে বিচার করতে বলেছেন। এর উত্তর আসা চাই—আমরা খাব কেন? তার উত্তর,—আমরা ভগবৎস্মৃতি নিয়ে থাকব; পরব কেন?—ভগবৎস্মৃতি নিয়ে থাকব; আমরা গৃহে বাস করব কেন?—ভগবৎস্মৃতি নিয়ে থাকব। সুতরাং উত্তরটা সবক্ষেত্রে একই হওয়া চাই, তাহলে আমাদের পক্ষে কিছু ভাল করা সম্ভব। উত্তরটা আসবে Positive side-এ, Negetive side-এ নয়। আমরা আজ ভোগময় দুনিয়ায় বাস করছি। সবাই প্রায় নাস্তিক চার্ব্বাকের শিষ্য। নাস্তিক চার্ব্বাক্ শিখিয়ে গেলেন,—খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর—"Eat, drink and be merry". সনাতন শাস্ত্রের শিক্ষা তা নয়। পাশ্চাত্য দেশ বলছেন,—"Oh God! Give us our daily bread." হে ভগবান্, আমাদের রুজি-রোজগার যোগাড় করে দাও; যদি আমাদের খাওয়া-পরার কিছু ব্যবস্থা করে দাও, তবে তুমি ভগবান্, তোমাকে মানতে পারি। এটাকে ঠিক শ্রদ্ধা বলে না। ছেলে-মেয়েরা যদি Guardian-কে বলে,—"হে পিতামাতা! তোমাদের পিতা-মাতা বলে মানতে পারি, যদি আমাদের খাওয়া থাকা পরার দায়িত্ব নিতে পার।" Guardian তাকেই বলা হয়, যাঁরা সন্তানের সব দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। এটা বলার কোন প্রয়োজন হয় না। তথাপি অনেকে বলছি,—ভগবান্ আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা যদি কিছু করে দাও, তাহলে তুমি

ভগবান্ বলে কেউ আছ, দয়া করে মানতে পারি ; তা যদি না কর তোমাকে মানছি না। ভগবৎশ্রদ্ধা বা ভগবৎভক্তি এইরূপ শর্ত্তাধীন কোন ব্যাপার নয়। ঋষিগণ জানিয়েছেন,—ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে আন্তরদর্শন, সেটা বাহ্যতঃ এরূপভাবে যাচাই করা যায় না। সেটা পার্থিব জগতের Commercial interest-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পার্থিব জগতের স্বার্থান্ধ লেনদেনের সম্পর্ক ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কোনদিনই নেই ; উভয়েরই আন্তরদর্শন সেখানে প্রকাশিত হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের কথা। সনাতন ধর্ম্ম মানেই জৈবধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—ভাগবত ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের কথা ঋষিগণ জানিয়েছেন। তাঁরা অকিঞ্চিৎকর জড় স্নেহ-মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে বসেননি। ভগবানকে কি করে ভালবাসা যায় এবং তাঁহার সেবার দ্বারাই বিশ্ববাসীর সেবা হয়, ইহা জানাইয়াছেন।

"Charity begins at home"—দানধর্ম্ম ঘর থেকে আরম্ভ হয়। আমি ঘরের লোককেই ভালবাসতে জানিনা, অথচ দেশের লোককে—বিশ্ববাসীকে ভালবাসতে যাচ্ছি। হবে না, ওটা হয় না ; অপার্থিব স্নেহ-মায়া-মমতা, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধ প্রথমে ঘরেই প্রদর্শিত হওয়া উচিৎ, তার পরে বাইরে। শাস্ত্র ভগবানকেই এ স্নেহ-মমতার ক্ষেত্ররূপে বিচার করেছেন। ভগবানকে যদি আমরা শ্রদ্ধা বিশ্বাস না করতে পারি—মানতে না পারি, তাহলে জগতের জড় স্নেহ-মায়া-মমতা সবটাই নিষ্ফল।

একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের গান আপনারা সবাই শুনেছেন,—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলি ফুরায়ে যায়, মা।" লাইনটী আমার বক্তব্য বিষয় নয়। "পৃথিবীর লোক ভাল ত' বাসে না, যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায়, মা"—কথাটার অর্থ কি? উক্ত গীতির মধ্যে জড়-জগতে বাস্তব সুখ-শান্তি নাই, বাস্তব স্নেহ-মমতা নাই, সেই জিনিসটাই বুঝানো হচ্ছে। সেই প্রেমময়ের প্রেমের রাজ্যে বাস্তব ভালবাসাবাসি আছে, সেখানেই যেতে চান কবি। সুতরাং আমাদের প্রথমেই জানতে হবে—বুঝতে হবে, সেই ভগবানকে। সেই প্রেমময় ভগবান্ কে? আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? সেই জিনিষটাই নিখিলশাস্ত্র বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে, গীতা-ভাগবতে বুঝান হয়েছে। আমি কে?—একজন প্রশ্ন করেছেন। সাধারণ ব্যক্তি নন তিনি, হুসেন শাহ বাদশার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কাছে—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥"

তিনি কি জানতেন না, তিনি কে? যদি জানতেন তবে আবার প্রশ্ন কেন? জীবাত্মার স্বরূপের পরিচয়—সেই জিজ্ঞাসাই তিনি রেখেছেন। সেই প্রশ্নই তিনি রেখেছেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কাছে। প্রশ্নের উত্তর এসেছে—

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥" (**ক্রমশঃ**)

পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

৬৫তম শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায়

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

হে **গুরো**!

তুমি হরি নিজজন, নাম ধরি শ্রীবামন,
মর্ত্ত্যে এলে জীবের কারণে।
খুলিয়া কৃপার ঝাঁপি, উদ্ধারিলে পাপী-তাপী,
সবে ভাসে কৃষ্ণপ্রেম-বানে॥
তব আর্বিভাব-কালে, ধরিত্রী উঠিল দুলি,
স্নান করি আনন্দ-সাগরে।
স্বর্গ হ'তে দেবগণ, কৈল পুষ্প বরিষণ,
গন্ধর্ব্বেরা সুখে গান করে॥
কোকিলের কুহুধ্বনি, অলির গুঞ্জন শুনি',
ভক্তগণ হৈল রোমাঞ্চিত।
ময়ূরের নৃত্যতালে, সরোবরে পদ্ম দোলে,
দেখি' সব কলি হৈল ভীত॥

ভবে আসি কৈ'লে জীবে, "অমৃতের পুত্র সবে,
শুন এবে বৈকুণ্ঠ-বারতা।
প্রভু হরি তোমা-তরে, পাঠাইল হেথা মোরে,
বাক্য-মান, ঘুচে যাবে ব্যথা ॥
তুমি নিত্য 'কৃষ্ণদাস', মিছে কেন মায়া-ফাঁস,
গলে পর ভুলিয়া তাহারে ?
প্রভুর যে সেবাকর্ম্ম, হয়হে তোমার ধর্ম্ম,
তবে কেন ভজহ মায়ারে ??
তোমার আসল ঘর, কভু নহে বিনশ্বর,
'বৈকুণ্ঠ' নামেতে তার খ্যাতি।
স্ত্রী-পুত্র-ধন ল'য়ে, আয়ু বৃথা কর ক্ষয়ে,
অবশেষে হবে মৃত্যু-সাথী ॥
সংসার-রঙ্গমঞ্চে, আছ যে নটের সাজে,
তা তোমার নহে নিত্য বেষ।
ভজিলে হরিরে তবে, আসিতে না হবে ভবে,
থেমে যাবে আসা-যাবা-রেশ ॥"
শুনি' এ অভয়-বাণী— উদ্ধারের পথ জানি',
তব পদে লইনু শরণ।
কিন্তু হায় ! দুরাশা-বশে, মজে' আছি জড়রসে,
নাহি করি তোমার সেবন ॥
আজ আবির্ভাব-দিনে, কি অর্ঘ্য দিবে এ 'দীনে',
হৃদয়েতে নাহি ভক্তি-লেশ।
এই শুধু ভিক্ষা চাই— শ্রীচরণে দাও ঠাঁই,
ভবরোগ মোর করি' শেষ ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাকাঙ্ক্ষী
—শ্রীবলভদ্র (ব্রহ্মচারী)

মেদিনীপুর জেলায় শ্রীহরিকথা প্রচার

সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ সঙ্গে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিষ্বক্‌সেন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীমান বিশ্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীকে লইয়া গত ২০শে কার্ত্তিক ১৩৯৩, ইং ৭ই নভেম্বর, শুক্রবার সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া তমলুক শহরস্থ শঙ্করআড়া নিবাসী শ্রীপাদ নরহরি দাসাধিকারী প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। স্বামীজীমহারাজ ঐদিন স্থানীয় শ্রীহরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই যে মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারাই যে অশেষ ক্লেশপূর্ণ এই সংসার হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করেন। পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও পরিশেষে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তপ্রবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে তমলুক শহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী চকচাঁদপোতা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বিহারী সামন্তদাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজীমহারাজ সদলবলে ৯ই নভেম্বর তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন। ৯ই নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এই অষ্টদিবসব্যাপী শ্রীবিহারীবাবুর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর মন্দির প্রাঙ্গনে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজজী শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনামুখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষামৃত পরিবেশনপূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। প্রত্যহ পাঠকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীভগবানের বিবিধলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীল স্বামীজীমহারাজ উক্তগ্রামে শ্রীদামোদর ব্রত সমাপন করিয়া কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ বরোজ গ্রামে ১৭ই নভেম্বর স্বধামগত শ্রীপাদ সত্যব্রত দাসাধিকারী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীমন্দিরে উপনীত হন। ঐদিন রাত্রে শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। পরদিবস শ্রীল মহারাজজী শ্রীপাদ সত্যব্রত প্রভুর বিরহ মহোৎসব সাত্বতবিধানমতে সমাপন করেন। এই কার্য্যে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীপাদ সত্যব্রত প্রভুর

চারিটী ভাগিনেয় এই বিরহমহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। রাত্রে শ্রীল স্বামীজীমহারাজ গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের সম্মুখে শ্রীপাদ সত্যব্রত প্রভুর ভজননিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও তাঁর ভক্তিময় পবিত্র চরিত্রের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট চিদ্‌বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজজীর অধ্যক্ষতায় শ্রীপাদ সত্যব্রত দাসাধিকারী প্রভু নিজগ্রামে শ্রীমন্দির করত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীগৌররাধাবিনোদ-বিহারী জীউ প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহাদের যে সেবাপূজা নিষ্ঠার সহিত করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীপুরন্দর দাসাধিকারী প্রভু নিষ্ঠার সহিত সেবাপূজার কার্য্য করিতেছেন। পরদিবস ১৯শে নভেম্বর সমিতির আশ্রিত শ্রীপাদ সুখরঞ্জন প্রভু এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে কাষেমগেড়্যা হাইস্কুলে সন্ধ্যায় ৬ ঘটিকায় এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্ম্মসভায় পূর্ব্বোক্ত হাইস্কুলের শিক্ষকগণের অনুরোধে শ্রীল স্বামীজীমহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। স্থানীয় জনৈক শিক্ষক মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। সভার প্রারম্ভে প্রধান অতিথি মহাশয় ধর্ম্মের সম্বন্ধে একটী নীতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও সনাতন ধর্ম্ম' বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীল স্বামীজীমহারাজ উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রায় দুইঘণ্টাকাল বক্তৃতা দান করিয়া সুধীবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পরিশেষে শ্রীমান মদনমোহন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব এবং তাঁহার আরাধনাই একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীধামনবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তনমুখে তমলুকের নিকট শিবদত্তপুর ও বোঁহচবেড়্যা গ্রামে আয়োজিত দুইটী ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবগণের সদাচার সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

পরিশেষে শ্রীমান মদনমোহন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর লীলা ও ভক্তপ্রবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের পূতচরিত্র ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভার আদিঅন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীল স্বামীজীমহারাজ এই প্রচারে চকচাঁদপোতা ও দক্ষিণ বরোজ-গ্রামের ভক্তবৃন্দ লইয়া যে বিপুল নগরসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক। ভক্তবৃন্দের উচ্চ সংকীর্ত্তনধ্বনিতে এবং কাঁসর,

শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের সুমধুর নিনাদে আকাশ-বাতাস প্রমোদিত হইয়াছিল। পূজনীয় শ্রীল স্বামীজীমহারাজ একপক্ষকালেরও অধিককাল শ্রীহরিকথা প্রচার সমাপনান্তে গত ২৯শে নভেম্বর সোমবার সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

—**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য (অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম) পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৬৫তম শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে গত ৯ই পৌষ ১৩৯৩, ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৬, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা-নবমী-তিথিতে শ্রীসমিতির পুরুষোত্তমধামস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে পূর্ণকুম্ভসহ কদলী বৃক্ষ, পুষ্প, বিবিধ বর্ণের পতাকা ও মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীগুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকসহ পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক ও সনকাদি-পঞ্চকের পূজা, হোমাদির পর শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ ও ব্রহ্মচারিগণ এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত শ্রীসমিতির অনুগত এবং শ্রদ্ধালু ভক্তমণ্ডলী শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর আরাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারিগণ জয়ধ্বনি প্রদানপূর্ব্বক সুললিতকণ্ঠে শ্রীগুরু-বন্দনা, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা এবং মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ 'শ্রীব্যাসপূজা' বা 'শ্রীগুরুপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি জানান যে, আজ কোন এক অভাজনের জন্মদিবস উপলক্ষে এত আড়ম্বর-উৎসব। গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ তাঁহাদের আবির্ভাব বা জন্মদিনে গুরুবর্গের পূজার্চ্চন করিয়া থাকেন। ইহাকে বলা হয় 'শ্রীব্যাসপূজা'। বিষয়-বিগ্রহ হইলেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (Supreme Lord), আর আশ্রয় বিগ্রহ হইলেন—সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবকে Via media বা যোগাযোগকারী বলা হইয়া থাকে। তিনি ভগবানের সহিত ভক্তের যোগসূত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ " প্রভৃতি শ্লোকে আমরা 'শ্রীভাগবত-গুরুপরম্পরা' লক্ষ্য করি। শ্রৌত আম্নায় ধারা বা শ্রীগুরুপরম্পরা হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বদর্শন জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" বাক্যে সেই তত্ত্ববিজ্ঞান লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীধরস্বামী আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিয়াছেন—"কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।"

শ্রীব্যাসপূজা অর্থে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পূজা করাকে বুঝায়। শ্রীভগবান্ জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য ব্যাসরূপে বেদবিভাগ করেন। তিনি লীলার মাধ্যমে জগতে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইলেন শক্ত্যাবেশ-অবতার। তাঁহার মধ্যে ভগবানের শক্তি বিশেষরূপে সঞ্চারিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বাদরায়ণ হইলেন শক্ত্যাবেশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণই মূল। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—৬০টি গুণবিশিষ্ট তত্ত্ব। ৬৪ গুণ সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীব্যাসপূজায় পূজা-পঞ্চক অনুষ্ঠিত হয়, যথা—কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চক।

এই শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতি কোথা হইতে আসিল? শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে প্রথম ব্যাসপূজা প্রচলন করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু গুরু-নিত্যানন্দকে পূজা করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যে ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতিগ্রন্থের নাম—"শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি"। জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গ্রন্থ পুরীর "গোবর্দ্ধন মঠ" হইতে সংগ্রহ করেন। পরে তিনি ইহা হইতে মায়াবাদপর অংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তিকালে জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উহা পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের ১৫শ বর্ষে প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পঞ্চাশৎ-বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার গুরুবর্গের পূজা করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-নিয়ামক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার পঞ্চাশৎ-বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব-তিথিতে চুঁচুড়াস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকসহ পূজাপঞ্চক সমন্বিত শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করেন। সেই পদ্ধতি অনুসারে আজও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মঠসমূহে এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কোন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী তাঁহার জন্মদিনে গুরুবর্গের পূজা না করিলে তাঁহার যথার্থ কর্ত্তব্য সমাপন করা হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রীব্যাস-পূজার প্রচলন আছে। তবে তাঁহারা উহার মধ্যে সনাতন সাত্বত পদ্ধতির বহু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। গুরুতত্ত্বকে সাত্বতশাস্ত্রে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈঃ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীশঙ্কর তাঁহাকে বলেন—"অনবগতৌ ব্রহ্মাত্ম-ভাবং স্যাৎ।" যাঁহার মহিমা বা কারিকার ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়াছেন, সেই গৌড়পাদের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অতাত্ত্বিক বলিয়া গুরুদেবের সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনের "আনন্দময়োভ্যাসাৎ" সূত্রের সঙ্গতি করিতে না পারিয়া তাঁহার 'শারীরক-ভাষ্য' শ্রীব্যাসসূত্রের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে গুরু ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য—অবিদ্যাগ্রস্ত—অনবগত মূর্খ। শঙ্করপন্থী মায়াবাদিগণের এইরূপ অত্যুৎকট গুরুভক্তি ও অবিমৃষ্যকারিতা! বস্তুতঃ এইরূপ গুরুপূজা গুরুদ্রোহিতারই নামান্তর।

শ্রীগুরুদেব তত্ত্বদর্শী ও সিদ্ধান্তবিদ্। তাঁহাকে যদি বলি, তাঁহার তত্ত্বদর্শন লাভ হয় নাই, তাহা হইলে কি Theory ঠিক হয়? সুতরাং বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন উহা গুরুপূজার ভাণমাত্র। যিনি আমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তবিৎ, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে পারেন। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" বৈষ্ণব—বৈষ্ণবত্ব, গুরু—গুরুত্ব, ঈশ্বর—ঈশ্বরত্ব—শব্দগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

"ব্রহ্মাণ্ড ভমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥'
'কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ॥'
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥
'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।'
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"

গুরুতত্ত্ব দুইপ্রকার ঃ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু দুইপ্রকার ঃ—চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরু। ভজনশিক্ষাগুরু ও বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু মহান্তগুরুতত্ত্বের মধ্যেই পরিগণিত। "চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥" "কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"—যিনি ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়সেবাধিকারী, আমি সেই গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

কোনস্থানে "গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ। গুরুদেবঃ পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"—বলা হইয়াছে। যখন স্বয়ং ভগবান্ নিজে শ্রীগুরুর কার্য্য করেন, তখন এই 'পরংব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিষয়-বিগ্রহ—ভোক্তা-ভগবানের ক্ষেত্রে এই কথা বলা চলে, কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ—সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের ক্ষেত্রে এইরূপ বিশেষণ অযৌক্তিক। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ শব্দে তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত। ব্রহ্ম—তত্ত্ববস্তুর অঙ্গজ্যোতি, পরমাত্মা—অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভগবান্—পূর্ণপ্রকাশিত তত্ত্ব। আমি জ্যোতিকে মানি, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়কে মানি না, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্মত নহে। 'ব্রহ্ম'-শব্দের দ্বারা যদি আমরা পরতত্ত্বকে লক্ষ্য করিতে চাহি, তবে তাহার পূর্ব্বে 'পর' বিশেষণ যুক্ত করিতে হইবে। 'পরব্রহ্ম', 'পরংব্রহ্ম'—শব্দগুলি Superlative Degree। Positive Degree 'ব্রহ্ম'-শব্দের পূর্ব্বে বিশেষণরূপে উপসর্গাদি ব্যবহৃত হইলেই চরমতত্ত্ব-জ্ঞাপক 'ভগবান্'-শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥"

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টীর সমষ্টি 'ভগ'-নামে খ্যাত। এই ছয়টী গুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ওতপ্রোতরূপে সুবিন্যস্ত, তিনিই ভগবান্। তিনিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ (Omnipotent), সর্ব্বজ্ঞ (Omniscient), সর্ব্বব্যাপী (Omnipresent) এবং পরাৎপরতত্ত্ব (Supreme Lord)। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহার কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার কোন প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তিনিই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমতত্ত্ব।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥"

সেই ভগবান্ যেরূপ "সর্ব্বশক্তিমান্", তদ্রূপ "অখিলরসামৃতমূর্ত্তি"। তিনিই শাস্ত্রে কলিত-শ্যামা-ললিত-রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি" বাক্যে জয়যুক্ত হইয়াছেন। ব্যাকরণের শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি শব্দগুলি ভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই আসিয়াছে। 'শ্রদ্ধা' কাহাকে বলে?—সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিবিধান করিলেই সাধন-ভজনে সুষ্ঠুতা লাভ হয়—সকল কর্ত্তব্য যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তখন দেবতান্তর—অধিকারিক দেব-দেবীর উপাসনা অপ্রয়োজনীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। ভক্তি-লাভই আমাদের সাধনপথের মুখ্য তাৎপর্য্য :—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

যাহারা ইতর ফলভোগী, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আধিকারিক দেব-দেবীর শরণাগত হয়; তাহাদের মুক্তিলাভ সুদূর-পরাহত। জাগতিক ধন, জন, বিষয়াদিই তাহাদের একমাত্র কাম্য হওয়ায় তাহারা ভক্তিলাভে বঞ্চিত।

'ভক্তি'-শব্দটী কোথা হইতে আসিল? "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের সেবাই 'ভক্তি'-নামে অভিহিতা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 'ভক্তি'-শব্দের ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন,— "হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিয় দেবী-দেবা, ইঁহ ভক্তি পরম-কারণ।" শাস্ত্রে ভজন, সেবা, ভক্তি-শব্দ একতাৎপর্য্যপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
অতঃ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি-শব্দেন ভূয়সী॥"

যাঁহাদের কর্ম্ম-কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ আসিয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞানযোগে অধিকার। যাঁহাদের প্রাকৃত কর্ম্মফলভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয় নাই, সেইসকল কামিগণ কর্ম্মযোগের অধিকারী। পূর্ব্বসুকৃতিবলে যাঁহাদের ভগবৎকথায় দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং সংসারে অত্যধিক বিরক্তি বা অত্যাসক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষেই ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক। যতদিন কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না আসে, অথবা ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তৎকালাবধি কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য; ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। ভগবদ্ভক্তগণ প্রাকৃত কর্ম্মিগণের ন্যায় পাপ-পুণ্যের আবাহন করেন না। "পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইহ নাম, পাপ-পুণ্য দুই পরিহরি।"—ইহাই একনিষ্ঠ ভক্তগণের বিচার। ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে কোন কর্ম্মেই শোভা পায় না, জ্ঞান-যোগাদি সম্বন্ধে বক্তব্য কি? ভক্তিবৃত্তি বাদ দিয়া যে জ্ঞান-যোগাদি প্রচেষ্টা, তাহা নিরর্থক ও ক্লেশপ্রদ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শাস্ত্রে সকল তত্ত্বদর্শন শিক্ষা দিয়াছেন। সেইসকল তত্ত্বদর্শন বাস্তবসত্য—Universal truth, Axiomatic truth। তাহার কখনও পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন নাই। আমরা যাহা বলিব, তাহা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে হওয়া চাই। বিচারস্থলে বাদ-বিসংবাদ যখন উপস্থিত হইবে, তখন সদ্‌যুক্তিসহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইবে। তাই গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্র আমাদের Guide line, proper judgement। যাঁহারা ইহা মানিবেন না, তাঁহাদের জন্য ভগবান্ পুনরায় জানাইয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

শাস্ত্রবিধি-অনুসারে স্বধর্ম্ম আচরণ করিবে, অন্যথায় পারমার্থিক জগতের সুখ তো দূরের কথা, ইহজগতের সুখও হইবে না। "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—যে কোনও প্রকারে—By hook or by crook—মনকে কৃষ্ণে একনিবিষ্ট করিতে হইবে।

এই কলিকালে Positive side-এ চারিটী সম্প্রদায় আছে ও থাকিবে, স্বয়ং শ্রীবেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই সনাতন ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করিবেন।—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িণঃ॥"

সনাতন-ধর্ম্মাশ্রয়ীকে আশ্রয় প্রদান করিবে। ইহা কোন One sided view নহে। সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র বিফল হয়, এবং সৎসম্প্রদায়াশ্রয়ে সাধন-ভজন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত সেই চিন্তা, সেই ধারা যাঁহারা বহন করিতেছেন, তাঁহারাই সৎসম্প্রদায়ী। তাঁহারা পার্থিব জগতের কোনরূপ Ism-এর—প্রাকৃত মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ নহেন। কামাখ্যাতন্ত্র, সাঁওতালী বশীকরণ মন্ত্র, ভূত-প্রেত-পিশাচের পরাভবকারী মন্ত্রসমন্বিত বিভিন্ন বই বাজারে পাওয়া যায়। সেই বই সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে মন্ত্র মুখস্থ করিয়া প্রয়োগ করিলে কোন ফলই হইবে না। যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক জপ করিলে ঐ মন্ত্র শুদ্ধ হইবে—উহা কার্য্যকরী হইবে। **(ক্রমশঃ)**

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
১৮ই পৌষ, ১৩৯৩ ; ইং ৩/১/১৯৮৭

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিত্তাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ; ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৩ (ইং ১৬/২ ৮৭) সোমবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, **৫ই** ফাল্গুন (ইং ১৮/২'৮৭) বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসিক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—৩রা ফাল্গুন, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৪ঠা ফাল্গুন, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

৫ই ফাল্গুন, বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৮শ বর্ষ | ২৯ মাধব, গর্ভোদশায়ী, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ, ৩০শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৯৩, ইং ১৩।২।৮৭ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্‌ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্‌

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে ঊনবিংশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত ন বা নৈসর্গিকং মম ।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি ॥ ৪ ॥

[কৃত্যা বিফল হইয়াছে শুনিয়া পুত্র প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া হিরণ্যকশিপু এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক শ্রীপ্রহ্লাদ পিতার পদদ্বয়ে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—]

হে তাত ! ইহা মন্ত্রাদিকৃত বা আমার নৈসর্গিক (স্বাভাবিক) চেষ্টা নহে ; যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীঅচ্যুত বিশেষভাবে বাস করেন, ইহা তাঁহাদের সামান্য প্রভাব ॥ ৪ ॥

২। অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ! কারণ অভাবে তাঁহার পাপাগম (দুঃখাগম) থাকে না ॥ ৫ ॥

৩। কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্‌বীজ-জন্ম ফলতি প্রভূতঃ তস্য চাশুভম্ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা পরপীড়া দান করে, তাহার সেই পরপীড়ণরূপ বীজজাত প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

৪। সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্ ॥ ৭ ॥

আমি সর্ব্বভূতস্থিত এবং আত্মস্থিত শ্রীকেশবকে চিন্তা করি ; আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যেও করি না বা কথায়ও বলি না ॥ ৭ ॥

৫। শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্ব্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ ॥ ৮ ॥

আমি যখন সর্ব্বত্র শুদ্ধচিত্ত, তখন আমার দৈব বা ভূতোৎপন্ন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ কোথা হইতে জন্মিবে ? ৮ ॥

৬। এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিকে এইরূপ সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্ত হইয়া সদ্ব্যবহার করা পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

(প্রাসাদ-শিখর হইতে দৈত্যগণ-নিক্ষিপ্ত, শ্রীকেশবের প্রতি ভক্তিযুক্ত পতমান প্রহ্লাদকে বসুন্ধরা ক্রোড়ে ধারণ করেন। নির্ম্মৎসর প্রহ্লাদ সমাহিতচিত্তে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিলেন। দীপ্তিমান্ সুদর্শনচক্র ভগবানের আদেশে তাঁহার দেহ-রক্ষকরূপে উপস্থিত হইল)।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৫৭৮ পৃষ্ঠার পর]

ভূতসকলের অর্থাৎ অন্য জীবসকলের উদ্বেগ দান করিবে না (১)। নিজ খাদ্যসংগ্রহের জন্য জীব হনন করা একপ্রকার ভূতোদ্বেগকার্য্যবিশেষ। অন্য লোকের অশুভ কথার আন্দোলন, অন্য লোকের নিন্দা, অন্য লোকের সহিত কলহ, অন্য লোকের প্রতি কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য দান, নিজের আড়ম্বরের জন্য লোকের সুবিধা খর্ব্বকরণ—এবম্বিধ নানাপ্রকার ভূতোদ্বেগকার্য্য আছে। বৈধভক্ত যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন। পরহিংসা, চৌর্য্য, পরধন অপচয়, আঘাতকরণ, পরস্ত্রী লোভ এ সমুদয়ই ভূতোদ্বেগকর।

প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ নিষিদ্ধ

ভূতোদ্বেগ-সম্বন্ধে একটু বিচার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া তাঁহাদের স্বাভাবিকবৃত্তি হইয়া পড়ে (২)। দয়ার ভক্তি হইতে পৃথগস্তিত্ব নাই। যে বৃত্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বা প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই অন্যজীব-সম্বন্ধে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা-স্বরূপা দয়া হইয়া পড়ে। ইহাই জীবের নিত্য স্বধর্ম্মান্তর্গত ভাববিশেষ। বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্রবিশেষে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা-রূপ ভাবসকল নিত্যস্বধর্ম্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়মাত্র। সাংসারিক জীবসম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহবাসিজীবনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণ-নিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বজননিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বজীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে পরিচিত হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়টিসম্

বৈষ্ণব বিশ্ববাসী জীবের প্রতি দয়াবান্

---

(১) স্বত্তধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ॥
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥ ভাঃ ১১।১০।২৭-২৮

(২) তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ভাঃ ৭।৬।২৪

(Patriotism) বলে, তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠভাববিশেষ। যাহাকে ফিলান্থ্রপি (Philanthropy) বলে, তাহা সর্ব্বমানবনিষ্ঠ ভাববিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সংকীর্ণভাবনিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগরাহিত্যরূপা সর্ব্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতাস্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।

সেবা ও নামাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। বরাহপুরাণ ও পদ্মপুরাণ-মতে সেবাপরাধ পঞ্চবিধ বিভক্ত হয়, যথা :—

পঞ্চবিধ সেবাপরাধ

১। সাধ্যমত যত্নাভাব, ২। অবজ্ঞা, ৩। অপবিত্রতা, ৪। নিষ্ঠাভাব, ৫। গর্ব্ব।

শ্রীমূর্ত্তিসেবাসম্বন্ধে যে-সকল অপরাধ নানাশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অপরাধ মূলবিচারে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার বলিয়া স্থির করা গেল। সমস্ত অপরাধের বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহা বরাহপুরাণ, পদ্ম-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

১। সাধ্যমত যত্নাভাব

অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে নিয়মিত উৎসব করা হয় না। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণোপচারদ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করা যায়। যে কালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায়, তাহা যত্নপূর্ব্বক ভগবান্‌কে দেওয়া যায় না। ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবন্নতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এই-প্রকার কার্য্যসকল সাধ্যমত যত্নাভাব হইতে নিঃসৃত হয়।

২। অবজ্ঞা

যানারোহণ বা পাদুকা ব্যবহারপূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, এক হস্তদ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলিদ্বারা ভগবন্মূর্ত্তি নির্দ্দেশ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধনে বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন ইত্যাদি শারীরকর্ম্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (যে সময়ে বাহির হয় সেই সময় ব্যতীত অন্য সময় অকাল) এইপ্রকার কার্য্যসকল সেবা-সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

৩। অপবিত্রতা

উচ্ছিষ্টলিপ্ত বা অন্যপ্রকার অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোমযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবাকরণ, পূজাসময়ে থুৎকার, সেবাসময়ে অন্য বিষয়ে চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা বর্ণিত আছে।

৪। নিষ্ঠাভাব

ভগবৎসেবার পূর্ব্বে জলগ্রহণ, অনিবেদিত অন্নজলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোদিত সুখাদ্য ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা—এই সকল নিষ্ঠাভাব।

৫। গর্ব্ব

সেবাকালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসাকীর্ত্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব বিবেচনা করিলে গর্ব্ব হয় (১)।

এই পঞ্চপ্রকার সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবেন। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠাতা, পূজারী ও সাধারণভক্ত-সম্বন্ধে সেবাপরাধগুলি যথাযথ বিভক্ত হয়। ভজনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই নাম-অপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

নামাপরাধ দশপ্রকার যথা :—

দশবিধ নামাপরাধ

১। সাধুনিন্দা, ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান, ৩। গুর্ব্ববজ্ঞা, ৪। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা, ৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসামাত্র বলিয়া জ্ঞান, ৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা, ৭। হরিনামবলে পাপে প্রবৃত্তি, ৮। অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান, ৯। অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ, ১০। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি (২)।

---

(১) সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্বিপদপাংসলঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ পদ্মপুরাণম্

(২) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য্য ইহ গুণনামাদিসকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥

নৈতিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পরনিন্দামাত্রই দোষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি দোষতারতম্য বিচারপূর্ব্বক তাত্ত্বিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রে সাধুনিন্দাকে প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যাহাদের সাধুনিন্দায় প্রবৃত্তি, তাহাদের সাধুসঙ্গ অভাবে ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধ হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত ভক্তিবৃত্তি তদ্রূপ সাধুনিন্দাক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে (১)। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তসাধুর সঙ্গাভাবে ও সাধুনিন্দা অপরাধে ভক্তিবৃত্তিটী জনগণের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। অনেকস্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে বৈষ্ণবনিন্দাদোষজনিত অপরাধক্রমে বর্ণাশ্রমাচারনিষ্ঠ পুরুষগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া নিরীশ্বরনৈতিক ও অবশেষে নীতিবিহীন হইয়া পশুবৎ অবস্থান করেন। অতএব সাধুনিন্দা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১। সাধুনিন্দা

যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে একটী একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করেন এবং ভগবান্‌কে তাঁহাদিগের হইতে পৃথক্ জানেন, সুতরাং তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিষ্ঠাশূন্য অতএব ভক্ত নহেন। পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতাপ্রযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞান, অতএব তাঁহারা অপরাধী। হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয় না। অতএব শিবাদি দেবতাগণকে হয় ভগবদবতার-বিশেষ বলিয়া জানা উচিত, নতুবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে, শিবই পরম পুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার। অতএব শিবনামে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বিষ্ণুনাম স্বতন্ত্র জানিবে না। এইপ্রকার বাদপ্রতিবাদ করাকে সাম্প্রদায়িক তর্ক বলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় না। একমাত্র পরমেশ্বরের ভজনই প্রয়োজন। হরিনামে

২। শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞান

শিবাদি দেবতা গুণাবতার বা ভগবদ্ভক্ত

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমেতি পরমঃ সোঽপি নাম্নাপরাধকৃৎ॥ পদ্মপুরাণম্

(১) হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থঃ পূর্ণশশী যথা॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

নিষ্ঠা করাই আবশ্যক। যেহেতু নির্গুণ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণবিশিষ্ট দেবতাসকলকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অসূয়া রহিত হইয়া একমাত্র নির্গুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হরির ভজনই কর্ত্তব্য। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যপ্রকার কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৫৮৩ পৃষ্ঠার পর]

একাদশ অধিবেশন

নিন্দন্তং পুলকোৎকরেন বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং
গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ॥

যাঁর পুলকাঞ্চিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি ঊর্দ্ধবাহু হয়ে মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁর অনর্গল অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম কীর্ত্তনকালে সকল ভাবসমন্বিত হয়ে জগতের নিকট নিজের কথা জানিয়েছিলেন, যিনি বার্ষভানবীর রসের সহিত রসময়ের ভজনের কথা জগতে সাত্ত্বিকভাবভরে জানিয়েছিলেন, সেই সপার্ষদ-গায়কবেষ্টিত গৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

আমরা গতকল্য প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষ কথা—ভাব ও প্রেমভক্তিতে যে রসের বিচার, সেই কথা—যা ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেটী আলোচনা করেছি। রস অর্থাৎ যেটী আস্বাদন করা যায়। সেই রস আস্বাদন যিনি করেন, তিনি বাস্তবিক রসিক, তাঁকে যাঁরা আস্বাদন করেন, তাঁরাও সেই রসের প্রার্থী। ইহজগতে আমরা সকলেই জড়রসের কথা জানি। বর্ত্তমানে আমরা যে জগতের অধিবাসী, সেই অচিদ্রাজ্যে আমাদের আনন্দ-

বর্দ্ধন হয়—আস্বাদনসৌখ্য হয় জড়রসে ; কিন্তু ভাগবত যে ভক্তিরসের কথা বলেন, তার কথা অনেকে জানি না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ যে রস আস্বাদন করেন, সেই রসের সাদৃশ্য আমাদের রসে থাকলেও আস্বাদকসূত্রে ক্ষুদ্রতা ও নানা বাধা লাভ করার যোগ্যতা থাকায় রসিকগণাগ্রগণ্য ভগবানের সঙ্গে তুলনা হয় না। তিনি রসের পূর্ণ অধিকারী। তাঁর কাছ থেকে যদি সেই রস প্রার্থনা করি, তাহলে ভক্তিদ্বারা তাঁর সেবায় সংশ্লিষ্ট হয়ে সেব্য বস্তু কি প্রকার রস আস্বাদন করেন, তা জেনে রসময়ী লীলার সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে মন ও দেহ আত্মজগতের ক্রীড়ার কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদর্শন করছে। ক্ষুদ্রতা, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরসের আশ্রয় হতে পারে না বলে ভগবানের রসের বিস্তারযোগ্যতা হচ্ছে না। অনর্থনিবৃত্ত হবার পর অগ্রসর হতে হতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব সম্বর্দ্ধিত হলে স্থায়িভাব রতিতে প্রতিষ্ঠিত হব। তাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, অভ্যাগত প্রভৃতি সামগ্রীর সম্মেলনে যে রসের উৎপত্তি হয়, তাতে অধিকার পেয়ে ভগবৎপ্রীতি সংগ্রহ করব। ভাগবতে রসময়ের যে লীলা বর্ণন করেছেন, তাতে কিছু অভিজ্ঞান থাকলে অগ্রসর হতে পারবো। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি ও লীলা প্রদর্শন করেন। যেমন জয়দেব বলেছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূলোকমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ করে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তা হতে আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। যেমন হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণরসটী বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকলরসের পূর্ণতা নাই, করুণাপরবশ হয়ে কিছু লীলা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহেন, জীববিশেষ ; তাঁতে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হয়েছে। বিষ্ণুর আবেশাবতার বুদ্ধদেবে যে করুণা, সেই পূর্ণ করুণা বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁরা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন নাই, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করেন নাই। তাঁরা জানেন, বুদ্ধদের কোন তাপস, সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, জগতে

করুণা-বিতরণের লীলামাত্র প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দ্বারা বৈদিক আলম্ভবিধি —যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ, সেইটী নিবৃত্ত হয়েছে। দুর্ব্বল পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবানের দুর্ব্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁর দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। তাঁতে তপস্যা প্রভৃতির যে বিচার, তদ্বিষয়ে আমরা জানি—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

এই ভগবদ্‌বিষয়ে বৌদ্ধগণ আলোচনা করেন না বলে তাঁরা তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নারদঋষি নারায়ণঋষি হতে যে তথ্য পেয়েছিলেন, যাহা ব্যাসের লিখিত গ্রন্থে প্রকাশিত, যে কথার ভাগবত-নামে পরে প্রসিদ্ধি হয়েছে, তাতে ভগবানের ভক্তির কথা—দশাবতারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্যাসের পরবর্ত্তিসময়ে বুদ্ধ আবেশাবতার হলেও তাঁর অনুগত জনগণ তাঁকে বিষ্ণু না জেনে, ইহজগতের লোক—একজন তাপস-মাত্র জানেন। তিনি পরদ্রোহ করতে দেন নাই; পশুজাতিকে, মানবজাতিকে আক্রমণ করতে দেন নাই। পশুদের প্রতি দয়া করেছেন, পশুবধ থেকে অবসর দিয়েছেন। নিম্নসৃষ্টির প্রতি দয়াবিধানের যে ব্যবস্থা, তা নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ করতে হলে বেদবিধি—যজ্ঞবিধিতে করা কর্ত্তব্য, তার যে অপব্যবহার হচ্ছিল সেটী নিবারণ করেছেন। বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন—

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"
"যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥"

(ভাঃ ১১।৫।১১,১৪)

[জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে স্থিরীকৃত থাকলেও উহা শাস্ত্রবিধানের অনুজ্ঞা নহে, পরন্তু যদি এ-সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তা হলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণীনামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং এ-সমস্ত বিষয় হতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানতে হবে।]

[ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে-সকল অসাধু, জড়বুদ্ধি, সাধুত্বাভিমানী দুর্জ্জন

নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হয়ে পশু-মাংস ভোজিগণকে ভক্ষণ করে থাকে।]

তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন, তা পূর্ব্বকালেও ছিল, এটা ভাগবতেই দেখতে পাচ্ছি। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া—শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। যারা উদ্বেগ দেয়, তাদেরও উদ্বেগ পেতে হয়। এইজন্য ভাগবতে "যে ত্বনেবংবিদঃ" শ্লোকে দেখি—যারা এপ্রকার জানে না, অথচ দাম্ভিকতা করে, আমি সব বুঝি, সব জান্তা বিচারে পশুবধে ব্যস্ত, তারা স্তব্ধ, তাদের বিচারে এমন জড়তা যে "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও ধর্ম্মকাজ করছি"—এই বিচারে সাহসের সহিত ধর্ম্মের নাম করে পশু বধ করে। "শাস্ত্র যখন একথা বলছেন—শাস্ত্রীয়বিধানে পশুবধ করে তার মাংস খাওয়া দরকার, বৃথা মাংস খেতে হবে না, তা হলে সাধু বলে অভিমান করতে পারা যাবে।"—অবশ্য রজস্তমোধর্ম্ম প্রবল না হলে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু ওরা (রজস্তমোধর্ম্মী) মনে করে, তারাও সাধু। ধর্ম্মের নামে পশুবধ করে তার মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে চালান, ঠিক নয়। যেমন ভার্গবীয় মনু বলেছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥" (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৫৮৮ পৃষ্ঠার পর]

ভর্ত্তৃহরি

শ্রীল শঙ্করের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভর্ত্তৃহরি উপনিষদ্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া মায়াবাদের এক নূতন ধারা জগতে প্রবাহিত করেন। তিনি বৌদ্ধযুক্তি অবলম্বন করিয়া উপনিষদসমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াই উপনিষদ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের নামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত করিবার জন্য যত্ন করেন। ভর্ত্তৃহরি বৌদ্ধ অমরসিংহের সমসাময়িক। তিনি বৌদ্ধ শবর স্বামীর ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। অমরসিংহ উক্ত শবর স্বামীর

শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান—পূর্ব্বে ইহা আমরা জানাইয়াছি। সুতরাং উভয়েই উভয়ের ভ্রাতা। অমরসিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্কর ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থাদি হইতেও তাঁহার মায়াবাদ—অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত প্রচার করিবার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ভর্ত্তৃহরির উপনিষদ্-সম্প্রদায় বৌদ্ধ-মায়াবাদেরই প্রচারক ছিল—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

মায়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ
'গৌড়পাদ'

মায়াবাদের ইতিহাস আলোচনার মধ্যে গৌড়পাদের ইতিহাস প্রধানতঃ আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবে। সুতরাং তাঁহার জন্ম-কর্ম্মাদি এবং তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের অনুসন্ধান করিয়া বিচার করা যাইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের সহিত ইঁহার অতি নিকট সম্বন্ধ।—শুধু তাহাই নহে, শঙ্করের যাহা কিছু সিদ্ধান্ত, সমস্ত এই গৌড়পাদের বিচারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ এবং তাঁহার গুরু গৌড়পাদ। অতএব গৌড়পাদ শঙ্করেরই পরমগুরু। গৌড়পাদকে কেহ কেহ গৌরপাদ বলিয়া থাকেন। গোবিন্দপাদের কোনও গ্রন্থাদি নাই। গৌড়পাদই প্রকৃত-প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য্যের গুরু। শঙ্করযুগে মায়াবাদ যে-প্রকার ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে ভারতীয় সনাতন-হিন্দুসমাজ 'মায়াবাদী' বলিতে 'এক-মাত্র শঙ্কর ও তাঁহার অনুগত জনগণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিতে হইলে, তাঁহার যিনি প্রকৃত গুরু বা আদর্শ শিক্ষাগুরু, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু জানা বিশেষ আবশ্যক। হরিবংশে আছে,—

পরাশরকুলোৎপন্নঃ শুকো নাম মহাযশাঃ।
ব্যাসাদরণ্যাং সংভূতো বিধূমেহগ্নিরিব জ্বলন্॥
স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং বীরিণ্যাং জনয়িষ্যতি।
কৃষ্ণং গৌড়ং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতং জয়ম্॥
কন্যাং কীর্ত্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্।
ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষী মনুহস্য চ॥

অর্থাৎ পরাশরের পুত্র ব্যাস, ব্যাসের পুত্র শুক, শুকের পুত্র গৌড়, এবং শুকের কন্যা মহিষীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতে "শুক কন্যায়াং ব্রহ্মদত্তম্ অজিজনৎ॥" এইরূপ দেখিয়া পরীক্ষিতের উপদেশকারীই এই শুক বলিয়া ভ্রম করেন। তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, ভাগবত ব্যাখ্যাকারী শুক, জাবালি কন্যা বীটিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই **অবিবাহিত শুকের কোন কন্যা থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। হরিবংশীয় শুক সম্বন্ধেই গার্হস্থ্যাদি ব্যবহার আছে।** শ্রীল শ্রীধর গোস্বামিপাদের উক্ত বাক্যের টীকা হইতে জানা যায়—**এই গৃহস্থ শুকের অন্য নাম 'ছায়াশুক'**। তাঁহার টীকার প্রাসঙ্গিক অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"যদ্যপি শুক উৎপত্ত্যেব বিমুক্তসঙ্গো নির্গতস্তথাপি বিরহাতুরং ব্যাস মনুষ্যান্তং দৃষ্ট্বা (ছায়াশুকং) নির্ম্মায় গতবান্। তদভিপ্রায়েসৈবায়ং গার্হস্থ্যাদি ব্যবহারঃ ইত্যবিরোধঃ। স চ ব্রহ্মদত্তো যোগী গবি বাচি সরসত্যাম্।"

দেবী ভাগবতে এই **ছায়াশুকেরই পুত্ররূপে শ্রীগৌড়পাদের নাম** উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—গৌড়পাদ তাঁহার পিতা ছায়াশুকেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ছায়াশুকের পিতা ব্যাস নামে কোন ব্যক্তি একদা ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, অরণি গর্ভে বা অরণ্যে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ছায়াশুকের জন্মদান করেন। এই শুক তাঁহার পিতৃকন্যা অর্থাৎ সহোদরা ভগ্নী বীরিণির গর্ভে আচার্য্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদের জন্মদান করিয়াছিলেন। এইরূপে কলিকালে গৌড়পাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় তদানিন্তনকার জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকা ও মাণ্ডুক্যকারিকা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। উক্ত কারিকাদ্বয়ই মায়াবাদের জীবাতু।

গুরুর মত খণ্ডন

আচার্য্য শঙ্কর গৌড়পাদের উক্ত কারিকাদ্বয় অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। প্রসিদ্ধ মায়াবাদী বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করের প্রায় সমকালীন লোক। তিনি উক্ত গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকার তত্ত্বকৌমুদী নামে টীকা রচনাকালে গৌড়পাদের কারিকার খণ্ডন করেন। এই সম্পর্কে একান্ন (৫১) কারিকার টীকা দ্রষ্টব্য। মায়াবাদিগণ সাধারণতঃ যাহার উপর নির্ভর করে তাহাকেই ধ্বংস করিয়া থাকে অর্থাৎ বৃক্ষের যে ডালে বসে সেই ডালটাই কাটিয়া ফেলে। আচার্য্য শঙ্কর ব্যাসসূত্রের শারীরিক ভাষ্য করিতে গিয়া

তিনিও উক্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে গেলে "ব্যাস ভ্রান্ত বলি' এক উঠাইল বিবাদ"—এইরূপ বলিতে হয়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) সূত্রের "আনন্দময়" শব্দের স্বমতে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া, উক্ত দ্বাদশ সূত্র হইতে একোনবিংশ সূত্র পর্য্যন্ত যেরূপ ভাষ্য করিয়া বাক্য-বিন্যাস করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ব্যাসের উক্ত সূত্রের সঙ্গতি করিতে না পারিয়া তাহার (সূত্রের) দোষ দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যৎ কারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্ 'তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ' সর্ব্বস্য চ বিকারজাতস্য আনন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্মব্যপদিশ্যতে।"

ভাবার্থ এই যে, "শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই অভ্যাস কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই (আনন্দই) সবিকার ব্রহ্মের (আনন্দময়ের) কারণ। সুতরাং উক্ত দ্বাদশ সূত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। এবং উহা 'আনন্দময়' এইরূপ না হইয়া 'আনন্দ' এইরূপ হওয়াই সঙ্গত।" এইরূপ বলিয়া সূত্রে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া—

"অস্য চ যুক্তাযুক্তত্বে সুবিভিরেবাবগন্তব্যে ইতি কৃতং পরদোষোদ্ভাবনেন নঃ সিদ্ধান্তমাত্র-ব্যাখ্যান-প্রবৃত্তানামিতি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গৌড়পাদের কারিকার খণ্ডন করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়াছেন, তাহারই দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। আচার্য্য চিদ্বিলাসও শ্রীহর্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন। উঁহারা উভয়েই শঙ্করপন্থী মায়াবাদী।

শঙ্কর মতে গুরু যখন ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য অবিদ্যাগ্রস্থ, অর্থাৎ অনবগত মূর্খ, তখন গুরুর দোষ দর্শনে আর আপত্তি কি? যে গুরুকে শাস্ত্রে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ" বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাকে শঙ্কর বলেন—'অনবগতৌ ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ'। (অজ্ঞানবোধিনী) **[ক্রমশঃ]**

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদ-বিরহে

মদন-মোহিত মোহন মূরতি, মুগ্ধ করিয়া বিবুধজন।
স্বান্দ্র নভের বারিদ বিজুরী, রঞ্জি মাধুরী জগমোহন॥
সুনীল সুখদ সীমাহীন নভ, চুম্বিছে যথা অসীম বারি।
অচল নীলিমা নিছনি নিন্দি,' নীল নভস্তল নয়নছারী॥
নীলাচল-নামে ক্ষেত্র শোভন, বিরাজে যথা শ্রীজগন্নাথ।
সে সুখদ-ধামে বিনোদ-ভবনে, লভিলা জনম সুচিহ্ন সাথ॥
আশৈশব লীলা অলৌকিক সব, সুজন-রঞ্জন বুধমোহন।
ভকতি-মাধুরী মণ্ডিত যাঁ'র, ভাষণ, খেলন, চলন, বলন॥
বাল সূর্য্যসম উদিয়া বিশ্বে, বিকাশী অমল সুজ্ঞানালোক।
ক্রমে ক্রমে দূর করিলা ধরায়, কুহক কালিমা কৈতব শোক॥
দুখ-জলধির অতল সুতলে, মজ্জি কাতরে কাঁদিছে জীব।
ব্যথার দরদী দুঃখহারী আসি,' সঞ্জীবনী সুধায় দানিলা শিব॥
বিমুখ-জগত রহু বহু দূর, ধার্ম্মিককুল আছিল যত।
ধরম-সঙ্কটে বিভ্রান্ত হই, কল্পিত মত প্রচারে শত॥
ধর্ম্ম-আবরণে অধর্ম্মে সমাজ, সমাচ্ছন্ন দেখি কাঁদিল প্রাণ।
সৎ-শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করি, বহাইলা তথা সুসিদ্ধান্ত-বান॥
ধরমের গ্লানি যাহা যত ছিল, একে একে সবে করিয়া দূর।
ভাগবত-ধর্ম্ম স্থাপিলা জগতে, ছল-ধরমের করিয়া চুর॥
তোমা হেন মহান্ আচার্য্য-কেশরী, না আসিলে এই বিশ্বদ্বারে।
পাষণ্ড নাস্তিক ভণ্ডে শাসিয়া, কে হেন সদ্ধর্ম্ম স্থাপন করে॥
চির শাশ্বত সদ্ধর্ম্ম সেতুর, সুদৃঢ় স্তম্ভ প্রোথিয়া ধীরে।
দেখাইলা তথা সরল সরণী, গোলোক গামিনী জীবের তরে॥
বর্ণ-আশ্রম সুপ্রাচীন ধরমে, দুর্গতি দেখি' কাঁদিল হিয়া।
সুদৈব-আশ্রম বর্ণধরম, স্থাপিলা সৎশাস্ত্র-যুক্তি দিয়া॥
ভকতির মঠ স্থাপিলা বিশ্বে, প্রচারিতে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন।
চেতন বাণীর মধুর ঝঙ্কারে, ভরিয়া উঠিল বিশ্বপ্রাণ॥
অনাথ, আতুর, পতিত, দুর্গত, মায়ামোহাচ্ছন্ন যতেক জন।
শ্রৌতবাণীর পরশ লভিয়া, জাগিয়া উঠিল পাই চেতন॥

অনিত্য মায়ার কুহক ছাড়িয়া, সাধুর চরণ জানিল সার।
সাধুসঙ্গে নাম-ধাম সেবা বরি', হইতেছে ভব জলধি পার॥
শ্রীগৌরহরির নাম-ধাম সেবা, কলিহত জীবের ধরম সার।
জানাইলা বিশ্বে সে সেবা আচরি', প্রচারি' সে ধর্ম্ম সারাৎসার॥
গৌড়ীয়-গুরু রূপ-রঘুনাথ, দুর্ল্লভ ভজন শিখাল জীবে।
সেই সু-আদর্শ বরিবে যে-জন, সে-জন ব্রজের পথিক হ'বে॥
রূপ-রঘুনাথ দাস্যৈক-জীবন, ভজন সিদ্ধির চরম ধন।
সে সেবা সম্পদ বিতরিলা ভবে, গোলকবাসী তুমি মহাজন॥
গৌড়ীয় গুরুগণ মধ্যমণি, রূপাভিন্নজন আসিলা ভবে।
রূপশিক্ষার প্রেমের পাথারে, করুণা প্রকাশে ডুব'লে জীবে॥
কোটীমুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ যথায়, এক শ্রীকৃষ্ণের ভকত হয়।
হেন কৃষ্ণভক্ত শত শত মাঝে, বহু ভাগ্যে কেহ রাধাদাস্য পায়॥
এহেন দুর্ল্লভ রাধাদাস্য ধন, যাঁ'র কৃপাবলে সহজে পাই।
ধন্য সে প্রভুর চরণ-মহিমা, জন্মে জন্মে যেন সুখেতে গাই॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ৮র্থ সংখ্যা, ৩১৯ পৃষ্ঠার পর]

আমাদের ডক্টরের 'Ages in Indian Religion' পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া সুধীব্যক্তিগণ ইহাকে পাগলের উক্তি বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত বিচারে কোনই গুরুত্ব প্রকাশ না করিয়া ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার সমালোচনাও করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার প্রমাণগুলির অধিকাংশই জঘন্য পাপী ও ভগবদ্বিদ্বেষীগণের লেখনীপ্রসূত এবং নিজ আসুরিক বৃত্তিতে মিথ্যা কদর্থ-যোজনামাত্র। সেইগুলির অধিকাংশই Proscribed books (গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রচারজন্য নিষিদ্ধ) হইতে সংগৃহীত। তাঁহার

পাপপ্রবৃত্তি এবং ভগবদ্ বিরোধিবৃত্তির পরিচয়জ্ঞাপক তাঁহার লেখনীর কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। সুধী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার মিথ্যা ও ব্যর্থ যুক্তির যোজনা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।—

"Chaitanya himself did not admit him as Vaisnava and confessed that he was initiated in Boul religion. Chaitanya sent the message to his mother through Jagadananda.

'As I have been an initiated Boul monk. I am unable to lend any service to my mother and thus the religious ideal of my own family has been also defied by me' (Chaitanya Charitamrita Anta 19). In Chaitanya Charitamrita it is seen that Advaitacharyya addressed Chaitanya as Boul and in Madhyalila (ch. II) Chaitanya said "It is rare to get such a Sacred bliss of love by which the world gets enjoyment. I, a boul, am quite unable to expressed it etc."

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১৯শ পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই—

প্রতি বৎসর তাঁরে (শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে) পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে॥
"নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিহ তাঁহারে,—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি' তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে-দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥"

উল্লিখিত নিম্নরেখ পয়ার তুইটীতে 'সন্ন্যাস' এবং 'বাউল' এই তুটী পদযুক্ত আছে বলিয়া এই বাক্যের অর্থ—মহাপ্রভু বাউল সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা মূর্খ ব্যক্তি ব্যতীত কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন কি? ইহা কি মহাপ্রভুর মাতৃভক্তিমূলক নির্ব্বোধ-পাগল বলিয়া দৈন্যোক্তি নহে?

এই অধ্যায়েই পরবর্ত্তী পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের উক্তিতে দেখা যায়—

তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে-ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে॥
"প্রভুরে কহিহ আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

উল্লিখিত পয়ারগুলি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং নিজকেও 'বাউল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তু'জনেই বাউল ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বুঝিতে হইবে কি? ইহা তরজা-প্রহেলী বলিয়াই গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা নহে কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং তৎপ্রবর্ত্তিত বিমল বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অপরাধমূলক ও আইনানুসারে দণ্ডনীয় তুষ্ট অধিসন্ধি ব্যতীত ডক্টরেট্ বিদ্যার অজ্ঞতা বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা হইবে কি?

পক্ষান্তরে আমদের বক্তব্য—ডঃ সাহেব (অতঃপর আমরা তাঁহাকে সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিতে ইচ্ছা করি। কারণ তিনি বিলাত গমন করিয়া সাহেবী শিক্ষা-দীক্ষায় পাদ্রীদের ন্যায় সনাতন ধর্ম্মের মূলোৎপাটনে যত্নপর হইয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম্মে তাঁহার বীতরাগ ও সাহেবী ধর্ম্মে অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে।) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বাউল প্রতিপন্ন করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থগুলি তিনি অবশ্যই আলোচনা করিয়া থাকিবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের মধ্য-খণ্ড অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত পয়ারগুলি অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন।

'সর্ব্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বলে।
কেশব ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে, "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥

বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।"
এত বলি' প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে কৃপা করি' তাঁরে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বলেন—"এই মহা-মন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১৫৪-১৫৯)

উল্লিখিত পয়ারগুলি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন দৃষ্ট হয়। কেশব ভারতীকে কেহই বাউল্ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিচার করেন না। তিনি দশনামীর অন্তর্গত ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরও প্রকাশ পায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব-ভারতীকে সন্ন্যাসগুরুরূপে কৃপা করিলেও তিনি তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে ছলে বৈষ্ণব সন্ন্যাস-মন্ত্র ভারতীর কর্ণে প্রদান করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজপ্রদত্ত ঐ মন্ত্রই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভারতী সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ-মন্ত্র নহে।

দীক্ষা মন্ত্র বিচার করিলেও শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় গয়াক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
"কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান॥"
বলেন ঈশ্বরপুরী,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ,—জানিনু নিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার।
সেহ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর?
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম॥
সত্য কহি পণ্ডিত! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥

যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫৪-৬০)

* * *

আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে॥
পুরী বলে,—"মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা ?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥"
তবে তান স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে—"দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১০৫-১০৯)

—এই সকল জাজ্বল্যমান্ প্রমাণবাক্যকে পরিত্যাগ করত কষ্টকল্পনা ও মিথ্যা বিচারদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করিতে তিনি যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তারিফ করিবার যোগ্যই বটে।

মহাপ্রভুকে বাউল সাজাইয়া, বাউল সম্প্রদায়ের সহজিয়া ভজন প্রণালীর অবৈধ কুৎসিত স্ত্রীসঙ্গাদিও ডঃ সাহেব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণের সঙ্গে সংযোজিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বাউলদিগের সাধন প্রণালীর বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি স্ত্রীসঙ্গ বিদ্যার পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণকেও স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকল ভক্তগণকেই লম্পট কামুকরূপে দেখিয়া শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন—'জগৎ ধনময়ং লুব্ধা! **কামুকা কামিনীময়ং**'-বাক্যের তিনিই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্য সত্যই তাঁহার জঘন্য চিন্তাস্রোতের সমালোচনা করিতে গেলেও সমালোচকের চিত্ত তাহাতে কলুষিত হইবে। এ-কারণে তাঁহার এইপ্রকার উক্তির অসারতা ও মিথ্যাত্বের সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপাখ্যান

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস (১)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১০৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীনারদঋষি শ্রীব্যাসদেবের চিত্ত প্রসন্ন করিবার জন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রতিপাদক সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হরিকীর্ত্তনমূলক ভক্তিধর্ম্মেরই গৌরব উপদেশ করিলেন। তিনি ভক্তি-সমাহিতচিত্তে শ্রীহরির অদ্ভুত চরিতগাথা কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ নিত্য পরমার্থের জন্যই চেষ্টা করিবেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে হরিকথা শ্রবণফল-মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করেন। তিনি (শ্রীনারদঋষি) পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে প্রণবমন্ত্র লাভ করেন এবং বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহের নামাত্মক মন্ত্রদ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া সমদর্শী হন। শ্রীবেদব্যাসকেও তিনি শ্রীহরির চরিতকথা বর্ণনের উপদেশ দান করেন, যাহা হইতে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সকল মীমাংসা লাভ হয়; তদ্ব্যতীত ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের শান্তি বা আত্মপ্রসাদ-লাভের অন্য উপায় নাই।

"দাসীগর্ভজাত শ্রীনারদ বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়াও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্রে পূজাধিকার লাভ করিয়া মন্ত্র-মূর্ত্তিক দেবের উপাসনা করেন। "স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি দ্বিজশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥"—স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বিচারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের পাতিত্য ঘটে নাই এবং নারদের দাসীগর্ভজ জন্মে বৈদিক অযোগ্যতা ঘটে নাই। শ্রীনারদের নিকট হইতেই এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা পঞ্চরাত্রোক্ত অধোক্ষজ-সেবা-বিচার বুঝেন না, তাঁহারাই অক্ষজদর্শনের বশীভূত হইয়া প্রকৃত শ্রৌতপথ স্বীকার করেন না—তাঁহারা অবৈদিক বৌদ্ধ, তাঁহাদেরই অসম্যক্দর্শন।

"পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই জন্মে শ্রীনারদ যে প্রণবমন্ত্র ("ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি" প্রভৃতি) লাভ করিয়াছেন, তাহা শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র-কথিত চতুর্ব্ব্যূহের এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বেদবিরোধিগণ স্বীয় রুচিবশে পঞ্চরাত্রকে বেদের সহিত পৃথক্ বলিয়া স্থাপন করেন, কিন্তু পঞ্চরাত্র বেদের

বিস্তার-গ্রন্থ। এই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক প্রথাকে অবৈদিক বলিবার দুঃসাহস করেন, তাহারা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ।

"শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে" বাসুদেবকে সঙ্কর্ষণের জনক, সঙ্কর্ষণকে প্রদ্যুম্নের জনক ও প্রদ্যুম্নকে অনিরুদ্ধের জনক বলিয়া যে পঞ্চরাত্রোক্ত বিচার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অসাত্বত। ঐ চতুর্ব্ব্যূহ চারিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াও এক অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবই, কেহ কাহারও জনক নহে। মায়াবাদিগণের বিচারে সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন অহঙ্কারতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হন। কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব না হইয়া ঐ সকল তত্ত্বেরই মূল কারণ। এই চতুর্ব্ব্যূহ সমানধর্ম্মা—দীপ হইতে অপর দীপের প্রকাশের ন্যায়। তবে তাঁহাদের লীলাগত পরস্পর বৈচিত্র্য আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন,—বেদ হইতে শাণ্ডিল্য ঋষি অধিক উপকার পান নাই। পঞ্চরাত্র হইতে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, সুতরাং পঞ্চরাত্র অবৈদিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ লেখনীতে পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা প্রমাণিত হয় না। পঞ্চরাত্র—বেদ-বিস্তৃতি মাত্র, বেদ-বিরোধী নহে। শাণ্ডিল্য ঋষির পাঞ্চরাত্রিক অভিজ্ঞতা অধিকতর সুবিধাজনক বলায় বেদের মৌলিকতাই তাঁহার উক্তিদ্বারা স্বীকৃত হয়। তবে তদ্দ্বারা পঞ্চরাত্রের উপযোগিতায় আধিক্যই জানা যায়।

"এই চতুর্ব্ব্যূহ হইতেই পুরুষাবতারগণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়। যাঁহারা এই পুরুষাবতার-তত্ত্ব ও তন্মূলভূত চতুর্ব্ব্যূহ-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রাকৃত দৃশ্য জগৎ তাঁহাদিগকে হরি বিস্মরণ করাইতে পারে না।"

শ্রীবেদব্যাসের প্রত্যয় উৎপাদন করাইবার জন্য শ্রীনারদ-ঋষি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-জনিত স্বীয় পূর্ব্বজন্মলব্ধ সৌভাগ্য বর্ণন করেন। শ্রীনারদের মুখে তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া শ্রীব্যাসদেব পুনরায় দেবর্ষির পরবর্ত্তিকালের আচরণ ও জাতিস্মরতা-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার ভগবৎসাক্ষাৎকারের ইতিহাস-ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন করেন এবং একমাত্র হরিলীলা-কীর্ত্তনদ্বারাই ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় ও অবশীভূত মন নিগৃহীত হয় জানাইলেন। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসের সহিত সম্ভাষণান্তর বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

দেবর্ষি শ্রীনারদের প্রস্থানের পর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব ব্রাহ্মণ-পরিবৃত সরস্বতী-নদীর পশ্চিমতীরে তাপসগণের যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত, বদরীবৃক্ষ-পরিশোভিত

'শম্যাপ্রাস'-নামক নিজ আশ্রমে উপবেশনপূর্ব্বক আচমনান্তে জড়প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে নারদোপদেশ-মতে সমাধিদ্বারা মন স্থির করত ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব-রজস্তম—এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ, মন ও বুদ্ধি জ্ঞান করে এবং তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-ব্যসন লাভ করে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন।

এ-সকল দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত'-নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস এই পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন ও ক্রমবিধান করিয়া বিষয়-আসক্তি—ভোগতৃষ্ণা-বিরহিত ভগবন্মননরত স্বীয় পুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন ও ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন; কেননা ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন। মহাযোগী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চিত্ত হরিগুণাকৃষ্ট হওয়ায়, এই ভাগবত-মহাপুরাণ বিস্তৃতায়তন হইলেও তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ইহার ব্যাখ্যাদি-প্রসঙ্গে তিনি নিত্যকাল বৈষ্ণবগণের সঙ্গকামী হওয়ায় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

"পরমমুক্ত নারদ-শিষ্য বেদব্যাস শ্রীগুরুসেবা-প্রভাবে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পাঁচটী তত্ত্ব দর্শন করিলেন,—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। এই পঞ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ অর্থপঞ্চক-জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে লাভ করিলেন। পাঞ্চরাত্রিক শ্রীনারদের কৃপায় শ্রীব্যাসদেবে আর অর্থপঞ্চক-জ্ঞানের অভাব রহিল না। শ্রীব্যাসানুগত সম্প্রদায়ের বিচারমতে জীবের অসংখ্যত্ব, তাহার বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয়, তাহার প্রভু পরমেশ্বর ভগবান্ এবং সেই ঈশসেবাবিমুখ-ধর্ম্মে স্বীয় মায়িক প্রভুত্ব, খণ্ডকালানুভূতিতে জীবের নশ্বর কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং অখণ্ডপ্রতীতিতে ভগবদ্দাস্য ও কর্ম্মের ক্ষয় এবং স্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি প্রভৃতি

বর্ণিত হইয়াছে। অধোক্ষজ বস্তুর সেবা ব্যতীত জীবের অন্যবিধ চেষ্টা প্রয়োজন-সিদ্ধির ব্যাঘাতকারক। ঈশবিমুখ জীবগণ কর্ম্মফলভোগে ব্যস্ত থাকায় বৈষ্ণবদর্শনে পারঙ্গত না হইয়া ভগবদ্‌বস্তুকে জড়ভোগ্যজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-পরবশ হয়।

"শ্রীব্যাস অনভিজ্ঞ-জনে কৃপা করিবার মানসে স্বীয় সশক্তিক কৃষ্ণোপলব্ধি সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন-শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে পরমপুরুষ বোধ এবং তাঁহার প্রতি শ্রবণকারীর শোক-মোহ-ভয়নাশিনী নিত্যা সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহার সেবায় শোক নাই। তিনি অভয় এবং আমাদিগের চরম-কল্যাণপ্রদ। ভক্তিহীন জনগণ অনর্থযুক্ত হইয়া শোক, মোহ ও কৃষ্ণের বস্তুর অভিনিবেশক্রমে ভীতিবশে ভজনরহিত হন। "ভক্তিযোগেন মনসি" শ্লোকাদিতে বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহ-বাদ, নাস্তিক্যবাদ, পরিচ্ছিন্নবাদ, একজীববাদ, বিবর্ত্তবাদ, ব্রহ্ম-জীবাভেদ-বাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক মতবাদসমূহ নিরস্ত হইয়াছে।

"অবরোহবাদী বা বিষ্ণুর অবতার-শ্রবণে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বহির্জগতের ভোক্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার পরিহার করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হন। শ্রীব্যাসতনয় আকুমার ব্রহ্মচারী বিষয়ভোগ-বিরত জাতরতি শ্রীশুকদেবের বাহ্যপ্রতীতি রহিত হওয়াকালে শ্রীগুরু ব্যাসের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের অধিকার হইয়াছিল। কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ নিরস্ত হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রপঞ্চে বিচরণকালের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়াছিলেন। মুক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যতীত আর অন্যকোন কৃত্য নাই। জড়ভোগরত ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা শ্রবণ করিলে তাহাদের নশ্বর ভোগাসক্তি নিত্যকালের জন্য স্তব্ধ থাকে। মুক্ত পুরুষগণই হরিসেবায় অধিকারী।"

ধর্ম্ম-সংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিজধামে গমন করিলে বর্ত্তমান কলিকালে অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। এই ভাগবত সর্ব্ববেদতুল্য, ইহাতে চরম কল্যাণের কথা এবং সকল বেদ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রের সারকথা আছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস ভগবল্লীলা-কথাময় সর্ব্ববেদসার শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ জগন্মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকাশ করেন। পরে স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে বদরিকাশ্রমে ইহা অধ্যয়ন

করাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীশুকদেব, নির্ব্বিঘ্নভাবে গঙ্গাতটে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ-পরীক্ষিৎকে এই ভাগবত-কথামৃতরস পান করাইয়াছিলেন। পরে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শ্রীসূতগোস্বামী রাজা পরীক্ষিতের সভায় উপবিষ্ট থাকিয়া গুরুদেব মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের কৃপাপ্রভাবে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সেই ভাগবতকথা শুনিয়া শ্রীশৌনকাদি ষষ্টীসহস্র ঋষিগণের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৌনক। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার-সম্পন্ন শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলের অধস্তন নহেন। তাঁহার অনুগত ঋষিগণ সকলেই যে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জাত, এরূপ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু শৌনক সর্ব্বসংস্কারবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বকুল-পরিচয় ছন্দশাস্ত্রে অধিকারের প্রতিবন্ধক হয় নাই। লোমহর্ষণপুত্র শ্রীসূত শৌক্র-সূতজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সূতজাতির উৎপত্তি-বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়-ঔরসে ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত সন্তানকে বুঝায়। লোমহর্ষণসূত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিহিত অশ্বসারথ্য পরিহার করিয়া পঞ্চমবেদ পুরাণ-ইতিহাসাদিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। অশ্বসারথির পুত্ররূপে আমরা উগ্রশ্রবাঃ সূত্রকে লাভ করি নাই, পরন্তু শ্রীশুকদেবের পরমভাগবত শিষ্যরূপে পাইতেছি। সূতজাতির অশ্বসারথ্য উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণের বৃত্তি ছিল না। অপর সূতজাতীয় অশ্বসারথি-গণের সহিত সমবৃত্তিজীবী না হওয়ায় লোমহর্ষণের বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার কোন ব্যাঘাত ছিল না।

"শৌনকাদি ঋষির ন্যায় লোমহর্ষণের নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারে সংস্কৃত থাকার কোন প্রমাণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। উগ্রশ্রবার প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের উক্তি হইতে আমরা ইতঃপূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, তিনি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে অধিকার লাভের পর যে, তিনি অসংস্কৃত ছিলেন, ইহাও বুঝা যায় না। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় শ্রীশুকদেবের নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করায় তাঁহার সংস্কারের কোন অভাব ছিল না। তিনি অসংস্কৃত পাপী শূদ্রের ন্যায় অবস্থিত হইলে কখনই তাঁহার নিকট শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন না।

"শৌনকাদি ঋষিগণের বাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্যাসাসনোপবিষ্ট শ্রীসূত গোস্বামীর তৎকালে কোন বর্ণচিহ্ন ছিল না। বর্ণচিহ্ন পরমহংসগণের অনেক সময় থাকে না। তাহাতে প্রত্যক্ষবাদিগণ ভ্রমক্রমে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব-বর্ণের পরিচয়ে ভ্রান্তিময় ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবত পরমহংসের ঐ প্রকার চাতুর্ব্বর্ণাভিমানের কোন একটী না থাকায় অনভিজ্ঞ

অক্ষজ দ্রষ্টা তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববর্ণদ্বারা অভিহিত করেন। ভাগবত পরমহংসগণ চাতুর্ব্বর্ণ্যের শিরোদেশে অবস্থিত; অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলেন না অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাহ্মণব্রুব নহেন। সেইজন্য শৌক্র-ব্রাহ্মণব্রুবগণ অনেক সময়, বৈষ্ণবগণ 'ব্রাহ্মণব্রুব' বলিয়া পরিচয় না দেওয়ায় তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেও কুণ্ঠিত হন।

"ছন্দশাস্ত্রে শ্রীসূতের পারদর্শিতা নাই বলিয়া যে উক্তি দেখা যায়, তাহা অক্ষজ-জ্ঞানবাদীর অনভিজ্ঞতামূলে অথবা স্বরপ্লুতাদি বৈশিষ্ট্যময় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অভাবজ্ঞাপক জানিতে হইবে। উপাসনাকাণ্ডে বৈদিক অধিকারে শ্রীসূত গোস্বামীর কোনদিনই অনধিকার ছিল না। তিনি অক্ষর-তত্ত্ববিৎ। ক্ষরবস্তু প্রতিপাদনকল্পে যে কর্ম্মকাণ্ডে বেদপ্রবৃত্তি, তাহা ভাগবতগণ কোনকালেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। পরন্তু পরমার্থোপযোগী বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ পঞ্চরাত্র ও পুরাণাদিতে যাহা বিস্তৃত হইয়াছে, তাদৃশ পারমার্থিক কল্পশাস্ত্রানুসারে ব্যবহার-জগতে শিষ্টাচার প্রবর্ত্তন করেন। কর্ম্মকাণ্ডের রুচিবিশিষ্ট বেদশাখা তাহাদিগের বিচারানুকূলে গৃহ্যসূত্রাদিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া গৃহ্যবিস্তার বা ভাগবতী ক্রিয়াকে প্রকৃতপ্রস্তাবে সুষ্ঠুভাবে দেখিতে পান না। শাখাভেদে বেদশাস্ত্র কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের হস্তে যেরূপভাবে পরিচালিত হয়, নিত্য ভগবদ্ভক্তগণের অনুষ্ঠান তাদৃশ নহে। সেইজন্য কর্ম্মমার্গীয় ছন্দঃশাস্ত্র ও তদনুকূল ভোগপর ব্যবহারকে শ্রীসূত গোস্বামীর ন্যায় ভাগবত আদর করেন নাই বলিয়াও, শ্রীসূত গোস্বামীর সম্বন্ধে অক্ষজবিচারে ঐ প্রকার উক্তি অযুক্ত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শ্রীসূতের উক্তিসমূহ তাহার বেদশাস্ত্রে অধিকারের কোনপ্রকার ন্যূনতাজ্ঞাপক নহে।

"ভাগবতগণ কর্ম্মকাণ্ডের আদর করেন না, নিম্নাধিকারীর জন্যই তাদৃশ কর্ম্মকাণ্ড বেদশাস্ত্রে অঙ্গীভূত হইয়াছে বলিয়া থাকেন। অক্ষজবাদী কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ শাখারূঢ় আচার্য্যগণকে বহুমানন করিতে গিয়া ভাগবত-বৈষ্ণবগণের পরমোচ্চপদবীকে লৌকিক বিচারে খর্ব্ব করেন। শৌক্র-জন্মবিচার অপেক্ষা বৃত্তগত বিচারের ঔৎকর্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত। সর্ব্বসাধারণের বৃত্তগত অধিকার-বিচারে নৈপুণ্য না থাকায় স্থূলদৃষ্টিতে শৌক্রবিচার মূর্খ ও অনভিজ্ঞ সমাজে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ যে সময়ে উদার ও সমদর্শী হইতে পারিবেন, তৎকালে বৃত্তগত বর্ণ-নির্ণয়ের সৌন্দর্য্য সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইবে।"

"ভক্তিমান্ জনগণই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের

পাদপদ্মকেই আত্মা, স্বীয় নিত্যবৃত্তি ভক্তিবলে 'নিজের প্রভু' বলিয়া অবগত হন। সেই হরি-পরিকরবর শ্রীগুরুদেব আত্মধর্ম্মে সর্ব্বদা অবস্থিত। শ্রীগুরুদেব আম্নায়-পারম্পর্য্যে স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও বিষয়-জাতীয় ঈশ্বরের সেবক অভিমান করেন। এই উপাস্য ও উপাসকের নিত্যত্ব ঈশ্বরত্বে বৈচিত্র্য সন্দর্শনকারী পরমশ্রেয়ঃ লাভ করেন। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শ্রুতির "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ"র অর্থ অপরে জানিতে পারে না। তর্কপন্থায় অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ঈশ্বর-ভাব কখনই প্রকাশিত হয় না। শ্রৌতপন্থায় গুরুকৃপাবলেই তাহা পাওয়া যায়।

"দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে ঈশ ও বশ্য, পূজনীয়বস্তু ও ভক্ত এবং তাঁহাদের নিত্যভজনের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে কেহই বেদার্থ-সংগ্রহে সমর্থ হন না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার উপাস্য ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট জনই কর্ম্মফল-ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। গুরু-কৃষ্ণকৃপা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তৎকালে হৃদয়স্থিত স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের গ্রন্থিসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়। জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং অক্ষজজ্ঞান আর তাঁহাকে প্রতারিত করে না। তৎকালে তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্মফল-ভোগস্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, বদ্ধজীবের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিরূপ নিগড়ে আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত জড়ভোগের অহঙ্কার নষ্ট হয় না, সংশয় ছেদন হয় না এবং কর্ম্মফলভোগের সমাপ্তি হয় না।

"ভক্তিচক্ষুদ্বারা আশ্রয়জাতীয় সেবকবেষ্টিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলে জীবের যাবতীয় মনোমালিন্য ও হরিভজনের অযোগ্যতা দূরীভূত হয়। হরি-সেবা-বর্জ্জিত ব্যক্তি নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবের দর্শনে নিত্য সেবা বর্ত্তমান। অবৈষ্ণবগণ ভক্তি-বিরহিত হইয়া দৃষ্টিরহিত ও অন্ধ এবং নানা কল্পনার আহ্বান করেন; তাহাতে কর্ম্মফলভোগ, সংশয় ও নানাবিধ তমোভাব বর্ত্তমান থাকে।

"বিষ্ণুসেবানিরত নিত্যজীবসমূহ বিষ্ণুমায়ারচিত জগতের সেবা না করিয়া—কর্ম্মফলভোগে নিজের অস্মিতাকে আবদ্ধ না করিয়া এই প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও সত্ত্বতনু বিষ্ণুরই সেবা করিয়া থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণবগণের উপাস্য বাস্তব-বস্তুই জীবের পরমশ্রেয়ঃ সাধ্যবস্তু। বিষ্ণুসেবা পরিহার করিয়া রজস্তম-স্বভাববিশিষ্ট বদ্ধজীবের ধারণাই জীবের নশ্বর অস্মিতাকে অবৈষ্ণবাস্তিত্বে স্থাপন করে। উহাই শুদ্ধজীবাত্মার ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার। তাদৃশ অহঙ্কার

পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে অলৌকিক দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বিভিন্ন ধারণাবিশিষ্ট সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিকে আশ্রয় করিতে পারেন। বদ্ধজীবের ধারণায় বিষ্ণু ত্রিতত্ত্বরূপী। মুক্তজীবের অদ্বয়জ্ঞানে তিনি বিষ্ণু। তাঁহাতেই অনন্ত-বৈষ্ণবগণ নিত্যাশ্রিত। তাঁহার সেবাবিমুখ করাইবার জন্য বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় জীবকে অভিভূত করে।

"মায়াধীশ ও মায়াবশ ধর্ম্মদ্বয় ভগবান্ ও ভক্তে যে ভেদ বা বিশেষ স্থাপন করিয়াছে, তাহা শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বগত বিশেষত্ব। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআনন্দতীর্থ-ভগবৎপাদের ভেদ-সিদ্ধান্তকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে কেবলাদ্বৈত-পন্থিগণের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সঙ্কীর্ণতা অপনোদিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান-বিচারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ধারণা স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য এবং শ্রীআনন্দতীর্থ ভগবৎপাদের উপদেশ-প্রণালীতে উহাই অসমোর্দ্ধোদ্দেশক। শ্রীশঙ্কর অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া তাহাকেই অবরোহবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তৎপ্রতিকূলে শ্রীমধ্ব ভগবৎপাদ উহাকে তর্কপন্থা বলিয়া শ্রীব্যাসগুরুর আম্নায়-পারম্পর্য্যে শক্তিপরিণাম বাদকেই স্থাপন করায় কেবল-অভেদবাদের সহিত ভেদসিদ্ধান্তে পঞ্চভেদ-বিশেষ স্বীকৃত হওয়ায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন।

"চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণশীল-বিচারে শ্রীশঙ্কর হরি-বিরিঞ্চি-শিবের ভেদদর্শনা-ভাবে যে সিদ্ধান্তবিরোধ করিয়াছেন, তাহা অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে বিরোধ তাহার সামঞ্জস্য স্থাপনে কেবলাদ্বৈতবাদী যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থানুগমন-সাত্বত-সম্প্রদায়ের নিত্যধর্ম্ম। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করিতে গিয়া সমন্বয়বাদী বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে যে ব্যভিচার-পথ গৌণোপা-সনায় পঞ্চোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা বাস্তব-সত্যাধিকারী বৈদান্তিকগণ সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করেন। জীব অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তত্ত্ববাদা-চার্য্য শ্রীআনন্দতীর্থের আনুগত্য করেন। শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদের আনুগত্য হইতেই অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যদাস্য প্রবল হয়।

"ভগবদ্বিমুখ জীবগণ লৌকিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় নানাকামের আবাহন করেন। ঐ কামনা পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের চিত্ত অশান্ত হইয়া বাসনা-পূরণকল্পে হরিপ্রেমবিরোধী ভয়ঙ্কর পথের পথিক হন। ঐসকল কামিগণের তাণ্ডবনৃত্য-প্রাপ্য আনন্দে প্রমত্ত না হইয়া ভোগত্যাগেচ্ছু-জনগণ কাহারও হিংসা করেন না। হরিসেবা না করিলেই জীব মৎসর ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া

পরহিংসায় ব্যস্ত হন। তৎকালে তাঁহারা ভগবানের অংশকলা প্রকাশমূর্ত্তি-সমূহের নিত্যসেবায় রুচিবিশিষ্ট হন না। যাঁহারা ঘোর হিংসা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই উপাস্য-বিচারে ভগবানকেই লাভ করেন। অসূয়া-পরবেশ জনগণ অধিরোহ-বাদাবলম্বনে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিচরণ করেন; আর ভক্তগণ অবতার-বাদাশ্রয়ে নির্ম্মৎসরতা ও সাধুতা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি কামনাদ্বারা বঞ্চিত হন না। চতুর্ব্বর্গাভিলাষি-জনগণ কখনই হরি-পরায়ণ হইতে পারেন না। অবরোহ-বাদে যেরূপ গুরু-কৃষ্ণ-কৃপারূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধারূপিণী অবস্থা বর্ত্তমানা, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর অধিরোহ-পথে নশ্বর গুরুক্রবের আশ্রয়ে সেরূপ শ্রদ্ধালাভ সুকঠিন। কপট ভক্তির সাহায্যেই অসূয়াপরগণ যে গুর্ব্বাশ্রয় করেন, তাহাতে কোন সুফলোদয় হয় না। ছলধর্ম্মিগণ কখনই নিষ্কপট নহেন। আরোহবাদীকে শাস্ত্রে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অসূয়া পরিহার করিবারই ব্যবস্থা আছে।

"মানব স্বীয় রুচির অনুকূল স্বভাবক্রমে বিষ্ণু-ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। নিজ নিজ বিচারে যেরূপ কামনার উদয় হয়, তত্তৎকাম-পরিতৃপ্তির জন্য উপাস্যবস্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পিত হয়। দেবগণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পূজকগণের কামনা পরিতৃপ্ত করান। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, সত্ত্বের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে সূর্য্যোপাসনা, সত্ত্বের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে শক্তির উপাসনা এবং তমোগুণে শিবোপাসনা এবং কেবল রজোগুণে মানবের সর্ব্বশ্রেণীর উপাসনাময় রুচি আছে। বিভিন্ন রুচির উপযোগিতাক্রমে উপাস্য ও উপাসকের সমশীলতা। সত্ত্বরজোমিশ্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ লৌকিকধর্ম্মকে প্রাপ্য জ্ঞান করেন। সত্ত্বতমঃ-স্বভাবে গণেশের উপাসনায় অর্থপ্রাপ্ত্যাশা, রজস্তমঃ-স্বভাবে কাম-পরিতৃপ্তির জন্য শক্ত্যুপাসনা এবং তমঃ-স্বভাবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষাবশে শিব-উপাসনায় রুচি হইয়া থাকে।

"বিষ্ণুর উপাসনায় কোন কামনা নাই। ভোগের উদ্দেশ্যে কামনার জন্ম হয়। কামদেব বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার অভিলাষ-পূরণরূপ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্মের বিস্তৃতি হইতেই বিষ্ণুস্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজকাম-পরিতৃপ্তির জন্য সমশীল-দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্তি ঘটে। ভূতপূজকগণ জীবিতোত্তরকালে ভূতলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, বহুদেবযাজিগণ তত্তৎ দেবলোক লাভ করেন। তাৎকালিক বাসনাবশে জীবের ঐপ্রকার নশ্বর গতি লাভ হয়। কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপধর্ম্ম

তৎকালে সুপ্ত হওয়ায় জীবোপাধিদ্বয় স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বারা সুখ-দুঃখ ভোগ করেন।"

শ্রীভগবান্ স্বয়ং পঞ্চরাত্রের বক্তা। নারদীয় পঞ্চরাত্র সর্ব্ববেদের সার, অতি চমৎকার-গুণবিশিষ্ট এবং পুরাণের মধ্যে সুদুর্ল্লভ। এ-সকল শাস্ত্রে যুক্তি-অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীভগবানই তত্ত্বের চরমসীমা। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে শ্রীভগবানকেই সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তামসিক-রাজসিক শাস্ত্র তর্কপ্রধান, তাহাতে শ্রীমাধবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদিতে ভগবান্ শ্রীহরি পরম-ভজনীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমা অধিক বর্ণিত হইয়াছে, রাজসিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানাদেবতার ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানই পরমারাধ্য-তত্ত্ব, ইহাই মুক্তিসাধক জ্ঞান, এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ বাক্য অসুরমোহনের নিমিত্ত; ইহাই নিখিলশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস জীবকল্যাণের নিমিত্ত নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদি-রহিত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তু-তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। এই ভাগবত বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ব ফল। ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। ইহার পঠন, পাঠনাদিদ্বারা ভক্তিবৃত্তির উদয়ে জীবের মায়াবন্ধ বিদূরিত হয়।

—**শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী**, সজ্জনকিঙ্কর

পুরীধামে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

[শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৬০২ পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্রীয় সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে Christian secterian thought নাই। খ্রীষ্টানগণ 'Secterian'-শব্দে যে বিদ্বেষমূলক স্বার্থপরতা আবিষ্কার করিয়াছেন, সনাতন আর্য্য-ঋষিগণ-পুষ্ট সৎসম্প্রদায় পরমোদার-নীতির ধারক-বাহকরূপেই পারমার্থিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বাস্তব শ্রেণীভেদ স্বীকার করিয়াও,

শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করিয়াছেন। আত্মদর্শনেই সেই শ্রেণীহীন সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-সম্প্রদায় এই কলিকালে সাত্বতশাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রচার করিবেন বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। উৎকল পুরুষোত্তম হইতে সেই ভক্তিধর্ম্ম নব-নবায়মানরূপে সমগ্র পৃথিবীতে বিঘোষিত হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—বাণীর সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহরূপে ভজনবিমূঢ় জীবের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাথের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ নিজজনও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের নির্ব্যলীক বাস্তবসত্যকথা নির্ভীককণ্ঠে প্রচারে ব্রতী ছিলেন। আমরা গৌড়ীয় গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীষড়্ গোস্বামীকে জানিতে পারি। তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-তত্ত্ব অবগত হই। আবার শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরসুন্দরের সেবাদ্বারা ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর অপ্রাকৃত সেবাধিকার লাভ করিতে পারি। ইহাই 'গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী' বলিয়া শ্রীরাধার নয়ন-মণি ও বিনোদ-মঞ্জরী প্রভৃতি তাঁহাদের অনুগত জনগণকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন।

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, শ্রীচতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, শ্রীশিব বিষ্ণুস্বামীকে এবং শ্রীচতুঃসন নিম্বাদিত্যকে তাঁহাদের স্ব-স্ব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল আচার্য্য জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবান্, ভক্তি, জীব, মায়া, জগৎ প্রভৃতির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রচারিত সিদ্ধান্ত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ', 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' ও 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ বেদব্যাসকে এই ভাগবত-কথা উপদেশ করেন, যাহার অপর নাম 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত'। ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে 'আম্নায়' বলে। ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে সূর্য্যদেবকে এই অব্যয় সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে সূর্য্যদেব তাহা মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে গুরুপরম্পরাক্রমে পরমার্থতত্ত্ব জগতে বিস্তৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে ভগবত্তার লড়াই চলিতেছে। হাজার হাজার অবতার সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু একমাত্র ভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই এই অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত। Incarnation of God, not of man—ইহাই শাস্ত্র-বিচার। শ্রীভগবানের অবতারসকল শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ কখন, কোথায়, কোন্ মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিবেন, কোন্ কথা প্রচার করিবেন, তাহা শাস্ত্রে পূর্ব্ব হইতেই লিখিত রহিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্ব, ভগবানের ভগবত্তা ও সাধন-ভজনের উন্নততম অবস্থায় মানবের 'নিত্যমুক্ত', 'নিত্যসিদ্ধ' বিশেষণ-গুলি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎষু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"

শ্রীভগবানে প্রেম, মৈত্রী, অতাত্ত্বিকের প্রতি কৃপা ও ভগবৎ-ভাগবত-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। আজকাল 'প্রেম'-শব্দটীর অপব্যবহার চলিতেছে। 'উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। শ্রীভগবানই প্রেমময়, প্রেমের উদ্দিষ্ট দেবতা—প্রেমাস্পদ। সেই বিশেষণ মানুষের উপর—জীবসাধারণের উপর অপপ্রয়োগ করা হইতেছে, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। ইহাদ্বারা 'প্রেম'-শব্দের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে। ইহা জীব-ব্রহ্মৈকবাদিগণের অপপ্রয়াস বলিতে হইবে। অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম কখনই প্রাকৃত জীবপ্রেমে রূপান্তরিত হয় না, হইতে পারে না।

'বনে লীনা বিহঙ্গাঃ'—পাখী বনে লীন হইল অর্থাৎ মিশিয়া গেল। এই কথা বলিলে কি অর্থ হয়? পাখী কি বনের গাছপালার সহিত লীন হইতে পারে? নিশ্চয়ই উহা কোন বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিয়াছে বা আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মলীন বা ঈশ্বরলীন শব্দও কাল্পনিক। অতএব সকল শব্দের অর্থ সমান হইতে পারে না, তাহা এই উদাহরণদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। মায়াবাদিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য ঈশ্বরসাযুজ্য-প্রচেষ্টা অলীক স্বপ্নবৎ। উহা কোন-দিনই বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

আজকাল 'দরিদ্র-নারায়ণসেবা', 'পুরুষোত্তম', 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কথাগুলির বহুল প্রচলন দেখিতে পাই। এই কথাগুলির কি যথাযোগ্য ব্যবহার হইতেছে? 'নারায়ণ' হইলেন লক্ষ্মীপতি। যাঁহার স্ত্রী বা অর্দ্ধাঙ্গিণী স্বয়ং ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি কি কখনও দরিদ্র হইতে পারেন? অতএব এই শব্দটী এইরূপভাবে ব্যবহার না করিয়া 'দরিদ্রসেবা' বলিলে হইতে পারে। বেদোপনিষদে ও গীতায় 'পুরুষোত্তম'-শব্দটী একমাত্র শ্রীভগবানের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে সেখানে বা যে-কোন অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নামের সহিত লাগাইলে উহার মর্য্যাদাহানি হইয়া থাকে। 'জয়ন্তী'-শব্দটীও যথা তথা খেয়ালখুশিমত ব্যবহার করা যায় না। শাস্ত্রে 'জয়ন্তী'-শব্দ জন্ম অর্থে ব্যবহার হয় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন 'জয়ন্তী' যোগ ছিল; ভগবৎতত্ত্বের আবির্ভাব-তিথিতে 'জয়ন্তী'-শব্দটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। কে ভগবান্? কে ভক্ত? যদি না জানি, তাহা হইলে কিরূপে চলিবে? আমরা কি তাহা হইলে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ; সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য; ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলিব? আজ দুনিয়ায় ভাল-মন্দের বিচার উঠিয়া গিয়াছে; মানুষ সদসৎ বিবেক হারাইয়াছে।

শাস্ত্রে দুইরকম মায়াকে দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) যোগমায়া, (২) মহামায়া। মায়া—মিয়তে অনয়া ইতি 'মায়া'; মা+যা=মায়া। কোন বস্তুকে প্রাকৃতভাবে মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকেই 'মায়া' বলে। অসীম অনন্ত ভগবানকে নিজের জড়বুদ্ধির দ্বারা জানিবার, বুঝিবার অপচেষ্টাই মায়া। মহামায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন—দুর্গাদেবী, তিনি—ছায়াশক্তি। তিনি জীবকুলকে মায়াদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন হইতে বিমুখ করেন। তাঁহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় বর্ত্তমান। আর যোগমায়া হইলেন—শ্রীমতী রাধারাণীর শক্তি বা স্বরূপশক্তি। তাঁহার অপর নাম—লীলাবিস্তারিণী শক্তি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে নারদ-শ্রুতিসংবাদে যোগমায়া ও মহামায়া-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় গোকুলেশ্বরী ও অখিলেশ্বরীর পৃথক্ সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে, দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাবতীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত তাঁহার বর্ণিত বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে নিখিল শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গগ্রহণই তাঁহার চরম উপদেশ। শ্রীভগবানই—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় এবং প্রেম—প্রয়োজন। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সারবাক্য। আজ শ্রীব্যাসপূজা-দিবসে পূর্ব্বপূর্ব্বগুরুবর্গের সহিত আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

আজকাল 'দরিদ্র-নারায়ণসেবা', 'পুরুষোত্তম', 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কথাগুলির বহুল প্রচলন দেখিতে পাই। এই কথাগুলির কি যথাযোগ্য ব্যবহার হইতেছে? 'নারায়ণ' হইলেন লক্ষ্মীপতি। যাঁহার স্ত্রী বা অর্দ্ধাঙ্গিণী স্বয়ং ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি কি কখনও দরিদ্র হইতে পারেন? অতএব এই শব্দটী এইরূপভাবে ব্যবহার না করিয়া দরিদ্রসেবা' বলিলে হইতে পারে। বেদোপনিষদে ও গীতায় 'পুরুষোত্তম'-শব্দটী একমাত্র শ্রীভগবানের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে সেখানে বা যে-কোন অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নামের সহিত লাগাইলে উহার মর্য্যাদাহানি হইয়া থাকে। 'জয়ন্তী'-শব্দটীও যথা তথা খেয়ালখুশিমত ব্যবহার করা যায় না। শাস্ত্রে 'জয়ন্তী'-শব্দ জন্ম অর্থে ব্যবহার হয় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন 'জয়ন্তী' যোগ ছিল; ভগবৎতত্ত্বের আবির্ভাব-তিথিতে 'জয়ন্তী'-শব্দটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। কে ভগবান্? কে ভক্ত? যদি না জানি, তাহা হইলে কিরূপে চলিবে? আমরা কি তাহা হইলে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ; সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য; ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলিব? আজ দুনিয়ায় ভাল-মন্দের বিচার উঠিয়া গিয়াছে; মানুষ সদসৎ বিবেক হারাইয়াছে।

শাস্ত্রে দুইরকম মায়াকে দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) যোগমায়া, (২) মহামায়া। মায়া—মিয়তে অনয়া ইতি 'মায়া'; মা+যা=মায়া। কোন বস্তুকে প্রাকৃতভাবে মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকেই 'মায়া' বলে। অসীম অনন্ত ভগবানকে নিজের জড়বুদ্ধির দ্বারা জানিবার, বুঝিবার অপচেষ্টাই মায়া। মহামায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন—দুর্গাদেবী, তিনি—ছায়াশক্তি। তিনি জীবকুলকে মায়াদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন হইতে বিমুখ করেন। তাঁহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় বর্ত্তমান। আর যোগমায়া হইলেন—শ্রীমতী রাধারাণীর শক্তি বা স্বরূপশক্তি। তাঁহার অপর নাম—লীলাবিস্তারিণী শক্তি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে নারদ-শ্রুতিসংবাদে যোগমায়া ও মহামায়া-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় গোকুলেশ্বরী ও অখিলেশ্বরীর পৃথক্ সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে, দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাবতীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত তাঁহার বর্ণিত বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে নিখিল শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গগ্রহণই তাঁহার চরম উপদেশ। শ্রীভগবানই—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় এবং প্রেম—প্রয়োজন। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সারবাক্য। আজ শ্রীব্যাসপূজা-দিবসে পূর্ব্বপূর্ব্বগুরুবর্গের সহিত আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৯৩ (ইং ১০।৩।৮৭) মঙ্গলবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৯৩ (ইং ১৬।৩।১৯৮৭) সোমবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম **নবদ্বীপ-**পরিক্রমাপঞ্জী **পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।** ইতি—৩০শে মাঘ, ১৩৯৩।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীসমিতির "সাধারণ সম্পাদক"-এর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীপরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৮৭) মঙ্গলবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৬ ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৮৭) বুধবার ; —(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৭ ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৮৭) বৃহস্পতিবার ;— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট) অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৮ ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৮৭) শুক্রবার ;— (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর নবদ্বীপ শহরস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়া-মাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ২৯ ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৮৭) শনিবার ,—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৩০ ফাল্গুন (ইং ১৫।৩।৮৭) রবিবার ;—**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ১ চৈত্র (ইং ১৬।৩।৮৭) সোমবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।**

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ মশারীসহ বিছানা এবং থালা ও ঘটি অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৮৭) সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২০·০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১২·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি.-তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৯। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২০। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২২। উদ্ধারের পথ, ১৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমনঃ-শিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ)। ২৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৮। The Bhagavat, ২৯। Nam-Bhajan, ৩০। The Vedanta, ৩১। Vaishnavism, ৩২। Rai Ramananda.

Central Regd. No. R. N 5111/57
Postal Regd. No. W B/NDA-13

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি প্রচার কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮ নং হালদার বাগান লেন, কলি-৪।
৬। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
৭। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
৮। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
৯। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১০। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আণ্ডতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১১। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৩। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৪। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৫। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)।
১৬। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৭। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৮। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST

To

Sl. No.

From—

Shri Goudiya-Patrika Office
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal
Pin-741302 ; Phone : NVD-247